হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত

ও

ধর্ম্মনীতি

LIFE AND TEACHINGS OF MOHAMMED.

শেখ আবদর রহিম প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত)

سخن از بهر دین گوئی چه عبرانی چه سریانی
مکان کز بهر حق جوئی چه جابلقا چه جابلسا

অর্থাৎ "ধর্ম্মের কথা হিব্রু ভাষায় বল, আর সিরিয়ান ভাষাই বল অথবা সত্যানুসন্ধান জাবলকা দেশে কর, আর জাবলসা দেশেই কর, তাহাতে ধর্ম্মের বা সত্যের কোন তারতম্য হয় না।"

কলিকাতা
১১৫নং অপার চিৎপুর-রোড হইতে
শ্রীগিরিশচন্দ্র চন্দ্র কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ।

 [মূল্য তিন টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গপত্র।



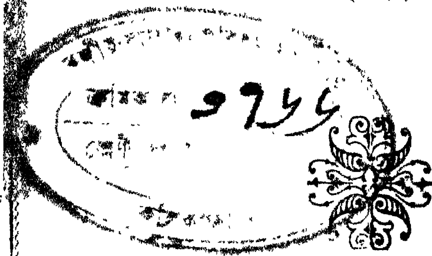
যিনি এই দুর্দ্দিনে অধঃপতিত মুসলমান সমাজের উন্নতিকল্পে অগাধ পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, সেই স্বজাতিবৎসল, স্বধর্ম্মানু-রাগী, বিদ্যোৎসাহী ও সমাজগতপ্রাণ

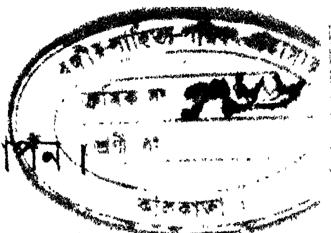
অনারেবল

মিঃ গোলাম হোসেন কাসেম আরিফ

সাহেবের পবিত্র করকমলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার দীন চিহ্ন স্বরূপ এই গ্রন্থখানি উৎসর্গীত হইল।

গ্রন্থকার।





প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

যিনি সত্য ও সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায় বলে ও কঠোর সাধনে শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ স্বীয় মহান্‌ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন; যাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের তেজে মনুষ্যগণের ভ্রম ও কুসংস্কার ভস্মীভূত হইয়া একেশ্বরোপাসনার নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই মহাত্মা হজরত মহম্মদের পবিত্র জীবন চরিত, আমি কলিকাতা ডভ্‌টন ও সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের সুযোগ্য আরবী ও পারস্যাধ্যাপক মৌলবী মের্‌জা—বাক্স উদ্দিন আহমদ সাহেবের সাহায্যে তারিখল-খামিস্, তারিখ-এবনে-হেশাম, সেফায়ে কাজী-আয়াজ, মাদারেজন্নবুয়ত, রওজতল-আহবাব, মায়ারেজন্নবুয়ত, মাওয়াহেব-রসুল জাজবল-কলুব, এজালা-তল-আখফাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আরবী ও ফারসী গ্রন্থাবলম্বনে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সঙ্কলনপূর্ব্বক জনসমাজে প্রচার করিলাম। আর হজরত মহম্মদের জীবনী ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল গ্রন্থ হইতে আবশ্যক বোধে নানা অংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম। অধিকন্তু বিজ্ঞবর মৌলবী সৈয়দ আমির আলি সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহাতে হজরত নোহ আলায়হেচ্ছালামের (নোয়ার) সময় হইতে আরবদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং তত্রত্য আধুনিক অবস্থা বিশদরূপে বির্ণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। হিজরীর প্রথম অব্দ হইতে প্রত্যেক বৎসরের ঘটনাবলী এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে নিয়মিতরূপে লিখিয়াছি। প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের যে যে আয়েত অবতীর্ণ (নাজেল) হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত অনুবাদ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি; কিন্তু কোরাণ শরিফের আয়েতগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা কতদূর দুরূহ কার্য্য, তাহা সকলে অবগত আছেন এবং আমিও তাহাতে সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি, এরূপ ভরসা করিতে পারি না। কোন ঘটনা

সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ হইলে বিভিন্ন হাদিসের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। পুস্তকের পরিশেষে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার ভবিষ্যদ্বাণী তওরয়ত (Old Testament) ও ইঞ্জিলে (New Testament) যাহা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ করিয়া দিয়াছি, আর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে মুসায়ী ও ঈসায়ীগণের ভ্রম যুক্তিপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছি এবং ইহাতে শেষ ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাবের বিষয় মুসায়ী ও ঈসায়ীগণ কিরূপ কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া আছেন, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিবার আবশ্যক, তাহাই লিখিয়াছি। কোরাণ শরিফ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ অতিশয় যত্নের সহিত লিখিয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় হজরত মহম্মদের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই অসম্পূর্ণ, বিশেষতঃ ঐ সকল পুস্তক ইংরাজী গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত বলিয়া কোন কোন বিষয় মুসলমানদিগের উপযোগী হয় নাই। হজরত মহম্মদ তরবারির বলে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহার নামে যে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন, এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা কতদূর সত্য, সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

আমি এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার জন্য যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সহৃদয় ও সুবিজ্ঞ পাঠকগণ বিচার করিবেন। যদি আমি ইহাতে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থন্মন্য বোধ করিব।

পরিশেষে পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের বিজ্ঞবর মৌলবী সাহেবগণ আর অন্যান্য মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবগণ এই পুস্তক সম্বন্ধে উর্দ্দু ভাষাতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য যথাস্থানে মুদ্রিত হইল। * *

মহম্মদপুর, বসিরহাট, ১২৯৪ সাল, ফাল্গুন। } শেখ আবদর রহিম।

কলিকাতা মাদ্রাসার আলিয়ার দ্বিতীয় মদাররেস্ মৌলবী আবদুর রহিম সাহেব ও তৃতীয় মদাররেস্ মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল্ সাহেব এবং টালিগঞ্জ আনোয়ারিয়া মাদ্রাসার মাদাররেস্ মৌলবী আবু তাহের সাহেবগণের অভিমত।

بسم اللہ الرحمن الرحیم *

اس کتاب پر رائین

مولف کی تالیف نہایت صحیح اور درست ہی او نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی حسب حالتین (معجزات و غزوات و غیرہا) کہی ہین روایات صحیحہ سے مدلل اور ثابت ہین اور ان سب کو جاننا او یقین کرنا عین ہدایت ہی اور موجب سعادت کونین - خداوند تعالی جل شانہ سب مسلمانون کو توفیق دے کہ ان سب اخبار صحیحہ کو صدق دل سے جانے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و الہ و سلم کو خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جانین اور مطابق انکے فرمانے کے اپنے عقائد و اعمال کو درست کرین اور مورد رحمت جناب باری عز اسمہ اور محل شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہوین *

عبدالرحیم عفی عنہ

مدرس دوم مدرسۂ عالیہ کلکتہ

یہہ کتاب بہت صحیح اور درست هی اور جو کچھہ حالات حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے من قبیل معجزات اور خوارق عادات و غیرات و غیرها کے اس کتاب مین مذکور هین سب موافق کتب معتبرہ اهل سنت و جماعت کے هین *

محمد اسمعیل عفی عنہ

مدرس سوم مدرسۂ عالیۂ کلکتہ

واضح هو کہ یہہ کتاب هدایت الانساب حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے احوال شریف مین بروایت صحیح و عبارت فصیح زبان بنگلہ مین لکھی گئی هی - مین نے مضمون مندرجۂ کتاب کو سراپا از ابتدا تا انتہا سنا هی اور اس امر کے اظہار کرنے مین مجھکو بڑی مسرت هی کہ مصنف نے تحقیق روایات اور تفتیش واقعات و بشارات اور تصریح حالات مین ایسی کوشش کی هی جس سے نہ صرف رونق تصنیف هی بلکہ مصنف کی همت قابل تعریف هی - سوانح عمری جناب رسالت مآب راست راست بے کم و کاست لکھا هی - عرب کی حالات اور اُسکی اخلاقی و معاشی و سیاسی و دینی و دنیوی ترقیون کا صحیح نقشہ کھینچا هی گو مین یہہ نہین کہتا کہ یہہ کتاب اس طرز مین نو ایجاد هی پرهان زبان بنگلہ مین تو تصنیف اور لایق داد هی - یہہ کتاب مسلمانان بنگالہ کو عموما اور ایسے مسلمانون کو خصوصا جو صرف زبان بنگلہ جانتے هین نہایت مفید هوگی *

ابو طاهر

سابق مدرس اول مدرسۂ انوریہ ٹالیگنج حوالی کلکتہ

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আজ প্রায় ২৫ বৎসর হইল, এই গ্রন্থখানি প্রথমবার মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার প্রচলন ছিল না। তথাপিও সেই সময়ে বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণের নিকট ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং খৃষ্টান পাদ্রিগণও ইহা অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। "হজরত মহম্মদের এরূপ সম্পূর্ণ জীবনচরিত বঙ্গভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে" বলিয়া কলিকাতা গেজেটে সমালোচিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া লণ্ডনের এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্তৃপক্ষগণ ইহার কয়েক খণ্ড ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। তৎকালীন বঙ্গের প্রসিদ্ধ পীর ও মোরশেদ মরহুম মগফুর মৌলানা হাফেজ আহমদ জৌনপুরী সাহেব ইহা পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশীয় হিন্দু ও মুসলমান রাজা, মহারাজা, নবাব ও জমিদার সাহেবগণের নিকটেও ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির না হইবার কারণ এই যে, সেই সময়ে সুধাকর নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রখানি বাহির হয়, তাহার পরিচালন কার্য্যে লিপ্ত থাকায় আমি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার অবসর পাই নাই। যদিও সময়ে সময়ে ইহা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তথাপিও তাহা কিছুতেই কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারি নাই।

তৎপরে সুধাকর বন্ধ হইয়া গেলে, মোসলেম হিতৈষীর জন্মদান ও পরিচালন জন্য ৪ বৎসর কাল বিব্রত ছিলাম। এখন খোদার ফজলে

একটু অবসর পাইয়াছি, তাই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে সক্ষম হইলাম। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এই পুস্তকখানি অবলম্বনে বা অবিকল নকল করিয়া কেহ কেহ হজরতের জীবনী সম্বন্ধে ২।১ খানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন দেখিয়া কতিপয় সমাজহিতৈষী বন্ধু আমাকে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি এই সংস্করণে হজরতের জীবনীসম্বন্ধে কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজিত করিব বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু সময়ের অভাবে অভিলষিত বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। তখন আমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষী অকৃত্রিম বন্ধু নদীয়া আঞ্জুমনে এত্তেফাকে এস লামের সুযোগ্য সেক্রেটারী মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেব কবিবর মুনসী মোজাম্মেল হক সাহেব, কলিকাতা চাঁদনী বাজারের মুনসী বাকাউল্লা মল্লিক সাহেব প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে এই গ্রন্থখানি যতদূর পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের অনুরোধে ইহার মুদ্রাঙ্কণে প্রবৃত্ত হই, অধিকন্তু বন্ধুবর কবিবর সাহেব পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং জেলেখা প্রণেতা বন্ধুবর মুনসী আবদুল লতিফ সাহেব ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি নূতন নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এই সংস্করণে রাইট অনারেবল সৈয়দ আমির আলি সাহেব প্রণীত "স্পিরীট অফ ইসলাম", মৌলবী নওয়াব আলি এম এ প্রণীত "তারিখে মোস্তফা" ও মৌলবী চেরাগ আলি সাহেব প্রণীত "জেহাদ" প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এবার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যথা—জবিহ সম্বন্ধে মীমাংসা, হজরত এব্রাহিমের দোওয়া, আদর্শ মহাপুরুষ,

খোদাতালার অস্তিত্ব, অহির প্রমাণালোচনা, অহি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সমালোচনা, হজরতের যুদ্ধালোচনা, ইসলাম যে তরবারিবলে প্রচারিত হয় নাই তাহার প্রমাণ ও সংক্ষ, সমাজ সংস্কার, ইসলামে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা প্রভৃতি। কাবা, হেরা গিরিগুহা, মদিনার মসজেদ, কোবার মসজেদ ও এসকেন্দ্রিয়ার খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা মকুকাসের নিকট হজরতের চিঠির ফটোগ্রাফ এই পাঁচখানি চিত্র এবং হজরতের সময়ে আরবদেশের মানচিত্র ও হজরতের বংশাবলীর তালিকা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এবার এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য জলপাইগুড়ির স্বনামধন্য পরলোকগত খান বাহাদুর মুনসী রহিম বকস সাহেবের উপযুক্ত দানশীলা ধর্ম্মপরায়ণা কন্যা শ্রীমতী হিমন্নেসা সাহেবা, বগুড়ার নবাব সৈয়দ আবদস সোবহান চৌধুরী, রেঙ্গুনের জমিদার মুনশী আবদুর রহমান সাহেব ও মুনসী বাকা উল্লা মল্লিক সাহেব প্রভৃতি মহোদয়া ও মহোদয়গণ আমাকে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা, }
১৩২০ সাল, জ্যৈষ্ঠ। }

আবদর রহিম।

পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত।



নদীয়া আঞ্জমনে এত্তেফাকে এসলামের সুযোগ্য সেক্রেটারী, ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ডের মেম্বর ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা কাজিউল-হারামায়েনেশ্‌-শারিফায়েন মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেবের অভিমত।

আমি মুনসী শেখ আবদুর রহিম সাহেব কৃত হজরত মহম্মদের (দঃ) জীবন চরিত (হজরত মহম্মদ রসুলে করিমের জীবনী) ও ধর্ম্মনীতি গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়াছি এবং এখন উহার দ্বিতীয় সংস্করণও পাঠ করিলাম। আরবী, ফার্সি ও উর্দ্দু ভাষায় হজরতের বহু জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় নির্ভুল নিখুঁত জীবনী বহুল পরিমাণে প্রকাশ হওয়া একান্ত আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত হজরতের যে কয়েকখানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মৌলুদ শরিফের কল্পিতগল্প এবং মৌজু ও জইফ হাদিসের অনুবাদ আর কতকগুলি হিন্দু ও ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণের লিখিত জীবনী অবলম্বনে সঙ্কলিত। সেই সকল গ্রন্থপাঠে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহাতে বেদাতি শেরেকী, নেচারী ও কুফ্‌রি ভাবাপন্ন হইতে হয়, কিন্তু শেখ সাহেবের প্রণীত জীবনী সে সমুদয় দোষ বর্জ্জিত। ইহা পাঠে জানা যায় যে, ইহা সঙ্কলন করিতে যাইয়া অনেক বিদ্বানের (আল্লামার) সহায়তা এবং প্রাচীন বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ সকলের সাহায্য লইতে হইয়াছে। আমি আশা করি, প্রত্যেক বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মুসলমান নরনারী মহাত্মা রসুলে করিমের (দঃ) ভক্তিচিহ্নস্বরূপ এই মহারত্ন খানি নিজের নিকটে রাখেন এবং ধর্ম্মনীতিশিক্ষা ও সওয়াব হাসেল মানসে দৈনিক পাঠ (অজিফা) করেন।

খাকছার,

আবদল কদ্দুস।

কোমলাপুর, জানিপুর, নদীয়া,

২৫।১।১৩২০ সাল।

সূচিপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
প্রথম হিজরীর ঘটনাবলী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী।

নবম পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী।

দশম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম হিজরীর ঘটনাবলী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টম হিজরীর ঘটনাবলী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নবম হিজরীর ঘটনাবলী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দশম হিজরীর ঘটনাবলী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

একাদশ হিজরীর ঘটনাবলী।

পরিশিষ্ট।

কোরাণ শরিফ ৫৭৭।

চিত্রাবলী।

—০—

অবতরণিকা।

ধর্ম্মোন্নতির ক্রমবিকাশ মানব জাতির মধ্যে কিরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া মানবচরিত্র অনুসন্ধিৎসুগণের নিকট একটী অতীব চিত্তাকর্ষক বিষয়। যে সর্ব্বজনীন আত্মা সর্ব্বভূতের নিয়ামক ও পরিচালক—যাহার তত্ত্ব সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে কত শত মানব ও কত শত জাতি গত হইয়া গিয়াছে, সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী মহতী শক্তির সত্ত্বা উপলব্ধির নিমিত্ত মানব মনের ক্রম জাগরণ, মানব জাতির জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। যে উপায় বলে মানব জড় বস্তুর উপাসনা হইতে সর্ব্ব-শক্তিমান্ খোদাতালার উপাসনায় উন্নীত হইত, কাল বিবর্ত্তনে তাহাই আবার প্রায় শিথিল হইয়া পড়িত। কত শত সম্প্রদায় ও কত শত ব্যক্তি স্বকীয় বাসনানুযায়িনী প্রবৃত্তির সেবা করিয়া স্ব স্ব আত্মার কামনা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত তাহাদের আদিম কালের বিশেষ জড়োপাসনার অনুরূপ নিজ প্রবৃত্তির উপাসনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উন্নতিমার্গ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত। কিন্তু ঐশীবাণী অশ্রান্তভাবে প্রতি-নিয়ত সত্যের দিকে আহ্বান করিতেছে এবং সময়বিশেষে খোদা-তালার দাসগণ, মানবগণকে নিজের ও তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা-বিষয়ক কর্ত্তব্য-নিচয় বিঘোষণ করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইতেন। তাঁহারাই বাস্তবিক "স্বর্গীয় তত্ত্ববাহক" বা পয়গম্বর। তাঁহারা তৎসাময়িক মানবমণ্ডলীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবাত্মার সত্যতা, পবিত্রতা ও ন্যায়পরতার জ্বলন্ত উচ্চাভিলাষ জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই তৎকালোচিত যাবতীয় আবশ্যকীয় পরমার্থ তত্ত্বের পূর্ণাধিকারী হইতেন। প্রত্যেকেই পতিত

জাতি—বিকৃত জনসাধারণকে পবিত্র, সংস্কৃত ও উন্নত করিতে আগমন করিতেন। কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত সামান্য উৎকর্ষ উপযোগিনী ক্ষমতা সহ যৎসামান্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেন। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের কাণ্ডারী হজরত মহম্মদ মোস্তাফা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বব্যাপ্ত সুসংবাদ সহ যাবতীয় মানব সমাজের হিত-সাধনকল্পে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল আরবগণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি যুগ বা স্থান বিশেষের জন্য প্রেরিত হন নাই, বরং জগতের প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত যাবতীয় মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন—যাঁহার জীবনী প্রেরিতলোকের প্রাক্কাল হইতে পাষাণাক্ষরে লিপিবদ্ধ,—সেই মহান্ শিক্ষার গুরুর আগমন জগতের ইতিহাসে আকস্মিক বা অসম্বদ্ধ ঘটনার ঘটনামাত্র নহে। সেই কারণ পরম্পরায়, সেই শোচনীয় পাপরাশি এবং সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী শক্তিতে স্থির বিশ্বাস জন্য যীশু প্রার্থনা হেতু অগষ্টাস্ সিজারের রাজত্ব-কালে গালিলী তীরে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহার জীবনলীলা শোচনীয় ঘটনায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহাই আবার অপেক্ষাকৃত অধিকতর শক্তি সহকারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল বাস্তবিকই জাতিগত, সমাজগত ও ধর্ম্মগত বিচ্ছিন্নতার কাল বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎকালীন দৃশ্য-সমূহ এরূপ ছিল যে, ব্যক্তিগত উপাসনার পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির অদম্য প্রবাহের দিকে যাবতীয় বিপথগামিনী শক্তি প্রত্যাহৃত করিতে—সর্ব্বদা প্রকৃত ধর্ম্মের এক নবাদর্শের অন্তর্ভুক্ত করিত।

ইহুদী বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতিতে যে সমস্ত স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ছিল, তদ-পেক্ষা আরও অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গীয় রাজ্যের প্রত্যাদেশের আবশ্য-

কতা তাহাদের লক্ষীভূত ছিল। জোরেষ্টার, হজরত মুসা ও ঈসা (আঃ) যে পবিত্র ধর্ম্মশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, তাহা মানবরক্তে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। বিকৃত জোরেষ্ট্রীয় ধর্ম্ম অধিকতর বিকৃত খৃষ্ট-ধর্ম্মের সহিত বহু শতাব্দী ব্যাপী সংঘর্ষে মানবজাতির ধর্ম্মস্বর রুদ্ধ করিয়াছিল এবং জগতের কতিপয় সুখসম্পদপূর্ণ স্থান প্রকৃত রক্তক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। প্রভুত্বের জন্য অবিরাম দ্বন্দ্ব, অনবরত আন্তর্জাতিক প্রাণ-নাশক কলহ, সম্প্রদায় ও শ্রেণীগত অগণিত ধর্ম্মমতানৈক্যতা সম্মিলিত হইয়া মানবজাতির হৃদয়াক্রঢ় রক্ত শোষণ করিয়াছিল এবং জীবনশূন্য ধর্ম্ম-যাজকত্বের লৌহ চরণাঘাতে নিষ্পেষিত হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় মানবজাতি তাহাদের নেতৃবর্গের অপকর্ম্ম হইতে উদ্ধারার্থ খোদাতা'লার নিকট করুণ প্রার্থনা করিতেছিল। পূর্ব্বে কখনই জগতের ইতিহাসে উদ্ধারকারীর আগমনের আবশ্যকতা এরূপ গুরুতররূপে ও উপযুক্ত সময়ে উপলব্ধি হয় নাই। অতএব হজরত মহম্মদ (দঃ) নৈতিক জগতে যে মহান্ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত ইসলামীয় বিধানের পূর্ব্বে ও তাহার সমকালে মানবজাতির ধর্ম্মগত ও সমাজগত দ্রুত পর্য্যবেক্ষণ নিতান্ত প্রয়োজন।

আরব ভৌগোলিকগণ, ব্যাক্‌ট্রিয়ার উচ্চ অধিত্যকাকে মানবজাতির আদিম বাসস্থান এবং জাতির আদিম জন্মভূমি বলিয়া ইহাকে প্রকৃত পক্ষেই "ওম্মল বেলাদ" অর্থাৎ দেশ-জননী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। মানবজাতির শিশুকাল বিষয়ক বিভিন্ন জাতীয় বিজ্ঞানের ক্ষীণ অন্ধকারময় আলোক সহায়ে দেখা যায় যে, বহু পরিবার মানবজাতির এই আদিম বাসভবনে একত্র থাকিয়া ক্রমে বিভিন্ন দল ও বংশে বিভক্ত হইয়া লোকসংখ্যার আধিক্য হেতু ধরাতল উত্তরোত্তর জনপ্রবাহে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। হামের বংশীয় শাখাই, প্রথমতঃ পূর্ব্ব-বাসভূমি

পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তৎপশ্চাৎ তুরাণীয়গণ তাহাদের অনুগমন করে। এই তুরাণীয়গণকে কখন কখন উগ্র ফিনিশিয়া জাতি এবং জাফেতীয় বংশের শাখাবিশেষ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। তাহাদের কেহ কেহ প্রথমতঃ উত্তর দিকে গমন করে, তৎপরে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া মানবজাতির বর্ত্তমান মঙ্গোলীয় শাখায় পর্য্যবসিত হয়। অন্য শাখা পশ্চিম দিকে যাইয়া কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমস্থ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মিডিয়া দেশে অর্থাৎ আজরবিজান, হামাদান এবং গিলান প্রদেশে বাসস্থান নির্দ্দেশ করে। উহাদের এক বংশ অতঃপর বাবিলনিয়ার উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববর্ত্তী হাম বংশীয় ঔপনিবেশিকগণকে দাসত্বে পরিণত করে এবং কালক্রমে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া একজাতীয় জাতিতে পরিণত হয়, যাহারা খৃষ্টীয় ও ইহুদীয় ধর্ম্মগ্রন্থে কুশাইতীয় নামে অভিহিত। এই শঙ্করজাতি বাবিলন নগরের প্রতিষ্ঠা করে এবং এক প্রকার নবাবিধ ধর্ম্মপদ্ধতির জন্ম দান করে, ইহাদের মধ্যে প্রথমতঃ চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা আরম্ভ হয়। ফিনিশীয় পুংদেবতা বাল ও মোলক সমীপে সন্তানোৎসর্গ, বেলটিস্ ও আশটোরেথ সমীপে চিরকুমারী দান— তৎকালে উচ্চ অনাধ্যাত্মিক সভ্যতা, স্থূল লাম্পট্যধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল এবং নগ্ন, নরহত্যা অনুমোদন করিত।

তৎপরেই শাম বংশীয়গণ আদিম বাসভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুরাণীয়গণের পদানুসরণ করিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যায় এবং মেসোপটেমিয়ার ব দ্বীপের উত্তরাংশে উপনিবেশ স্থাপন করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। লোকসংখ্যা ও বল সঞ্চয় করিবামাত্র তাহারা শীঘ্রই বাবিলনীয় রাজ্য পর্য্যুদস্ত করিয়া এক বহু বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহের উপর শাসনদণ্ড বিস্তার করে। তাহাদের অধিকৃত পশ্চিম এসিয়ার দুইটি বৃহৎ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আসিরীয়গণ কালক্রমে

একেশ্বরবাদে উন্নীত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের স্বর্গীয় দেবতাগণের মধ্যে এক সর্ব্বশক্তিমানের সত্তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিত।

যৎকালে শাম বংশীয় ঔপনিবেশিকের প্রধান দল ব দ্বীপের উচ্চাংশ-সমূহে স্বকীয় উন্নতি সাধন করিতেছিল, তৎকালে তাহাদের এক ক্ষুদ্রাংশ ক্যালডিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সুদূরস্থিত উর জেলায় প্রবেশলাভ করিয়াছিল। এই জাতির বংশানুশাসনানুযায়ী প্রধান ব্যক্তিরা আত্ম-অবধারিত নির্ব্বাসন ও ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া একাধিক ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মগত পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিগণিত হইয়া ভবিষ্য-ইতিহাসকারকগণের জন্মদাতারূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

জাফেতীয় বংশ স্বীয় আদিম বাসস্থানে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিল। যৎকালে আদি বংশসম্ভূত অন্যান্য জাতি সাম্রাজ্য স্থাপন ও ধর্ম্মমত সমুৎপাদন করিতেছিল, তৎকালে জাফেতীয় শাখাও বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু জাতিসমূহের যাত্রা অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে গমন একবার আরম্ভ হইলে আর কখনও তাহার নিবৃত্তি হয় না। অসভ্য জাতীয় সেই অশান্তির দুর্দ্দমা উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া অথবা তাহাদের গ্রাম্য কার্য্যের অনুসরণ জন্য, লোকসংখ্যার আধিক্য হেতু এবং তাহাদের পূর্ব্ব গতিবোধ স্থানে স্থানাভাব বশতঃ জাতির পর জাতি পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছিল। পেলাসজীয় ও কেল্টগণই তন্মধ্যে প্রথম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায় তাহাদের অনুগমন করিয়াছিল। কেবল প্রকৃত আর্য্যগণ তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থানেই অবস্থিতি করিতেছিল। তাহাদের একতম শাখা বদখশানের নিকট বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্যটী খাস বল্খের দিকে গমন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সম্প্রদায়সমূহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন ভাবে এবং তাহাদের দ্বন্দ্ব-বিগ্রহে বা গতিবিধিতে নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় বসবাস করিয়াছিল। যে

ঐতিহাসিক আলো, রাজ্য ও সভ্যতার স্থাপয়িতা পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সুপ্রভাত আনয়ন করিয়াছিল, তাহাও পৃথিবীর আদিম অধিবাসিগণের উপর পতিত হইয়াছিল। তাহা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন মৃদু উজ্জ্বল হইলেও ঐ সমতল ক্ষেত্রে বহুজাতির একত্র সমাবেশ স্থাপন করে। তাহারা বন্যাবস্থা হইতে অসভ্যাবস্থায় উন্নীত হইবামাত্রই সর্ব্বজনীন চরমোৎকর্ষের দৃষ্টিতে জীবন্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। অসংখ্য অবধারিত জড় বস্তু প্রকৃতির স্থান প্রাপ্ত হইয়া এতাবৎকাল পর্যান্ত ভীতকম্পিতভাবে পূজিত হইতেছিল। তাহাদের কতকগুলিকে প্রকৃতি শক্তির সজীবতায় আর কতকগুলিকে নির্জীবতায় আরোপ করিয়া আলো ও অন্ধকার এই দুই পূর্ণ মূলতত্ত্বের অধীন করিত। জীবন ও আলো প্রদায়ক সূর্য্য উপকারী দেবতারূপে পূজিত হইত, যাহার শক্তি প্রতিহত হইলেও প্রকৃতপক্ষে পাপ ও অন্ধকারের বিরুদ্ধকারী মূলশক্তিকে পরাজিত করে। তাহাদের পূর্ব্বপূজিত ভূতপ্রেতাদির প্রতি বর্ত্তমানে তাহারা যে ভাব সংবর্দ্ধন করিত, তাহার চরোমৎকর্ষ কোন সময় পৃথক ব্যক্তিগত স্বত্বায় অবলম্বিত থাকিয়া আবার অন্য সময় তাহাদিগকে জীবাণু সমষ্টিতে সমাকৃত হইয়া অন্যান্যের সহিত নিমজ্জিত হইতে হইয়াছে। ক্রমে ইহাদের মধ্যে রাজ্যশাসন পদ্ধতি ও শিল্প কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে আর্য্যদিগের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হয়। তখন পূর্ব্বশাখা আদিম বাসস্থান হইতে বিতাড়িত হইল। সিতাম জারাথুষ্ট্রা নামক একজন ধর্ম্মপ্রচারক পশ্চিম শাখার মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন আরম্ভ করে। পূর্ব্বশাখা বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রস্থ আদিম অসভ্য অধিবাসীদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করে। আর্য্যগণ তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলিকে নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় হত্যা এবং কতকগুলিকে দাসত্বে পরিণত করিতে থাকে। আর অবশিষ্ট

গুলিকে দস্যু শূদ্র ও দাস প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে। কালক্রমে আর্য্যগণ ভারতের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। আর্য্য উপনিবেশসমূহে ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের প্রকৃতি পূজা বিশেষরূপে কার্য্যকরী হইয়াছিল। অবশেষে একদিকে ভয়ঙ্কর অমানুষিক শক্তি পূজা আর অন্য দিকে কৃষ্ণের ধ্বংসকারী ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আবির্ভাব হয়। তাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও নীতিহীনতার বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ অবৈধ আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ অতি উচ্চ হইলেও উহা সংসারবিরাগীর পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু সাধারণ লোকের উপর উহার ক্ষমতা অতি সংকীর্ণ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে অপসারিত হইলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রবল হইয়া উঠে এবং ধর্ম্মমন্দির-সমূহ ব্যভিচার ও পাপের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। তৎকালে নীতিহীনতা ধর্ম্মের অনুমোদিত ছিল এবং সাধারণ লোকে নীতিহীন ও ব্যভিচারী দেবদেবীর উপাসনা করিত। ধর্ম্ম বেশ্যাবৃত্তির অনুমোদন করা ত দূরের কথা, তাহার পোষকতাও করিত। বিবাহ সম্বন্ধ কেবল নামে মাত্র ছিল। বহু স্বামী গ্রহণ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদিক সময়ে স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। স্ত্রীজাতি সেই সময়ে জুয়াখেলা ও মল্লযুদ্ধের পণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত, তাহারা গৃহের দাসীরূপে অবস্থিতি করিত, পরিবারে যতগুলি ভ্রাতা থাকিত, একটী স্ত্রীলোক তাহাদের সকলকেই স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে স্ত্রীজাতি অবনতির গভীরতম কূপে নিপতিত হইয়াছিল। মনু বলিয়াছেন, "স্ত্রীজাতি শয্যা, উপবেশন স্থান ও অলঙ্কার ভালবাসে, তাহাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহ অপবিত্র, তাহারা ক্রোধ ভালবাসে, তাহারা চঞ্চলমতি ও দুশ্চরিত্রা, দিবারাত্র তাহাদিগকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য।"

এক্ষণে ইসলামের জন্মভূমির অতি নিকটবর্ত্তী পারস্যদেশের বিষয় আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম দেশীয় আর্য্যগণ তাহাদের আদিম বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আধুনিক পারস্য ও আফগানিস্থানে প্রবেশ করিল। ঐ প্রদেশদ্বয়ে যে সকল হাম ও কুশাইত বংশীয়গণ বাস করিত, তাহাদিগের অধিকাংশকে তাহারা পরাজিত ও ধ্বংস করিয়াছিল, ক্রমে তাহারা কাস্পিয়ানের সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া মিডিয়া ও সুসিয়ানা প্রদেশে তুরাণীয়গণকে শাসনাধীনে আনয়ন করে। তুরাণীয়গণ জড়বাদী ও ইরাণীয়গণ মায়াবাদী ছিল। পারস্যে সুদেবতা অর্মুজড ও কুদেবতা আহ্রিমানের পূজা প্রচলিত ছিল। বাবিলন ও নাইনিভি আসিরিয়ার অধীনে সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় নেবুকাডনেজারের অধীনে বাবিলনীয় রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই সময়ে ইহুদীদের রাজ্যের পতন হয়। পারসিকগণ ক্রমে জোরেষ্ট্রীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পড়ে। পারসিক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। আইওনিয়ান গ্রীকগণ স্ত্রীলোকগণকে গৃহ মধ্যে তালাচাবিতে আবদ্ধ রাখিত; পারস্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে নপুংসক নিয়োগে স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধান প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রীসে উপপত্নী রাখার প্রথা সামাজিক প্রথার মধ্যে গণ্য ছিল। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্ম তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয় নাই। শেষকালে পারস্যের রাজন্যবর্গ দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন, ইঁহারা প্রজাগণের শরীর ও সম্পত্তির উপর একাধিপত্য করিতেন। প্রজাগণ প্রকৃত ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহৃত হইত।

হজরত মুসার বিশ্বস্ত সম্প্রদায়ের উপর একাদিক্রমে যে বিপদরাশি সম্পাতিত হইয়াছিল, তাহা টাইটাস ও হাড্রিয়ান্ যুদ্ধে চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। পৌত্তলিক রোম ইহুদীদিগের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিয়া

তাহাদের সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অগ্নি ও রক্তে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। খৃষ্টান কনষ্টাণ্টিনোপল তদনুরূপ নির্দ্দয়তা সহকারে তাহাদিগের উপর উৎপীড়ন করিয়াছিল। এতদ্রূপে এসরাইলবংশ এক প্রকার ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা ভূপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ আশ্রয় অন্বেষণে লুক্কায়িত থাকিয়াও কখন কোন ভূস্বামীর অধীনতা স্বীকার করে নাই। এমন কি, হজরত ঈসা আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন, ইহা দেখিয়াও তাহারা তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল না।

ইস্‌লামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে খৃষ্ট ধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ ছিল, নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সম্রাট কনষ্টানটাইন খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে রোমক সাম্রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের অদম্য প্রভাব বিস্তার হইয়া পড়ে। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে খৃষ্টানগণ হজরত ঈসার পবিত্র উপদেশাবলী ভুলিয়া গিয়া পরস্পর হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার ফলে খৃষ্টান ইউরোপ ঘোর কুসংস্কারান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়, তৎকালে গির্জ্জাসমূহ দস্যুদোষী ও নাস্তিকের আড্ডায় পরিণত হয়। লোকে মৃত ব্যক্তির আত্মার এবং সুবিখ্যাত লোকদিগের প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিত। এতদ্রূপে খৃষ্টধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতায় পরিণত হয়। খৃষ্ট জগতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও তদনুরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

যে ব্যক্তি আলেকজাণ্ড্রিয়ার রাজবর্ত্মের উপর—সুসভ্য লোকদিগের সম্মুখে তৎকালীন উচ্চবংশসম্ভূতা জনৈক ভদ্রমহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই আবার খৃষ্ট জগতে "সেণ্ট" নামে অভিহিত হইয়াছিল। এমন কি, আধুনিক ইতিহাসলেখকগণ সেই নরপিশাচের দোষ ক্ষালন জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেছেন। ড্রেপার সাহেবের ইতিহাসে একটী অমানুষিক নৃশংস অত্যাচারের বিষয় নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত

হইয়াছে,—একদা হাইপেশিয়া নাম্নী আলেকজান্দ্রিয়ার একটী অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী বিদুষী ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা বক্তৃতা-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গৃহে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে গোঁড়া খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ পথিমধ্যে তাঁহাকে অশ্বযান হইতে বলপূর্ব্বক ভূমিতলে নিক্ষেপ করে এবং উলঙ্গ করিয়া ভীষণ রূপে প্রহার করিতে থাকে; তখন রমণী ভয়ে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে, পাষণ্ডেরা সেই অবস্থায় তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী গির্জ্জায় লইয়া গিয়া "সেণ্টের" পদাঘাতে হত্যা করে। তৎপরে তাঁহার মৃতদেহ পদদলিত ও খণ্ডিত করা হয়। অবশেষে নরপিশাচগণ তাঁহার অস্থি হইতে মাংস খণ্ড বাহির করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অধিনায়ক অসুরের প্রতি খৃষ্টানগণ পরম সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। পরে মহাবীর আমরুর সুতীক্ষ্ণ তরবারি এই ভীষণ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

সুবিখ্যাত খৃষ্টান ব্যবস্থাশাস্ত্রবিদ্ জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে কনষ্টাণ্টি-নোপলের নৈতিক চরিত্র যেরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা হইতেই খৃষ্টান জগতের ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সিজারের সিংহাসনে উপবেশন করিয়া যে থিয়োডোরা প্রকাশ্যভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতেন, তিনিই আবার খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পুরুষগণ কর্ত্তৃক "দেবী" বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার অত্যাচারে সিজারের রাজত্ব কলঙ্কময় হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্ম ও নীতির ধার ধারিতেন না। তাঁহার সময়ে প্রাসাদপ্রাঙ্গণই বিদ্রোহ ও বিবাদ বিসম্বাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই সময়ে মানবীয় বা স্বর্গীয় বিধিব্যবস্থা পদদলিত হইত। শান্তি ও নিরাপদ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইত। গির্জ্জাসমূহ নররক্তে রঞ্জিত হইত। এমন কি, প্রকাশ্যভাবে দিবালোকে অমানুষিক অত্যাচারসমূহ সংঘটিত হইত। এই সময়ের অবর্ণনীয় অত্যাচারসমূহ জগতে অতুলনীয় বলিয়া

পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এই সময়ে কনষ্টাণ্টিনোপলের সহিত পারস্যের তুলনা করিলে পারস্যকে অধিকতর সুশৃঙ্খল ও সুবিধিসম্পন্ন রাজ্য বলা যাইতে পারে।

খৃষ্টান কনষ্টাণ্টিনোপলের পাপবিভীষিকা কাহিনী পাঠে মানবচিত্ত বিচলিত হয়। যখন ইসলামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শিশু ছিলেন, সেই সময়ে বাইজাণ্টাইনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাট মৌরিস খৃষ্টান প্রজা কর্ত্তৃক সপরিবারে অতি নৃশংসরূপে নিহত হন। উক্ত সম্রাটকে মন্দির হইতে টানিয়া আনিয়া তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার পাঁচটী পুত্রকে একে একে নিহত করা হয়, পরে তাঁহাকেও ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। তৎপরে সাম্রাজ্ঞী ও তদীয় দুহিতাগণকে বিষম যন্ত্রণা দিয়া পাপাত্মাগণ তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করে। সম্রাটের বন্ধু বান্ধব ও পারিষদবর্গের উপরও পাষণ্ডগণ বিষম অত্যাচার করিতে ত্রুটি করে নাই, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চক্ষু উৎপাটিত, কাহারও হস্তপদ কর্ত্তন, কাহাকেও অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। এইরূপে বাইজাণ্টাইন রাজ্য নরহত্যা, ব্যভিচার ও পাশব অত্যাচারের লীলাভূমিতে পরিণত হয়।

এসিয়াটিক তুরস্কও ক্রমান্বয়ে পার্থিয়ান, রোমক, পার্সিয়ান ও বাইজাণ্টাইনদিগের অত্যাচারে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের নৈতিক চিত্র অপেক্ষা সামাজিক চিত্র আরও কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টের অনুসরণকারিগণ এই সমস্ত কুপ্রথার দূরীকরণ করা দূরে থাকুক, তাহার বদ্ধনই করিয়াছিল। অগ্নি উপাসকগণ মেসোপোটেমিয়ার নিকৃষ্ট শ্রেণীর খৃষ্টানদিগের সহিত বিবাদ করিয়া পশ্চিম এসিয়াকে একেবারে ধ্বংসমুখে পাতিত করিয়াছিল। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান ধর্ম্মগুরুদিগের আভ্যন্তরিক অবৈধ নরহত্যায় মিশর ও আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশের নৈতিক জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু পর্য্যন্ত নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

ইউরোপের অবস্থা আরও শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। এমন কি, দিবালোকে খৃষ্টান ধর্ম্মগুরুগণ স্বদেশহিতৈষীদিগকে কনষ্টাণ্টিনোপলের বাজারের প্রকাশ্য স্থানে জীবিতাবস্থায় দাহ করিত। রোম নগরের রাজবর্ত্মের উপর প্রতিদ্বন্দ্বী বিশপদিগের চক্ষের সম্মুখে রোমের ধর্ম্মমন্দিরসমূহ মানবরক্তে রঞ্জিত হইত।

স্পেনদেশ অরাজকতা ও ধ্বংসের ভীষণ দৃশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধনকুবেরগণ উচ্চপ্রাসাদে দাসদাসীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বারবনিতা সেবানে দিনাতিপাত করিত। মধ্যবিত্ত লোকগণ রোমকদিগের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইত। স্পেনের ইহুদীদিগের প্রতি খৃষ্টানগণ হৃদয়বিদারক অত্যাচার করিত। খৃঃ পূঃ ৬১৬ অব্দ হইতে ভিসিগথ সিসেবট নামক রাজার ধর্ম্মশাসনের সময় হইতে তাহাদের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং অবশেষে ইসলামই তাহাদিগকে বিবেকশূন্য খৃষ্টানদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করে।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আরবদেশ অন্যান্য জাতির আক্রমণ ও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল এবং চতুর্দ্দিকের কল-কোলাহল তাহাকে জাগরিত করিতে পারে নাই। অবশেষে তাহারও সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও তাহার সুসন্তানের উচ্চস্বরে জাগিয়া উঠিল।

মক্কা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বিখ্যাত নগরী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। হজরত ইব্রাহিমের বংশধরদিগের বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে মক্কা নগরে কাবা মসজেদ নির্ম্মিত হয়, তদবধি এই গৃহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মন্দিরসমূহের মধ্যে পবিত্রতায় অতুলনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এই গৃহে আরবগণ ৩৬০টী পুত্তলিকার পূজা করিত এবং হাজারোল আসোয়াদ নামক স্বর্গীয় প্রস্তরকে চুম্বন করিবার জন্য প্রতি বৎসর আরববাসিগণ দলে দলে মক্কায় আসিয়া সমবেত হইত। এইরূপে অতি

প্রাচীনকাল হইতে মক্কা নগর যে কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কেন্দ্রস্থান বলিয়া অভিহিত হইত, তাহা নহে, ইহা বাণিজ্য ব্যবসায়েরও প্রধান কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মক্কাবাসিগণ উষ্ট্রের সাহায্যে এয়মন ও ভারত হইতে মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া পারস্য ও বাইজান্টাইন প্রভৃতি রাজ্যে বিক্রয় করিত এবং সিরিয়া হইতে রেশমী বস্ত্রাদি স্বদেশে আমদানি করিত। কিন্তু পণ্য দ্রব্যাদির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিলাসিতার দ্রব্যাদিও আনয়ন করিত। তাহারা সিরিয়া ও এরাক হইতে গ্রীক ও পার্সিয়ান দাসীগণ ক্রয় করিয়া আনিত এবং তাহাদের নৃত্যগীতে বিভোর হইয়া দিবারাত্র পাপস্রোতে নিমগ্ন থাকিত। এইরূপ আমোদ প্রমোদে আত্মহারা হইয়া তাহারা ভবিতব্যতার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া ঐ সমস্ত নৃত্যগীতপ্রিয়া ক্রীতদাসী লইয়া সময় ক্ষেপ করিত। মক্কাবাসীরা অতিশয় পানাসক্ত ছিল। নৃত্যগীতকারিণী স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইত।

হিন্দুদিগের ন্যায় তাহাদের মধ্যে বহু স্ত্রীগ্রহণ প্রভৃতি কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। বিধবাগণ স্বামীর অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় পুত্রদিগের ব্যবহার্য্য রূপে পরিগণিত হইত এবং শিশু কন্যাদিগকে জীবিত অবস্থায় প্রোথিত করার প্রথাও তাহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।

আসিরীয়, গ্রীক ও রোমকগণ কর্তৃক ইহুদীগণ বিতাড়িত হইয়া আরবে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিবাদই তাহাদের পতনের একমাত্র কারণ। জেকোবাইট খৃষ্টানগণও আরবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুত্ব স্থাপন লইয়া কিছু-কাল পর্য্যন্ত বিষম বিবাদ চলিতে থাকে।

ইহুদী ও খৃষ্টানগণ আরবে বহুকাল পর্য্যন্ত বসবাস করা সত্ত্বেও আরব-বাসিগণের নৈতিক অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই।

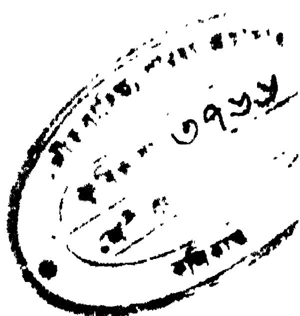
আরবের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলি পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকিত। তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাহারা নানাবিধ জনশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিত। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিশেষতঃ আরবের অবস্থা শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছিল, তখন সেই উপযুক্ত সময়ে হজরত মহম্মদ মোস্তফার আবির্ভাব হয়। তিনি আরব ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসমূহকে সামাজিক ও নৈতিক অবনতির গভীরতম কূপ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

যে আলোক সিনাই পর্ব্বতকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, যে আলোক গ্যালিলীয় কৃষক ও ধীবরগণের জীবনে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই আলোক এক্ষণে ফারাণের উচ্চশিখরে প্রজ্বলিত হইল।

হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত

ও

ধর্ম্মনীতি।



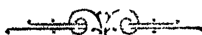
সূচনা।

মানব-চিন্তার অতীত, মানব-বুদ্ধির অগম্য, মহান মঙ্গলময় বিশ্বকর্ত্তা আপনার বিশ্বরাজ্যে যে সমস্ত অদ্ভুত ও বিচিত্র উপায়ের প্রবর্ত্তনা করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার গূঢ় রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারেন, এ ভূমণ্ডলে এমন কেহই নাই। সেই বিশ্বরাজের অদ্ভুত ও অচিন্ত্য বিশ্বরচনা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিতভাবে কেবল তাঁহার মহিমা-কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হই। ইচ্ছা হইল, অমনি তিনি ফলজলসমন্বিত নরনারী-পূর্ণ স্থান পরিহার করিয়া কঠোর কুসংস্কারাবিষ্ট আরবের বালুকাময়ী মরুভূমিকে আপনার কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লইলেন। তিনি যাহা করিলেন, অবাধে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সহস্র বাধাবিপত্তির ঘোর আবর্ত্তন তাহার বিন্দুমাত্র ব্যভিচার উৎপাদন করিতে পারিল না। তিনি পাষাণ ভেদ করিয়া প্রাণ-প্রদায়িনী প্রসন্নসলিলা প্রবাহিনীর সঞ্চার করিয়া দিবেন, মনে করিলেন, আর দেখিতে দেখিতে উত্তাল তরঙ্গে দেশ প্লাবিত করিয়া অমৃতনদী প্রবাহিত হইয়া গেল। তিনি যেই স্থির করিলেন, প্রচণ্ড মরুভূমির মধ্যে জীবনপ্রদ পরম রমণীয় অমৃত-তরুর

সম্ভাবনা করিয়া দিব, অমনি কটাক্ষমাত্র সেই নির্জ্জন প্রদেশে বালুকা-স্তূপ ভেদ করিয়া অতি বিশাল অমৃততরু সুশোভিত হইল। বিচিত্র তাঁহার লীলা! বিচিত্র তাঁহার কার্য্যপ্রণালী! ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ করিবে সাধ্য কি! মানব-চক্ষু নিনিমেষ হইয়া দেখিল, কি অলৌকিক ক্ষমতাবলে কত কত অচিন্ত্যনীয় অসাধ্য ব্যাপার সংসাধিত হইয়া গেল। তাঁহার মহতী শক্তির তীব্র আঘাতে সমস্ত প্রতিবন্ধক তিরোহিত হইয়া দুরন্ত মরুভূমি ফলপুষ্প-পরিশোভিত পরম রম্যোদ্যানে পরিণত হইল। সেই জন্যই আজি আরবভূমি কোটি কোটি লোকের নিকট দেবদুর্লভ পুণ্যক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই আজি আরবের নাম দেশ বিদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং ইহার সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর একান্ত আদরের জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই অলৌকিক ক্ষমতা আজিও ইহার পবিত্র ধর্ম্মের নামের সহিত বিজড়িত হইয়া অগণ্য লোকের পরকালের সম্বল করিয়া দিতেছে। শঠ এবং কুটিল-প্রাণ পাষণ্ডগণ যাহাই বলুক, উদারহৃদয় ও যথার্থ ধর্ম্মাত্মারাই মহাত্মাগণ ইহার প্রভাব ও অলৌকিকত্ব অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমরা এই অলৌকিক ক্ষমতা বিশ্লেষণে এই পবিত্র ধর্ম্মের বর্ণনে এবং ইহার প্রবর্ত্তয়িতা মহাত্মা হজরত মহম্মদের (দং) জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি পাঠকবর্গকে উপহার প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। সাধু কর্ম্মের নিত্য সহায় বিশ্বপতি, আমাদিগকে অনুরূপ শক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার কার্য্য সুসিদ্ধ করিয়া লউন, তাঁহার নিকট আমাদিগের এই বিনীত প্রার্থনা।

——:•:——

প্রথম পরিচ্ছেদ।



আরব দেশের বর্ত্তমান অবস্থা।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে, পৃথিবীর অধিকাংশ উপদ্বীপই সাগর ও নদ-নদী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই ইউফ্রেটিস্ নদী, লোহিত সমুদ্র, ভারত মহাসাগর ও পারস্যোপসাগর কর্ত্তৃক সুবৃহৎ আরব উপদ্বীপ আবির্ভূত হইয়াছে। যে সকল সুপ্রসিদ্ধ এবং প্রবল-কালাগ্নি-সদৃশ ঘটনা-পরম্পরায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সকল বিপর্য্যস্ত হইতেছিল; যৎকালে দেশের পর দেশের ও সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উন্নতি ও পতন হইতেছিল; যৎকালে পুরাতন বংশসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া নূতন বংশের অবতারণা করিতেছিল, আর দেশের নাম ও সীমা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসিগণের নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইতেছিল, তৎকালে আরব কয়েকবার বৈদেশিক শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও মরুভূমির মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় থাকিয়া আপনার পুরাতন স্বভাব ও স্বাধীনতারূপ সূর্য্যকে ঘোর তমসাবৃতাস্তাচলরূপ বৈদেশিক শত্রুর করাল কবল হইতে সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহার অদম্য চিরস্বাধীনতাপ্রিয় ভ্রমণশীল জাতিসমূহ পুত্রকলত্র সহ স্বাধীনতার অমৃতরসাস্বাদনে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল।

এই আরব উপদ্বীপ লোহিত সাগরের পূর্ব্ব তীরে স্থাপিত এবং পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আরব এই নামটীর আদি বিবরণ নির্ণয় করা বড় কঠিন। মহাত্মা সোলেমানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হিব্রুভাষায় "আরাবা" নামক একটী প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"আরাবা" এই শব্দটী "এবার" (ভ্রমণকারী) এই ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আরাবার অধিবাসিগণ ভ্রমণ-শীল ছিল। কিন্তু হিব্রুভাষায় "আরাবা" শব্দের অর্থ মরুভূমি; তাহা হইতে "আরাবাম্" (বহুবচনে) শব্দে সমুদয় আরব মরুভূমিকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন যে, তাহামা প্রদেশে আরাবা নামক একটী নগর ছিল; তাহা হইতে সমুদয় উপদ্বীপের নাম "আরব" হইয়াছে।

আরব দেশের পশ্চিমসীমা লোহিত সাগর, পূর্ব্ব সীমা পারস্য ও ওমান উপসাগর, দক্ষিণ সীমা ভারতমহাসাগর, উত্তর সীমা বেবিলন, সুরিয়া ও সুয়েজ যোজক। ইহার উত্তর পশ্চিম সীমা কেনান রাজ্য; এই কেনান রাজ্যকে প্রাচীন গ্রীকগণ ফিনিশিয়া, খৃষ্টানগণ পালেষ্টাইন (ফলেস্তিন) বলিতেন। এক্ষণে ইহা সুরিয়া নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আরব দেশেই আল্লাহতায়ালা হজরত ইস্মাইলের সন্তানসন্ততিগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন (ইহার বিষয় তওরাতে লেখা আছে)।

এই দেশ অত্যন্ত উষ্ণ এবং বালুকারাশি-পরিপূর্ণ। সেই বালুকা-রাশি গ্রীষ্মকালে আগ্নমূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক ভীষণাকার হয়। এই প্রদেশে সাইমম্ (সামুন) নামক এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার সম্মুখে কোন জীব পড়িলেই মুহূর্ত্তে কাল-কবলিত হয়। এই প্রদেশে নদী নাই, জল প্রাপ্ত হওয়া বড়ই কষ্টকর। বোধ হয়, এই দেশে জলের এত অভাব বলিয়াই মহাত্মা এব্রাহিম সারার আদেশে হাজেরা ও তৎপুত্র ইস্মাইলকে এই জলতৃণাদি শূন্য স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদিও এই দেশের দুই এক স্থানে জল পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আবার গ্রীষ্মকালে শুকা-ইয়া যায়।

এক জন প্রাচীন ভূগোলবেত্তা বলেন যে, আরব দেশ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—পর্ব্বতময়, বালুকাময় ও সুখময় আরব। কিন্তু প্রকৃত

প্রস্তাবে আরব দেশ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—আরবল হেজর অর্থাৎ পর্ব্বতময় আরব, ইহা সুয়েজ যোজক হইতে লোহিত ও আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; আর আরবল ভাদি অর্থাৎ বালুকাময় আরব, ইহা আরবের পূর্ব্বাংশ। আরবদেশীয় ভূগোলবেত্তৃগণ বলেন, ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—তাহামা, হেজাজ, নেজদ্, অরুজ এবং ইমেন্। বৈদেশিক ভূগোলবেত্তৃগণ বলেন যে, হেজাজ প্রদেশের নাম হজ অর্থাৎ তীর্থযাত্রা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু এ কথাটী সম্পূর্ণ ভুল। হেজাজ অর্থ—দুইটীর মধ্যস্থ কোন বস্তু বা স্থান, হেজাজপ্রদেশ সুরিয়া ও ইমেনের পর্ব্বত মধ্যে অবস্থিত। আরবের পশ্চিমভাগ পর্ব্বতময়, উত্তর ও মধ্য-ভাগ বালুকাময় ও দক্ষিণাংশ সুখময়, কারণ এই ভাগটী উর্ব্বরা। এ প্রদেশে অরণ্য নাই বলিলেও হয়। আরবদেশের প্রধান পণ্য দ্রব্য কাফি; তদ্ভিন্ন খর্জ্জুর প্রভৃতি আরও কতকগুলি ফল পাওয়া যায়। তত্রত্য অধিবাসিগণ খর্জ্জুর ফল ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। এদেশে সুগন্ধি দ্রব্যও জন্মে। আরবের অশ্ব অতি প্রসিদ্ধ। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ভারতবাসীদিগের নিকট গো যেমন অধিক উপকারী, আরবদেশ-বাসীদিগের নিকট উষ্ট্রও তদ্রূপ। তদ্ভিন্ন উষ্ট্র আরবদেশবাসীদিগের নিকট মরুভূমির জাহাজ সদৃশ। উষ্ট্র না থাকিলে আরবদেশবাসিগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন কিংবা বাণিজ্যাদি করিতে পারিত না। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি এত অধিক যে, মরুভূমির মধ্যে কোন স্থলে জলাশয় থাকিলে ইহারা তাহার সন্ধান করিয়া লইতে পারে। আবার সাইমুম্ প্রবাহিত হইবার প্রাক্কালে তাহা জানিতে পারিয়া মৃত্তিকার উপরে শয়ন করে, তাহা প্রবাহিত হইয়া গেলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চলিতে থাকে। এইরূপে উষ্ট্র নিজের ও প্রভুর জীবন রক্ষা করে। আল্লাহতায়ালার করুণার সীমা নাই। যিনি ল্যাপ্‌লাণ্ডবাসীদিগকে বরফের উপর গমনা-

গমন করিবার জন্য বল। হরিণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই মরুপ্রদেশ-বাসীদিগের মঙ্গলের জন্য উষ্ট্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।

মদিনা ও মক্কার বর্ত্তমান অবস্থা।

এক্ষণে আমরা মদিনা ও মক্কার বর্ত্তমান বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সুয়েজ বন্দরের ১৫০ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণে ইয়াম্বু বন্দর; সুয়েজ ও ইয়াম্বু বন্দরের মধ্যে তুর, মৈলা ও ওয়েজ বন্দর স্থাপিত। এই সকল স্থানে বিহঙ্গমকুল সৈন্য সদৃশ একত্রিত হইয়া শীকারার্থ বহির্গত হয়। রাত্রিকালে এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর।

ইয়াম্বু কিংবা ইয়াম্বু-অল-বাহার অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্ত্তী ইয়াম্বু; এই বন্দর পবিত্র নগরের "দ্বার" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্থান স্থল-বণিকগণের কায়রো (কাহেরা) হইতে মক্কা গমনের একটী প্রধান পথ। এই স্থান হইতে মক্কা ও মদিনায় গমনপথ অতি বিপদসঙ্কুল; কেননা একে ত পথিমধ্যে দস্যুভয় অত্যন্ত প্রবল, তাহাতে আবার অধিক পরিমাণে দ্রব্যজাত লইয়া গমন করা সাতিশয় কষ্টকর; এই হেতু পথিক ও তীর্থযাত্রিগণ এই স্থানে স্ব স্ব দ্রব্যাদি সংরক্ষণপূর্ব্বক পবিত্র নগরে গমন করে। এই বন্দরটী লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান; এই স্থানটী তুরস্ক-সুলতানের অধীন; কিন্তু এখানে কোন নিজাম (তুরস্কের সুলতানের পদাতিক সৈন্য) কিংবা আরবদেশীয় কোন শাসনকর্ত্তা নাই। এই নগর মরুভূমির প্রান্তদেশে স্থাপিত। ইহার প্রাসাদাবলী সমুদ্রতীর হইতে পর্ব্বত-শ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নগরের পশ্চিমপার্শ্বে লোহিত সাগর বিরাজ-মান। নগর প্রাচীরের বহির্ভাগেই কতকগুলি সমাধি ও উপাসনা-

মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। নগর মধ্যে অনেকগুলি সুপ্রশস্ত রাজপথ, বহু দ্রব্যাদি সমন্বিত বাজার ও অনেকগুলি সুবৃহৎ গুদাম ঘর আছে। এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট ভাগ খর্জ্জুর বৃক্ষে সমাকীর্ণ।

ইয়াম্বু হইতে মদিনা গমনের পথ অতিশয় শুষ্ক ও সমতল প্রান্তরের উপর স্থাপিত, তাহা কেবল বালুকা ও গ্রাণাইট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরময়। এস্থলেও সময়ে সময়ে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতসদৃশ উত্তপ্ত বালুকারাশি বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া পথিকদিগকে সমাচ্ছন্ন করে। তীর্থযাত্রিগণ ইয়াম্বু হইতে উত্তরপূর্ব্ব দিকে পাঁচ ঘণ্টা কাল গমন করিলে, পথিমধ্যে কেবল বালুকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও পাহাড় ভিন্ন আর কিছুই তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। যে স্থানে তাহারা পশু-পক্ষী দেখিতে পায়, তথায় জলের সম্ভাবনা বলিয়া অনুভব করে। আবার দুই এক স্থানে পরস্বাপহারক লুণ্ঠন-প্রিয় বেদুইন জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিশ্রামার্থ অবস্থানপূর্ব্বক ৮ দিন পরে ক্লান্ত তীর্থযাত্রিগণ পবিত্র নগরের বহির্ভাগ দেখিতে পায়। তখন তাহারা নেতার আদেশানুসারে পশুগুলি থামাইয়া পবিত্র নগরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং বলে "হে বিশ্বপতে! এই স্থানই ধর্ম্ম-প্রচারকের পবিত্র স্থান। আমাদিগকে নরকাগ্নি ও পরলোকের দণ্ড হইতে রক্ষা করিও। আপনার কৃপাদ্বার আমাদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিও এবং আমাদিগকে চিরসুখবিরাজমান-স্থানে লইয়া যাইও, হে খোদাতায়ালা! শেষ মোহর (মোহরম্বুয়ত) প্রাপ্ত প্রেরিত মহাত্মাকে আকাশস্থ নক্ষত্ররাজী, মরুভূমিস্থ বালুকারাশি এবং সামুদ্রিক তরঙ্গমালার দ্বারা আশীর্ব্বাদ কর। হে ত্রাণকর্ত্তা! যত দিন শস্যক্ষেত্র ও খর্জ্জুর বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইবে, তত দিন তাঁহাকে (ধর্ম্ম-

প্রচারককে) তোমার কৃপায় ভূষিত কর। হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত মহাপুরুষ! যত কাল নেজ্‌দের পাহাড়োপরি পশ্চিমবায়ু প্রবাহিত হইবে, আর হেজাজের আকাশোপরি সৌদামিনী মনোহর বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক নৃত্য করিবে, তত কাল তুমি দিবারাত্র বিশ্বপাতার কৃপারূপ সুখচ্ছায়ায় অবস্থান কর।"

মদিনা-তল-নবি অর্থাৎ "ধর্ম্ম প্রচারকের নগর"। সাধারণতঃ ইহাকে অল-মদিনা বলে। এই নগর নেজদ্‌ প্রদেশের সীমাস্থিত। ইহার খর্জ্জুর অতি প্রসিদ্ধ, এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যায়। এখানে শীতের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব, তজ্জন্য কথিত আছে যে, "যে ব্যক্তি মক্কা নগরের গ্রীষ্ম ও মদিনার শীত সহ্য করিতে পারে, সে স্বর্গে গমন করিতে পারিবে"। এখানে সময়ে সময়ে বরফ পাওয়া যায়। যাহারা শীতল জলে স্নান করে, তাহাদের প্রায়ই বাত রোগ জন্মে। এই স্থানে বৃষ্টি আশ্বিন মাস হইতে আরম্ভ হইয়া শীতের শেষ পর্য্যন্ত থাকে, আবার তৎসঙ্গে শিলা ও বজ্রপাতও হইয়া থাকে। এখানকার বৃষ্টিতে স্বাস্থ্যের কোন হানি হয় না; বরং তাহাতে লোকের খর্জ্জুর বৃক্ষ ও অন্যান্য শস্য বেশ উত্তমরূপ জন্মে। এখানে শীতকালে রাত্রিতে, বসন্ত-কালে প্রাতে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময়ে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

মদিনা তিন ভাগে বিভক্ত—সহর, দুর্গ ও সহরতলি। সহরটী মক্কা নগরের অর্দ্ধাংশ। এই নগরের চতুর্দ্দিক প্রাচীরাবদ্ধ। নগর প্রবেশের চারিটী বৃহৎ দ্বার আছে। পূর্ব্বদ্বার ও মিসরদ্বার অতি সুন্দর ও প্রশস্ত; তাহাদের উভয়পার্শ্বে দুইটী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ আছে; ঐ সকল দুর্গ বিবিধবর্ণে রঞ্জিত। এই সহরের মধ্যবর্ত্তী যে যে স্থানে জল পাওয়া যায়, তথায় অনেক লোকের বাস, তাহারা তথায় পরমসুখে দিনাতিবাহিত করিয়া থাকে। মস্‌জেদ-গমন-পথপার্শ্বে অর্থাৎ মিসরদ্বারের মধ্যে একটী

বৃহৎ বাজার আছে; তাহার বহির্দ্দেশেই সাধারণ লোকের কাফি খাইবার গৃহ। বাজারের দোকানগুলি খর্জ্জুর পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত; বাজারের ঠিক মধ্যস্থলে শ্বেত বর্ণ গুম্বজযুক্ত প্রাসাদ মধ্যে একটী সাধারণ জলাশয় আছে।

হজরত মহম্মদের (দং) সময়ে মদিনা প্রাচীরাবদ্ধ হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নগরী মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা অতি উৎকৃষ্ট অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার প্রাচীর প্রস্তর-নির্ম্মিত ও উত্তমরূপ চুণকাম করা এবং বুরুজ সদৃশ দুর্গে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। নগর মধ্যে বহুসংখ্যক রাজ-পথ, বণিকের আড্ডা ও কাফি খাইবার গৃহ আছে। এখানকার প্রাসাদাবলী প্রায়ই দ্বিতল। ওহাবীদিগের আক্রমণে মদিনার অনেক স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু আবার অচিরকাল মধ্যেই শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এই নগরে ৫০।৬০টী সুপ্রশস্ত রাজপথ আছে। ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার।

সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ মস্‌জেদই মদিনার প্রধান দর্শনীয় স্থান। ইহাতে হজরত মহম্মদের (দং) সমাধি স্থাপিত। মসজেদ-অল-নবিই অর্থাৎ ধর্ম্ম-প্রচারকের মস্‌জেদটী পৃথিবীস্থ তিনটী প্রধান মসজেদের মধ্যে দ্বিতীয়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানটী মক্কায় স্থাপিত, তাহার নাম মস্‌জেদ-অল-হারাম, এই মস্‌জেদের সহিত মহাত্মা এব্রাহিমের সম্বন্ধ আছে। আর মস্‌জেদ-অল-আক্‌সা জেরুজেলেমে স্থাপিত, এই মসজেদই সোলেমানের প্রসিদ্ধ স্থান। কথিত আছে যে, "মস্‌জেদ-অল-হারাম ভিন্ন আর অন্য স্থানে হাজার হাজার প্রার্থনায় যে ফল না হয়, মদিনার মস্‌জেদে একবার প্রার্থনায় সেই ফল পাওয়া যায়।" তজ্জন্য তীর্থযাত্রিগণ মদিনার মস্‌জেদে তিনবার নামাজ পড়ে ও সকল দিন কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া থাকে।

মস্‌জেদ অল-নবি ও এই পবিত্র নগর দর্শন করাকে জিয়ারৎ বলে। তীর্থযাত্রীদিগের একটী প্রধান নিয়ম এই যে, মদিনা দর্শন করিলেই মক্কা দর্শন করিতে হইবে। যাঁহারা নিয়মিতরূপে তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহাদিগকে হাজি বলে।

মস্‌জেদল নবিই সহরের পূর্ব্ব পার্শ্বে স্থাপিত। মক্কার মস্‌জেদ অপেক্ষা ইহার আকৃতি অনেক পরিমাণে ক্ষুদ্র। ইহা দীর্ঘে ২৮০ হাত, প্রস্থে ২২৫ হাত। এই মসজেদের মধ্যভাগ অপেক্ষা বহির্ভাগের দৃশ্য অতি রমনীয়। মস্‌জেদের মধ্যস্থ পবিত্র স্থানে তিনটী কবর আছে; তন্মধ্যে একটী হজরত মহম্মদের, একটী আবুবকরের ও অপরটী ওমরের। আর একটী কবরের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই চতুর্থ কবরে হজরত ইসার সমাধি হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, তথায় ইমাম মেহদির কবর হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, হজরত ইসা স্বর্গ হইতে ধরাতলে আসিয়া দরজ্জালকে বধ করিবেন, তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হইলে হজরত মহম্মদের কবরের পার্শ্বে তাঁহার কবর দেওয়া হইবে। সমাধিগুলি সাধারণ লোকের দৃষ্টির বহির্ভূত রাখিবার জন্য এক খানি বহুমূল্য আবরণী বস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। এই আবরণী বস্ত্রখানি তুরস্কের সম্রাট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই মস্‌জেদ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। হজরত মহম্মদ এই স্থানে মস্‌জেদ নির্ম্মাণার্থ জমী ক্রয় করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই স্থানে মসজেদ নির্ম্মাণ করিবার কারণ এই যে, হজরত মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় আগমন কালে তাঁহার উষ্ট্র অল-ক'সোয়া এই স্থানে জানু পাতিয়া খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল। ইহা নির্ম্মাণকালে হজরত মহম্মদ ইহাতে বহুমূল্য দ্রব্যাদি একেবারেই ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সামান্য প্রস্তর

দ্বারা ইহার প্রাচীর নির্ম্মিত ও খর্জ্জুর গাছের দ্বারা ইহার থামের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। হজরত মহম্মদ দিবসের অধিকাংশ সময় এই মস্‌জেদে অবস্থান পূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কথোপকথন করিতেন ও নীতি শিক্ষা দিতেন। তিনি এই মস্‌জেদের ছাদোপরি উঠিয়া আজান অর্থাৎ প্রার্থনার্থ লোকদিগকে আহ্বান করিতেন। ইহার অনতিদূরেই তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন।

এই মস্‌জেদ পাঁচবার নির্ম্মিত হইয়াছে। দ্বিতীয়বার হিজিরার ২৯ অব্দে তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান বহুসংখ্যক লোকের অনভিপ্রায়ে পুরাতন মসজেদটী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পুনঃ প্রস্তুত করেন; তিনি ইহার উত্তর পশ্চিমাংশের আয়তন কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কড়ি-কাষ্ঠের দ্বারা ইহার ছাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রস্তর খোদিত করিয়া ইহার প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হিজিরার ৮০ অব্দের মহরম মাসের প্রথমেই মসজেদের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছিল।

তৃতীয় বারে মসজেদ অল-নবি পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ প্রাসাদ অপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালীরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিজিরার ৮৮ অব্দে বনি ওম্মিয়া-বংশীয় দ্বাদশ খলিফা অলিদ্ দামস্কস্ নগরে জামিউল আম্বিয়া মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করার পর মদিনায় আপনার উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। গ্রীক সম্রাট্ এই সমৃদ্ধিশালী খলিফাকে নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—তন্মধ্যে রৌপ্য নির্ম্মিত আলোপাত্র, ৪০ বস্তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোদিত প্রস্তর, ৮০,০০০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আর ৪০ জন আফ্রিকা ও ৪০ জন গ্রীক্ দেশীয় শিল্পী প্রস্তর খোদনার্থে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হিজিরার ৯১ অব্দে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছিল, ইহার প্রাচীর নির্ম্মাণে ৪৫,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

হিজিরার ১৯১ অব্দে বোগদাদের খলিফা মাহেদি চতুর্থবার এই

মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করেন। ইনি মস্‌জেদ নির্ম্মাণে অনেক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং মসজেদটীর আকৃতি বর্দ্ধিত করিয়া ১০টী সুন্দর থাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। হিজিরার ২০২ অব্দে খলিফা মামুন ইহার আয়তন আরও বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

হিজিরার ৬৫৪ অব্দে অগ্নির ভয়ে ইহা পুনঃ নির্ম্মিত হয়; মিসরের শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক ইহার আয়তন বর্দ্ধিত ও ইহা নানাবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহা তদ্রূপাবস্থায় ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে মস্‌জেদটী যেরূপ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা ষষ্ঠবারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিশরদেশস্থ সার-কেসিয়া মামলুকবংশীয় নবম সুলতান কায়াদ্ বে হিজিরার ৮৭০ অব্দে ইহা পুনঃ নির্ম্মাণ করেন। হিজিরার ১০ম শতাব্দীতে সোলেমান ইহার একটী চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার নামাঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু কায়াদ এই চূড়া নির্ম্মাণ করিতে সাহসী হন নাই। তৎপরে মহম্মদ আলির শাসনকালে তিনি কতকগুলি আলোপাত্র, কারপেট ও বাতি প্রভৃতির দ্বারা মস্‌জেদটী সজ্জীকৃত করিয়াছিলেন।

মক্কা নগরী মদিনা হইতে ২৫০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। মদিনা হইতে এখানে উত্তপ্ত বালুকাময় জলশূন্য ভূমির উপর দিয়া আসিতে হয়। মদিনা নগরী অপেক্ষা এই নগরী সমুদ্রের অতি নিকটবর্ত্তী; ইহা লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী জেদ্দা বন্দর হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

মক্কা এই নামটী অতি গৌরবান্বিত শব্দে লিখিত হইয়া থাকে; যথা—ওম্মে-অল-কোরা (সহরের মাতৃসদৃশ), মসরেক (মহৎ), বোলাদুল-আমিন (ধর্ম্ম-পরায়ণের দেশ)। এই নগরী উপত্যকোপরি স্থাপিত, ইহার চতুর্দ্দিকে বালুকারাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই উপত্যকা ৭০ হাত হইতে ৬৯০ হাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নগরী ১৫০০ গজ স্থান ব্যাপিয়া

রহিয়াছে, কিন্তু মক্কা নামধেয় স্থানগুলি ৩৫০০ গজ স্থান ব্যাপ্ত আছে। এই উপত্যকাটী উচ্চে ১৪০ হইতে ৩৫০ হাত। ইহার বহির্ভাগে যে দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকেই কেবল প্রস্তর বালুকারাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না।

মক্কার রাজপথগুলি অন্যান্য সহরের রাজপথ অপেক্ষা বিস্তৃত এবং প্রাসাদাবলী অতিশয় উচ্চ, প্রস্তরনির্ম্মিত ও ত্রিতল। এই নগরীর চতুর্দ্দিক প্রাচীরাবদ্ধ নহে; পুরাকালে ইহার তিন পার্শ্ব প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। এখানে দৃশ্যের মধ্যে কেবল মস্‌জেদ্ ও শাসনকর্ত্তার বাসগৃহ অতি রমণীয়; এই স্থানেই নয়নতৃপ্তিকর কোন প্রকার উদ্যানাদিও নাই। কেবল মস্‌জেদের (কাবা শরিফের) নিকটে কতকগুলি বিদ্যালয় (মাদ্রাসা) আছে।

মক্কা নগরীস্থ অধিবাসীদিগের গৃহগুলি অতি সামান্য; কেবল ধনীদিগের গৃহগুলি সুপ্রশস্ত। এখানকার রাজপথগুলি বর্ষাকালে বড় অপরিষ্কৃত হয়, জল হইলে পথ দিয়া যাওয়া অতি কষ্টকর হইয়া উঠে; কারণ জল নির্গমনের কোনরূপ সুবিধা নাই। রাজপথে রাত্রিকালে আলো দিবার পদ্ধতি প্রচলিত নাই। এমন কি, কোন কোন স্থানে রাস্তা নাই বলিলেও হয়। আবার যে সকল রাস্তা আছে, তাহা পরিষ্কার করাও হয় না।

মক্কায় জল বড় দুষ্প্রাপ্য। কেবল মস্‌জেদের (কাবা শরিফের) নিকটে 'জমজম্' নামে একটী কূপ আছে; তাহার জল পান করিলে পীড়া আরোগ্য হয়। তজ্জন্য তীর্থযাত্রিগণ প্রচুর পরিমাণে তাহার জল পান করে। কথিত আছে যে, ইহার জল পান করিয়া প্রার্থনা করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ লোক ইচ্ছানুসারে তাহা হইতে জল লইতে পারে না। যাহা হউক, মক্কা নগরের ৪॥০ ঘন্টার

পথ দূরে ভাল পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। এক জন লোক তথা দুই মসক জল মক্কায় আনিতে পারে, তাহার এক মসক জলের মূল্য আট আনা।

মক্কার প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কেবল মসজেদটাই প্রধান; তাহাকে বায়তোল্লা (খোদাতায়ালার গৃহ) কিংবা মসজেদল-হারাম বলে, 'হারাম' শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ অর্থাৎ মসজেদে জীবহত্যা এবং কোন জীবকে উৎপীড়ন করা নিষিদ্ধ, এমন কি, বৃক্ষাদি উৎপাটন করা ও পতিত ধন গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। এই মসজেদটী "কাবা" মসজেদ নামে প্রসিদ্ধ। কাবার উত্তরপূর্ব্ব কোণে প্রসিদ্ধ হেজরে আসোয়াদ অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর স্থাপিত রহিয়াছে।

রমজানের (যে মাসে উপবাস করিতে হয়) সময়ে বায়তোল্লা অতি সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করে। এই সময়ে অসংখ্য হাজি সন্ধ্যার সময়ে মসজেদের নিকট একত্রিত হন। ইমাম যে সময়ে জমজমের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া "আল্লাহো আকবর" (খোদাতায়ালা শ্রেষ্ঠ) এই কথা বলেন অর্থাৎ আজান দেন, তখনই প্রত্যেক ব্যক্তি একটী পাত্রে জমজমের জল লইয়া পান করেন, তৎপরে কিছু ভোজন করিয়া নামাজে যোগ দান করেন। নামাজ শেষ হইলে সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আহার করিয়া আবার প্রার্থনার্থ মসজেদে আগমন করেন। এই সময়ে মসজেদটী সহস্র সহস্র আলোকমালায় আলোকিত হইয়া থাকে। সে দৃশ্য অতি সুন্দর ও নয়ন-মন-তৃপ্তিকর।

কাবা ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের (হাজারল আসোয়াদ) বিবরণ এই পুস্তকের অন্য স্থানে লিখিত হইয়াছে।

মক্কা নগরীতে আনুমানিক ৪৫,০০০ লোকের বাস। ইহার নিকটবর্ত্তী আরাফাৎ পাহাড় একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে তীর্থযাত্রিগণ হজ (তীর্থযাত্রা) করিতে আগমন করেন। মক্কা হইতে এই পাহাড়

পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। আরাফাৎ পাহাড় (জেবেল-এর-রহম কিংবা দয়ার পাহাড়) মক্কার ময়দানের উত্তরপূর্ব্বকোণে গ্রাণিট প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পাহাড় এক বা দেড় মাইল স্থান ব্যাপিয়া গোলাকারে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে; ইহা উচ্চে ১৪০ হাত। ইহার পূর্ব্বপার্শ্বে পাহাড়ের পাদদেশ হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত সুন্দর সোপানশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে। তীর্থযাত্রিগণ ৪০টী সোপান উত্তীর্ণ হইয়াই মানবজাতির আদি পুরুষ আদমের প্রার্থনা করিবার স্থান দেখিতে পান। কিম্বদন্তীতে বর্ণিত আছে যে, এই স্থানেই হজরত জিব্রাইল প্রথমে সৃষ্টিস্থ প্রাণীকে কিরূপ প্রকারে সম্মান করিতে হয়, তাহা আদমকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপরে ৬০টী সোপান উত্তীর্ণ হইলে একটী প্রশস্ত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়; তথায় একজন উপ-দেশক দণ্ডায়মান হইয়া তীর্থযাত্রিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন। এই পর্ব্বত-শিখরোপরি যে স্থানে হজরত মহম্মদ (দং) হজ করিতেন, তাহাও সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার শিখরোপরি একটী ক্ষুদ্র মস্-জেদ ছিল, তাহা ভূমিস্মাৎ ওহাবীগন কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়াছে। তীর্থযাত্রিগণ আরাফৎ পর্ব্বতের সম্মান প্রদর্শনার্থ এই স্থানে দুই রেকাত নামাজ পড়েন।

যখন তীর্থযাত্রিগণ আরাফাৎ পাহাড়োপরি একত্রিত হইয়া তীর্থযাত্রার কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন ইহা অতি মনোহর দৃশ্য ধারণ করে। হজের সময় ৩০০০ কখন কখন বা কুড়ি হইতে পঁচিশ হাজার তীর্থযাত্রীর উষ্ট্রে আরাফাৎ পাহাড়ের চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগগুলি সমা-চ্ছন্ন করিয়া ফেলে; আর ৭০,০০০ তীর্থযাত্রী একত্রিত হয়। পৃথি-বীর মধ্যে কোন প্রদেশে এত অল্পপরিসর স্থানে এত' অধিক বিভিন্ন ভাষার কথোপকথন শ্রুতিগোচর হয় না। সময়ে সময়ে ন্যূনাধিক ৪০ প্রকার বিভিন্ন ভাষা এই স্থানে শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। একটী

নির্দ্দিষ্ট সময়ে (অপরাহ্ণ প্রায় ৩ ঘটিকার সময়ে) হাজিগণ এই স্থানে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তৎকালে খতিব অর্থাৎ ধর্ম্মের নীতি ব্যাখ্যাকারক. তিন ঘণ্টা কাল নানাবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন। যদি কোন তীর্থযাত্রী মক্কা হইতে নিয়মিত সময়ে আরাফাৎ পাহাড়ে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তির হজ সিদ্ধ হয় না; কারণ নিয়মিত সময়ে আরাফাৎ প্রান্তরে দণ্ডায়মান হওয়া হজের একটী প্রধান বিধি।

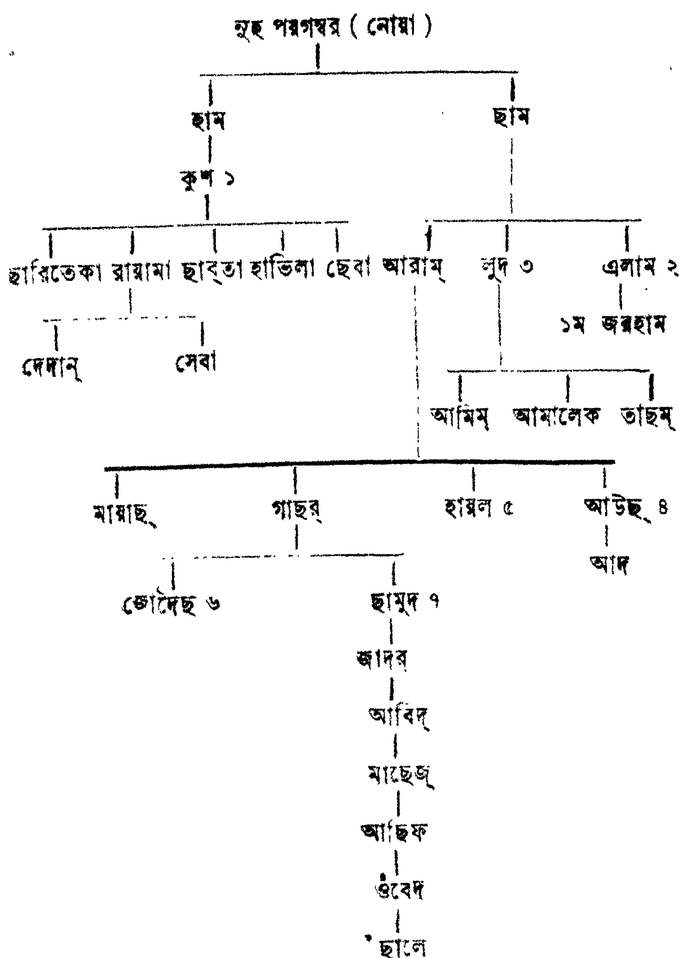
আরব দেশের অধিবাসিগণের আদিম বিবরণ।

আরব দেশবাসিগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে আপনাদের ধারাবাহিক বিবরণ কিংবা রীতি-নীতিসমূহ গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, মহা জলপ্লাবনের অব্যবহিত পরে নোয়ার (পয়গম্বর নুহের) পুত্র ছামের বংশধরগণ এখানে আসিয়া বাস করেন।

এক্ষণে আরবদেশের তিনটী আদিম জাতির বিবরণ ক্রমান্বয়ে লিখিত হইতেছে, ইহা হইতেই তাঁহাদের আদি বিবরণ বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যাইবে।

১ম। আরবল বায়েদা অর্থাৎ মরুভূমির আরব জাতি। ২য়—আবরল আরিবা অর্থাৎ আদিম আরব জাতি। ৩য়—আরবল-মোস্তারিবা। এই তিন জাতিই আরববাসীদিগের আদি পুরুষ।

১ম—আরবল বায়েদা অর্থাৎ মরুভূমির ভ্রমণশীল আরব জাতি। ইঁহারা পয়গম্বর নুহের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া সাত দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। পরপৃষ্ঠায় ইঁহাদের বংশতালিকা ও বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে।



উপরোক্ত সাত দল কোন্ কোন্ স্থানে বাস করেন, তাহা ধারাবাহিকরূপে লিখিত হইতেছে।

১ম। কুশ বংশীয়গণ পারস্যোপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন।

২য়। এলামের পুত্র জরহাম ইউফ্রেটিস্ নদীর দক্ষিণতীরে বাস করিতেন।

৩য়। লুদের সন্তানসন্ততিগণ আরবদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে বাস করিতেন।

৪র্থ। আউছ ও (৫ম) হায়ল নামক আরামের পুত্রদ্বয় দক্ষিণ আরবে বাস করিতেন।

৬ষ্ঠ। জোদৈছবংশীয়গণ আরব মরুভূমিতে বাস করিতেন।

৭ম। ছামুদবংশীয়গণ আরবের উত্তরপ্রান্তস্থ মরুভূমিতে বাস করিতেন।

আরব দেশীয় ইতিহাসবেত্তাগণ কুশের নামোল্লেখ না করাতে আমরা উহার কোন বিবরণ লিখিতে সমর্থ হইলাম না। তবে এলামের সন্তান-সন্ততিগণ কুশের বংশোদ্ভবগণের বাসস্থানের অনতিদূরে বাস করিতেন, ইহা বর্ণিত আছে।

লুদের তিন পুত্র; যথা—তাছম, আমালেক ও আমিম। ইহাঁরাও পারস্যোপসাগরের নিকটে বাস করিতেন। প্রাগুক্ত বংশাবলীর নামানুসারে তথাকার অনেক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

আউছ ও হায়লের সন্তানগণ পারস্যোপসাগরের সন্নিকটস্থ স্থানে বাস করিতেন। এখনও তৎপ্রদেশস্থ একটী স্থানের নাম "অভাল" শুনিতে পাওয়া যায়; বোধ হয়, এই নাম হায়লের নামানুসারেই হইয়া থাকিবে। কেননা আমরা দেখিতে পাই, হাঁজেরা হইতে যেমন "অগার" শব্দটী সম্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ হায়ল হইতে অভাল শব্দটীও সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। আউছের পুত্র সুবিখ্যাত আদ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আরবের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বংশে ধর্ম্ম প্রচারক হুদ জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টার উপাসনা লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং মূর্ত্তি

পূজা একেবারে রহিত করিয়াছিলেন। প্রথমে তত্রত্য অধিবাসিগণ মহাত্মা হুদের উপদেশ গ্রহণ না করায়, খোদাতায়ালা তৎপ্রদেশে তিন বৎসরকাল-ব্যাপী দুর্ভিক্ষে অধিবাসীদিগকে প্রায় ধ্বংস করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সঙ্কট সময়েও মহাত্মা হুদ আবার তাহাদিগকে একমাত্র খোদাতায়ালার উপাসনা শিক্ষা দেন, কিন্তু তাহারা তাহাও অগ্রাহ্য করিয়াছিল; কেবল কতকগুলি লোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল। অবশেষে সাত রাত্রি ও আট দিনব্যাপী প্রবল ঝটিকায় সমুদয় লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহারা ধর্ম্মপ্রচারকের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল তাঁহারাই জীবিত ছিলেন। এই ঘটনা খৃঃ পূঃ ২২০০ অব্দে সংঘটন হইয়াছিল।

জোদৈছ ও ছামুদ বংশের কোন বিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায় না; কেবল তাঁহারা আরব মরুভূমির অধিবাসী ছিলেন, ইহাই অবগত হওয়া যায়। ছামুদ বংশীয়েরা অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আরবমরুভূমির মধ্যবর্ত্তী অল-হেজার নামক স্থানে বাস করিতেন, ইহা আরব দেশের উত্তর প্রান্তে স্থিত; এই প্রান্তর ওয়াদি-অল-কোরা নামে অভিহিত। কোরাণ শরিফের অনেক স্থানে ছামুদবংশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইঁহারা পাহাড় খোদিত করিয়া আপনাদের বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন; অদ্যাবধিও সেই সকল পাহাড় "আছালেব" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পর্য্যটকগণ আরবদেশে গমন করিলেই উৎসুক-চিত্তে সেই সকল পাহাড় দর্শন করিতে গমন করেন ও তথাকার অধিবাসী-দিগের বিবরণ অবগত হইয়া কৌতূহল নিবারণ করেন। সেই পাহাড়-শ্রেণী এককালে ছামুদ বংশের বাসস্থান ছিল বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ছামুদবংশীয়গণ কয়েকপুরুষ পরে পৌত্তলিকতা রূপ কুসংস্কার-জালে আবদ্ধ হওয়ায়, খোদাতায়ালা তদ্বংশে ধর্ম্মপ্রচারক ছালেকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মহাত্মা ছালের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল,

কেহ কেহ তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিল। মহাত্মা ছালের উপদেশ অগ্রাহ্যকারিগণ তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আপনি আমাদিগকে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করুন্।" তাহাতে মহাত্মা ছালে তাহাদিগকে বলেন, "হে লোকসকল! খোদাতায়ালার সৃষ্ট এই উষ্ট্রীই তোমাদের নিকট তাঁহার (খোদাতায়ালার) ক্ষমতার চিহ্নস্বরূপ, এই উষ্ট্রীটী তাঁহার বিশ্বরাজ্যে নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। যদি তোমরা ইহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার কর তাহা হইলে শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" তজ্জন্য অনেক দিন অবধি কেহ তাহার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করে নাই। অনন্তর একদা তৎপ্রদেশে ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হইল, কেবল এক স্থানে অল্পমাত্র জল ছিল। মহাত্মা ছালে সকলকে বলিলেন, "কেহ এই উষ্ট্রীকে জলপানে প্রতিবন্ধক প্রদান করিও না।" তাহাতে অবিশ্বাসীদিগের কয়েকজন দলপতি একত্রিত হইয়া মহাত্মা ছালেকে কালগ্রাসে পতিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল; কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে আহমর নামক এক ব্যক্তি উষ্ট্রীটিকে বধ করিল। মহাত্মা ছালে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা তিন দিবস সুখে বাস কর, তৎপরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় দিবস রাত্রিতে ভয়ানক হৃদকম্প-সঙ্কুল ঝটিকা-প্রবাহে তাহারা সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা খৃঃ পূঃ ১৮৯৭ অব্দে সংঘটন হয়।

২য়—আরেবল আরেবা অর্থাৎ আদিম আরব জাতি।

এই জাতীয় লোকেরা কহতান (জকতান) বংশোদ্ভব। নোয়ার (নূহের) পুত্র ছাম, ছামের পুত্র আরফাখসদ, আরফাখসদের পুত্র ছালা, ছালার পুত্র আয়বার, আয়বারের পুত্র কহতান (জকতান)। ইঁহারা সকলেই আরবোপসাগরের নিকটে বাস করিতেন।

কহতানের (জকতানের) ১৩টী পুত্র ছিল।—১, আলমুদাদ; ২, সেলফ; ৩, হাজরা-মাতেছ; ৪, জেরা; ৫, হাদুরাম; ৬, আউদাল; ৭, দেক্‌লা; ৮, আউরাল; ৯, আবিমায়েল; ১০, সেবা; ১১, আউফার; ১২, হাভিলা; ১৩, জোবাব। ইঁহাদের বংশ পরম্পরার বিবরণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

আল-মুদাদবংশীয়গণ ইমেন্ কিংবা আরবফেলিক্সে বাস করিতেন।

সেলফ বংশীয়গণ মদিনার নিকটস্থ ময়দানে বাস করিতেন।

হাজরা-মাতেছ বংশীয়গণ আরবোপসাগরের তীর ব্যাপিয়া উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডে বাস করিতেন। প্রাচীন গ্রীকগণ ইঁহাদিগকে ব্যবসায়ী, নাবিক ও বীরপুরুষ বলিয়া জানিত।

হাদুরামবংশীয়গণ আবুলফেদার মতে দারকাবামাতেব প্রদেশে বাস করিতেন।

আউদালবংশীয়গণ ইমেনপ্রদেশস্থ বর্ত্তমান সানা নামক স্থানে বাস করিতেন।

দেক্‌লাবংশীয়গণ ইমেনে বাস করিতেন।

আউরালবংশীয়গণ আফ্রিকায় গমনপূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

আবিমায়েলবংশীয়গণ বনি সেলেস্ এবং হেজাজ প্রদেশের নিকটে বাস করিতেন।

সেবাবংশীয়গণ দক্ষিণ আরবে অর্থাৎ ইমেনের দক্ষিণ প্রান্তে বাস করিতেন।

আউফারের বংশধরেরা ইমেন প্রদেশস্থ পূর্ব্ব সেবায় বাস করিতেন।

হাভিলাবংশীয়গণ উত্তর আরেবে বাস করিতেন।

জোবাববংশীয়গণ আরেবে বাস করিতেন।

কহ্‌তানের (জকতানের) অসংখ্য সন্তানের মধ্যে ইয়ারাব ও জরহাম নামক পুত্রদ্বয় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইয়ারাব ও জরহাম এক ব্যক্তির নাম; কিন্তু আবুলফেদা বলেন যে, ইঁহারা দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

কহ্‌তান (জকতান) প্রথমে আরব দেশের রাজা হন। ইমেনে ইঁহার রাজধানী ছিল। পরে জরহাম, হেজাজ ও ইমেন প্রদেশদ্বয় অধিকার করেন।

ওয়েসলের পুত্র শুক্‌ছাক্‌ আর আউকের পুত্র ফরাণ এব্রাহিমের জন্মের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আউক, হেজাজ ও নেজদের মধ্যস্থ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন; তত্রত্য পর্ব্বতগুলিও অদ্যাপি আউক পর্ব্বত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানের নিকটে বিস্তৃত প্রান্তরে ফরাণ বাস করিতেন, এই স্থান কাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানেই পবিত্র মক্কা নগর অবস্থিত। আবুলফেদা বলেন যে, ফরাণের নামানুসারে পারাণ রাজ্যের নামকরণ হইয়াছে। কাদেশ হইতে পারাণ পর্য্যন্ত যে পর্ব্বতশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নাম সায়ের।

ইমেনের শাসনকর্ত্তা আব্রাহবংশীয় আব্রাহা ৫৭০ খৃঃ অব্দে পবিত্র মক্কা নগরী আক্রমণ করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পরে হামিরবংশীয় ছায়েক আব্রাহাকে দূরীভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করে। কিছুকাল পরে সায়েক মিসর দেশীয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হয়। সায়েকের মৃত্যুর পর পারস্যরাজ কায়েছ্‌-নওশেরওয়া বাজান নামক এক ব্যক্তিকে ইমেনের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন; এই বাজান ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে লাহির পুত্র আমর ইমেনের রাজা হইয়াছিল।

আবুলফেদা বলেন যে, আমরই প্রথমে পৌত্তলিকতার সূত্রপাত করিয়া কাবা মসজিদে তিনটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল। আরাবল আরেবা জাতির ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার; তজ্জন্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ প্রদত্ত হইল মাত্র।

৩য়—আরাবল মাছতারেবা।

আরাবল-মাছতারেবা দলস্থ লোকগণ এক সাধারণ বংশ হইতে উৎপন্ন। তেরা হইতে ইঁহারা আপনাদের বংশ গণনা করিয়া থাকেন। তেরার পূর্ব্ব-পুরুষগণের নাম এই যে, ছামের পুত্র আরফাখ্‌-সাদ, আর্‌ফাখ্‌সাদের পুত্র শালা, শালার পুত্র এবার, এবারের পুত্র ফালেগ, ফালেগের পুত্র রাউ, রাউর পুত্র সারুগ, সারুগের পুত্র নাহুর, নাহুরের পুত্র তেরা। তেরা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

১ম। বনি ইস্মাইল (ইস্মাইলের বংশ); তেরার পুত্র এব্রাহিম, এব্রাহিমের পুত্র ইস্মাইল।

২য়। বনি কতুরা (কতুরার বংশ)।

৩য়। বনি আদুম (আদুমের বংশ); এব্রাহিমের পুত্র ইসহাক, ইসহাকের পুত্র আদুম।

৪র্থ। বনি নাহুর (নাহুরের বংশ); এব্রাহিমের ভ্রাতা নাহুর।

৫ম। বনি হারাণ (হারাণের বংশ); এই বংশ মোয়াব ও আমনবংশদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মোয়াব ও আমন, লুদের পুত্র, লুদ হারাণের পুত্র, হারাণ তেরার পুত্র। আমরা এই বংশকে হারাণবংশ বলিয়া বর্ণনা করিব। উপরোক্ত পাঁচটী বংশের বিবরণ ক্রমান্বয়ে লিখিত হইতেছে।

১ম। বনি ইস্মাইল (ইস্মাইলের বংশ)।

বাবেল নগরস্থ নাস্তিক নমরূদ রাজার রাজ্যে তেরা বাস করিতেন। রাজা স্বকীয় রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন,—"হে লোক-সকল! তোমরা সকলে আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার আরাধনা কর।" সকলেই রাজার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তেরা রাজার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণকারী ছিলেন, রাজাও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই তেরার পুত্র মহাত্মা এব্রাহিম। এক সময়ে রাজা দৈবজ্ঞগণের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, তাঁহার রাজ্য মধ্যে শীঘ্রই একজন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম ও রাজ্য ধ্বংস করিবে। তজ্জন্য রাজা আদেশ প্রচার করেন,—"আমার রাজ্য মধ্যে কেহ যেন আর স্ত্রী সহবাস না করে।" কিন্তু তেরার স্ত্রী আদনা একদিন গোপনে স্বামীর সহিত সহবাস করিয়া গর্ভবতী হইয়াছিলেন। সেই গর্ভে মহাত্মা এব্রাহিমের জন্ম হয়। প্রসব কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আদনা একটী সুবৃহৎ গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে প্রসবকালোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে স্বামীর অজ্ঞাতসারে সেই গর্ত্তে মহাত্মা এব্রাহিমকে প্রসব করেন। কালক্রমে মহাত্মা এব্রাহিমের বাক্যস্ফুট হইলে তিনি জননীর নিকট সর্ব্বশক্তিমান, বিশ্বপালক খোদাতায়ালা সম্বন্ধে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন জননী পুত্রকে রাজ-ধর্ম্ম-দ্রোহী দেখিয়া বিষণ্ণ-বদনে স্বামীর নিকট গমনপূর্ব্বক পুত্রের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। মহাত্মা এব্রাহিমের খোদাতায়ালা সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই, "মাতঃ! আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?"; জননী উত্তর করিয়াছিলেন, "মহারাজ নমরূদ"। এব্রাহিম পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "নমরূদের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?"; তখন



মাতা তাহার উত্তর দানে সমর্থ হন নাই। তৎপরে তিনি তাঁহার পিতাকে সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, পিতাও উত্তর দানে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

যোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে একদিন সন্ধ্যার সময়ে মহাত্মা এব্রাহিম তাঁহার অন্ধকারময় বাসগর্ত্তের বহির্দ্দেশে আনীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে গগনমণ্ডলস্থ নক্ষত্ররাজি দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ইহারাই কি সৃষ্টিকর্ত্তা?" কিন্তু নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হইলে, বলিয়াছিলেন, "যে সকল দেবতা অস্ত যায়, তাহাদের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই, আমি তাহাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে পারি না।" পরে চন্দ্র উদিত হইলে তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই এই সৃষ্টিকর্ত্তা"। কিন্তু চন্দ্র অস্ত গেলে, বলিলেন, "আমি অস্তগামী বস্তুকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে পারিব না।" অবশেষে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে উদিত হইতে দেখিয়া, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম বস্তু, ইহা নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্ত্তা।" কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে, বলিলেন, "হে মানবগণ! তোমরা যাহাকে দেবতা বলিয়া জান, আমি তাহাদিগকে বিশ্বাস করি না, নিশ্চয়ই আমি সেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রার্থনা করিব, যিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত সৃজন করিয়াছেন।" তখন তাঁহার অন্তর মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালার জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে তিনি খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই প্রার্থনা কোরাণ শরিফের আনাম্ সুরায় (অধ্যায়ে) বিশেষরূপে উক্ত আছে।

মহাত্মা এব্রাহিম এক সময়ে তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, "পিতঃ! আপনি কি কারণে খোদিত প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সম্মান করেন? আর খোদাতায়ালার সৃষ্ট দেহকে কি কারণেই বা কাষ্ঠের পুত্তলিকার নিকট ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত করান? যে আত্মা সত্য বিশ্বস্রষ্টার উপাসনায় সন্তুষ্ট থাকে, তাহাকেই বা কি কারণে চন্দ্র সূর্য্যাদির

উপাসনায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন? বাস্তবিকই আপনি ও অন্যান্য লোক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।"

মহাত্মা এব্রাহিম লোকদিগের নিকট অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপাসনা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, মহারাজ নমরুদ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে এব্রাহিম সারা বিবি সহ বাবেলনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক মিসরে গমন করিলেন। পথিমধ্যে বিধাতার আদেশে তিনি সারাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মিসরদেশে উপনীত হইলে, তত্রত্য শাসনকর্ত্তা সাধুক, হাজেরা নাম্নী একটী কুমারীকে মহাত্মা এব্রাহিমের পরিচর্য্যার্থে সারার নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। বহুকালাবধি সারার সন্তানাদি না হওয়ায়, তাঁহার অনুমত্যনুসারে মহাত্মা এব্রাহিম কালক্রমে হাজেরার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই হাজেরার গর্ভে মহাত্মা ইস্মাইল জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা এব্রাহিম হাজেরা ও একমাত্র পুত্র ইস্মাইলের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সারা দুঃখিত হইয়া স্বামীকে বলিলেন যে, উহাদিগকে জলতৃণাদিশূন্য উত্তপ্ত মরুভূমিতে নির্ব্বাসিত করিয়া আইস, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব। খোদাতায়ালাও সেই সময়ে মহাত্মা এব্রাহিমের প্রতি আদেশ করিলেন, "তুমি সারাকে বিষণ্ণ করিও না।" অতএব মহাত্মা এব্রাহিম হাজেরা ও ইস্মাইলকে লইয়া এক্ষণে যথায় মক্কা নগরী স্থাপিত, তথায় নির্ব্বাসন করিয়া আসিলেন। এব্রাহিম হাজেরাকে কেবল এক মশক জল ও কতকগুলি খোর্ম্মা ফল দিয়া আসিয়াছিলেন। হাজেরা মহাত্মা এব্রাহিমকে তদীয় ত্যাগের কারণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই। অবশেষে হাজেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিন্! আপনি কি বিধাতার আদেশানুসারী

কার্য্য করিলেন?" মহাত্মা এব্রাহিম বলিলেন "হাঁ"। বিধাতার আদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া হাজেরা নীরব হইলেন এবং খোদাতায়ালার নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর এব্রাহিম চলিয়া গেলেন আর একবারও পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। যখন তিনি ছানিয়া নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তখন মক্কার দিকে নেত্রপাত পূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন, "হে প্রভো! আপনার পবিত্র গৃহের নিকট অনুর্ব্বর উপত্যকায় আমার সন্তানকে বাস করিবার জন্য রাখিয়া আসিলাম।"

ইস্মাইলের জননী স্বামী প্রদত্ত খোর্ম্মা ও জল পান করিয়া সন্তানটীকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই জল নিঃশেষিত হইয়া গেল; তিনি জলাভাবে তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া সমতল ক্ষেত্রে লোকের অন্বেষণার্থ নিকটস্থ সাফা পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন; কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে কটিদেশে বসন বন্ধন পূর্ব্বক লোকের সাহায্য অন্বেষণার্থ পাগলিনীর ন্যায় দ্রুতগমনে মারওয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; আবার সাফা গিরিতে দৌড়িয়া আসিলেন। এইরূপে, পাগলিনীর ন্যায় সাতবার সাফা ও মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। সাফা ও মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থ স্থান ২০০ পাদভূমি বিস্তৃত। এবনে আব্বাস বলেন যে, হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন যে, ঐ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থ স্থানে হজের সময় সাতবার গমনাগমনের রীতি হাজেরার এই আরোহণাবরোহণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শেষ বার হাজেরা মারওয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া একটী শব্দ

শ্রবণে চম্‌কিয়া উঠিলেন; পুনরায় সেই শব্দটী শুনিয়া বলিলেন "কেন, আমাকে ডাকিতেছ? পার ত, সাহায্য কর।"

তৎপরে তিনি একটী স্বর্গীয় দূতকে (ফেরেস্তাকে) দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট আত্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তিনি (ফেরেস্তা) বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, বিধাতার আশ্রয়ে সুখে থাক" দূতবর কথোপকথন কালে পদাঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতলে একটী গর্ত্ত খনন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জল বহির্গত হইতে থাকায় হাজেরা সেই গর্ত্তটীকে আরও বিস্তৃত করিয়া, তাহা হইতে এক মশক জল তুলিয়া লইলেন। এই কূপই জগতে "আবু জম্ জম্" নামে অভিহিত হইয়াছে।

হাজেরা জলপান করিয়া শান্তচিত্তে পুত্রটীকে স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। (এবনে আব্বাসের মতানুসারে লিখিত)। অতঃপর ইমেন-প্রদেশস্থ জরহামবংশীয় কতকগুলি লোক হাজেরার বাস স্থানের নিকট জলান্বেষণ করিতে করিতে উপনীত হয়। হাজেরাও তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাহারা তথায় জলের সুবিধা দেখিয়া বাস করিতে লাগিল। এই সূত্রে মক্কা নগরীর উৎপত্তি হইল। এই ঘটনা হজরত মহম্মদের জন্মের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটন হইয়াছিল।

এদিকে সারার গর্ভে ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন। এই ইসহাকের বংশে মুসা (মোসেস) প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা এব্রাহিমের এক উপাধি "হনিফ", আর এক উপাধি "খালেদোল্লা" ইহার অর্থ খোদাতায়ালার বন্ধু। ইঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে "হনিফী ধর্ম্ম" বলে।

কোরাণ শরিফের একটী আয়তে মহাত্মা এব্রাহিমের একটী প্রার্থনা নিম্নলিখিতরূপে উক্ত হইয়াছে। "হে বিশ্বকর্ত্তা! আমি তোমার

পবিত্র গৃহের নিকটস্থ অনুর্ব্বর স্থানে আমার স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করিলাম।" তিনি কাবা নির্ম্মাণ সময়ে বিধাতার নিকট উপরোক্ত প্রার্থনাটীও করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে অনুর্ব্বর স্থানে কাবা ও মক্কা নগরী স্থাপিত, তথাকার নামোল্লিখিত হইয়াছে। হিব্রু ভাষাতেও মহাত্মা এব্রাহিমের প্রার্থনায় "অনুর্ব্বর" এই শব্দটী দেখিতে পাওয়া যায়।

কাবার চতুর্দ্দিকবেষ্টিত উপত্যকাটিকে পারাণ কিংবা এল-পারাণ বলে। হিব্রু ভাষায় "এল" শব্দটী সৃষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধে বুঝায়; অতএব এল-পারাণ বলিলে কাবার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানসমূহকে বুঝাইতেছে।

মহাত্মা এব্রাহিমের অনুমত্যনুসারে ইস্মাইল স্বকীয় প্রথমা বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বনি-জারহাম-বংশীয় অন্য আর একটী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘটনাটি এইরূপ,—এক সময়ে মহাত্মা এব্রাহিম ইস্মাইলকে দেখিবার জন্য গমন করেন। গৃহে ইস্মাইলকে দেখিতে না পাইয়া, পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করেন, "ইস্মাইল কোথায়?" পুত্রবধূ অতি কর্কশভাবে বলে, "তিনি শীকারার্থ বাহিরে গমন করিয়াছেন"। মহাত্মা এব্রাহিম ইহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন যে, তোমার স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিলে বলিও, "এব্রাহিম তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে তোমার গৃহের আসবাব পরিবর্ত্তন করিতে বলিয়া গিয়াছেন।" ইহা বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

ইস্মাইল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার স্ত্রী সমুদয় বিবরণ বলিলেন। তিনি পিত্রাদেশ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য একটী কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। আবার কিছুদিন পরে মহাত্মা এব্রাহিম তাঁহার পুত্রকে দেখিতে আসিলেন; সে দিনও ইস্মাইল গৃহে

ছিলেন না। এব্রাহিম পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্মাইল কোথায়?" তিনি সসম্মানে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নম্রভাবে বলিলেন, "তিনি শীকারার্থ বাহিরে গিয়াছেন; আপনি অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক বিশ্রাম করুন" তিনি পুত্রবধূর সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে মহাত্মা এব্রাহিম জম্‌জম্ কূপের নিকট পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, আল্লাহতায়ালা আমাকে উপাসনার্থ (নামাজ পড়িবার জন্য) একটি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন এবং তোমাকে তৎকার্য্যে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। ইস্মাইল তৎক্ষণাৎ পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মস্‌জেদের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইল; ইস্মাইলও উক্ত কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই মসজেদেই "কাবা" মস্‌জেদ্ নামে অভিহিত। মহাত্মা এব্রাহিম ও ইস্মাইল মস্‌জেদের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিয়া খোদাতায়ালার নিকট এইভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে সর্ব্বজ্ঞ দয়াময়! ইহা আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করুন"। (বোখারির মতানুসারে লিখিত)।

কোরাণশরিফের বর্ণিত বিবরণ অনুসারে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ইস্মাইলও তাঁহার পিতার ন্যায় লোকদিগের মধ্যে সত্য-ধর্ম্ম প্রচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা এব্রাহিম স্নেহাস্পদ পুত্র ইস্মাইলকে কোরবানি (বলিদান) করিবার জন্য খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইসহাকের বলিদানের আদেশ হইয়াছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত কথাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়।*

* খোদাতায়ালা এব্রাহিমকে ভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া বলিদান কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

ফলতঃ কাহাকে বলিদান করিবার আদেশ হইয়াছিল, তাহা কোরাণ শরিফে স্পষ্টরূপে লিখিত নাই। যে পর্ব্বতে তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিদানার্থ লইয়া গিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতটিকে হিব্রু ভাষায় "হারিম" বলে। হারিম শব্দটী দ্বিবচন কিম্বা বহুবচনে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে ইতিহাসবেত্তাগণ বলিয়া থাকেন যে, হারিম শব্দটীর প্রয়োগ দ্বারা মক্কার নিকটস্থ মারওয়া ও সাফা নামক দুইটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে। আবার একস্থানে মহাত্মা এব্রাহিম স্বয়ং বলিতেছেন যে," বলিদানার্থ আমার পুত্রকে "জিহোবা জেরা" নামক স্থানে লইয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু জিহোবা-জেরা শব্দের অর্থে মক্কার নিকটস্থ আরফাত পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে। অতএব ইহাতেই ইস্মাইলকে বলিদান করিবার আদেশ সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। পক্ষান্তরে ইসহাক কখনও মক্কায় পদার্পণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে অনারেবল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী সাহেব প্রণীত "ঈদল আজহা" গ্রন্থে যাহা লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"জবিহ্ সম্বন্ধে মত ভেদ ও মীমাংসা।—হজরত এব্রাহিমের (আ) দুই পুত্র—হজরত এসমাইল (আ) ও হজরত এসহাক (আ)। এই উভয় পুত্রের মধ্যে কোন্ পুত্রকে কোরবানী করার জন্য খোদাতালা আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভয়ানক মত ভেদ আছে। পবিত্র কোরাণ শরিফে যে স্থানে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, সে স্থানে কোন পুত্রের নামোল্লেখ নাই এবং কোন বিশ্বস্ত হাদিসও এ সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই ইহাতে এত মত বিভিন্নতা জন্মিয়াছে। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ হজরত এসহাকের (আ) পক্ষ সমর্থন করেন। মোসলমানগণের মধ্যে কেহ হজরত এসহাক (আ), কেহ হজরত এসমাইলের (আ) পক্ষাবলম্বী।

"উভয় পক্ষেই সাহাবি ও তাবেয়ীন আছেন। যাঁহারা হজরত এসহাকের (আ) পক্ষ সমর্থন করেন, তন্মধ্যে কাব নামক এক ব্যক্তি যিনি হজরত ওমরের (আ) খেলাফত কালে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি একদা হজরত আবু হোরেরাকে (আ) বলেন, এব্রাহিমের (অ) পুত্র এসহাকের (আ) ঘটনা আপনাকে শ্রবণ করাইতে ইচ্ছা করি। তদুত্তরে হজরত আবুহোরেরা (আ) শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন যখন হজরত এব্রাহিম (আ) তাঁহার পুত্র হজরত এসহাককে খোদাতালার পবিত্র নামে কোরবানী করিতে স্বপ্নে আদিষ্ট হন। তৎকালে শয়তান মনে করিল যে, এই সময় এব্রাহিমকে (আ) গোলযোগে ফেলিতে না পারিলে আর কাহাকেও এরূপ গোলযোগে ফেলিতে পারিব না। এই সংকল্প করিয়া শয়তান এরূপ এক ব্যক্তির রূপ ধারণ করিয়া হজরত এব্রাহিমের (আ) স্ত্রী হজরত সারার নিকট উপস্থিত হইল, যাহাকে তিনি চিনিতেন। যখন হজরত এব্রাহিম (অ) হজরত এসহাককে কোরবানী করার জন্য সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন পাপবর্দ্ধ শয়তান হজরত সারার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "অদ্য প্রাতে এব্রাহিম (আ) এসহাককে (আ) সঙ্গে লইয়া কোথায় গিয়াছেন?" হজরত সারা তদুত্তরে বলিলেন,—তিনি নিজ কোন কার্য্যে যাইয়া থাকিবেন। তখন শয়তান শপথ করিয়া বলিল—তিনি অন্য কোন প্রয়োজনে যান নাই, হজরত এসহাককে (আ) জবেহ করার জন্য লইয়া গিয়াছেন। হজরত সারা বলিলেন—ইহা কি সম্ভব? তিনি নিজ পুত্রকে কেন জবেহ করিবেন!! শয়তান বলিল—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি সেই মানসেই গিয়াছেন, কারণ তিনি বলেন—তাঁহার প্রভু খোদাতায়ালা ঐ কার্য্য করার জন্য তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ

করিয়াছেন। হজরত সারা বলিলেন—"খোদাতালা যদি তাঁহার প্রতি এসহাককে (আ) জবেহ করার আদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অতি সৎকার্য্য করিতেই তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান ও কর্ত্তব্য কার্য্য।" তখন শয়তান ব্যর্থমনোরথ হইয়া সে স্থান হইতে হজরত এসহাকের (আঃ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"এব্রাহিম (আ) তোমাকে জবেহ করার জন্য লইয়া যাইতেছে।" হজরত এসহাক বলিলেন—"তিনি কেন আমাকে জবেহ করিবেন?" তখন শয়তান শপথপূর্ব্বক বলিল—"তোমার পিতা বলেন, 'তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি তোমাকে জবেহ করার আজ্ঞা করিয়াছেন'।" হজরত এসহাক (আ) বলিলেন, "যদ্যপি খোদাতালা তাঁহার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রভুর আজ্ঞা পালন করা তাঁহার অতি কর্ত্তব্য কার্য্য।" শয়তান সেখানেও অভিষ্ট সিদ্ধি করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া ভগ্নহৃদয়ে হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "অদ্য আপনি এসহাককে (আ) সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইতেছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে যাইতেছি।" তখন শয়তান বলিল, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি তাহাকে জবেহ করিতে লইয়া যাইতেছ।" হজরত এব্রাহিম (আ) বলিলেন, "আমি কেন তাহাকে জবেহ করিব?" শয়তান বলিল, "তুমি বল, ঐ কার্য্য করার জন্য তোমার প্রতি খোদাতালার আদেশ হইয়াছে।" হজরত এব্রাহিম (আ) বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে অবশ্যই আমি খোদাতালার আদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিব।"

তৎপরে যখন হজরত এব্রাহিম (আ) হজরত এসহাককে কোরবানী করিতে উদ্যত হইয়া জবেহ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন

খোদাতালা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া.হজরত এসহাকের (আ) পরিবর্ত্তে বড় একটি কোরবানীর পশু প্রেরণ করিলেন। হজরত এসহাকের (আ) প্রতি অহি (আদেশ) করিলেন, "তুমি এক্ষণে আমার নিকট কোন প্রার্থনা কর, তুমি যে প্রার্থনা করিবে তাহা আমি পূর্ণ করিব। তখন হজরত এসহাক (আ) খোদাতালা সমীপে প্রার্থনা করিলেন—"দয়াময় প্রভো! সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যে কেহ তোমার দাস মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছে ও শেষ দিন পর্য্যন্ত করিবে, তন্মধ্যে যাহারা কেবল একমাত্র তোমাকেই পূজা করিয়াছে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও উপাস্য ভাবে নাই, তাহাদিগকে স্বর্গবাসী করিও।"

ইহুদি ও খৃষ্টানগণ হজরত এসহাকের (আ) বংশীয় এবং আরবগণ হজরত এসমাইলের (আ) বংশীয়। আরবগণের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তাহাদের শত্রুতা হওয়ায়, তাহারা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে হজরত এসহাকের (আ) সম্বন্ধে এই ঘটনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহাবিগণ ইহাদের নিকট ইতিহাস অবগত হওয়ায় অনেকে বলেন, হজরত এব্রাহিম (আ) খোদাতালার আদেশে হজরত এসহাককে (আ) কোরবানী করিয়াছিলেন।

হজরত এসমাইল (আ) যে প্রকৃত জবিহ (কোরবানী কৃত), তাহা যদিচ পবিত্র কোরাণ শরিফে তাহার নাম উল্লেখ নাই, কিন্তু ভাবে তাহা পরিষ্কার রূপে জানা যায়, সেই জন্য সাহাবি ও তাবেয়ীন এবং কোরাণ শরিফের টীকাকারগণ দৃঢ় রূপে হজরত এসমাইলকে (আ) প্রকৃত জবিহ (কোরবানী কৃত) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা কোরাণ-শরিফ হইতে এইরূপ প্রমাণ দেন—পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদাতালা বলিয়াছেন—

"আমি এব্রাহিমকে এক সহিষ্ণুপুত্রের সুসংবাদ দিয়াছি, তৎপর যখন

পুত্রের কিছু বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইল এবং পিতার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিল, তখন (হজরত) এব্রাহিম (আ) বলিলেন,—বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন তোমাকে খোদাতালার পবিত্র নামে জবেহ করিতেছি। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ—ইহাতে তোমার ইচ্ছা কি? পুত্র বলিল, পিতঃ! আপনার প্রতি যে আদেশ হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করুন। খোদাতালার ইচ্ছা হইলে আপনি আমাকে সহিষ্ণুই দেখিতে পাইবেন। তৎপরে পিতা পুত্র উভয়ে যখন আদেশ পালন জন্য প্রস্তুত হইলেন—পিতা জবেহ করার জন্য মৃত্তিকার দিকে মাথা করিয়া পুত্রকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন উহাকে আমার আদেশ পালনপ্রিয় বোধ হইল। আমি এব্রাহিমকে (আ) বলিলাম, "হে এব্রাহিম! তুমি নিজের স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে, আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ পদ মর্য্যাদা দিব। আমি আমার পুণ্যবান দাসগণকে এই রূপই প্রতিদান দিয়া থাকি, অবশ্য ইহা পরিষ্কার পরীক্ষা ছিল এবং বড় একটি কোরবানীর জন্য এসমাইলের পরিবর্ত্তে দিয়াছিলাম এবং এসমাইলের পরবর্ত্তিগণ মধ্যে এই আলোচনা রাখিয়াছি। সমগ্র জগতে এই আলোচনা হইতেছে যে, এব্রাহিমের (আ) প্রতি সালাম, আমি পুণ্যবান দাসগণকে এইরূপ প্রতিদান দিয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই। এব্রাহিম আমার বিশ্বাসী দাস মধ্যে গণ্য।"

ইহার পরেই পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদাতালা বলিতেছেন।—

"আমি এব্রাহিমকে (আ) তাহার পুত্র এসহাকের (আ) পুণ্যবান নবি হওয়ার সুসংবাদ দিই।" এখন দেখা যাইতেছে, পবিত্র কোরাণ-শরিফের এই বর্ণনা প্রথম সহিষ্ণু পুত্রের সুসংবাদ, তৎপর এই কোরবানীর গল্প বলিতেছেন, সুতরাং এই গল্প সেই সহিষ্ণু পুত্রের প্রতি প্রযুজ্য

ঐ সুসংবাদের বিপরীত কার্য্য হয় বলিয়া হজরত এসহাক (আ) সম্বন্ধে জবেহের আদেশ হইতে পারে না।

"তৃতীয়তঃ, খোদাতালা হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধে পবিত্র কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন—

"তুমি এসমাইলকে স্মরণ কর, সে নিশ্চয় প্রতিশ্রুতিতে সত্যবান এবং সে রসুল ও নবি ছিল।"

"হজরত এসমাইল (আ) তাঁহার পিতা হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি জবেহের সময় ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। সেই প্রতিশ্রুতির সত্যতা তিনি কার্য্যকালেও দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই সত্য প্রতিশ্রুতির জন্য খোদাতালা পবিত্র কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন—"সে নিশ্চয় প্রতিশ্রুতিতে সত্যবান।"

"চতুর্থতঃ, খোদাতালা পবিত্র কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন, এবং এসমাইল ও এসহাক ও জালকেফ্‌ল্‌ সকলেই সহিষ্ণু। এসমাইলকে (আ) "সহিষ্ণু" কেন বলেন—হজরত এসমাইল (আ) যে প্রকৃত জবিহ এবং সেই বিষম ভক্তি পরীক্ষায় (কোরবানীতে) তিনি যে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, সেই জন্য এইরূপ বলা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

"পবিত্র কাবার চাবি রক্ষক হজরত সাবিও বলেন,—হজরত এসমাইল (আ) প্রকৃত জবিহ। কারণ তাঁহার পরিবর্ত্তে যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল, তাহার শৃঙ্গ কাবা মন্দিরে রক্ষিত ছিল। তাহা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই পবিত্র কোরবানী মক্কা শরিফে হইয়াছিল। হজরত এসমাইল (আ) মক্কা শরিফে বাস করিতেন, সুতরাং তিনিই প্রকৃত জবিহ।

"যৎকালে আবদুল আজিজের পুত্র ওমর শাম প্রদেশে খলিফা (ভূপতি)

ছিলেন, সেই সময়ে কাবপুত্র মহাম্মদ তাঁহার নিকট ছিলেন। একদা তিনি খলিফাকে এই পবিত্র কোরবানী সম্বন্ধে (হজরতএসমাইল (আ) হইয়াছিলেন কি না) জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন, তাঁহারও অনুমান ঐরূপ। (তিনি ঐ বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত করার জন্য) একজন ইহুদী পণ্ডিত তথায় বাস করিতেন, তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহুদিগণের কি মত, তাঁহার নিকট হইতে জানার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তিনি উপস্থিত হইলে খলিফা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হজরত এব্রাহিম (আ) কোন্ পুত্রকে কোরবানী করিয়াছিলেন? তিনি বলেন, হজরত এসমাইলকেই (আ) কোরবানী করার আদেশ হইয়াছিল। হে খলিফা! আমি করুণাময় খোদাতালার শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, ইহুদিগণ ইহা বিশেষ রূপ অবগত থাকা সত্ত্বেও আরবদিগের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ হজরত এসহাককে (আ) জবিহ বলেন। কারণ হজরত এসমাইল (আ) আরবগণের পূর্ব্বপুরুষ। সুতরাং আরবগণের পূর্ব্বপুরুষের ঐরূপ যশঃকীর্ত্তন করিতে হৃদয়ে ব্যথা পায়, তাহাদের প্রতিপক্ষেরা আপন পূর্ব্ব পুরুষের সহিষ্ণুতা ও প্রভুভক্তি দেখাইয়া কাজেই তাহারা যশঃকীর্ত্তন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ হজরত এব্রাহিমের (আ) উভয় পুত্র পবিত্র প্রভুভক্ত ছিলেন।

"ইহুদিগণের ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, হজরত এব্রাহিমের (আ) ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এসমাইল (আ) এবং ৯৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র হজরত এসহাক (অ) জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত পুস্তকে ইহাও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, খোদাতালা তাঁহার "ওয়াহেদ" একমাত্র পুত্রকে (অর্থাৎ সেই পুত্র ভিন্ন তাঁহার অন্য পুত্র তৎকালে ছিল না।) কোরবানী করার আদেশ করেন। ঐ গ্রন্থে "বেকর" শব্দও আছে, উহার অর্থ প্রথম পুত্র। তাঁহার পর অন্য

পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইহাতেও স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, হজরত এসমাইলই (আ) প্রকৃত জবিহ। যদিও উক্ত গ্রন্থে দুই শব্দ আসিয়াছে "ওয়াহেদ" ও "বেকর" একমাত্র ও প্রথম, যাঁহার পরে অন্য পুত্র জন্মে নাই, এই উভয় শব্দের অর্থ একই এবং হজরত এসমাইলই (আ) প্রথম পুত্র এবং যে সময় ঐ কোরবানীর আদেশ হইয়াছিল, তৎকালে হজরত এসহাকের (আ) জন্ম হয় নাই। সুতরাং তিনিই কেবলমাত্র বর্ত্তমান ছিলেন। কাজেই ঐ উভয় শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে। হজরত এসমাইল (আ) যে প্রথম ও জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং তিনিই প্রকৃত জবিহ। যেহেতু হজরত এসমাইল (আ) আরবগণের পূর্ব্ব পুরুষ এবং হজরত এসহাক (আ) ইহুদিগণের পূর্ব্বপুরুষ। ইহুদিগণের সহিত আরবগণের ধর্ম্মবিষয়ক শত্রুতা ও মত ভেদ থাকায় প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষবশতঃ প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া আপন পূর্ব্বপুরুষের যশোগান পরিকীর্ত্তিত করিবার জন্য নিজ ধর্ম্মপুস্তকের অযথা অর্থ করিয়া হজরত এসহাককে (আ) প্রকৃত জবিহ বলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মতে এই পবিত্র কোরবানী শামদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে হজরত এসমাইল (আ) মক্কায় ছিলেন, একমাত্র হজরত এসহাকই (আ) শাম প্রদেশে হজরত এব্রাহিমের (আ) নিকটে ছিলেন। সেই জন্য "ওয়াহেদ" একমাত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর হজরত এসহাকের (আ) পর হজরত এব্রাহিমের (আ) অন্য কোন পুত্র জন্মে নাই বলিয়া "বেকর" শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কারণ যাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান, তাহার এক পুত্র নিকটে ও অন্য পুত্র বিদেশে থাকিলে যে পুত্র নিকটে থাকে তাহাকে একমাত্র পুত্র বলা যাইতে পারে না। আর "বেকর" শব্দও হজরত এসহাকের (আ) প্রতি আদৌ ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ যদিচ হজরত এসহাকের (আ) পর হজরত

এব্রাহিমের অন্য পুত্র জন্মে নাই সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রথম পুত্র নন। "বেক্‌র" শব্দের অর্থ প্রথম পুত্র। যাঁহার পর অন্য পুত্র জন্মে নাই, সুতরাং উহা তাঁহার প্রতি প্রয়োগ না হইয়া হজরত এসমাইলের (আ) প্রতিই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে তিনিই তাঁহার প্রথম পুত্র এবং ঐ সময়ে দ্বিতীয় পুত্রের অস্তিত্ব ছিল না। আর এই পবিত্র কোর-বানী যে মক্কাতে হইয়াছিল—তাহাও সুনিশ্চিত। তাহারাই অনুকরণে এখনও ঐ পবিত্র স্থানে হাজীগণ কোরবানী করিয়া থাকেন এবং যে স্থানে শয়তান বাধা দিতে আসায় হজরত এব্রাহিম (আ) ও হজরত এসমাইল (আ) তাহার প্রতি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুকরণে হাজিগণ অদ্যাবধি ঐ স্থানে সপ্ত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং হজরত এসমাইলের (আ) পরিবর্ত্তে যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল, তাহার শৃঙ্গ পবিত্র কাবামন্দিরে রক্ষিত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মক্কাতে এই যে পবিত্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহুদিগণ কেবল সেই "ওয়াহেদ" শব্দ প্রয়োগ করার জন্য সত্যের অপলাপ করিয়া শাম প্রদেশে এই পবিত্র কোরবানী কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন প্রকৃত প্রমাণ নাই এবং তাহা হইলেও "ওয়াহেদ" শব্দ তাঁহার প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে না।

"এই কোরবানীর আদেশ কেবল পরীক্ষার জন্য হইয়াছিল। খোদা-তালা কাহারও রক্তপিপাসু ছিলেন না। কেহ তাঁহার নিকট কোন অপরাধে অপরাধীও হন নাই। সুতরাং সেই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ঐরূপ নৃশংস কোরবানীর আদেশ হয় নাই। তিনি কেবল হজরত এবরা-হিমের (আ) হৃদয়ের বল, তাঁহার প্রতি প্রেম, প্রভুভক্তি, কর্ত্তব্যপালন, প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় কি না; তাঁহার স্নেহ, ধর্ম্ম ও অপত্যপ্রেমের মুখে পুত্রের প্রতি স্নেহ অতি সামান্য মনে করিয়া

অপত্য স্নেহ উপেক্ষা পূর্ব্বক আজ্ঞা পালন করতঃ প্রভুভক্তির ও প্রভু প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন কি না—তাহাই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পুত্রের পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় দুম্বা প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুত্রকে বধ করার মানসে ঐরূপ আদেশ করিলে কখনই তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য জন্তু পাঠাইতেন না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐরূপ পরীক্ষা কিসে পূর্ণমাত্রায় হইতে পারে? যাহার দুই পুত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহার এক পুত্রের প্রতি যতদূর স্নেহ মমতা থাকে, কেবল জীবনের অবলম্বন একমাত্র পুত্র যাহার থাকে, সেই একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহ অধিক হইয়া থাকে ইহাই জনকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সুতরাং একমাত্র পুত্রের প্রতি এরূপ আদেশ হইলে প্রেম ও ভক্তি পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে। বিশেষ হজরত এব্রাহিমের (আ) সন্তান না থাকায় করুণাময় খোদাতালার সমীপে নানাপ্রকার আরাধনা ও প্রার্থনা করিয়া হজরত এসমাইলকে (আ:) ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পুত্র রূপে লাভ করিয়াছিলেন। যে বস্তুর চিরজীবন অভাব থাকে—বহু পরিশ্রম ও বহু কষ্টে সেই জিনিসটী লাভ হইলে তাহার প্রতি যতদূর মায়া মমতা হয়, তাহা অন্যের প্রতি হইতে পারে না। হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধেও তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। সুতরাং তিনি যে অতি কষ্টলব্ধ—তাঁহার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র হইতে পারে না। তাঁহার প্রতি মায়া মমতা ও স্নেহ যতদূর হইতে পারে, ততদূর অন্যের প্রতি কিছুতেই হইতে পারে না। কাজেই তাঁহার প্রতি ঐরূপ আদেশ না হইলে পরীক্ষার সম্পূর্ণতা ঘটিতে পারে না। আর একটী পুত্রকে খোদাতালার আদেশে তাঁহার পবিত্র নামে কোরবানী করিয়া নিজের জীবনের অবলম্বন অন্য একটী বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে দেখিয়া প্রাণ শীতল করা যায়, মনকে প্রবোধ দেওয়ার উপায় থাকে, সুতরাং সে পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত

সহজ হয়। কিন্তু ঐরূপ জীবনের অবলম্বন মনকে তৃপ্ত করা, প্রবোধ দেওয়া ও অভাব পূরণের বস্তু না থাকিলে সেই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। সেই অবস্থাতেই পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে প্রেম ও প্রভু ভক্তির ওজন (তুলনা) করা যাইতে পারে বিধায় বহু কষ্ট ও যত্নপ্রসূত সেই একমাত্র সখের বস্তু, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, এক মাত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের প্রতি অন্য পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ঐরূপ কঠোর আদেশ হইলে সম্পূর্ণ পরীক্ষা হয়। সেই কারণে হজরত এস-মাইলই (আ) প্রকৃত জবিহ তাহা প্রমাণ হইতেছে। কারণ তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। হজরত এব্রাহিমের (আ) সন্তান না হওয়ায় চির জীবন সন্তানের জন্য কায়মনোবাক্যে খোদাতালার সমীপে সকাতরে প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই একমাত্র যথাসর্ব্বস্বকে দ্বিতীয় পুত্র হজরত এসহাকের (আ) জন্মের পূর্ব্বে কোরবানীর আদেশ হইয়াছিল।

"এ বিষয় আর অধিক আলোচনা ও প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক বোধ করি না। কারণ ইহা আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের অঙ্গ নহে। হজরত এসহাককে (আ) জবিহ বলিলে আমাদের ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, সুতরাং এবিষয়ে অধিক যুক্তি প্রমাণ পরিপোষণ বাদানুবাদ করা নিষ্প্র-য়োজন। হজরত এসমাইল (আ) সম্বন্ধে অধিকাংশের মত বলিয়া এবং তাঁহার সম্বন্ধে উপরের লিখিত রূপ যুক্তি প্রমাণ থাকায় তাঁহাকেই প্রকৃত জবিহ অর্থাৎ তাঁহাকেই কোরবানী করা হইয়াছিল বলিয়া স্থির করা গেল।"

ইস্মাইলের দ্বাদশটী সন্তান; তাঁহাদের নাম, যথা—১, নেবাউছ; ২, কায়দার; ৩, আদবিল; ৪, মেবছাম; ৫, মেসমা; ৬, দুমা; ৭, মাচ্ছা; ৮, হাদর; ৯, তিমা; ১০, এতুর; ১১, নাফিছ; ১২, কিদমাঃ।

১ম। নেবাউছ-বংশীয়গণ আরবদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করিতেন।

২য়। কায়্‌দার-বংশীয়গণ হেজাজ প্রদেশে বাস করিতেন। মক্কা ও মদিনা হেজাজ প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত। এই বংশ হইতে কোরেশ বংশের উৎপত্তি হইয়াছে, এই কোরেশ বংশীয়গণ কাবার কর্ত্তৃত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা অতিশয় অহঙ্কার করিতেন। কায়দার বংশোদ্ভবেরা অন্যান্য রাজন্যগণ অপেক্ষা মেষ ও পশ্বাদিরূপ ঐশ্বর্য্য এবং মেষের পরিষ্কার লোমের জন্য সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। কোরেশ-বংশে মহাত্মা হজরত মহম্মদ মোস্তাফা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩য় ও ৪র্থ। আদবিল ও মেবছান বংশীয়-গণের বাসস্থান নির্ণয় করা যায় না।

৫ম। মেসমা বংশীয়গণ নেজ্‌দের নিকটস্থ স্থানে বাস করিতেন।

৬ষ্ঠ। ডুমা বংশীয়গণ মদিনার নিকটে তাহামা নামক স্থানের দক্ষিণাংশে বাস করিতেন; পরে সিরিয়া ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

৭ম। মাস্সা-বংশীয়গণ প্রথমে হেজাজের নিকটে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া পরে ইমেনে গিয়া বাস করেন; তাঁহাদের নামানুসারে আউছ (মোয়া) নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

৮ম। হাদর কিম্বা হাদাদ্‌ বংশীয়গণ আরবদেশের দক্ষিণাংশে হেজাজ প্রদেশে কিছুকাল বাস করিয়া, পরে ইমেনে গমন করেন; আজিও ইমেনে "হাদদ" নামক একটী নগর বর্ত্তমান রহিয়াছে।

৯ম। তিমা-বংশীয়গণ অন্যান্য বংশীয়দিগের অপেক্ষা অধিক সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হেজাজপ্রদেশ ইহাদের আদিম বাসস্থান, পরে

বংশ-বৃদ্ধি হওয়াতে, মধ্য নেজদ্ হইতে পারস্যোপসাগরের তীর প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন।

১০ম। এতুর-বংশীয়গণ জেড়াটির প্রদেশে বাস করিতেন।

১১শ। নাফিছ বংশীয়গন আরব মরুভূমিতে বাস করিতেন।

১২শ। কিদমাঃ বংশীয়গণ আবুলফেদার মতে ইমেনের নিকটে বাস করিতেন।

ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইস্মাইলের বংশধরগণ ইমেন প্রদেশের নিকটস্থ হেভিলা হইতে সিরিয়া (সুর) পর্য্যন্ত ভূভাগ ব্যাপিয়া বাস করিতেন। তওরাতে হজরত মুসার ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। তওরাতে লিখিত আছে যে, "তাহারা (ইস্মাইলের সন্তানগণ) হেভিলা হইতে মিসরের দিকে সুর (সিরিয়া) পর্য্যন্ত বাস করিবে"।

ইস্মাইল খৃঃ পূঃ ১৯১০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র দ্বাদশ বংশের গোষ্ঠিপতি। বহু শতাব্দী পরে ইস্মাইলের পুত্র কায়দারের বংশোদ্ভব আদেনান বংশীয়গণ বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মোয়াদ ও আরাক নামক আদনানের দুই পুত্র ছিলেন; ইঁহারা ইমেন প্রদেশে বাস করিতেন। আদনানের বংশোদ্ভব রাবিয়া ইমেন প্রদেশবাসীদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত বংশোদ্ভব জোহেরের পুত্র জোছেনা ও কারাছ হেজাজ প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। আদনানের বংশ হইতেই হজরত মহম্মদ মোস্তাফা ৫৭০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

২য়—বনি কতুরা (কতুরার বংশ)।

এব্রাহিমের অন্য স্ত্রী কতুরার গর্ভে জিম্‌রাম, ইয়াক্‌সান, মেদান, মিদিয়ান, ইসবাক ও সোয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই হেজাজের

নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পারস্যোপসাগরের তীর পর্য্যন্ত ভূভাগ ব্যাপিয়া বাস করিতেন। এই বংশে ধর্ম্মপ্রচারক ছায়েব জন্মগ্রহণ করিয়া আইকা ও মিদিয়ান দলস্থ লোকদিগকে একমাত্র খোদাতায়ালার উপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

৩য়— বনি আদুম (আদুমের বংশ)

আদুমের তিন স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের গর্ভে এলিফাজ, ইয়ালাম, কোরা ও রাউয়েল প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আদুমের প্রায় সকল পুত্রই সায়ের পর্ব্বতের নিকটে বাস করিতেন।

৪র্থ—বনি নহুর (নহুরের বংশ)।

এব্রাহিমের ভ্রাতা নহুরের আউজ ও বাউজ নামক পুত্রদ্বয় হইতে একটী সুবৃহৎ বংশের সৃষ্টি হইয়াছিল; তাঁহারা সকলে আরবদেশের উত্তর ভাগে বাস করিতেন।

৫ম—বনি হারাম।

এই বংশস্থ মোয়াবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লুদের পুত্র আম্মনবংশীয়গণ পারস্যোপসাগরের তীর দেশ ব্যাপিয়া বাস করিতেন। অদ্যাবধিও "আম্মান্" নামক স্থান তাঁহাদের বাসস্থানের পরিচয় দিতেছে।

ইস্‌লাম-ধর্ম্ম আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে আরবদিগের আচারব্যবহার।

ইস্‌লাম-ধর্ম্মের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে আরবগণ যেরূপ ভাবে কাল যাপন করিতেন, আজিও প্রায় তদ্রূপ অবস্থায় জীবনাতিবাহিত

করিতেছেন। দুগ্ধ, খর্জ্জুর, যবের রুটি ও জিতুতৈল তাঁহাদের প্রধান খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইত, শাণিত বল্লভ ও তরবারি, মেষ, অশ্ব, উষ্ট্র ও ক্রীতদাসদাসীই তাঁহাদের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইত।

তৎকালীন আরববাসিগণের কোন দল নগরে ও কোন দল দুর্গাবদ্ধ স্থানে এবং কেহ কেহ বা দুরাক্রম্য স্থানে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্নতা লক্ষিত হইত। ঐ সকল দুর্গ ও নগর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, উদ্যান, খর্জ্জুর বাগান ও শস্যক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিত। তাঁহারা ভূমিকর্ষণ ও পশুচারণ দ্বারা জীবনাতিবাহিত করিতেন। শিবিরবাসী লোকগণ লোহিত-সাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর ও নগরসমূহে বাণিজ্যাদি করিতেন এবং আরবের দক্ষিণাংশে ও পারস্যোপসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশে অর্ণবপোত ও স্থলবণিকদিগের দ্বারা পণ্য-দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন। বিশেষতঃ ইমেন (সুখস্থান) প্রদেশ-বাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন। অত্রস্থ অধিবাসিগণ এক সময়ে ভারতমহাসাগরের প্রধান বণিক বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহারা স্বদেশীয় অর্ণবপোতসমূহ দ্বারা ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি এবং আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত পণ্যদ্রব্যাদি স্বদেশে আনয়ন করিতেন। আবার ঐ সকল পণ্যদ্রব্যের সহিত তাঁহাদের স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্যাদি একত্রিত করিয়া স্থলবণিকগণের দ্বারা দুস্তর মরুভূমির পরপারে আম্মোন রাজ্যে, মোয়াবে ও এডেন বন্দরে প্রেরণ করিতেন; তথা হইতে ঐ সকল বাণিজ্যদ্রব্য ভূমধ্যস্থসাগরের তীরবর্ত্তী ফিনিশিয়ার বন্দরসমূহে প্রেরিত হইত, অবশেষে সেই সকল দ্রব্য তথা হইতে ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশের বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত।

দুস্তর বারিধি উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেমন অর্ণবপোত ব্যবহৃত হইয়া

থাকে, সেইরূপ কৃতান্তের রাজ্যসদৃশ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইবার জন্ত উষ্ট্র তথাকার একমাত্র যানস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তজ্জন্ত উষ্ট্রই আরবগণের বাণিজ্যাদি করিবার একমাত্র উপায়। ইমেন প্রদেশস্থ শিবিরবাসী ভ্রমণশীল লোকগণ অন্যান্য স্থানের লোকগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্থলবাণিজ্যে রত ছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহাদিগকে "মরুভূমির বণিক" বলিত। তাঁহারা স্বকীয় অপর্যাপ্ত মেষলোম বিদেশে প্রেরণ করিতেন। ধর্ম্ম-প্রচারকগণের বিবরণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে ভারতবর্ষ ও ইমেন্ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যশালী স্থানসমূহ পুরাতন সুরিয়ার (সিরিয়ার) সহিত বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, দারুচিনি, গজদন্ত ও ক্রীতদাসদাসী প্রভৃতিই প্রধান বলিয়া গণ্য হইত।

যে সকল কৃষি ও বাণিজ্যব্যবসায়ী আরবগণ সহর ও নগরে গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতেন, তাঁহাদের আচারব্যবহার দ্বারা কখন আরবজাতির আচারব্যবহারের বিচার করা যায় না। কেননা তাঁহারা বৈদেশিক লোকের সম্মিলনে ও দৃষ্টান্তে স্বকীয় অবস্থার ও স্বভাবের বহুল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন। ইমেন, আরব দেশের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বলিয়া বিজিগীষুদিগের জিগীষা পূর্ণ করিবার প্রধান রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। তজ্জন্যই বৈদেশিক শত্রুগণ অনেকবার ইহাকে নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর লোক ভিন্ন, আরবমরুভূমিতে আর এক শ্রেণীর লোক বাস করিতেন, তাঁহারা "ভ্রমণশীল জাতি" বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আদিমাবস্থা বহুকাল অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় ছিল। ভ্রমণশীলতা, পশুচারণাপ্রিয়তা ও বহুদর্শিতা দ্বারা আরব মরুভূমির কোন্ স্থানে কি আছে, তাহা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। মহাত্মা ইস্মাইলের

বংশোদ্ভবদিগের শাসনকাল হইতে তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক রীত্যনুসারে ভ্রমণে জীবনাতিবাহিত করিয়া কূপ ও নির্ঝরের অন্বেষণার্থ মরুভূমির সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। যেখানে তাঁহারা খর্জ্জুর বৃক্ষসমূহ ও পশুদিগের খাদ্যোপযোগী তৃণ লতাদিপূর্ণ প্রশস্ত পরিণাহ দেখিতে পাইতেন, তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিতেন এবং তথাকার তৃণ-গুল্মাদি নিঃশেষিত হইলে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেন।

ভ্রমণশীল সম্প্রদায়স্থ লোকগণ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দল "শেখ" কিম্বা "আমির" নামক এক এক জন দলপতির অধীনে থাকিত। যাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শিবিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থানপূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহারাও এই দলভুক্ত হইতেন। যদিও ঐ সকল ব্যক্তি বংশপরম্পরায় একই পদারূঢ় হইতেন, তথাপি উক্ত পদ কখন বংশানুক্রমিক-রূপে চলিত না; দলস্থ লোকেরা যাহাকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ও বাগ্মিতাসম্পন্ন বলিয়া স্থির করিতেন, তাহাকেই উক্ত পদে অভিষিক্ত করিতেন। সন্ধিবিগ্রহাদি, শিবির সন্নিবেশার্থ স্থানাদি মনোনীত-করণ ও আতিথ্যসৎকার প্রভৃতি কার্য্যের ভার দলপতিদিগের উপর ন্যস্ত ছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতে হইত।

যদিও ঐ সকল ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের পরস্পরের অন্তর নিরন্তর স্নেহসূত্রে আবদ্ধ থাকিত। দলের শেখগণ আপনাদের প্রধান পুরুষকে "শেখ-অল-শাইউখ" অর্থাৎ মহান্ শেখ বলিতেন। দলস্থ লোকগণ বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে পশ্বাদির দলে সমাচ্ছন্ন থাকিলেও দলপতির আদেশ শ্রবণমাত্র তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া সমবেত হইতেন। ভ্রমণশীল ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত থাকায়, তাঁহাদের মধ্যে রাজকীয় শাসনের প্রভাব কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইত না, কেহ তাঁহাদের

শাসনকর্ত্তাও ছিলেন না; তজ্জন্য সময়ে সময়ে পরস্পরের মধ্যে ভীষণকাণ্ড উপস্থিত হইত। পথিকগণের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করা ইঁহাদের একটী ব্যবসা ছিল। প্রতিহিংসা ও বৈরনির্য্যাতন সাধন তাঁহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। যদি কেহ তাঁহাদের দলপতির পরিবারস্থ কাহাকেও বধ করিত, তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধ যুগযুগান্তরেও পর্য্যবসিত হইত না।

পরন্তু ইঁহারা অতিশয় সদাশয় ও আতিথেয় ছিলেন এবং অতিথিসৎকার করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। তাঁহাদের গৃহদ্বার পথিক ও অতিথিগণের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। যে ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা আত্মীয় স্বজনগণের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শেষ আহার করিতেন, সেই চিরবৈরী তাঁহাদের শিবিরে আগমন করিলে পবিত্র স্থানের তুল্য নিরাপদে আশ্রয় প্রাপ্ত হইত। বৎসরের মধ্যে হজের ৩।৪ মাস কাল পর্য্যন্ত আরবগণ যুদ্ধকার্য্য একেবারে ত্যাগ করিয়া শত্রুমিত্র সকলের সহিত সমভাবে মিলিত হইতেন। ঐ কয়েক মাস তাঁহারা লুণ্ঠন কার্য্য একেবারে ত্যাগ করিতেন বলিয়া বণিকগণ নির্ব্বিঘ্নে পবিত্র মক্কা নগরে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতে পারিত। হজের মাস অতীত হইয়া গেলে, তাঁহারা পুনরায় লুণ্ঠন ও যুদ্ধকার্য্যে বহির্গত হইতেন।

নিম্নলিখিত মহাত্মাগণের লিখিত বিবরণ হইতে আরবগণের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে অবগত হইতে পারা যায়।

বিখ্যাত কবি বাহিলি লিখিয়াছেন, "আরবগণ অৰ্দ্ধসিদ্ধমাংসে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন।"

কবি হাজেলি লিখিয়াছেন, "তাঁহারা গাঢ়স্বল্পক্ষণব্যাপী নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতেন।" তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবার পদ্ধতি

প্রচলিত ছিল। কেননা তাঁহারা মনে করিতেন যে, ইহা দ্বারা মানবগণ সবল, সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হয়। ইম্রায়ল-কায়েস লিখিয়াছেন, "বিহঙ্গম-কুল নিদ্রাত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতাম।" তাঁহারা আতিথ্য সৎকারকে প্রধান ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, তজ্জন্য অতিথিগণের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেন। অতিথিকে অযত্ন করিলে দলস্থ লোকগণের নিকট ঘৃণিত হইতে হইত। কবি হাজেলি লিখিয়াছেন, "আমার গৃহে মযদা থাকিতেও যদি আমি বৃক্ষ-ত্বকের চূর্ণ দ্বারা আতিথ্যকার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমার সমুদয় পুণ্যক্ষয় হইয়াছে মনে করিয়া যেন দুঃখার্ণবে মগ্ন হই ও চিরজীবন অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করি।"

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন ও তাহাদের গৃহ, পরিবার ও সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করাই সৎলোকের একটী প্রধান চিহ্ন বলিয়া অভিহিত হইত। বন্দিগণের বন্দী মোচন, দুঃখীর দুঃখ-নিবারণ এবং আশ্রয়হীনের আশ্রয়দান কার্য্য ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। কবি হাজেলি বলিয়াছেন, "অসহায় ব্যক্তিগণ সাহায্য প্রার্থনা করিতে না করিতে আমি তাহাদিগকে সাহায্য করিব।" মান্যাস্পদ লোকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আর প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করা প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ়সংস্কার ছিল। পরিষ্কার-বস্ত্র ও সুগন্ধ-দ্রব্যাদি আরববাসিগণের নিকট অতি আদরের সামগ্রী। মৃগনাভি কেশে ও জুতায় ব্যবহার করা সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। সহিষ্ণুতা ও যশোলিপ্সা আরববাসীদিগের একটী প্রধান গুণ; মহানুভব হাতেম-তাইর কার্য্যাদি তাহার প্রকৃত উদাহরণ। ইহাঁরা সবক্তা হইতে বিশেষ স্পৃহা করিতেন, তজ্জন্য এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, "হে দয়াময়! আমি যেন কথোপকথনকালে নির্ব্বাক্ না হই।" ইহাঁরা বাল্য-

কাল হইতে অশ্বারোহণে ও ঘোড়দৌড়ে (রেহান) বিশেষ অনুরক্ত হইতেন এবং ব্যাঘ্রের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাঁরা এক মুষ্টি বালুকার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া মরুভূমির প্রশস্ততা অনুমান করিতে পারিতেন এবং কবিতায় নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক ও অশ্লীল কবিতা সতত উপেক্ষা করিতেন। ইহাঁরা প্রায়ই মদ্যপানে মত্ত থাকিতেন এবং অধিক পরিমাণে সুদ গ্রহণ করিতেন। দস্যুবৃত্তিও ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রক্তের পরিবর্ত্তে রক্তপাত করা ইহাঁদের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। কাহারও মৃত্যু হইলে তদীয় সমাধির (কবরের) নিকট তাহার উষ্ট্রটীকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়া ফেলিত, সেই উষ্ট্রটীকে "বালিয়া" বলিত। কাহারও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইলে তাহার জন্ম সেই ব্যক্তি এক বৎসরকাল শোক প্রকাশ করিত। কবি লেবিদ্ লিখিয়াছেন, "এক বৎসর কাল আমার জন্ম শোক প্রকাশ করিয়া শান্তি অবলম্বন করিও, কারণ ঐ সময় পূর্ণ হইয়া গেলে আর কেহ তোমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না।"

ক্রীতদাসীদিগকে "কেনাদ" বলিত; ইহাঁরা তাহাদিগকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতেন। পশুগণের পঞ্চম গর্ভে যদি একটী স্ত্রী-শাবক জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে দেবতার উদ্দেশে তাহার কর্ণ-বিদ্ধরূপ চিহ্ন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণার্থ ছাড়িয়া দিত; তাহার মাংস ও দুগ্ধ ভক্ষণ করা, তাঁহাদের নীতি বিগর্হিত বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এই পশুকে "বহিরা" বলিত। যদি কোন উষ্ট্রী ১০টী ও ছাগী ৭টী শাবক প্রসব করিত, তাহা হইলে তাহাদের মাংস স্ত্রীলোকগণ ভক্ষণ করিতে পারিত না, কিন্তু পুরুষগণ ভক্ষণ করিতে পারিত। কোন উষ্ট্র ১০টী শাবকের পিতা হইলে, তাহাকে স্বাধীনভাবে বিচরণার্থ ছাড়িয়া দেওয়া হইত; সেই উষ্ট্রকে "হামি" বলিত।

যুদ্ধকালে স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিত এবং পুরুষদিগকে যুদ্ধকার্য্যে সাহায্য করিত। তাহারা স্ব স্ব স্বামীকে বলিত, "হে সাহসী বীরগণ! অগ্রসর হও, যদি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে আমরা আর তোমাদের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিব না।" দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আরবগণ উষ্ট্রের গাত্র হইতে রক্ত বাহির করিয়া পান করিত; বৃষ্টির অভাব হইলে একটী গাভীকে পর্ব্বতোপরি লইয়া গিয়া তাহার লাঙ্গুলে শুষ্ক তৃণাদি জড়াইয়া দিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিত। ইহাঁরা পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। আয়াছ ও জৈবান বংশদ্বয় ১০০ বৎসর কাল অবিরত যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

স্ত্রীলোকেরা দুগ্ধদোহন করিলে জাতিচ্যুত হইত। ইহাঁরা অপরাধীকে তপ্তবালুকোপরি বসাইয়া জীবন্ত দগ্ধ করিতেন। মৃত পশুর মাংস উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিতেন। অপরিচিত লোকগণও গৃহ-স্বামীর বিনানুমতিতে গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইত। আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে ভোজন করা বড় নিন্দনীয় কার্য্য মধ্যে গণ্য হইত। কাবা মস্‌জেদের মধ্যে তিনটী তীর ছিল, কোন কার্য্যকালে লোকে সেই তীরত্রয়ের নিকট বর প্রার্থনা করিতেন। ঐ তীরত্রয় "আজলাম" বলিয়া খ্যাত ছিল।

নিম্নলিখিত দেবমূর্ত্তিসমূহ আরবগণের উপাস্য ছিল।

(১) হবল নামক প্রধান দেবমূর্ত্তি কাবা মন্দিরের সর্ব্বোপরিভাগে স্থাপিত ছিল।

(২) ভোদ নামক মূর্ত্তি বনি কাল্‌ব দলের উপাস্য ছিল।

(৩) সোয়া নামক মূর্ত্তি বনি মজ্‌হাজ দলের উপাস্য ছিল।

(৪) ইয়াগুস্‌ নামক মূর্ত্তি বনি মোরাদ দলের উপাস্য ছিল।

(৫) ইয়াউক নামক মূর্ত্তি বনি হাম্‌দান দলের উপাস্য ছিল।

(৬) নাছার নামক মূর্ত্তি ইমনপ্রদেশস্থ বনি হিমিয়ার দলের উপাস্য ছিল।

(৭) ওজ্জা নামক মূর্ত্তি বনি গাফ্‌তান দলের উপাস্য ছিল।

(৮) লাৎ ও (৯) মনাৎ নামক মূর্ত্তিদ্বয় সাধারণ লোকের উপাস্য ছিল।

(১০) দোয়াব নামক মূর্ত্তি যুবতীগণের উপাস্য ছিল।

(১১) এছাফ নামক মূর্ত্তি সাফা পর্ব্বতোপরি আর (১২) নায়েলা নামক মূর্ত্তি মারওয়া পাহাড়োপরি স্থাপিত ছিল; উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের নিকট বলিদান কার্য্য সম্পন্ন হইত।

(১৩) আব্-আব্ নামক একটী বৃহৎ প্রস্তরোপরি উষ্ট্র বলিদান কার্য্য সম্পন্ন হইত।

আরবগণ কাবা মস্‌জেদের মধ্যে মহাত্মা এব্রাহিম ও ইস্মাইলের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এব্রাহিমের প্রতিমূর্ত্তির এক হাতে একটী তীর ও পার্শ্বদেশে একটী মেষের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। ভোদ, ইয়াগুস্, ইয়াউক ও নাছার নামক দেবমূর্ত্তিগুলি বিখ্যাত লোকগণের প্রতিমূর্ত্তি; ঐ সকল বিখ্যাত লোককে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকগণ দেবতা-বোধে পূজা করিত। কাবা মস্‌জেদের প্রাচীরে হজরত ইসা (যিশুর) ও বিবি মরিয়মের (মেরির) প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। ইঁহারা কাবা মস্‌জেদকে খোদাতায়ালার গৃহ বলিয়া সম্মান করিতেন।

মহাত্মা এব্রাহিম ও ইস্মাইলের সময় হইতে হজব্রত এবং সাফা ও মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানে ধাবমান হওয়া, আরববাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঐ সকল পবিত্র কার্য্য কালক্রমে নানারূপ ঘোরতর কুসংস্কার-জালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহারা প্রতিমূর্ত্তির পুরোভাগে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক পদ চুম্বন করিত এবং উলঙ্গাবস্থায় কাবা প্রদক্ষিণ করিত। এক এক গ্রহ এক এক দলের উপাস্য ছিল, আরবগণ তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুতপূর্ব্বক মন্দিরে স্থাপন করিয়া দেবতা নির্ব্বিশেষে পূজা করিত এবং সেই দেবতাগণের সমক্ষে শিশুসন্তান বলি

দিত আর উহাদিগকে খোদাতায়ালা অপেক্ষা অধিক ভয় করিত। যে পশুটী সবল ও তেজস্বী হইত, সেইটী দেবতার নিকট বলি দিত। কোন পশু মৃতশাবক প্রসব করিলে, সেই মৃত শাবকটীর মাংস উপাদেয় বলিয়া সকলে ভক্ষণ করিত। ইহারা কন্যাসন্তানগণকে বধ করিত কিম্বা জীবিতাবস্থায় কবর (গোর) দিত। কেননা কন্যা দ্বারা তাহাদের ভ্রমণশীল জীবনে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিতে পারে, যেহেতু কন্যা কুচরিত্রা ও অন্য কর্ত্তৃক বন্দীকৃতা হইলে তাহাদের দল ও পরিবার চিরকলঙ্কিত হইত।

স্ত্রীলোকগণ পরচুলা পরিধান এবং সর্ব্ব শরীর নীলবর্ণে রঞ্জিত করিত। ইস্‌লাম ধর্ম্মের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্ব হইতেই মৃত ব্যক্তির গোর (কবর) দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথা ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বিধবাগণ এক বৎসর কাল স্বামীর শোকচিহ্ন ধারণ করিত; বৎসরের শেষে উষ্ট্রের শুষ্ক বিষ্ঠা কুক্কুরের গাত্রে কিম্বা পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিত; তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইত যে, তাহারা একেবারে পূর্ব্বস্বামীর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিল। স্ত্রীলোকগণ অবগুণ্ঠিত অবস্থায় প্রকাশ্য সভায় গমন করিত। ইহাদের মধ্যে ভূত প্রেতাদির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এইরূপ ঘোর কুসংস্কার ও অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে সমস্ত আরব দেশ সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে হজরত মহম্মদ মোস্তফা পৌর্ণমাসী শারদীয় শশধরের ন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে আরবগণের ধর্ম্মের অবস্থা।

নিম্নলিখিত কয়েকটী ধর্ম্ম আরবগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল; যথা,— পৌত্তলিক, নাস্তিক এবং ঈশ্বরের অনুজ্ঞাত ধর্ম্ম।

মহাত্মা এব্রাহিম ও অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকগণের ধর্ম্ম, ইহুদীধর্ম্ম ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম খোদাতাআলার অনুজ্ঞাত ধর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত।

মহাত্মা এব্রাহিমের ধর্ম্ম।

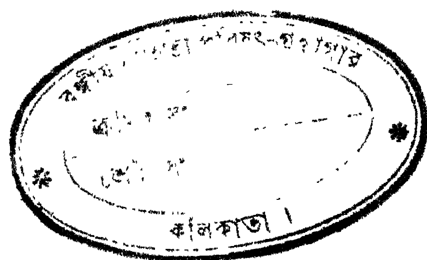
মহাত্মা এব্রাহিমের ধর্ম্মমতসমূহ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপুত্র মহাত্মা ইস্মাইলও পিতার ন্যায় জনসমাজে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পিতাপুত্রে খোদাতাআলার উপাসনার্থ কাবা মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মহাত্মা এব্রাহিম সস্ত্রীক স্বরাজ্য হইতে মক্কায় আসিয়া হজ ব্রত উদযাপন করিতেন। তিনি শ্মশ্রু রাখিবার পদ্ধতি ও কোরবানির প্রথা প্রচলন করেন।

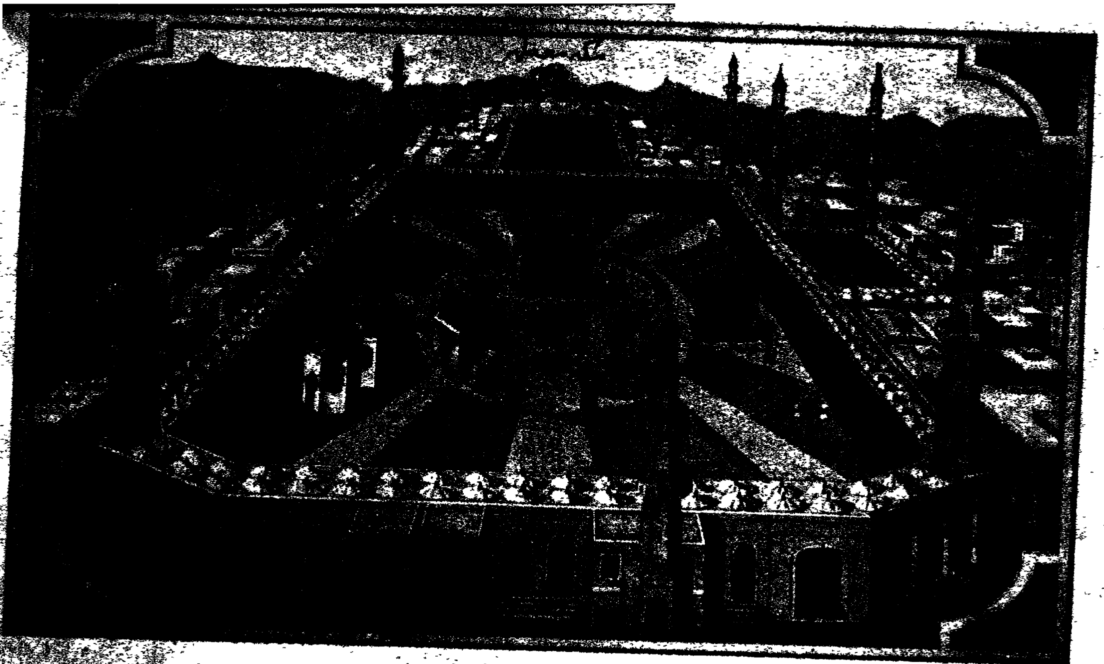
ইহুদীধর্ম্ম।

ইহুদীধর্ম্ম প্রথমে অতি পবিত্র ছিল। মহাত্মা মুসা (মোসেস) এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ইহুদীগণ ফলেস্তিন ও বয়তল-মোকদ্দেস (জেরু-জেলম) হইতে রোমকগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আরবদেশের উত্তর প্রান্তে খায়বার নামক স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। পরে তাহারা ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা আরবদেশের কানানা, হারিস্ ও কোন্দা প্রভৃতি দল-গুলিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করে। হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিমিয়ার বংশোদ্ভব রাজা জুনাওয়াস ইহুদীধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহার প্রচারে বহুল যত্ন করেন; ইহারা ওজায়েরকে খোদাতাআলার পুত্র বলিয়া স্বীকার করিত।

খ্রীষ্টধর্ম্ম।

সুরিয়ার [illegible] নাসারিয়া নামক একজন সন্নাসী হজরত ইসার যে মত প্রচার করে, সেই মতাবলম্বীদিগকে "[illegible]" বলে। [illegible]





মক্কা মোয়াজ্জমা।

M. P. Works.

রাই হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আরব-দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল। তাহারা কাবা মস্‌জেদে হজরত ইসা ও বিবি মরিয়মের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিত।

হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে আরবদেশবাসিগণের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের অবস্থাসমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হইল। এই সকল বর্ণিত বৃত্তান্তানুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে আরব দেশ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল ও চতুর্দ্দিকে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান জগৎপাতা বিশ্বস্রষ্টার কৃপায়, এই দেশে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দীতা-বিশিষ্ট ধ্বংসোন্মুখ জাতিগণকে ধর্ম্মবন্ধন, সাম্যসূত্র ও ভ্রাতৃভাবে বন্ধন-পূর্ব্বক তাহাদের অন্তর হইতে পৌত্তলিকতারূপ কুসংস্কাররাশি দূরীভূত করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতায়ালার উপাসনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন।

কাবা, হজ্বারোল আছোয়াদ ও জম্‌জম্ কূপের বিবরণ।

মহাত্মা এব্রাহিম বিশ্বস্রষ্টার আদেশানুসারে স্বীয় পুত্র ইস্মাইলের সাহায্যে একমাত্র নিরাকার খোদাতায়ালার উপাসনার্থ কাবা মস্‌জেদ্ নির্ম্মাণ করেন, ইহার বিবয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই মস্‌জেদের প্রাচীর প্রস্তরনির্ম্মিত। ইহাকে "বায়তোল্লা" (খোদাতায়ালার গৃহ) বলে। কাবা মস্‌জেদের এক কোণে হজ্বারোল আছোয়াদ নামক এক খানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে। হজপ্রার্থীগণ সেই প্রস্তরের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করে এবং প্রত্যেক বারে ঐ প্রস্তরকে চুম্বন করে। হজ্বারোল-আছোয়াদ সম্বন্ধে তিন জন মহাত্মার মত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

তারমিজি লিখিয়াছেন, "হজ্বারোল-আছোয়াদ স্বর্গ হইতে পতিত। প্রথমে ইহা দুগ্ধফেণনিভ শুভ্রবর্ণ ছিল, পরে পাপাত্মা লোকদিগের স্পর্শে ও চুম্বনে ইহা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে।"

এবনে মায়াজা লিখিয়াছেন, "এই প্রস্তরখানি স্বর্গস্থ প্রতিভাশালী অমূল্য প্রস্তরগুলির অন্ততম। খোদাতায়ালা ইহার উজ্জ্বলতা হরণ করিয়াছেন, নচেৎ ইহার সৌন্দর্য্যে সমুদয় পৃথিবী আলোকিত হইত।"

দারমি লিখিয়াছেন, "রোজকেয়ামতের দিনে (মহাপ্রলয় কালে) খোদাতায়ালা এই প্রস্তরকে জিহ্বা ও চক্ষু প্রদান করিবেন। তখন ইহা স্বর্গীয় দূতের (ফেরেস্তার) আকৃতি প্রাপ্ত হইবে এবং যাঁহারা পৃথিবীতে ইহাকে চুম্বন করিয়াছেন, খোদাতায়ালার নিকট তাঁহাদের বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিবে।"

কিন্তু আবি অলিদ মহম্মদ, নবির মতানুসারে লিখিয়াছেন যে, কাবার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে তাহা প্রদক্ষিণার্থ প্রথম আরম্ভ স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্ত মহাত্মা এব্রাহিম, ইস্মাইলকে এই প্রস্তরখানি উক্ত স্থানে স্থাপন করিতে বলিয়াছিলেন। আবদল্লা-বেন-ওমর বলেন যে, এই প্রস্তরখানি মক্কার নিকটস্থ আবু-কোবেস পাহাড় হইতে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু বোখারি প্রভৃতি মহাত্মাদিগের লেখায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মহাত্মা এব্রাহিমের সমকালীন লোকগুলি অর্দ্ধসভ্য ছিল; তাহারা উলঙ্গাবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে খোদাতায়ালার নামোচ্চারণপূর্ব্বক কাবা প্রদক্ষিণ করিত। তাহাদের সেই সকল উন্মত্ততা দূর করিবার জন্ত তিনি ঐ প্রস্তরকে প্রত্যেক বার চুম্বন ও জানু পাতিয়া খোদাতায়ালার নিকট উপাসনা করিবার প্রথা প্রচলিত করিয়া যান।

প্রসিদ্ধ জমজম্ কূপের উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। হজরত মহম্মদের পিতামহ আবদল মোত্তালেব

ইহার পুনরুদ্ধার করেন। আবদল মোত্তালেব স্বীয় পুত্র হারেসকে আসাফ ও নায়লা নামক প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখস্থ স্থান খনন করিয়া জম্‌জমের পুনরুদ্ধার করিতে বলেন। কিন্তু দেবতার সম্মুখস্থ মৃত্তিকা খনন করিতে কোরেশ-গণ অনেক বাধা দেয়। শেষে সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক জম্‌জমের পুনরুদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন হয়। জম্‌জম্ খনন-কালে তাহার মধ্যে দুইটী স্বর্ণময় হরিণশাবক (গজ্জালল কাবা) ও অনেক অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। আবদল মোত্তালেব ঐ স্বর্ণময় হরিণশাবকদ্বয় কাবা মন্দিরের শোভা সম্বর্দ্ধনার্থ তাহার মধ্যে সংস্থাপন করেন।

কাবার আদিম নাম "বায়তোল্লা" (খোদাতায়ালার গৃহ)। কাবা শব্দের অর্থ উন্নত, গৌরবে উন্নত বা ভূমি হইতে উচ্চে অবস্থিত; কিম্বা "কাব" শব্দে পাশাখেলার চতুষ্কোণ গজদন্তকে বুঝায়, অধিকন্তু কাবা আবার চতুষ্কোণ, তজ্জন্য বোধ হয়, "কাব" হইতে কাবা শব্দটী সম্পন্ন হইয়াছে।

কাবা নির্ম্মাণের বহু দিন পরে প্রথমে জরহামবংশীয় লোকগণ, তৎপরে অমালেকাবংশীয়গণ ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। তাহার কিছুদিন পরে ইহা ভগ্ন হইয়া গেলে কোসাই ইহা পুনঃনির্ম্মাণ করেন; তৎপরে অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেলে কোরেশবংশীয়গণ ইহা পুনঃনির্ম্মাণ করেন। হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার পর প্রথমে আবদল্লা-বেন-জোবের, তৎপরে হাজ্জাজ-বেন-ইউসফ ইহার জীর্ণসংস্কার করেন।

মহাত্মা ইস্মাইলের বংশধরেরা প্রথমে কাবার কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন, পরে জরহমবংশীয় মজাজ উহার তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত হন। তৎকালে জরহম ও কতুরা সম্প্রদায়দ্বয় মক্কার অধিবাসী ছিলেন। ঐ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর গৃহ বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, জরহম দলপতি মজাজ, কতুরা-দলপতি সমিদাকে বধ করিয়া সমগ্র মক্কার কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন।

কিছুদিন পরে ইস্মাইল বংশীয়গণ দেখিলেন যে, জরহাম সম্প্রদায়, অন্যান্য সম্প্রদায় ও তীর্থযাত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, তখন বনু বকর ও বনু খজায়া দলদ্বয় একত্রিত হইয়া জরহম সম্প্রদায়কে বলিয়া পাঠান যে, তোমারা ন্যায়ানুযায়ী আমাদের হস্তে কাবা সমর্পণ কর। জরহম দলপতি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অতএব মহাসমারোহে যুদ্ধসজ্জা হইতে লাগিল, জরহমদলপতি বিপক্ষগণের অসংখ্য দলবল দর্শন করিয়া ধন সম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক মক্কা ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা মক্কা ত্যাগকালে তাঁহাদের দলপতি ওমর সম্মানিত প্রস্তর হজ্রারোলআছোয়াদ স্থানান্তরিত ও কাবা মস্জেদস্থ সুবর্ণনির্ম্মিত হরিণশাবকদ্বয় প্রভৃতি জমজম্ কূপে নিক্ষেপ করিয়া, তাহা মৃৎপূর্ণ করিয়া যান। খজায়াদলস্থ অমর-বেন-লাহি প্রথমে কাবার কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রথমে কাবায় প্রতিমা স্থাপন করেন। সেই সময়ে ইস্মাইল বংশীয়গণ মক্কা নগরে ক্রমে ক্রমে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। ঐ বংশীয় ফিহর প্রথমে "কোরেশ" উপাধি ধারণ করেন। কোরেশ শব্দ "করস্" ধাতু হইতে উৎপন্ন, উহার অর্থ "বণিক"। ফিহরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ কোসাই, কানানা দলের সহিত মিলিত হইয়া বনু বকর ও বনু খজায়া দলদ্বয়কে দূরীভূত করিয়া দিয়া কাবার কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। কোসাইর আর এক নাম "মজ্জমা", ইনিই কোরেশ জাতিকে একত্রিত করিয়াছিলেন বলিয়া "কোসাই" উপাধি প্রাপ্ত হন। হজরত মহম্মদের পঞ্চম পুরুষ, ইঁহারই হস্তে কাবা ও মক্কার শাসন ভার অর্পণ করেন। প্রথমে কোসাইর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদল দার, পরে তাঁহার ভ্রাতা আবদে মনাফ কাবার শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোসাই কাবা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পাঁচটী প্রথা প্রথমে প্রবর্ত্তিত করেন। যথা; ১ম, সেকায়া ও রেফাদা অর্থাৎ তীর্থযাত্রিগণকে জল

ও খাদ্যযোগান। ২য়, কিয়াদা অর্থাৎ যুদ্ধকালে সৈন্য চালন। ৩য়, লিভা অর্থাৎ পতাকাধারী। ৪র্থ, হেজাবা অর্থাৎ কাবা মস্‌জেদের কর্তৃত্ব পদ। ৫ম, দাভাল-নাদোয়া অর্থাৎ সভাপতির পদ।

আব্‌দে মনাফের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে কাবা সম্বন্ধে কার্য্যগুলি বিভাগ হইয়া পড়ে। আব্‌দে মনাফের পুত্র হাশেমের উপর সেকায়া ও রেফাদার ভার অর্পিত হয়, আর আবদল দারের উপর কাবার কর্ত্তৃত্ব ভার, পতাকাধারণকার্য্য ও সভাপতির পদ অর্পিত হয়। হাশেম কাবার কর্ত্তব্যকার্য্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি অতি বদান্য ছিলেন; একদা মহাদুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি সুরিয়া (সিরিয়া) হইতে প্রচুর গোধূমাদি আনয়ন করিয়া মক্কাবাসীদিগের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

হাশেমের পর তদীয় ভ্রাতা মোত্তালেব, মোত্তালেবের পর হাশেমের পুত্র আবদল মোত্তালেব কাবার কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। আবদল মোত্তালেবের সময়ে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নজ্জাশীর পক্ষ হইতে আবরাহা-এবনে-অল সাবা নামক একজন খৃষ্টান, এয়মন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসে। সে এয়মনে আসিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংবাদাদি লইয়া জানিতে পারিল যে, মক্কা প্রান্তরে কাবা নামে যে একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, তাহা দর্শন করিবার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক চতুর্দ্দিক্ হইতে তথায় গমন করে এবং সেই জন্য তথায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই সকল কথা শুনিয়া শাসনকর্ত্তার অন্তরে আত্ম অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল। সে যাত্রীদিগকে কাবা দর্শন হইতে বিরত রাখিবার জন্য নিজ রাজধানী এয়মন সহরে একটী অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দিল। অচিরকাল মধ্যে "সানায়া" প্রান্তরে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইল। ঐ মন্দির মধ্যে মণিমুক্তাখচিত রেশমী বস্ত্র পরিধান

করাইয়া অনেকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইল। তৎপরে অধিবাসিদিগকে সেই গৃহেরই উপাসনা করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইতে লাগিল। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অধিকাংশ লোকেই উক্ত গৃহের উপাসনা ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ইহাতে মক্কাবাসীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন মক্কার কতিপয় চক্রান্তকারী লোক একত্রিত হইয়া এয়মন রাজ্যে উপস্থিত হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ঐ নব প্রতিষ্ঠিত মন্দির দর্শন হইতে লোকদিগকে বিরত রাখে। ঐ চক্রান্তকারিদলের মধ্য হইতে কেনানাদলের নওফেল নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত হয়, সে একদিন রাত্রিযোগে মন্দিরাভ্যন্তরে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। প্রভাতে যাত্রীগণ পূজার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, মন্দিরাভ্যন্তরে বিষ্ঠা রহিয়াছে, ইহাতে যাত্রীগণ বিরক্ত হইয়া পূজা হইতে বিরত থাকে, এবং ঐ চক্রান্তকারী দল মন্দিরের নিকটেই অবস্থিতি করিত, তাহারা অতি প্রত্যূষে পলায়নের সময় অগ্নি জ্বালিয়া তাহাদের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইতেছিল, ঘটনাক্রমে ঐ অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মন্দিরপার্শ্বস্থ পান্থনিবাসে লাগিয়া যায়, তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুযোগে মন্দির অভ্যন্তরস্থ দেবদেবীর মহামূল্য বস্ত্রাদিতে পতিত হয়, ক্রমে ঐ অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিয়া বায়ুসংযোগে সমস্ত মন্দির ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। আবরাহা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উক্ত ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, পরে জানিতে পারে যে, মক্কাবাসী চক্রান্তকারিগণ কর্ত্তৃক এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। তখন সে কালবিলম্ব না করিয়া সেনাপতিদিগকে আদেশ দিল যে, এখনই মক্কা বিজয় ও কাবা ধ্বংস জন্য প্রস্তুত হও। তাহার আদেশমাত্র কয়েক সহস্র সৈন্য, দ্বাদশটী মত্ত হস্তী যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল। হস্তীযূথের মধ্যে মাহমুদা নামক প্রকাণ্ডকায় একটী হস্তী

ছিল। ঐ হস্তীরাজের পৃষ্ঠে আবরাহা নিজে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যসামন্ত সহ মক্কাভিমুখে যাত্রা করিল। মক্কাবাসিগণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভীতিবিহ্বলচিত্তে গৃহাদি ছাড়িয়া পর্ব্বতগুহায় ও ভীষণ প্রান্তরে যাইয়া আশ্রয় লইল। কেবল আবদুল মোত্তালেব একাকী মক্কায় রহিলেন, তিনিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাবা মন্দিরে গমনপূর্ব্বক বিপদভঞ্জন ও হতাশের আশাদাতা খোদাতায়ালার নিকট আসন্ন বিপদ হইতে কাবা ও মক্কা রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আবরাহা সসৈন্যে মক্কার ৬ ক্রোশ দূরে "মহাস্বারা" নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। সেই সময়ে দলে দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আকাশ হইতে তাহাদের উপর কঙ্কর বৃষ্টি করিতে থাকে। তাহাতে আবরাহার সমস্ত সৈন্য "পশু-ভক্ষিত তৃণ-ক্ষেত্রের ন্যায়" ধ্বংস হইয়া যায়। তখন আবরাহা স্বয়ং আহত হইয়া সানায় পলায়ন করে। কিন্তু তথায় উপনীত হইবার অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদিকে লুণ্ঠনপ্রিয় মক্কাবাসিগণ সুদূর পর্ব্বতোপরি হইতে আবরাহার অবস্থা দর্শন করিয়া মহানন্দে পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে তাহারা বহু ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার পঞ্চান্ন দিন পরে হজরত মহম্মদ মোস্তাফা জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসরকে আরবদেশবাসিগণ "আম্মুল ফীল" বলিতেন এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত কোরেশগণ এই ঘটনা হইতে বৎসর গণনা করিতেন। এই ঘটনার বিষয় কোরাণ শরীফের সুরা ফীলে নিম্নলিখিতভাবে উক্ত হইয়াছে—"তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক গজস্বামিদিগের সম্বন্ধে কেমন আচরণ করিয়াছিলেন? তাহাদের চক্রান্তকে তিনি কি ভ্রান্তির মধ্যে স্থাপন করেন নাই? এবং তিনি তাহাদের প্রতি আবাবিল বিহঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। (সেই পক্ষী সৈন্য) তাহাদের প্রতি কর্দ্দমজাত (ক্ষুদ্র) প্রস্তর নিক্ষেপ

করিয়াছিল। পরে তাহাদিগকে ভুক্তদ্রব্যের অসারভাগের (ভূষী) ন্যায় করিয়াছিলেন।"

আবদল মোত্তালেবের পর তদীয় পুত্র জোবের, তৎপরে জোবেরের ভ্রাতা আবুতালেব কাবার কর্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু আবুতালেব ব্যয়ের ভয়ে কাবার কর্ত্তৃত্বপদ স্বকীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আব্বাসকে অর্পণ করেন। এই আবদল মোত্তালেবের পুত্র আবদুল্লা, আবদুল্লার পুত্র হজরত মহম্মদ মোস্তাফা। যে কাবা মসজেদ, মহাত্মা এব্রাহিম অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতায়ালার উপাসনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে সেই মসজেদ ৩৬০টি দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই সকল দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়া হজরত মহম্মদ মোস্তাফা আবার তথায় নিরাকার খোদাতায়ালার উপাসনা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হজরত এব্রাহিমের দোওয়া (প্রার্থনা)।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সৃষ্টির প্রথম হইতেই মানব এক জন সৃষ্টি-কর্ত্তার সত্তা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছে। খোদাতায়ালা মানব বংশ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে যখন "রোজমিসাকে" (প্রতিশ্রুতির দিনে) তাহাদের আত্মা সকলকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি কি তোমাদের রব (প্রতিপালক) নহি ?" তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিয়া-ছিল, "হাঁ, তুমিই আমাদের প্রতিপালক।" এই ঘটনাটীর বিষয় বিশেষ গাঢ়ভাবে মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আত্মা সকলের ঐরূপ উত্তর প্রদানের মধ্যে এক অপরিসীম সূক্ষ্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ মানবাত্মা যখন অবিনশ্বর জগত্ হইতে নশ্বর জগতের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন যে তাহাদের অন্তরে এক অজ্ঞাত মহাশক্তির অস্তিত্ব প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালস্রোতের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞানচর্চ্চা বৃত্তির আয়তন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইল, অমনি উক্ত মহাশক্তি মানব অন্তরে ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন, "যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খোদাতায়ালার নাম পর্যান্ত রাখিতে সক্ষম ছিলেন না, তখন তাঁহারা জেস্মানি (দেহধারী) খোদা প্রস্তুত করিয়া তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিতেন। এইরূপে প্রকৃত জ্ঞান ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতার অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছিল।"

মানব সৃষ্টির বহু শতাব্দীর পরে উক্তকাল দাইনানের একজন মহাপুরুষ (হজরত এব্রাহিম) পৌত্তলিকদিগকে একমাত্র খোদাতায়ালার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হন, এবং তিনি উক্ত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক নানা দেশ পরিভ্রমণের পর ফারাণ পর্ব্বতের উপত্যকায় আসিয়া উপনীত হন, তথায় তিনি স্বীয় পুত্র হজরত ইস্মাইলের সাহায্যে এক মাত্র খোদাতায়ালার উপাসনার জন্য ছাদ শূন্য চারি প্রাচীরবিশিষ্ট একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। সেই গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তিনি খোদাতায়ালার নিকট নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা করেন—"হে বিশ্বপালক! তোমাকে স্মরণ করিবার জন্য এই বারি-হীন মরুভূমিতে আমার পুত্রের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলাম। এই স্থানটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত করিতে তোমার এক শুভদৃষ্টিই যথেষ্ট। আমি কেবল তোমারই জন্য এই চারি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলাম। তুমি ইহা গ্রহণ কর, এবং আমার পুত্রগণকে তোমায় আরাধনা করিবার শক্তি দাও আর এই বংশে এমন একজনকে প্রেরণ কর, যিনি সকলকে তোমার দিকে আহ্বান করেন এবং তাঁহার অন্তর পবিত্র করতঃ জ্যোতিঃতে পূর্ণ করিও।" খোদাতায়ালা তাঁহার এই প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হজরত এব্রাহিমের পরে হজরত ইস্মাইলের বংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠিলেন। হেজাজের মধ্যে নানা স্থানে তাঁহারা বসবাস আরম্ভ করিলেন। ঐ চারি প্রাচীরবিশিষ্ট উপাসনা গৃহের নাম "বয়তে-ইল" অর্থাৎ খোদার ঘর রাখা হইয়াছিল। কিন্তু কাল চক্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তত্রস্থ অধিবাসিদিগের প্রকৃত জ্ঞান পৌত্তলিকতার অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া গেল। তখন সেই একমাত্র নিরাকার খোদার ঘর বহু পুত্তলিকার ঘরে পরিণত হইল। তথায়

তিন শত ষাটি মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যস্থলে লোহিত বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত তাহাদের দেবশ্রেষ্ঠ "হবলের" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার চতুষ্পার্শ্বে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত দ্বাদশ মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। এমন কি, হজরত এব্রাহিম ও হজরত ইস্মাইলের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঐ স্থানে রাখা হইয়াছিল। গৃহের এক কোণে "হজরে আছোয়াদ" নামক পবিত্র প্রস্তরখানি রাখা হইয়াছিল। বৎসরের মধ্যে জিল হজ্জ মাসে আরববাসিগণ দলে দলে এই গৃহ দর্শন করিতে আসিত এবং সকলে এক সঙ্গে উলঙ্গ অবস্থায় এই গৃহ প্রদক্ষিণ করিত। গৃহ প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তাহারা দেবতাদের নিকট নৈবেদ্য দিয়া প্রসাদ লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিত।

এইরূপ অবস্থায় বহুকাল অতীত হইয়া গেল। যৎকালে পৃথিবীস্থ বিভিন্ন স্থানবাসী বিভিন্ন-জাতি ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছিল। তৎকালে আরববাসিগণ অজ্ঞানতারূপ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিল। আজম তখন রাজকীয় ঘোষণায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল। দরকস-কাদিয়ানীর উজ্জ্বলপ্রভা দূর দূরন্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। কর-কেয়ানীর নাম তখন লোকের গৃহে গৃহে আলোচিত হইতেছিল। রোমের অতুল প্রতিপত্তির স্রোত তখন সভ্যজগতে উত্তাল-তরঙ্গ-মালায় পরিণত হইতেছিল। ইউনান তখন বিজ্ঞানসাগরের স্রোতে ভাসমান। ভারতবর্ষও তখন জ্ঞানভাণ্ডারের মুখ খুলিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের অবস্থা ত তখন এইরূপ ভাবে চলিতেছিল। কিন্তু আরববাসিগণ তখন সেই অজ্ঞানতান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। না সেখানে কোনরূপ শিল্পচর্চ্চা, না কোন রূপ ব্যবসা বাণিজ্য, না কোন রূপ বিদ্যাচর্চ্চা ছিল। সভ্যতা ত পূর্ব্ব হইতেই বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল। সেখানে অজ্ঞানতার পূর্ণ রাজত্ব, নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তির অদম্য প্রভাব

বিবাদ-বিসংবাদের লীলাক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে সামান্য সামান্য কারণে বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া বংশানুক্রমে বিদ্যমান রহিয়া যাইত। তাহাতে যে কত নরহত্যা হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যেস্থান এইরূপ অশান্তিপূর্ণ, সে স্থানে উন্নতি, একতা ও ভ্রাতৃভাবের আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। সুরা ও ব্যভিচারের স্রোত তাহাদের মধ্যে অদম্য প্রভাবে প্রবাহিত হইত। জুয়াখেলা ও গান-বাজনা প্রভৃতির আখ্ড়া সকল সময়েই খোলা থাকিত। তাহাদের সামাজিক অবস্থা ত এইরূপ ছিল, ইহার উপর তাহাদের ধর্ম্মের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। তাহাদের মধ্যে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, তাহারা নানাবিধ মূর্ত্তিকে খোদাতায়ালা বোধে পূজা করিত। তাহারা স্বহস্তে তাম্র, পিত্তল ও প্রস্তরের মূর্ত্তি সকল প্রস্তুত করিয়া তাহাদেরই সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত এবং নাচ, গান করিত ও নজর দিত এবং ঐ সকল মূর্ত্তিকেই সৌরজগতের প্রতিপালক বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং আরও বলিত যে, তাহারা খোদাতায়ালার সান্নিধ্যলাভের জন্য ঐ সকল মূর্ত্তির উপাসনা করে। এইরূপ অজ্ঞানতা সত্ত্বেও তাহারা দাবী করিয়া বলিত যে, তাহারা হজরত এব্রাহিমের ধর্ম্মের উপাসক। পরিশেষে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর হইবার সময় উপস্থিত হইল। ধর্ম্মপ্রাণ হজরত এব্রাহিমের প্রাগুক্ত প্রার্থনানুসারেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রতিমাভঞ্জকারী প্রকৃত ধর্ম্মপথপ্রদর্শক হজরত এব্রাহিমের বংশধর "সত্য উপস্থিত, অসত্য বিদূরিত" এই ডঙ্কা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

—•—

হজরত মহম্মদের জন্ম, ধাত্রীগৃহে প্রতি-পালন ও বক্ষঃবিদারণ।

কোরেশ-দলপতি হাশেমের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আবদল মোত্তালেব সমুদয় কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-প্রদর্শিত পথে সমাজের ও কাবার কার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন এবং তিনি পিতার ন্যায় অশেষ সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। আবদল মোত্তালেবের বিভিন্ন ভার্য্যার গর্ভে দশ পুত্র ও ছয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণের নাম—হারেস, আবুলাহব, আবুজেহেল অলমোকাভম, জারার, অলজবায়ের, আবুতালেব, আবদুল্লা, হাম্‌জা ও আব্বাস্। কেহ কেহ বলেন যে, উল্লিখিত দশটী পুত্র ভিন্ন তাঁহার আরও তিনটী পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের নাম এই—আবদল কাবা, কাসম, অলগায়দাক। তাঁহার কন্যাগণের নাম—সফিয়া, ফাতেমা, বয়জা, বরা, আসিমা ও আরওয়া। কথিত আছে, আবদল মোত্তালেব পুত্র-কামনায় দেবতাদিগের নিকট মানসিক করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাদের একটীকে বলিদান করিবেন। এই প্রকার অসভ্য প্রথা সেই সময় আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাঁহার পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিলে তিনি স্বীয় মানসিক আদায় করিবার জন্য প্রিয়পুত্র আবদুল্লাকে কাবা মন্দিরে লইয়া গিয়া বলি দিতে উদ্যত হইলে তত্রত্য গণৎকারদিগের উপদেশ অনুসারে আবদুল্লার পরিবর্ত্তে শত সংখ্যক উষ্ট্র বলিদান করেন। এই সময় হইতে নররক্তের মূল্য শত উষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইল।

আবদল মোত্তালেবের পুত্রগুলির মধ্যে আবদুল্লা পরম রূপবান্ পুরুষ ছিলেন। রূপলাবণ্যবতী কুমারীগণ তাঁহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার

পাণিপীড়ন কামনা করেন। কিন্তু তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই, আবদল মোত্তালেব আবদুল্লার চতুর্বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মক্কানগরবাসী কোরেশ-বংশীয় আবদে মনাফের পুত্র ওহাবের পরম রূপবতী কন্যা আমেনা খাতুনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিবাহ রাত্রেই আমেনা খাতুনের গর্ভ-সঞ্চার হয়। ইহার কিয়দ্দিন পরে আবদুল্লা সুরিয়ায় বাণিজ্যার্থ গমন করেন; তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে ইয়াথ্রেবে (মদিনায়) আসিয়া এক আত্মীয়ের গৃহে পীড়িত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। বনি নজ্জার দলস্থ লোকদিগের বাসস্থান দাবোন্নাকাবা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সুতরাং আমেনা খাতুন এই সময়ে স্বামী-শোকে যে নিতান্ত অধীরা ও কাতরা হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভবিতব্যতা বলিয়া দিতেছিল, "আমেনা! শোকাতুরা হইও না, খোদাতায়ালা তোমার শোক দূর করিবার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছেন। ভাগ্যবতি! নয়ন উত্তোলন কর, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত, সেই দিকে দৃষ্টিপাত কর, এখনই জানিতে পারিবে যে, তুমি এবং তোমার স্বামী উভয়ে অনন্ত কাল বাঁচিয়া থাকিলেও, এই অনন্ত কাল ধরিয়া স্বামীর স্নেহ-সমাদর-সোহাগ-সম্পদাদি উপভোগ করিলেও, তুমি আজ যে সুখে সুখিনী, আজ যে মানে মানিনী, আজ যে ধনে ধনিনী, সেরূপ কোন কালে হইতে পারিতে না। তুমি যে গর্ভ ধারণ করিয়াছ, সেই গর্ভের ফল-স্বরূপ যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি জগতে এক নব যুগের সৃষ্টি করিবেন এবং তাঁহার প্রভাবে, যে আরবজাতি অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহারা জগতের সুসভ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইবে। যে আরব ধর্ম্মহীন, সেই আরবে সনাতন অদ্বৈতবাদ ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া দিক্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইবে। যে আরবজাতি

নিতান্ত নগণ্য জাতি বলিয়া অভিহিত, সেই আরবজাতি জগতে মহাপরাক্রমশালী জাতি বলিয়া পরিচিত হইবে। যে আরবে সামান্ত কারণে শতাব্দী ধরিয়া এক বংশের লোক অপর বংশের লোকের সহিত বংশানুক্রমে যুদ্ধে লিপ্ত এবং ধনজনের সহিত ধ্বংসমুখে পতিত, সেই আরবে তোমার ঐ মহামনাঃ পুত্রের গুণে চিরশান্তি বিরাজিত হইবে; সকলেই একতার দৃঢ়সূত্রে নিবদ্ধ হইবে। পুণ্যবতি! তোমার ঐ পুণ্যাত্মা পুত্রের কল্যাণে সমগ্র আরবে ইসলামের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। পারস্য, সিরিয়া ও মিসরের সর্ব্বত্র ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত বিজয়-পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইবে। ইসলাম, জগতে আপন অধিকার প্রসারিত করিবে; কল্যাণময়ি! তোমার ঐ পুত্রের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রভাবে জগতের লোকে একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম কি এবং তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে। যদি বাঁচিয়া থাক, তবে ঐ সকল প্রত্যক্ষ করিবে; কাল প্রভাবে যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে না পাও, তবে অনন্তধামের সুখময় প্রাসাদে অবস্থান করিয়া তাহা দিব্য চক্ষে সন্দর্শন করিবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার একবর্ণও মিথ্যা নহে।" অতঃপর আমেনা খাতুন অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় জাগ্রত ও স্বপ্নে হজরতের আবির্ভাবসূচক অনেক অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শন করেন; আবদল মোত্তালেবও অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করেন। এই সময়ে যে হজরত মহম্মদ জন্ম-গ্রহণ করিবেন, তাহা ভবিষ্যদ্বক্তৃগণও গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন।

আবদুল্লার মৃত্যুর ছয় মাস পরে, ৫৭০ খৃঃ অব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে, মহাত্মা ইস্মাইলের জন্মের ২৪১৬ বৎসর পরে, পারস্যের সুবিখ্যাত সম্রাট নওশেরওয়াঁর রাজত্বের চত্বারিংশ বৎসরে "আসহাবে ফীল" ঘটনার ৫৫ দিন পরে অর্থাৎ আম্মুল ফিলের প্রথম বৎসরে ও রবিয়ল আউয়ল মাসের দ্বাদশ দিবস সোমবার সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হজরত

মহম্মদ মোস্তাফা সল্লাল্লাহ-আলায়হে অসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হন (১)। সুখ সম্ভোগ-বিরতা পতিবিয়োগকাতরা আমেনা খাতুন পুত্রের কোমল ও কমনীয় মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিলেন, পুত্রের প্রীতিতে তাঁহার স্বামী-শোক অপসারিত হইয়া গেল, তাঁহার সর্ব্ব শরীর আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার সৌন্দর্য্যে গৃহ আলোকিত হইয়াছিল। সেই সময়ে আবদল মোত্তালেব ও আমেনা খাতুন অনেক অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, স্বর্গীয় দূতগণ (ফেরেস্তাগণ) অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নব কুমারকে বন্দনা ও আমেনা খাতুনকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে জ্যোতিব্বিদ্ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ গগণমণ্ডলস্থ অচিরোদিত নক্ষত্র বিশেষ দর্শন করিয়া প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব নির্ণয় করেন। শয়তান (পাপ পুরুষ) প্রমাদ গণিয়া ভয়ে কম্পান্বিত হইয়াছিল। প্রসব-কালে আমেনা খাতুনের কিছুমাত্র প্রসব বেদনা অনুভূত হয় নাই; কুমার অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবামাত্রই দেখা গিয়াছিল যে, তাঁহার ত্বকচ্ছেদ হইয়াছে ও স্কন্ধদেশে মোহর-নবুয়ত (প্রেরিতত্ব-সূচক চিহ্ন) রহিয়াছে। তাঁহার জন্মরাত্রে সমুদয় পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়াছিল,

১। হজরত মহম্মদের জন্ম বৎসর লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানারূপ মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশের মতে "আসহাবে ফীল" ঘটনার প্রথম বৎসরের ১২ই রবিয়ল আউয়ল তারিখে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। আবার ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ৬২২ খ্রীঃ অব্দে তিনি মক্কা হইতে মদিনায় হেজরৎ (প্রস্থান) করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, তিনি ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মক্কায় প্রথম অহি (স্বর্গীয় আদেশ) প্রাপ্ত হন। এই অহি প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি হেজরৎ করেন। সুতরাং তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৩ বৎসর। এই ৫৩ চান্দ্র বৎসরকে সৌর বৎসরে পরিণত করিতে হইলে এক বৎসর বাদ দিতে হয়। অতএব ৫৩ বৎসর হইতে এক বৎসর বাদ দিলে ৫২ সৌর বৎসর হয়। এখন ৬২২ খৃঃ অব্দ হইতে ৫২ বৎসর বাদ দিলে ৫৭০ খ্রীঃ অব্দ হয়। অতএব এই ৫৭০ খ্রীঃ অব্দে "আসহাবে ফীল" ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং এই বৎসরেই হজরত মহম্মদ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

বিশেষতঃ কাবা মস্‌জেদ কম্পিত হয় ও তন্মধ্যস্থ হবল নামক প্রধান দেবমূর্ত্তিটী ভূমিসাৎ হইয়া যায়, মহাবল পরাক্রান্ত পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের অত্যুন্নত চতুর্দ্দশটী চূড়া ভগ্ন হইয়া যায় এবং সম্রাট স্বপ্নে দেখিতে পান যে, আরবদেশে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। পারস্য-দেশস্থ জরদস্তের বহ্নি, অগ্নি উপাসকগণ কর্ত্তৃক স্মরণাতীত কাল হইতে সদা প্রজ্বলিতাবস্থায় থাকিয়া সেই রাত্রে হঠাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুরোহিতগণ তদ্দর্শনে চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে। সাবা হ্রদের অম্বুরাশি হঠাৎ শুষ্ক হইয়া যায়, আর ইউফ্রেটিস্ নদীর বারি, তাহার বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহকে প্লাবিত করিয়া ফেলে।

তৎকালে নানাস্থানের ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ মহাক্ষমতাশালী ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে হজরতের আবির্ভাব হইবার যে যে লক্ষণ বর্ণিত আছে, আর হজরত মুসা, হজরত ইসা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সহিত হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের সমুদয় মিলিত হইয়াছে দেখিয়া ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন *। হজরতের মাতুল একজন প্রধান দৈবজ্ঞ ছিলেন, তিনি হজরতের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এই বালক মানবগণের মধ্যে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবে।"

আবদল মোত্তালেব মৃতপুত্রের নবকুমারকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং কুমারের জন্মের তৃতীয় দিবসে তাঁহাকে

* তওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে হজরত মহম্মদের সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত আছে, তাহা এই গ্রন্থের শেষভাগে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

ক্রোড়ে করিয়া কাবা মন্দিরে লইয়া যান ও তথায় কুমারের মঙ্গলের জন্য খোদাতায়ালার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। তিনি কুমারের "মহম্মদ" নাম রাখিলেন আর আমেনা খাতুন ফেরেস্তার (স্বর্গীয় দূতের) আদেশানুসারে "আহমদ" নাম রাখিলেন। হজরতের জন্মের সপ্তম দিবসে আবদলমোত্তালেব কুমারের কল্যাণার্থ কোরবাণী করিয়া কোরেশ বংশোদ্ভব প্রধান প্রধান লোকদিগকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন।

হজরত মহম্মদ কয়েকদিন মাতৃস্তন্য পান করিয়া পরে তাঁহার খুল্লতাত আবু লাহবের দাসী সোয়ায়বার স্তন্য পান করেন। হজরত মহম্মদের খুল্লতাত হামজাও এই সোয়ায়বার স্তন্য পান করিয়াছিলেন। তৎপরে ধাত্রী হালিমা বিবির নিকট লালন পালনার্থ অর্পিত হন। সেকালে মক্কার প্রধান প্রধান অধিবাসীদিগের বিশেষতঃ কোরেশবংশীয়দিগের মধ্যে এই রূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, স্ব স্ব শিশু সন্তানদিগকে লালন পালনার্থ জন্মের অষ্টম দিবসে ধাত্রীর নিকট অর্পণ করিতে হইত। ধাত্রীগণ শিশু-সন্তানদিগকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করিয়া পরে তাহাদের জনক জননীর নিকট অর্পণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। ধাত্রীগণ প্রত্যেক বৎসর বসন্ত ও বর্ষা ঋতুতে মক্কানগরে আসিয়া ঐশ্বর্য্যশালী অধিবাসীদিগের শিশু-সন্তান অন্বেষণ করিত। সুতরাং দরিদ্রের সন্তানেরা সচরাচর উপেক্ষিত হইত। আবদুল্লা সামান্য সম্পত্তি রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান, তদুপরি সেই বৎসর মক্কার জলবায়ু কুমার মহম্মদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে আমেনা খাতুন অতিশয় চিন্তাকুলা হইলেন। এই সময়ে সাদবংশীয় লোকদিগের বাসস্থানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায়, তথা হইতে দলে দলে ধাত্রীগণ মক্কানগরে আসিতে থাকে; হালিমা বিবিও একটী অনাহারজর্জ্জরিত গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ

করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় মক্কায় আসিয়া উপনীত হন। অন্যান্য ধাত্রীগণ পূর্ব্বেই :নগরে আসিয়া ধনী লোকগণের শিশুসন্তানের লালনপালন ভার গ্রহণ করিল। কিন্তু কেহই পিতৃহীন মহম্মদের লালনপালন ভার লইতে স্বীকৃত হইল না। সুতরাং হালিমা বিবি অগত্যা চত্বারিংশ দিবস বয়স্ক আবদুল্লা তনয়কে গ্রহণ করেন।

হালিমা বিবি মক্কায় আসিয়া স্বপ্নে অনেক অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া, শীঘ্র সৌভাগ্যবতী হইবেন, বলিয়া আশা করেন। তৎকালে হালিমাবিবি অচির-প্রসূতা, সুতরাং ধাত্রীকার্য্যের বিশেষ উপযোগিনী ছিলেন। তজ্জন্য আবদল মোত্তালেব হালিমাবিবিকে সঙ্গে লইয়া আমেনাখাতুনের গৃহে গিয়া পুত্রবধূকে বলিলেন, "মহম্মদকে লালনপালনার্থ সাদবংশীয়া এই হালিমার নিকট অর্পণ কর।" হালিমা বিবি বলিয়াছিলেন, "আমি আমেনার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, কুমার মহম্মদ নিদ্রা যাইতেছেন; আমি তাঁহাকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইলাম, তখন কুমার জাগরিত হইয়া আমার মুখপানে তাকাইয়া মধুর হাস্য হাসিলেন; আমি তাঁহার মুখে আমার দক্ষিণ স্তন দিলাম, তিনি আগ্রহের সহিত পান করিতে লাগিলেন। তখন আমার পয়োধরে প্রচুর দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মুখে বামস্তন দিলাম, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না।" কথিত আছে যে, হজরত কেবল হালিমা বিবির দক্ষিণস্তনটী পান করিতেন, বামস্তনটী হালিমা বিবির পুত্র পান করিত। হালিমা বিবি কয়েকদিন মক্কায় অবস্থিতি করিয়া কুমার মহম্মদকে লইয়া স্বকীয় আবাসস্থানে গমন করেন। হালিমা বিবির রুগ্ন গর্দ্দভটী হজরতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া সতেজ ও দ্রুতগমনে আবাস স্থানে উপনীত হইয়াছিল।* হালিমা বিবির স্বামীর নাম হারেস, ইনি আবদুল ওজ্জার পুত্র। হালিমা বিবির সন্তানগণের নাম—আবদুল্লা, ওনৈসা ও হাজামা। হজরত ধাত্রী মাতা ও তাঁহার সন্তান প্রভৃতিকে

অতিশয় সম্মান করিতেন। হালিমা বিবি ছয়মাস অন্তর এক একবার কুমারকে দেখাইবার জন্য আমেনা খাতুনের নিকট আনিতেন। দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজরত মহম্মদ স্তন্যপান ত্যাগ করিলে, হালিমা বিবি তাঁহাকে আমেনা খাতুনের নিকট অর্পণ করিবার জন্য মক্কায় আগমন করেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে আমেনা খাতুনের হস্তে অর্পণ করিতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন কি, তিনি মক্কায় আসিবার সময় পথি মধ্যে খোদাতায়ালার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! এই অমূল্য রত্নটীকে আরও কিছুদিন আমা ছাড়া করিও না।" হালিমা বিবির এই প্রার্থনাটী এমনই প্রাণস্পর্শী ও ভক্তিব্যঞ্জক হইয়াছিল যে, খোদাতায়ালা তাঁহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হালিমা বিবি মক্কা নগরে উপস্থিত হইয়াই প্রাণাধিক কুমারকে জননীর ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করিলেন। আমেনা খাতুন কুমারকে সবল ও সুস্থকায় দর্শন করিয়া মহা প্রীত হইলেন কিন্তু সেই সময়ে মক্কায় জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে আমেনা খাতুন বাধ্য হইয়া হজরতকে হালিমা বিবির নিকট পুনঃ অর্পণ করেন. ইহাতে হালিমা বিবির আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে আমেনা খাতুন অঞ্চলের নিধি এক মাত্র তনয় রত্নকে পরের হস্তে লালন পালন করিতে দিয়া এবং তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া একেবারে ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সমাজের রীতি ও পদ্ধতি তাঁহাকে পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর করিয়া রাখিল। দেখিতে দেখিতে প্রতিপালনের নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল। মাতার পুত্র পাইবার সময় নিকট হইয়া আসিল। মক্কার জল বায়ুরও শোধন হইল এবং সেই সঙ্গে হালিমা বিবিরও সুখের দিন ফুরাইল। কুমারের চারি বৎসর বয়ঃক্রম-

কালে হালিমা বিবি কাঁদিতে কাঁদিতে অতি কষ্টে কুমারকে লইয়া স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। মাতা হারাধন ফিরিয়া পাইয়া দিবারাত্রি পুত্রের কমনীয় মূর্ত্তি দেখিয়া ও মধুমাখা বাক্যাবলী শুনিয়া পূর্ব্বের দুঃখ-রাশি ভুলিয়া গেলেন। মাতার সন্তান-স্নেহের সীমা নাই, মায়ের কোলে যে আরাম, যে শান্তি, তাহার নিকট জীবনের অন্য সকল প্রকার আরাম ও শান্তি অতি তুচ্ছ। পাঁচ দিনের শিশু বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছে, অপর স্ত্রীলোক কোলে তুলিয়া লইল, শিশু কিছুতেই থামিল না; কিন্তু মা যেমনই কোলে উঠাইয়া লইলেন, অমনি শিশু নিরব। মায়ের পবিত্র শান্তিময় কোল যেন, তাহার ক্ষুধানল জুড়াইয়া দিল। মায়ের কোল এমনই ঠাণ্ডা, মায়ের কোল এমনই আরামের স্থান। এজন্য কথিত আছে, "স্বর্গ মায়ের চরণ তলে?" অতএব বালক মহম্মদ হালিমা বিবির গৃহে যতই স্নেহ সমাদরে লালিত পালিত হইয়াই থাকুন না কেন, মায়ের স্নেহের নিকট সে স্নেহ অতি সামান্য বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। মাতার স্নেহ ক্রোড়ে থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কুমারের ভারপ্রাপ্ত হালিমা বিবি অনেক অমানুষিক ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে তাহা লিখিত হইল না। কথিত আছে যে, খোদাতায়ালা হালিমা বিবির কার্য্যের উপযুক্ত পারিতোষিক দিয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত কুমার তাঁহার গৃহে ছিলেন, ততদিন তাঁহার প্রত্যেক বিষয়েই উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার পয়ঃনালী ও কূপ কদাচ শুষ্ক হইত না, পশুচারণ ক্ষেত্রগুলি সর্ব্বদা তৃণলতাদি দ্বারা আবৃত থাকিত, মেষ ও অন্যান্য পশুদল দশগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল, শস্যক্ষেত্রসমূহ সুবর্ণোপম শস্যোৎপাদন করিত। তাঁহার গৃহ সর্ব্ব সময়ে মহোৎসব বলিয়া বোধ হইত। ফলতঃ সাংসারিক কোন বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন তাঁহাকে

কখন কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। দুর্ভিক্ষ তৎপ্রদেশ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল।

কথিত আছে যে, হজরত মহম্মদ তিন মাস বয়ঃক্রমকালে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে ও সাত মাস বয়ঃক্রমকালে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে পারিতেন; আট মাস বয়ঃক্রমকালে সকলে তাঁহার বাক্যাবলী বুঝিতে পারিতেন ও নয় মাস বয়ঃক্রমকালে বেশ পরিষ্কার সারগর্ভ বাক্য বলিতেন। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, "লা এলাহাএল্লাল্লা আল্লাহু আক্‌বর আল্লাহু আক্‌বর আলহাম্‌দোলিল্লাহে রাব্বেল আলামিন।" ইহা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

প্রসিদ্ধি আছে যে, একদা তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজরত মহম্মদ তাঁহার সহ স্তন্যপায়ী ভ্রাতাগণের সহিত পশুচারণক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে দুইটী ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভূমিতলে শয়ান করাইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া অন্তর মধ্য হইতে কৃষ্ণবর্ণ কোন পদার্থ বাহির করিয়া দেন, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র কষ্টানুভব করেন নাই। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বহিষ্করণ কালে স্বর্গীয় দূত বলেন, "হে মহম্মদ! শয়তানের লিপি আপনার অন্তর হইতে বাহির করিলাম, শয়তান আর আপনার কিছুই করিতে পারিবে না।" অপর স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে মানদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি অন্যান্য সহস্র লোক অপেক্ষা অধিক ভারি। ফলতঃ যে মুহূর্ত্তে তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বিদূরিত হইল, তন্মুহূর্ত্তেই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে, পারমার্থিক তত্ত্বে ও সত্য ধর্ম্মপ্রচারকের অলৌকিক জ্যোতিঃতে (নূরে) বিভূষিত হইলেন। এই জ্যোতিঃ প্রথমে মানবগণের আদি পিতা হজরত আদমে শোভা পাইয়াছিল, পরে পুরুষপরম্পরায় হজরত এব্রাহিমে ও হজরত

ইস্মাইলে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়া ক্রমে ক্রমে হজরত মহম্মদের বদন-মণ্ডলে দ্বিগুণতর উজ্জ্বল প্রভা ধারণ পূর্ব্বক শোভা পায়। অনন্তর হজরতের বক্ষঃবিদারণের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ তাঁহাকে ভাবী ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া স্থির করিয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে।

আমেনা খাতুন ও আবদল মোত্তালেবের মৃত্যু।

বালকের সে সুখের দিন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। আমেনা খাতুন হৃদয়ের ধন, নয়নের পুত্তলী পুত্রকে লইয়া ইয়াথ্রেব (মদিনা) নগরে আদিব সম্প্রদায়স্থ আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ওম্মেএয়মন নাম্নী একটী মহিলাও আমেনা খাতুনের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার ইহুদী ধর্ম্ম-যাজকগণ কুমারকে দর্শন করিয়া ভবিষ্যধর্ম্মপ্রচারক-বোধে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। আমেনা খাতুন ইহা অবগত হইয়া এক মাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া মক্কায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তিনি পথি-মধ্যে মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থিত আবু আবওয়া (আবোয়া) নামক স্থানে, পুত্ররত্নটীকে সংসারসমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া অকালে পরলোক গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত দেহ সমাহিত হয়। বালকের বয়স তখন ছয় বৎসর মাত্র, দৈববিড়ম্বনায় তেমন বয়সে মাতৃবিয়োগ হওয়া যে তাঁহার পক্ষে কিরূপ অশুভজনক এবং তাঁহার শোক, ক্ষোভ ও দুঃখের যে কিরূপ অনিবার্য্য কারণ, তাহা বর্ণনায় শেষ হইবার নহে। তাঁহার দেহ মন অবসন্ন, নয়ন অশ্রুপূর্ণ এবং জগৎ তাঁহার নিকট অরণ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মৃত্যুকালে আমেনা খাতুন প্রিয় পুত্র হজরত মহম্মদকে বলিয়া-ছিলেন, "হে পুত্র! প্রত্যেক জীব মৃত্যুর অধীন, আমি বিধাতার নির্দ্দিষ্ট

নিয়মানুসারে ইহলোক ত্যাগ করিলাম। যদিও আমি এ সংসার ত্যাগ করিলাম, তথাপি চিরস্মরণীয় থাকিব, কেননা তোমার ন্যায় পুত্ররত্নকে রাখিয়া চলিলাম।" তৎপরে ওম্মেএয়মন, কুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া মক্কায় আসিয়া বৃদ্ধ আবদল মোত্তালেবের হস্তে অর্পণ করেন। বৃদ্ধ আবদুল মোত্তালেব অকালে পুত্রবধূর পরলোক গমনের সংবাদে পৌত্রের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইলেন এবং নিজেই এতিম (পিতৃমাতৃহীন) পৌত্রের লালন পালন করিতে লাগিলেন। এতিম পৌত্রের প্রতি তাঁহার স্নেহের মাত্রা এত দূর বাড়িয়া উঠিল যে, তিনি তাঁহাকে ক্ষণকাল না দেখিলেই অধীর হইয়া উঠেন। বালকের সম্বল তখন একমাত্র পিতামহ, বালক পিতামহের কথায় উঠেন, বসেন ও তাঁহার আদেশ মানিয়া চলেন।

কুমার মহম্মদ দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত পিতামহ আবদল মোত্তালেব কর্ত্তৃক অতি সমাদরে ও যত্নের সহিত প্রতিপালিত হন। যখন হজরতের বয়ঃক্রম ৮ বৎসর, তখন আবদল মোত্তালেব বয়োধিক্যবশতঃ মৃত্যু নিকট জানিয়া পুত্রগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে মহম্মদের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ?" পিতৃ-বাক্য শ্রবণে সকলেই কুমারের ভার গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু আবদল মোত্তালেব, আবু তালেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আবু-তালেব! তুমি ও আবদুল্লা এক মাতার গর্ভজাত, অতএব আবদুল্লা-তনয়ের ভার তোমারই গ্রহণ করা উচিত। ইহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও বিপদাদি হইতে রক্ষা করিও, দেখিতে পাইবে যে, এই বালকই আমাদের বংশের নাম উজ্জ্বল করিবে।" নরশ্রেষ্ঠ বালকের ভাগ্যে পিতামহের এই ভালবাসা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বৃদ্ধ পিতামহ তাঁহাকে সংসারকার্য্যক্ষেত্রে

রাখিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। বালক পিতামাতাকে হারাইয়াও পিতামহের আশ্রয়ে ছিলেন। এখন তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন। মহাত্মা আবদল মোত্তালেবের মৃত্যুকালীন উপদেশানুসারে মহানুভব আবুতালেব ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন।

মহাত্মা আবুতালেব কর্ত্তৃক কুমারের লালন পালন।

মহাত্মা আবুতালেব আবদুল্লার সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আবুতালেব স্নেহবশে ও পিতৃ উপদেশে ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত মহম্মদকে আপন বাড়ীতে লইয়া তাঁহার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আবু-তালেবেরও কয়েকটী সন্তান সন্ততি ছিল, তৎসত্ত্বেও তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি আহারে, বিহারে ও শয়নে ভ্রাতুষ্পুত্রকে চক্ষের অন্তরালে রাখিতেন না এবং অন্যের নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেও হজরত মহম্মদের প্রতি অতিশয় স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। সেকালে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আরব জাতির বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। গল্প করিয়া, আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া, বর্শা ঘুরাইয়া এবং ঘোড়ায় চড়িয়া আরবেরা সময় কাটাইত এবং ঐরূপ ভাবে সময় ক্ষেপ করাকে তাহারা জাতীয় গৌরব বলিয়া মনে করিত। সুতরাং আবুতালেব সস্নেহে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিপালন করিলেও তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারেন নাই।

লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ সুবিধা না ঘটিলেও বাল্যকাল হইতেই হজরত মহম্মদ উন্নতমনাঃ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। কখনও কোন মিথ্যা কথা বলা বা সত্য কথা গোপন করা, কিম্বা খেলা ধূলায় সময়

অতিবাহিত করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি খুল্লতাতের আলয়ে আগমন অবধি নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন জন্য বিশেষ যত্নবান হইতেন এবং সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জ্জনা সাধনে নিরত থাকিতেন। একদা তাঁহার চিন্তা মগ্নাবস্থায় কতিপয় সমবয়স্ক বালক খেলা করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে যায়। তিনি তাহাদিগকে বলেন, "মানুষ ভাল কাজ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, খেলা করিবার জন্য নহে।" ঐরূপ অবস্থায় তিনি আবুতালেবের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তাহাতে ক্ষতি কি? পরম দয়ালু খোদাতায়ালা নিজ কৃপায় সৌরজগৎ গ্রন্থখানি তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া দিয়া নিজেই তাঁহাকে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার পবিত্র হৃদয়পটে সমস্তই অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। মক্কা নগরস্থ বোয়ানা নামক দেবতার পূজার সময়ে সমুদয় কোরেশবংশীয় লোক সে উৎসবে যোগ দান করিত। হজরত আবুহোরায়রা বলেন যে, ওম্মেএয়মন বলিয়াছেন, "একদা বোয়ানার পূজার সময়ে কোরেশবংশীয় অনেকে হজরত মহম্মদকে পূজা দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি কোনক্রমে তথায় যাইতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে আবুতালেব অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া যান। কিন্তু হজরত মহম্মদ পূজার স্থলে উপস্থিত হওয়ার ক্ষণকাল পরেই অকস্মাৎ অন্তর্হিত হন এবং কিছুক্ষণ পরে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সকলে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, "'আমি প্রতিমার নিকট উপনীত হইলে একজন শ্বেতবর্ণ পুরুষ আসিয়া আমাকে বলেন, 'হে মহম্মদ! প্রতিমার নিকট মস্তক নত করিও না কিম্বা পূজায় যোগদান করিও না'।"

মহাত্মা আবুতালেবের সহিত হজরত মহম্মদের সুরিয়ায় গমন।

আবুতালেব কাবার যাজকীয় কার্য্যসত্ত্বেও কোরেশবংশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকুশল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হজরত মহম্মদের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাণিজ্যব্যবসায়ী কোরেশ-বংশীয়দিগের সহিত সুরিয়ায় বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। অনর্থক বাড়ীতে বসিয়া থাকা অপেক্ষা বিদেশে গমন করিয়া মন পরিবর্ত্তন করা এবং নূতন নূতন দেশ দর্শন করিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার এই উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া হজরত মহম্মদ আবুতালেবের সঙ্গে যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আবুতালেব প্রথমতঃ তাঁহাকে সেই দূরতর প্রদেশে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হন নাই, কেননা তখন তিনি মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক, পথের নানা কষ্ট ও মরুভূমির প্রচণ্ড সূর্য্যাতপ তাঁহার সুকোমল দেহ সহ্য করিতে সক্ষম ছিল না! কিন্তু যখন আবুতালেব উষ্ট্রোপরি আরোহণ পূর্ব্বক সুরিয়া গমনে উদ্যত হন, তখন হজরত মহম্মদ তাঁহাকে সকরুণস্বরে বলিলেন, "খুল্লতাত! আমি পিতৃমাতৃহীন, আপনি আমাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছেন?" এই বলিয়া তিনি অবিরলধারায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন আবুতালেবের স্নেহপ্রবণহৃদয় স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রের দুঃখে বিগলিত হইয়া গেল, অগত্যা তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আরবে কোন নদ নদী না থাকায় তথাকার অধিবাসীদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোন রূপ সুবিধা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা চেষ্টা করিলে দেশে বাণিজ্যের প্রসার-বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। আরবের মধ্যে নদী না থাকিলেও উহার তিন দিকে সমুদ্র,

সুতরাং বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সেকালে জলপথে বৈদেশিক পণ্য দ্রব্যাদি আমদানি করায় কোন রূপ অসুবিধা ছিল না। বিশেষতঃ আরবেরা জল-পথকে বিশেষ ভীতির চক্ষে দর্শন করিতেন। সমুদ্রের নাম শুনিলে তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড ভয়ে সঙ্কোচিত হইয়া যাইত। যে বীর সেনাপতি ওমর-বেন-অল-আসের ভুজবলে মিশরে ইসলামের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, সেই বীরকেশরীই সমুদ্র যাত্রায় সন্ত্রাসিত হইয়া-ছিলেন।

আরবদিগের বাণিজ্য যাত্রা কেবল স্থলপথেই সীমাবদ্ধ ছিল; এমন কি, তাঁহারা স্বদেশের গণ্ডির বাহিরে যাইতেন না। তবে কোন কোন সাহসী বণিকদল সময়ে সময়ে আরবের বাহিরে প্যলেস্‌তিন ও সুরিয়া প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতেন। আরব দেশের মধ্যে চারিটী প্রধান মেলা ছিল, যথা—ওকাজ, জুলমাজাজ, মোজান্না ও হাবাসা। এই মেলাসমূহে তাঁহারা ক্রয় বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা আদন (এডেন) হইতে চামড়া, তায়েফ ও নখলা হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি এবং তাহামা ও নেজদ্‌ হ'তে সুগন্ধি দ্রব্যাদি লইয়া বিক্রয়ার্থ সুরিয়ায় যাইতেন এবং তথা হইতে ইউরোপের নানা প্রদেশাগত রেশমী বস্ত্র, মূল্যবান ধাতুপাত্র ও কারুকার্য্যখচিত দ্রব্যাদি লইয়া স্বদেশে আসিতেন। তৎকালে মক্কা নগর আরববাসীদিগের নিকট বাণিজ্যকার্য্য ও ধর্ম্মকার্য্যের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিগণিত ছিল।

কৃতান্তের সহোদরসদৃশ অনন্ত বালুকারাশি আরববাসিদিগের সমুদ্র—যাহাতে সময়ে সময়ে ঘূর্ণিবায়ু সমুত্থিত হইলে মহাপ্রলয় সংঘটন হয় এবং সেই উড্ডীয়মান উত্তপ্ত বালুকারাশি সম্মুখস্থ জীবকুলকে আচ্ছা-দিত করিয়া জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করিয়া ফেলে। আরববাসিগণের প্রিয় উষ্ট্রদলই এই মহাবিপদসঙ্কুল ভীষণ বালুকা-সমুদ্রে তাঁহাদের

সামগ্রীবাহী নিরাপদ অর্ণবপোত এবং তাঁহাদের বাহন। উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহারা বাণিজ্যাদি করিতেন এবং এই প্রাণীর সাহায্যেই তাঁহাদের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কোরেশগণও ঐরূপ ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতেন।

প্রখর সূর্য্যকিরণে মরুময় আরবদেশ উত্তপ্ত। দিবাভাগে যাত্রিগণের পথচলা নিতান্ত কষ্টকর, এ জন্য ঐ দেশে রাত্রেই পথ চলিবার নিয়ম। মহাত্মা আবুতালেবের ঐ বণিকদল (কাফেলা) রাত্রে যাত্রা করিল। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, নীল আকাশের গায়ে জ্যোৎস্নার সোণালী চাদর, তাহার উপর হীরকের বুঁটার মত অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিগন্ত বিস্তৃত মরুময় ময়দান, তাহাতে কোন বৃক্ষলতা বা ঝোপ জঙ্গল নাই—একেবারে খোলা ময়দান, যতদূর দৃষ্টি চলিতেছে—ততদূরই পরিষ্কার ময়দান। সে ময়দান কোন্ খানে শেষ হইয়াছে—কে জানে। সেই ময়দানে স্থলবণিকগণের পণ্য দ্রব্যাদি বহিয়া উটের সারি চলিয়াছে—যেন ছোট খাট পাহাড়ের টিবিগুলি সারি দিয়া চলিয়াছে। জ্যোৎস্নালিপ্ত পরিষ্কার ময়দানে, তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ ছায়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। রজনীর মৃদুমন্দ বাতাস, মুক্তপ্রান্তরের সেই বিমল আনন্দ সহ মিশিয়া অবিরত চলিয়া চলিয়া গায়ে পড়িয়া প্রাণে যেন কত আরাম, কত স্ফূর্ত্তি ঢালিয়া দিতেছে। সেই আরাম ও স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কাফেলা—লাভের চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছে। কিন্তু সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের চিন্তা অন্য রূপ। "ঐ যে আকাশ, উহাকে কে সোণালী চাদর পরাইয়াছে? ঐ হীরকের বুঁটা. কোন্ শিল্পিশ্রেষ্ঠের শিল্প নিদর্শন? এই যে সুবিস্তৃত প্রান্তর, ইহা কোন্ বিশ্বনির্ম্মাতার মহিমার কথা?" ইত্যাদি রূপ চিন্তা ঐ বালকের মনে জাগিয়া উঠিতেছে। অধিকন্তু পথিমধ্যে স্থানে স্থানে আরব জাতির পতন ও অবনতির স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়াও আরব জাতি

নিজ দোষে ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ার বিষয় সঙ্গীদিগের নিকট অবগত হইয়া বালক আরও ব্যথিত হইলেন।

ঐরূপে স্থলবণিকদল সিরিয়ার পথবর্ত্তী ইয়ারদান (জর্ডন) নদীর পরপারে বসরা নগরে গিয়া উপনীত হইলেন এবং "আকবা জবল" বা "কফা" নামক উত্তরণ স্থানে "মোকাম" করিলেন। ঐ উত্তরণ স্থানের নিকটে একজন সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। "জরজিস্" ওরফে "বহিরা" নামক জনৈক ভবিষ্যৎজ্ঞানী খৃষ্টান পণ্ডিত সংসারের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া ঐ আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রপাঠে অবগত ছিলেন যে, বর্ত্তমান যুগে একজন মহাক্ষমতাশালী ধর্ম্ম-প্রচারক জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সমূহও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, বণিকদল কফায় আসিয়া প্রচণ্ড-সূর্য্যকিরণে দগ্ধীভূত হইয়া বিশ্রামার্থ একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় অবতরণ করেন। বহিরা স্বীয় বাসস্থান হইতে অবলোকন করেন যে, একখণ্ড মেঘ বণিকদলের সঙ্গে সঙ্গে ছায়া দান করিয়া আসিতেছে, আর যেখানে বণিকদল বিশ্রামার্থ অবতরণ করিলেন, সেইখানে ঐ মেঘখণ্ড একটী বালকের মস্তকোপরি স্থিরভাবে অবস্থান করিল। তিনি ইহাও দেখিলেন যে, যখন বালক একটী শুষ্ক বৃক্ষের অত্যল্প ছায়ায় গিয়া উপবেশন করেন, তখন হঠাৎ বৃক্ষটী নবপুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া, প্রচুর ছায়া প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রচণ্ড ময়ূখমালা হইতে রক্ষা করিল এবং বালকটী তথা হইতে চলিয়া গেলে, বৃক্ষটী পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। আবার তিনি দেখিলেন যে, পর্ব্বতশ্রেণী ও বৃক্ষলতাদি যেন বালকটীর উদ্দেশ্যে প্রণিপাতার্থ মস্তক নত করিতেছে। এই সমুদয় অমানুষিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়া তিনি স্থির করেন যে, এই বণিকদলের মধ্যে অবশ্যই শাস্ত্রোল্লিখিত ধর্ম্ম-প্রচারক আছেন; কেননা তাহা না

হইলে কথনই এই সকল অমানুষিক ঘটনা সংঘটন হইতে পারে না। অনন্তর তিনি স্বীয় আবাসগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বণিকদলের নিকটে যাইয়া হজরত মহম্মদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে শাস্ত্রোল্লিখিত শেষ ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া জানিতে পারেন। এমন কি, এই সময়ে তিনি হজরতের স্কন্ধদেশে "মোহরনবুয়ত" দেখিতে পান। অবশেষে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল যে, বালকটীর ধর্ম্ম বিষয়ে মতামত অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য তিনি আবু-তালেব প্রভৃতিকে তদীয় গৃহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন। উপযুক্ত সময়ে বণিকদল বহিরার আশ্রমে ভোজনার্থ উপনীত হন, কিন্তু তাঁহারা হজরত মহম্মদকে পণ্যদ্রব্যাদির প্রহরী স্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছিলেন। বহিরা দেখিতে পান যে, আবুতালেব প্রভৃতির সমভিব্যাহারে মেঘ খণ্ড আসে নাই; তখন তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনাদের মধ্যে কি কেহ আসিতে বাকী আছেন?" একজন বলিলেন, "মহম্মদ আসে নাই, তাহাকে আমাদের পণ্যদ্রব্যাদির প্রহরী স্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছি।" বহিরা বলিলেন, "তাঁহাকে এখানে আনিতে হইবে।" হারেস বলিলেন, "তবে আমি যাইয়া তাহাকে আনিতেছি, তাহাকে না আনা আমাদের অন্যায় হইয়াছে. কেননা আমরা এখানে আহার করিব, আর সে ইহাতে বঞ্চিত হইবে।" অনন্তর হজরত মহম্মদ তথায় আনীত হইলে বহিরা দেখিতে পান যে, হজরতের সমভিব্যাহারে মেঘখণ্ডও আসিয়াছে। তখন বহিরা তাঁহার প্রতি অশেষ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করেন এবং নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। শেষে তিনি হজরত মহম্মদকে মক্কানগরস্থ দেবদেবীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাতে বিরক্তিভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখন তিনি অদ্বিতীয় আল্লাহতায়ালার নামোচ্চারণ করিলেন,

তখন হজরত মহম্মদ পরম সন্তুষ্ট হইতেন। অতঃপর বহিরা আবুতালেবকে বলেন, "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র একজন ধর্ম্মপ্রচারক হইবেন, ইনি পুরাতন ধর্ম্মের বিলোপ করিয়া জগতে এক নূতন ধর্ম্ম প্রচলিত করিবেন। ইহাঁর অনেক শত্রু আছে; সাবধানে রক্ষা করিও, যেন ইনি ইহুদীদিগের হস্তে পতিত না হন। আমি ভবিষ্যৎ চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, ইনি ইহুদীগণ কর্ত্তৃক নানা কষ্টে ও বিপদে পতিত হইবেন।" ইহাতে আবুতালেব বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় হইলেন। বসরা হইতে ঐ বণিকদল সিরিয়ায় গিয়া আপনাদের পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আশার অতিরিক্ত লাভবান হইয়া গৃহে ফিরিলেন। মহাত্মা আবুতালেবও ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া আনন্দে মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বালকের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহদৃষ্টি রাখিতে এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। (১)

কথিত আছে যে, হজরত মহম্মদ পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ হালিমার গৃহ হইতে মক্কায় প্রত্যাগমনের একমাস পরে একদিন হঠাৎ অদৃশ্য হন; আবদল মোত্তালেব প্রভৃতি তাঁহাকে না পাইয়া অস্থির হন, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাকে পাইয়া জানিতে পারেন যে, এবারও পূর্ব্ববৎ স্বর্গীয় দূতদ্বয় তাঁহার বক্ষোবিদারণ করিয়াছেন। দশম বৎসর বয়ঃক্রমকালে আর একবার বক্ষোবিদারণ হয়। এই বৎসরে জগৎবিখ্যাত দাতা হাতেম তাই পরলোকগমন করেন।

---

(১) হজরত মহম্মদের বিস্তৃত জীবন চরিত প্রণেতা সার উইলিয়ম মুর সাহেব হজরত মহম্মদের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সুরিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, সমৃদ্ধিশালী নগরাবলীর ভগ্নাবশেষ এবং সেই সকল স্থানের প্রাচীন অদ্ভুতকাহিনী, খৃষ্টান জাতির সামাজিক আচার, ব্যবহার, গির্জ্জা, ক্রুশ, যিশুখৃষ্ট ও মেরীর প্রতিমূর্ত্তি, গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি বালক (হজরত) মহম্মদের হৃদয়পটে স্বসুচরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল এবং তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া

হজরত মহম্মদের বাল্যকালে আরবের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি।

যে সময়ের ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে, সে সময়ে আরবের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি নিতান্ত ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কারজনক হইয়া পড়িয়াছিল। আরবেরা সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র খোদাতালাকেই সর্ব্বজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া তাহারা ঘোর পৌত্তলিক হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা খোদাতালার অস্তিত্ব স্বীকার করিত না এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতাগণকেই খোদাতালা বলিয়া পূজা ও সম্মান করিত। তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এক একটী পৃথক পৃথক কুলদেবতার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৎসঙ্গে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র পূজারও প্রবল পরাক্রম পরিলক্ষিত হইত। আবার কোন কোন

অন্তরে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাই তিনি পরিণত বয়সে ঐ সকলের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন এবং ত্রিত্ববাদের পরিবর্ত্তে এক মাত্র সত্যস্বরূপ খোদাতাআলার উপাসনা পদ্ধতি প্রচার করিতে থাকেন।

আমরা ঐ সকল বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আমাদের অন্তরে স্বভাবতঃ এই ভাবের উদয় হয় যে, যিনি জীবনের প্রথম ৪ বৎসর কাল মরুভূমির অসভ্য বুদ্দুদের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, তৎপরে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকদিগের মধ্যে বাল্যজীবন অতিবাহিত করেন। তাহার পর দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু এরূপ প্রস্ফুটিত হইল যে, কালস্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদাবলীর ভগ্নাবশেষ, গির্জ্জা, প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য খৃষ্ট চিহ্নাদি মাত্র দর্শন করেন, তাহাতেই খোদাতাআলার অস্তিত্ব ও মানবাত্মার অবিনশ্বরত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এরূপ বালক পয়গম্বর (প্রেরিত মহাপুরুষ) রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রকৃতিই তাঁহার শিক্ষয়িত্রী ছিল। যাঁহার সম্বন্ধে স্বয়ং হজরত ঈসা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "তথাপি আমি সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার হয়, যেহেতু আমি না গেলে শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব।" (যোহন, ১৬ অধ্যায়, ৭ শ্লোক)।

সম্প্রদায় ফেরেস্তাদিগকে (স্বর্গীয় দূতদিগকে) খোদাতালার কন্যা বলিয়া আখ্যাত করিত। পরদারগমন, শিশুকন্যা হনন, অনর্থক যুদ্ধে অসংখ্য লোকের নিপাত সাধন প্রভৃতি পাপস্রোত আরবদিগের মধ্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত ছিল। পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীগমন এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পরপুরুষকে প্রণয়পাশে আবদ্ধকরণ, সামাজিক নিয়মে দোষের কারণ না হইয়া বরং গৌরবের বিষয় ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রলোকেরাও প্রকাশ্যভাবে বারবনিতাদের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমাতাকে প্রকাশ্যভাবে পত্নী করিয়া লইত। সামান্য সামান্য কারণ লইয়া পরস্পরের মধ্যে এরূপ ভাবে বিবাদানল জ্বলিয়া উঠিত যে, শতাব্দী ধরিয়া বংশাবলীক্রমে তাহার প্রবল ভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া যাইত এবং তদ্দ্বারা অসংখ্য লোকের জীবন আহুতি হইত। "আমি বড় কি তুমি বড়" এই সামান্য কথাতেও যুদ্ধ বাধিত। কোথাও ময়দানে একটী কূপ আছে, দুই দল রাখাল পশ্বাদি লইয়া ঐ কূপে জল পান করাইতে গেল, তাহাদের মধ্যে যে কেহ অগ্রে জল পান করাইল, তাহার উপর অপর পক্ষ চটিয়া গেল এবং তৎসূত্রে ভয়ঙ্কর সমরদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সে যুদ্ধ পুরুষানুক্রমে চলিল। আরব ইতিহাসে এপ্রকার যুদ্ধের অনেক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের মধ্যে "বাজার ওকাজের" চারিটী যুদ্ধ বিশেষরূপ উল্লেখ যোগ্য।

তায়েফ ও নখলার মধ্যে "ফেতেকের ময়দান" নামক মরু প্রান্তরে জিকাদা মাসের প্রথম হইতে ২০শে তারিখ পর্য্যন্ত একটী মেলা বসিত। ঐ মেলাই "বাজার ওকাজ" নামে অভিহিত এবং উহা আরব দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ মেলায় আরবদেশের প্রায় সকলেই যাইতেন। উহা ব্যবসা বাণিজ্য ও কবিতা এবং আমোদ প্রমোদের লীলা-নিকেতন ছিল। অনেক ব্যবসায়ী ঐ স্থানে ঐ ২০ দিন

যাবত ক্রয় বিক্রয় করিয়া বিস্তর লাভবান হইত। কবিগণ কবিতা আবৃত্তি করিয়া ঐখানেই তাঁহাদের পসার জমাইয়া লইতেন। এই বাজারে যাঁহার কবিতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনোনীত হইত, সমগ্র আরবে তাঁহারই কবিতার জয় ঢক্কা বাজিয়া উঠিত, এখানে যাঁহার কবিতা গৃহীত হইত না, তিনি কবি সমাজে মাথা তুলিতে পারিতেন না। কবিদের করুণ রসাত্মক কবিতা শ্রবণ করিয়া জনমণ্ডলী ভক্তিভরে চক্ষের জল ফেলিত, আবার কোন কোন কবির কবিতায় আদিরসের ছড়াছড়িতে যুবকদল মাতিয়া উঠিত। কোন স্থানে দলে দলে মিসর ও পারস্য সুন্দরীগণ কোকিলকণ্ঠে সুমধুর স্বরে গান করিতে করিতে আরব যুবকদিগের তাম্বুর নিকটে নাচিয়া নাচিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব প্রকাশ্যভাবে লুঠিয়া লইত, যুবকেরা তাহাদের পদপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। কিন্তু আরবেরা এমনই কলহপ্রিয় ছিল যে, এই আমোদ প্রমোদের বাজারেও শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিত। হজরত মহম্মদের বাল্যকালে "ফেজার" নামে অভিহিত চারিটী ভয়ানক যুদ্ধ এই মেলাতেই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চারিটীতে "কোরেশ" ও "বনি কেনানা" এক দিকে আর "বনি হাওয়াজেন" অপর দিকে ছিল। প্রথম যুদ্ধের কারণ এই যে, বদর-বেন-মায়শর-গফ্‌ফারী নামক একজন আরব বীর এই বাজারে আপন আত্মীয় স্বজনগণকে আহ্বান করিয়া একটী সভা করে এবং সেই সভায় সে গর্ব্বিত ভাষায় নিজের বংশাবলীর গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া "আমিই আরবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" বলিয়া নিজের একখানি পা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আমার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিলে, সে যেন আমার সম্মুখে আসিয়া আমার এই প্রসারিত পদে তরবারি প্রহার করে।" বদরের এইরূপ অহম্মন্যতা, আত্মম্ভরিতা ও আত্মগৌরব শ্রবণ করিয়া অন্য বংশীয় একটী যুবকের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল এবং সে

তৎক্ষণাৎ তরবারি হস্তে উপস্থিত হইয়া বদরের জানুদেশে আঘাত করিল, তাহাতে তাহার পা দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অমনি বদরের আত্মীয় স্বজনগণ তরবারি প্রহারে আঘাতকারীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া হত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনগণ গফ্‌ফারীদিগকে আক্রমণ করিল। এই ঘটনা লইয়া উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া অসংখ্য লোক কালের করালগ্রাসে পতিত হয়।

দ্বিতীয় যুদ্ধ—এই যুদ্ধ নিতান্ত সামান্য কারণে সংঘটিত হয়। এই মেলায় বনি আমের সম্প্রদায়ের একটী স্ত্রীলোককে এক জন কোরেশ যুবক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। তাহাতে স্ত্রীলোকটী ক্রোধান্বিতা হইয়া স্বসম্প্রদায়স্থ জনমণ্ডলীর নিকট অভিযোগ করে। তাহার অভিযোগ শ্রবণ মাত্রেই বনি আমের সম্প্রদায়স্থ লোকগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তথায় উপস্থিত হয়, ইহা দেখিয়া সেই কোরেশ যুবক স্বসম্প্রদায়স্থ লোক-দিগকে আহ্বান করে। তখন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে বহুলোক অকারণে ধ্বংসমুখে পতিত হইল।

তৃতীয় যুদ্ধ—হজরত মহম্মদের দশম বৎসর বয়ঃক্রমকালে "ফেজার আউয়ল" অর্থাৎ প্রথম দুষ্কর্ম্মশীল লোকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। —আরবদেশে একটী রীতি ছিল যে, ব্রতমাসে (হজব্রত পালনের নির্দ্দিষ্ট মাসে) কেহ রক্তপাত ও লুণ্ঠনাদি করিতে পারিত না। ঐ সকল দলস্থ লোকগণ ব্রতমাসে রক্তপাত করাতে দুষ্কর্ম্মশীল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।— এই যুদ্ধের স্থূল বিবরণ এই যে, বনি কেনানা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বনি আমের সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ কর্জ্জ লইয়াছিল। সে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই বা ইচ্ছা পূর্ব্বক পরিশোধ করে নাই। এই মেলায় ঐ উত্তমর্ণের সহিত অধমর্ণের সাক্ষাৎ হয়, তখন উত্তমর্ণ অধমর্ণকে ঋণ পরিশোধ করিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে দুই

চারিটা কটু কথাও বলে ও গালাগালি দেয়। ইহার ফলে শেষে উভয় সম্প্রদায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া ওকাজ মেলা নররক্তে রঞ্জিত করিতে থাকে। এই সময়ে কোরেশ দলপতি আবদুল্লা-বেন-জদয়ান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ঐ অধমর্ণের জামিন হওয়ায় যুদ্ধের যবনিকা পতন হয়।

চতুর্থ যুদ্ধ—হজরত মহম্মদের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যে সকল লোক এই যুদ্ধের প্রবর্ত্তক ছিল, তাহারা "ফেজার সানি" অর্থাৎ দ্বিতীয় দুষ্কর্ম্মশীল নামে অভিহিত। বনি কেনানা সম্প্রদায়ের বরাজ-বেন-কায়েস নামক এক ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধে আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া সাশানী বংশীয় হীরারাজ নওমান-বেন-মনজরের রাজসভায় আশ্রয় লইয়াছিল। হীরারাজ প্রতি বৎসর বাণিজ্যোপলক্ষে "ওকাজ" মেলায় এক দল বণিক পাঠাইয়া থাকেন। ঐ বণিকদল কোন আরব সরদারের তত্ত্বাবধানে মেলায় প্রেরিত হইত, নচেৎ পথিমধ্যে আরব দস্যুদের দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হইবার প্রবল আশঙ্কা ছিল। একবার ঐরূপ বণিকদল পাঠাইবার সময়ে হীরারাজ সভাস্থ সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, "এখানে এমন সাহসী পুরুষ কে আছেন, যিনি আমার বণিকদলকে ওকাজ প্রভৃতি মেলায় লইয়া গিয়া পুনরায় তথা হইতে আমার নিকট নিরাপদে আনিয়া দিতে পারেন?" ইহা শুনিয়া বরাজ বলিয়া উঠিল, "আমিই উক্ত কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারিব। বিশেষতঃ আমি কেনানা সম্প্রদায়ের ভার লইলাম, তাহাদের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না।" নরপতি বলিলেন, "এক সম্প্রদায়স্থ লোকের ভার লইলে চলিবে না, এমন এক জন নেতার আবশ্যক, যাঁহাকে নেজদ ও তাহামার অধিবাসিবর্গ অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আমার বণিকদলের উপর কোনও রূপ অত্যাচার না করে।" তৎশ্রবণে বনি

হাওয়াজেন সম্প্রদায়স্থ ওরুয়া নামক এক জন প্রধান ব্যক্তি সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! ঐ ব্যক্তি অতি কুচরিত্র ও বিশ্বাসঘাতক, সে আত্মীয় স্বজনগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আপনার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে, আপনি উহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। যে ব্যক্তি নিজের প্রাণরক্ষা করিতে অক্ষম, সে কিরূপে আপনার বণিক দলকে রক্ষা করিবে? আমিই আপনার বণিকদল লইয়া যাইতেছি এবং নেজদ ও তাহামার অধিবাসীরা যাহাতে অত্যাচার করিতে না পারে, তাহার ভার আমি গ্রহণ করিলাম।" বরাজ ইহাতে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "আমার সম্প্রদায়স্থ যে সকল লোক তাহামায় বাস করে, তুমি কি তাহাদেরও ভার লইলে?" ওরুয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, "কেন না, আমি সমস্ত আরববাসীর ভার লইলাম।" বরাজ ইহাতে আরও অধিকতর রাগান্বিত হইল। ফলতঃ ওরুয়া, নরপতির বণিকদল লইয়া মেলায় গমন করিলেন। বরাজও বৈরনির্য্যাতন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। তাহামা ও নেজদ্ প্রদেশদ্বয়ের মধ্যস্থিত "ফেদক" নামক স্থানে ওরুয়াকে সুরাপানে মত্ত দেখিয়া বরাজ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন ওরুয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে অনেক অনুনয়, বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন কিন্তু বরাজের কঠোর হৃদয়ে কিছুতেই দয়ার সঞ্চার হইল না। সে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল। এই সংবাদ ওকাজ মেলায় পৌঁছিলে বনি হাওয়াজেন ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। বনি কেনানাও রণ সজ্জায় বাহির হইল। তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে, ওকাজ মেলা নররক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধ ক্রমাগত ছয় দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, ইহাতে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণপাখী অনর্থক উড়িয়া

গিয়াছিল। পরিশেষে উভয় সম্প্রদায় সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় যুদ্ধের যবনিকা পতন হয়। কিন্তু ওকাজ মেলার এই সকল ভীষণ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক ব্যতীত কেহ "আহা" শব্দটী করে নাই। সেই আরব-নক্ষত্রটী স্বীয় খুল্লতাত মহাত্মা আবু তালেবের সহিত ওকাজ মেলায় উপস্থিত ছিলেন। অকারণে এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটন হইতে দেখিয়া তিনি বিষম চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার পবিত্র হৃদয়-পটে বিষাদ রেখা অঙ্কিত হইল।

সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজরত মহম্মদ, আবুতালেবের অনুমতি লইয়া পিতৃব্য আব্বাসের সঙ্গে বাণিজ্যার্থ এয়মন প্রদেশে গমন করেন। তাঁহার ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পারস্য সম্রাট্ ওশেরওয়াঁর পুত্র হরমুজ শত্রুগণ কর্ত্তৃক কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় পুত্র পরওয়েজ রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। হজরত মহম্মদ বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বপ্নাবস্থায় স্বর্গীয় দূতের আদেশ শ্রবণ করিতে থাকেন। আবু-তালেব স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, বোধ হয়, হজরত মহম্মদ বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতে মনস্থ করেন। দৈবজ্ঞ হজরত মহম্মদের শরীর বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া আবু তালেবকে বলেন, "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন রোগ হয় নাই, ইনি একজন খোদাতায়ালার প্রেরিত মহাপুরুষ, ইনি পৃথিবীতে মহৎলোক বলিয়া পরিচিত হইবেন। আমি ইহাঁর শরীরে নানা মঙ্গল-চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি।" আবুতালেব ইহা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। (১)

(১) হজরত মহম্মদের জীবনচরিত লেখক খৃষ্টান গ্রন্থকারগণ প্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসবেত্তা এবনে হেশামের ইতিহাসের এক স্থানের কতকাংশের অনুবাদ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, হজরত মহম্মদ বাল্যকালে মৃগী-রোগগ্রস্ত ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, এবনে হেশামের যে অংশটুকু তাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন, সেই অংশের ছাপা ভুল থাকায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সার উইলিয়ম মুয়র লিখিয়াছেন,

হাশেম ও উম্মিয়া নামক দুই ব্যক্তি কোরেশ বংশোদ্ভব ছিলেন। এই দুই জন হইতে কোরেশ বংশের দুই শাখার উদ্ভব হয়। এক শাখা বনি হাশেমী নামে ও অপর শাখা বনি উম্মিয়া নামে অভিহিত হয়। ঐ দুই বংশ ব্যতীত কোরেশ বংশের আরও অনেকগুলি শাখা বংশের উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু বনি হাশেম ও বনি উম্মিয়াদিগের মধ্যে বরাবর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছিল

"হালিমা বিবির স্বামী বালককে মৃগী রোগাক্রান্ত দেখিয়া হালিমা বিবিকে বলেন যে, বালককে উহার মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া আইস।" আবার তিনি অন্য স্থানে লিখিয়াছেন, "দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে বালক স্তন্যপান ত্যাগ করিলে হালিমা বিবি তাঁহাকে আমেনা খাতুনের নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য মক্কায় আগমন করেন। সেই সময়ে আমেনা খাতুন বালককে হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় দেখিয়া সানন্দে পুনঃ হালিমা বিবির হস্তে অর্পণ করেন।" যদি তিনি রোগাক্রান্ত হইতেন, তাহা হইলে আমেনা খাতুন কখনই তাঁহাকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় দেখিতে পাইতেন না। এস্থলে মুয়র সাহেবের লেখায় সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে না। তাহা বোধ হয়, সকলে বেশ বুঝিতে পারিতেছেন।

হজরত মহম্মদ একমাত্র খোদাতায়ালার উপাসনা এমন এক অদৃষ্টপূর্ব পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত এবং পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞান এমন বিশুদ্ধ যৌক্তিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন যে, যাহার সমতুল্য পৃথিবীতে পরিলক্ষিত হয় নাই। ইনিই তিনি, যাঁহার প্রবর্ত্তিত আইন মনুষ্য সমাজকে নিয়মানুগত ও তাহাদের নীতিজ্ঞানকে এতাদৃশ পূর্ণতায় দৃঢ়ীকৃত করিয়াছিল, যাহা এযাবত্ সংশোধিত হয় নাই। ইনিই তিনি, যাঁহার দ্বারা মনুষ্য জাতির কল্যাণ ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির নিদানস্বরূপ কৌজদারী, দেওয়ানী, ধর্ম্ম ও যুদ্ধ বিষয়ক অতুলনীয় বিধি ব্যবস্থাসমূহ সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনিই তিনি, যাঁহার জীবিতাবস্থায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ বিজিত হইয়াছিল এবং যাঁহার প্রভাবে আরবীয় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এমন এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল - যাহারা বিজয়ী বেশে অতি অল্পকাল মধ্যে তৎকাল পরিজ্ঞাত অধিকাংশ সভ্যদেশে আপতিত হইয়া বিজয়শ্রী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অতএব এরূপ স্থলে যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমাদের জিজ্ঞাসা করা কি অসঙ্গত হইবে যে, উপরোক্ত মহৎ কার্য্যগুলি কি একজন মস্তিষ্ক মৃগীরোগগ্রস্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল? যাহা পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। বাস্তবিক উহা কি খোদাপ্রদত্ত শক্তিসম্পন্ন চরিত্রের কার্য্য নহে?

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে দশ জন বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত কোরেশ, মক্কার শাসন সংরক্ষণ জন্য নির্ব্বাচিত হইতেন। তাঁহারা মক্কার "শরিফ" উপাধিতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেন। ঐ শরীফগণ শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং তাঁহারা সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু আবদল মোত্তালেবের মৃত্যুর পর বনি হাশেমদিগের আর পূর্ব্ববৎ সম্মান সম্ভ্রম রহিল না। আবুতালেব "শরীফ'' নামক সম্মানিত পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তিনি বহু পরিবারের কর্ত্তা থাকায় এবং বনি হাশেমদিগের সদনুষ্ঠান পরিচালনা কার্য্যে—অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবা কার্য্যে ব্রতী থাকায় তাঁহার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ওদিকে বনি উম্মিয়া দিন দিন ধনশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। যাঁহার ধন আছে, তাঁহার অপর সহস্র দোষ থাকিলেও সাধারণ সমাজে তাঁহার সম্মান অধিক। সুতরাং আবুতালেব দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়াও প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিপালনে বা মনস্তুষ্টি সাধনে কোনরূপ অযত্ন বা শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই।

বালক হজরত মহম্মদ খুল্লতাতের প্রতিপালনাধীনে থাকিয়া নিজে অসাধারণ প্রতিভাবলে ও শিষ্টাচার গুণে সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হইত, সেই ব্যক্তিই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে খোদাতায়ালা যে কি এক আকর্ষণী শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে, তদ্দারা তিনি সহজেই লোকের প্রীতিভাজন হইয়া পড়িতেন।

দেখিতে দেখিতে হজরত মহম্মদ দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলেন। নবম বৎসরের বালক পিতৃব্যের গৃহে ১৩ বৎসর কাল সুখ-

সচ্ছন্দে যাপ্রন করিলেন। এখন তাঁহার ভবিষ্যতের প্রতি আবুতালেবের দৃষ্টি পতিত হইল। যে বালক ছিল, সে যুবক হইয়াছে—এখন একটী আছে, ইহার পর দুইটী হইবে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে তিনটী চারিটী করিয়া ক্রমশঃ পরিবারের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। এখন ত পিতৃব্য পুত্রস্নেহে লালন পালন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর দরিদ্র বালকের ব্যবস্থা কি হইবে? অবশ্য আবুতালেবের ভবিষ্যদ্দর্শিতা প্রশংসনীয় তাহাতে আর কণামাত্র সন্দেহ নাই। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্যবসায়ে নিরত করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের এমন সঙ্গতি ছিল না যে, মূলধন সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি ভাবিয়া আকুল হইলেন।

আমি ভাবি আমার জন্য—আমার পরিবারের জন্য, পরের ভাবনা ভাবি না এবং ভাবিবার আবশ্যকতা বোধ করি না। ঐ যে এক জন খঞ্জ অতি কষ্টে হাতে পায়ে চলিয়া বেড়াইতেছে, তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই, তাহার উদরান্নের সংস্থান নাই, তাহার জন্য ত ভাবি না। সে কি খাইয়া বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিবে, এরূপ চিন্তা ত একবারও করি না। তাহার জন্য ভাবনা করে কে? তাহাকে আহার যোগায় কে? তাহার আহারের জন্য উপায় অন্বেষণ করে কে? হাঁ, তাহার জন্য চিন্তা করিবার—তাহাকে আহার যোগাইবার ও তাহার আহারের উপায় অন্বেষণ করিবার আছেন—একমাত্র খোদাতায়ালা! তিনি দরিদ্রের সহায় ও সম্বলহীনের সম্বল। যাহার ব্যবসায়ের মূলধন নাই, খোদাতায়ালাই তাহার মূলধনের যোগাড় করিয়া দেন। তবে হজরত মহম্মদের মূলধনের জন্য আবুতালেবের এত ভাবনা কেন?

খোদেজার বিবির কর্ম্মচারী-পদে নিযুক্ত হইয়া হজরত মহম্মদের সুরিয়াযাত্রা ও তাঁহার সহিত বিবাহ।

মক্কা নগরে অতুলবিভবশালিনী, অনুপমরূপলাবণ্যবতী ও অশেষ-সদ্গুণশালিনী কোরেশবংশীয়া খোদেজা নাম্নী এক যুবতী বাস করিতেন। তাঁহার পিতা খোয়েল্‌দ ফেজার যুদ্ধের পূর্ব্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। খোদেজা বিবি অল্পবয়সে বিধবা হইয়া পবিত্রভাবে জীবনাতিবাহিত করিতেন এবং কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেন। নানা স্থানের সম্ভ্রান্ত রাজকুমার ও ঐশ্বর্য্যশালী যুবকগণ তাঁহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক হন; কিন্তু তিনি কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। কথিত আছে যে, এক দিন তিনি স্বপ্নে দর্শন করেন যে, আকাশ হইতে চন্দ্রমা ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার অঙ্কে আরোহণ করিয়াছে, আর তাহার জ্যোতিঃ তাঁহার পার্শ্বদেশ দিয়া বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে। খোদেজা বিবি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বপ্নের রহস্য ভেদ করিবার জন্য বহিরা নামক সন্ন্যাসীর নিকট লোক প্রেরণ করেন। বহিরা স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলেন, "ইহার মর্ম্ম এই যে, শেষ ধর্ম্ম-প্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি খোদেজাকে পত্নীত্বে বরণ করিবেন এবং এই সম্মিলন-কালে তিনি স্বর্গীয় আদেশ প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইবে। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে খোদেজাই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, সেই ধর্ম্মপ্রচারক হাশেম বংশোদ্ভব ও খোদেজার আত্মীয়।" খোদেজা বিবি বহিরার বাক্য শ্রবণ করিয়া

মহানন্দিত হইলেন ও হজরত মহম্মদের সহিত বিবাহের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবুতালেব যে সময়ে ভ্রাতুস্পুত্রের ব্যবসায়ের মূলধনের জন্ত লালায়িত, সেই সময়ে খোদেজা বিবির ব্যবসায়-কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি নিজে মূলধন দিয়া বিশ্বাসী লোকদিগকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতেন এবং লভ্যের অর্দ্ধাংশ নিজে লইতেন ও অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পারিশ্রমিক স্বরূপ তাহাদিগকে দিতেন। আবুতালেব এই সংবাদ অবগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি এই কার্য্যে মহম্মদকে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে প্রচুর অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং বিবাহকার্য্যও অক্লেশে সম্পন্ন হইতে পারিবে। তিনি হজরত মহম্মদের নিকট ঐ কার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন করেন। খোদেজা বিবি হজরতকে বিশ্বাসী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে লোকমুখে আবুতালেব ও হজরত মহম্মদের অভিলাষ অবগত হইয়া, স্বীয় অভিষ্ট-সিদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নাই মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ হজরত মহম্মদের মনের ভাব অবগত হইবার জন্ত তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া দেন। হজরত মহম্মদ আবুতালেবের নিকট খোদেজা বিবির অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। আবুতালেব তাহা শুনিয়া বলেন, "বৎস! যখন বিধাতা তোমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত কার্য্য মিলাইয়া দিতেছেন, তখন তদ্বিষয়ে আমার আর কোন আপত্তি নাই।"

তদনন্তর আবুতালেব হজরত মহম্মদের নিয়োগ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত জন্ত স্বীয় সহোদরা আতেকাকে খোদেজা বিবির নিকট পাঠাইয়া দেন। খোদেজা বিবি আতেকাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন, কেননা আতেকা মাননীয় আবদল মোত্তালেবের কন্তা ও সুপ্রসিদ্ধ কোরেশবংশসম্ভূতা, তজ্জন্ত

তিনি বাস্তবিকই সম্মানের যোগ্য ছিলেন। খোদেজা বিবি ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া আতেকাকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মনের ভাব প্রকাশ করেন। অচিরে স্বপ্নবৃত্তান্ত পূর্ণ হইবে ভাবিয়া খোদেজা বিবি পরমাহ্লাদিতা হইলেন। কথিত আছে যে, অতঃপর তিনি আতেকাকে বলেন, "আমি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক বলিয়া বেশ অবগত আছি, কিন্তু তিনি এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইবেন কি না, তজ্জন্য একবার তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি দেখা আবশ্যক; অতএব আপনি একবার তাঁহাকে এখানে লইয়া আসুন।" আতেকা ইহা শুনিয়া গৃহে গমন করেন।

এদিকে খোদেজা বিবি হজরতের আগমন প্রতীক্ষায় স্বীয় গৃহাদি উপযুক্তরূপে সুসজ্জিত করিলেন। উপযুক্ত সময়ে হজরত মহম্মদ আতেকার সমভিব্যাহারে খোদেজা বিবির বাসভবনে উপনীত হইয়া সাদরে গৃহীত হইলেন। পরে তওরত গ্রন্থে শেষ ধর্ম্ম-প্রচারকের যেরূপ রূপবর্ণনা আছে, তাহার সহিত হজরত মহম্মদের আকৃতি-প্রকৃতির মিল হইল দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। খোদেজা বিবি উল্লিখিত নিয়মে হজরত মহম্মদকে মূলধন দিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে মায়সারা নামক স্বীয় বিশ্বাসী ক্রীতদাসকে দিয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আতেকা হজরত মহম্মদকে লইয়া আহ্লাদিত অন্তরে গৃহে চলিয়া গেলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সার্থবাহগণ বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিলেন। যেদিন বণিকগণ বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিল, সেই দিন খোদেজা বিবি মায়সারার হস্তে বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিয়া বলিলেন, "তুমি নগরের বহির্ভাগে গিয়া হজরত মহম্মদকে এই সমুদয় বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দিও, আর তাঁহাকে বেশ যত্ন করিও; যেন কোন বিষয়ে কষ্ট না পান, আর তাঁহার সহিত পরামর্শ

করিয়া কার্য্যাদি করিও; তাহা হইলে আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" হজরত মহম্মদের সঙ্গে খাজুয়মা নামক খোদেজা বিবির এক জন আত্মীয় গিয়াছিলেন। বণিকদল নগরের বহির্দ্দেশে উপনীত হইলে মায়সারা হজরত মহম্মদকে খোদেজা বিবি প্রদত্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দিল। আবু জহল্ প্রভৃতি নীচাশয় ব্যক্তিগণ তাহা দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইল। কথিত আছে যে, পথিমধ্যে এক দিন খোদেজা বিবির দুইটী উষ্ট্র গতিশক্তিবিহীন হইয়া পড়াতে, হজরত মহম্মদ তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করায় তাহারা তৎক্ষণাৎ চলিতে আরম্ভ করে। হজরত মহম্মদ বণিকদল সহ ক্রমে ক্রমে সিরিয়া প্রদেশের নিকটবর্ত্তী হইলেন। আবুতালেবের সঙ্গে গিয়া যেমন তিনি বসরা নগরে সন্ন্যাসীর আশ্রমের নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবারও সেই খানে আশ্রয় লইলেন। আশ্রমাধিকারী সন্ন্যাসী বহিরার তখন মৃত্যু হইয়াছিল এবং নস্তুরা নামক জনৈক সন্ন্যাসী ঐ আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সন্ন্যাসীর সহিত মায়সারার পূর্ব্বাবধি পরিচয় ছিল। মায়সারা সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কথায় কথায় হজরত মহম্মদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এবং সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহার গুণাবলীর যথেষ্ট প্রশংসা করে। ঐ সকল প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী স্বয়ং আশ্রমের বাহিরে আসিয়া হজরত মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং হজরত মহম্মদকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানাবিষয়ক আলোচনাদি হইতে থাকিলে সন্ন্যাসী হজরত মহম্মদের বিনয়নম্র ব্যবহারে ও সদাচারে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ অসভ্য আরবজাতির এক অশিক্ষিত যুবকের বহুবিষয়ে অসীম জ্ঞানগরিমার একত্র সমাবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হন। প্রস্তরের উপর পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার, তাহার উপর ঐ পুষ্প আবার কোমলতা, কমনীয়তা ও সুরভি

সম্পূরিত হইলে, তাহা বিশেষ অসম্ভব বলিয়া কাহার না প্রতীতি জন্মে? সেইরূপ অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে, কাহার না বিশ্বাস হয় যে, ঐরূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে? যাহা হউক, সন্ন্যাসী হজরত মহম্মদের ঐরূপ আচার ব্যবহার দ্বারা বুঝিয়া লইলেন, অল্প দিনের মধ্যেই আরবের যে ঘোর পরিবর্ত্তন হইবে, এই যুবকই তাহার আদি কারণ। সন্ন্যাসী আরও বুঝিয়া লইলেন যে, যে হজরত এস-হাকের বংশে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া পয়গম্বরীর ধ্বজা উড়িয়া আসিতেছিল, তাঁহার বংশের ইহুদীদিগের অনাচার ও খৃষ্টানদিগের পথভ্রান্তিতে ন্যায়-বিচারক বিশ্বস্রষ্টা সে ধ্বজা কাড়িয়া লইয়া হজরত ইস্মাইলের বংশে অর্পণ করিবেন এবং পবিত্র ফারাণ পর্ব্বত হইতে খোদাতায়ালার করুণার স্রোত প্রবাহিত হইবে অর্থাৎ সেই স্থান হইতে সত্যধর্ম্মের পথপ্রদর্শক উদ্ভূত হইয়া জগতে একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। ভাববাদী যিশু-খৃষ্ট আসন্ন মৃত্যুসময়ে যে মহাত্মার আবির্ভাবের কথা শিষ্যগণকে জানা-ইয়া গিয়াছেন, কিছু দিন পরে ইনিই সেই মহাপুরুষরূপে জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইবেন। (১)

হজরত মহম্মদ তাপসের নিকট হইতে বিদায় হইয়া সিরিয়া প্রদেশে চলিলেন। সিরিয়ার বাণিজ্যপ্রধান দামেস্ক ও অন্যান্য নগরে তিনি বাণিজ্য কার্য্যে নিরত থাকিলেন এবং খোদেজা বিবির মূলধন দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থরাশির উপর তাঁহার কিছু-মাত্র লোভ হয় নাই এবং আবশ্যকের অতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন নাই। মায়সারা সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সত্যবাদিতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হইল এবং তাঁহার নির্লোভতা ও বাণিজ্যকার্য্যে দক্ষতা দেখিয়া অবাক্ হইল।

(১) যোহন লিখিত সুসমাচার ১৬,৭।

এক দিন এক ইহুদী তাঁহাকে বলিল, "যদি তুমি লাত প্রভৃতি দেবতার প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি।" হজরত মহম্মদ বলেন, "আমি লাত প্রভৃতি দেবতার প্রতিজ্ঞা করিব না, আমি তাহাদের ঘোর শত্রু।" ইহা শুনিয়া ইহুদী বলিল, "তবে কি তুমি মক্কার অধিবাসী নও।" হজরত বলিলেন, "হাঁ, আমি মক্কার অধিবাসী।" তদনন্তর ইহুদী মায়সারাকে বলিল যে, তোমাদের সঙ্গের ঐ লোকটী (হজরত মহম্মদ) বাস্তবিক, শেষ ধর্ম্ম-প্রচারক। এইরূপে প্রায় তিন বৎসর কাল ব্যবসায় চালাইয়া হজরত মহম্মদ বণিকদল সহ মক্কা অভিমুখে ফিরিলেন।

দিন দুই প্রহর, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে মরুময় আরবদেশ ধূ ধূ করিতেছে। বালুকারাশি হইতে কুয়াসার ন্যায় অগ্নিময় ধূমরাশি বাহির হইতেছে। পথে ঘাটে জনমানবের গতিবিধি নাই। প্রখর সূর্য্যকিরণে যেন দেশ একেবারে জনপ্রাণী শূন্য হইয়াছে, যেন আরবভূমি একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিয়াছে। লোকালয়বাসী জনগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, ভ্রমণশীল বুদ্দুগণ তাম্বুর ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। এই দারুণ মধ্যাহ্ন সময়ে খোদেজা বিবি কতকগুলি স্ত্রীলোক-পরিবেষ্টিতা হইয়া প্রাসাদোপরি আরাম করিতেছেন এবং তাহাদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এমন সময়ে ময়দানের দিকে তাঁহার নেত্র পতিত হইল, দেখিলেন, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া একটী উষ্ট্র নগরাভিমুখে আসিতেছে এবং এক খণ্ড কাল মেঘ ঐ উটের উপর ছায়াপাত করিয়া আসিতেছে। কোন দিকে মেঘ নাই, রৌদ্রের প্রখর তাপে অগ্নিবর্ষণের ন্যায় অনুভব হইতেছে, অথচ সেই উটের উপর কাল মেঘের ছায়া! খোদেজা বিবি বিস্ময়াপন্ন হইয়া সেই দিকে—সেই উটের দিকে একদৃষ্টে

তাকাইয়া রহিলেন। উট যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাঁহার ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে উট তাঁহার বালাখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই উটের উপর ছিলেন—হজরত মহম্মদ মোস্তফা।

হজরত মহম্মদ তৎক্ষণাৎ উট হইতে অবতরণপূর্ব্বক খোদেজা বিবির নিকট গিয়া ব্যবসায়-জাত লভ্য মূলধনরাশি তাঁহার নিকট রাখিয়া দিলেন এবং দৈনিক জমা খরচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিলেন। খোদেজা বিবি বাণিজ্যলব্ধ ধনরাশি দেখিয়া এবং মায়সারার মুখে হজরত মহম্মদের ব্যবসায় নিপুণতা, সত্যবাদিতা, সদাচার, বিনয় নম্রতা প্রভৃতি গুণাবলী শ্রবণ করিয়া বিপুল আনন্দ লাভ করিলেন। পূর্ব্ব শর্ত্ত অনুসারে হজরত মহম্মদ লভ্যাংশের অৰ্দ্ধেক ধন পাইয়া তাহা পিতৃব্য আবু-তালেবের হস্তে প্রদান করিলেন।

যে সময়ের ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে, সে সময়ে আরববাসিগণ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী থাকিলেও তাহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। খোদেজা বিবি, প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে স্বামীও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তখন খোদেজা বিবির বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হইয়াও তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বিকৃত হয় নাই, বরং তাঁহার প্রতি-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন নবযৌবনের এক লাবণ্যলহরী ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার উপর তাঁহার সুচারু দেহের সুচারু সৌন্দর্য্য তাঁহাকে স্থির-যৌবনা করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সুন্দরী ধনবতীর সৌন্দর্য্যে ও ধন-ভোগ লালসায় কোরেশদিগের অনেক শরীফই তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্ম লালায়িত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু খোদেজা বিবি কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

খোদেজা বিবি অতিশয় বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মানুরাগিণী ও বহুদর্শিতা-গুণসম্পন্না ছিলেন। যে দিন মধ্যাহ্ন সময়ে বালাখানায় বসিয়া মুক্ত-প্রান্তরে হজরত মহম্মদের উট আসিতে দেখিয়াছিলেন, যে দিন ঐ উটের উপর এক খণ্ড কাল মেঘের ছায়াপাত দেখিয়াছিলেন, যে দিন হজরত মহম্মদ সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাণিজ্যলব্ধ ধনরাশি তাঁহার নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন, যে দিন মায়সারা হজরত মহম্মদের গুণাবলীর বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই দিন অবধি খোদেজা বিবির বিবাহেচ্ছা পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বগুণাধার সেই প্রাজ্ঞপ্রবর মহাত্মা হজরত মহম্মদের চরণতলে বিক্রীত হইতে তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়াছিল।

পরিশেষে নফিসা নাম্নী এক সহচরীকে আপনার অভিলাষ অবগত করাইয়া হজরত মহম্মদের নিকট পাঠাইয়া দেন। নফিসা হজরত মহম্মদকে বলেন, "আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন?" হজরত বলিলেন, "আমার আজিও বিবাহোপযোগী অর্থ ও স্ত্রীর ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা হয় নাই।" নফিসা বলিলেন, "ভাল, যদি কোন উচ্চবংশোদ্ভবা ধনশালিনী সুন্দরী যুবতী আপনাকে বিবাহ করিতে চাহে, আর যদি তিনি বিবাহের সমুদয় ব্যয়-ভার বহন করেন, তাহাতে আপনার অভিপ্রায় কি?" হজরত বলিলেন, "সেই যুবতী কে?" নফিসা বলিলেন, "তিনি খোয়েলদের কন্যা বিবি খোদেজা।" হজরত বলিলেন, "ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?" নফিসা বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমি নিযুক্ত হইয়াছি।" তদনন্তর নফিসা হজরত মহম্মদের সমুদয় কথা খোদেজা বিবির নিকট বলিলেন। খোদেজা বিবিও পরমাহ্লাদিত হইয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন এবং স্বীয় পিতৃব্য ওমর-বেন-অসাদ ও পিতৃব্যপুত্র অরাকা-বেন-নওফেলকে ডাকাইয়া স্বকীয় বিবাহের কথা জানাইলেন এবং তাঁহাদিগকে হজরত মহম্মদের নিকট বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিন জ্ঞাপনার্থ ও

কোরেশবংশীয়দিগকে বিবাহসভায় আগমনার্থ নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়া দেন। আবুতালেব প্রভৃতি বিবাহের কথা শুনিয়া মহাসন্তুষ্ট হন; কিন্তু বিবাহোপযোগী পরিচ্ছদাদি না থাকায় আবার ততোধিক দুঃখিত হন। মহাত্মা আবু বকর, হজরত মহম্মদকে দুঃখিত দেখিয়া বলেন, "বৎস! ভাবিও না, তোমার পিতামহ আমার নিকট অনেক অর্থ ও পরিচ্ছদাদি রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাহা তোমার বিবাহ সময়ে তোমাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন; আমি গৃহ হইতে সেই সকল আনিয়া দিতেছি।" অতঃপর সেই সকল বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সকলে মহানন্দিত হইলেন। এদিকে বিবি খোদেজাও রাজোচিত পরিচ্ছদাদি হজরত মহম্মদকে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর উপযুক্ত সময়ে হামজা, আবুতালেব প্রভৃতি কোরেশ-বংশীয়গণ হজরত মহম্মদকে লইয়া বিবাহ সভায় উপনীত হন। বিবাহদিনে খোদেজা বিবি স্বকীয় ক্রীতদাস-দাসীগণের দাসত্বমোচন করেন। আবুতালেব বরকর্ত্তা আর ওমর কন্যাকর্ত্তা হন। প্রথমে আবুতালেব বরপক্ষে, তৎপরে অরাকা-বেন-নওফেল কন্যাপক্ষে খোত্‌বা পাঠ করেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ওমর খোদেজা বিবিকে হজরতের হস্তে অর্পণ করেন। বিবাহের মোহরাণা সাড়ে বার ওকিয়া স্বর্ণ নির্দ্ধারিত হইল। বিবাহের পর আবুতালেব একটী উষ্ট্রমাংস দ্বারা আত্মীয় স্বজনগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন। বিবাহের পর খোদেজা বিবি স্বীয় ধনভাণ্ডার হজরতের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। হজরত মহম্মদের ২৫ বৎসর এবং খোদেজা বিবির ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এই শুভবিবাহ সংঘটিত হয়।

আদর্শ মহাপুরুষ।

গ্রীসের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত আরাস্তল বলিয়াছেন যে, মানব স্বভাবতঃ আসঙ্গলিপ্সু। মানব-সৃষ্টির উপাদানগুলির মধ্যে প্রেম একটী উপাদান ছিল, ইহা সুনিশ্চয়। খোদাতায়ালা মানবকে তাহার আকৃতির অনুরূপ সৃষ্টি করিয়া তাহার দেহের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইয়া দিয়া মানবকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই পৃথিবী খোদাতায়ালার আশ্চর্য্য-জনক সৃষ্টি-কৌশলে পরিপূর্ণ। যদিও মানবাত্মা চতুর্ভুজরূপ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হইল, তথাপি তাহার গমনাগমনের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাহার উন্নতিমার্গে আরোহণার্থ এক দিকে সোপানশ্রেণী সংলগ্ন রহিয়াছে। যদি সে উত্তম সহকারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে খোদাতায়ালার অনুগ্রহে উক্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়। আবার অন্য দিকে তাহার জন্য অবনতির দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে, যদি তাহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানতা রূপ লৌহ নির্ম্মিত হস্ত উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তখন সেই অপরিণামদর্শী মানবাত্মা অবনতির গভীরতম অতলতলে নিপতিত হয়। এক দিকে বিবেক ঐশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আত্মাকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতেছে, অন্য দিকে কুপ্রবৃত্তি অসৎ পথে চালিত করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিতেছে। এইরূপ ভয়ানক অবস্থায় বিষয় মনোমধ্যে উদিত হইলে আমরা কেবল বলিতে থাকি," হায় কি বিষম ব্যাপার! কি ভয়ানক প্রলয় কাল সমুপস্থিত!! হে খোদাতায়ালা, তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন!! গন্তব্য পথ মহাবিপদসঙ্কুল! এই প্রবাসস্থান মহাবিভীষিকা-পূর্ণ!! এমন কি, এখানে মহা মহা বীরগণও নিরুদ্দেশ!!! জ্ঞানিগণের জ্ঞান লোপ! বুদ্ধিমানগণ হতবুদ্ধি!! বিদ্বান্‌গণ বিকম্পিত!!!

এরূপ বিষম সমস্যাপূর্ণ অবস্থায় এই সংসারোদ্যানে (যাহাতে পুষ্প অপেক্ষা কণ্টক অধিক) বিপদসঙ্কুল জীবনাতিবাহিত করা সহজ ব্যাপার নহে। এই ভবপারাবারে যখন সকলেই একই জীবন-তরিতে আরোহণ পূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছি, একই প্রবৃত্তিরূপ পাইলোপরি সকলেরই ভরসা রহিয়াছে এবং শেষে একই প্রবল ধ্বংস ঝটিকায় উক্ত তরী মহাকালসাগরে নিমজ্জিত হইবে, তখন পরস্পরের টানাটানিতে, বিভিন্ন প্রকারের সংসর্গে অবস্থিতি করিয়া, বিপদ-আপদাকীর্ণ অবস্থায় ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকিয়া এবং আমোদ-প্রমোদে এই বিপদসঙ্কুল জীবনাতিবাহিত করা উদারহৃদয় মহাত্মাদিগের কার্য্য। বাস্তবিকই পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া নির্ম্মলভাবে জীবনাতিবাহিত করা খোদাতায়ালা প্রদত্ত ক্ষমতা। ইহাই কার্য্য-কুশলতার জীবন স্বরূপ। চরিত্রগঠনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার প্রতিপালন, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং সুনিয়মে প্রজাপালন কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হওয়া মহাজ্ঞানীর কার্য্য। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানী ভিন্ন তপস্বী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বীরপুরুষ ও সিদ্ধপুরুষ-গণ সমস্তই এই বিষয়ে পাঠশালার শিশুদিগের ন্যায় অজ্ঞ। এরূপ পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ ঐ ব্যক্তি হইতে পারেন, যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞানী খোদাতায়ালা অসীম অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের তত্ত্ব, প্রত্যেক পদার্থের প্রকৃত অবস্থা দিব্য চক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাঁহার নিকট পৃথিবীস্থ দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও শিশুবৎ অনভিজ্ঞ, যিনি আরবের এমন অশিক্ষিত সম্প্রদায়সমূহকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ওম্মতে পরিণত করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তিনি খোদাতায়ালার প্রেরিত আদর্শ মহাপুরুষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার পবিত্র জীবনী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে যে, ইনিই সিদ্ধপুরুষ।

সদনুষ্ঠান ও সৎকর্ম্মাবলী।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত মহম্মদ নিতান্ত অভাবগ্রস্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা সত্ত্বেও তিনি অর্থ দ্বারা দীন দরিদ্রগণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু খোদেজা বিবির সহিত বিবাহ হইবার পর তাঁহার সে অর্থাভাব সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইয়া গেল। খোদেজা বিবি যেমন আপনাকে তাঁহার চরণতলে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেইরূপ গণ্যমান্য কোরেশদিগের সাক্ষাতে স্বীয় অতুল ধন সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার ক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পণ করেন। অতএব দরিদ্র হজরত মহম্মদ খোদেজা বিবির বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তৎসমুদয় সৎকার্য্যে, সদনুষ্ঠানে ও সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন উচ্চমনাঃ ছিলেন, পরম দয়ালু খোদাতায়ালা তাঁহাকে সেইরূপই পুরস্কার প্রদান করিলেন।

"হলফ-উল-ফজুল" অর্থাৎ ফজুল আখ্যাত প্রতিজ্ঞা।—হজরত মহম্মদের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মৃত্যুর পর মক্কার শাসন সংরক্ষণের ক্ষমতা কোরেশদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে মক্কা নগরের মধ্যে অশান্তি ও অত্যাচারের প্রবল স্রোত খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। কি স্বদেশী, কি বিদেশী প্রায় অনেকেরই ধন-সম্পত্তি ও অনেক সময়ে স্ত্রী কন্যা পর্য্যন্ত দুর্দ্দান্ত দস্যুদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইত ও তদুপলক্ষে অনেক নিরীহ পথিকের তপ্তশোণিতে নগরের রাজপথসমূহ রঞ্জিত হইয়া পড়িত। একদা হেনজেলা নামক এক জন প্রসিদ্ধ কবি, মক্কা নিবাসী আবদুল্লা-বেন-জুদায়ানের নিকট কোন আবশ্যক বশতঃ যাইতেছিলেন। তিনি নগরে প্রবেশ করিলে রাজপথের উপর প্রকাশ্যভাবে তাঁহার

যথাসর্ব্বস্ব লুন্ঠিত হয়। জোবেদ নামক এক জন ব্যবসায়ী বিপুল পণ্যদ্রব্য সহ মক্কা নগরে উপস্থিত হইলে কোরেশ সরদার আসেম-বেন-ওয়েল নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করেন ; কিন্তু ক্রীতদ্রব্যজাতের মূল্যের কিছুমাত্র না দিয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দেন। তখন জোবেদ অনন্যোপায় হইয়া তৎকালীন নামমাত্র শাসনকর্ত্তাগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন ; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া মনের ক্ষোভে ও আক্ষেপে মক্কার শাসন-ক্ষমতা প্রভৃতির নিন্দাবাদ করিতে থাকেন।

উপর্য্যুপরি ঐরূপ দুইটী ঘটনার সংবাদ পাইয়া হজরত মহম্মদ মক্কা নগরে শান্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে হাশেমবংশধরগণ ও কোরেশবংশের প্রত্যেক শাখার উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ৫৯৫ খৃঃ অব্দে একটি সমিতি গঠন করেন। ঐ সমিতির সভ্যগণ সকলেই মক্কার সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার অশান্তি নিবারণ জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। মুসলমান ইতিহাসে এই প্রতিজ্ঞাই "ফজুল প্রতিজ্ঞা" (হলফ-উল-ফজুল) নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ব্বকালে জরহমবংশের তিন জন সদাশয় পুরুষ নগরের অত্যাচার দমন জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, ঘটনাক্রমে সেই তিন জনেরই নাম ফজল ছিল। "ফজল" আরবী ব্যাকরণের বহুবচনে "ফজুল" শব্দে পরিবর্ত্তিত হয়। ঐ পূর্ব্বতন নাম অনুসারে এই প্রতিজ্ঞারও নাম "হলফ-উল-ফজুল" বলিয়া অভিহিত।

হজরত মহম্মদের ঐ সমিতি গঠন দ্বারা পথিক, পরিব্রাজক, বণিক ও ধনী দরিদ্র সকলেরই আশঙ্কা দূরীভূত হয় এবং মক্কা নগরের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শান্তি সংস্থাপিত হয়।

কোরেশদিগের সহকারিতা—উপরি উক্ত সদনুষ্ঠানের জন্য হজরত মহম্মদ কোরেশদিগের প্রতিজ্ঞানুরূপ তাহাদের সহকারিতা ও সহযোগিতা

করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কস্মিন্ কালে তাহাদের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই এবং কখনও কোন প্রতিমূর্ত্তির পূজা করেন নাই কিম্বা কোরেশদিগের ন্যায় প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে খোদাতায়ালা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া হজরত মহম্মদ "পয়গম্বর" হইবার পূর্ব্বে দেবদেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিত্র মহাশয়ের ঐ উক্তি সম্পূর্ণ প্রমাণ বহির্ভূত। বরং হজরত মহম্মদ বাল্যকাল হইতেই খোদাভক্ত ও সময়ে সময়ে খোদাতায়ালার চিন্তায় অভিভূত থাকার বিষয় ইতিহাস জ্বলন্তভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সময়ে মক্কা সহরটীর অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না। পবিত্র কাবাগৃহটী সুরাপায়ী মাতালগণের এক প্রধান আখড়ায় পরিণত হইয়াছিল। সেই সময়ে কাবাগৃহটী দর্শন করিলে মদিরালয় বলিয়া অনুমিত হইত। নগরবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই সুরাপানে মত্ত থাকিত। সেই সময়ে কেবল একটী পবিত্রহৃদয় যুবক দূর হইতে ঐ সকল বিভৎস-কাণ্ড দর্শন করিয়া নরপিশাচদিগের জন্য সর্ব্বদা আক্ষেপ করিতেন এবং সদা সর্ব্বদা তাহাদের জন্য বিষাদিত অবস্থায় কাল যাপন করিতেন। এদিকে আবার সাধারণ হিতকর কার্য্যে সকলের সঙ্গে সহাস্যবদনে মিলিত হইতেন। কেহ বিপদে পতিত হইলে তিনিই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেন। মানব সমাজের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া এবং সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক কার্য্যে যোগদান পূর্ব্বক খোদাতায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা অপেক্ষা রাহেব বা যোগীদের ন্যায় জনসমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া জঙ্গলে বা গিরিগুহায় গমনপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খোদাতায়ালার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা তত কঠিন কার্য্য নহে। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

কাবার পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্য ও কোরেশদিগের বিবাদ ভঞ্জন।

কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, কাবার মধ্যে দুইটী স্বর্ণ বিনির্ম্মিত হরিণ (গজ্জালল্ কাবা) ছিল। সেই হরিণদ্বয়ের উদর মধ্যে বহুমূল্য মণিমাণিক্য নিহিত ছিল। কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত লোক সেই সকল বহুমূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার জন্য গুপ্তভাবে কাবার ভিত্তি খনন করিয়া তাহা হস্তগত করে। তজ্জন্য ভিত্তির পার্শ্বে একটী গভীর গর্ত্ত হয়, সেই গর্ত্তে বৃষ্টির জল প্রবেশ করায় প্রাচীর ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, কাবার দ্বারগুলি পার্শ্বস্থ ভূমির সহিত সমতল অবস্থায় ছিল বলিয়া বৃষ্টি হইলেই কাবার মধ্যে জল প্রবেশ করিত। এদিকে আবার কাবা বহুদিন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার আর জীর্ণসংস্কার হয় নাই, তজ্জন্য ছাদটী জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই জীর্ণ স্থান দিয়া আবার বৃষ্টির সময়ে জল পতিত হইত। এই সকল কারণে উহা পুনঃসংস্কারের আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রথমতঃ কেহই কাবার প্রাচীরগুলি ভগ্ন করিতে সাহস করেন নাই, কারণ সকলেই বলেন, "খোদার গৃহ ভগ্ন করা মহা পাপ।" আবার কেহ কেহ বলেন, "উহা ভাঙ্গিয়া যখন পুনর্নির্ম্মাণ করিব, তখন আবার পাপ হইবে কেন?" কিন্তু এরূপ বিশ্বাস সত্ত্বেও কেহই প্রাচীর ভাঙ্গিতে সাহস করেন নাই। এইরূপ গোলযোগে ২৫ বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে সকলে একত্রিত হইয়া বলেন, "আইস, আমরা আর অসুবিধা ভোগ করিতে পারি না, সকলে প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ বিভাগ করিয়া লইয়া উহা ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হই, ইহাতে যদি কোন পাপ হয়, তাহা হইলে আমরা সকলে ঐ পাপের অংশী হইব, আর যদি পুণ্য হয়, তবে আমরা তাহাও সমভাবে প্রাপ্ত হইব।" এই সকল বিষয় স্থিরীকৃত হইলে, সকলে কাবা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভিত্তি উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করিতে

মনস্থ করেন, কারণ তাহা হইলে বৃষ্টির জল আর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই সিদ্ধান্তানুসারে কাবার চারিটী প্রাচীরের নির্ম্মাণ ভার চারি সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত হইল। রোকনে (প্রাচীর) হজরে-আসোয়াদ হইতে এরাফি পর্য্যন্ত প্রাচীরের নির্ম্মাণ ভার বনি আবদে-মনাফ ও বনি জহরার হস্তে; রোকনে এরাফি হইতে সামি পর্য্যন্ত বনি-আসাদ এবনে-আবদল-ওজ্জা ও বনি-আবদল-দারের হস্তে; রোকনে সামি হইতে হজরে আসোয়াদ পর্য্যন্ত বনি সাহামা ও বনি আদির হস্তে অর্পিত হয়।

সকলে প্রাচীর খনন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যখন তাঁহারা খনন করিতে করিতে উক্ত গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন গর্ত্ত হইতে একটী প্রকাণ্ডকায় সর্প বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। তজ্জন্ত তাঁহারা বিধাতার কৃপা ভিক্ষা করেন। তদনন্তর এক দিন সর্পটী গর্ত্ত হইতে বাহির হইবামাত্র একটী পক্ষী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। ইহাতে তাঁহারা ভাবিলেন যে, কাবা নির্ম্মাণে খোদাতায়ালার কোন আপত্তি নাই। তখন তাঁহারা পুনরায় উৎসাহ সহকারে প্রাচীর ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এক দিন এক খানি প্রস্তর খনন করিয়া বাহির করিলে, তাহা আবার হঠাৎ গড়াইয়া গিয়া পূর্ব্বস্থানে পতিত হইল। তদ্দর্শনে সকলে ভাবিলেন যে, বোধ হয় এ কার্য্য বিধাতার অভিপ্রেত নহে। এক জন বলেন, "সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা কাবার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত।" তজ্জন্ত সকলে সদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু কেহ প্রাচীর খননে পুনঃপ্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না। পরে অলিদ-বেন-মগিরা সাবুল হস্তে অগ্রসর হইয়া প্রাচীর খনন করিতে লাগিলেন; তৎপরে অপরাপর সকলে তাঁহার অনুসরণ করিল। এই সময়ে রোমনগরের এক খানি অর্ণবপোত মক্কার নিকটস্থ সমুদ্রে

জলমগ্ন হয়; তাহাতে বকুম নামক এক জন বহুদর্শী শিল্পী ছিল, সে অতি কষ্টে তীরে উপনীত হইল। অলিদ এই সংবাদ পাইয়া বকুমকে আনিয়া কাবা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে ৬০৫ খ্রীঃ অব্দে কাবার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া গেল।

অবশেষে হজরে আসোয়াদকে কোন্ ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিবে, ইহা লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রত্যেক দলস্থ লোক হজরে আসোয়াদকে স্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কেহ কাহার কথায় মনঃসংযোগ করিল না। আবদল-দারের বংশীয় লোকগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, "আমাদের দলস্থ এক জন লোক জীবিত থাকিতে অন্য দলস্থ লোকদিগকে এই পবিত্র কার্য্য কোন ক্রমেই সম্পন্ন করিতে দিব না।" এই প্রতিজ্ঞাকে "আক্‌দোদ্দম" অর্থাৎ শোণিতের প্রতিজ্ঞা বলে। অবশেষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইরূপে কিছু সময় অতীত হইয়া গেলে, অলিদ-বেন-মগিরা বলিলেন, "এইরূপ বিবাদে অনর্থক আমাদের ধ্বংস হওয়া অপেক্ষা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে, অলিদ বলিলেন, "যে ব্যক্তি অতি প্রত্যূষে বনি-সায়বা দ্বার দিয়া বাহির হইবে, সেই ব্যক্তি আমাদের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলে আমরা তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিব।" এই কথায় সকলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উক্ত দ্বারে গিয়া বসিয়া রহিলেন। যথাকালে দেখিতে পাইলেন যে, হজরত মহম্মদ ঐ দ্বার দিয়া বাহির হইতেছেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর ছিল। সকলে বলিলেন, "মহম্মদ সুবিবেচক, ইঁহার কথা কেহ অগ্রাহ্য করিব না।" তৎপরে তাঁহারা হজরত মহম্মদের উপর বিবাদ মীমাংসার ভার দিলেন। হজরত মহম্মদ সকলের বিভিন্ন মত শ্রবণ করিয়া স্বীয় গাত্র হইতে এক খানি বস্ত্র লইয়া ভূমিতলে বিস্তৃত করিলেন এবং স্বহস্তে হজরে

আসোয়াদকে উত্তোলনপূর্ব্বক উক্ত বস্ত্রের মধ্যস্থানে রাখিয়া বলিলেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি এই বস্ত্রের কোণ ধরিয়া উত্তোলন করুন; ইহাতে সকল সম্প্রদায়েরই পুণ্যের সঞ্চার হইবে।" চারি দলের প্রধান পুরুষ—আত্‌বা-এবনে-রাবিয়া, আবুজম্‌য়া, হোজাইফা-এবনে-মাগিরা এবং আদি-এবনে-কায়াস কর্ত্তৃক প্রস্তরখানি সমভাবে উত্তোলিত হইলে, কে উক্ত বস্ত্র হইতে প্রস্তর তুলিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিবে ইহা লইয়া আবার মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে হজরত মহম্মদ স্বয়ং ঐ প্রস্তরখানি বস্ত্র হইতে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিলেন। তখন সমুদয় গোলযোগ মিটিয়া গেল।

দুর্ভিক্ষে দয়ার্দ্রতা।—এই সময়ে আরবদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন কোরেশ নেতাগণ সকলেই নিজ নিজ পরিবারবর্গ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, কেহ কাহারও তত্ত্বাবধান করা ত দূরের কথা বরং জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিত না। তদবস্থায় বহু লোক অন্নাভাবে কালের করালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ ভয়ানক সময়ে সেই দয়ার সাগর, যিনি মহাবিচারের দিনে "ওম্মতি" "ওম্মতি" বলিয়া ডাকিবেন, তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি স্বীয় সহধর্ম্মিণী খোদেজা বিবির সঞ্চিত ধনরাশি অকাতরে দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মপ্রাণ খোদেজা বিবিও স্বয়ং দীন দরিদ্রদিগের ভরণপোষণে বিশেষ যত্ন লইতে লাগিলেন। ঐ দরিদ্র-দুঃখ-প্রপীড়িত দম্পতি তখন দরিদ্রবর্গের পিতামাতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদেরই স্নেহ দৃষ্টিতে দরিদ্রদিগের অন্নাভাব দূরীভূত হইয়া গেল—অন্নাভাব বলিয়া তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না।

আবুতালেব তখন নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় প্রপতিত এবং পরিবার পোষণে নিতান্ত অসমর্থ। হজরত মহম্মদ নবম বৎসর বয়সে ঐ

পিতৃব্যের আশ্রয়ে গিয়া পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তিনি এক্ষণে পিতৃব্যের ঐ ঋণ পরিশোধ দিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আবুতালেবের শিশুপুত্র হজরত আলিকে নিজের প্রতিপালনে লইলেন এবং তাঁহার অনুরোধ ও অনুকরণে আবুতালেবের অপর এক পুত্র হজরত জাফরের প্রতিপালন ভার তাঁহার খুল্লতাত হজরত আব্বাস গ্রহণ করিলেন। কেবলমাত্র আকেল নামক পুত্রটীই আবু তালেবের নিকট রহিলেন। এইরূপে সেই মহাদুর্ভিক্ষের সময়ে আবু তালেবের সাংসারিক ব্যয়ের অনেক লাঘব হইল। হজরত আলি তদবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত হজরত মহম্মদের প্রতিপালনাধীনে ছিলেন। হজরত মহম্মদও অপত্য-নির্ব্বিশেষে তাঁহার লালনপালন করিতে লাগিলেন।

ক্রীতদাসগণের প্রতি অনুগ্রহ।—আরবদেশে দাস-দাসীক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরই দাসদাসী থাকিত। কিন্তু আরবেরা তাহাদের প্রতি নিতান্ত দুর্ব্ব্যবহার, অত্যাচার ও উৎপীড়নাদি করিত। দেশের নিয়মানুসারে নিরীহ দাসদাসীগণকে অকাতরে নানা নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। আরবগণ কেহই কখনও দাসদাসীগণের দুর্দ্দশা ঘুচাইবার জন্য কোনরূপ যত্ন বা চেষ্টা করেন নাই। হজরত মহম্মদ দাসদাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার ও স্নেহ-দৃষ্টিপাত করিবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ইতিহাসে ঐ ঘটনা এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জয়েদ নামক এক আরব বালক শত্রুদল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হয়। খোদেজা বিবির ভ্রাতুষ্পুত্র হাকেম-বেন-খারাম ওকাজ মেলা হইতে উহাকে চারি শত দেরেম মূল্যে ক্রয় করিয়া খোদেজা বিবিকে উপহার দেন। পতিপরায়ণা খোদেজা বিবি ঐ দাসকে হজরত মহম্মদের পরিচর্য্যা জন্য তাঁহাকে প্রদান করেন। হজরত মহম্মদ ঐ বালকের প্রতি একান্ত

স্নেহপরবশ হইয়া তাহার লালনপালন করিতে থাকেন এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাহার প্রতি হজরত মহম্মদের স্নেহ ও সাদর সম্ভাষণাদি শ্রবণ করিয়া আরববাসী অনেকেই মনে করিত যে, জয়েদ দাস নহে, (হজরত) মহম্মদের পুত্র। জয়েদের পিতা হারেস পুত্রের সন্ধানে মক্কায় আসিয়া দেখিল যে, হজরত মহম্মদ তাহাকে দাসত্ব-বন্ধন হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। হারেস ইহা দেখিয়া জয়েদকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু জয়েদ হজরত মহম্মদের স্নেহপাশে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল যে, সে কোনরূপে পিত্রালয়ে যাইতে সম্মত হইল না। এই জয়েদ যাবজ্জীবন হজরত মহম্মদের নিকট ছিল।

অল আমিন (বিশ্বাসী)—খোদেজা বিবির সহিত বিবাহের পর ১৫ বৎসর কাল হজরত মহম্মদ নানাবিধ সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানাদিতে অতিবাহিত করেন। তিনি অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাগণের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়স্থল স্বরূপ হইয়াছিলেন। যাহার যে কোন অভাব বা অভিযোগ হউক না কেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষয় হজরত মহম্মদের কর্ণগোচর করিত এবং তিনি অবিলম্বে তাহাদের অভাব অভিযোগের বিশেষ প্রতিকার করিতেন। এজন্য সকলে তাঁহাকে "অল আমিন" (বিশ্বাসী) এই গৌরবান্বিত উপাধি প্রদান করিয়াছিল। তিনি যেদিকে চলিয়া যাইতেন, সেই দিকেই ঐ শ্রেণীর লোকে "অল আমিন," "অল আমিন" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে যাইত। তিনি যাঁহাদের নিকট বাল্যকালে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সেই কোরেশবংশীয়গণও তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উক্তবিধ সম্মানিত উপাধিতে আহ্বান করিতেন। পরম করুণাময় খোদাতালা তাঁহাকে স্বর্গীয় আদেশে বিভূষিত করিবার পুর্ব্বে তাঁহার বংশধর-

দিগের দ্বারা তাঁহাকে এইরূপ উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন, যাহা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না।

হজরতের পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালের ঘটনা।

হজরত মহম্মদের পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হবিরসের পুত্র ওসমান পৌত্তলিকতাকে অসার বলিয়া জানিতে পারিয়া কনষ্টান্টিনোপলে গমন-পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। সে কাবামন্দিরকে গ্রীক সম্রাটের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু হজরত মহম্মদ উহা অবগত হইয়া তাহার ষড়যন্ত্র নিস্ফল করিয়া দেন, তজ্জন্য তিনি আরববাসিগণের অধিক-তর প্রিয় হইয়া উঠেন। ওসমান কনষ্টান্টিনোপলে পরলোকগমন করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



হজরত মহম্মদের প্রত্যাদেশ (অহি) শ্রবণ।

হজরত মহম্মদ আরবদিগের পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস, কদাচার, কুপ্রথা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, একতাহীনতা, দুর্দ্ধর্ষতা ও চরিত্রহীনতা প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া এবং ঐ সকল অসদ্ব্যবহারই তাহাদের অবনতির মূল কারণ অনুধাবন করিয়া, তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার ও সৎ-শিক্ষা দিবার এবং তাহাদিগের অবনতি দূর করিবার জন্য, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে আরব্য সাগর, পূর্ব্বে পারস্য উপসাগর, ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদী এবং উত্তরে প্যালেষ্টাইন প্রদেশ, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত সুবিস্তৃত আরব দেশের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মহীনতা ও পাপস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত, দেশের সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকই অবনতির অন্ধকূপে নিমজ্জিত। তদুপরি আরবের উত্তরাংশ কনষ্টাণ্টিনোপলের রোমকরাজের অনুশাসনে শাসিত, লোহিত সাগরের পূর্ব্ব উপকূলের অধিকাংশ স্থলে আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজ-গণের শাসনদণ্ড পরিচালিত, মধ্যস্থিত কতকগুলি মরুময় প্রদেশে স্বাধী-নতা বা যথেচ্ছাচার নিয়ম প্রচলিত। এই ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের ও শাসনশৃঙ্খলের অধীনতাপাশে আবদ্ধ আরবজাতির মধ্যে একমাত্র হজরত মহম্মদই আরবের অধিবাসিদিগের ব্যথায় ব্যথিত, বিচলিত ও চিন্তিত; তাঁহার সঙ্গে চিন্তা করিবার বা উপায় উদ্ভাবন করিবার একটীও লোক নাই; এমন কি, আরবদিগের মনে সেরূপ চিন্তার উদ্রেকও হয় নাই; হজরত মহম্মদ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন—তাঁহার মনের কথা জানাই-

বার কোন লোক নাই—তাঁহার অন্তরের ব্যথা বুঝিবার কেহ নাই। বিশেষতঃ বংশাবলী ও পুরুষানুক্রমে বহুকাল—বহুশতাব্দী ধরিয়া যে সকল আচার ব্যবহার ও প্রথা পদ্ধতি অবাধে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে—তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া আর আরবদিগের নিকট নিতান্ত পাগল বলিয়া পরিচয় দেওয়া একই কথা। সুতরাং হজরত মহম্মদ মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি না আরবদিগের ঐরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন, না তাহাদের দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারেন। পঙ্গুর গিরি উল্লঙ্ঘন ও মুষিকের সাগর বন্ধন সংকল্প যেমন কার্য্যকরী হইতে পারে না, তেমনি হজরত মহম্মদও নিজের সংকল্পকে এক একবার অকার্য্যকর মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সংকল্প যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুক্ষণ চিন্তা ও অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। এই বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষার আলোকোদ্ভাসিতা সভ্যতামণ্ডিতা ধরিত্রীর ন্যায় সপ্তম শতাব্দীতে আরবের মরুময় প্রদেশে জ্ঞান বা শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের পথ নিরাপদ ছিল না।

হজরত মহম্মদ সমাজের ব্যথা যেমন অনুভব করিতেন, তেমনি মনে মনে তাহার প্রতিকারের উপায় চেষ্টা করিতেন। সে চেষ্টা ভাবনায় আসে না—ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়ে, হজরত মহম্মদ সে চিন্তায় নিরন্তর নিরত থাকিতে লাগিলেন। লোক সমাজে থাকিয়া সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক গোলযোগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সে উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে না। এজন্য হজরত মহম্মদ ক্রমে আহারাদিতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। মন সর্ব্বদা উদাস ভাবাপন্ন—সর্ব্বদাই যেন ঘোর চিন্তা কালিমায় তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন। ক্রমে মনের ঔদাসীন্য তাঁহাকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি নিভৃত স্থান, নির্জ্জন গিরিগুহা ও মরুপ্রান্তরে একাকী বসিয়া এক

মনে মুদ্রিত নয়নে ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার বয়ঃক্রম যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তদীয় নির্জ্জনপ্রিয়তা ও ধ্যানমগ্নতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

প্রসিদ্ধি আছে যে, হজরত মহম্মদ, প্রেরিত্ব লাভের পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে পথে বা ময়দানে, গমনাগমনকালে সর্ব্বদাই "হে মহম্মদ" এই শব্দটী শুনিতে পাইতেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ভীত হইতেন এবং তাহা খোদেজা বিবির নিকট আসিয়া বলিতেন। বুদ্ধিমতী খোদেজা বিবি তাঁহাকে ভীত হইতে দেখিয়া বলিতেন, "আপনি ভীত হইবেন না, খোদাতায়ালা আপনার অমঙ্গল করিবেন না।" এই সময়ে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষলতা ও প্রস্তরখণ্ডাদি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিত, "হে প্রেরিতপুরুষ! আপনাকে সালাম।"

প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইবার সাত বৎসর পূর্ব্বে হজরত মহম্মদ সময়ে সময়ে গগনমণ্ডলে আলোকরাশি দেখিতে পাইতেন এবং স্বপ্নে নানাবিধ অমানুষিক ব্যাপার দর্শন করিতেন। প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহার অন্তর হইতে সাংসারিক যাবতীয় সুখ ভোগাদি ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তখন কেবল অহোরাত্র নির্জ্জনে বিশ্বস্রষ্টার ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

হেরা গিরি গুহা।

মক্কার চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত; এই পর্ব্বতশ্রেণী বৃক্ষ লতা গুল্ম ও তৃণরাজি পরিশূন্য; কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ প্রস্তরস্তূপে সমাকীর্ণ এবং ইহা নিতান্ত দুরারোহ এবং দুরতিক্রম্য। ঐ সকল

হেরা গিরি গুহা।

মক্কার মানচিত্র।

হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি।

M. P. Works.

পর্ব্বতের মধ্যে হেরা পর্ব্বতের বিষয়ই এখানে বর্ণনীয়। হেরা মক্কার উত্তরে তিন মাইল দূরে অবস্থিত; উহা অধুনা "আলোক পর্ব্বত" (জবল নুর) নামে অভিহিত। ঐ পর্ব্বতের উপর একটী সুগভীর গিরিগুহা; এই গুহাটী দৈর্ঘ্যে আট হস্ত ও প্রস্থে ন্যূনাধিক দুই হস্ত পরিমিত। ইহা চির-দিন নির্জ্জন, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, বৃক্ষ লতাহীন, জলাশয় হীন, ছায়াহীন, তৃণ পুষ্প পরিবর্জ্জিত; কেবল মাত্র নীরবতা নিস্তব্ধতাকে সহায় ও সহচর করিয়া পর্ব্বতবক্ষে অবস্থিত। স্বদেশবাসীর ও স্বজাতির ধর্ম্মহীনতায়, দুর্দ্ধর্ষতায়, অবিমৃষ্যকারিতা, পাপানুরক্তিতায় এবং দুরবস্থায় ব্যথিত-প্রাণ হজরত মহম্মদ কখনও স্ত্রী পরিবারাদি লইয়া এবং কখনও একাকী সেই গিরিগুহার নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া একাগ্র মনে ধ্যান করিতেন। আবুল ফেদা, এবনে আসির, এবনে হাশ্‌শাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-গণের মতে তিনি সমস্ত রজমান মাস তথায় অবস্থিতি করিয়া, একাগ্র-চিত্তে সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালার আরাধনা করিতেন।

ক্রমে তাঁহার বয়ঃক্রম পূর্ণ চল্লিশ বৎসর হইল। তৎসঙ্গে সেই বিষয়-বাসনাবিরহিত মহান্ হৃদয় সাধুপুরুষের সাধনা সফলতা লাভ করিতে লাগিল; পরম করুণাময় বিশ্বস্রষ্টার নৈকট্য লাভের লক্ষণাবলী অনু-ভূত হইতে লাগিল। নৈশ নিস্তব্ধ তমসাচ্ছন্ন গিরিগুহা যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আলোকরাশিতে বিভাসিত হইতে লাগিল, খোদাতায়ালার মহিমা কীর্ত্তনচ্ছলে যেন সেই পর্ব্বত-কন্দর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; পর্ব্বতের প্রস্তর কণা সকল যেন সেই মহা সাধকের কর্ণে কর্ণে খোদাতায়ালার মহান্ শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল—জ্যোৎস্নারাশি চলিয়া চলিয়া গিরিকন্দরে প্রবেশ করিয়া যেন সেই যোগীপুরুষের পবিত্র দেহে খোদাতায়ালার জ্যোতিঃ কণা বিলেপন করিতে লাগিল—অগণিত—অসংখ্য নক্ষত্রমালা যেন সেই সাধুপুরুষের খোদাতায়ালার

আরাধনা সফল হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হাসি হাসিতে লাগিল। পর্ব্বত প্রান্তরের নৈশ সমীর যেন শন্ শন্ শব্দে তাঁহার সাক্ষাতে একেশ্বর-বাদিতার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। প্রাজ্ঞপ্রবর ধর্ম্ম-প্রাণ হজরত মহম্মদ পর্ব্বতকন্দরের ভিতরে থাকিয়া ঐ সকল দৃশ্য দেখিয়াই হউক অথবা অনুভব করিয়াই হউক, সেই মহান্ খোদাতালার পূত পবিত্র প্রেমরসে বিগলিত হইয়া একেবারে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অন্তরাত্মা যেন নশ্বর দেহের বন্ধনপাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হইবার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। তিনি সেই তন্ময়তার মধ্যে থাকিয়া তদ্গত চিত্ত হইয়া অনন্ত প্রেমরসের প্রবল উচ্ছ্বাসে ও ভাবতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কত আনন্দ এবং কত আরাম অনুভব করিলেন এবং কি যে অনন্ত জীবন লাভ করিলেন, তাহা লেখনীর বর্ণনার বহির্ভূত। পাঠক, যদি কখনও তাদৃশ মহান্ হৃদয় লইয়া কোন নির্জ্জন গিরিকন্দরে অবস্থিতি করিয়া সেই প্রেমরস আস্বাদন করিতে পান, তাহা হইলে বুঝিবেন—আপনি কি অমূল্য ধনরাশি লাভ করিলেন। যাহার সেরূপ যোগ সাধনা অভ্যাস নাই, যে কখনও তেমন ভাবে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই—তাহার মনে সেই গিরিকন্দরের নিস্তব্ধতার মধ্যস্থিত অমৃত-নিঃস্যন্দিনী মৃতসঞ্জীবনীর সুধাধারা ঢালিয়া দিবার শক্তি লেখনীতে নাই। তীক্ষ্ণদর্শী এবং তীব্রসমালোচক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গিবনও ঐ গিরিগুহা-ঘটিত ঘটনাবলীর চিত্রাঙ্কন করিতে গিয়া অসাধ্য বিবেচনায় আপন তুলিকা উঠাইয়া লইয়াছেন।

হজরত মহম্মদ হেরাপর্ব্বতের সেই নিভৃত গুহায় ধ্যান মগ্নাবস্থায়—"হে প্রেরিত পুরুষ" এই শব্দ শুনিয়া এবং জেব্রিলের অলৌকিক বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভীত কম্পিত কলেবরে গৃহে আসিয়া খোদেজা বিবির নিকট ভয়ের কারণ বর্ণনা করেন। খোদেজা বিবি তাঁহার ভয়ের কারণ অবগত

হইয়া প্রবোধ দিয়া বলেন, "আপনি ভীত হইবেন না, বাস্তবকিই স্বর্গীয়-দূত জেব্রিল আপনার নিকট আসিয়াছিলেন। যদি আপনি আমার পিতৃব্যতনয় অরাকার নিকট এই বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট ইহা জ্ঞাপন করিতে পারি।" হজরত ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই।

অরাকা ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সুরিয়ার গমন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও আরবী ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। খোদেজা বিবি অরাকাকে জেব্রিলের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলেন, "জেব্রিল আল্লাহতালার পবিত্র দূত। তিনি মহাত্মা মুসা, ইসা প্রভৃতির নিকট স্বর্গীয় আদেশ আনায়ন করিতেন। কিন্তু এই ঘোর পাপপূর্ণ পৌত্তলিক দেশে কে তাঁহাকে স্মরণ করিল?" তখন খোদেজা বিবি হজরত মহম্মদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তদ্রূপ বর্ণন করিয়া বলেন, "আমার স্বামীর নিকট সেই পবিত্রাত্মা জেব্রিল আসিয়াছিলেন।" অরাকা বলিলেন, "তবে বাস্তবিকই তোমার স্বামী ধর্ম্ম-প্রচারক এবং জেব্রিল যথার্থই তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন।" তৎপরে খোদেজা বিবি অরাকাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বর্ত্তমান শতাব্দীতে কি কোন ধর্ম্ম-প্রচারকের আবির্ভাব হইবার বিষয় ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছু লিখিত আছে?" অরাকা বলিলেন, "হাঁ আছে; আমি মহম্মদকে তৎলক্ষণাক্রান্ত দেখিতেছি।" অতঃপর খোদেজা বিবি হজরত মহম্মদকে অরাকার নিকট আনয়ন করিলেন। অরাকা হজরত মহম্মদকে বলিলেন, "আমি তোমাকে খোদাতায়ালা-প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি। তোমার নিকট যে পবিত্রাত্মা জেব্রিল আসেন, তিনিই হজরত ইসা ও মুসা প্রভৃতি পূর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রচারকগণের নিকট আসিতেন। এখন হইতে যে আদেশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ

করিও।" হজরত মহম্মদ অরাকার কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

একদা মহাতপা হজরত মহম্মদ রমজান মাসের সপ্তবিংশ দিবসের মধ্যনিশীথে সেই গিরিকন্দরের নির্জ্জনতায় ধ্যানমগ্নাবস্থাপন্ন; জীবজগত বিরামদায়িনী নিদ্রার স্নেহালিঙ্গনে অভিভূত, লোকালয়ে, মরুপ্রান্তরে ও পর্ব্বতশিখরে নিস্তব্ধতা যেন আপন পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। এমন সময়ে সাগরকল্লোলের ন্যায় এক গম্ভীর নিনাদে সেই মহাতপার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিল; তিনি পুনরায় সেই শব্দের জন্য উর্দ্ধকর্ণ হইলেন—আবার সেই ভীষণ শব্দ শ্রুত হইল। সহসা সেই ভয়ঙ্কর ভৈরবনাদ শ্রবণ করিয়া ভয়ে তাঁহার হৃদয় বিশুষ্ক হইয়া গেল; সর্ব্ব শরীর ভীষণ ঝটিকাকম্পিত কদলীদলের ন্যায় প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সুতরাং দ্বিতীয়বারের সে শব্দের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। মহাত্মা নির্ব্বাকে, ভয়কম্পিতকলেবরে গিরিগুহার অভ্যন্তরে চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা এক অপার্থিব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র গিরিকন্দর আলোকিত করিয়া তুলিল। মহামনাঃ হজরত মহম্মদ সেই আকস্মিক জ্যোতিঃরাশি দর্শন করিয়া ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট ও বাক্‌নিস্পত্তি রহিত ও স্বেদসিক্ত কলেবর হইয়া গেলেন। তখনি সেই জ্যোতিঃরাশির মধ্য হইতে এক বিরাট পুরুষ (জেব্রিল) আবির্ভূত হইয়া হজরত মহম্মদকে বলিলেন, "হে মহম্মদ! আল্লাতায়ালা আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তুমি তাঁহার নিয়োজিত ধর্ম্ম প্রচারক, আমি তাঁহার দূত রুহোলআমিন (জেব্রিল)।" তৎপরে তিনি হজরত মহম্মদকে বলিলেন, "একরা" অর্থাৎ পাঠ কর।" তিনি বলিলেন, "কেমন করিয়া পড়িতে হয়, তাহা আমি জানি না।" তখন জেব্রিল তাঁহাকে ধরিয়া হেলাইলেন এবং বলিলেন, "একরা" পাঠ কর।

হজরত মহম্মদ পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমি পড়িতে জানি না।" ইহা শুনিয়া জেব্রিল তাঁহাকে আবার ধরিয়া হেলাইলেন এবং কহিলেন, "একরা পাঠ কর। হজরত মহম্মদ আবার বলিলেন, "আমি পড়িতে জানি না।" পুনরায় জেব্রিল তাঁহাকে ধরিয়া হেলাইলেন। পরে জেব্রিল পড়িতে লাগিলেন, হজরতও তৎসঙ্গে সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন। "একরা; বেএস্‌মে রাব্বোকাল্লাজি খালাকা; খালাকাল্ এন্‌সানা মেন্ আলাক্; একরা; অ রাব্বোকাল্ আক্‌রামোল্লাজি; আল্লামা বেল্ কালামে আল্লামাল্ এন্‌সানা মালাম্ ইয়ালাম্।" উদ্ধৃত আরবী শব্দগুলি কোরাণ শরিফের ৫টী আয়েত; এই ৫টী আয়তেই সর্ব্বপ্রথমে হজরত মহম্মদ পর্ব্বতগুহায় প্রাপ্ত হন। এই আয়েত পাঁচটীর অর্থ এই যে—"হে মহম্মদ! আল্লার নামের প্রসাদে তুমি পড়, যিনি পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি ঘনিভুত রক্ত হইতে মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারই নামোচ্চারণ করিয়া পাঠ কর, যিনি মানবকে কালি-কলমের ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি মানবান্তঃকরণকে জ্ঞানরূপ জলে অভিষিক্ত করেন এবং তাহাদের অবিদিত বিষয়সমূহ শিক্ষা দেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ খোদাতায়ালার নামোচ্চারণপূর্ব্বক পাঠ কর।" তদনন্তর হজরত মহম্মদ দেখিতে পাইলেন যে, জেব্রিল তাঁহার সম্মুখদেশে মৃত্তিকায় পদাঘাত করাতে তাহা হইতে জল উত্থিত হইতে লাগিল। জেব্রিল সেই জলে অজু (হস্ত, পদ, বদনাদি বৈধমতে ধৌতকরণ) করিলেন, হজরত মহম্মদও সেইরূপে অজু করিলেন। তৎপরে জেব্রিল নামাজ (উপাসনা) পড়িতে লাগিলেন, হজরত মহম্মদও তাঁহার পশ্চাতে তদনুরূপে নামাজ পড়িলেন এবংপ্রকারে হজরত মহম্মদ সেই সময়ে নামাজ ও অজুর সমুদয় পদ্ধতি জেব্রিলের নিকট শিক্ষা করিলেন। এই ঘটনা হজরত মহম্মদের একচাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংঘটন হইয়াছিল। এই রজনীকে "লায়লাতোল কদর"

অর্থাৎ সম্মানের রাত্রি বলে। এই রাত্রে সমুদয় পৃথিবীতে শান্তি বিরাজমান হয়। এই সময় হইতে হজরত মহম্মদের নিকট কোরাণ শরিফের সুরা অবতীর্ণ হইতে থাকে।

"একরা" এই আরবী শব্দটীর সাধারণ অর্থ "পাঠ কর।" কিন্তু কোরাণ শরিফের ব্যাখ্যাকারী কোন কোন সুধী পণ্ডিত "একরা" শব্দের "পাঠ কর" অর্থ না লইয়া "চীৎকার কর" কিম্বা "আহ্বান কর" এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং হজরত মহম্মদের কথিত "আমি পাঠ করিতে জানি না" শব্দগুলির অর্থ করিয়াছেন—"আমি চীৎকার" বা "আহ্বান করিতে জানি না"। তাঁহাদের মতে উক্ত পাঁচটী আয়েতের অর্থ এইরূপ—"হে মহম্মদ! যিনি সর্ব্ববিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি ঘনীভূত রক্তপিণ্ড হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই নামে (সমাজকে) আহ্বান কর, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভু, যিনি লেখনীর ব্যবহার (লেখনীর দ্বারা লিখিবার প্রথা) শিক্ষা দিয়াছেন এবং মনুষ্য যাহা জানিত না, তাহা যিনি শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারই নামে সমাজকে আহ্বান কর।"

ধর্ম্মপ্রাণ হজরত মহম্মদ আরবের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস পাইতেছিলেন, এজন্য খোদাতালা তাঁহার নামে সমাজকে আহ্বান করিতে শিক্ষা দিলেন। হজরত মহম্মদ আরবদিগের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে হতাশ হইতেছিলেন, দৈববাণী খোদাতালার নামে সমাজকে আহ্বান করিতে উপদেশ দিয়া তাঁহার মনে আশার সঞ্চার করিয়া দিল। দৈববাণী ঐ শব্দগুলি দ্বারা ইহা শিক্ষা দিল যে, হে মহম্মদ, কেবল গিরিগুহায় বসিয়া সমাজের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিলে হইবে না। সমাজকে আহ্বান করিতে হইবে, সমাজ নিদ্রাতুর, সমাজকে জাগরিত করিতে হইবে। দৈববাণী আরও উপদেশ দিল যে, মহম্মদ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জীবিত থাকিয়া অনবরত সমাজকে আহ্বান

করিলে ও অনবরত সমাজকে জাগাইবার চেষ্টা পাইলেও মোহনিদ্রায় অভিভূত সমাজ কখনও জাগরিত হইবে না ; কখনও উত্তর দিবে না—সমাজকে খোদাতালার নামে—আহ্বান কর, সমাজ উত্তর দিবে ; সেই মহান্ বিশ্বস্রষ্টার নামের মহিমায় সমাজের মোহনিদ্রা কাটিয়া যাইবে। হে দয়াময় ! তুমি অসীম, তোমার নামের মহিমাও অসীম—এজন্য সসীম মানুষও তোমার নামের মহিমায় অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনে কৃতকার্য্য হয়—ঐশীশক্তি প্রভাবে মানবীয় শক্তিও অসাধ্য সাধনায় সমর্থ হয়। অসম্ভব কল্পনা সাক্ষাৎ কার্য্যে পরিণত হয় ! ধন্য তোমার নামের মহিমা ! —ধন্য তোমার নামের গরিমা ! ! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লেখক তোমার নামের মহিমা কীর্ত্তনে সম্পূর্ণ অক্ষম।

যাহা হউক, সেই দৈববাণী সমন্বিত উপদেশাবলী যেন মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের হৃদয়ফলকে জ্বলন্ত অক্ষরে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল। তিনি সেই নিশীথে ত্রাস-কম্পিত-কলেবরে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পতিব্রতা খোদেজা বিবি স্বামীর গৃহ প্রত্যাগমন জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। হজরত মহম্মদের তখনও ত্রাস দূর হয় নাই, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল এবং দর দর ধারে স্বেদধারা বিগলিত হইতেছিল। খোদেজা বিবিকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন,"খোদেজা ! ধর, ধর, আমায় বস্ত্রাবৃত করিয়া ধর (জম্মলোনি)"। খোদেজা বিবি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শয্যার উপর শায়িত করাইয়া বস্ত্রাবৃত করতঃ চাপিয়া ধরিলেন—সে অবস্থাতেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ কম্পনে পুণ্যবতী খোদেজা বিবিও কম্পিতা হইতে লাগিলেন। পরে বহু বিলম্বে তাঁহার কম্পন দূরীভূত হইলে তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, তখন সম্মুখে উপবিষ্টা ম্রিয়মাণা পতিবেদনা-ব্যাকুলিতা বিবি খোদেজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিন্

আপনার কি হইয়াছে ? ত্বরায় বলুন"। হজরত উত্তর করিলেন, "সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ ! ভয়ঙ্কর ব্যাপার !! আমার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না ; বুঝিবা আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।" খোদেজা বিবি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "স্বামিন্, সত্যবাদিন্—পরহিতকারিন্ ! কিসের সর্ব্বনাশ, কিসের ভয়ঙ্কর ব্যাপার—আমি তাহা বিশ্বাস করি না ? কিন্তু নিশীথ সময়ে অরুণোদয়, অমারজনীতে চন্দ্রোদয়, শীতল সরসী সলিলের অনলোদ্গীরণ, অচল ভূধরবৃন্দের ত্বরিত গমন প্রভৃতি অসম্ভব ঘটনাবলী আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিলে, আমি নিঃসঙ্কোচে তাহা বিশ্বাস করিব—কারণ আমি জানি, আপনি চিরকাল সত্যবাদী। সুতরাং আমি কি আপনাকে বিশ্বাস করিব না ? পতিব্রতা স্ত্রী কি কখনও স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারে ? যদি আপনার উপর বিশ্বাস করিবার সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিধা থাকিবে, তবে খোদেজা আপনা হইতেই উপযাচিকাভাবে আপনার চরণতলে আশ্রয় লইবে কেন ? এই খোদেজা—এই চিরদাসী খোদেজা মনের দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে তাহার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আপনার চরণপ্রান্তে উপহার দিয়াছে। কি অসম্ভব ব্যাপার—আপনার সর্ব্বনাশ হইবে ! স্বামিন্ ! আপনি দরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করেন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেন, পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালক বালিকা নিচয়ের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন, বিধবাদের ভরণ পোষণে যত্ন লন, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সদাচার ও সদ্ব্যবহার করেন, স্বদেশী বিদেশী অতিথি পথিক ও পরিব্রাজক সকলেরই সহিত সাধু ব্যবহার করেন—তবে কেন আপনার অমঙ্গল হইবে ? সৎকর্ম্মের ও সদাচারের প্রতিদান কি অমঙ্গল ? সুতরাং আপনি বিকারগ্রস্ত ! ইহা অসম্ভব ! সর্ব্বমঙ্গলময় মঙ্গলনিধান আপনার মঙ্গল করিবেন। অতএব বলুন, আপনার কি হইয়াছে ?"

খোদেজা বিবির সুধাসিক্ত সম্ভাষণে ও আপ্যায়নে মহাপুরুষ পুলকিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট সেই মধ্য নিশার গিরিগুহাঘটিত ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। পতিপ্রাণা খোদেজা বিবি তৎক্ষণাৎ গর্ব্বস্ফীত বক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন। "আমি খোদাতালার শপথপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি, আপনি তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক, আমি আপনাকে খোদাতালার বার্ত্তাবহ ধর্ম্মপ্রচারক (পয়গম্বর) বলিয়া বিশ্বাস করিলাম এবং আমি ঐ প্রচারকের দাসী হইয়া ধন্য হইলাম! আমার জন্ম আমার পতিভক্তি এবং পতি আরাধনা আজ সফল হইল।" প্রেয়সী পত্নী সগর্ব্বে তাঁহাকে "খোদাতালার বার্ত্তাবহ ধর্ম্মপ্রচারক" বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহার দেহ মন আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়া গেল—শুষ্ক মনে শান্তিবারি সিঞ্চিত হইল। এই নারীকুল বরণীয়া অসামান্যা ললনা সর্ব্বাগ্রে "ইসলামের" অনন্ত শান্তিপ্রস্রবণে অবগাহন করিয়াছিলেন বলিয়া, আজিও বিশ্ব জগতের ইসলাম সমাজ 'ওম্মল মোমেনন" বলিয়া ভক্তিপুষ্প সহযোগে তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকে। ধন্য খোদেজা, ধন্য তাঁহার পতিভক্তি, ধন্য তাঁহার ইসলাম-প্রীতি! বলিতে গেলে তিনিই ইস্‌লাম প্রচারের ভিত্তিভূমি! সেই ভিত্তিভূমির প্রাসাদে ইস্‌লাম-প্রাসাদ নভস্পর্শী-রূপে দণ্ডায়মান,—ইস্‌লাম আজ দিগন্ত প্রসারিত, জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; "ইস্‌লাম রবির" শান্ত শুভ্রকিরণে আজ সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত। গিরিকন্দরের একেশ্বরবাদের সেই অব্যক্ত মহান্ ধ্বনি, তাঁহার পতিভক্তি-পবিত্র-হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত মিশিয়া শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অবহেলা করিয়া, বিপুল বিস্তৃত মরুস্থল ও গিরি-প্রান্তর ভেদ করিয়া এবং বিশাল বারিধিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া জগতের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে! সেই বিভুপ্রেমের রসাভিষিক্ত মধুর-আরাব—জগতের অসংখ্য নরনারীর শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে জরাবার্দ্ধক্য

বিরহিত অমর করিয়া তুলিয়াছে! যাহারা চির বধির, তাহাদেরও শ্রবণ-পটহ ঐ মহান্ ধ্বনির ঘাত প্রতিঘাতে শব্দায়মান হইয়া, তাহার সমুচ্চ-ভাব পরিগ্রহে সমর্থ হইয়াছে! মোহনিদ্রায় অভিভূত, লুপ্তচৈতন্য কত সম্প্রদায়, সেই ভীম ভৈরবনিনাদে জাগরিত ও চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া অসাধ্য সাধনা ও কল্পনাতীত কার্য্যকলাপ দ্বারা জগতের ইতিহাসকে চমকিত করিয়াছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দৈববাণীর প্রমাণ আলোচনা।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সকল প্রাচীন ধর্ম্মের ভিত্তিই দৈববাণীর উপর সংস্থাপিত। দৈববাণীর প্রসাদ লাভ না করিয়া কোন প্রাচীন ধর্ম্মই জগতে আধিপত্য লাভ করিতে পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে কতিপয় ধর্ম্ম-প্রাণ মহাত্মার ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দিতেছি।

মহা জলপ্লাবনের বিষয় হজরত নূহ পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই—দৈববাণীই তাঁহার জলপ্লাবনের সংবাদ জানাইয়া দেয় এবং তিনি দৈবাদেশ ক্রমেই জাহাজ প্রস্তুত করেন।*

হজরত এবরাহিমের প্রতি এইরূপ দৈববাণী হয় যে, "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব।" †

হজরত এবরাহিম একদিন গ্রীষ্মকালে শিবিরদ্বারে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে তিনজন পথিককে দেখিতে পাইয়া সযত্নে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের আহারাদির সংস্থান করাইয়া দেন। আহারান্তে ঐ তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন কহিলেন, "এই ঋতু পুনরায় উপস্থিত হইলে আমি অবশ্য ফিরিয়া আসিব। তৎকালে তোমার স্ত্রী

---

* বাইবেল আদিপুস্তক—৬ অধ্যায়।

† বাইবেল আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়।

সারার এক পুত্র হইবে।" তৎকালে হজরত এবরাহিমের বয়স ১০১ ও সারার বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর হইয়াছিল এবং সারার সন্তান জন্মিবার কোন লক্ষণই ছিল না। এজন্য সারা সন্তান প্রসব করা অসম্ভব মনে করিয়া হাসিলেন—তাহাতে সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন, "কোন কর্ম্ম কি খোদাতালার অসাধ্য?" * সেই সময় হইতে সারার গর্ভ সঞ্চার হয় এবং সেই গর্ভে হজরত এসহাকের জন্ম হয়।

হজরত এবরাহিম আপন পুত্র এসহাককে খোদাতায়ালার আদেশক্রমে কোরবানী (বলি) দিবার জন্য এক পর্ব্বতের উপর লইয়া যান। তথায় তাঁহাকে কোরবানী দিবার জন্য হজরত এবরাহিম যেমন হস্ত বাড়াইলেন, "তেমন সময়ে আকাশ হইতে মহাপ্রভুর দূত তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে এব্রাহাম, হে এব্রাহাম—যুবকের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিও না—এখন আমি বুঝিলাম, তুমি খোদাতালাকে ভয় কর।" তৎপর হজরত এবরাহিম পশ্চাদ্দিকের ঝোপে একটী মেষ দেখিয়া তাহাই কোরবানী করিলেন।†

হজরত এসহাকের স্ত্রী রেবেকা এককালে দুই পুত্র গর্ভে ধারণ করেন। ঐ পুত্রদ্বয় গর্ভমধ্যে জড়াজড়ি করায় সম্ভবতঃ তিনি বেদনায়

* বাইবেল আদি পুস্তক ১৮ অধ্যায়।

† ঐ ২২শ অধ্যায়। বাইবেলে হজরত এব্রাহিম, এসহাককে কোরবাণী দিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে এবং কোরাণ শরীফে, হজরত এসমাইলের কোরবাণীর বিষয় লিখিত হইয়াছে। অতএব হজরত এব্রাহিম, দুই পুত্র এসমাইল ও এসহাকের মধ্যে কাহাকে কোরবাণী দিতে গিয়াছিলেন, তাহা লইয়া গোলযোগ ঘটিবার বিষম সম্ভাবনা।—বিশেষতঃ কোরাণের ব্যাখ্যাকারী সুধী মহাত্মাগণের মতে এসমাইলের কোরবাণীর সময় হজরত এসহাকের আদৌ জন্ম হয় নাই—অতএব, এসমাইলকে, এসহাক ধরিয়া লইবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। এতদ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

কাতর হইয়া খোদাতালাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন—তাহাতে খোদাতালা উত্তর করিলেন—"তোমার জঠরে দুই জাতি আছে ও তোমার উদর হইতে দুই বংশ বিভিন্ন হইবে; এক বংশ, অন্য বংশাপেক্ষা বলবান্ হইবে ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে।" * রেবেকার ঐ গর্ভ হইতে হজরত ইউসা ও ইয়াকুবের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ ইউসা ও কনিষ্ঠ ইয়াকুবের মধ্যে গুরুতর মনোমালিন্য হইয়াছিল এবং ইয়াকুব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভয়ে কেনান হইতে পলাইয়া পদ্দন অরাম নামক স্থানে গমন করিলেন।

হজরত ইয়াকুবের উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একাকী সমস্ত রাত্রি মনুষ্যবেশধারী খোদাতায়ালার সহিত যুদ্ধ করিয়া "এসরাইল" আখ্যায় আখ্যাত হইলেন এবং বলিলেন "আমি খোদাতালাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।" †

মহাপুরুষ মুসা—খোদাতালার পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া এক ঝোপের মধ্যস্থিত অগ্নিশিখার মধ্যে স্বর্গীয় দূতের দর্শন লাভ করেন—ধূধূ করিয়া অগ্নিরাশি জ্বলিতেছে, তথাপি ঐ ঝোপ দগ্ধ হইতেছে না দেখিয়া তিনি ঐ ঝোপের নিকটবর্ত্তী হইলে সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রদেশ হইতে গুরু গম্ভীর স্বরে ধ্বনি হইল, "মুসা, পাদুকাসহ এই পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করিও না।—আমি তোমার পিতার খোদাতালা, এবরাহিমের খোদাতালা ও ইয়াকুবের খোদাতালা।" মুসা সেই ধ্বনি শুনিয়া ভীত ও কম্পিত কলেবর হইলেন।" ‡

খোদাতালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুসা, তোমার হাতে ও কি?" মুসা, বিনীতভাবে উত্তর দিলেন "যষ্টি।" তৎপর তিনি খোদাতালার আদেশ

* বাইবেল আদি পুস্তক ২৫ অধ্যায়। † ঐ ৩২ অধ্যায় ২৪—৩২।
‡ বাইবেল যাত্রা পুস্তক ৩য় অধ্যায়।

ক্রমে ঐ যষ্টি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ উহা এক বৃহদাকার সর্পে পরিণত হইল—তিনি উহা দেখিয়া ভয়ে সরিয়া পড়িলেন। খোদাতালা পুনরপি আদেশ করিলেন, "মুসা হাত বাড়াইয়া ঐ সাপকে ধরিয়া লও।" মুসা যেমন উহা ধরিলেন, তেমনি উহা পুনরায় যষ্টিতে পরিণত হইল। *

এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মপ্রচারক যিহোশূয়ের প্রতি দৈববাণী হওয়া, † খোদাতালা ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য হইতে হজরত আইয়ুবের সহিত বাক্যালাপ করা ‡ এবং আরও অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকের প্রতি দৈববাণী হওয়ার বিস্তর বিবরণ বাইবেলের পুরাতন নিয়মাবলীর (Old Testament এর) মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তৎসমুদয়ের প্রত্যেকের বিবরণ উল্লেখ করিবার এখানে তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। বর্ত্তমানের খৃষ্টান জগত্ যে নূতন নিয়মাবলীর (New Testament) শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, তাহারও ভিত্তি কেবল দৈবঘটনা ও দৈববাণীর উপর সংস্থাপিত। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

মুসলমান সুধিমণ্ডলীর মতে বিবি মরিয়ম (The Vergin Mary) অবিবাহিতা ও চিরকুমারী ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মতে তিনি যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা ছিলেন ; ¶ পরন্তু তিনি ঐরূপ বাগ্দত্তা থাকিলেও কিম্বা যোসেফের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া থাকিলেও, তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বেই মরিয়মের গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল। মথি বলেন, —ঐ গর্ভ পবিত্র আত্মা হইতে রক্ষিত হইয়াছিল। ঐ "পবিত্র আত্মা" শব্দ এখানে স্পষ্টতঃ খোদাতালা শব্দে প্রযোজ্য হইয়াছে—অতএব, খোদা-

* ঐ ৪র্থ অধ্যায়।

† যিহোশূয় পুস্তক ৩য়, ৪র্থ অধ্যায়।

‡ ইয়োবের বিবরণ পুস্তক, ৩৮।৪০ অধ্যায়। ¶ মথি প্রথম অধ্যায়।

তালা যদি মনুষ্য বেশ ধরিয়া স্বাভাবিক ভাবে মরিয়মের গর্ভোৎপাদন করা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে খোদাতালাকে নিরাকাঙ্ক্ষ বলিতে পারা যায় না ; তাহা হইলে খোদাতালা হিন্দুর পুরাণোক্ত দেবতাগণের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত হইয়া পড়েন। অতএব, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লিখিত খোদাতালার দূত হজরত জিবরাইল, বিবি মরিয়মের নিকট অবতীর্ণ হইয়া "তোমার গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন" * বলায় তদবধি তাঁহার গর্ভ সঞ্চারিত হওয়া ধরিয়া লইলে, নিরাকাঙ্ক্ষ ও নিরাসক্ত খোদাতালার প্রতি মানবীয় স্বভাব আরোপের অভিযোগ করা যাইতে পারে না। সুতরাং কাহারও বিনা সহবাসে, খোদাতালার আদেশক্রমে সতী সাধ্বী কুমারী মেরীর গর্ভ সঞ্চারিত হয়।

মথি বলিতেছেন, ঐ গর্ভ লক্ষণ দেখিয়া যোসেফ মেরীকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। তৎকালে খোদাতালার এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন—"যোসেফ, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না।" "আর তিনি যে পুত্র প্রসব করিবেন, তাঁহার নাম যীশু রাখিবে।"+

জুদিয়া প্রদেশের রাজা হেরোদের সময়ে, যীশুর জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের পর, বিবি মরিয়মের স্বামী যোসেফ, স্বপ্নযোগে এক স্বর্গীয় দূতের সাক্ষাৎ পান এবং ঐ দূত তাঁহাকে বলেন যে, হেরোদ রাজা শিশু যীশুর প্রাণবধে খড়্গহস্ত। অতএব "ঐ শিশু ও তাহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর।" ঐ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া যোসেফ বিবি মরিয়ম

* কোরাণ।
+ মথি প্রথম অধ্যায়।

এবং শিশু যীশুকে লইয়া রাত্রিযোগে মিসরে পলায়ন করিলেন এবং রাজা হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিলেন। হেরোদের মৃত্যু হইলে আবার স্বর্গীয় দূত স্বপ্নে যোসেফের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "উঠ, শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে লইয়া 'ইস্রায়েল দেশে' (জুদিয়া প্রদেশে) প্রতিগমন কর।" সুতরাং যোসেফ তাঁহাদিগকে লইয়া জুদিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে হেরোদের পুত্র 'আর্খিলায়' রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট; যোসেফ ঐ সংবাদ অবগত হইয়া 'জুদিয়ায়' যাইতে ভীত হইলেন এবং পুনরায় স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া গালিল প্রদেশের নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বাস করিলেন।*

মহাত্মা যীশু জর্দ্দন নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক পবিত্র হইয়া (বাপ্তাইজিড হইয়া) উঠিলেন, স্বর্গদ্বার তাঁহার নিমিত্ত উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং "তিনি খোদাতালার আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপর নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, ইনি (যীশু) আমার প্রিয়পুত্র, ইঁহাতেই আমি প্রীত।" † খৃষ্টানগণ অন্তরের ভক্তির সহিত ঐ দৈবঘটনা ও দৈববাণী বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

বাইবেলের নূতন নিয়মাবলীর (New Testament) মধ্যে মেষ পালকের নিকটও স্বর্গীয় দূতের উপস্থিতি ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। লুক বলিতেছেন যে, যীশু জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার

---

* মথি ২য় অধ্যায়। নাসরৎ নগর, মুসলমানদিগের নিকট নাসেরা নামে অভিহিত; নাসেরা আরবী শব্দের অর্থ "আশ্রয়" এজন্য খৃষ্ট মতাবলম্বীগণ আরবদিগের নিকট "নাসেরা" বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকেন।

† মথি তৃতীয় অধ্যায়। লুক তৃতীয় অধ্যায়। মার্ক প্রথম অধ্যায়। মার্ক ঐ প্রথম অধ্যায়ে আরও উক্ত হইয়াছে—"যীশু চল্লিশ দিন প্রান্তরে থাকিয়া শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন, আর তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে রহিলেন এবং (স্বর্গীয়) দূতেরা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন।

জন্মস্থান অঞ্চলে মেষপালকেরা রাত্রিকালে প্রান্তরস্থিত মেষদলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। এমন সময়ে তাহাদের নিকটে এক স্বর্গীয় দূত দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহাদের চারিদিকে খোদাতালার প্রতাপ দেদীপ্যমান হইল। সেই ব্যাপার দেখিয়া তাহারা একেবারে ভয় বিহ্বল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন সেই স্বর্গীয় দূত তাহাদিগকে কহিলেন, "ভয় করিও না—আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ সমস্ত লোকেরই হইবে।—অদ্য দায়ূদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন; তিনি খৃষ্ট প্রভু।"—অনন্তর অকস্মাৎ স্বর্গবাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া খোদাতালার স্তবগান করিতে লাগিলেন।*

হজরত নুহ, এবরাহিম, ইয়াকুব, মুসা. যিহোশূয়, আইয়ুব এবং যোসেফ ও যীশুর উপর দৈববাণী হইতে পারিলে, ঐ দৈববাণী ও দৈবাক্রিয়া দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক পদে বরিত হইতে পারিলে এবং স্বর্গীয় দূত তাঁহাদের নিকট গমনাগমন করিতে পারিলে, এমন কি মেষপালকের নিকটেও স্বর্গীয় দূতের আবির্ভাব হইতে পারিলে, হজরত মহম্মদের প্রতি কেন যে দৈববাণী হইতে পারে না এবং কেনই যে দৈবঘটনা বশে পরাৎপর বিশ্বস্রষ্টার প্রদত্ত সত্য ধর্ম্মজ্ঞানলাভ করিতে পারেন না এবং কেনই যে তাঁহার ঐ দাবী মিথ্যা সাব্যস্ত হইবে, তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন ধর্ম্মপ্রচারক উক্তরূপ দৈববাণী ও দৈবঘটনা বশে পরিচালিত না হইলে এবং কেবলই হজরত মহম্মদ ঐ মত প্রচার করিয়া গেলে, অবশ্য তাহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে নানারূপ সন্দেহ হইতে পারিত। অতএব সকল ধর্ম্ম-প্রচারক, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশে যখন ঐ এক পথেরই

* লূক—দ্বিতীয় অধ্যায়।

পষিক, তখন হজরত মহম্মদের সেইরূপ মতকে কুহেলিকাময় বা অন্ধ-বিশ্বাসমূলক বলা যাইতে পারে না। *

মিঃ গিবন।—প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ গিবন, হজরত মহম্মদের প্রতি গিরিকন্দরের "দৈববাণীকে", "একাগ্র চিন্তার" ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি যদি দয়া করিয়া, যীশুর প্রতি আত্মা কপোতরূপে নামিয়া আসা ও দৈববাণী হওযা সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া, সেই দুই ঘটনাকে একাগ্র চিন্তার ফল বলিয়া, হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন. তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহার সমালোচনা পক্ষপাতশূন্য হইতে পারিত। মিঃ গিবন তাহা না করিয়া, কেবল হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করায় তাঁহার বিচার সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত হইয়াছে।

দৈববাণীর প্রতি অনাস্থার কারণ—দৈববাণীর প্রমাণ যাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও অনেক দৈববাণী ও দৈব ক্রিয়ার বিষয় বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মাবলীতে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল প্রমাণের বর্ত্তমানতা স্বত্বেও এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য-যুগের কেহ কেহ দৈববাণী বা দৈবক্রিয়ার উপর আস্থা স্থাপন করিতে

---

* পুরাণ কথনে অনেকেই অবগত আছেন যে, রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করিতেন; তিনি নিতান্ত মূর্খ, দুর্দ্ধর্ষ ও পাষাণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একদা বন মধ্যে একটী পক্ষীর প্রতি নিষাদকে (বেদেকে) শর লক্ষ্য করিতে দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতি সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"

ঐ রত্নাকর মহর্ষি বাল্মিকি নাম ধারণ করিয়া রামায়ণ নামক মহাকাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া যান। কথিত আছে যে, বাল্মিকি সরস্বতীর বর লাভ করিয়া ঐরূপ পণ্ডিত হইতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা রত্নাকরের ঐরূপ ভাবের পরিবর্ত্তনকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট হজরত মহম্মদের প্রতি দৈববাণী মিথ্যা হইবে কিরূপে?

চাহেন না। কেননা, পূর্ব্বতন লোকদের মধ্যে অনেকে যেখানে সেখানে আকাশবাণী ও দৈবঘটনার বীজ এরূপ ভাবে ছড়াইয়া গিয়াছেন যে, তাহা হইতে প্রায়ই অনেক আগাছার উদ্ভব হইয়াছে এবং ঐ সকল আগাছা অত্যল্পকাল মধ্যেই কীট-দষ্ট ও ধরণীর ধূলিকণায় পরিণত হইয়া কোন্ দিকে উড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল আগাছার হঠাৎ উত্থান ও পতন দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, দৈববাণী বা দৈবঘটনার বীজে বুঝি সারবান তরুর উদ্ভব একেবারেই হয় না এবং এই জন্যই দৈব ঘটনার প্রতি কাহারও কাহারও আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না। কারণ কেহ হয়ত শেওড়াতলায় কিছু দিন ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া প্রকাশ করিল—"আমার প্রতি এইরূপ দৈববাণী হইয়াছে।" কেহ হয়ত দুই চারি মাস কোন পীর ফকির বা সাধু সন্ন্যাসীর চেলা হইয়া থাকিয়া হঠাৎ আপনাকে দৈবজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিল কেহ হয়ত দুই দশ দিন, কোন মস্‌জেদে বা মঠে মন্দিরে থাকিয়া দৈবজ্ঞ সাজিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং নানারূপ 'বুজরগী জাহির" করিতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগে তেমন ভক্তপিশাচের দলও অগণ্য। অতএব এই সকল কারণে দৈববাণীর প্রতি কাহারও কাহারও অনাস্থা জন্মিয়াছে, সুতরাং আমরা প্রকৃত দৈববাণী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৈজ্ঞানিক সমালোচনা।—বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজ প্রায়ই বিজ্ঞানের দীক্ষা প্রাপ্ত ও বিজ্ঞানবশে পরিচালিত। সুতরাং বিজ্ঞান যে ঘটনার সমর্থন করে না, সে ঘটনা তাঁহাদের নিকট "ঠাকুর মার" উপকথার ন্যায় নিতান্ত উপহাস্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মানব যতই উচ্চ শিক্ষার পথে প্রধাবিত হইতেছে, যতই জ্ঞান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছে, ততই উচ্চ চিন্তা এবং নিগূঢ়

তত্ব ভেদের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। সেই উচ্চ চিন্তা এবং নিগূঢ় তত্বভেদের প্রয়াস ও কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ অন্বেষণে ব্যাপৃত হওয়া এখনকার স্বাভাবিক নিয়ম হইয়াছে। যেখানে কোন ঘটনার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণীত হয়, সেই খানেই বিজ্ঞান তাহাকে সত্য বলিয়া প্রকটিত করে। সত্য নিরূপণ সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবে বিজ্ঞানের আশ্রয় লওয়া ও যুক্তি-তর্কের প্রয়োগ করা যে, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহা কোন মতে বলিতে পারা যায় না। বরং শাস্ত্র যাহা বলিয়া যাইতেছে, তাহা সত্য হইতে পারে কি না, অথবা তাহা কুসংস্কারমূলক, তাহার পরীক্ষা কার্য্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কের আশ্রয় লইয়া, সত্য অন্বেষণের দিকে অগ্রসর হওয়াই উচিত। কিন্তু, বিজ্ঞান যদিও বর্ত্তমান যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া যাইতেছে, যদিও বিজ্ঞানের প্রচার সর্ব্বত্র ব্যাপী হইয়াছে এবং যদিও বিজ্ঞান অনেক আশ্চর্য্য বিষয় আবিষ্কার করিয়াছে, তথাপি উহা এখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।—বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ, অপরিণত এবং তর্কবিতর্কের বিষয়ীভূত। একজন বৈজ্ঞানিক কোন এক বিষয়ের মীমাংসাকল্পে যে মত প্রকাশ করেন কিম্বা যে পথ অবলম্বন করেন, হয়ত অন্য বৈজ্ঞানিক সেই একই বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে অন্যমত ও অন্য পথ প্রদর্শন করেন। এতৎসম্বন্ধে দুই চারিটা দৃষ্টান্ত এই পারচ্ছেদেই প্রসঙ্গ ক্রমে প্রদত্ত হইতেছে। তদ্ব্যতীত অনেক সময়ে অনেক বৈজ্ঞানিকের বহু চিন্তা ও গবেষণায় যে যে ফল নিরূপিত হয়, তৎসমুদয় ফল ঠিক নির্দ্দেশমত প্রত্যক্ষীভূত হয় না; কাজেই বিজ্ঞানকে এখনও সর্ব্বাঙ্গ সুসম্পন্ন বলিতে পারা যায় না।

বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ ও অপরিণত থাকিলেও এযাবৎ কাল অনেক নূতন তত্ব জগতে প্রচার করিয়াছে এবং কুসংস্কারাপন্ন জগৎকে

সত্তা নিরূপণের জন্য চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে। সুতরাং এই বিজ্ঞান যদি দৈবঘটনার কোনরূপে সমর্থন না করে, তাহা হইলে দৈব ঘটনার প্রতি কতকটা অনাস্থা জন্মিবার যে সম্ভাবনা নাই, তাহা কেমন করিয়া বলিব ?

একটা বিদ্যুতের কথা লইয়াই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, উহা দ্বারা অনেক অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবে পরিণত ও প্রত্যক্ষীভূত হইবার প্রমাণের সহায়তা করিবে। ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার মধ্যে সৌদামিনীর সুচঞ্চল হাস্য কি ভীষণ! কিরূপ তেজস্কর এবং কেমনই বা বেগবান্! সে হাস্য স্থিরভাবে দেখিবার শক্তি চক্ষুর নাই; তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিলেই চক্ষু সমস্ত অন্ধকার দেখে। সৌদামিনী তাহার সেই চঞ্চল হাস্য লইয়া যাহার উপর পতিত হয়, তাহাকে একেবারে ভস্মে পরিণত করিয়া দিয়া কোন্ দিকে নিমেষের মধ্যে ছুটিয়া যায়, তাহা নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। সৌদামিনী এতই তেজোময়ী—এতই জ্বালাময়ী—এতই বেগবতী! কিন্তু, বিজ্ঞান জগৎকে সেই তড়িৎ উৎপন্ন ও প্রয়োগ করিবার কৌশল শিখাইয়া এক অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ব্যাপারকে মানবের নিত্য সহচর করিয়া তুলিয়াছে। এখন তড়িৎ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারযোগে বহুদূরের সংবাদ বহিয়া আনিতেছে, বৈদ্যুতিক পাখা আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় ব্যজন করিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া দিতেছে; বৈদ্যুতিক আলোক সর্ব্ববিধ আলোকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বৈদ্যুতিক যান (ট্রামগাড়ী) বিনা ষ্টীমে, বিনা ধূমে এবং বিনা জল অগ্নিতে বিপুল বেগে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে। প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক বায়ু-জাহাজ অসংখ্য প্রাণী বহিয়া শূন্যপথে উড়িয়া অনায়াসে দেশ বিদেশে, কত বন্ধুর পার্ব্বত্যপথ এবং দুস্তর বারিধি-বক্ষের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে। আবার তারশূন্য টেলিগ্রাফের আবিষ্কার

হইয়া জগৎকে চমকিত করিয়াছে। এই বিদ্যুৎ দ্বারা জগতে আরও কত শত নূতন ও আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধিত হইতেছে, তৎসমুদয়ের এক একটী করিয়া উল্লেখ করিবার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই।

এখন বিদ্যালয়সমূহে যথারীতি বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যয়ন চলিতেছে শিক্ষার্থীদিগকে নানারূপ যন্ত্র সাহায্যে বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শিত হইতেছে এবং সর্ব্বত্র বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবল স্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। কাজেই জগৎ বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য ক্ষমতা স্বপ্নকল্পিত ক্ষমতাবৎ মনে না করিয়া যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইতেছে। কিন্তু, একদিন এই বিজ্ঞানের অদ্ভুত ক্ষমতা মৃত্তিকাগর্ভে এমন ভাবে প্রোথিত ছিল যে, জগৎ উহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত ছিল না। বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য ক্ষমতা জগৎব্যাপিনী না হইলে, কেহই তাহার উপর এত আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না। সেকালে বিদ্যুৎ দ্বারা কোন রূপে মানুষের উপকার হইতে পারে, কেহ এমন কথা বলিলে হয়ত, তাঁহাকে জনসমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত হইতে হইত এবং তাঁহার উক্তিটি প্রলাপ ও হাস্যোদ্দীপক হইয়া পড়িত। তেমনি দৈববাণী রূপ একটী গূঢ়তত্ত্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের গর্ভে নিহিত থাকায় এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি বিদ্যালয়সমূহে অধীত হইবার তাদৃশ নিয়ম না থাকায়, শাস্ত্রোক্ত বিষয় গুলির যথার্থতা নিরূপণ সম্বন্ধে যত্ন লইবার কিংবা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুবন্দোবস্ত না থাকায়, ঐ দৈববাণী ও দৈবঘটনা সম্বন্ধীয় সত্যানুসন্ধানের জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর একটা দুর্ভেদ্য আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই ঐ নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান ও শিক্ষা কতিপয় সংসারবিরাগী তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া বাহ্য জগতের নিকট প্রসার লাভ করিতে পারে নাই এবং শাস্ত্রকথিত দৈবঘটনা, সাধারণের চক্ষে উপকথা রূপে পরিণত হইয়াছে। নচেৎ খোদাতালার

প্রত্যাদেশ যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের শ্রবণকুহরে দৈববাণীরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, এরূপ অনুমান করিবার কোনই সঙ্গত কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না।

তাড়িৎ বার্ত্তাবহ। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক আলোচনা করিলেই জানা যায় যে, বিজ্ঞান দৈবঘটনা সম্পন্ন হইতে পারিবার বিষয় আমাদিগের নিকট প্রতি মুহূর্ত্তে সাক্ষ্য দিতেছে এবং বিজ্ঞানই দৈবঘটনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে প্রবৃত্তি দিতেছে। তাড়িৎ-বার্ত্তাবহই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বহু বৎসরের গবেষণার ফলে বিভিন্ন জাতীয় ধাতুর সংস্পর্শে তাড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে বৈজ্ঞানিকগণ একটা তামার বাক্স ও একটা দস্তার বাক্স দূরে দূরে স্থাপন করিলেন এবং ঐ দুই বাক্স ভেদ করিয়া এক গাছা তার যোগ করিয়া দিলেন। তারযোগে ঐ দুই ধাতুর বাক্সের সংযোগে তড়িৎ উৎপন্ন হইল এবং মানবের বুদ্ধিবলে তাহাকে আবার স্বরবিশিষ্ট করতঃ "টক্ টক্ টরে টক্কা" ইত্যাদি নানারূপ শব্দে পরিণত করায় মানবজাতির প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঐ শব্দগুলির সাঙ্কেতিক নাম রাখিয়া তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ঐ দুই ধাতুর মধ্যে তারযোগে দূরতর স্থানে সংবাদ প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হইল। একশত মাইল বা পাঁচ শত মাইল যত দূর যাওয়ানই হউক না কেন, একটা বাক্সে যে যে শব্দ করা যাইতে লাগিল, তাড়িৎ-বলে তারযোগে সেই শব্দ অন্য বাক্সে যাইতে লাগিল। ঐ "টক্ টক্ টরে টরে টক্কা" প্রভৃতি শব্দই বিশ্বজগতে সংবাদ আদান প্রদানের দূত হইয়া গেল।

বিজ্ঞানই দেখাইয়া দিতেছে যে, প্রাণি-শরীরমাত্রেই তড়িৎ আছে এবং সেই তাড়িৎ দ্বারাই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইতেছে, সেই তড়িৎকে

ধরিয়াও তাহার দ্বারা কার্য্য লইবার কল্পনা জল্পনা চলিতেছে। যদি মানুষশরীরকে প্রাণি-শরীর হইতে বাদ দেওয়া না হয় এবং খোদাতালাকে নির্জ্জীব কল্পনা করা না হয়,তাহা হইলে সেই মহান্ খোদাতালা কি বায়বীয় তারযোগে কোন ব্যক্তি বিশেষকে কোন সংবাদ দিতে পারেন না? সেই মহান্ খোদাতালার প্রত্যাদেশ,"টক্ টক্ টরে টরে টক্কা"এই সাঙ্কেতিক ধ্বনিতে কি কাহারও প্রাণ নাচাইয়া তুলিতে পারে না? টেলিগ্রাফের তার যখন শত শত কানন, কান্তার, পর্ব্বত, মরুভূমি ও বিশাল বারিধি-বক্ষ ভেদ করিয়া দেশ দেশান্তরে সংবাদ আদান প্রদান করিতেছে, তখন খোদাতালাকে যদি মহাকাশের উচ্চতম স্থানে অবস্থিতি করাও ধরিয়া লওয়া যায়, তবে কি তাঁহার প্রত্যাদেশ মহাকাশের শূন্যময় দেশ প্রদেশ সকল ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিতে পারে না?

তারহীন টেলিগ্রাফ। পৃথিবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তড়িতে পরিপূর্ণ, বিজ্ঞান বহুকাল যাবৎ সেই তড়িৎকে বশবর্ত্তী করিয়া তাহার দ্বারা কার্য্য লইবারও চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। সে চেষ্টাও সম্প্রতি ফলবতী হইয়াছে এবং তাহার ফলস্বরূপ তারহীন টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হইয়াছে। টেলিগ্রাফ করিবার জন্য এখন আর তার খাটাইতে হইবে না। স্থানে স্থানে তামা ও দস্তার বাক্স বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসারে স্থাপন করিলেই তদ্দ্বারা সমস্ত সংবাদ আদান প্রদান চলিবে। এই তারশূন্য টেলিগ্রাফের ক্রমশঃ বহুল প্রচলন হইয়া আসিতেছে। অতএব, এই তারহীন টেলিগ্রাফও বিনা তারে দৈববাণী আসিতে পারার বিশ্বাসকে প্রগাঢ় করিয়া দিতেছে।

টেলিফোন। টেলিফোন নামক সংবাদ আদান প্রদানের যন্ত্রটাও বিজ্ঞান কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহা প্রধান প্রধান নগরের মধ্যে 'জরুরি' সংবাদ বহিয়া লইয়া খুব দ্রুতবেগে ছুটাছুটি করিতেছে।

টেলিফোন যন্ত্রের নিকটে গিয়া যে সকল কথা বলা হয়, উহার তার সেই কথাই বহিয়া অন্য স্থানে লইয়া যায়। সেখানে টেলিগ্রাফের শব্দের ন্যায় সাঙ্কেতিক শব্দকে, প্রকৃত শব্দ খাড়া করিবার জন্য আর পরিশ্রম করিতে হয় নাই। টেলিফোনের ঐ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়াও কি আমরা দৈববাণীর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি না?

গ্রামোফোন। গ্রামোফোন নামক সঙ্গীত যন্ত্রও দৈববাণীর যথার্থতা সম্বন্ধে আমাদের নিকট জ্বলন্তভাবে সাক্ষ্য দিতেছে এবং হজরত মহম্মদের কথিত "একরা" প্রভৃতি শব্দগুলি খোদাতালার বাণী হওয়ার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিয়া দিতেছে। বহু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের প্রমাণে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, হজরত মহম্মদ লেখাপড়া জানিতেন না, আরবী ভাষায় তাঁহার জ্ঞান ছিল না এবং তিনি কবি বা গ্রন্থকারও ছিলেন না। এমত অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ ভাষায় "একরা" প্রভৃতি শব্দগুলি বাহির হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে কি? হাঁ—উহা আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে; কিন্তু অলৌকিক নহে! এখন গ্রামোফোন ঐরূপ ব্যাপারকে অলৌকিক বা মানব-সাধ্যাতীত কার্য্য না থাকা সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছে। কোন্ কালে লালচাঁদ বড়াল, ইহ জগৎ হইতে 'কুচ' করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নির্জ্জন কক্ষমধ্যে বসিয়া যে গান গাহিয়া গিয়াছেন, সেই গান সেই সুরে ও সেই স্বরে আজিও গ্রামোফোনের প্লেটে উঠিতেছে—ডাক্তার একবার দিল্লীতে বসিয়া যে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়াছেন, আজি কলিকাতার বাজারে গ্রামোফোনের প্লেটে, তাঁহার স্বরে সুরে সেই সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে। এ প্রকার অসম্ভব ব্যাপারকে আজ যখন মাথা নামাইয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে, তখন হজরত মহম্মদের মুখ হইতে উচ্চারিত "একরা" প্রভৃতি শব্দগুলিকে "দৈববাণী" বলিয়া স্বীকার করিতে কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না।

খোদাতায়ালার অস্তিত্ব।

বিষম সমস্যা।—অনেকে বলিতে পারেন, যাঁহারা খোদাতায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই কেবল দৈববাণীর যথার্থতা স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারা তাঁহার 'বাণীর' যথার্থতা স্বীকার করিবেন কিরূপে?—এই বিষম সমস্যার যথাযথ উত্তর দেওয়া নিতান্ত সুকঠিন। এই প্রশ্ন লইয়া কত কাল ধরিয়া কত শত মুনি ঋষি সাধু সন্ন্যাসী ও বিদ্বন্মণ্ডলীর কত জ্ঞান ও কত চিন্তা পর্য্যবসিত হইয়াছে, কত কাল ধরিয়া কত শত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মাথা ঘামিয়াছে, কত শত জ্যোতিষীর গণিত পর্য্যালোচনা এবং যন্ত্র বিনিয়োগ চলিয়াছে - কিন্তু যাঁহাকে কেহই সাক্ষাৎ ভাবে কোন শরীরিরূপে প্রত্যক্ষ করেন নাই ও করিতে পারেন নাই, তাঁহার অস্তিত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন কিরূপে? তবে এ কথা নিশ্চয়ভাবে বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষাৎ ভাবে খোদাতায়ালাকে প্রত্যক্ষ না করিলেও, ঐ বিদ্বন্মণ্ডলীর অধিকাংশ লোকেই কার্য্য, কারণ ও সম্বন্ধ দ্বারা খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রকটিত ঐ সিদ্ধান্ত যুগযুগান্তর ধরিয়া সত্য বলিয়া প্রায়ই সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং জগতের অধিকাংশ লোকেই ঐ সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া যাইতেছে। জগতে যে সকল ধর্ম্ম প্রাচীন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং যে সকল শাখা ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তৎসমুদয়েরই ভিত্তি যে খোদাতায়ালার অস্তিত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত, ইহা দম্ভ সহকারে বলা যাইতে পারে।

বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। বিজ্ঞানের অসাধারণ ক্ষমতা প্রভাবে

অনেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অণু পরমাণুর স্থিতি গতি নিরূপিত ও নিরাকৃত হইলেও, খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট নিরূপণ করিতে না পারায়, যাঁহারা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিজ্ঞানের দীক্ষায় দীক্ষিত, তাঁহাদের অনেকে খোদাতায়ালার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু ঐ একটি বিষয় আবিষ্কার করিতে পারে নাই—এমন নহে ; জগতের সহস্র সহস্র বিষয় ও তৎ-সমুদয়ের স্থিতি গতি এখনও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।—এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহা সাধারণ লোকে দেখিতে পায় বা জানিতে পারে, কিম্বা অনুভব করিতে পারে, বিজ্ঞান তেমন অনেক নিত্য পরিদৃষ্ট ও সংঘটিত ব্যাপারের সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সুতরাং বিজ্ঞান যে কোন বিষয় বা পদার্থের নিরাকরণ করিতে পারে নাই, তাহার অস্তিত্ব যে কোন কালে ছিল না বা নাই কিম্বা থাকিতে পারে না, এরূপ অনুমান সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমাদের এই দৃশ্যমান সৌর জগৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যায় যে, ইহার মধ্যেই অনেক এমন ব্যাপার অনাবিষ্কৃত অবস্থায় আছে যে, সেখানে বৈজ্ঞানিকের গভীর গবেষণা ও চিন্তা ধারণা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

সৌর জগৎ। প্রাচীন হিন্দু-পণ্ডিত বরাহমিহিরের মতে রবি (সূর্য্য), সোম (চন্দ্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই সাতটি গ্রহ. তৎপরবর্ত্তী জ্যোতিষীদিগের মতে সোম বা চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ বলিয়া সাব্যস্ত হইল এবং তৎস্থানে পৃথিবীকে একটি গ্রহ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল এবং রাহু ও কেতু নামক দুই গ্রহকে যোগ করিয়া মোট নয়টী গ্রহ থাকা অবধারিত হইল। গ্রহগুলির মধ্যে সূর্য্যই হইতেছে প্রধান—গ্রহরাজ। কোন কোন জ্যোতিষীর মতে সূর্য্যই

সৌরজগতের আদি, অপর গ্রহগুলি সূর্য্য হইতে এবং উপগ্রহগুলি গ্রহদল হইতে বহির্গত হইয়াছে। কিন্তু, এই সূর্য্যকে সৌরজগতের আদি ও তাহা হইতে গ্রহদল এবং গ্রহদল হইতে উপগ্রহদলের বহির্গত হওয়া ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নাই। এখানে চাক্ষুষ প্রমাণের অভাব সত্বেও, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রকটিত করা হইয়াছে এবং এ কালের অনেক প্রত্যক্ষবাদীকেও ঐ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

সূর্য্য।—আলোক পরিমাপক যন্ত্র সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটী ৫০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে সূর্য্যকে যে আকারের দেখায়, সূর্য্যের আকার তাহা অপেক্ষা অনেক বড় অর্থাৎ এই পৃথিবী অপেক্ষা তের লক্ষ বত্রিশ হাজার গুণ বড়। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের এই দূরত্ব ও প্রকাণ্ডত্ব বিজ্ঞান কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটী ৫০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়াও, গ্রীষ্মকালে পৃথিবীবাসীকে আপন তেজে দগ্ধ করিতে থাকে, সেই সূর্য্যের দেহের তাপ কত? বিজ্ঞান সে তাপেরও পরিমাণ নির্দ্ধারণে যত্ন ও প্রয়াস লইতে এবং তদ্বিষয় গবেষণা করিতে ক্ষান্ত থাকেন নাই।—সেই গবেষণার ফলে, আলোকমান যন্ত্র সাহায্যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সূর্য্যের দেহের তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রী। সুতরাং তাহা অতিশয় উত্তপ্ত। সূর্য্যের অভ্যন্তর ভাগ নানাবিধ গলিত ধাতুর দ্বারা গঠিত এবং সূর্য্য-দেহের তাপজন্য ঐ সকল ধাতু দ্রবাবস্থায় পরিণত। কিন্তু ঐ সকল দ্রবাবস্থাপন্ন ধাতু একেবারে জলবৎ তরল না থাকায় এবং গাঢ় ঘন না হইলেও কিঞ্চিৎ ঘনত্ব বিশিষ্ট থাকায়, সূর্য্যের দেহতাপে তৎসমুদয় উচ্ছলিত হইয়া পড়ে না—তবে অনবরত তাহা হইতে বুদ্বুদ উঠিয়া থাকে এবং কোন কোন বুদ্বুদ এক্ত তেজে

ও বেগে ফুটিয়া উঠে যে, তদ্দ্বারা সূর্য্যদেহে গভীর ও বৃহৎ গর্ত্ত উৎপন্ন হয়, তাহার এক একটা গর্ত্ত এত বৃহৎ হয় যে, তাহার মধ্যে দুই দশটা পৃথিবীর অনায়াসে স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে।

আমরা যে দৃষ্টিশক্তির প্রভাবে মহান্ খোদাতায়ালার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে চাই, তাহার তেজ এত ক্ষীণ যে, ঐ প্রকাণ্ড অবয়বের সূর্য্যকে আমরা একখানি থালার মত দেখি; তাহার দেহস্থ ধাতু বা গলিত পদার্থ কিম্বা তৎসমুদয়ের তেজ বা উল্লম্ফন অথবা তদ্দ্বারা বৃহদায়তন গহ্বরের অস্তিত্ব কিছুমাত্র দেখিতে পাই না। দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এবং কতকটা গণিতের সাহায্যে ও অনুমান বলে আমরা ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি। এমত স্থলে খোদাতায়ালাকে যদি সূর্য্যের মত বৃহদায়তন ও তাদৃশ তেজঃশালী বলিয়া ধরিয়াই লওয়া হয় এবং তিনি যদি সূর্য্য অপেক্ষা আরও ৯ কোটী ৫০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি সেখানে যাইবে কিরূপে এবং তাঁহারই বা সন্ধান করে কিরূপে? কাজেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না বলিয়া খোদাতায়ালা যে নাই, একথা বলা ঠিক হয় না।

জ্যোতির্বী ও বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ লক্ষণ দেখিয়া গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য্য স্বীয় তাদৃশ বৃহৎ শরীর লইয়া নিজের চারি দিকে নিজেই ঘুরিতেছে—স্বীয় মেরুদণ্ড হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেইখানে আসিতে তাহার ২৭ দিন সময় লাগে। আমাদের পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার ঘুরিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে; তাহাতে আমাদের এক দিন রাত্রি হয়—ঐ হিসাবে ধরিতে গেলে আমাদের ২৭ দিনে, সূর্য্যের এক দিন হয়। পূর্ব্বে স্থির ছিল—সূর্য্য স্থির নক্ষত্র; কিন্তু, এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, না উহা স্থির নহে—অপরাপর গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় সূর্য্যও ঘুরিতেছে। অতএব,

কোন একটা বৈজ্ঞানিক বা জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তই যে ঠিক, তাহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং শাস্ত্রোল্লেখিত বিষয়কে ভুল ধারণা করা তাদৃশ নিরাপজ্জনক নহে। *

চন্দ্র।—এই যে শূন্য দেশে আমরা চন্দ্রমণ্ডল দেখিতে পাই, উহার দ্বারাও আমাদের খোদাতায়ালা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের পথ অনেকটা প্রশস্ত হইতে পারে। চন্দ্রকে আমরা যে আকারের দেখি, প্রকৃত পক্ষে তাহার আকার তত ছোট নহে। পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া চন্দ্রকে আমরা এত ছোট আকারের দেখিয়া থাকি। চন্দ্রমণ্ডল গোলাকার নহে, ডিম্বাকৃতি। ডিম্বকে খাড়াভাবে ধরিলে যেমন দেখায়, উহা সেই রূপ ভাবে, খাড়াভাগের অর্দ্ধেকটা পৃথিবীর দিকে রাখিয়া অবস্থিত। সুতরাং পৃথিবীর দিকে স্থাপিত অর্দ্ধেক ভাগই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে এবং চন্দ্রের ঐ অর্দ্ধাংশ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিন্তু দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে চন্দ্রের অপরার্দ্ধ সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। চন্দ্রকে আমরা যেমন জ্যোতির্ম্ময় দেখিয়া থাকি, বাস্তবিক পক্ষে তাহা তেমন নহে। তাহা অনেক পর্ব্বতমালায় আচ্ছন্ন ও বরফে আবৃত। তাহার একটা পর্ব্বতশ্রেণী প্রায় ৪০০ মাইল বিস্তৃত এবং ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর কোন কোন স্থান প্রায় ১৮ হাজার ফুট উচ্চ। চন্দ্রের আগ্নেয়সঙ্কুল স্থানগুলি দূরবীক্ষণে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মত দেখা যায়—ঐ প্রাচীরগুলি বস্তুতঃ পর্ব্বতশ্রেণী; ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর কোন কোন শৃঙ্গ ঊর্দ্ধে দুই মাইল পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

* কোরাণ শরিফে সূর্য্যের গতির বিষয় উল্লেখ আছে।

সাধারণতঃ চন্দ্রকে আমরা নিটোল ও সমতল বলিয়া মনে করিয়া থাকি—উহার গায়ে যে কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই উহা নিটোল ও সমতল না হইবার প্রমাণ। পূর্ণিমার দিনে ঐ দাগ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—উহা একটী দাগ নহে, অনেকগুলি দাগের সমষ্টি। যে কালে দূরবীক্ষ যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, সেকালের অনেকে ঐ দাগগুলিকে জলভাগের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন এবং ঐ দাগগুলিকে চান্দ্রসমুদ্র বলিয়া প্রচার করিয়া থাকিতেন। কিন্তু, এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত জল নাই। চন্দ্রপৃষ্ঠে যে সকল গভীর গুহা আছে, ঐ দাগগুলি তৎসমুদয়ের চিহ্নস্বরূপ বিরাজমান। কেহ কেহ বলেন, ঐ গুহাগুলি পূর্ব্বে সমুদ্র ছিল এখন ঐ সমুদ্রের জলরাশি চন্দ্রের দ্বারা শোষিত হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মত এইরূপ যে, আগ্নেয় গিরির উদ্গারে চন্দ্রমণ্ডলের অন্তর্ভাগ হইতে গলিত ধাতু প্রস্তরাদি নির্গত হইয়া ঐ স্থানগুলিকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; ঐ গলিত ধাতু প্রস্তরাদি পৃথিবী হইতে কালো দাগ-রূপে দেখা গিয়া থাকে। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঐ কালো দাগগুলি উদ্ভিদের চিহ্ন বলিয়া নিরূপিত; কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে বায়ু না থাকায় তাহাতে কোনরূপ উদ্ভিদ থাকিতে পারে না; অতএব ঐ দাগগুলিকে উদ্ভিদের চিহ্ন ধরিয়া লইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

এই চন্দ্র অপরাপর জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী, ইহার অর্দ্ধাংশ প্রত্যহ নানা আকারে পৃথিবী হইতে প্রত্যক্ষ করা গিয়া থাকে। ইহার সমুদয় অংশের ছবি ফটোগ্রাফে তোলা হইয়াছে এবং যতদূর সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদ ও বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক আলোচনা ও গবেষণা করা হইয়াছে ইহার অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্ব জ্ঞাত করিবার সম্বন্ধে ছোট বড় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূরবীক্ষণ প্রয়োগের ত্রুটী করা

হয় নাই—তথাপি ইহার সুস্পষ্ট কালো দাগগুলি যে প্রকৃত প্রস্তাবে কি, তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া উঠিতে পারে নাই। তৎসম্বন্ধে "নানা মুনির নানা মত," কোন্ মতটী ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিব, তাহা স্থির করা যায় না, তবে কিরূপে সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকেই ঠিক বলিয়া মানিতে পারি? অতএব, ঊর্দ্ধকর হইয়া বলিতে হয়, "হে অনাদি অনন্ত খোদাতায়ালা, তুমিই সব জান; তুমি যাহা জানাইয়া দাও, তাহাই আমরা জানিতে পারি, তুমি যাহা দেখাইয়া দাও, তাহাই আমরা দেখিতে পাই! তুমিই অনন্ত জ্ঞানাধার! ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তোমার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ।"

চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিতেছে। চন্দ্রের গতি অপরাপর গ্রহগতি অপেক্ষা দ্রুত, এই দ্রুতগামী চন্দ্র একমাসে একবার আকাশে এক আবর্ত্তন পূর্ণ করে এবং পৃথিবী যেমন এক অহোরাত্রে আপনার চারিদিকে একবার আবর্ত্তন করে, চন্দ্রও সেই সময়ের মধ্যে আপনার অবয়ব প্রদক্ষিণ করে।

মঙ্গল গ্রহ।—মঙ্গলগ্রহ একটী বড় নক্ষত্রের মত দৃষ্ট হইয়া থাকে।* মঙ্গলগ্রহকে ছোট দেখাইলেও উহা আকারে অনেক বৃহৎ—উহার ব্যাস ৪ হাজার ২ শত মাইল, প্রায় পৃথিবীর সাতভাগের একভাগ। উহা সূর্য্য হইতে ন্যূনাধিক ১৪ কোটী ১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত, উহা যে সময়ে পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আসে, তখনও পৃথিবী হইতে ৩ কোটী ৫০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত থাকে।† এবং সময়ে সময়ে উহা পৃথিবী হইতে ৪ কোটী ৮০ লক্ষ মাইল দূরে চলিয়া যায়। সুতরাং

* ১৩১৮ সালের মাঘ মাসে সন্ধ্যার পরই মধ্যাকাশে কৃত্তিকা বা সাত ভায়ের দক্ষিণে আমরা মঙ্গলগ্রহকে একটী রক্তবর্ণ বড় নক্ষত্রাকারে দেখিয়াছিলাম।

† এইরূপ নিকটবর্ত্তী ১৯০৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে হইয়াছিল।

উহা যে সময়ে পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আসে, তখনই উহা সুস্পষ্টভাবে বৃহৎ নক্ষত্রাকারে পৃথিবী হইতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; অন্যথা বিনা দূরবীক্ষণ সাহায্যে উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঐ মঙ্গলগ্রহ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় পরিষ্কার; এ জন্য দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে উহার অবয়ব সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রকে বেশ সুন্দর বলিয়া আমাদের মনে হয়; কিন্তু মঙ্গলগ্রহের সৌন্দর্য্যের নিকট উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মঙ্গলগ্রহের কোন কোন স্থান নীলাভ এবং কোন কোন স্থান কমলা রংএ অনুরঞ্জিত। নীলবর্ণানুরঞ্জিত স্থানগুলিকে বনভূমি বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষলতাদির রূপান্তর হয়, তেমনি মঙ্গলগ্রহেরও বনস্থলীতে ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। জ্যোতিষীদের মতে কমলাবর্ণ-রঞ্জিত স্থানগুলি মঙ্গলগ্রহের মরুভূমি—মরুভূমিগুলির এক একটী আবার অতি প্রকাণ্ড। ঐ সকল মরুভূমির উপর দিয়া বালুকা-প্রবাহ প্রবাহিত হওয়াও পরিলক্ষিত হয়।

মঙ্গলগ্রহের দুই মেরুতে দুইটী শ্বেতবর্ণ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতিষীরা ঐ স্থান দুইটীকে বরফাবৃত বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণে মঙ্গলগ্রহে ৪৩৭টী খাল থাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং এক একটী খাল প্রায় ইংলিশ খাঁড়ির মত (২৪ মাইল) প্রশস্ত বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু মঙ্গলগ্রহে বড় বড় সহর থাকা এবং ঐ সকল সহরে বুদ্ধিমান জীব থাকাও জ্যোতিষীদের মতে নিরূপিত হইয়াছে। অবশ্য ঐ সকল জীব মনুষ্যাকৃতি কি অন্যরূপ, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

পৃথিবীর মত মঙ্গলগ্রহও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে; পার্থক্য এই যে, মঙ্গলগ্রহকে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে যে সময় লাগে,

তাহাতে আমাদের দুই বৎসর হয়। অতএব আমাদের দুই বৎসরে মঙ্গলগ্রহের এক বৎসর, আমাদের চারি মাসে মঙ্গলগ্রহের এক ঋতু এবং আমাদের দুই দিনে মঙ্গলগ্রহের এক দিন হয়। সেখানে শীত ও গ্রীষ্মের মাত্রাও পৃথিবীর শীত-গ্রীষ্মাপেক্ষা অধিক থাকা ধরিয়া লইতে হয়।

যে মঙ্গলগ্রহ লইয়া জ্যোতিষী ও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিস্তর আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে ও দূরবীক্ষণ সাহায্যে উহার প্রত্যেক স্থান পরিদর্শন করা হইতেছে এবং ফটোগ্রাফযোগে ছবি লওয়া হইতেছে, সেই মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে পৃথিবীর জনসাধারণ কয়জন সন্ধান লইয়া থাকেন? কয়জনই বা মঙ্গলগ্রহকে চিনিয়া থাকেন? আমরা আকাশে লক্ষ লক্ষ তারকাপুঞ্জ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটী নক্ষত্রকে বৃহৎ ও উজ্জ্বল দেখিয়া মনে করিতে পারি, এইটী হয়ত, তাহাদিগের পিতামহ! কিন্তু উহা যে এত বড় প্রকাণ্ড এবং উহার মধ্যে যে এত ব্যাপার রহিয়াছে, তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব? আমরা দেখিতে পাই না এবং জানিতে পারি না বলিয়াই কি ঐ সকল ব্যাপার মিথ্যা বা কুসংস্কারমূলক হইবে? আমরা না দেখা ও না জানার জন্য ঐ সকল ব্যাপার কখনও মিথ্যা বা জ্যোতিষীদের স্বকপোলকল্পিত হইতে পারে না। অতএব, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান ও জ্যোতিষীর দূরবীক্ষণ শক্তি সেই পরাৎপর বিশ্বস্রষ্টা পর্য্যন্ত পহুঁছিতে না পারিলে, তাঁহার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করা যাইতে পারে না। জ্ঞানবৃদ্ধ পারস্যকবি মহাত্মা সাদী সত্যই বলিয়া গিয়াছেন,—"গর নাবিনদ বরোজ শব পরা চশম্—চশমায়ে আপ্তাবরা চে গোনাহ।"—"চামচিকার চক্ষু যদি সূর্য্য দেখিতে না পায়, তাহা হইলে, সূর্য্যের দোষ দেওয়া যাইতে পারে না।"

বুধ।—এই বুধগ্রহ অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া

জ্যোতিষিগণ কর্তৃক নিরূপিত, কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলেও উহা সূর্য্য হইতে ৭ কোটী ৬০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত; উহা দেখিতে একটী বড় তারার মত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা একটী বৃহদায়তন গ্রহ—উহার ব্যাস ন্যূনাধিক ৩০০ মাইল। উহা কত দূরে? পৃথিবী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া উহার সম্বন্ধে জ্যোতিষিগণ অদ্যাপি অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।

বৃহস্পতি।—বৃহস্পতি একটী বৃহৎ গ্রহমধ্যে পরিগণিত; উহা আকারে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ—উহার ব্যাস প্রায় সাড়ে আট হাজার মাইল। উহা সূর্য্য হইতে প্রায় ৪৯ কোটী ৪২ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত; পৃথিবী হইতে উহার দূরত্ব ৩৯০.৪ নিযুত মাইল। উহা পৃথিবী হইতে এত অধিক দূরে থাকে বলিয়া উহার বিষয়েও অদ্যাপি অধিক কিছু জানিতে পারা যায় নাই। তবে উহাকে বৃহৎ-তেজ বৃহস্পতি বলা হইয়া থাকে এবং উহা একটী বৃহৎ তারার মত আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে।

শুক্র।—এই শুক্রগ্রহকে কখনও পশ্চিমগগনে সন্ধ্যা-তারারূপে এবং কখনও উষার ললাটে পূর্ব্বগগনে শুকতারা বা শুক্রতারারূপে ঝলমল করিতে দেখিতে পাই। কিন্তু, ইহা একটী প্রকাণ্ড গ্রহ—ঠিক পৃথিবীর সমান না হইলেও ইহাকে প্রায় পৃথিবীর সমান বলা যাইতে পারে। ইহার ব্যাস প্রায় ৭৫০০ মাইল; ইহা সূর্য্য হইতে প্রায় ৭ কোটী ৭০ লক্ষ মাইল দূরে এবং পৃথিবী হইতে ২৫৭ কোটী মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং শুক্র, চন্দ্র অপেক্ষা বৃহদায়তন হইলেও ইহা পৃথিবী হইতে একটী তারার মত দেখাইয়া থাকে। অনেকে বলেন, পৃথিবী ও শুক্রের মধ্যে আর কোন গ্রহ নাই—পৃথিবীর এক পার্শ্বে শুক্র ও অপর পার্শ্বে মঙ্গল-গ্রহ অবস্থিত। মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষা শুক্রগ্রহই জীবের আবাসস্থলরূপে

গণ্য হইবার অধিক উপযোগী এবং শুক্রগ্রহেই জীব থাকার অধিক সম্ভাবনা বলিয়া আজকাল অনেক বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিতেছেন। পৃথিবী যেমন প্রায় ২৪ ঘণ্টায় নিজের অবয়ব প্রদক্ষিণ করে, তেমনি শুক্রও প্রায় ২৩। ঘণ্টায় নিজের অবয়বের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া লয়—ইহা পূর্ব্ব জ্যোতিষিগণের মত কিন্তু এক্ষণে তৎসম্বন্ধে মতভেদ প্রকাশ পাইতেছে।

শনি।—সকল গ্রহ অপেক্ষা শনিই সূর্য্যের অধিক দূরবর্ত্তী। এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৮৮ কোটী মাইল। সুতরাং উহা বৃহদায়তন ও উহার ব্যাস ৭০ হাজার মাইল। উহার ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব ৭৯৩.০১ নিযুত মাইল হইলেও উহাকে পৃথিবী হইতে আমরা একটি বৃহৎ তারকাকারে দেখিয়া থাকি। শনির সূর্য্য প্রদক্ষিণকাল আমাদের বৎসরের হিসাবে প্রায় ২৯॥ বৎসর—সুতরাং উহার এক বৎসরে আমাদের ২৯॥ বৎসর হয়।

ইউরেনাস।—ইহা সূর্য্য হইতে প্রায় ১৮০০,০০০,০০০ এক শত আশী কোটী মাইল দূরে অবস্থিত, ইহার ব্যাস প্রায় ৩৩ কি ৩৬ লক্ষ মাইল দীর্ঘ। ইহা আমাদের প্রায় ৮৪ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। অতএব ইহার এক বৎসর আমাদের ৮৪ বৎসরের সমান। এই গ্রহ পূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত ছিল—১৭৮১ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষী সার উইলিয়ম হারসেল কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়, এজন্য ইহার অপর নাম "হারসেল" বলিয়া কথিত হয়।

নেপচুন।—এ গ্রহটীও প্রকাণ্ড। ইহার ব্যাস ৩৬ হাজার মাইল দীর্ঘ। কিন্তু ইহা সূর্য্য হইতে ২৭৭ কোটী ৫০ লক্ষ মাইল এবং পৃথিবী হইতে ২৬৯৮.৪ নিযুত মাইল দূরবর্ত্তী বলিয়া ইহাকেও আমরা একটি বৃহৎ তারার আকারে কখনও কখনও দেখিতে পাই। ইহা আমাদের প্রায় ১৭০ বৎসরে একবার সূর্য্যকে আবর্ত্তন করে; অতএব ইহার এক বৎসর, আমাদের নিকট ১৭০ বৎসর বলিয়া ধর্ত্তব্য।

উপগ্রহ।—উপগ্রহগুলি গ্রহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র; এই উপগ্রহগুলি চন্দ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত যতদূর বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও পর্য্যালোচিত হইয়াছে, তাহাতে ১৮টী উপগ্রহ বা চন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; আমাদের দৃশ্যমান চন্দ্র তাহাদের মধ্যে একটী। এই এক চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিতেছে, তেমনি বৃহস্পতি গ্রহকে চারিটী, শনিকে ৮টী, ইউরেনাসকে ৪টী এবং নেপচুনকে ১টী চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমাদের দৃশ্যমান চন্দ্র ছাড়া অপর ১৭টী চন্দ্র আমরা বিনা দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পাই না—তাহার কারণ এই যে, ঐ চন্দ্রগুলি গ্রহ অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন এবং পৃথিবী হইতে অনেক দূরে তাহারা বিচরণ করিতেছে।

ক্ষুদ্রগ্রহ।—ঐ সকল গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহেরও বিষয় জ্যোতিষিগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন; তৎসমুদয়ের সমষ্টি ৩২১টী। ঐ ৩২১টী ক্ষুদ্র গ্রহ, মঙ্গলগ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের পথিমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব, পৃথিবীকে লইয়া নয়টী গ্রহ, ১৮টী উপগ্রহ এবং ৩২১টী ক্ষুদ্র গ্রহ, সর্ব্বসমেত ৩৪৭টী গ্রহ উপগ্রহ অনবরত সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্য এবং ঐ সকল গ্রহ উপগ্রহ লইয়া সৌরজগৎ প্রতিষ্ঠিত; আমরা যেমন পৃথিবী-গ্রহের অধিবাসী, তেমনি অপরাপর গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে কোন জীব আছে কি না, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই—মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে জীব থাকার অনুমান যেমন অনেকে করিতেছেন, তেমনি অপরাপর গ্রহ ও উপগ্রহে জীব থাকিতে পারে না কেন—তাহারও মীমাংসা অদ্যাপি হইয়া উঠে নাই। এই দৃশ্যমান্ সৌরজগতের প্রধান প্রধান বস্তু গুলিতে কোন জীব থাকা না থাকাই যখন স্পষ্ট মীমাংসা গণিত, বিজ্ঞান বা জ্যোতিষে করিতে পারিল না, তখন সৌরজগতের বাহিরে

কি আছে, কি নাই, কি হইতেছে, কি না হইতেছে তাহার মীমাংসা হইবে কিরূপে? সৌরজগতে বাস করিয়া যাঁহাদের ধ্যান ধারণায় ঐ জগতের সম্যক্ বিষয় আসিতে পারে নাই, তাঁহারা যদি উহার বাহিরের খবর দিতে যান, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে পারা যায়—"তোমরা যখন নিজের ঘরের সব খবর জান না, তখন কোন্ মুখে পরের ঘরের সংবাদ বলিতে যাও?" তাঁহাদের ঐরূপ চর্চ্চাকে অনধিকারচর্চ্চা বলিবার পক্ষে কোন বাধা হইতে পারে না।

নক্ষত্র।—গ্রহের পরই নক্ষত্রের কথা। নক্ষত্র যে কত সহস্র, লক্ষ বা কোটী, তাহা অদ্যাপি গণিতের ভিতর আসিতে পারে নাই। নক্ষত্রমালার স্থিতি নির্ণয় এবং তাহাদিগকে গণিতের সীমার মধ্যে আনিবার জন্য জ্যোতির্বী ও বৈজ্ঞানিকগণ নানারূপ কৌশল করিয়াছেন, ফটোগ্রাফের প্লেটে নক্ষত্রপুঞ্জের কত শত প্রতিকৃতি উঠাইয়া লইয়াছেন; কিন্তু তৎসমুদয় চেষ্টা ও যত্ন এবং পরিশ্রম দ্বারা কোন ফল হইতে পারে নাই। নক্ষত্রলোকের একখানি ফটোগ্রাফ হাতে করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়,তাহার সমগ্র শূন্যদেশে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত যে, কোন স্থানে তিল পরিমাণ ফাঁক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং নক্ষত্রগুলি বড়ই বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত।

আমরা ঐ সকল নক্ষত্রের মধ্যে যেগুলিকে দেখিতে পাই, সেগুলি আকারে ছোট ও ক্ষীণ জ্যোতিঃ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল নক্ষত্রের এক একটী, সূর্য্যের মত বৃহদায়তন বিশিষ্ট এবং জ্যোতির্ম্ময়। উহারা পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে বলিয়া পৃথিবী হইতে উহাদের অবয়ব এত ছোট ও ক্ষীণ-জ্যোতিঃ দেখাইয়া থাকে। ঐ সকল নক্ষত্র পৃথিবী হইতে কত দূরে অবস্থিত, তাহার নিরাকরণ করিতে গিয়া জ্যোতিষকেও পরাস্ত মানিতে হইয়াছে। তাহাদের

নিকট পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান ও গণিতের গণনা পৌঁছিতেই পারে নাই। অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে এক শতেরও দূরত্ব পরিমাণ আজিও বহু চিন্তা, গবেষণা ও চেষ্টা পরিশ্রমে নির্ণীত হইতে পারিল না।

কোন কোন নক্ষত্রপুঞ্জ পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, তৎসমুদয়ের আলোক রশ্মি দূর পথ অতিক্রম করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত আসিতে একশত বিংশতি বৎসর পরিমাণ দীর্ঘকাল কাটিয়া যায়। আবার কোন কোন নক্ষত্রের আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল ছুটিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত আসিতে ৯ বৎসর কাল সময় লাগে।

যেমন গ্রহ উপগ্রহগণ অবিরাম গতিতে ছুটিতেছে—নক্ষত্রগণও সেইভাবে ছুটাছুটী করিতেছে। নক্ষত্রগণকে সাধারণতঃ স্থির বলিয়া মনে হয়—কিন্তু বস্তুতঃ উহারা স্থির নহে; স্বতঃই চঞ্চল। যাবতীয় পদার্থ ও পদার্থসমূহের প্রত্যেক অণুপরমাণুও অস্থির—চঞ্চল। তবে স্থির কে? যিনি অনাদি অনন্ত খোদাতায়ালা তিনিই স্থির।

কতগুলি নক্ষত্র যে সূর্য্যের মত বৃহৎ এবং জ্যোতিঃসম্পন্ন তাহাও গণনায় আসে নাই—অতএব আমাদের দৃশ্য সূর্য্যের ন্যায় অসংখ্য সূর্য্য বিশ্ব-নির্ম্মাতার বিশ্ব জগতে নিয়ত বিচরণ করিতেছে, অথচ আমরা দৃষ্টি দ্বারা এবং দূরবীক্ষণের সহায়তায় বহু যত্নপূর্ব্বক দেখিয়াও তাহাদের স্থিরীকরণ করিতে পারি না; তবে আমরা সেই অনাদি অনন্ত খোদাতায়ালার কিরূপে আদ্যন্ত বুঝিবার দাবী করিতে পারি? বিশ্বমণ্ডল যে কত বড় তাহারই যখন নিরাকরণ হয় না, তখন বিশ্বপাতার নিরাকরণ হইবে কিরূপে?

ধূমকেতু। গ্রহ নক্ষত্র ছাড়াও মধ্যে মধ্যে আমরা ধূমকেতু নামক ভয়ানক জ্যোতিষ্ক আকাশের গায়ে দেখিতে পাই। স্থলবিশেষে উহাকে ধূমকেতু, ধূমতারা, ঝাঁটা তারা ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত হইতে হয়। চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় একটী নয়, দুইটী নয়, অসংখ্য ধূমকেতু থাকা

জ্যোতিষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ধূমকেতু ছোট বড় নানা শ্রেণীর ও নানা রকমের আছে—অনেক ধূমকেতুকে চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেককে দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক ধূমকেতু দূরবীক্ষণেও ধরা পড়ে না। ঐ সকল ধূমকেতু এক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া যায়, সেই সময়ে পৃথিবী হইতে সেগুলির অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়। ধূমকেতু মহাকাশের কোন্ স্থানে কোথায় থাকে বা আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; দূরবীক্ষণের শক্তি ত দূরের কথা, মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান কল্পনা প্রভৃতি কিছুই তৎসমুদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা যখন মহাশূন্যের দিক্ হইতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং সূর্য্যের দিকে বিপুল বেগে ছুটিয়া আসে, কিম্বা সূর্য্যের আকর্ষণে তাহার দিকে আসিতে থাকে, তখনই তাহাদের কতক গুলি পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে দেখা দিয়া যায়। ঐ সকল ধূমকেতুর মধ্যে অনেকের সূর্য্য প্রদক্ষিণের পথ খুব কম এবং অনেকের খুব দীর্ঘ, এজন্য কোন কোন কেতু প্রতি তিন বৎসর অন্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং কোন কোন কেতু লক্ষাধিক বৎসরে একবার মাত্র সূর্য্যমণ্ডলকে আবর্ত্তন করিতে পারে। প্রসিদ্ধ এঁকির সূর্য্য প্রদক্ষিণ কাল তিন বৎসর তিন মাস এবং ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে যে ধূমকেতুর আবিষ্কার হয়, তাহার প্রদক্ষিণ কাল এক লক্ষ বৎসর। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের কেতু ২ হাজার বৎসর পরে এবং ১৮৮২ অব্দের কেতু ৭০০ কি ৮০০ বৎসর পরে পুনরাগমন করিবার বিষয় জ্যোতিষিগণ নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার হ্যালির প্রসিদ্ধ ধূমকেতু প্রতি ৭৫॥ বৎসরে পৃথিবীবাসীদিগকে দেখা দিবার সিদ্ধান্ত খৃঃ পূর্ব্ব ২৪০ অব্দ হইতে প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। আবার ১৯১০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারীর শেষভাগে (১৩১৬ সালের মাঘ মাসের প্রথম ভাগে) যে একটি

ধূমকেতু পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে কখনও আসে নাই এবং গ্রহ-চক্রে উহা সৌরজগতে বাঁধা না পড়িলে পুনরায় উহার আসিবারও সম্ভব নাই বলিয়া অনেকে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ধূমকেতু যে পূর্ব্বে কেন আসে নাই এবং পরে আর কেন আসিবে না, ইহার কোন সঙ্গত কারণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় স্থিরীকৃত হইয়াছে কি ?

ধূমকেতুগুলি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে, সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সীমা মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তৎপূর্ব্বে তাহারা কোথায় থাকে, কোন্ দিকে, কোন্ পথে বিচরণ করে, সে সব বিষয় নির্ণয় করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তৎসমুদয় বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান যদি খোদাতায়ালার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

আমাদের পৃথিবীই বেগবতী—কক্ষপথে প্রত্যহ ১৬ লক্ষ মাইল ছুটিতেছে। কোন কোন কেতু পৃথিবী অপেক্ষাও বিপুল বেগে ধাবিত হইয়া থাকে। ১৩১৬ সালের মাঘ মাসের কেতু ৬ই মাঘ তারিখে এক দিনে সাত কোটী মাইল ছুটিয়া গিয়াছিল এবং ঐ দিনের চারি দিন পূর্ব্বে ও পরে প্রত্যহ ছয় কোটী মাইল ছুটিয়া যাওয়া গণিতের সিদ্ধান্তে আসিয়াছে। হ্যালির ধূমকেতু তত বেগবান্ না থাকিলেও কোন কোন দিন ১২ লক্ষ ৩০ হাজার মাইল এবং কখনও বা ৫০ লক্ষ মাইল পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছিল। কেতু সকল ঐরূপ বেগে ছুটিয়া কোথায় যায় তাহা কি বিজ্ঞানের ধারণায় আসিতে পারে ?

কোন কোন কেতুর অবয়ব এত দীর্ঘ যে, তাহাদের মস্তকই লক্ষাধিক মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকা দূরবীক্ষণে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ; কেতুর মস্তক অপেক্ষা আবার শিখা ভয়ানক দীর্ঘ হইয়া থাকে। ১৩১৭

সালের হ্যালির কেতুর বিশালতা সুদীর্ঘ না হইলেও, উহার পুচ্ছ (১৩১৭ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ) প্রায় দুই কোটী আশী লক্ষ মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল। ১৩১৬ সালের মাঘ মাসের কেতুর শিখার দৈর্ঘ্যও এক কোটী মাইলের উপর হইয়াছিল; ১৮৮২ খৃঃ অব্দের কেতুর শিখা দশ কোটী মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ থাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেতু সকলের তাদৃশ দীর্ঘাবয়ব সূর্য্যের নিকটে আসিলেই আমাদের নয়নপথে নিপতিত হয়; সূর্য্যের দূরবর্ত্তী স্থানে যখন তাহারা বিচরণ করে, তখন তাহাদের ঐ দীর্ঘ তনুর কোন অংশ আমরা দেখিতে পাই না। কাজেই আমরা খোদাতায়ালাকে দেখিতে না পাইলেও, তাঁহার বর্ত্তমান থাকা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

বিশ্বরচয়িতার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত বড়?—উহার মধ্যে দশ কোটী মাইল দীর্ঘ শিখা লইয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কেতুর মত কত সহস্র কোটী কেতু অনায়াসে বিচরণ করিতেছে—অথচ উহাতে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সবগুলি আমরা দেখিতে পাই না:—সবগুলি দূরবীক্ষণেও ধরা পড়ে না—আমাদের চক্ষুর ও দূরবীক্ষণের শক্তির সীমা এই যে, ধূমকেতু সকল সূর্য্যের নিকটে আসিলেই দেখিতে পাই অন্যথা পাই না; যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাদেরই সব তথ্য জানিতে পারি না। তবে বিশ্বরচয়িতা বিশ্বমণ্ডলের কোথায় আছেন, কোথায় নাই, কখন কি করেন, কি না করেন, কেমন করিয়া দেখিব? কেমন করিয়া সে সকল বিষয় ধারণার মধ্যে আনিব? সুতরাং আমাদিগকে বিনীতভাবে বলিতে হয়, খোদাতায়ালা বিশ্বম্ভর, বিশ্ব-ব্যাপৃত; অথচ আমাদের চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, বুদ্ধি-চিন্তার অগোচর। টেলিস্কোপের (দূরবীক্ষণের) শক্তি সেখানে পঁহুছিতে পারে না, বৈজ্ঞানিকের গভীর গবেষণা সেখানে স্থান পায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ধর্ম্ম প্রচার।

"হে কম্বলাবৃত পুরুষ, গাত্রোত্থান কর এবং (লোকদিগকে) সাবধান করিয়া দেও এবং তোমার খোদাতায়ালার গুণ কীর্ত্তন কর" * যখন এইরূপ প্রত্যাদেশ হজরত মহম্মদের নিকট অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি স্বীয় আত্মীয় স্বজনগণের নিকট নির্ভীকচিত্তে ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন। খোদেজা বিবি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া প্রথমে তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী নামাজ (উপাসনা) ও অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যাদি করিতে থাকেন। ইহার অব্যবহিত পরে আবুতালেবের পুত্র হজরত আলি ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। † কিন্তু আবুতালেব তাহা জানিতে পারেন নাই। যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার পুত্র হজরত আলি ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন তিনি হজরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কোন্ ধর্ম্মানুযায়ী চলিতেছ?" হজরত বলেন, 'আমি অদ্বিতীয় বিশ্বস্রষ্টার, তাঁহার স্বর্গীয় দূতগণের, তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা এব্রাহিমের ধর্ম্মানুযায়ী চলিতেছি। আল্লাহতালা তাঁহার ভৃত্যদিগকে সত্যধর্ম্ম শিক্ষার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে জ্যেষ্ঠতাত! আপনি খোদাতায়ালার ভৃত্যদিগের

---

* কোরাণ শরিফ ৭৪ সুরা।

† এবনে হেশাম, আবুল ফেদা ও রওজাতাস্ সাফা।

মধ্যে একজন সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি, তজ্জন্য আমি আপনাকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ও ইহার বিস্তারের জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।" আবুতালেব উত্তর করিলেন, "বৎস! আমি পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, খোদাতায়ালার অনুগ্রহে যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল তোমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিব।" তৎপরে তিনি হজরত আলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার ধর্ম্ম কি?" হজরত আলি উত্তর করেন, "তাত! আমি আল্লাহতালা এবং তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচারকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমি তাঁহারই ধর্ম্মানুযায়ী চলিব।" আবুতালেব বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁহারই অনুগামী হও, তিনি তোমাকে সৎ ভিন্ন অসৎ পথে লইয়া যাইবেন না।"*

হজরত আলির ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরে হারসের পুত্র জয়দ ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই যুবাকে কোরেশবংশীয় খোদেজা বিবির ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রয় করিয়া আনিয়া খোদেজা বিবিকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লা আরবদেশের মধ্যে কোরেশবংশের একজন জ্ঞানী, উৎসাহী, সচ্চরিত্র, বিচক্ষণ ও সম্মানার্হ লোক ছিলেন। সমুদয় লোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। তিনি বিখ্যাত তায়ম-এবনে-মোরাঃ পরিবারস্থ একজন প্রভূত অর্থশালী সওদাগর ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আবু-কোহাফা। তিনি ইস্লাম গ্রহণ করার পর আবুবকর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হজরত মহম্মদ অপেক্ষায় দুই বৎসর বয়ো-

---

* এবনে হেশাম ১৫৯-১৬০ পৃঃ, এবনে অল আছির দ্বিতীয় খণ্ড ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠা।

জ্যেষ্ঠ ছিলেন। * কথিত আছে যে, হজরতের প্রেরিত্ব লাভের অনেক দিন পূর্ব্বে তিনি বহিরা সন্ন্যাসীর নিকট অবগত হন যে, কোরেশবংশীয় আবদুল্লাতনয় মহম্মদ শেষ ধর্ম্ম প্রচারকের পদে বরিত হইবেন এবং তিনি (আবুবকর) তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বন করিবেন ও শেষে খলিফা পদারূঢ় হইবেন। এক্ষণে হজরতের প্রেরিত্ব লাভের সংবাদ পাইয়া, আবুবকর তাঁহার নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইনি বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহার বহুল প্রচার করেন। ওস্‌মান-এবনে-আফ্‌ফান, সায়াদ-এবনে-আবি-আক্কাস, জোবায়ের-এবনে আউয়াম, তালহা-এবনে-ওবেদুল্লা ও আবদর-রহমান-এবনে-আউফ এই পাঁচ জন বিখ্যাত মহাত্মাও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ওসমান ওম্মিয়াবংশসম্ভূত, ইনি উত্তরকালে তৃতীয় খলিফা পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। সায়াদ পরে পারস্য বিজয় করিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জোবায়ের খোদেজা বিবির ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

ওস্‌মানের ধর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি এক দিন তাঁহার দৈবজ্ঞা মাতৃষসা সাদির নিকট হজরতের প্রেরিত্ব লাভের বিষয় অবগত হন এবং অচিরকাল মধ্যে হজরতের ধর্ম্মালোকে চতুর্দ্দিক্‌ আলোকিত হইবে, ইহাও অবগত হন। সাদির বাক্য শ্রবণ করিয়া, হজরত মহম্মদের প্রতি ওস্‌মানের ভক্তির সঞ্চার হয়। আবুবকরের সহিত ওস্‌মানের বন্ধুত্ব ছিল; তিনি আবুবকরের নিকট গিয়া হজরতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন হজরত আবুবকর, ওস্‌মানকে প্রতিমাপূজার অসারত্ব বুঝাইয়া দিয়া, ইস্‌লামধর্ম্মের প্রধান প্রধান মত

* কেহ কেহ বলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে হজরত আবুবকরের নাম ছিল— আবদুল কাবা অর্থাৎ কাবার ভৃত্য।

গুলি তাঁহাকে বিশদরূপে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে সত্বর ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপরে সায়াদ-বেন-আবি-আক্কাস, হজরত আবুবকরের নিকট ইস্‌লাম-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। আবদর রহমান এয়মন প্রদেশস্থ সকলান-বেন-হামিরির নিকট হজরতের প্রেরিত্ব লাভের বিষয় অবগত হন। তৎপরে তিনি হজরত আবুবকরের সাক্ষাদানে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তৎপরে অচিরকাল মধ্যে জোবায়ের, তালহা আকরম-বেন-আবু-আরম, জাফর বেন-আবুতালেব, সয়িদ-বেন-জয়দ, হাতেব-বেন-হারেস ও হারেস-বেন-খেতাব প্রভৃতি ন্যূনাধিক ৪০ জন মহাত্মা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হজরত মহম্মদের সত্যনিষ্ঠা, জলন্তবিশ্বাস, সচ্চরিত্রতা, খোদাতায়ালার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা দর্শন করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণ প্রথমেই তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সকল ভদ্রবংশোদ্ভব নর নারীগণ গালিলীর মৎস্যজীবীদিগের অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম শিক্ষিত ছিলেন না। যদি তাঁহারা হজরতের উপদেশের মধ্যে স্বার্থের কোনরূপ গন্ধ পাইতেন কিম্বা তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসে কোনরূপ শিথিলতার লেশমাত্র দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার চেষ্টা প্রভৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে উড়িয়া যাইত। যদি ঐ সকল নরনারী তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী না হইতেন কিম্বা যদি তাঁহার উপর তাঁহাদিগের বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক উৎপীড়িত, অত্যাচারিত ও দেশচ্যুত হইয়াও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী থাকিতেন না। হজরত ঈসা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতারা

তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন না। (১) এমন কি, তাঁহারা তাঁহাকে পাগল বলিতেন। (২) আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রধান শিষ্যও স্বীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসে প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন না। (৩)

হজরত মহম্মদের প্রতি কোরেশগণের অত্যাচার।

যখন কোরেশগণ জানিতে পারিল যে, পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করাই হজরত মহম্মদের ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন তাহারা তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবুলহব, আবু জহল-বেন-হসম, অলিদ, আস, ওমাইয়া, আকৃবা এবং নজর-বেন-সয়িদ প্রভৃতি প্রধান বলিয়া পরিগণিত।

হজরত মহম্মদ শত্রুর ভয়ে প্রথমে তাঁহার ধর্ম্মের মতগুলি গুপ্ত ভাবে প্রচার করেন এবং মক্কার প্রান্তরে কিম্বা গিরিগহ্বরে শিষ্যগণকে লইয়া উপাসনাদি করিতেন। শত্রুগণ তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে নানা কষ্টে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে। এমন কি, তাহারা তাঁহার বিনাশ সাধন করিতে সংকল্প করিয়াছিল। একদা তাহারা পর্ব্বত গুহায় তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দেখিয়া আক্রমণ করে। সায়াদ বেন-আক্কাস কর্ত্তৃক আক্রমণকারীদিগের একজন আহত হয়। আত্মরক্ষার্থে ইনিই প্রথমে ইসলামধর্ম্মের জন্য রক্তপাত করেন। হজরতের ঐশ্বর্য্য-শালী, গর্ব্বিত ও উগ্রস্বভাববিশিষ্ট পিতৃব্য আবুলহব ইস্‌লাম ধর্ম্মের ঘোর

---

(১) যোহন ৭ম অধ্যায় ৫।

(২) মার্ক ৩য় অধ্যায় ২১।

(৩) মথি ১৪শ অধ্যায় ২৫-২৮ ; মার্ক ৮ম অধ্যায় ৩২-৩৩।

বিদ্বেষী ছিল। আবুলহব, কোরেশবংশীয় আবু সুফিয়ানের ভগ্নী ওম্মে জমিলাকে বিবাহ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘোর শত্রু হইয়া উঠে। সে হজরতকে ঘৃণা করিত এবং কোরেশবংশীয়দিগকে বলিত, "আমাদের বংশের কলঙ্কস্বরূপ মহম্মদের বিপক্ষতাচরণ করিতে তোমরা সকলে বদ্ধপরিকর হও।" ওম্মে জমিলা, হজরত মহম্মদের উপর শত্রুতায় তাহার স্বামীকেও পরাস্ত করিয়াছিল। হজরতের বাসগৃহ এই পাপিষ্ঠের বাসগৃহের সন্নিকটে ছিল। ঐ পাপীয়সী যে কোন প্রকারে হউক, হজরতকে কষ্ট দিবার জন্য ব্যস্ত থাকিত। এমন কি, রাত্রে হজরতের গন্তব্য পথে আবর্জ্জনাসহ কণ্টকাদি ছড়াইয়া রাখিত। হজরত শেষরাত্রে নামাজ পড়িবার জন্য বহির্গত হইলেই তাঁহার পায়ে যেন ঐ কণ্টক বিদ্ধ হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই কার্য্যের জন্য সে "কাষ্ঠের বোঝা বহনকারী" (হাম্মালাত-উল-হাতাব) বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছিল। কোরাণ শরিফের তাব্বাৎ সুরায় ইহার বিষয় উক্ত হইয়াছে।

হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে মক্কাবাসী কোরেশবংশীয়দিগের মধ্যে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল যে, যখন কোন শত্রু মক্কা লুণ্ঠন করিতে আসিত, তখন মক্কাবাসী কোন এক ব্যক্তি সাফা পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক নগরবাসীদিগকে আহ্বান করিত, সেই আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মক্কাবাসী দলপতিগণ তথায় যাইয়া একত্রিত হইত এবং শত্রুর হস্ত হইতে নগর রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইত। "তুমি তোমার নিকটবর্ত্তী জ্ঞাতিগণকে খোদাতায়ালার শাস্তির ভয় প্রদর্শন কর।" কোরাণ শরিফের এই আয়েতটী ধর্ম্ম প্রচারের চতুর্থ বর্ষে অবতীর্ণ হইলে হজরত মহম্মদ সাফা পর্ব্বতোপরি আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞাতিগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সেই আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যখন তাঁহার বংশীয়গণ তথায় আসিয়া একত্রিত হইলেন, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "যদি আমি আপনাদিগকে এই কথা বলি যে, আপনাদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠনার্থ পর্ব্বতের নিম্নদেশে এক দল শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে আপনারা তাহা বিশ্বাস করেন কি না?" ইহা শুনিয়া সকলেই এক-বাক্যে বলিলেন, "অবশ্য বিশ্বাস করিব, কেননা তোমার মুখে আমরা কখনও মিথ্যা কথা শুনি নাই।" তখন হজরত মহম্মদ বলিতে লাগিলেন, "আমি জানি, সমস্ত আরবদেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাঁহার আত্মীয় স্বগণকে এমন সুসমাচার প্রদান করেন নাই, যাহা এক্ষণে আমি আপনাদিগকে প্রদান করিব। আমি আপনাদিগকে খোদাতায়ালার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিতেছি, যদি আপনারা আমার অনুসরণ না করেন, কোরাণ শরিফের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করেন, তাহা হইলে পরকালে আপনারা কঠিন শাস্তিতে আবদ্ধ হইবেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই জনতার মধ্য হইতে আবুলহব ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর উত্তোলন করিয়া বলে, "তুই বুঝি, এই জন্য আমাদিগকে ডাকিয়াছিস্? তোর দুই হাত বিনষ্ট হইয়া যাক্ (তাব্বাৎ এদাকা," এই সময়ে কোরাণ শরিফের "তাব্বাৎ" সুরা অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনা হজরতের তেতাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতেও হজরত মহম্মদ নিরুৎসাহ না হইয়া পর দিন হজরত আলিকে বলেন, "আলি! কোরেশবংশীয় সমুদয় ব্যক্তিকে আমার গৃহে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।" তদনুসারে হজরত আলি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে হজরতের গৃহে ভোজনার্থ উপস্থিত হইলেন। আহারান্তে তিনি প্রথমে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতার দ্বারা কোরেশদিগের নিকট তাঁহার ধর্ম্ম মত

ও স্বর্গীয় আদেশগুলি প্রকাশ করেন এবং তাহা সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। উপসংহারকালে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "একমাত্র খোদাতায়ালা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই, তিনি আমাকে সমুদয় লোকের নিকট সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সকলেই পরিণামে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আপনাদের ও অন্যান্য লোকদিগের নিকট আল্লাতায়ালা ঐ সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রচার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তাঁহার নামে সমস্ত জগৎ পবিত্র ও অসীম আনন্দে পূর্ণ হয়। আপনাদের মধ্যে কে এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিবেন? কে আমার ভ্রাতা ও মন্ত্রদাতা হইতে এবং ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন?"

হজরতের কথা শুনিয়া সকলই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইল, কেহ বা উপহাস করিতে লাগিল। অবশেষে হজরত আলি ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। হজরত মহম্মদ, আলিকে সাদরে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বলিলেন, "হে লোকসকল! আপনারা আমার ভ্রাতা, মন্ত্রদাতা ও প্রতিনিধিকে দর্শন করুন, সকলে ইঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবেন।" কোরেশবংশীয়গণ যুবক আলির এইরূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া তাঁহাকে উপহাস এবং আবুতালেবকে ভৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু আবুতালেবও সেই সভায় হজরত মহম্মদকে সাহায্য করিবেন, বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তাহাতে আবুলহব প্রভৃতি কতকগুলি নীচাশয় লোক রাগান্বিত হইয়া চলিয়া গেল।

প্রেরিত্ব লাভের পর হইতে হজরতের শত্রুগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করে। যাহাদের নিকট তিনি বাল্যকালে পরিচিত ছিলেন এবং যাহারা তাঁহাকে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়াছে; এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে রাজপথে দেখিতে পাইলে উপহাস

করিয়া বলিত, “হে আবুতালেবের ভ্রাতুষ্পুত্র! স্বর্গে কি হইতেছে, তাহা নাকি তুমি জানিতে পারিতেছ?” কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল মনে করিত। কেহ বা বলিত যে, ইহাকে ভূতে পাইয়াছে। আবার কেহ কেহ তাঁহাকে যাদুকর আখ্যা প্রদান করিত। অধিক কি, মক্কাস্থ সামান্য লোকেরাও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। যখন তিনি কোন স্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন কিম্বা উপদেশাদি দিতেন, তখন চতুর্দ্দিকস্থ লোকগণ উচ্চরবে অশ্লীল সঙ্গীতাদি কীর্ত্তন করিত; আর যখন তিনি কাবায় উপাসনাদি করিতেন, তখন অনেকে তাঁহার গাত্রে মল-মূত্রাদি নিক্ষেপ করিত। অফিজ প্রভৃতি কতকগুল দুরাত্মা তাঁহার গৃহ-দ্বারে পুরীষত্যাগ করিয়া যাইত। হজরত তাহা দেখিয়া, তাহাদিগকে কেবল এইমাত্র বলিতেন, “এই কি প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য কার্য্য?” একদা হজরত কাবা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শুনিতে পান যে, বিপক্ষ কোরেশগণ কাবার মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিন্দা করিতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের নিকট গিয়া ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। হজরতকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিয়া তাহাদের অন্তর মধ্যে এমন ধর্ম্ম ভয়ের উদয় হইল যে, তাহারা আর একটী কথাও কহিতে পারিল না।

আমরু নামক একজন বিখ্যাত কবি হজরতের নিন্দাসূচক অশ্লীল কবিতা লিখিয়া আরবদেশে সর্ব্বত্র প্রচার করে। কথিত আছে যে, কবি লেবিদও হজরত মহম্মদের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। লেবিদ প্রথমে ইস্লামধর্ম্মের প্রতিবাদযুক্ত কুৎসাপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া কাবা-মন্দিরদ্বারে টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। হজরত উহা শুনিতে পাইয়া পরদিন লেবিদের কবিতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কোরাণ শরিফের দ্বিতীয় সুরার একটী আয়েত তথায় টাঙ্গাইয়া দেন। লেবিদ সেই সারগর্ভ প্রত্যাদেশ পাঠ করিয়া বলেন, “খোদাতায়ালা ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ ভিন্ন আর

কেহই এই প্রকার বচন উচ্চারণ করিতে পারে না।" তৎপরে লেবিদ হজরত মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উক্ত ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ যত্নবান্ হন। এক সময়ে কোরেশগণ হজরতকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া মক্কার প্রান্তরে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। এমন সময়ে হজরত তাহাদের সম্মুখে উপনীত হন, কিন্তু তাহারা তাঁহার ললাটে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যায়, হজরত নির্ব্বিঘ্নে তথা হইতে চলিয়া আসেন।

এক সময়ে কোরেশবংশীয়গণ হজরত মহম্মদকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যাদি দ্বার. প্রলুব্ধ করিয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। একদিন যখন হজরত মহম্মদ কাবামন্দিরে বসিয়াছিলেন, তখন বিপক্ষ-কোরেশবংশীয় রাবিয়ার পুত্র অত্‌বা তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি তোমার গুণে ও বংশপরম্পরায় অতি সুবিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদের মধ্যে বিভাগ ও গোলযোগ বাধাইয়া দিতেছ, আমাদের দেবদেবীগণকে অগ্রাহ্য ও নিন্দা করিতেছ এবং আমাদিগকে অধার্ম্মিক আখ্যা প্রদান করিতেছ। আমরা তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ভাল বিবেচনা হয়, গ্রহণ করিও।" হজরত মহম্মদ বলিলেন, "হে ওয়ালিদের পিতা! বলুন, আমি শ্রবণ করিতেছি।" তখন অত্‌বা বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি তুমি এইরূপে ধন সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে অপর্য্যাপ্ত ধন দান করিব; যদি তুমি পদমর্য্যাদা ও সম্ভ্রমাদি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে আমাদের দলপতি করিব এবং তোমার বিনানুমতিতে কোন কার্য্য করিব না; যদি তুমি রাজ্য পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা করিব; যদি তোমার কোনরূপ শিরঃপীড়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বহু অর্থ ব্যয়ে তোমার চিকিৎসা করিব।" হজরত মহম্মদ বলিলেন, "হে ওয়ালিদের

পিতা! আপনার বক্তব্য কি শেষ হইয়াছে?" অত্‌বা বলিলেন, "হাঁ, হইয়াছে।" তখন হজরত বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তবে শ্রবণ করুন, দয়ালু আল্লাহতায়ালার নাম গ্রহণ করুন। কোরাণ নামক যে ধর্ম্মবিধি আছে, তাহাতে খোদাতায়ালার আদেশসমূহ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে সুসমাচার সকল লিখিত আছে। তাহাতে ভীতিজনক পদার্থ ও বিষয়সমূহকে অস্বীকার করে। বিধর্ম্মিগণ বলে, 'তুমি আমাদের নিকট যাহা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমাদের নিকট কোন কার্য্যকরী হইতেছে না, তাহাতে আমাদের কর্ণ বধির, অধিকন্তু তোমার ও আমাদের মধ্যে একখানি আবরণ-বস্ত্র আছে; তজ্জন্য তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই কার্য্যে পরিণত কর, আমরা স্বীয় অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করি।' বল হে মহম্মদ, আমি তোমাদের ন্যায় মানব ভিন্ন আর কিছুই নই। আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে যে, তোমাদের খোদাতায়ালা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহে, তজ্জন্য তাঁহারই প্রার্থনা কর; অতীত পাপের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। পৌত্তলিকদিগের কি দুর্দ্দশা! যেহেতু তাহারা তাহাদের নির্দ্ধারিত ভিক্ষা দান করে না ও ভবিষ্যতের বিষয় ভাবে না; কিন্তু যাহারা ধর্ম্মকার্য্য করে, তাহারা চির সুখস্থান পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হয়" (কোরাণ ৪১ অধ্যায়)। ইহা শুনিয়া অত্‌বা বলিলেন, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এই উপদেশের নিকট অপর কোন উপদেশ ফলপ্রদ হইতে পারে না।" তৎশ্রবণে হজরত মহম্মদ অত্‌বাকে বলিলেন, "এক্ষণে আপনি ত সমুদয় শ্রবণ করিলেন, যাহা ভাল বলিয়া বোধ করেন, তাহাই করুন।"

অত্‌বা কোরেশগণের নিকট গিয়া বলেন, "আমি মহম্মদের মুখে যে সকল কথা শুনিলাম, তদ্রূপ ভাবপূর্ণ পারমার্থিক উপদেশ কখন শ্রবণ করি নাই, তোমরা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হও।" ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল, "মহম্মদ তোমাকে যাদুমন্ত্রে

ভুলাইয়াছে।” তখন অত্‌বা বলিলেন, “তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, কর।” আর এক সময়ে কোরেশগণ হজরত মহম্মদকে অর্থের ও পদমর্য্যাদার প্রলোভন দেখাইয়াছিল। হজরৎ তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দেন, “আমি ধনসম্পত্তি, পদমর্য্যাদা কিম্বা রাজ্যও পাইতে ইচ্ছা করি না, আমি খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, তিনি আমাকে তোমাদিগের নিকট তাঁহার সুসমাচারসমূহ প্রচার করিতে অনুমতি দিয়াছেন; আমি খোদাতায়ালার আদেশসমূহ তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি। আমি তোমাদের জন্য যাহা আনয়ন করিয়াছি, যদি তোমরা তাহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে ইহ ও পরজগতে সুখী হইতে পারিবে। যদি তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তোমাদের ও আমার বিচার ভার খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া থাকিব।”



আবুতালেবের নিকট হজরতের বিরুদ্ধে কোরেশগণের অভিযোগ।

যখন হজরৎ মহম্মদ পৌত্তলিকতার ঘোর শত্রু হইয়া উঠিলেন এবং অনেককে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন; তখন কোরেশগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও কিছুই করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, আবুতালেবের নিকট অত্‌বা, শয়বা ও আবুজহল প্রভৃতি কতিপয় প্রধান লোককে পাঠাইয়া দিল। তাহারা আবুতালেবের নিকট গিয়া বলিল, “আমরা সকলে আপনাকে সম্মান করি এবং বাস্তবিকই আপনি মান্যাস্পদ। তজ্জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেবতাগুলির নিন্দা ও অবমাননা করিতেছে,

আপনি তাহ'কে তাহা হইতে নিবৃত্ত করুন কিম্বা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন। যদি সে ও তাহার শিষ্যগণ পুনঃ ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের জীবন নষ্ট হইবে।” আবুতালেব অবিলম্বে তাহাদের অভিপ্রায় হজরতকে জানাইয়া বলিলেন, “মহম্মদ! তুমি কোরেশবংশীয়দিগের দেবতাগুলির নিন্দা ও অবমাননা করায়, তাহারা সকলে তোমার শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে তুমি আর তাহাদের দেবতাগুলির নিন্দা করিও না, অধিকন্তু তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য কর, আর নির্জ্জনে স্বকীয় ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনা ও ধর্ম্মকার্য্যাদি করিও।”

এই সকল কথা শুনিয়া হজরত মহম্মদের অন্তরে ধর্ম্মবহ্নি দ্বিগুণতর প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আবুতালেবকে বলিলেন, “জ্যেষ্ঠ-তাত! যদি আমার শত্রুগণ অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে সূর্য্যকে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আর চন্দ্রকে আমার বাম পার্শ্বে আনয়ন করে, তথাপি যখন সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বনিয়ন্তা আমাকে সত্যপ্রচারে ব্রতী করিয়াছেন, তখন যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিন কর্ত্তব্যকার্য্য পালনে নিবৃত্ত থাকিব না? হয় ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিস্তার করিব, না হয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।” আবুতালেব ভ্রাতুষ্পুত্রের এইরূপ অসমসাহসিকতা ও ধর্ম্মানুরক্তি দর্শন করিয়া বলিলেন, “যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি সাধ্যমত তোমাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।” অনন্তর যখন আবুতালেব দেখিলেন যে, হজরতের শত্রু-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাকে রক্ষা করাও তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে; তখন তিনি আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি মহম্মদের পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাহাকে বিপক্ষ কোরেশগণের ও আরবের অন্যান্য লোকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে, সেই

ব্যক্তি আমার পরম মিত্র হইবে।" আবুতালেবের কথায় হাশেম ও আবদল মোত্তালেবের সন্তানগণ অনুমোদন করিলেন এবং হজরতকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। কেবল আবু লহব ইহাতে স্বীকৃত হইল না।

তখন কোরেশগণ হজরত মহম্মদকে পুনঃ ধনরত্নাদির প্রলোভন দেখাইয়া কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ উত্তর প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "আমি ধন-রত্ন, মান মর্য্যাদা ও রাজ্যের অভিলাষী নহি। আমি তোমাদের নিকট সুসমাচার প্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছি। আমি তোমাদের নিকট মহাপ্রভুর আদেশ প্রচার করিতেছি এবং তোমাদিগকে সদুপদেশ দিতেছি। আমি তোমাদের জন্য যে সমুদয় সুসমাচার আনয়ন করিয়াছি তাহা যদি তোমরা গ্রহণ কর, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তোমাদের ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল করিবেন। যদি তোমরা আমার সদুপদেশ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি ধৈর্য্যশীল হইব এবং তোমাদের ও আমার বিচারভার খোদাতায়ালার উপর ন্যস্ত রহিবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা হজরত মহম্মদকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং তাঁহার বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদনার্থ নানারূপ অসঙ্গত প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিল।* হজরত ঈসা ও মুসা প্রভৃতি প্রেরিত পুরুষগণের প্রেরিতত্বের প্রমাণার্থ তৎকালীন লোকেরা যেরূপ অলৌকিক ক্রিয়াদি প্রদর্শন করাইতে বলিয়াছিল, কোরেশগণও সেইরূপ হজরত মহম্মদকে সুপেয় পানীয় জলের কূপ, প্রবাহিত স্রোতস্বতী, স্বর্গকে ভূতলে আনয়ন, সুবর্ণময় প্রাসাদ নির্ম্মাণ, স্বর্গারোহণার্থ সিঁড়ি এবং পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত করণ† প্রভৃতি অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন

---

* এখানে দেখার ১৮৮ পৃঃ।
† কোরাণ শরিফ ১৭শ সুরা ৯০—৯৩।

করাইতে বলিল। তদুত্তরে তিনি অলৌকিক-ক্রিয়া-দর্শনাভিলাষী কাফের-দিগকে বলিয়াছিলেন—"খোদাতায়ালা আমাকে অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন জন্য প্রেরণ করেন নাই। তিনি আমাকে তোমাদের নিকট সত্য প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক পবিত্র, আমি প্রেরিত বৈ নহি। পৃথিবীতে স্বর্গীয় দূতেরা (ফেরেস্তারা) সাধারণতঃ বিচরণ করে না, যদি করিত, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তোমাদের নিকট সত্য-প্রচারার্থ এক জন ফেরেস্তা স্বর্গ হইতে প্রেরণ করিতেন।"*

"যাহা কিছু স্বর্গে ও যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তৎসমুদয় খোদা-তায়ালার স্তব করিয়া থাকে, তিনি সুপবিত্র রাজা পরাক্রান্ত বিজ্ঞাতা। তিনিই যিনি অশিক্ষিত লোকদিগের প্রতি তাহাদিগের মধ্য হইতে প্রেরিত পুরুষ প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাঁহার আয়েত (বচন) সকল তাহাদের নিকটে পাঠ করে ও তাহাদিগকে শুদ্ধ করে এবং তাহা-দিগকে গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং নিশ্চয় তাহারা পূর্ব্বে স্পষ্ট পথভ্রান্তির মধ্যে ছিল এবং তাহাদের অপর লোকদিগের জন্য (প্রেরণ করিয়াছেন) যে এখনও তাহাদিগের সঙ্গে মিলিত হয় নাই এবং তিনি পরাক্রান্ত কৌশলময়, ইহাই খোদাতায়ালার করুণা, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন বিতরণ করিয়া থাকেন এবং খোদাতায়ালা মহা কৃপাবান্।

তৎপরে তিনি তাহাদিগকে বলেন যে, তিনি অলৌকিক ক্রিয়া-প্রভাবে ইস্লাম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রয়াসী নহেন, কারণ প্রকৃতির কার্য্যকলাপে খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সকলে দেখিতে পাইতেছেন। তিনি

* কোরাণ শরিফ ১৭শ সূরা ৯৩—৯৫।
† কোরাণ শরিফ ৬২শ সূরা ১—৪।

জলদগম্ভীর স্বরে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ কর, জগতের বৈচিত্র্য দর্শন কর—ঐ যে সুনীল নভোমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি বিশ্বের নিয়মানুসারে দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে, বারিবর্ষণে বিশুষ্ক ধরা সঞ্জীবিত হইতেছে, মানবের উপকারের জন্য মালবোঝাই জাহাজ সমুদ্রে গমনাগমন করিতেছে, খর্জ্জুর বৃক্ষ সকল ফলফুলে সুশোভিত হইতেছে—ইহা কি তোমাদের কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত দেবদেবীর কার্য্য?" *

"যখন সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই খোদাতায়ালার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, তখন হে মূর্খগণ! তোমরা খোদাতায়ালার আরও নিদর্শন দেখিতে চাও! তোমাদের অঙ্গসৌষ্ঠব কেমন আশ্চর্য্যজনক ও সুন্দররূপে সংগঠিত এবং সংস্থাপিত; দিবারাত্রি, জন্মমৃত্যু ও নিদ্রা জাগরণ কেমন পর্য্যায়ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। খোদাতায়ালার কৃপায় তোমাদের অভিলাষাদি পূর্ণ হইতেছে। বায়ু-বিতাড়িত সজল জলদরাশি খোদাতায়ালার করুণার নিদর্শন স্বরূপ কৃপাবারি বর্ষণ করিতেছে। অশান্তির মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইতেছে। বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট মানবগণের মধ্যে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফল, মূল, জীব, জন্তু ও মানব ইহারা প্রত্যেকেই কি বিশ্বস্রষ্টার যথেষ্ট নিদর্শন নহে?" †

অজ্ঞানান্ধ কোরেশগণ উপরোল্লিখিত মহাবাক্যাবলী সকল শ্রবণ করিয়া তাহার মর্ম্মানুভব করিতে পারিল না এবং খোদাতায়ালার অস্তিত্বের নিদর্শন সমূহ তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। বরং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের প্রধূমিত বিদ্বেষানল দ্বিগুণতর বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

---

* কোরাণ শরিফ ২৫শ সুরা ৪৮—৪৯। ২য় সুরা— ২২।

† কোরাণ শরিফ ৬ষ্ঠ সুরা ৯৫—৯৯; ৫১শ ২০; ১৫শ—২০; ২০শ ৫০—৫৭; ৩৪শ ২০, ১৮, ৩৯।

এই সময়ে একদিন হজরত মহম্মদ কাবার মধ্যে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি ঐ অকবা-বেন-আবু-মগয়েজ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মহাবিপদে পতিত হন হজরত আবুবকর শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। তাঁহার শিষ্যগণ সমধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন না বলিয়া তাঁহাদের জীবনও বিপদাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কোরেশ-বংশীয়গণ বেলাল, সহায়েব, এমার ও ইয়াসার প্রভৃতি কতিপয় দুর্ব্বল শিষ্যকে নানা ক্লেশে পাতিত করে। রামধা পাহাড় ও বাথা নামক স্থানদ্বয় নবধর্ম্মে দীক্ষিত ভ্রাতাগণের উৎপীড়নস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। পাষাণ-হৃদয় কোরেশগণ ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত ভ্রাতৃভগ্নীগণকে ঐ স্থানে আনয়ন করিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে তপ্ত বালুকায় বিদগ্ধ করিত। ইঁহাদের মধ্যে বেলাল একজন, ইঁনিই ইসলামের প্রথম আজানদাতা। ইঁনি ক্রীতদাস ছিলেন। বেলাল পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহার প্রভু ওম্মিয়া-বেন-খাল্লাফ তাঁহাকে প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে বাথায় লইয়া গিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপর অনলবর্ষী সূর্য্যের দিকে তাঁহার মুখমণ্ডল স্থাপনপূর্ব্বক শোয়াইয়া তাঁহার বক্ষোপরি প্রকাণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিয়া রাখিত এবং বারম্বার বলিত, "বেলাল, হয় ইস্‌লাম-ধর্ম্ম ত্যাগ কর, না হয়ত তোমাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে।" প্রস্তরের গুরুভারে ও পিপাসায় মৃতপ্রায় বেলাল সকরুণ কণ্ঠে কেবলমাত্র বলিতেন, "আহাদুন, আহাদুন" অর্থাৎ "এক (খোদাতায়ালা), এক"। এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে খোদাতায়ালার করুণদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। তখন দয়ার্দ্রচিত্ত হজরত আবুবকর বেলালকে অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। হজরত আবুবকর এইরূপ প্রকারে আরও ছয় জন ক্রীতদাসকে ক্রয় করিয়া লইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। পাষণ্ড কোরেশগণ ইয়াসার ও তদীয় পত্নী সামিয়াকে নিষ্ঠুরভাবে বধ করিয়া-

ছিল এবং তাহাদের পুত্র আম্মারকেও দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু যাহাদের অন্তরে একবার সত্যধর্ম্মের জলন্তবিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদিগকে শত্রুগণ অশেষ যন্ত্রণা দিয়াও বিচলিত করিতে পারে নাই। যাহা হউক, হজরত মহম্মদ তাঁহার শিষ্যবর্গের এইরূপ দুর্দ্দশা অনেক সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন এবং তাঁহারা যে ধর্ম্মের জন্য বুক পাতিয়া শহিদ হইতেছেন, তাহাও তিনি দর্শন করিতেন। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে শহিদ প্রাপ্ত মহাত্মাদিগের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কোরেশগণের এতাদৃশ অত্যাচার ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও হজরত মহম্মদ কখনই তাহাদিগকে ঘৃণিত পাপময় আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিতে বিরত হন নাই। তিনি ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার কার্য্যে এরূপ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনলোদ্গারিণী বক্তৃতা শ্রবণে শ্রোতাদিগের মন প্রাণ দগ্ধীভূত হইয়া যাইত। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন যে, পুরাকালে খোদাতায়ালার প্রেরিত পুরুষের নিষেধাজ্ঞায় অনাস্থা প্রদর্শন করায় আদ ও ছামুদ বংশীয়গণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল; ধর্ম্ম-প্রচারক নূহের অনুগামিগণ পাপ কার্য্যানুষ্ঠানে খোদাতায়ালার কোপানলে নিমজ্জিত হইয়াছিল। শেষ বিচারের দিনে যখন সেই অনাদি অনন্ত বিচারপতির সম্মুখে মানবের ইহ জগতের কর্ম্মফলের বিচার হইবে এবং যখন জীবন্তপ্রোথিত শিশু সন্তানগণ কি দোষে হত হইয়াছে জিজ্ঞাসিত হইবে, তখন খোদাতায়ালা ব্যতীত কেহই তাহাদের নিকটে থাকিবে না। তিনি ধার্ম্মিকদিগের স্বর্গের (বেহেস্তের) অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ এবং পাপাত্মগণের নরকের (জাহান্নামের) দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগের সুন্দর চিত্র তাহাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিতেন এবং অবিশ্বাসীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে করিতে বলিতেন, "কেহ অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিল, পরে যখন

তাহা তাহার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিল, খোদাতায়ালা তাহা হইতে অগ্নির জ্যোতিঃ প্রত্যাহার করিলেন এবং তাহাকে অন্ধকারে রাখিলেন, সে কিছু দেখিতে পাইল না। তাহারা বধির, মূক, অন্ধ, অপিচ তাহারা পরিবর্ত্তিত হয় না। অথবা আকাশের সেই মেঘের ন্যায় যাহাতে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ আছে, তাহারা গর্জ্জনবশতঃ মৃত্যু-ভয়ে স্ব স্ব কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেছে, খোদাতায়ালা ধর্ম্মদ্রোহী-দিগের আক্রমণকারী। সত্বরই বিদ্যুৎ তাহাদের দৃষ্টি হরণ করিবে, যখন (বিদ্যুৎ) তাহাদিগকে জ্যোতিঃ প্রদান করে, তাহারা তাহাতে চলিতে থাকে, যখন তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন দণ্ডায়মান থাকে, খোদাতায়ালা ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় তাহাদের চক্ষু, কর্ণ হরণ করিবেন। নিশ্চয় খোদাতায়ালা সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশীল।* "এবং যাহারা ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম সকল প্রান্তরের সেই মৃগ-তৃষ্ণার ন্যায়, পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি যাহাকে জল মনে করে, এ পর্য্যন্ত যখন সে তাহার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাকে কোন পদার্থরূপে প্রাপ্ত হয় না, এবং খোদাতায়ালাকে আপনার নিকটে (শাস্তিদাতৃরূপে) প্রাপ্ত হয়, অনন্তর খোদাতায়ালা তাহার হিসাব (বিচার) পূর্ণ করেন, এবং খোদাতায়ালা হিসাবে সত্বর। অথবা তাহার অবস্থা যেন গভীর সমুদ্রে তিমিররাশি, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিতেছে, তাহার উপর মেঘ, অন্ধকারপুঞ্জ পরস্পর এক অন্যের উপর, যখন সে আপন হস্ত বাহির করে, তাহা যে দেখিবে এমন সুযোগ নাই, যাহাকে খোদাতায়ালা আলোক দান করেন নাই, সে সেই ব্যক্তি, অনন্তর তাহার জন্য কোন আলোক নাই।"† তাঁহার এইরূপ ভীতিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করি...

* কোরাণ শরিফ ২য় সুরা ১৭—২০ আয়েত।

† কোরাণ শরিফ ২৪শ সুরা ৩৯—৪০ আয়েত।

শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকের পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

হজরত হামজার ইস্‌লাম গ্রহণ।

কোরেশগণ কোন ক্রমে হজরতকে ধর্ম্মপ্রচারে বিরত রাখিতে পারিলেন না, অধিকন্তু তিনি দিন দিন নূতন ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিতেছেন দেখিয়া তাহারা নিয়ম করিল যে, যাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, তাহারা তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। এদিকে হজরত সাফা পর্ব্বতোপরি অরকাম নামক জনৈক শিষ্যের গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। একদা কোরেশগণ সাফা গিরিতে প্রতিমা পূজার জন্ম সমবেত হইল। হজরত মহম্মদ সেই পূজার স্থানে গিয়া একমাত্র খোদাতায়ালার পূজার কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইহাতে অলিদ, আবুজহলকে বলিল, "আইস, মহম্মদকে অবমানা করি।" আবুজহল এবং অপর অনেকে তাহাতে সম্মত হইয়া হজরতকে তিরস্কার করিয়া প্রতিমার গুণগান করিতে লাগিল। পরদিন দুর্ব্বৃত্তেরা দলবদ্ধ হইয়া হজরতকে গুরুতররূপ আঘাত করে, তাহাতে তিনি মৃতপ্রায় হন। সেই অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে এই কথাটী মাত্র বলিয়াছিলেন, "তোমরা কেন আমাকে আঘাত করিতেছ? আমি খোদাতায়ালার প্রেরিত।" অবশেষে খোদেজা বিবি কোরেশদিগের অত্যাচারের কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হজরতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে কাবার নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকেন

হজরতের খুল্লতাত হামজা মৃগয়া হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, এক বৃদ্ধার মুখে হজরতের প্রতি কোরেশগণের অত্যাচারের কথা শুনিতে

পান। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আবুতালেব কি গৃহে নাই?" স্ত্রীলোকটী বলিল, "না।" তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আব্বাস কোথায় ছিলেন?" স্ত্রীলোকটী বলিল, "তিনি শত্রুগণকে নিরস্ত হইতে অনেক অনুনয় করেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই।" তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আবুলহব কোথায় ছিলেন?" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল, "সেই নরাধম পাষণ্ড শত্রুদিগকে বলিতে লাগিল যে, মহম্মদকে মারিয়া ফেল।" এতৎ শ্রবণে হামজা ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসনে শর-সন্ধান ও তরবারি ধারণপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং যেখানে আবুজহল প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণ জয়োন্মত্ত হইয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছিল, তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। কোরেশগণ উগ্রমূর্ত্তি হামজাকে দর্শন করিয়াই ভয়-কম্পিত হইল। হামজা রোষ-কষায়িতলোচনে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে মহম্মদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে?" আবুজহল বলিল, "আমিই।" হামজা ক্রোধভরে তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা ও তাহার মস্তকে গুরুতররূপে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "যদি আমি সেই সময়ে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে সকলকেই শমন-সদনে প্রেরণ করিতাম।" তৎপরে তিনি হজরতের নিকট চলিয়া আসিলেন; হজরত তাঁহাকে দেখিয়া দুঃখাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। হামজা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি অত্যাচারী আবুজহলের মস্তক ভগ্ন করিয়া দিয়া আসিয়াছি, অদ্য হইতে তোমাকে শত্রুহস্ত হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে ব্রতী হইলাম।" হজরত বলিলেন, "আপনি খোদাতায়ালার মনোনীত সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, আমি সমধিক বাধিত হইব।" তখন হামজা হজরতকে কোরাণ শরিফ পাঠ করিতে বলিলেন, তিনি সুরা "মুমেন" ও সুরা তাহার কয়েকটী আয়েত (বচন) পাঠ করিলেন এবং তাহা দ্বারাই পৌত্তলিকতার অসারতা প্রমাণ

করিলেন। তৎশ্রবণে হামজা হজরতকে খোদাতায়ালার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক স্বীকার করিয়া কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইলেন। তদবধি তিনি হজরতকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। শেষে এই বীরশ্রেষ্ঠ হজরত হামজা ইস্লামধর্ম্ম-প্রচারের একজন বিখ্যাত সাহায্যকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

হজরত ওমরের ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ।

ওমর-বেন-অল-খেত্তাব নামক আবুজহলের ষড়্‌বিংশতি বৎসর বয়স্ক অমিতবলশালী, সুদীর্ঘবপুঃ, দৃঢ়কায় ও অসীম-সাহসী, এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তাঁহার ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিলে গর্ব্বিত বীরপুরুষের অন্তরেও ভয়ের উদ্রেক হইত। এমন কি, তাঁহার হস্তস্থিত বেত্র অন্য লোকের তরবারি অপেক্ষাও সাধারণের নিকট ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইত। এক দিন আবুজহল কোরেশগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, "কোরেশগণ! মহম্মদ আমাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণকে ও আমাদিগকে অধার্ম্মিক আখ্যা প্রদান করিতেছে আর আমাদের দেবদেবীগণের নানারূপ নিন্দা ও অবমাননা করিতেছে। এই সকল অবমাননা কি আমাদের সহ্য করিয়া থাকা উচিত? অতঃপর যদি আমরা মহম্মদকে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল না দিই, তাহা হইলে কাপুরুষ নামে অভিহিত হইব। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মহম্মদের মস্তক ছেদন করিয়া আনিতে পারিবে, আমি তাহাকে ১০০ উষ্ট্র ও ৫০০ শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিব।' হজরত ওমর সমবেত কোরেশদিগের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিলেন, "আমিই মহম্মদের মস্তক ছেদন করিয়া আনিতে প্রস্তুত আছি।" অতঃ

জহল, লাত প্রভৃতি দেবতার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া অঙ্গীকৃত উষ্ট্র ও মুদ্রা দিতে স্বীকৃত হইল। তৎপরে হজরত ওমর কাবাস্থিত হবল দেবকে সাক্ষী করিয়া হজরতের শিরশ্ছেদন করিতে বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে হজরত মহম্মদ অরকামের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হজরত ওমর তাঁহার উদ্দেশ্যে গমনকালে পথিমধ্যে জহরাবংশোদ্ভব এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই ব্যক্তি গুপ্তভাবে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোরেশদিগের ভয়ে স্বকীয় ধর্ম্ম গোপনে রাখিয়াছিলেন। তিনি হজরত ওমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওমর! কোথায় যাইতেছ?" হজরত ওমর বলিলেন, "আমি মহম্মদের মস্তক ছেদন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহাই সম্পন্ন করিবার জন্য যাইতেছি।" সেই লোকটী বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি ঐ সম্মুখস্থ মেষশাবকটী ধরিয়া দেও।" ওমর অনেক চেষ্টা করিয়াও মেষশাবকটী দৌড়িয়া ধরিতে পারিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলিলেন, "তুমি যখন এই সামান্য মেষশাবকটীকে ধরিতে পারিলে না, তখন কেমন করিয়া, সেই খোদাতায়ালার সিংহকে আক্রমণ করিবে?" ইহা শুনিয়া হজরত ওমর লজ্জিত হইলেন। সেই লোকটী হজরত ওমরকে পুনর্ব্বার বলিলেন, "যদি তুমি তাঁহাকে আক্রমণ কর, তাহা হইলে হাশেম ও আবদল-মোত্তালেবের সন্তানগণ তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন? অতএব এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না।" ইহা শুনিয়া হজরত ওমর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি বুঝি, মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছ? যদি তুমি মুসলমান হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি সর্ব্বাগ্রে তোমাকেই বিনাশ করিব।" তিনি বলিলেন, "না, আমি পৈত্রিক-ধর্ম্ম ত্যাগ করি নাই।" ইহা শুনিয়া হজরত ওমর চলিয়া গেলেন। কিছু দূর গেলে অরিষ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

তিনি নয়িমকে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন; নয়িম তাঁহাকে এই গুরুতর কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে চেষ্টা পাইল, ইহাতে হজরত ওমর তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন নয়িম বলিল, "আমি পৈত্রিক ধর্ম্মে স্থির আছি; তোমার ভগ্নী ফাতেমা ও ভগ্নীপতি সয়িদ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অগ্রে তাঁহাদিগকে শাসন কর, পরে অন্যকে শাসন করিও।" ইহা শুনিয়াই হজরত ওমর রাগান্বিত হইয়া ভগ্নীর গৃহে গমন করিলেন. গমনকালে নয়িম তাঁহাকে বলিয়া দিল, "তোমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে বলির মাংস স্বহস্তে পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে দিও, যদি তাঁহারা সেই মাংস ভক্ষন না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, তাঁহারা ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন।" হজরত ওমর ভগ্নীর গৃহে উপনীত হইলে সয়িদ আহারের জন্য একটী মেষ আনিলেন; হজরত ওমর তাহাকে বলি দিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। আহার কালে তিনি তাঁহার ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে সেই মাংস ভক্ষণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা বলিলেন, "আমরা একটী সংকল্প করিয়াছি, তজ্জন্য মাংস ভক্ষণ করিব না।" হজরত ওমর ইহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া ভগ্নীকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। সয়িদ ফাতেমাকে রক্ষা করিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকেও ভূতলে পাতিত করিয়া আঘাত করিতে থাকেন। ফাতেমা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া স্বামীকে রক্ষা করিতে আসিলে হজরত ওমর মুষ্ট্যাঘাতে ফাতেমার বদনমণ্ডল রক্তাক্ত করিয়া দেন। তখন ফাতেমা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হে ধর্ম্মদ্রোহী ভ্রাতঃ! আমি একমাত্র খোদাতায়ালা ও তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক হজরত মহম্মদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি বলিয়া, তুমি আমাকে আঘাত করিয়াছ? আমরা তোমাকে ও তোমার উদ্ধতস্বভাবকে ঘৃণাপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্ম রক্ষা করিব।" এই বলিয়া ফাতেমা বারম্বার কলেমা পড়িতে লাগিলেন—"একমাত্র

খোদাতায়ালা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।” আঘাতের গুরুত্ব সত্ত্বেও ভগ্নী ও ভগ্নীপতির তাদৃশ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সত্যে অটল বিশ্বাস দেখিয়া হজরত ওমর আশ্চর্য্যান্বিত ও চিন্তাযুক্ত হইলেন।

হজরত ওমর নিদ্রিত হইলে নিশীথ সময়ে সয়িদ ও ফাতেমা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অজু করিয়া কোরাণ শরিফের বিংশতি অধ্যায়ের “তাহা” সুরা পাঠ করিতে লাগিলেন, “খোদাতায়ালা স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই এই সকলের অধীশ্বর, তিনি ভিন্ন আর কেহই উপাস্য নাই। মানবগণ যাহা করে, তিনি তাহা অবগত হন।” এইরূপ মর্ম্মের কয়েকটী আয়েত (বচন) পাঠ করিলে, হজরত ওমর তথায় গিয়া বলিলেন, “তবে কি সমুদয়ই মহম্মদের খোদাতায়ালার, আমাদের দেবতাগণের কিছুই নাই? একবার কোরাণখানি আমাকে দেখাও।” ফাতেমা বলিলেন, “অজু না করিলে, কোরাণ শরিফ স্পর্শ করা যায় না।” তদনন্তর হজরত ওমর অজু করিলেন, ফাতেমা তাঁহার হস্তে লিখিত আয়েতগুলি দিয়া বলিলেন, “সাবধান, যেন এই পবিত্র বিধানের কোনরূপ অসম্মান না হয়।” হজরত ওমর সসম্মানে তাহা অঙ্কে ধারণ করিলেন, সয়িদ পড়িতে লাগিলেন।

যখন সয়িদ মৃত্যুর পর পুনর্বিচারের কথা পড়িতে লাগিলেন, তখন হজরত ওমরের অন্তর দ্রবীভূত হইয়া গেল, তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “একমাত্র খোদাতায়ালা ভিন্ন আর উপাস্য নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।” তখন সয়িদ ও ফাতেমা হজরত ওমরের মুখ হইতে এই বাক্যাবলী উচ্চারিত হইতে শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। হজরত ওমর ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে সংকল্প করিয়া সেই রাত্রেই হজরতের নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে সয়িদ তাঁহাকে হজরতের নিকট লইয়া গেলেন।

এদিকে মুসলমানগণ কোরেশদিগের প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া হজরত মহম্মদকে রক্ষার্থ অরকামের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে

হজরত অবিরাম কেবল বরাবর খোদাতাআলার কৃপা প্রার্থনায় নিযুক্ত ছিলেন। হজরত ওমরের আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া হজরত আবুবকর ও হজরত আলি প্রভৃতি ভীত হইলেন, হামজা-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া হজরত ওমরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত হইল, হজরত মহম্মদ সকলকে বলিলেন, "তোমাদের বাহির হইবার আবশ্যক নাই, আমিই অগ্রসর হইতেছি।" তথাচ তাঁহারা তাঁহাকে নিবৃত্তির জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, হজরত মহম্মদ জেব্রিল মুখে হজরত ওমরের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে শুনিয়া স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইলেন। তিনি মানবীয় বলের নিকট মস্তক নত না করিয়া নির্ভয়ে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং হজরত ওমর দ্বারে আসিবামাত্র বাহির হইয়াই তাঁহার হস্তদ্বয় ধরিলেন। হজরত মহম্মদ, ওমরের হস্ত ধারণ করাতে তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার প্রভূত বলবিক্রম সমুদয় চলিয়া গেল; তাঁহার অটল হৃদয় ও দৃঢ়বপুঃ কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইলেন। আহা! ইসলামের কি মোহিনীশক্তি! যিনি উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে হজরত মহম্মদের শিরশ্ছেদ করিতে যাইতেছিলেন, তিনিই আবার ভক্তি গদগদ-চিত্তে নতশিরে ইসলামধর্ম্ম-গুরুর করকমল চুম্বনপূর্ব্বক বিশ্বাসের মন্ত্র পাঠ করিলেন। হজরত মহম্মদ তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। তখন হজরত ওমর বলিলেন, "প্রেরিত পুরুষ! পৌত্তলিকগণ প্রকাশ্যে প্রতিমা পূজা করিবে, আর আমরা কি গোপনে অদ্বিতীয় আল্লাহতাআলার উপাসনা করিব? কখনই তাহা হইবে না; চলুন, আমরা কাবামন্দিরে গিয়া প্রকাশ্যভাবে উপাসনা করি।" হজরত তাঁহার অনুরোধে কাবার উপাসনার্থ বহির্গত হইলেন। তিনি দক্ষিণ পার্শ্বে হজরত আবুবকর, বাম পার্শ্বে হামজা, সম্মুখভাগে হজরত আলি এবং পশ্চাতে হজরত

ওমর আর পশ্চাদ্ভাগে অন্যান্য শিষ্যদিগকে লইয়া গমন করিলেন। বিপক্ষ কোরেশগণ হজরতকে দিবাভাগে শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে মক্কার রাজপথ দিয়া গমন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া স্থির করিল। কাবার পার্শ্বস্থিত একটী গৃহে আবুজহল প্রভৃতি কোরেশগণ হজরত ওমরের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল, হজরত ওমর তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "কোরেশগণ! আমি ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোমরাও এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর; তোমরা হজরত মহম্মদকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিও না, যদি তোমরা তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে এই সুতীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা সকলকে শমন-সদনে প্রেরণ করিব।" তৎশ্রবণে কেহ কেহ বলিল, "ওমর! তুমি কি মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছ?" হজরত ওমর উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিলেন, "হাঁ, সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।" হজরত ওমরকে ইসলামধর্ম্মাবলম্বী হইতে দেখিয়া কোরেশগণের আশা ভরসা সমুদয় অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিপক্ষদলের মধ্য হইতে কতিপয় প্রধান বীরপুরুষ একত্রিত হইয়া হজরত ওমরকে আক্রমণ করিল, তিনিও অতুল-বল-বিক্রম সহকারে আক্রমণকারীদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। তখন অপর কোরেশগণ কাবাপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিল। সেই সময়ে হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ নির্ব্বিঘ্নে কাবায় উপাসনা ও প্রদক্ষিণ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন। শত্রুগণ প্রভূত-বল-বিক্রম-শালী হজরত হামজা ও ওমরের রক্তাক্ত লোচন দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিতে সাহসী হইলেন না। সেই সময় হইতে হজরত ওমর ইস্লামধর্ম্মের একজন প্রধান রক্ষক হইলেন এবং হজরত আবুবকরের পরলোকগমনের পর, তিনি খলিফা পদারূঢ় হইয়া ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ইস্লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করেন। হজরত

ওমর ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে হজরত মহম্মদের শিষ্যসংখ্যা ৪০ জন পূর্ণ হইল।

মুসলমানগণের আফ্রিকায় প্রস্থান ও তাঁহাদের প্রতি কাফ্রিপতি নজ্জাসীর ব্যবহার।

যখন কোরেশগণের অত্যাচার দিন দিন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল, তখন হজরত মহম্মদ শিষ্যগণকে আরবদেশ ত্যাগ করিয়া আফ্রিকায় প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন। হজরতের জামতা ওস্মান ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী ১১ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আফ্রিকায় যাত্রা করেন। তাঁহারা দুই তিন দিন গমন করিবার পর লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী জেদ্দাবন্দরে উপনীত হইয়া দেখিতে পান যে, আবিসিনিয়া দেশীয় দুইখানি অর্ণবপোত তথায় নঙ্গর করিয়া আছে। তাঁহারা উক্ত অর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক আফ্রিকায় উপনীত হন। তথাকার "নজ্জাসী" উপাধিধারী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভূপতি তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া যত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা হজরতের ধর্ম্মপ্রচারের পঞ্চম বর্ষে ৬১৫ খৃঃ অব্দে সংঘটন হইয়াছিল। ইহাকে প্রথম হেজরৎ অর্থাৎ উৎপীড়িত বিশ্বাসীদিগের জন্মভূমি ত্যাগ বলে। কিছুদিন এইরূপে গত হইল। এক দিন হজরত মহম্মদ কাবায় বসিয়া কোরাণশরিফের ৫৩শ সুরা আবৃত্তি করিতে করিতে এই আয়েতে উপনীত হইলেন "লাত, ওজ্জা ও অপর তৃতীয় মনাত সম্বন্ধে তোমরা কি বিবেচনা কর?" কথিত আছে যে, সেই সময় তথায় একজন মানবরূপী শয়তান উপস্থিত ছিল, সে বলিয়া উঠিল, "তাঁহারা সম্মানিত কুমারী এবং তাঁহারা খোদাতায়ালাকে কৃপা বিতরণের জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।" এই

বাক্যগুলি কোরেশগণ প্রত্যাদেশ বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল যে, আর যেন কেহ মহম্মদ ও তাহার শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি অত্যাচার না করে। অধিকন্তু আরবদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল যে, কোরেশগণ হজরত মহম্মদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন। আফ্রিকা-প্রবাসী মুসলমানগণও ইহা অবগত হইয়া কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। হজরত মহম্মদ শেষে জানিতে পারিলেন যে, তিনি লাত ও মনাত প্রভৃতি দেবতার গুণগান করিয়াছিলেন বলিয়া কোরেশগণ তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়াছে। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি তোমাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করি নাই আর তোমাদের দেবতাগুলির গুণগানও করি নাই। তাহারা কিছুই নহে, কেবল শূন্য নাম মাত্র—যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উদ্ভাবন করিয়াছ।" ইহা শুনিয়া কোরেশ-গণের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন মুসলমানগণ পুনর্ব্বার আফ্রিকায় প্রস্থান করেন। সেই সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা ১০৩ জন হইল, ইহাদের মধ্যে ৮৫ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রীলোক। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের শিশু সন্তানগণও ছিলেন। ইহাকে দ্বিতীয় হেজরৎ বলে।* এই ঘটনা ৬১৬ খৃঃ অব্দে সংঘটন হইয়াছিল।

যখন কোরেশগণ দেখিল যে, মুসলমানগণ নজ্জাসীর আশ্রয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তাহাদের মনোমধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তজ্জন্য তাহারা আব্দল্লা-বেন-রাবিয়া, ওমর-বেন আস ও অমির-বেন-অলিদকে আপনাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া মুসলমানগণকে আনিবার জন্য নজ্জাসীর নিকটে পাঠাইয়া দিল এবং নজ্জাসী ও তাঁহার পারিষদ-বর্গের জন্য বহুমূল্য উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিল। প্রতিনিধিগণ নজ্জাসীর

* এবনে হেশাম ২০৮ পৃঃ ; এবনে-অল-আছির ২য় খণ্ড ৫৮ পৃঃ ; আবুল ফেদা ৪০ পৃঃ।

রাজধানীতে উপনীত হইয়া পারিষদবর্গকে উপঢৌকন দিয়া আপনাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল; তাঁহারা মুসলমানদিগকে তাহাদের হস্তে অর্পণের সহায়তা করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পর দিন ওমর প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নজ্জাসীকে উপঢৌকনাদি প্রদান-পূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ! আমাদের দেশীয় কতিপয় যুবক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয়ে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদিগকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য তাহাদের পিতা মাতা আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন।"

নজ্জাসী পূর্ব্বে হজরতের প্রেরিতত্বের বিষয় অবগত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি বলিলেন, "আমি কল্য তাহাদিগকে সভায় আহ্বান করিব এবং কি জন্য তাহারা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার কারণ অবগত হইব। সহসা তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারিব না।" পর দিন মুসলমানগণ সভায় আনীত হইলেন, তাঁহারা ভূপতি ও পারিষদ্‌বর্গকে প্রণাম না করিয়া সালাম করিলেন। সালাম করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন, "এক-মাত্র খোদাতায়ালা ভিন্ন আর কাহাকেও কিম্বা সৃষ্টিস্থ কোন পদার্থকে প্রণাম করিও না।" ইহা শুনিয়া নজ্জাসী সন্তুষ্ট হইলেন। আবুতালেবের পুত্র জাফর সেই সভায় মুসলমানদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। নজ্জাসী জাফরকে বলিলেন, "জাফর! কোরেশগণ তোমাদিগকে তাহাদের হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে, ইহাতে তোমাদের বক্তব্য কি?" জাফর বলিলেন, "রাজন্! আমরা ত কাহাকেও হত্যা করিয়া কিম্বা কাহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া পলায়ন করি নাই, তবে কি জন্য উহারা আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে?" ওমর বলিল, "না, উহাদের ঐ সকল দোষ নাই, কিন্তু উহারা পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

পিতামাতার, আমাদের ও সমাজের শত্রু হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি, আমাদের সুবৃহৎ কোরেশ্‌-বংশে নানারূপ বিশৃঙ্খলতা ঘটাইয়া দিয়াছে।” তখন জাফর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “হে নৃপতি! আমরা পূর্ব্বে অজ্ঞান ও কুসংস্কারজালে জড়িত থাকিয়া পুত্তলিকার পূজা করিতাম, মৃতজীব ভক্ষণ করিতাম, নানা ঘৃণার্হ বিষয়ের কথা বলিতাম এবং দুষ্ক্রিয়ায় রত ছিলাম। দয়ালুব্যবহার, আতিথেয়তা ও প্রতিবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম, আমরা কঠোরদণ্ড ভিন্ন আর কিছুই জানিতাম না। কিন্তু এক্ষণে আল্লাহতালা আমাদের মধ্য হইতে এমন এক জনকে সম্মানিত করিয়াছেন, যাঁহার বংশমর্য্যাদা, সত্যবাদিতা, সাধুতা ও পবিত্র চরিত্রতা সম্বন্ধে আমরা সম্যক্ অবগত আছি; আমরা তাঁহার উপর ও তাঁহার নিকট যে সকল প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। তিনি আমাদিগকে একেশ্বরবাদ শিক্ষা দিয়াছেন এবং খোদাতায়ালা ভাবিয়া অন্য কোন পদার্থকে আরাধনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি প্রতিবাসীদিগের প্রতি, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সুদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এমন কি, বৈধকার্য্যে বিধি দিয়াছেন ও অবৈধ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নামাজ (উপাসনা), রোজা (উপবাস) ও জাকাৎ (দান) এই সকল ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা তাঁহার উপদেশে একেশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছি এবং আল্লাহতালা ব্যতীত আর কাহাকেও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি না। তজ্জন্য কোরেশগণ আমাদের শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা আমাদিগকে প্রকৃত খোদাতায়ালার উপাসনা ত্যাগ করাইয়া কাষ্ঠ ও প্রস্তর বিনির্ম্মিত দেবতা সকলকে পূজা করাইবার নিমিত্ত অশেষ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া আমরা

স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আপনার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছি। অতএব হে নরপতি! আশা করি, আপনি আমাদিগকে উহাদের হস্তে অর্পণ করিবেন না।" ইহা শুনিয়া নজ্জাসী বলিলেন, "তোমাদের নিকট কি প্রত্যাদেশবাণী লিপিবদ্ধ আছে?—যাহা হজরত মহম্মদের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে?" জাফর বলিলেন, "হাঁ, আছে।" নজ্জাসী তাহা পড়িতে বলিলেন। তখন জাফর তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রত্যাদেশবাণী শ্রবণ করিয়া নজ্জাসীর অন্তর দ্রবীভূত হইয়া গেল এবং নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তখন নজ্জাসী বলিলেন, "এই সকল আদেশ পূর্ব্বধর্ম্মপ্রচারকগণের নিকটও অবতীর্ণ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি কোরেশগণ-প্রেরিত ওমর ও আবদুল্লাকে বলিলেন, "আমি মুসলমানদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব না, তোমরা তোমাদের প্রদত্ত উপঢৌকনাদি লইয়া চলিয়া যাও।" তখন শত্রুকুল অকৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তৎপরে নজ্জাসী কোরাণ শরিফের উপদেশবাণীর সত্যতা বুঝিতে পারিয়া, গুপ্তভাবে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার সংবাদ হজরতকে পাঠাইয়া দেন। এই সময় হইতে তাঁহার সহিত হজরত মহম্মদের চিঠি পত্র লেখালেখি চলিতে আরম্ভ হইল। এক দিন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা নজ্জাসীকে বলিল, "মহারাজ! আপনি মুসলমানদিগকে কেন সাহায্য করিতেছেন? আগামী কল্য সভা আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে বিচার করুন।" এই ঘটনায় হজরত মহম্মদের নিকট যে সুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা জাফরের নিকট পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা তাহার একটি আয়েতও (বচন) অপ্রামাণ্য বলিয়া খণ্ডন করিতে পারে নাই।

কোরেশগণের পুনরত্যাচার।

হজরত মহম্মদের শিষ্যগণ আফ্রিকায় নজ্জাসীর আশ্রয়ে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে হজরত মহম্মদ, আবুতালেব, হামজা, ওমর ও আলির সাহায্যে দিন দিন ইস্‌লামধর্ম্মের বহুল প্রচার করিতে লাগিলেন। এ সময়ে আফ্রিকাদেশীয় ২০জন সত্যান্বেষী মহাত্মা মক্কায় আসিয়া হজরতের নিকট ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করায় আবুজহল প্রভৃতি কোরেশগণ, তাঁহাদিগকে অনেক ভর্ৎসনা করে, কিন্তু তাঁহারা উহাদিগকে অজ্ঞানান্ধ পৌত্তলিক প্রভৃতি বলিয়া চলিয়া যান। এক্ষণে বিপক্ষ কোরেশগণ হজরত মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারবহ্নি নির্ব্বাণ করিতে বহু প্রয়াস পাইয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না দেখিয়া আবুতালেবের নিকট গিয়া বলিল, "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেবদেবীর নিন্দা ও অবমাননা করিতেছে, সে কিছুতেই তাহা হইতে নিবৃত্তি হইল না; অতএব তুমি হয় তাহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর, না হয় আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমরা নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ সংহার করিব।" * আবুতালেব তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি আগামী কল্য ইহার উত্তর দিব।" দয়ালুহৃদয় আবুতালেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া আনাইয়া কোরেশগণের অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। হজরত তাঁহাকে বলিলেন, "জ্যেষ্ঠতাত! আমি খোদাতায়ালার আদিষ্ট বিষয় ও উপদেশসমূহ প্রচার করিতেছি; ইহাতে কেহই আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না; আপনি যদি আমাকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে খোদাতায়ালা আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি জানিবেন, সত্যেরই জয় হইবে, অধার্ম্মিক পৌত্তলিকগণ আমাকে কিছুই করিতে পারিবে না।"

* এবনে আল-আসির ২য় খণ্ড ৪৭ পৃঃ; এবনে হেশাম ১৬৭, ১৬৮।

এই বলিয়া হজরত গমনোদ্যত হইলে আবুতালেব তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহম্মদ! তুমি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত থাক, আমি যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল তোমাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিব।" *

বিপক্ষ কোরেশগণ দেখিতে পাইল যে, আবুতালেব হজরত মহম্মদকে তাহাদের হস্তে অর্পণ না করিয়া তাঁহার সাহায্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন তাহারা হাশেম ও আবদল মোত্তালেবের সন্তানগণের বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিপক্ষ কোরেশগণের নায়ক আবু সুফিয়ান স্বদলস্থ সমুদয় প্রধান প্রধান লোককে ডাকিয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, "যতদিন পর্য্যন্ত হাশেম ও আবদল মোত্তালেবের সন্তানগণ মহম্মদ ও তাহার শিষ্যগণকে আমাদের হস্তে অর্পণ না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা, বিবাহ ও ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্য সমুদয় বন্ধ থাকিবে; তাহাদের সহিত কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ও আত্মীয়তা একেবারে থাকিবে না। তাহাদিগকে বিপদে ও সাহায্য করা হইবে না, এমন কি সাক্ষাৎ হইলে সালাম করাও হইবে না।" এই প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদের দলস্থ প্রধান প্রধান ৪০ জন লোক স্বাক্ষর করিল। তৎপরে প্রতিজ্ঞাপত্র খানি কাবামন্দিরের দ্বারে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দিল। এই ঘটনা হজরতের ধর্ম্মপ্রচারের সপ্তম বর্ষে অর্থাৎ ৬১৬ খৃঃ অব্দের শেষভাগে সংঘটন হয়।

আবুতালেব বিপক্ষদিগের প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া হাশেম ও আবদল মোত্তালেবের সন্তানগণকে ডাকাইয়া স্বীয় বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহারা সকলে আবুতালেবের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। একণে তিনি হজরত মহম্মদকে সঙ্গে লইয়া মক্কার সন্নিকটস্থ স্বনামখ্যাত দুর্গে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, হাশেম ও আবদল

* এবনে হেশাম ১৩৮ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ৩৮ পৃঃ; আবুল ফেদা ১১ পৃঃ।

মোত্তালেবের সন্তানগণও তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ এই সংবাদ পাইয়া দুর্গ আক্রমণ করিল এবং প্রতিজ্ঞাপত্র উত্তমরূপে প্রচলিত করিবার জন্য প্রত্যেক স্থানে বিজ্ঞাপন দিল যে, "কেহ হাশেম ও আবদল মোত্তালেবের বংশীয় লোকদিগের নিকট খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিও না।" আবুতালেব ও তাঁহার সহচরগণ দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিলেন, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে অনেকে মৃতপ্রায় হইলেন।

বাৎসরিক তীর্থযাত্রার সময় (হজ ও ওমরা ব্রত উদ্‌যাপন সময়) উপনীত হইলে আরব দেশের নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী মক্কা নগরে আগমন করিত। প্রাচীন রীত্যনুসারে আরব দেশের অধিবাসিগণ পবিত্র মাসে (হজ্জ ও ওমরা ব্রত উদ্‌যাপন মাসে) হিংসা-দ্বেষাদি সমুদয় ভুলিয়া গিয়া সকলে কাবার মধ্যে একত্রিত হইয়া শান্তভাবে উপাসনা কার্য্যাদি সম্পন্ন করিত। এই সময়ে হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ দুর্গ মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া মক্কা নগরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর্গীয় আদেশ প্রচার করিতে থাকেন। আরবের বিভিন্ন স্থানের বহুসংখ্যক লোক তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পৌত্তলিকতাকে অসার বলিয়া জানিতে পারিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা আবার স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রতিবেশীদিগের নিকট ইস্‌লামধর্ম্মের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। ঐ সকল বিদেশী লোকগণের মধ্যে অনেক রাজপুত্র এবং দলপতিও ছিলেন; তাঁহাদের দ্বারাও ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

আবুজহল, অকৃবা প্রভৃতি দুরাত্মগণ হজ ও ওমরা ব্রত উদ্‌যাপন-সময়ে মুসলমানদিগের নিকট দোকানদারদিগকে খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া দিল। পবিত্র মাস গত হইয়া গেলে, মুসলমান-

গণের দুর্গের বাহিরে আসিবার সাধ্য ছিল না। দুর্গমধ্যস্থিত কোরেশগণ অনাহারে অধিকাংশ সময়াতিবাহিত করিতেন, বালকবালিকাগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আর্ত্তনাদ করিত। তাঁহাদের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়াও অলিদ ও আবুজহল প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তদের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু বিপক্ষগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্তর মুসলমানদিগের দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়াছিল। হজরতের জামাতা আবু-ওল-আস কখন কখন রাত্রিযোগে গুপ্তভাবে দুর্গ মধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি পাঠাইতেন। এক দিন হশাম বেন-ওমর গুপ্তভাবে মুসলমানদিগকে আহারীয় দ্রব্যাদি দিতে যাইতেছেন দেখিয়া কতকগুলি দুরাত্মা আবুসুফিয়ানকে তাহা অবগত করাইল। আবুসুফিয়ান তাহাদিগকে বলিলেন যে, আত্মীয়-স্বজনগণকে আহারীয় দ্রব্যাদি দান করিতে নিষেধ করা অন্যায়। আবুসুফিয়ান করুণাময়ের কৃপায় পরে ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন।

এইরূপে হজরত মহম্মদ সবান্ধবে তিন বৎসরকাল দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। দিন দিন শত্রুদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া বিপক্ষ কোরেশদলস্থ দয়ালু-হৃদয় হশাম-বেন-ওমর জোবায়ের-বেন-আবু-ওমিয়া মতান-বেন-আদি, আবু-ওল-বখতারি ও জমা এই পাঁচ ব্যক্তি একত্র হইয়া বলিলেন, "আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার করিয়া বেড়াইব আর আমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হইবে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিব? ইহা অপেক্ষা পাষণ্ড ও নির্দ্দয়ের কার্য্য আর কি হইতে পারে? অতএব আইস, আমরা একত্রিত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি।" এই পাঁচ ব্যক্তি ঐরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পর দিন কাবা-প্রাঙ্গণস্থ সমবেত কোরেশগণের সভায় উপস্থিত হইলেন। জোবায়ের কোরেশগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "কোরেশগণ! আমরা কি

সুখে স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেড়াইব? আর আমাদের আত্মীয়গণ (হাশেম ও আবদল মোত্তালেবের সন্তানগণ) অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে? এবং তাহাদের শিশুসন্তানগণের আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইবে? ইহা কখনই উচিত নহে; অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, "আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।" আবুজহল বলিল, "তুই না প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিস্?" জোবায়ের বলিলেন, "তুই আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে লিখাইয়া লইয়াছিস্।" ক্রমে ক্রমে তাঁহারা পাঁচজনে এইরূপ বলিলেন। তখন বিপক্ষগণ গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মহা ভাবিত হইল। আবুতালেব এই সময়ে হজরতের প্রমুখাৎ শুনিতে পান যে, আল্লাতালার আদেশানুসারে বিপক্ষ কোরেশদিগের প্রতিজ্ঞাপত্রখানি কীটে কাটিয়া ফেলিয়াছে। আবুতালেব ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তুমি দৈবশক্তি-প্রভাবে যে তাহা জানিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার খোদাতায়ালাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি, আর তুমি যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" এক্ষণে আবুতালেব সবান্ধবে কোরেশগণের নিকটে আসিলেন। কোরেশগণ আবুতালেবকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইল। আবুতালেব তাহাদিগকে বলিলেন, "যদি তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে মোহর থাকে, তাহা হইলে আমি মহম্মদকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব, কেননা মহম্মদ আমাকে বলিয়াছেন যে, তোমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রে কীট প্রবেশ করিয়া সমুদয় লেখা কাটিয়া ফেলিয়াছে, কেবল খোদাতায়ালার নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।" আবু জহল তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞাপত্রখানি আনিয়া দেখিলেন যে, হজরতের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাহাতে কেবল "আমাদের খোদাতায়ালার নামে লিখিতেছি," এই কথাটী বিদ্যমান রহিয়াছে। কোরেশগণ ইহা দেখিয়া লজ্জিত হইল। কিন্তু আবুজহল প্রভৃতি দুরাত্মগণ

তথাপিও শত্রুতা ত্যাগ করিলনা। মতাম স্বহস্তে প্রতিজ্ঞা-পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। আবুতালেব আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। এই ঘটনা হজরতের ধর্ম্ম-প্রচারের দশম বৎসরে ৬১৯ খৃঃ অব্দে সংঘটন হইয়াছিল।

উপরোক্ত ঘটনাটী "ধর্ম্মযুদ্ধ বা জেহাদ" নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"কোরেশগণ প্রায় দুই বৎসর কাল একটু সাম্যমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছিল; পরে আবার উৎপীড়নে লিপ্ত হইল, তাহারা অন্য কোন প্রকারে উৎপীড়ন করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া এবার এক ষড়যন্ত্র করিল যে, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী বা যাহারা ইস্‌লামধর্ম্মে সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাদের সহিত মক্কাবাসীদের সামাজিক আচার ব্যবহার একবারে রহিত করিলে তাহারা বাধ্য হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম ত্যাগ করিবে। অবশেষে তাহারা কার্য্যেও তাহাই করিল। এমন কি, তাহারা ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশ্বাসীদিগকে মক্কা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। আবার এদিকে আবু তালেবের শেবে অর্থাৎ দুর্গে প্রেরিত পুরুষ সহ হাশেমবংশীয়গণকে সপরিবারে প্রায় তিন বৎসর কাল যাবৎ বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহারা তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তথায় অতি কষ্টে দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন; বন্দিস্থান হইতে তাঁহারা বহির্ভাগস্থ বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত একেবারেই চিঠি পত্র লেখা বা কথোপকথন করিতে পারিতেন না। ইহা অপেক্ষা কষ্টকর অবস্থা আর কি হইতে পারে? কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রমে শত্রুদিগের এই সকল উৎপীড়ন সন্তুষ্টচিত্তে সহ্য করিতেন; কখনই তাঁহাদের মনোমধ্যে কষ্টের উদ্রেক হইত না। যাঁহাদের অন্তর সত্যধর্ম্মের পবিত্র আলোকে আলোকিত এবং যাঁহাদের অন্তর খোদাতালার সুধাময় নামে

পরিপূর্ণ, তাঁহাদের নিকট পার্থিব নশ্বর সুখ ভোগ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যাঁহারের শরীর ও মন সেই অদ্বিতীয় খোদা-তালার পবিত্র বাণীতে বিধৌত, তাঁহারা কি কখন পার্থিব দুঃখ ক্লেশকে কষ্টকর বলিয়া মনে করেন? কখনই না। পবিত্র ধর্ম্ম ত্যাগ করাই তাঁহাদিগের নিকট সমধিক কষ্টকর ও মৃত্যু তুল্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অসীম করুণাময়ের দয়ায় প্রেরিত পুরুষ সহ বিশ্বাসিগণ সেই বন্দিস্থানে প্রফুল্ল মনে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরূপ সুধাবৃক্ষের পবিত্র ফল ভোজন করিলে মন যে কিরূপ পরিপূরিত থাকে, তাহা ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট পার্থিব সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ অতি সামান্য তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"এদিকে কোরেশগণ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াদিল যে, কেহ মুসলমানদের সহিত সামাজিক কি রাজনৈতিক কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না অর্থাৎ তাহাদের সহিত কেহ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় এবং পুত্র কন্যাদির বিবাহাদি দিতে পারিবে না; এক কথায় বলিতে গেলে, মুসলমানদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। কি ভয়ানক আদেশ! কি ভয়ানক অত্যাচার! শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এইরূপ ভয়ানক অত্যাচার মুসলমানগণ অবাধে সহ্য করিয়াছিলেন। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য ধর্ম্ম বিশ্বাস!!

"এইরূপ বন্দী অবস্থায় অবস্থানকালে পবিত্র মাস (১) উপস্থিত হইলে হজরত মহম্মদ (দঃ) বন্দিস্থান হইতে বাহির হইয়া তীর্থ-যাত্রীদের সহিত মক্কায় যাইতেন এবং তাহাদের নিকট পৌত্তলিকতার অসারতা ও খোদাতায়ালার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা করিতেন। শেব অর্থাৎ আবুতালেবের দুর্গ কবিস পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত। পবিত্র

(১)। শওয়াল, জেল্‌কদ্, জেলহজ্জ ও মহরুরম এই চারি মাসকে পবিত্র মাস বলে। এই কয় মাসে আরববাসিগণ শত্রুর সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইত।

মাস ভিন্ন বৎসরের অপর সময়ে দুর্গের বহির্ভাগের সহিত মুসলমানগণের সম্বন্ধ একেবারে রহিত থাকিত। সেই সময়ে তাঁহারা দুর্গের মধ্যে অশেষ প্রকার কষ্টে কাল যাপন করিতেন। পবিত্র মাসে আরববাসিগণ সর্ব্ব-প্রকার শত্রুতাজনক কার্য্য হইতে দূরে থাকিত; পবিত্র মাস ব্যতীত তাঁহারা (মুসলমানগণ) কেহই সাহস করিয়া দুর্গের বাহিরে আসিতে পারিতেন না। নগরবাসিগণ শেবের মধ্যস্থিত অনাহারে অর্দ্ধমৃত বালকবালিকাগণের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইত; কি নৃশংস ব্যাপার! এইরূপ ধৈর্য্যশীলতা এক পক্ষে আর উৎপীড়ন ও অত্যাচার অপর পক্ষে, এই অবস্থায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

"শেষে করুণাময়ের কৃপায় ষড়যন্ত্রকারীদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তির অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল, তখন তাহারা ষড়যন্ত্র ভঙ্গ করিয়া নিরপরাধী বন্দী বিশ্বাসীদিগকে বন্দী মুক্ত করিয়া দিল। এই ঘটনা হজরত মহম্মদের (দং) ধর্ম্ম প্রচারের দশম বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল।"

একণে হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ মক্কা নগরে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক তথাকার অধিবাসী ও দূরদেশাগত তীর্থযাত্রীদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

হজরতের ধর্ম্মপ্রচারের অষ্টম বৎসরে পারস্য-সম্রাট্ পরবেজ, তুরস্কের খৃষ্টীয় গ্রীক সম্রাট্‌কে পরাজয় করিয়া সুরিয়া ও আফ্রিকার কিয়দংশ অধিকারভুক্ত করেন। পৌত্তলিক কোরেশগণ গ্রীকদিগের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, কেননা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী গ্রীকদিগের দ্বারা পৌত্তলিকগণের ধর্ম্ম নানা-দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল।

একণে মক্কাবাসী বিপক্ষ কোরেশগণ মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিল, "যেমন পারস্তজাতি গ্রীকজাতির উপর জয়লাভ করিয়াছে, আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপর জয়লাভ করিব।" এই সময়ে

কোরাণ শরিফের একটী আয়েত (বচন) অবতীর্ণ হইলে, হজরত আবুবকর শত্রুদিগকে বলিলেন, "আমি খোদাতায়ালাকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রীকগণ পারসিকদিগের উপর জয়লাভ করিবে।" হজরত আবু বকরের কথা শুনিয়া বিধর্ম্মী আবি বলিল, "আমি তোমার নিকট ১০টী উষ্ট্র বন্ধক রাখিলাম, যদি তিন বৎসরের মধ্যে গ্রীকগণ জয়ী হয়, তাহা হইলে আমার ১০টী উষ্ট্র তোমারই হইবে।" হজরত মহম্মদ ইহা শুনিয়া হজরত আবুবকরকে বলিলেন, "তিন বৎসর কিম্বা নয় বৎসরের মধ্যে গ্রীকগণ জয়ী হইবে, অতএব তুমি আবির নিকট সময় ও বন্ধকী জন্তুর হার বাড়াইয়া লও।" তৎপরে হজরত আবুবকর আবির নিকট ১০০ উষ্ট্র ৯ বৎসরের জন্য বন্ধকী স্বত্বে গ্রহণ করিলেন। ৯ বৎসর পরে গ্রীকজাতি পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়া তুরস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন আবি জীবিত ছিলেন না। হজরত আবুবকর, হজরত মহম্মদের অনুমত্যানুসারে ঐ ১০০ উষ্ট্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ ধর্ম্ম প্রচারে ব্যয় করেন।

আবুতালেব ও খোদেজা বিবির পরলোক প্রাপ্তি।

হজরত মহম্মদ দুর্গ হইতে সবান্ধবে বহির্গমনের অব্যবহিত পরে আবুতালেব ভয়ানক পীড়িত হন। তখন তিনি আত্মীয়-স্বজনগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা আত্মীয়গণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিও, দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে দান করিও, মহম্মদের প্রতি অত্যাচার করিও না। মহম্মদ একটী মহৎ কার্য্যসাধনে প্রেরিত হইয়াছেন, আরবের বিভিন্ন স্থানের লোকগুলি তাঁহার উপদেশ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাঁহার বাক্যাবলী প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, অতএব তোমরা

তাঁহার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিও।” তাহারা বলিল, “আপনি মহম্মদকে আমাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে বলুন, তাহা হইলে আমরা তাহার কার্য্যে সহায়তা করিব। নচেৎ তাহার সহিত আমাদের শত্রুতা দূর হইবে না।” আবুতালেব হজরতকে ডাকাইয়া আনিয়া কোরেশদিগের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে বলিলেন। তাহা শুনিয়া হজরত বলিলেন, “আমি তাঁহাদিগকে একটী কথা উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করি; তাঁহারা যদি তাহা উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা সমুদয় আরবের অধীশ্বর হইতে পারিবেন।” আবু জহল বলিল, “একটী কেন? হাজার হাজার কথা উচ্চারণ করিতে পারি। কি কথা উচ্চারণ করিতে হইবে, বল?” হজরত বলিলেন, “বল, একমাত্র খোদা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই, মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারক।” এই কথা শুনিয়া বিপক্ষ কোরেশগণ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। আবুতালেব হজরতকে বলিলেন, “মহম্মদ! যদিও তোমার কথা কোরেশগণের নিকট কোন কার্য্যকরী হইল না, তথাপি তাহা আমার নিকট বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে।” তখন হজরত মনে মনে ভাবিলেন যে, জ্যেষ্ঠতাত বোধ হয় ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে কলেমা পড়িতে বলিলেন কিন্তু আবুতালেব বলিলেন, “মহম্মদ! আমি এই মুমূর্ষু কালে কোরেশ-গণের ভর্ৎসনা সহ্য করিতে পারিব না, তাহারা বলিবে, আবুতালেব সবল থাকিতে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, মৃত্যুভয়ে ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব তুমি আর আমাকে ধর্ম্ম গ্রহণে অনুরোধ করিও না।” আবুল ফেদা বলেন যে, আবুতালেব সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, আব্বাস, আবুতালেবের মুমূর্ষাবস্থায় তাঁহার শিয়রে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নড়িতেছিল, আব্বাস তাঁহার মুখের নিকট কর্ণ স্থাপন করিয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, তিনি

কলেমা পড়িতেছেন। এই কথা আব্বাস হজরতকে জ্ঞাপন করাইয়াছিলেন। এই সময়ে হজরতের নিকট এই আয়েত অবতীর্ণ হয় "নিশ্চয় তুমি যাহাকে স্নেহ কর, তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন কর না। কিন্তু আল্লাতাআলা যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন; তিনিই একমাত্র পথ প্রদর্শক।" (কোরাণ শরিফ কসস সুরার ৫৬ আয়েত)। তৎপরে আবুতালেব গতাসু হন। হজরত তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে থাকেন এবং বলেন, "খোদাতায়ালা তাঁহাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন।" আবুতালেবের মৃত্যুতে হজরত বিশেষ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, যেহেতু তিনি হজরতকে শৈশবকালে লালন পালন করিয়াছিলেন; বয়োবৃদ্ধি হইলে তাঁহাকে সর্ব্বদা শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতেন, এমন কি, তাঁহার রক্ষার জন্য তিনি কোরেশগণ কর্ত্তৃক অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর কোরেশদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহাকে লইয়া অনাহারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দুর্গমধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। ঈদৃশ শুভাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুতে হজরত মহম্মদ কয়েক দিন পর্য্যন্ত গৃহের বাহির হন নাই, সর্ব্বদা নির্জ্জনে বসিয়া উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন।

আবুতালেব পরম সৌন্দর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন এবং উদারতা ও মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি দ্বারা তাঁহার অনুপমরূপলাবণ্য দ্বিগুণতররূপে শোভিত হইত। তিনি হজরতের ধর্ম্মপ্রচারের দশম বৎসরে অর্থাৎ ৬১৯—২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহসংসার ত্যাগ করেন।

হজরতের পরমহিতৈষী জ্যেষ্ঠতাত আবুতালেবের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁহার বিশ্বস্তা ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী খোদেজা বিবি কালকবলে পতিত হন। তিনি তাঁহার মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। কেননা খোদেজা বিবি ধর্ম্মপরায়ণা, পতিব্রতা ও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

তিনিই প্রথমে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হজরত তাঁহাকে বিবাহ করিয়া অতুলৈশ্বর্য্যের অধিকারী হন, তিনি হজরতকে স্বকীয় ধনরত্নাদি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। হজরত ধর্ম্মকার্য্যে, পরোপকারে ও দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ প্রায় সমুদয় ধনসম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন, খোদেজা বিবি তাহাতে একদিনও অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। তিনি এই বৎসরের নাম "আমোলহজন '(শোকের বৎসর) রাখেন। মুমূর্ষু কালে খোদেজা বিবি মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হইলে, হজরত তাঁহাকে বলেন, "প্রিয়তমে! স্বর্গে সাধ্বী নারীগণ তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন; আমি খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি শীঘ্র স্বর্গলোকবাসিনীদিগের সঙ্গে মিলিত হও।" ইহা শুনিয়া খোদেজা বিবি পরম সন্তোষ লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমাকে হজরতের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। হজরত স্বয়ং তাঁহার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করেন। হজরত আবুহোরায়রা বলেন, "শোকসন্তপ্ত হজরত মহম্মদের চিত্ত জেব্রিলের প্রবোধবাক্যে অনেক সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যেহেতু হজরত জেব্রিল তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, খোদেজা বিবির স্বর্গে অবস্থান করিবার জন্য রজতময় হর্ম্ম্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কারণ তিনি সর্ব্বপ্রথমে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন"। ইনি হজরতের ধর্ম্ম-প্রচারের দশম বৎসরে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

খোদেজা বিবির গর্ভে তিন পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণের নাম,—কাসেম, তয়েব ও তাহের। কন্যাগণের নাম—জয়নব, রোকয়া, ওম্মেকুলসুম ও ফাতেমা। পুত্রগণ শৈশবাবস্থাতেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। হজরতের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কাসেম ছিল বলিয়া তাঁহাকে

সকলে "আবুঅল-কাসেম" অর্থাৎ কাসেমের পিতা এই নামে আহ্বান করিতেন।

বিবি আয়েশা ও বিবি সওদার সহিত হজরত মহম্মদের বিবাহ।

খোদেজা বিবির মৃত্যুর মাসাধিক পরে, শওয়াল মাসে হজরত মহম্মদ তাঁহার বিশ্বস্ত সহচর হজরত আবুবকরের কন্যা আয়েশা বিবিকে বিবাহ করেন। হাকিমের কন্যা খবিলার যোগে এই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। খোদেজা বিবির মৃত্যুর পর তাঁহার শোক-প্রবণ হৃদয় একটু শান্তভাব ধারণ করিলে, খবিলা তাঁহার নিকট আগমন করিয়া আয়েশা বিবিকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করে। হজরত আবুবকরও হজরত মহম্মদের বাল্যসহচর এবং প্রথম শিষ্য; এক্ষণে তিনি হজরতকে কন্যাদানে আত্মীয়তা দৃঢ়ীকৃত করিতে মনস্থ করিলেন হজরত মহম্মদ খবিলার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। তৎপরে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। আয়েশা বিবি পরমরূপবতী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী ছিলেন। বিবাহসময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর মাত্র ছিল।

সওদার স্বামীর নাম সকরাণ. ইঁহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করায় কোরেশগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করেন. সেকরাণ তথায় খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু অচিরকাল মধ্যে গতাসু হন। এক্ষণে সওদা বিবির আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে আর গ্রহণ করিল না, কারণ তিনি ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বিনী ও আত্মীয়গণের ধর্ম্মবহির্ভূতা। তখন হজরত মহম্মদ সওদা বিবির নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে

বলিলেন, "যদি তুমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি।" সওদা বিবি বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে, আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করি।" সেই সময়ে হজরত মহম্মদ এইরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন, "তুমি নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর অভিলাষ পূর্ণ কর ও তাহার পাণিগ্রহণ কর।" তৎপরে তিনি সওদা বিবিকে বিবাহ করেন। এই বিবাহকার্য্য হজরতের প্রেরিতত্বের দশম বৎসরের শওয়াল মাসে সংঘটন হইয়াছিল। সওদা বিবি হজরত ওমরের খেলাফত সময়ে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

হজরত মহম্মদের প্রতি কোরেশগণের অত্যাচার।

আবুতালেবের মৃত্যুতে হজরতের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা তিনি অচিরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আবুতালেব যে কেবল তাঁহার দয়ালু আত্মীয় ছিলেন, তাহা নহে, তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী ও তাঁহার প্রধান রক্ষাকর্ত্তাও ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর কোরেশদিগের বিদ্রোহিতারূপ ধূমায়মানাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। * তাহা নির্ব্বাণ করে, হজরতের এমন আত্মীয় কেহই ছিলেন না। আবুলহব, আবুতালেবের মৃত্যুর পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত হজরতকে বিপক্ষ কোরেশদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে নিযুক্ত হয়। পরে পুনরায় বিপক্ষদলে যোগ দিয়া হজরতের প্রতি অত্যাচার করিতে তাহাদিগকে সহায়তা করে। এক্ষণে কোরেশদিগের বিদ্রোহানল আবুতালেবের মৃত্যুরূপ প্রবল বাত্যায় এরূপ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল যে, হজরত মহম্মদ মক্কা ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

* এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ৬৯ পৃঃ।

তিনি হারেসের পুত্র জয়দকে সমভিব্যাহারে লইয়া তায়েফ নামক স্থানে আশ্রয়স্থান অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। এই নগরটী অতি ক্ষুদ্র ও প্রাচীরাবদ্ধ; মক্কা নগর হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানটী দ্রাক্ষালতা ও নানাবিধ ফলপুষ্পের উদ্যানে পরিপূর্ণ ছিল। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, তজ্জন্য ইহা সর্ব্বদা তৃণ-লতা-ফল-পুষ্পে পরিশোভিত থাকিত। আরবদেশীয় লোকগণের নিকট এই স্থানটী অতি প্রার্থনীয় ছিল এবং তাহারা ইহাকে "পরম রমণীয় স্থান" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তায়েফ পৌত্তলিকদিগের একটী প্রধান দুর্গ; এই স্থানে লাত নাম্নী দেবীর পূজা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইত। দেবীর প্রতিমূর্ত্তিটী প্রস্তরনির্ম্মিত ও মণিমাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত। তথাকার লোকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী জাগ্রত এবং তাহারা বলিত যে, লাত খোদাতায়ালার দুহিতা।

হজরতের পিতৃব্য আব্বাস তায়েফের ভূস্বামী ছিলেন। তজ্জন্য তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া আশ্রয় প্রদান করিবে। কিন্তু তিনি তাহাতে বিফল-মনোরথ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ কহতান-পরিবারের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, তথায় কয়েকদিন অবস্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন, তাহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। পরে তিনি সাকিফ-বংশোদ্ভব লোকদিগের নিকট দশ দিন অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে বৃথা চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করে কে? যাহাদের অন্তরে বহুকাল হইতে বহু প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সেই ভ্রান্তবিশ্বাস কি সহজে দূর করা যায়? কখনই নয়। হজরতের একেশ্বরবাদের কথা শুনিয়া তথাকার প্রধান প্রধান অধিবাসিগণ তাঁহাকে

উপহাস করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে প্রতিবন্ধক দিতে লাগিল। তাঁহার প্রতি তথাকার প্রধান প্রধান অধিবাসিগণের ব্যবহার দেখিয়া অচিরকাল মধ্যে তথাকার সাধারণ অধিবাসিগণ তাহাদের সহিত যোগ দিয়া তাঁহাকে উপহাস, বিদ্রূপ ও ধর্ম্ম প্রচারে প্রতিবন্ধক দিতে আরম্ভ করিল। অধিকন্তু সেই দুর্বৃত্ত লোকগণ তাঁহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। জয়দ এই সকল অত্যাচার হইতে হজরতকে রক্ষা করিয়াছিল। ক্রমে নগরের সমুদয় লোক ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে তথা হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়; এমন কি, ক্রীতদাসদাসী ও ছোট ছোট বালকেরাও নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিদ্রূপ ও প্রস্তর বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিয়াছিল। অবশেষে তিনি উৎপীড়িত, অত্যাচারিত ও আহত হইয়া নগর হইতে বহিস্কৃত হইলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে মক্কাস্থ আবুদ্ শাম্‌স্‌বংশীয় দলপতি মুতাইম তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা না হইলে তাঁহার মক্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার আশা ছিল না।

এক্ষণে হজরত মহম্মদ মক্কা-নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে অত্‌বা ও শয়বার একটী উদ্যান ছিল, তিনি তায়েফ নগরস্থ অধিবাসিগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তৃষ্ণাতুর ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী দ্রাক্ষালতার ছায়ায় উপবেশন করিলেন এবং নিম্নলিখিতরূপে খোদাতায়ালার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভো! আমি চরিত্রের দুর্ব্বলতা হেতু এবং স্বকীয় স্বভাবের বশীভূত হইয়া আপনার নিকট আমার দুঃখের বিষয় জানাইতেছি। আমি মানবচক্ষে অতি সামান্য লোক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছি। হে পরম কৃপালু এবং দুর্ব্বলের সহায় প্রভো! আপনিই আমার প্রভু; আপনি আমাকে কখন ত্যাগ করিবেন না এবং

কখন আমাকে আমার শত্রুদিগের হস্তে পাতিত করিবেন না। যত্তপি আপনি আমার প্রতি বিমুখ না হন, তাহা হইলে আমি নিরাপদে থাকিব। আমি আপনার বদন-জ্যোতির নিকট আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি, যাহাতে সমুদয় অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং যাহাতে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে নিরাপদে থাকিতে পারা যায়। আপনি আমার উপর ক্রোধ করিবেন না এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কষ্টের বিষয় বিবেচনা করুন, আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও আশ্রয়হীনের আশ্রয়দাতা এবং নিঃসহায়ের সহায়।"*

এই উত্থানের এক প্রান্তে উচ্চ ভূমির উপর অত্‌বা ও শয়বা বসিয়াছিল, হজরতকে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত দর্শন করিয়া তাহাদের অন্তরে দয়ার উদ্রেক হইল। তজ্জন্য তাহাদের সমভিব্যাহারস্থ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী অদ্দাস নামক একটী দাসের হস্তে কতকগুলি দ্রাক্ষা ফল দিয়া হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। হজরত, অদ্দাসের নিকট হইতে ফল গ্রহণ করিয়া তাহার নিকট ইস্‌লামধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। অদ্দাস তাঁহাকে ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পরে সে অত্‌বা ও শয়বার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কি হইয়াছে, তুই কেনই বা তাহাকে এত সম্মান করিলি?" অদ্দাস বলিল, "আমি তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।" তাহারা বলিল, "মহম্মদ তোকে যাদুমন্ত্রে ভুলাইয়াছে, তোর্ সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

তৎপরে হজরত মহম্মদ তায়েফ ও মক্কার মধ্যস্থিত বতন নহলা নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় তিনি একদিন সান্ধ্য উপাসনার পর কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি দৈত্য বিমান-পথে যাহা বলিতেছিল, তাহা তিনি শ্রবণ করিলেন। একটী দৈত্য

* এবনে হেশাম ২৭৯, ২৮০ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ৭০, ৭১ পৃঃ।

অপর সকলকে বলিল, "মনঃসংযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর, শ্রবণ কর।" তাহারা শুনিতে লাগিল, হজরতও পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে তাহারা বলিল, "বাস্তবিকই আমরা হিতোপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিলাম, ইহাতেই লোকদিগকে সৎপথে লইয়া যায়, আমরা ইহা বিশ্বাস করিলাম।" পরে তাহারা হজরতের নিকট ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাহাদের পরিবারগণের নিকট প্রচারকল্পে চলিয়া গেল। ইহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৪৬ ও ৭২ সুরায় উক্ত হইয়াছে।

হজরত বতন নহলাতে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়া জয়দকে মক্কায় স্বকীয় শিষ্যবর্গের নিকট আশ্রয়স্থান অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার মক্কাস্থ শিষ্যমণ্ডলী নগরে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিলেন; কেননা তখন কোরেশগণ তায়েফ-নগরবাসীদিগের অত্যাচারের কথা অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি উৎপীড়নের ষড়যন্ত্র করিতেছিল। হজরত তাহা শ্রবণ করিয়া হেরা পর্ব্বতে গমন করেন; তথা হইতে আদির পুত্র মতামের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া পাঠান। মতাম তাঁহাকে আশ্রয়দানে স্বীকৃত হইলে তিনি তাঁহার গৃহে গমন করেন। মতাম কোরেশগণকে বলিল, "এক্ষণে আর কেহ হজরত মহম্মদের প্রতি শত্রুতা করিতে পারিবে না, কারণ তিনি আমার আশ্রয়ে আছেন।" ইহাতে আবুলহব প্রভৃতি কোরেশগণ মতামকে উপহাস করিত। হজরত, মতামের আশ্রয়ে অবস্থানপূর্ব্বক কাবা-মসজেদে গিয়া উপাসনা ও ধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন। যখন তিনি কাবায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তখন আবুলহব তাঁহাকে গালাগালি দিত ও উপহাস করিত। মতামের গৃহে এক দিন অবস্থান করার পর হজরত তাঁহার নিকট আশ্রয়ত্যাগের কথা জানাইলেন। মতাম কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হজরত বলিলেন, "বিধর্ম্মীর আশ্রয়ে এক দিনের অধিক বাস করা উচিত নহে।" সুতরাং তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে হজব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে আরব দেশের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণ মক্কায় আগমন করিল, হজরত তাহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। কোরেশগণ তীর্থযাত্রীদিগকে হজরতের নিকট যাইতে নিষেধ ও নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিল। এই সময়ে দোস-বংশোদ্ভব সুপ্রসিদ্ধ তোফেল মক্কায় আসিয়াছিলেন। কোরেশগণ তোফেলকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল "আপনি আমাদের বন্ধু, তজ্জন্য আপনাকে উপদেশ দিতেছি যে, আমাদের মধ্যে মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি আছে, সে আমাদের পৈতৃক-ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে। সে আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত করিয়াছে, যাহারা তাহার কথা শ্রবণ করে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও গৃহাদি ত্যাগ করিয়া যাইতে ভীত হয় না। অতএব আপনি তাহার কথায় কর্ণপাত করিবেন না।" তোফেল কোরেশদিগের কথায় অনুমোদন করিলেন। তিনি কাবায় গমনকালে পাছে হজরতের কথা শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে, এই ভয়ে কর্ণ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাই-তেন। একবার তিনি হঠাৎ কাবায় গিয়া দেখেন যে, হজরত উপাসনা ও কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেছেন। তোফেল কোরাণ শরিফ শ্রবণ করিয়া তাহার মাধুর্য্যে বিমোহিত হন। অবশেষে তিনি কোরেশদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া একদিন হজরতের নিকট গিয়া কোরেশদিগের কথা বলিলেন এবং তাঁহার কোরাণ শরিফ পাঠ শ্রবণ করিয়া তিনি বিমোহিত হইয়াছেন, ইহাও প্রকাশ করিলেন এবং হজরতকে তাঁহার ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম বলিতে বলিলেন। তখন হজরত মহম্মদ ইস্‌লামধর্ম্মের প্রধান প্রধান মতগুলি তোফেলের নিকট বিবৃত করিয়া কোরাণ শরিফ পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদয় অবগত হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তোফেল স্বীয় বংশের দলপতি ছিলেন, তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া আত্মীয় স্বজনগণকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তোফেল সর্ব্বদা হজরতের সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন এবং খয়বারের যুদ্ধে বীরত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি হজরতের মৃত্যুর পর এমামা-সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রাত্রিযোগে হজরত মহম্মদের মক্কা হইতে বয়তল মোকাদ্দেসে গমন এবং স্বর্গারোহণ।

প্রেরিতত্ব লাভের দ্বাদশ বৎসরের এক রজনীতে হজরত মহম্মদ, আবু-তালেবের কন্যা ওম্মেহানীর গৃহে নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে হজরত জেব্রিল তাঁহাকে সহসা জাগরিত করাইয়া আল্লাতায়ালার নিমন্ত্রণ অবগত করান। হজরত জেব্রিলের সহিত গর্দ্দভ ও অশ্বতর এই উভয়ের আকৃতিবিশিষ্ট একটী অদ্ভুত প্রাণী ছিল, হজরত তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক বয়তল মোকাদ্দেসের (জেরুজেলেমের) মস্‌জেদে উপস্থিত হন।* এই বাহন দ্রুতগতি ও উজ্জ্বল আকৃতিবশতঃ উত্তরকালে ভ্রমগুণে "বোরাক" অর্থাৎ বিদ্যুৎ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হজরত মস্‌জেদে প্রবেশপূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্ব-পুরুষ মহাতেজা, অতুলনিষ্ঠ মহাত্মা এব্রাহিম, ও অমিততেজা মহাত্মা মুসা, প্রভৃতি পূর্ব্ব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণকে দর্শন করেন। উক্ত মহাত্মগণ আশীর্ব্বাদ ও সম্ভাষণে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি তাঁহাদের সহিত উপাসনা (নামাজ) ও প্রার্থনাদি করেন। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "তিনি পবিত্র, যিনি কোন রজনীতে স্বীয় দাসকে মস্‌জেদল হারাম হইতে দূরতর মস্‌জেদ্ পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন, যাহার চতুষ্পার্শ্বকে আমি সৌভাগ্যযুক্ত

করিয়াছি, আপন নিদর্শনসকলের কিছু কিছু তাহাকে দেখাইব বলিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও দ্রষ্টা।" *

অনন্তর হজরত তথা হইতে হজরত জেব্রিলের সমভিব্যাহারে গমন করিতে করিতে প্রথম স্বর্গে উপনীত হন, তথায় মানবের আদি পিতা আদমকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে সালাম করেন, এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বিতীয় স্বর্গে অনন্তপ্রেম ও ক্ষমার উৎস মহাপুরুষ ইসাকে, তৃতীয় স্বর্গে খোদাতায়ালার সাক্ষাৎ প্রসন্নতার ন্যায় রূপরাশি ইউসোফকে, চতুর্থ স্বর্গে সত্যপ্রিয় ইদ্‌রিস্‌কে, পঞ্চম স্বর্গে মহাবাগ্মী হারুণকে, ষষ্ঠ স্বর্গে সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশের ন্যায় দেবাত্মা মুসাকে ও সপ্তম স্বর্গে মহাপুরুষ এব্রাহিমকে দর্শন করেন। তিনি প্রত্যেক স্থানেই সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা সহকারে গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি সদরতোলমন্তহা, বয়তলমামুর ও নহরোর রহমত প্রভৃতি পুণ্যস্থান, সরোবর, স্রোতস্বতী প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর হেজ্জাবেন্নুর—জ্যোতিস্তিরস্কারিণীর নিকট উপনীত হইলে হজরত জেব্রিল তথায় তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তৎপরে তিনি মহোজ্জ্বল জ্যোতিঃ ও সূচিভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া এমন একস্থানে উপনীত হইলেন যে, তথায় বোরাক গমনে ক্লান্ত হইল। তিনি তথা হইতে রফরফ নামক মহাকিঙ্কর এস্রাফিলের মন্দিরে আরোহণপূর্ব্বক খোদাতায়ালার সিংহাসনের সমীপস্থ হন।

অতঃপর ধ্যাননিরত স্বর্গলোক কম্পিত করিয়া শতকোটী বজ্রনাদ পরাস্তপূর্ব্বক সহস্র বার ধ্বনি হইল যে, "তুমি আমার নিকট আইস।" হজরত ইহা শুনিয়া মানবীয় দুর্ব্বল জীবনে সহস্র স্বর্গীয় উন্নতি ও নববল লাভ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সেই অপ্রকল্প্য, অচিন্ত্য ও অননুমেয় স্থানসমূহ অতিক্রমপূর্ব্বক একান্তে খোদাতায়ালার

* কোরাণ শরিফ ১৭শ সুরা ১ আয়েত।

নৈকট্য প্রাপ্ত হন। কি ভীষণতামিশ্রিত মনোহর দৃশ্য! সহস্রকোটী দ্যুলোক ও ভূর্লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও বিনাশকারী অচ্যুত অমর নিত্যজীবী সচ্চিদানন্দ খোদাতায়ালার নিকট এক অতি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম রক্তমাংসময় মানব ভীত ও স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান!

তথায় তিনি খোদাতায়ালার প্রত্যাদেশ, সমাদর ও প্রিয়সম্ভাষণ লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন; প্রত্যাবর্ত্তনকালে মহাপুরুষ মুসার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মহাত্মা মুসা তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক খোদাতায়ালার সান্নিধ্যে কি কি বিষয় সংঘটন হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। হজরত সমুদয় বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনপূর্ব্বক বলেন, "আল্লাহতায়ালা প্রতি দিবস ৫০ বার নামাজ পড়িবার আদেশ দিয়াছেন" ইহা শুনিয়া মহাত্মা মুসা বলেন, "আমি ইস্রাইলবংশোদ্ভবদিগকে কোনরূপেই খোদাতায়ালার একটী আদেশও প্রতিপালনে প্রবৃত্ত করিতে পারি নাই, অতএব ফিরিয়া গিয়া উপাসনার ন্যূনতার প্রার্থনা করুন।" ইহা শুনিয়া হজরত ফিরিয়া যাইয়া ৪০ বারের অনুমতি প্রাপ্ত হন। প্রত্যাগমনকালে মহাত্মা মুসাকে ৪০ বারের কথা বলিলেন। মহাত্মা মুসা তাহাতেও আপত্তি করিলে, হজরত পুনরায় খোদাতায়ালার নিকট উপস্থিত হইলে ৩০ বারের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে মহাত্মা মুসার সহিত সাক্ষাৎ ও হজরত পুনঃপুনঃ আল্লাহতালার নিকট যাইয়া অবশেষে ৫ বার নামাজের আদেশ প্রাপ্ত হন। মহাত্মা মুসা পুনর্ব্বার তাঁহাকে উপাসনা হ্রাসের জন্য অনুরোধ করিলে হজরত বলেন, "আমি লজ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি মহাত্মা মুসাকে সালামপূর্ব্বক বয়তল মোকাদ্দেসে ফিরিয়া আসেন, তথা হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

হজরত প্রাতঃকালে কোরেশদিগের সম্মুখে মেয়ারাজের (স্বর্গারোহণের) বিবরণ বর্ণন করিলে; তাঁহার শিষ্যগণ তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন,

কিন্তু বিপক্ষ কোরেশগণ তাহাতে অবিশ্বাস করিল। আর সেই সভাস্থ অন্যান্য লোক (বিধর্ম্মী) কেহ কেহ তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া হজরত আবুবকর তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রধান প্রধান নীতিগুলি বুঝাইয়া দিলেন; তাহা শ্রবণ করিয়াই অনেকে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তজ্জন্য হজরত মহম্মদ, আবুবকরকে "সিদ্দিক" অর্থাৎ সত্যপ্রত্যক্ষকারী উপাধি প্রদান করিলেন। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "নক্ষত্রের শপথ, যখন অস্ত যায়, তোমার সহচর (মহম্মদ) বিপথ-গামী হয় নাই এবং পথ হারায় নাই। এবং সে প্রবৃত্তি অনুসারে কথা কহে না। (তাহার প্রতি) যাহা প্রেরিত (যাহা পড়িয়া শুনান) তাহা প্রত্যাদেশ ভিন্ন নহে। দৃঢ়শক্তি বলবান্ (জেব্রিল) ইহা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিল, যে জ্ঞানরত্নে ভূষিত ছিল। এবং সে উন্নত গগন-প্রান্তে ছিল। তৎপর সে (ধর্ম্মপ্রচারকের) নিকটে সশরীরে আসিল, পরে নামিয়া আসিল। অনন্তর দুই ধনু পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটতর হইল। পরে তাঁহার দাসের প্রতি তিনি যে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, সে (জেব্রিল) সেই প্রত্যাদেশ পঁহুছাইল। প্রেরিত পুরুষের অন্তর যাহা দর্শন করিল, তাহা মিথ্যা গণ্য করিল না। অনন্তর তোমরা কি (হে লোকসকল) সে যাহা দেখিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহার সঙ্গে বিতর্ক করিতেছ? এবং সত্য সত্যই সে আরও (১) তাহাকে অন্য এক সময়ে সদরাতোল মোন্তহার নিকটে দেখিয়াছিল, যাহার ওদিকে কোন পথ নাই, যাহার নিকটে সাধু লোকদিগের চির আশ্রয়-ভূমি—স্বর্গোদ্যান। যখন সেদরাকে যে কিছু আচ্ছাদন করিল, সেই আচ্ছাদনে ছিল, তখন (প্রেরিত পুরুষের) দৃষ্টি বক্র হইল না এবং

(১) উপরোক্ত আয়েতগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত আয়েতগুলি হজরত মহম্মদের প্রথম অহিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এবং শেষোক্তগুলি মেরাজ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

(লক্ষ্যকে) অতিক্রম করিল না। সত্য সত্যই সে আপন প্রতিপালকের কোন মহা নিদর্শন দেখিয়াছিল। (কোরাণ শরিফ ৫৩শ সুরা ১—১৮) "আমি সেই প্রদর্শন (রোয়া) যাহা তোমাকে দেখাইয়াছি।" (কো ১৭শ সুরা ৬০ অ)। মেরাজের সুবিস্তৃত বিবরণ হাদিসসমূহে বিশেষরূপে লিখিত আছে। আমরা বিস্তৃতি ভয়ে তাহাতে হস্তার্পণ করিলাম না।

কয়েকজন তীর্থযাত্রী মদিনাবাসীর ইস্‌লামধর্ম্মগ্রহণ এবং মদিনায় মসাবের ধর্ম্ম প্রচার।

হজব্রতের সময় উপনীত হইলে হজরত মহম্মদ আরবের বিভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোরেশগণ তীর্থযাত্রিগণকে তাঁহার নিকট যাইতে দিত না। একদা মদিনাস্থ ক্ষমতাশালী খজরজ-বংশোদ্ভব আসাদ প্রভৃতি ৮ জন এবং আউস-কুলোদ্ভব দুইজন, সর্ব্বশুদ্ধ এই দশজন লোক গুপ্তভাবে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে গমন করেন। তৎকালে মদিনার অধিকাংশ অধিবাসী ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হজরতের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইয়া গেল এবং যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, হজরত পুরাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য খোদাতায়ালা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন ও আপনাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "আমরা যাঁহার আগমনবার্ত্তা অবগত আছি, ইনি নিশ্চয়ই সেই শেষ ধর্ম্মপ্রচারক।" তাঁহারা যতই হজরতের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

তৎপরে আসাদ প্রভৃতি হজরতের সহিত অকাবা পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তথায় এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন যে, "আমরা খোদাতায়ালা ভিন্ন আর কাহারও অর্চ্চনা করিব না। আমরা অপহরণ, ব্যভিচার ও পরদার গমন করিব না ও আমাদের সন্তানগুলিকে হত্যা করিব না এবং পরনিন্দা ও পরগ্লানি হইতে সতত বিমুখ থাকিব। আমরা সৎকার্য্যের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারককে সম্মান করিব এবং সুখে দুঃখে তাঁহার অনুগামী হইব।" * তাঁহারা স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে হজরত মহম্মদ তাঁহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মের পদ্ধতি ও কোরাণ শরিফ শিক্ষা দিবার জন্য আমিরের পুত্র মসাবকে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। মসাব হজরতের এক জন বিজ্ঞ শিষ্য, তিনি সর্ব্বদা হজরতের সমভিব্যাহারে থাকিয়া নানাকষ্ট সহ্য করেন এবং হজরত সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। হজরত তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া প্রেরণ করেন যে, "তুমি মদিনাবাসীদিগের মধ্যে ইস্‌লামধর্ম্মের দৃঢ়তা সংস্থাপন করিও।"

মসাব মদিনায় আসাদের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক আনসারদিগকে (১) ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন। এক দিন আশহল-দলস্থ অনেকগুলি লোক মসাবের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেছে দেখিয়া আসাদের সাদ নামক এক জন আত্মীয়, দলপতি অসৈয়দকে বলেন, "আসাদ এক জন বিদেশী লোককে আনিয়া আমাদের পৈত্রিকধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনপূর্ব্বক নির্ব্বোধ লোকদিগকে এক নূতন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে। আমি আত্মীয়তার অনুরোধে তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেছি না,

* এবনে হেশাম ২৮৯ পৃঃ ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ৭৩—৭৪ পৃঃ।

(১) যাঁহারা মদিনায় হজরতের ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা আনসার এবং যে সকল মুসলমান উৎপীড়িত হইয়া মক্কানগর ত্যাগ করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা মহাজের নামে কথিত।

আপনি তাহাকে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক নিবৃত্ত করুন।" অসৈয়দ ইহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া সশস্ত্র আসাদের গৃহের দিকে গমন করিলেন। অসৈয়দকে আসিতে দেখিয়া আসাদ, মসাবকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! এই ব্যক্তি আমাদের দলপতি, ইহাঁকে দীক্ষিত করিতে পারিলে, আমাদের ধর্ম্ম-বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইবে।" ইত্যবসরে অসৈয়দ আসিয়া তাঁহা-দিগকে বলিলেন, "তোমরা কেন লোকদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতেছ?" ইহা শুনিয়া আসাদ বলিলেন, "আপনি আমাদের দলপতি ও নানা-জ্ঞানবিভূষিত, অতএব ইস্‌লামধর্ম্মের উপদেশগুলি একবার শ্রবণ করুন, ভাল বিবেচনা হয় গ্রহণ করিবেন, না হয় আপনার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য-করণে প্রবৃত্ত হইবেন।" ইহা শুনিয়া অসৈয়দ বলিলেন, "তাহাই ভাল।" তৎপরে মসাব কোরাণ শরিফ পাঠ আর ইস্‌লামধর্ম্মের প্রধান প্রধান নীতিগুলি বিশেষরূপে বিবৃত করিতে লাগিলেন। অসৈয়দ উক্ত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া উহাতে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে সাদ, অসৈয়দের ন্যায় ইস্‌লামধর্ম্মের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করেন।

তদনন্তর সাদ গৃহে গমন করিয়া আত্মীয়-স্বজনগণকে ও সমুদয় আশহল-বংশীয়দিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এক্ষণে মসাব প্রকাশ্যরূপে মদিনায় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, নানাসম্প্রদায়স্থ লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করিতে লাগিল। অধিকন্তু আউস ও খজরজ-বংশীয় প্রধান প্রধান লোকগুলি ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। মসাব মদিনায় ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধির বিষয় হজরতকে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন; তৎশ্রবণে মক্কানগরীস্থ উৎপীড়িত মুসলমান-গণ মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে হজরত অতি কষ্টে মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিন্তু বিপন্ন হইলেও তিনি খোদাতায়ালার উপর অচলা ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-

প্রচারের উপায় উদ্ভাবনে রত ছিলেন। লোকদিগকে প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইতেন, (কোরাণশরিফ ৬ষ্ঠ সুরা ১০৭ আয়ত।) কিন্তু এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন যে, অবশেষে সত্যেরই জয় হইবে, কিন্তু তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারিবেন না। (কোরাণশরিফ ৪০ সুরা ৭৮, ৪৩শ সুরা ৪১ আঃ)। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়, সেইরূপ সত্যের আবির্ভাবে মিথ্যা দূরীভূত হইবে, (কো ২১শ সুরা, ১৮আ)।

হজরত মহম্মদের সহিত মদিনাবাসীদিগের অকাবা পর্ব্বতোপরি অঙ্গীকার।

এদিকে মদিনাবাসিগণ হজরত মহম্মদকে স্বকীয় নগরে আনয়ন ও ইস্‌লামের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া পড়িলেন। তজ্জন্য ৭২ জন গণ্য মান্য মদিনাবাসী মসাবের সহিত পবিত্র মাসে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর সমভিব্যাহারে প্রেরিতত্ব লাভের ত্রয়োদশ বৎসরে ৬২২ খৃঃ অব্দে হজরতকে লইয়া যাইবার জন্য মক্কায় আগমন করেন।* তাঁহারা মক্কায় আসিয়াই হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, হজরত তাঁহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে অকাবাপর্ব্বতোপরি সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতে বলেন। মদিনাবাসিগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে অকাবাপর্ব্বতোপরি মিলিত হন। হজরত স্বীয় পিতৃব্য আব্বাসকে সঙ্গে লইয়া উক্ত সভায় যোগদান করেন। আব্বাস আবুতালেবের ন্যায় হজরতকে অতিশয়

---

* এবনে হেশাম ২৯৩ পৃঃ।

স্নেহ করিতেন ও তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সুবিবেচক ছিলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্তও তিনি ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। আব্বাস প্রথমতঃ মদিনাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন, "মদিনাবাসিগণ! তোমরা অবগত আছ যে, মহম্মদ মহা-প্রতাপশালী কোরেশবংশসম্ভূত। আমরা তাহাকে স্বকীয় ক্ষমতা-নুসারে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতেছি; কিন্তু সে তোমাদের সহিত মদিনায় যাইতে ইচ্ছুক, এবং তোমরাও তাহাকে লইয়া যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছ। তজ্জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যত দিন পর্য্যন্ত তোমরা তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে তোমাদের দেশে লইয়া যাইও না; সে এখানে স্বজাতির মধ্যে সম্মানিত অবস্থায় অবস্থান করুক।"

এই কথা শুনিয়া মদিনাবাসিগণ বলিলেন, "সদাশয় আব্বাস! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আপনিই তাহা নির্দ্ধারণ করুন।" তখন হজরত মহম্মদ কোরাণ শরিফের কয়েকটী আয়েত (বচন) পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়া আনসারগণ হজরতকে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমরা কিরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইব, তাহা আজ্ঞা করুন।" তৎপরে হজরত বলিলেন, "তোমরা নিম্নলিখিতরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলে আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারি—তোমরা সুখে দুঃখে আমার অনুগত থাকিবে, এবং ইস্‌লামধর্ম্মের নিষেধবিধিগুলি মান্য করিয়া চলিবে। শত্রুদিগের ভর্ৎসনায় ও শত্রুতায় ধর্ম্মগ্রহণে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না; আমি তোমাদের মধ্যে উপনীত হইলে, তোমরা আমার শত্রুকে শত্রুজ্ঞান ও বন্ধুকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে আর আমার সহিত এক সন্ধিবিগ্রহের অধীন হইবে।"

হজরতের কথা শুনিয়া আসাদ বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আমি আপনার নিকট কয়েকটী কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাদিগকে যেরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহা সাধারণ লোকে সম্পন্ন করিতে অক্ষম। আপনি আমাদিগকে পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মের অধীন হইয়া চলিতে অনুমতি দিয়াছেন, আমরা তাহা কর্ত্তব্যকার্য্য মনে করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতেছি এবং তজ্জন্য আত্মীয়-স্বজনবর্গকে ত্যাগ করিয়াছি। আমরা উচ্চবংশসম্ভূত, কখন কাহারও অধীনতা স্বীকার করি নাই; বংশপরম্পরায় লোকের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছি; আমাদের আত্মীয়-স্বজন আছেন কিন্তু আমরা আপনার প্রেরিত আত্মীয়-স্বজন-বর্জ্জিত মসাবের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি; আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সকল কার্য্য আমাদের পক্ষে বড় সহজ ত্যাগস্বীকারের বিষয় নহে। আমরা আল্লাহতালার কৃপায় বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত পরস্পর মিলিত হইয়াছি; আমাদের নগরস্থ শত্রুগণ ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করায়, আমরা তাহাদেরও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছি। অতএব আপনার ও আল্লার সমক্ষে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছি যে, আমরা আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলাম। আমরা ইস্লামধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিব। আপনার নিকট এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে খোদাতায়ালার নিকটও অঙ্গীকার পূর্ণ হইল, মনে করিব ও তাহাতে আমাদের পুণ্যের সঞ্চার হইবে; কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে আমরা খোদাতায়ালার নিকট পাপী বলিয়া পরিগণিত হইব ও নরক আমাদের আশ্রয়ভূমি হইবে। খোদাতায়ালা আমাদের সহায় হউন।" ইহা শুনিয়া হজরত বলিলেন, "তোমরা একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন আর কাহাকেও অর্চ্চনা করিও না, ইস্লামধর্ম্মের উন্নতির বিষয়ে যত্নবান্ হইও।"

আনসারগণ হজরত মহম্মদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন। তৎপরে আবু আলিসম হজরতকে বলিলেন, "হজরত! আমরা আমাদের স্বজাতির সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আপনার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলাম, আপনি জয়যুক্ত হইলে আমাদিগকে যেন নিরাশ ও দুঃখিত করিয়া স্বজাতির নিকট আগমন না করেন।" হজরত ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার রক্ত তোমাদের রক্ত, তোমাদের সমাধিস্থান আমার সমাধিস্থান এক; আমি তোমাদের শত্রুর শত্রু ও মিত্রের মিত্র হইলাম।" হজরতের এই অঙ্গীকারকে "আকাবার অঙ্গীকার" বলে।* প্রসিদ্ধি আছে যে, এই সন্ধি স্থিরীকৃত হইয়া গেলে, হজরত মহম্মদ, হজরত জেব্রিলের আদেশক্রমে খজরজ-বংশাঙ্কুর নয় জন আর আউসকুলাঙ্কুর তিন জনকে দলপতিপদে বরণ করিয়া আনসারদিগকে বলেন, "আনসারগণ! বিশ্ববিধাতার আদেশক্রমে অমুক অমুক ব্যক্তিদিগকে তোমাদের দলপতি করিলাম, ইহাতে তোমরা কেহ যেন দুঃখিত হইও না, ইহা খোদাতায়ালার অভিপ্রেত কার্য্য।" সেই সভায় মদিনাবাসীদিগকে হজরত আব্বাস বলেন, "হে আনসারগণ! তোমাদের পূর্ব্বে ইহা জানা উচিত যে, যদি কোন বিপদে ও সংগ্রামে পবিত্রধর্ম্ম-রক্ষার্থ তোমাদের সমুদয় সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং প্রধান প্রধান লোকগণ নিহত হন, এবং তদ্ধেতু যদি তোমরা হজরতকে ত্যাগ কর, তবে এক্ষণে তোমরা এতাদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না। ফলতঃ তোমরা যদি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও হজরতের অনুগামী হও, তাহা হইলে ভূলোক ও দ্যুলোকে তোমাদের মঙ্গল হইবে।" তখন সকলে

* এবনে হেশাম ২৯৬—৩০০ পৃঃ। এই সাক্ষাতে ৭৫ জন মদিনাবাসী নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা জেলহজ্জ মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। হজরত মহম্মদ এই মাসের অবশিষ্ট কয়েক দিন, মহররম ও সফর মাস মক্কায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রবিয়ল আউয়ল মাসে তিনি মদিনায় চলিয়া যান। এবনে আল-আসির ২য় খণ্ড ৭৮ পৃঃ।

বলিলেন, "আমরা যাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না এবং তুমি যাহা বলিলে, তাহাও স্বীকার করিলাম।" তৎপরে তাঁহারা হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিলে কি পুরস্কার প্রাপ্ত হইব?" হজরত বলিলেন, "স্বর্গ"। তদনন্তর তাঁহারা হজরতের হস্তে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আমরা আপনার হইলাম।" তৎপরে আন্‌সারগণ স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন। বিপক্ষ কোরেশগণ এই অঙ্গীকারের বিষয় অবগত হইয়া আন্‌সারদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু তাদৃশ অনিষ্ট করিতে পারিল না, কেবল সাদ নামক এক জন আন্‌সারকে বন্দী করিয়া আনিল। কিন্তু অতঃপর তাহারা মদিনাবাসীদিগের ভয়ে সাদকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এদিকে সাদ বন্দীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া মদিনাবাসিগণ সন্ধানজ্ঞা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিতে বহির্গত হইলেন। পথিমধ্যে সাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সকলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।



হজরত মহম্মদের শিষ্যগণের মদিনায় প্রস্থান।

আনসারগণের প্রত্যাগমনের পর পবিত্র মাস শেষ হইলে কোরেশগণ উৎসাহ সহকারে মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। হজরত মহম্মদ তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুদিগের মক্কায় বাস করা দুষ্কর দেখিয়া মদিনায় প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। তখন শিষ্যগণ ক্রমে ক্রমে মদিনায় প্রস্থান করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা জেলহজ্জ মাসে সংঘটন হইয়াছিল। আরকম, বেলাল, হামজা ও জয়দ প্রভৃতি হজরত মহম্মদের ধর্ম্মবন্ধুগণ গুপ্তভাবে মদিনায় গমন করেন; কেবল খেত্তাবের পুত্র ওমর প্রকাশ্যরূপে মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন। হজরত ওমর

অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া কাবায় গমনপূর্ব্বক তাহা সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া নামাজ পড়েন, সেই সময় কোরেশগণ কাবায় উপবিষ্ট ছিল। তিনি কোরেশগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন, "যাহারা প্রস্তরখণ্ডকে খোদাতায়ালা বোধে উপাসনা করে, তাহাদের মুখ মলিন হউক। হে কোরেশগণ! তোমাদের মধ্যে কে স্বীয় পিতামাতা ও স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে ত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছ? যাহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম, তাহারা আমার সঙ্গে যোগদান কর।" ইহা শুনিয়া কোরেশগণ নীরব রহিল; হজরত ওমর, হজরত মহম্মদের মদিনা প্রস্থানের পঞ্চদশ দিবস পূর্ব্বে প্রকাশ্যভাবে মদিনায় যাত্রা করিলেন। হজরত মহম্মদ, হজরত আলি ও আবুবকরকে লইয়া মদিনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সময় হজরতের প্রধান শত্রু আবুসুফিয়ান মক্কার শাসনকর্তৃত্বপদে অভিষিক্ত ছিল। ইস্‌লামধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তার দেখিয়া সে অতিশয় ক্রোধান্বিত ও ভয়াকুল হইয়াছিল। বিপক্ষগণ দেখিল, মুসলমানগণ একটী নিরাপদ্ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য যাহাতে তাঁহারা তথায় উপনীত হইতে না পারেন, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তাহারা "দারুণ নদ্ওয়া" বা মন্ত্রণা গৃহে একটী মহতী সভা আহ্বান করিয়া সকলে নিম্নলিখিত রূপে অভিমত প্রকাশ করে। কেহ বলিল, "মহম্মদের উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধ করা উচিত।" কেহ বলিল, "মহম্মদকে দেশ হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া উচিত।" কিন্তু কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "যদি সে অন্য স্থানে গিয়া অপরাপর সম্প্রদায়কে প্রতারিত করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করে, কিম্বা মদিনার লোকদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের দ্বারা আমাদের প্রতি ইহার প্রতিশোধ লইলেও ত লইতে পারে?" অপরাপর ব্যক্তিবর্গ বলিল, "তবে মহম্মদকে গৃহ মধ্যে দ্বাররুদ্ধ করিয়া রাখা হউক এবং সেই স্থানে তাহার মৃত্যু

না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য দিলে চলিবে। এ কার্য্য করিলে মুসলমানগণ জানিতে পারিবে যে, মহম্মদ পলায়ন করিয়াছে।”

সেই সভায় শয়তান (পাপ পুরুষ) বৃদ্ধ পুরুষের বেশে উপস্থিত ছিল, সে কোরেশদিগকে হজরতের বিরুদ্ধে নানা কুপরামর্শ দিয়াছিল। অবশেষে বহু তর্কবিতর্কের পর আবুজহল বলিল, “মহম্মদকে বধ করাই নবোত্থিত-কুসংস্কার ধ্বংসের একমাত্র উপায়।” ইহাতে সকলে সম্মত হইলে, এই স্থির হইল যে, “কোরেশগণ একদিন রজনীতে তরবারি হস্তে হজরতের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে?”* পরন্তু যে রজনীতে কোরেশগণ হত্যা করিতে আসিবে, সেই দিন হজরত মহম্মদ, হজরত জেব্রিলের নিকট কোরেশদিগের ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হন। কোরেশদিগের ষড়যন্ত্রের লক্ষণাদি কোরাণ শরিফের অষ্টম সুরায় এইরূপভাবে উক্ত হইয়াছে, “এবং হে মহম্মদ! স্মরণ কর, কাফেরগণ (বিধর্ম্মিগণ) তোমার প্রতি ষড়যন্ত্র করিবে, তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিবে কিম্বা কালকবলে পাতিত করিবে. অন্য দেশে তাড়াইয়া দিবে, তাহারা এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতেছিল, কিন্তু আল্লাতায়ালা তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং আল্লাতায়ালাই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী।”

---

* এবনে হেশাম ৩২৩—৩২৫ পৃঃ ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ৭৯ পৃঃ। হজরতকে বধ করা স্থিরীকৃত হইয়া গেলে এই তর্ক উঠিল যে, কে তাঁহাকে হত্যা করিবে। যদি একজনে হত্যা করে, তাহা হইলে হজরতের আত্মীয় স্বজন হত্যাকারীর শোণিত পান করিয়া প্রতিশোধ লইতে বিমুখ হইবে না। অবশেষে কুচক্রী আবু জহল বলিল যে, বিভিন্ন পরিবারস্থ এক একজন যুবক একত্র হইয়া তাঁহাকে হত্যা করুক। এই প্রস্তাবটী প্রথমে নেজদ প্রদেশের একজন ছদ্মবেশধারী বৃদ্ধ সমর্থন করায় উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। হাদিসে এই বৃদ্ধকে শয়তান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

হজরত মহম্মদের মদিনায় প্রস্থান।

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর উপর কোরেশগণের অত্যাচার দিন দিন অধিকতর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। কিন্তু হজরত আবুবকর হজরতের অগ্রে না যাইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে মদিনায় যাইতে মনস্থ করিলেন। হজরত মদিনায় প্রস্থানের দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইলে, হজরত আলিকে বলিলেন, "আলি! খোদাতায়ালা আমাকে মদিনায় প্রস্থানের আদেশ দিয়াছেন, আগামী কল্যই যাত্রা করিব। এক্ষণে আমার নিকট লোকের যে সকল দ্রব্যজাত গচ্ছিত আছে, তাহা তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেছি, তুমি যাহার যে দ্রব্য, তাহা তাহাকে প্রদান করিও।"*

সেই রজনীতে কোরেশগণ হজরতের মস্তকচ্ছেদন করিতে মনস্থ করিল, আবুজহল ও আবুলহব প্রভৃতি দুরাত্মগণ উক্তকার্য্যসম্পন্নার্থ প্রস্তুত হইল। হজরত মহম্মদ জেব্রিলের নিকট ইহা জানিতে পারিলেন এবং অন্য গৃহে গিয়া শয়ন করিতে আদিষ্ট হইলেন। হজরত মহম্মদ সেই রাত্রে হজরত আলিকে ডাকাইয়া এই সকল বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "আলি! তুমি আমার পোষাকে আবৃত হইয়া আমার খট্টোপরি শয়ন করিয়া থাক, আমি চলিয়া যাই।"† হজরত আলি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া হজরতের সবুজবর্ণ চাদরে আবৃত হইয়া তাঁহার খট্টোপরি শয়ন করিয়া রহিলেন। আহা প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের কি অসাধারণ সাহস! কৃতান্তের সহচরসদৃশ কোরেশদিগের আগমনপ্রতীক্ষায় আলি স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত

* হজরতের নিকট লোকের দ্রব্যজাত রাখিবার কারণ এই যে, তাঁহাকে সকলে "অল আমিন" অর্থাৎ বিশ্বাসী বলিয়া জানিত, তজ্জন্য স্বীয় স্বীয় সম্পত্তি নিরাপদে থাকিবে বলিয়া, তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিত।

† এথনে হেশাম ৩২৫ পৃঃ।

হইলেন না। তিনি নির্ভীকচিত্তে খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে আবুজহল ও আবুলহব প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণ হজরতের শয়নাগারের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইল। প্রসিদ্ধি আছে যে, হজরত দ্বার খুলিয়া কোরাণ শরিফের কয়েকটী আয়েত পাঠপূর্ব্বক এক মুষ্টি মৃত্তিকা তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন, কোরেশগণ তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, "অদ্য রজনীতে মহম্মদকে বন্দী করিয়া লইয়া যাই; কল্য প্রাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিব, তাহা হইলে হাশেমবংশোদ্ভবগণ আমাদের প্রকৃত সাহসের পরিচয় পাইবে।" এইরূপ কথোপকথন সময়ে এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখানে কি জন্য আসিয়াছ ও কাহার প্রতীক্ষা করিতেছ?" তাহারা বলিল, "আমরা মহম্মদকে চাই।" সে ব্যক্তি বলিল, "তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তোমরা কি তাহা জানিতে পার নাই?" তাহারা এই কথা শুনিয়া ভগ্নোৎসাহ হইল, কিন্তু পরে দ্বারের ছিদ্র দিয়া হজরত আলিকে খট্টোপরি হজরতের বস্ত্রাবৃত দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল, "ওহে, মহম্মদ গৃহ মধ্যেই আছে।" তৎপরে তাহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্র হজরত আলি জাগরিত হইয়া উঠিলেন; তাহারা হজরত আলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহম্মদ কোথায়?" হজরত আলি বলিলেন, "আমি তাহা জানি না।" তখন তাহারা নিরাশ ও লজ্জিত হইয়া হজরত আলিকে বন্দী করিল, কিন্তু আবুলহবের অনুরোধে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল।

হজরত সেই রাত্রিতে একস্থানে অবস্থিতি করিয়া, পরদিন গুপ্তভাবে হজরত আবুবকরের গৃহে গমন করেন; হজরত আবুবকরও তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ, হজরত

আবুবকরকে বলেন, "আমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় প্রস্থানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামী কল্যই তাহার আয়োজন করিতে হইবে।" হজরত আবুবকর ইহা শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন, "আমিও প্রস্থানোপযোগী দুইটী উষ্ট্র ক্রয় করিয়া রাখিয়াছি, আপনি তাহার মধ্যে কাসোয়া নামক উষ্ট্রটী গ্রহণ করুন।" হজরত বলিলেন, "তুমি তাহার মূল্য গ্রহণ কর।" হজরত আবুবকর মূল্য গ্রহণে আপত্তি করিলেন, কিন্তু হজরতের একান্ত অনুরোধে তিনি তাহার ৮০০ দেরহাম মূল্য স্থির করেন, তৎপরে হজরত উষ্ট্রটী গ্রহণ করিলেন।

হজরত আবুবকর প্রস্থানোপযোগী খাদ্যদ্রব্যাদি সত্বর আয়োজন করিয়া স্বীয় পুত্রকে বলিলেন, 'তুমি দিবসে মক্কায় অবস্থানপূর্ব্বক কোরেশদিগের কার্য্য-কলাপাদি দর্শন করিয়া রজনীতে সুরগিরিগহ্বরে আমাদিগের নিকট তাহার সংবাদ দিবে।" পরে রজনীর অন্ধকার বিগত হইতে না হইতেই তাঁহারা ওরায়কতের পুত্র আবদুল্লাকে পথপ্রদর্শকপদে নিযুক্ত করিয়া অপর উষ্ট্রটী তাহাকে আরোহণ করিতে দিলেন আর কাসোয়া নামক উষ্ট্রটীতে আবুবকর ও হজরতমহম্মদ আরোহণ করিলেন। আবদুল্লা অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। তাঁহারা সুরগিরিগহ্বরের নিকট উপনীত হইয়া উষ্ট্র হইতে অবতরণপূর্ব্বক গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা আমরের পুত্র ফোহায়রাকে কতকগুলি ছাগী নিকটবর্ত্তী ময়দানে চারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে আমাদিগকে ছাগদুগ্ধ প্রদান করিয়া যাইও।" ফোহায়রা তদনুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলেন যে, হজরত আবুবকরের কন্যা আস্মা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাঁহাদিগকে খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া দিতেন। *

* এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ৮১ পৃঃ।

হজরত আবুবকর গহ্বরমধ্যে প্রবেশ মাত্র তথায় কতকগুলি গর্ত্ত দেখিয়া নিজের বস্ত্র ছিড়িয়া গর্ত্তগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; কিন্তু একটী গর্ত্ত বন্ধ করিতে কাপড় কুলাইয়া উঠিল না। যাহা হউক, রজনীতে হজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকরের জানূপরি মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা গেলেন, হজরত আবুবকর অনাবৃত গর্ত্তটীর মুখে পদতল স্থাপন করিয়া রহিলেন। সহসা সেই গর্ত্তস্থিত একটী সর্প তাঁহার পদতলে দংশন করিল, তিনি বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন, তথাপি পাছে হজরতের নিদ্রা ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় পদখানি তথা হইতে স্থানান্তরিত করিলেন না। ধন্য হজরত আবুবকরের সহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগ! যখন তাঁহার যন্ত্রণাজনিত অশ্রুবারি হজরতের গাত্রে পতিত হইল, তখন হজরত জাগরিত হইয়া উঠিলেন এবং হজরত আবুবকরকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সর্পদংশনের কথা বলিলেন। হজরত তৎক্ষণাৎ মুখের লালা দংশনস্থানে লাগাইয়া দিলেন, বিষের যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া গেল। তাঁহারা তথায় রহিলেন, হজরত আবুবকরের পুত্র প্রত্যহ রজনীতে গহ্বরে আসিয়া মক্কাস্থ কোরেশদিগের কার্য্যাদি তাঁহাদের নিকট বলিয়া যাইতেন।

এদিকে কোরেশগণ হজরতের অন্বেষণ না পাইয়া হজরত আবুবকরের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহার কন্যা আসমাকে তাঁহার ও হজরতের কথা জিজ্ঞাসা করে। আসমা তাহার কোন উত্তর না দেওয়াতে দুর্বৃত্তেরা তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে, প্রহার সত্ত্বেও কন্যাটী তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় নাই।

তৎপরে আবুজহল প্রভৃতি কোরেশগণ আবুকোরজ্ নামক এক জনপথ-প্রদর্শককে সমভিব্যাহারে লইয়া হজরতের অম্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। আবুকোরজের একটী অসাধারণ গুণ ছিল যে, সে পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া

লোকের গম্যস্থান নির্ণয় করিতে পারিত। সে আবুজহল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া স্থরগিরিগহ্বরের নিকট উপনীত হইল। কোরেশগণ গহ্বরদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইল যে, তথায় একটী প্রকাণ্ড শিরীশ বৃক্ষ শাখা প্রশাখাদি বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ও গহ্বরদ্বার লূতাতন্তু দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহা দেখিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, সংপ্রতি এই গহ্বরে কোন মানব প্রবেশ করে নাই। তখন তাহারা প্রস্থান করিল। হজরত খোদাতায়ালার কৃপায় এ বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইলেন। কোরেশগণ হজরতের অবস্থানভূমির ৪০ গজ দূর হইতে নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিল যে, "যে কেহ মহম্মদকে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ১০০ উষ্ট্র পুরস্কার দিব।" * ইহা শুনিয়া অনেকে হজরতের অন্বেষণে বহির্গত হইল।

উক্ত গহ্বর মধ্যে তিন দিবস অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিবসে হজরত আবুবকরের ভৃত্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উষ্ট্র দুইটী মক্কা হইতে আনাইয়া তাঁহারা মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। প্রেরিতত্ব লাভের ত্রয়োদশ বৎসরের ১লা রবিয়ল আউল মাসের বৃহস্পতিবারে হজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকরকে সমভিব্যাহারে লইয়া মক্কা হইতে বহির্গত হন এবং ৫ই রবিয়লআউল মাসের সোমবারে (৬২২ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুলাই) স্থরগিরিগহ্বর হইতে মদিনায় যাত্রা করেন। হজরত মুহম্মদের এই হেজরাৎ হইতে চিরবিখ্যাত হিজরী অব্দের গণনা হইয়া আসিতেছে। †

---

* এবনে হেসাম ৩২৮ পৃঃ।

† হিজরী বা হেজরতের সন—হজরত মহম্মদ মদিনা গমনের সপ্তদশ বৎসর পরে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক হিজরী সনের প্রবর্ত্তন করেন। অনেকের ধারণা

প্রেরিত-পুরুষ ও তাঁহার শিষ্যগণের উপর বিধর্ম্মিগণের যেরূপ ঈর্ষানল উদ্দীপিত হইয়াছিল, কোরাণ শরিফে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল যে প্রাথমিক মুসলমানগণ জড়োপাসক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হজরত মহম্মদের (দং) একমাত্র সত্য স্বরূপ খোদাতায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উৎপীড়িত হইতেছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু যাহাতে তাঁহারা পুনঃ পূর্ব্ব-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহার জন্য তাঁহারা অধিকতর রূপে অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হইতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে শত্রুর অত্যাচার ও উৎপীড়ন এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, হজরতের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অত্যাচারের ঘোর উৎপীড়নে ইস্‌লাম ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যরূপে জড়োপাসনা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিশ্বাসীদিগের ন্যায় তাঁহাদের অন্তর মধ্যেও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপর বিশ্বাস সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হইয়াছিল।

কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে :—

"যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর যদ্যপি উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাকে অস্বীকার করে এবং যদ্যপি তাহার অন্তরে সত্যধর্ম্ম সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত থাকে, তাহা হইলে সে নির্দ্দোষী হইবে; কিন্তু সে ব্যতীত যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসলাভের পর খোদাতায়ালার বিদ্রোহী হয়, আর যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতায় বক্ষস্থল প্রসারিত করে, তাহাদের প্রতি খোদাতায়ালা ক্রোধান্বিত হন এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে।" (কোরাণ শরিফ, সুরা ১৬, আয়েত ১০৮)।

যে, হজরতের মক্কা ত্যাগের দিন হইতে এই সনের গণনা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা নহে। হজরত মহম্মদ এই রবিয়ল আউল মাসে মক্কা ত্যাগ করেন। কিন্তু চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস মহরম। যে বৎসর এই সন প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বৎসর মহরম মাস ১৬ই জুলাই তারিখে পড়িয়াছিল।

প্রথমে যে সকল মহাত্মা প্রেরিত-পুরুষের শিক্ষানুসারে অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিপক্ষ কোরেশদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নে নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া শেষে তাহাদের হস্তে গৃহ, পরিবার ও ধন সম্পত্তি প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং অনেকে পুনঃ জড়োপাসক ধর্ম্ম গ্রহণ করা অপেক্ষা জন্মভূমি ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। সেই সকল বিষয় কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতে সুন্দররূপে উল্লেখিত হইয়াছে :—

"এবং যাহারা খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে অত্যাচারিত হওয়ার পর দেশত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে অবশ্য এই পৃথিবীতে উত্তমরূপে বাসস্থান দান করিব, কিন্তু নিশ্চয় পারলৌকিক পুরস্কার শ্রেষ্ঠ, যদি তাহারা জানিত।" (কোরাণ, ১৬ সুরা, ৪৫ আয়েত)।

"যাহারা ধৈর্য্যধারণ করে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে (তাহাদিগকে উত্তমরূপ স্থান দান করিব)।" (কোরাণ শরিফ ১৬ সুরা, ৫৪৭ আয়েত)।

"অতঃপর যাহারা উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছে, তৎপরে আত্মরক্ষার্থ বিশেষ চেষ্টা ও ধৈর্য্যধারণ করিয়াছে, নিশ্চয়ই (হে মহম্মদ) তোমার প্রতিপালক ইহার পরে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (কোরাণ শরিফ ১৬ সুরা, ১১১ আয়েত)।

"নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছে এবং খোদাতায়ালার সত্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা খোদাতালার অনুগ্রহ লাভের আশা রাখে, এবং খোদাতায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (কোরাণ শরিফ, ২ সুরা, ২১৬ আয়েত)।

"এবং যাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে এবং আপন গৃহে হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমার পথে উৎপীড়িত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে ও হত হইয়াছে—আমি তাহাদিগের অপরাধ তাহাদিগের হইতে দূর করিব এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে স্বর্গীয় উদ্যানে লইয়া যাইব, যাহার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সকল প্রবাহিত"। (কোরাণ শরিফ, ৩ সুরা, ১৯৪ আয়েত)।

"যাহারা খোদাতায়ালার পথে দেশত্যাগ করিয়াছে, তৎপরে নিহত হইয়াছে কিম্বা মরিয়াছে, নিশ্চয়ই খোদাতায়ালা তাহাদিগকে উত্তম উপজীবিকা দান করিবেন, একান্তই খোদাতায়ালা জীবিকাদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"। (কোরাণ শরিফ, ২২ সুরা, ৭৫ আয়েত)

"যে সকল বিশ্বাসী নির্ব্বিঘ্নে গৃহে উপবিষ্ট এবং যাহারা আপন ধন ও জীবনযোগে খোদাতায়ালার সত্য প্রচার রক্ষার্থ তাঁহার পথে অবস্থিত, এই উভয়ে সমতুল্য নহে। আপন ধন ও জীবনযোগে যাহারা খোদাতালার জন্য চেষ্টা করে, তাহাদিগকে খোদাতায়ালা ঐ সকল অপেক্ষা (যাহারা নির্ব্বিঘ্নে গৃহে উপবিষ্ট) মর্য্যাদায় অধিক গৌরবান্বিত করিয়াছেন। খোদাতায়ালা সকলের সহিত উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন; কিন্তু চুপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গৃহে উপবিষ্টকারীদিগের অপেক্ষা চেষ্টাকারীদিগকে খোদাতায়ালা উচ্চ পুরস্কার দেন"। (কোরাণ শরিফ ৪র্থ সুরা, ৯৭ আয়েত)।

"যাহারা আপন জীবনের উৎপীড়নকারী ছিল, স্বর্গীয় দূতগণ যখন তাহাদের প্রাণ হরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তাহারা বলিল, 'আমরা পৃথিবীতে দুর্দ্দশাপন্ন ছিলাম।' তাঁহারা (স্বর্গীয় দূতগণ) বলিলেন, 'খোদাতায়ালার পৃথিবী কি বিস্তৃত ছিল না যে, তাহাতে স্বাধীনভাবে স্থানান্তরিত হও?' ঐ সকল লোক! নরক তাহাদের বাসস্থান এবং ইহার পথ কুৎসিত স্থান।"—

"দুর্ব্বল স্ত্রী পুরুষ ও শিশুগণ পলায়ন করিবার উপায় অবলম্বন করিতে পারে না এবং পথ প্রাপ্ত হয় না, কেবল ঐ সকল ব্যতীত। অতএব খোদাতায়ালা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন—কারণ খোদাতায়ালা ক্ষমাশীল ও মার্জ্জনাকারী"। (কোরাণ শরিফ ৪র্থ সুরা, ৯৯ ও ১০০ আয়েত)।

"যাহারা তোমাদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে সংগ্রাম করে নাই এবং তোমাদিগকে তোমাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করে নাই, তাহাদের হিতসাধন ও তাহাদের প্রতি ন্যায়াচরণ করিতে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে নিবারণ করিতেছেন না. নিশ্চয় খোদাতায়ালা ন্যায়বানদিগকে প্রেম করেন।" (কোরাণ শরিফ ৬০ সুরা, ৮ম আয়েত)।

"যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে তোমাদের আলয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে ও তোমাদিগকে বহিষ্করণে (অন্যকে) সাহায্য দান করিয়াছে, তাহাদের সহিত বন্ধুতা করিতে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন; এবং যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করে, অনন্তর ইহারাই তাহারা যে অত্যাচারী"। (কোরাণ শরিফ ৬০ সুরা, ৯ আয়েত।)

প্রেরিত-পুরুষ বিপক্ষ কোরেশদিগের নিকটে নানা প্রকার অত্যাচার, অবমাননা ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, নামাজ পড়িবার সময়ে তাহারা তাঁহাকে নামাজ পড়িতে বাধা দিত, এই সকল বিষয় কোরাণ শরিফের ৯৬ সুরার ১০ম আয়েতে এইরূপভাবে উল্লেখিত হইয়াছে:—

"নামাজ পড়িবার সময়ে দাসকে যে নিবারণ করে, তাহাকে কি তুমি দেখিয়াছ?"

কোরেশগণ হজরতের গাত্রে কর্দ্দম ও ধূলা নিক্ষেপ করিত এবং তাঁহার মস্তকের পাগড়ি খুলিয়া তাহার দ্বারায় তাঁহাকে বন্ধন করিয়া পবিত্র কাবার মধ্য হইতে টানিয়া আনিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিত। এতদ্ভিন্ন

প্রত্যহই তিনি স্বচক্ষে তাঁহার শিষ্যগণকে অতি নির্দ্দয়রূপে অত্যাচারিত হইতে দেখিতে পাইতেন; কিন্তু তিনি এই সকল অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অবমাননা অতিশয় নম্রভাবে সহ্য করিয়াছিলেন। বিপক্ষ কোরেশগণ অশেষ প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তখন তিনি খোদা-তায়ালার অনুগ্রহে মদিনায় পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। ইহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৮ম সুরার ৩০ আয়েতে এইরূপ ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে :—

"এবং স্মরণ কর, (হে মহম্মদ) যখন কাফেরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে, তোমাকে বন্দী করিয়া রাখে, কিম্বা তোমাকে বধ করে, কিম্বা তোমাকে নির্ব্বাসিত করে। তাহারা ষড়যন্ত্র করিতেছিল কিন্তু খোদাতায়ালাও ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন এবং খোদাতায়ালা ষড়যন্ত্রকারী-দিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

প্রথম হিজরীর ঘটনাবলী।

হজরতের কোবায় প্রবেশ ও মস্‌জেদ্ নির্ম্মাণ।

হজরত মহম্মদ, আবুবকরের সমভিব্যাহারে সুরগিরিগহ্বর হইতে যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গমন করিলে পর এক জন লোক হজরতকে গমন করিতে দেখিয়া মালেকের পুত্র সারাকাকে গিয়া বলিল, "ওহে, মহম্মদ উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতেছে, তাহাকে বন্দী করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়।" সারাকা কোরেশদিগের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশায় আশ্বাসিত হইয়া হজরতের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে সে তাঁহার অন্বেষণ পাইয়া সহর্ষে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সে হজরতের সম্মুখদেশে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তাহার অশ্বটী হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া ভূতলশায়ী হয়, ইহা দর্শন করিয়া তাহার মনে ভয়ের উদ্রেক হইল। কিন্তু পুনরায় সে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক হজরতের সম্মুখীন হইল। হজরত আবুবকর সারাকাকে দেখিয়া ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হজরত, তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, "শত্রু উপস্থিত, আপনি পাছে কোনরূপ বিপদে পতিত হন, এই আশঙ্কায় ক্রন্দন করিতেছি।" হজরত তাঁহাকে বলিলেন, "ভয় করিও না, খোদাতায়ালা আমাদের সঙ্গে আছেন।" তখন হজরত বিপদ্‌ভঞ্জন বিধাতার নিকট আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে হজরতের সম্মুখে সারাকার অশ্বের পদ মৃত্তিকায়

প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া সারাকার অন্তর মধ্যে ঐশ্বরিক ভয়ের উদয় হইল। হজরত তাহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাহা বিবৃত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, হজরত ক্ষমা করিলেন।

সারাকা হজরতের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি লইলেন যে, ভবিষ্যতে যেন কোন মুসলমান তাঁহার প্রতি কখন কোনরূপ অত্যাচার না করেন।* হজরত চিঠির লিখিতব্য বিষয়গুলি বলিতে লাগিলেন, মোতাম্বরা লিখিতে লাগিল। সারাকা চিঠি খানি লইয়া হজরতকে অভিবাদনপূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলে, হজরত তাহাকে বলিলেন, "তুমি যেন আমার প্রস্থানের বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" সারাকা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া হজরতের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে হজরতের শত্রুগণকে দেখিয়া সে তাহাদিগকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দিল যে, "আমি হজরতকে এই পথে দেখিতে পাইলাম না, তোমরা আর ওদিকে তাঁহার অন্বেষণে যাইও না।" সারাকা শেষে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

তৎপরে হজরত নিরাপদে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মদিনার অনতিদূরস্থ কোবা নামক উপত্যকার সন্নিহিত হইলে আসালাম-বংশীয় সাহামা-দলস্থ হাসিবের পুত্র বরিদা ৭০ জন লোক সমভিব্যাহারে হজরতকে আক্রমণ করিল; বরিদা কোরেশগণের নিকট হইতে অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশায় হজরতের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিল। সে হজরতের সম্মুখীন হইলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" সে বলিল, "বরিদা-বেন হাসিব।" হজরত ইহা শুনিয়া আবুবক্করকে বলিলেন, 'বোরদ শব্দের অর্থ অভিলাষ পূর্ণ হওয়া, অতএব

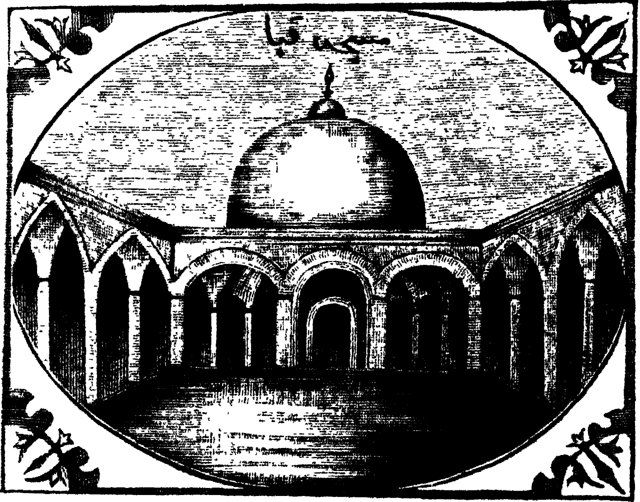
* এবনে হেশাম ৩৩১, ৩৩২ পৃঃ।

আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল।" তিনি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কোন্ বংশোদ্ভব?" সে বলিল, "আসালাম-বংশোদ্ভব।" হজরত আসালাম শব্দটীর ধাতু 'সালাম' পদটীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "সালাম অর্থে শান্তি বুঝায়।" তৎপরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কোন্ দলস্থ?" সে বলিল, "সাহামা-দলস্থ।" হজরত বলেন, "সাহামার অর্থ অংশ, অতএব তুমি ইস্‌লামধর্ম্মের এক অংশ।" ইহা শুনিয়া বরিদার অন্তর হইতে সমুদয় হিংসা দ্বেষ একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল। তখন সে ও তাহার সমভিব্যাহারস্থ ৭০ জন লোক ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

এই সময়ে মদিনাবাসী কতিপয় মুসলমান সুরিয়া হইতে বাণিজ্য-কার্য্য করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তাহারা পথিমধ্যে হজরতকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইল, এবং হজরতকে শুভ্রবর্ণ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতে দিল। এক্ষণে হজরত বরিদা প্রভৃতি শিষ্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিলে পর, বরিদা চীৎকার করিয়া বলিল, "হে খোদাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক। আপনার বিনা পতাকায় গমন করা উচিত নহে।" ইহা বলিয়া সে স্বীয় মস্তকোপরি হইতে পাগড়ি খুলিয়া তাহার একপ্রান্ত একটী তীরের অগ্রভাগে বন্ধন করিয়া হজরতের অগ্রে অগ্রে উড়াইয়া যাইতে লাগিল।

কোবা, অমর বেন-অফ বংশস্থ লোকদিগের বাসস্থান। ইহা মদিনার এক ক্রোশ দূরস্থিত একটী পাহাড়োপরি স্থাপিত। এই স্থানটী মদিনাবাসীদিগের নিকট অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিগণিত। হজরত কোবায় প্রবেশ করিলে তথাকার অধিবাসিগণ স্ব স্ব গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল এবং তাঁহাকে স্ব স্ব আলয়ে লইয়া যাইবার





কোবার মসজেদ।

মুসলমান জগতের ইহাই প্রথম মসজেদ।

• হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি।

M. P. Works.

জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সময়ে এক জন ইহুদী উচ্চ প্রাসাদোপরি হইতে হজরত মহম্মদকে দেখিতে পাইয়াছিল, ইহাতে কোরাণ শরিফের এই উক্তি পূর্ণ হইল যে, "যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, যেরূপ তাহারা আপনাদের সন্তানগণকে চিনিয়া থাকে।" কোরাণ শরিফ ৬ষ্ঠ সুরা ২০ আয়েত। হজরত তথাকার অধিবাসীদিগকে বলিলেন, "আমার উষ্ট্র কাসোয়া খোদাতায়ালার আদিষ্ট, সে যেখানে গিয়া শয়ন করিবে, আমি তথায় অবস্থিতি করিব।" কিন্তু কাসোয়া কোবার মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইয়া শুইয়া পড়িল। হজরত তথায় অবস্থিতি করিয়া উপাসনার্থ সামান্য রকমের একটী মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিলেন; এই মসজেদের ইতিবৃত্তাদি বিস্তৃতি ভয়ে উল্লেখ করিলাম না। হজরত সর্ব্বদা এই মস্‌জেদে থাকিতেন ও শিষ্যগণকে লইয়া উপাসনাদি করিতেন। মস্‌জেদের ছাদ খর্জ্জুর পত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া সূর্য্যের কিরণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত; হজরতকে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য হজরত আবুবকর স্বীয় বস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে ছায়া প্রদান করিতেন। হজরত মহম্মদ ১২ই রবিয়ল-আউল মাসের সোমবারে কোবায় উপনীত হন এবং তথায় তিনি সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। †

কোবায় তিন দিবস অবস্থানের পর হজরত আলি মক্কা হইতে এখানে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ‡ হজরত আলি কোরেশদিগের ভয়ে দিবসে কোন গিরিগহ্বরে কিম্বা বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিতেন; রজনী

* এবনে হেসাম ৩৩৫ পৃঃ, এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ৮০ পৃঃ।

† এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ৮৩ পৃঃ।

সমাগমে বহির্গত হইয়া পদব্রজে গমন করিতেন। তিনি এইরূপে কয়েক রজনী গমনের পর পথশ্রান্তে একান্ত ক্লান্ত হইয়া হজরতের পুরোভাগে আসিয়া উপনীত হন। যখন তিনি হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন,তখন তাঁহার পদতলদ্বয় হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছিল। হজরতের আশীর্ব্বাদে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলের ক্ষত আরোগ্য হইল। তৎকাল হইতে হজরত আলি আর কখন দূরভ্রমণে ক্লান্ত হইতেন না। হজরত কোবা মসজেদে প্রত্যহ নামাজ পড়ার পর,তথাকার লোকদিগকে কোরাণ শরিফের উপদেশগুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন আর স্বর্গের সুখ ও নরকের যন্ত্রণাদির বিষয় বর্ণনা করিতেন। তিনি ১৬ই রবিয়ল আউল তারিখে শুক্রবারে (৬২২ খৃঃ অব্দের ২রা জুলাই)* কোবা ত্যাগ করেন। কোবাবাসিগণ তাঁহাকে আরও কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

হজরতের মদিনায় প্রবেশ।

এদিকে মদিনানগরীস্থ মুসলমানগণ হজরতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে নিকটস্থ পাহাড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন এবং সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইলে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। হজরত মদিনায় গমনকালে পথিমধ্যে বনি-সালেম-বংশীয় লোকদিগের বাসস্থান "বতনেওয়াদি" নামক স্থানে উপনীত হইয়া ১০০ জন শিষ্যকে লইয়া জুম্মার নামাজ পড়েন এবং শিষ্যদিগকে তথায় জুম্মা মসজেদ নির্ম্মাণ করিতে বলেন। নামাজ পড়ার পর হজরত তথা হইতে বহির্গত হইলেন। আনসারগণ দূর হইতে হজরতকে আসিতে

* এবনে হেশাম ৩২৫পৃঃ ; আবুল ফেদা ৩০ পৃঃ।

দেখিয়া সহর্ষে দলে দলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। হজরত আবুবকর, হজরত মহম্মদকে সূর্য্যের কিরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মস্তকোপরি একটী ছত্র ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, হজরত মহম্মদ সমাগত আন্‌সারদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে মদিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আন্‌সারগণের মধ্যে অনেকে হজরত মহম্মদকে পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই, তাঁহারা ভুলক্রমে হজরত আবুবকরকে সম্মান করিতেছেন দেখিয়া, হজরত আবুবকর হজরত মহম্মদের মস্তকদেশ হইতে ছত্রটী স্থানান্তরিত করিয়া প্রকৃত সম্মানার্হ ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। সেই সময়ে মদিনাবাসিগণ স্ব স্ব গৃহ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার উষ্ট্র কাসোয়া আল্লাতায়ালার আদিষ্ট, সে যেস্থানে শয়ন করিবে, আমি তথায় অবস্থিতি করিব।" সত্যের কি অলৌকিক ক্ষমতা! যিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া ছদ্মবেশে—এমন কি শত্রুদিগের উন্মুক্ত তরবারির উপর মস্তকদেশ অর্পণপূর্ব্বক আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন, আজ সেই হজরত মহম্মদ মহাসমারোহে ও সসম্মানে প্রকাশ্যভাবে মদিনার রাজপথ দিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। এ দৃশ্য কি অদ্ভুত! কি চমকপ্রদ!!

এক্ষণে যেস্থানে মদিনার মস্‌জেদের প্রবেশদ্বার স্থাপিত রহিয়াছে, তথায় তাঁহার উষ্ট্র কাসোয়া একটু থামিয়া, পরে অগ্রগামী হইল; কিন্তু পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া শয়ন করিল। হজরত তথায় অবতরণ করিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহার অন্তরমধ্যে একরূপ ঐশ্বরিক ভাবের উদয় হইল। সেই স্থানের অনতিদূরে খজরজবংশীয় আবুআয়ুবের

বাসগৃহ ছিল বলিয়া, আবুআয়ুব তৎক্ষণাৎ হজরতের দ্রব্যাদি নিজ গৃহে লইয়া গেলেন, হজরতও তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। সেই সময়ে অন্যান্য অনেকে তাঁহাকে স্ব স্ব আলয়ে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, হজরত তাহাদিগকে বলেন, "যেথানে দ্রব্যাদি যায়, সেইখানেও তাহার অধিকারী গমন করে।" ইহা শুনিয়া কেহ রাগান্বিত, কেহ বা দুঃখিত হইলেন।

হজরতের আবুআয়ুবের গৃহে অবস্থান।

আবুআয়ুব হজরতকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার কারণ এই যে, হজরতের জন্মের ন্যূনাধিক ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মদিনা-নগরীস্থ তোবা নামক একজন ইহুদী সামুল নামক অপর একজন ইহুদীর নিকট এই মর্ম্মে একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠান যে, "আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাইতেছি যে, শেষ ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়া এই দেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবেন। তোমার বংশীয় লোকগণ যেন তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন।" অবশেষে সামুলের একবিংশতি বংশোদ্ভব আবুআয়ুব সে চিঠিখানি একটী বাক্সে দেখিতে পাইয়া শেষধর্ম্ম প্রচারকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের আদেশ পূর্ণ করিতেও যত্নবান্ ছিলেন। এক্ষণে তিনি হজরত মহম্মদকে শেষ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া জানিতে পারিয়া আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

হজরত প্রথমে আবুআয়ুবের বাসগৃহের প্রথম প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেন, আবুআয়ুব তাঁহাকে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতে বিশেষ

অনুরোধ করিলে, তিনি তাঁহাকে বলেন, "আমার সমভিব্যাহারে অনেক লোক রহিয়াছে এবং সর্ব্বদা আমার নিকট বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়, তজ্জন্য আমার পক্ষে নিম্ন প্রকোষ্ঠই সুবিধাজনক।" কিন্তু কয়েক দিন পরে আবুআয়ুবের একান্ত অনুরোধে হজরত দ্বিতল প্রকোষ্ঠে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আবাদার পুত্র সায়াদ ও মায়াজের পুত্র সায়াদ প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রত্যহ হজরতকে ভোজনার্থ খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া দিতেন। সেই সময়ে মদিনার চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। মদিনা নগরীস্থ ক্ষমতাশালী আউস ও খজরজ দলদ্বয়ের মধ্যে ১২০ বৎসর ধরিয়া ভয়ানক শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল; এমন কি তাহারা পরস্পর পরস্পরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত ছিল। কিন্তু এক্ষণে হজরতের শুভাগমনে তাহারা ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরস্পর ধর্ম্মসূত্রে ও ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই বিষয় কোরাণ শরিফের অষ্টম সুরায় উল্লেখিত হইয়াছে। হজরত আবুআয়ুবের গৃহে ৭ মাস অবস্থান করার পর, হজরত জেব্রিল তাঁহাকে মস্‌জেদ ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে বলেন। এতদিন পর্য্যন্ত হজরত মহম্মদ যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে শিষ্যগণকে লইয়া নামাজ পাড়তেন।

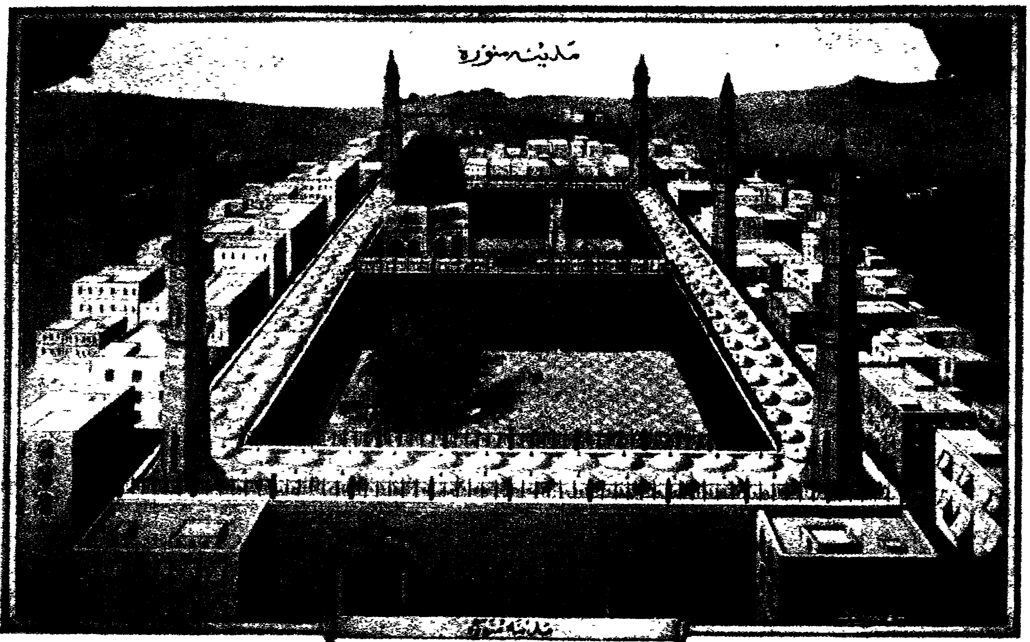
———.

হজরতের মদিনায় মস্‌জেদ ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ।

মদিনা মনুয়ারা (আলোকিত), মক্কার উত্তরে প্রায় ১১ দিনের পথ ব্যবধানে অবস্থিত। এক্ষণে এই সহর প্রাচীরাবদ্ধ। হজরত

মহম্মদ যে সময়ে তথায় শুভ পদার্পণ করেন, তখন উহার চতুর্দ্দিক্ খোলা ছিল। কিন্তু তিনি কোরেশদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উহার চারিদিকে খাল খনন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, একজন আমালেক দলপতি এই সহরটীর প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহারই নামানুসারে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সহরটীর নামকরণ হইয়া আসিতেছিল। পুরাকালে ইয়াথ্রেব ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে আমালেক বংশীয়েরা বসবাস করিত। পরে বেবিলোনিয়ান, গ্রীক ও রোমকদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নে ইহুদীরা হেজাজ প্রদেশের উত্তরাংশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহারাই আমালেকবংশীয়দিগের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে খায়বারের বনু নধর, ফেদকের বনু কোরায়জা ও মদিনার নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী বনু কায়নুকায়া প্রধান ছিল। ইহারা দুর্গাবদ্ধ স্থানে বাস করিয়া নিকটবর্ত্তী আরব-সম্প্রদায়সমূহের উপর আধিপত্য করিত। শেষে আউস ও খজরাজ নামক দুইটী কহতান-সম্প্রদায়, ইয়াথ্রেবে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। ইহারা প্রথমে কোন কোন বিষয়ে ইহুদীদের অধীনতা স্বীকার করিত, পরে ইহারাও ইহুদীদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে ইহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই ধ্বংসকারী বিবাদ বিসম্বাদ বহুকাল যাবত ইহাদের বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। শেষে হজরত মহম্মদের মক্কাধামে ধর্ম্ম প্রচারের সময়ে তাহারা পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়।

হজরত মহম্মদ ইয়াথ্রেবে প্রবেশ করিলে, আউস ও খাজরাজ সম্প্রদায় তাঁহার নিকট পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, পরস্পর সমুদয় বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া পবিত্র ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হইল এবং



মদিনা মনুয়ারা।

পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া সকলে একত্রে একযোগে পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর হইল। তখন ইয়াথ্রেবের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "মদিনাতুন নবি" অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রচারকের সহর বা "মদিনা" অর্থাৎ সহর নামে অভিহিত হইল।

মদিনা সহরের যেস্থানে হজরতের উষ্ট্র কাসোয়া শয়ন করিয়াছিল, সেই স্থানে তিনি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। ঐ স্থানটী রাফে-বেন-ওমরের পুত্র সহল ও সোহায়লের অধিকারে ছিল। তাহারা পিতৃ-মাতৃহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বলিয়া, আসাদ আনসারি তাহাদের রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। আসাদ ঐ স্থানটী হজরতকে বিনা-মূল্যে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি পিতৃমাতৃহীন বালকদ্বয়ের ভূমি বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তৎ-পরে হজরত ১০ মেসকাল স্বর্ণ দ্বারা তাহা ক্রয় করেন। ঐ স্থানটী খর্জ্জুর বৃক্ষে আচ্ছাদিত ছিল, নগরস্থ লোকগণ তথায় খোর্ম্মাফল বিক্রয় করিত, আর আসাদ তথায় নামাজ পড়িতেন। হজরত তথাকার খর্জ্জুর বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া তাহার নিকটস্থিত কাফেরদিগের কবর হইতে তাহাদের অস্থিগুলি স্থানান্তরিত করিলেন এবং স্থানটী সমতল করিয়া লইলেন। তৎপরে তাঁহার শিষ্যগণ ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ডাদি সংগ্রহ করিয়া মস্‌জেদ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলে, হজরত মহম্মদও তাঁহাদের সহিত উক্ত কার্য্যে যোগদান করিলেন; ইহা দেখিয়া খেত্তাবের পুত্র ওমর ও হজরত আলি প্রভৃতি সকলেই তাহাতে যোগদান করিলেন। সেই সময়ে হজরত মহম্মদ খোদাতায়ালার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, "পরকালের পুরস্কার ভিন্ন আর উৎকৃষ্ট পুরস্কার কিছুই নাই, হে খোদাতায়ালা! আন্‌সার ও মহাজেরদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।"

যথাকালে মস্‌জেদের প্রাচীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে, খর্জ্জুর বৃক্ষ দ্বারা তাহার থাম ও কড়িকাষ্ঠের কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং খর্জ্জুর-পত্রের দ্বারা তাহার চাল নির্ম্মিত হইল। এই মস্‌জেদে তিনটী দ্বার হইল। ইহার একটী দ্বার "বাব-অল-রহমত" নামে অভিহিত। অন্য দুইটী দ্বারের মধ্যে একটী দ্বার দিয়া হজরত মস্‌জেদে প্রবেশ করিতেন, আর অপরটী দিয়া সাধারণ লোক মস্‌জেদে প্রবেশ করিত। কিছুদিন পরে হজরত মহম্মদ মসজেদের মধ্যে একটী মেম্বর (বেদি) নির্ম্মাণ করেন।*

মস্‌জেদের প্রাচীরের গায়ে একখা'ন চাল দিয়া হজরতের বাসগৃহ নির্ম্মিত হইল। তিনি সর্ব্বদা এই মস্‌জেদে অবস্থানপূর্ব্বক নামাজ পড়িতেন ও লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। যেদিন মস্‌জেদের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া গেল, সেই দিন নামাজ পড়ার পর, তিনি সমাগত লোকদিগকে একটী সারগভ উপদেশ দেন। তৎপরে তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলেন—যিনি খোদাতায়ালার সৃষ্ট জীবগণের উপর ও নিজের সন্তানগণের উপর স্নেহ প্রদর্শন করেন না, খোদাতায়ালা তাঁহাকে ভালবাসেন না। যে মুসলমান বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করেন, খোদাতায়ালা স্বর্গে তাঁহাকে সবুজবর্ণের বস্ত্র পরিধান করাইবেন। তিনি দান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময়ে বলেন যে, দানের ন্যায় উৎকৃষ্ট বস্তু পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। এমন কি, হাসিয়া কথা বলা, সদুপদেশ প্রদান করা, পথহারা ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করা, অন্ধকে সাহায্য করা, রাস্তা হইতে কাঁটা ও পাথর প্রভৃতি স্থানান্তরিত করা, পিপাসার্ত্তকে জলদান করাও দানের মধ্যে গণ্য। আল্লাতায়ালার প্রতি একান্তভক্তি ও মানবগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করাই তাঁহার

* এই সময়ে মস্‌জেদটীর পরিমাণ ফল ৭০ বর্গ গজ ছিল। পরে ইহা কয়েকবার নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার বিবরণ এই পুস্তকের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে।

উপদেশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বিস্তৃতি ভয়ে আমরা এখানে তাঁহার উপদেশগুলির অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বলা বাহুল্য যে, এই মস্‌জেদই "মস্‌জেদ-অল-নবি"নামে বিখ্যাত।

হজরত মহম্মদ ও হজরত আবুবকরের পরিবারগণের মদিনায় আগমন।

এতদিন পর্য্যন্ত হজরত মহম্মদের সহধর্ম্মিণী বিবি সওদা এবং ফাতেমা ও ওম্মেকুলসুম নাম্নী কন্যাদ্বয়, আর হজরত আবুবকরের ভার্য্যা ওম্মেরুমান, এবং আয়েসা ও আসমা নাম্নী কন্যাদ্বয় এবং পুত্র আবদর রহমান মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে বাসগৃহ ও মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইলে হজরত মহম্মদ আপনার ও হজরত আবুবকরের পরিবারগণকে আনয়ন করিবার জন্য আবু রাফে,জয়দ ও হজরত আবুবকরের পুত্র আবদল্লাকে ৫০০ দেরহাম ও দুইটী উষ্ট্র দিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা মক্কায় উপনীত হইয়া হজরতের ও হজরত আবুবকরের পরিবারগণকে নির্ব্বিঘ্নে মদিনায় আনয়ন করিলেন। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে জয়দের স্ত্রী ওম্মে আয়মন ও তাঁহার পুত্র আসামা ও আসিয়াছিলেন।

এই সময়ে জোহর, আসর ও এসার নামাজ দুই রেকাত স্থলে ৪ রেকাত পড়িবার জন্য হজরত মহম্মদ প্রত্যাদিষ্ট হন।

সালামার পুত্র আবদুল্লা নামক ইহুদীর ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ।

হজরত মদিনায় উপনীত হইলে, বিজ্ঞ বহুদর্শী ও অশেষসদ্গুণশালী খজরজ দলপতি আবদুল্লা-বেন-সালামা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিয়াছিলেন। তিনি তওরাত পাঠে অবগত হইয়াছিলেন যে, শীঘ্র শেষ ধর্ম্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়া মদিনায় আসিয়া অবস্থান করিবেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার শেষধর্ম্ম প্রচারকত্বেরও কতকগুলি লক্ষণ অবগত হন। এক্ষণে আবদুল্লা হজরতের নিকটে আসিয়া তওরাতের লিখিত শেষ ধর্ম্মপ্রচারকের সমুদয় লক্ষণাদি দর্শন করিয়া তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, হজরতও অবলীলাক্রমে তাহার উত্তর দিলেন। তাহাতে তিনি হজরতকে শেষ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। আবদুল্লা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হজরতকে বলিলেন, "আমি যে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া খজরজবংশীয় লোকদিগের নিকট আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করুন; শুনুন তাহারা কি বলে।" এই বলিয়া আবদুল্লা অন্তরালে থাকিলেন। হজরত ইহুদীদিগকে আবদুল্লার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, "আবদুল্লা আমাদের দলপতি পরমবিজ্ঞ, পরমধার্ম্মিক ও বহুদর্শী; তাঁহার পিতাও পরমবিজ্ঞ ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি।" তৎপরে হজরত তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলে, তাহারা তাহাতে অস্বীকার করিল, তখন হজরত বলিলেন, "যদি আবদুল্লা তোমাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলে, তাহা হইলে তোমরা তাহাতে স্বীকৃত আছ কি না?" তাহারা বলিল, "হাঁ।" হজরত বলিলেন, "আবদুল্লা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।" তাহা শুনিয়া তাহারা আবদুল্লার নানারূপ কুৎসা করিতে লাগিল। এই কুৎসার বিষয় কোরাণ শরিফে এইরূপভাবে উক্ত হইয়াছে, "তওরয়াত গ্রন্থধারীদিগের মধ্যে সকলে সমান নহে, একদল কোরাণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারা রজনীতে আল্লার

নিদর্শন সকল পড়িয়া থাকে এবং তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে।" অনন্তর আবদুল্লা বাহির হইয়া হজরতকে বলিলেন, "দেখুন, উহারা একবার আমার গুণ বর্ণনা করিয়া পুনরায় কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহাদিগকে যাইতে দেন।" আবদুল্লা গৃহে গিয়া নিজের আত্মীয় স্বজন-গণকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

আন্‌সারগণের সহিত মহাজেরগণের বন্ধুত্ব সংস্থাপন।

যৎকালে মদিনার অধিবাসিগণ প্রত্যহ ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বন করিতে-ছিলেন, তৎকালে মহাজেরদিগের মধ্যে হজরত আবুবকর ও বেলাল প্রভৃতি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি পীড়িত হইলেন। অধিকন্তু মদিনার জলবায়ু তাঁহাদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল, এমন কি, অনেকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ কষ্টে দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হজরত মহম্মদ প্রার্থনা করিলেন, "হে এলাহি! মক্কা অপেক্ষা মদিনাকে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ও স্বাস্থ্যকর স্থান কর।" তৎপরে খোদাতায়ালার অনুগ্রহে সকলে আরোগ্যলাভ করিলেন এবং মদিনার জলবায়ু আন্‌সার ও মহাজেরদিগের নিকট অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল।

অনন্তর হজরত মহম্মদ মহাজেরদিগকে নূতন গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাঁহাদের ৫২ জনের সহিত আন্‌সারদিগের বন্ধুত্বভাব জন্মাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে দুইজন লোক বন্ধুত্বসূত্রে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সুখে দুঃখে সর্ব্বদা একত্রিত থাকিত, পরস্পর পরস্পরের শুভ কামনা

করিত, এমন কি, তাহাদের বংশজাত উত্তরাধিকারী স্বত্বেও পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল।

যতদিন পর্য্যন্ত মহাজেরগণ দৃঢ়রূপে বাস করিতে না পারিয়াছিল, ততদিন পর্যান্ত এইরূপভাবে কার্য্যাদি চলিয়া অসিতেছিল। কোরাণ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, "যাহারা একমাত্র সত্যস্বরূপ খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করিয়া স্বদেশ হইতে শত্রু কর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়াছে, এবং ক্ষমতানুযায়ী তোমাদের সহযোগী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, তৎপরে তাহারা তোমাদিগের আত্মীয় ও তাহারা খোদাতায়ালার গ্রন্থ বিষয়ে স্বজনবর্গ, তাহারা পরস্পর পরস্পরের অধিকতর নৈকট্য আত্মীয়, নিশ্চয় খোদাতায়ালা সর্ব্বজ্ঞ।"

এইরূপ ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একটী সুবৃহৎ জাতির সূত্রপাত হইল। ইঁহারা এক সময়ে পৃথিবীস্থ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য-গুলিকেও কম্পান্বিত করিয়াছিলেন।



ইহুদীদিগের সহিত হজরতের কথোপকথন।

ইহুদীগণ তওরাত পাঠে হজরতের আবির্ভাবের বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা হজরতকে স্ব স্ব গৃহে লইয়া যাইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইল। যে দিন হজরত মদিনায় উপনীত হন, সেই দিন কোরায়জা, নজার ও কিকা প্রভৃতি দলস্থ ইহুদীগণ আবুআয়ুবের গৃহে আসিয়া হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিল। হজরত তাহাদের গৃহে না গিয়া আবুআয়ুবের গৃহে অবতরণ করিয়াছেন বলিয়া, তাহাদের

মনোমধ্যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল।

হজরতের নিকট সমাগত ইহুদীগণের মধ্যে বনি নজর দলস্থ আখতাবের পুত্র হাই অগ্রসর হইয়া হজরতকে বলিল, "আপনি কে?" তিনি বলিলেন, "আমি শেষ ধর্ম্মপ্রচারক, তোমরা আমার বিষয় তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ত অবগত আছ?" তাহারা তাহা অস্বীকার করিল এবং বলিল, "আপনি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করুন।" হজরত বলিলেন, "তোমরা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর।" তাহারা বলিল, "এখন আমরা আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না" বলিয়া চলিয়া গেল। তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের আত্মীয়গণ জিজ্ঞাসা করিল, "ইঁনিই কি তিনি অর্থাৎ ইঁনিই কি আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত শেষ ধর্ম্মপ্রচারক।" তাহারা বলিল, "হাঁ।" ঐ সকল ইহুদী হজরতকে শেষ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া জানিতে পারিয়াও ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই; ইহার বিষয় কোরাণ শরিফে লিখিত আছে।

হাই নামক একজন ক্ষমতাশালী ইহুদীর কন্যা সফিয়া খায়বার-দুর্গ জয়ের পর মুসলমান হইয়াছিলেন; তিনি বলেন, "যে দিন হজরত মদিনায় উপনীত হন, সেই দিন আমার পিতা ও আত্মীয় স্বজনগণ তওরয়াত গ্রন্থে শেষ ধর্ম্ম-প্রচারকের লক্ষণাদি পাঠ করিয়া হজরতকে শেষ ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া স্থির করেন এবং হজরত মহম্মদ তাঁহাদের গৃহে আগমন করিলে,তাঁহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সদলে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত আবুআয়ুবের গৃহে অবতরণ করাতে তাঁহাদের মনোমধ্যে ঈর্ষার উদয় হয়, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে সংকল্পারূঢ় হন। তথাপিও সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহারা হজরতের

নিকট আগমন করেন এবং ক্ষণকাল তাঁহার সহিত কথোপকথনের পর তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, আত্মীয়স্বজনগণকে ও আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইঁনিই কি তিনি অর্থাৎ ইঁনিই কি শাস্ত্রোল্লিখিত শেষ ধর্ম্ম-প্রচারক।' তিনি উত্তর করিলেন, 'হাঁ।' হজরতের আবির্ভাবের বিষয় আমাদের (ইহুদীদিগের) মধ্যে এতদূর প্রচলিত ছিল যে, 'আবালবৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত; বৃদ্ধগণ মৃত্যুকালে স্বকীয় সন্তানদিগকে বলিয়া যাইতেন যে, 'আমরা ত শেষ ধর্ম্ম-প্রচারককে দেখিতে পাইলাম না, তোমরা বোধ হয়, দেখিতে পাইবে।' এক্ষণে হজরতের আগমনে সকলেই তাঁহাকে শেষ ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করিল, কিন্তু ঈর্ষাবশতঃ অনেকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। তৎপরে আমার আত্মীয়গণ আউস ও খজরজ বংশের এক দলের সহিত মিলিত হইয়া হজরতের বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন।"

এই সময়ে মদিনাস্থ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে অনেকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কেবল কতকগুলি ইহুদী তাঁহার প্রধান শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল।

আজানের (১) প্রত্যাদেশ।

নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, শিষ্যগণকে উপাসনার্থ আহ্বান করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হজরত মহম্মদ মহাভাবিত হইলেন। এক দিন তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া আজানের একটী সুবিধা-

(১) উপাসনার্থ লোকদিগকে বিধিমত আহ্বান করাকে 'আজান' বলে।

জনক উপায় স্থির করিতে বলিলেন। কেহ বলিল, ইহুদীদিগের ন্যায় বাদ্যযন্ত্রের শব্দ দ্বারা; কেহ বলিল, অত্যুচ্চ মঞ্চোপরি আলোক প্রদানপূর্ব্বক; কেহ বলিল, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায় ঘণ্টার শব্দ দ্বারা উপাসনাকারীদিগকে আহ্বান করা সুবিধাজনক। কিন্তু হজরত মহম্মদ ইহার কোনটীই শ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে খেত্তাবের পুত্র হজরত ওমর বলেন, "নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, এক জন লোক চীৎকার করিয়া লোকদিগকে আহ্বান করুক।" ইহাতে সকলে সম্মত হইলে হজরত মহম্মদ বেলালকে উক্ত কার্য্য সম্পন্নার্থ নিযুক্ত করিলেন। বেলালকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবার কারণ এই যে, বেলাল অতি উচ্চরবে চীৎকার করিতে পারিতেন। নামাজের সময় উপস্থিত হইলে বেলাল "আচ্ছালাতো জামিয়াতোন্" বলিয়া লোকদিগকে আহ্বান করিতেন (আজান দিতেন)।

সেই রাত্রে জয়দের পুত্র আবদুল্লা স্বপ্নে দেখেন যে, একজন লোক একটী ঘণ্টা হস্তে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তিনি তাহার নিকট ঘণ্টাটী ক্রয় করিতে গেলে, সেই লোকটী ঘণ্টা ক্রয় করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আবদুল্লা বলেন যে, আমি লোকদিগকে উপাসনার্থ আহ্বান করিব বলিয়া, ঘণ্টা ক্রয় করিতেছি। তাহা শুনিয়া সেই লোকটী তৎক্ষণাৎ মস্‌জেদের উপর উঠিয়া এক্ষণে যে নিয়মে আজান দেওয়া হয়, সেইরূপ ভাবে আজান দিলেন। প্রাতে আবদুল্লা স্বপ্ন বিবরণসমূহ হজরতের নিকট বিবৃত করিলেন। হজরত জেব্রিলও সেই রাত্রে হজরতকে আজানের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন; হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর প্রভৃতি শিষ্যগণও সেই রাত্রে স্বপ্নে আজানের পদ্ধতি জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে আজানের প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আজান এই,—খোদাতায়ালা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, এইরূপ

চারিবার ; আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই, এইরূপ দুইবার ; আমি সাক্ষ্য দিতেছি নিশ্চয় মহম্মদ আল্লার প্রেরিত, এইরূপ দুইবার ; নামাজ পড়িতে আইস, নামাজ পড়িতে আইস, মঙ্গললাভের জন্য উপস্থিত হও, এইরূপ দুইবার ; আল্লাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আল্লা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই।" কিন্তু প্রাতঃকালের আজানে নিম্নলিখিত কয়েকটী উত্তেজকসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যথা—"নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।"

এই বৎসর শওয়াল মাসের বুধবারে বিবি আয়েসার সহিত হজরত মহম্মদের প্রথম মিলন হয়, ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে মক্কায় তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

মদিনায় মুসলমানগণের প্রতি কোরেশগণের অত্যাচার।

মুসলমানগণের চিরশত্রু কোরেশগণের বিদ্বেষ মদিনা নগরেও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল। ইহাদের অদম্য বিদ্বেষিতায় মুসলমানগণ স্বকীয় গৃহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব পরিবারবর্গকে দারিদ্র্যতার ক্রোড়ে শয়ান করাইয়া পূর্ব্বে দুইবার স্বদেশ হইতে বিদূরিত ও নির্ব্বাসিত হন, কেহ কেহ বা শরবিদ্ধ মৃগের ন্যায় পর্ব্বতকন্দরে ও অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা মদিনায় সুখে বসবাস করিতেছেন দেখিয়া, দুর্বৃত্ত কোরেশগণ দলে দলে মদিনার প্রান্তভাগে আসিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের খোর্ম্মাবৃক্ষসমূহ ও শস্যাদি নষ্ট করিতে লাগিল ; এমন কি, মধ্যে মধ্যে আনসার ও মহাজেরদিগের প্রাণনাশেও উদ্যত হইল। তখন হজরত মহম্মদ নিজের ও শিষ্যগণের জীবন রক্ষার্থ

অস্ত্রধারণ করিতে আদেশ দিলেন। যদ্যপি মুসলমানগণ তৎকালে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রাদি ধারণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সবংশে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেন। কিন্তু আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র-ধারণের আদেশটী বড় চমৎকার—"ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুদিগের হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর, কিন্তু তাহাদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিও না; কারণ খোদাতায়ালা অগ্রগামীদিগকে ঘৃণা করেন" (কোরাণ—২ সুরা, ১৮৬ আ)।

প্রথম হিজরীর এগার মাস পরে অর্থাৎ সফর মাসে ভোদ্দাম নামক স্থানে মুসলমানদিগের সহিত কোরেশদিগের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কোনরূপ যুদ্ধাদি সংঘটন হয় নাই।

এক সময়ে হজরত হামজা ৩০ জন লোক সমভিব্যাহারে লইয়া আবু জহলের ৩৬০ জন লোককে মদিনার নিকটস্থ সরফলহেজার নামক স্থান হইতে বিদূরিত করিয়া দিবার জন্য বহির্গত হন। কিন্তু কোরেশগণ যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

অন্য এক সময়ে হারেসের পুত্র ওবেদা ৬০ জন লোক সঙ্গে লইয়া আবুসোফিয়ান ও আবুজহলের পুত্র আকরামার বিরুদ্ধে গমন করেন। কিন্তু যুদ্ধ হয় নাই। কেবল আবিআক্কাসের পুত্র সায়াদ একান্ত উৎপীড়ত হইয়া শত্রুদিগের প্রতি একটী তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল।

উপরোক্ত তিনটী যুদ্ধের আয়োজন দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মুসলমানগণ কেবল আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

সোলেমান ফারছির ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ।

এবনে আব্বাসের লিখিত বিবরণ হইতে সোলেমান ফারছির ইতিবৃত্ত লিখিত হইতেছে। সোলেমান বলিয়াছেন, "পারস্যদেশের অন্তর্গত হাই

নামক স্থানে আমার বাসস্থান, আমার পিতার নাম পুজকস্তান, তিনি একজন বিখ্যাত অগ্নি উপাসক ছিলেন। আমিও বাল্যকালে আমাদের গৃহের বহির্ভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহার পূজা করিতাম। পিতা আমাকে এতদূর স্নেহ করিতেন যে, এক মুহূর্ত্তও চক্ষের অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না। আমাদের একটী উদ্যান ছিল, পিতা সকল দিন সেই উদ্যানে কৃষিকার্য্য করিতেন। এক দিন তিনি উদ্যানে যাইতে না পারায় আমাকে এই বলিয়া তথায় পাঠাইয়া দেন যে, 'তুমি সত্বর তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিও।' উদ্যানে কার্য্য করিতে করিতে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নিকটস্থিত গির্জ্জায় উপাসনা করিতে শুনিয়া আমার অন্তর মধ্যে ভক্তির উদয় হইল; তৎক্ষণাৎ আমি কার্য্য ত্যাগ করিয়া গির্জ্জায় গিয়া বসিলাম। উপাসনাদি শ্রবণ করিয়া আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কি?' তাহারা বলিল, 'ইঞ্জিল।' তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কে?' তাহারা বলিল, 'হজরত ইসা।' ইহা শুনিয়া আমি তাহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

এদিকে পিতা আমার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু কেহই আমার অনুসন্ধান না পাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসায় পিতা অধিকতর ভাবিত হইয়া বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের গির্জ্জায় গিয়াছিলাম ও তাহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি।' ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন এবং উক্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার জন্য নানা প্রকার শাস্তি দিতে লাগিলেন। আমি কিছুতেই ধর্ম্মত্যাগ না করায়, তিনি আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। তখন আমি

খৃষ্টীয়ভ্রাতাদিগের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলাম ‘তোমরা শীঘ্র আমাকে তোমাদের দূরস্থ কোন ধর্ম্মমঠে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা কর, নচেৎ এখানে থাকিয়া পিতার ভয়ে আমি তোমাদের সহিত উপাসনাদি কার্য্যে যোগদান করিতে পারিব না।’ তদনন্তর তাঁহারা আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, ‘অচিরে স্থুরিয়া হইতে একদল স্থলবণিক্ এখানে আসিবে, আমরা তোমাকে তাহাদের সঙ্গে সেই দেশে পাঠাইয়া দিব।’ আমি ইহা শুনিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলাম।

“যথাসময়ে বণিক্দল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমিও তাহার সংবাদ পাইয়া অতি কষ্টে বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গুপ্তভাবে খৃষ্টীয়ভ্রাতাদিগের নিকট উপনীত হইলাম; তাঁহারা আমাকে স্থলবণিক্গণের সমভিব্যাহারে স্থুরিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। সেইখানে আমি একজন বিজ্ঞ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের নিকট থাকিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। ঐ ব্যক্তি অতি নীচ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোক ছিলেন, লোকে দরিদ্রদিগকে দানার্থ যাহা তাঁহার নিকট অর্পণ করিত, তিনি স্বয়ংই তাহা গ্রাস করিতেন। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, সকলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ উপনীত হইলেন, আমি সকলকে তাঁহার নীচাশয়তার বিষয় জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার সঞ্চিত সাত কলসি স্বর্ণ-মুদ্রা দেখাইলাম। ইহাতে কেহ তাঁহাকে কবর না দিয়া তাঁহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপরে সেই পদে একজন বিজ্ঞ ধর্ম্মভীরু লোক প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম। তাঁহার মৃত্যুকালে আমি তাঁহাকে বলিলাম, ‘গুরো! আপনার মৃত্যুর পর আমি কাহার নিকট যাইয়া ধর্ম্ম শিক্ষা করিব?’ তিনি আমাকে মুসেলনগরস্থ ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতে

বলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি মুসেলনগরস্থ ধর্ম্মভীরু ও বিজ্ঞ ধর্ম্মযাজকের নিকট গিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতে লাগিলাম। তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে নাস্‌বিন্ নামক স্থানের ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইতে বলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি নাস্‌বিন্‌স্থ ধর্ম্মযাজকের নিকট গিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতে লাগিলাম। তাঁহারও মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে. তিনি আমাকে আমুরিয়াস্থ ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইতে বলেন। তৎপরে আমি তথায় গেলাম। তিনি পরম বিজ্ঞ, পরম-ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আমি তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, শেষ ধর্ম্মপ্রচার-কের আবির্ভাব হইবার সময় উপস্থিত. তিনি আরবদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত নখলস্থানে (খর্জ্জুর বাগানে) অবস্থিতি করিবেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁহাকে শেষ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া চিনিবার উপায় কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সেই ধর্ম্মপ্রচারক কাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবেন না, উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিবেন আর তাঁহার স্কন্ধদেশে মোহরনবুয়ত আছে দেখিতে পাইবে।'

'আমি আমুরিয়াতে কতকগুলি মেষ ও ছাগ ক্রয় করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করিতাম, এবং তাহাদের শাবকগুলি বিক্রয় দ্বারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলাম। আরবদেশস্থ কালববংশের স্থলবণিক্‌গণ এখানে আসিলে আমি তাহাদিগকে মেষ ও ছাগাদি দান করিয়া তাহাদের সঙ্গে আরবদেশে গমন করিলাম। তাহারা ওয়াদিওল্মলকোরা নামক স্থানে লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতারূপে আমাকে ওসমান আশহলি নামক একজন ইহুদীর নিকট বিক্রয় করে। আমি তাহার গৃহে দাসত্ব করিতে লাগি-লাম। কিছুদিন পরে আমার প্রভুর মদিনাস্থ এক আত্মীয় আমাকে

ক্রয় করিয়া লইয়া গেল। একদিন আমি আমার মদিনাস্থ প্রভুর উদ্যানে কাজ করিতেছি, প্রভুও তথায় বসিয়া আমাকে কাজ দেখাইয়া দিতেছেন, এমন সময়ে একজন লোক তাঁহার নিকট আসিয়া আউস ও খজরজবংশীয়দিগকে এই বলিয়া গালি দিতে লাগিল, 'উহারা মক্কা হইতে এক ব্যক্তিকে কোবায় আনিয়াছে, সে নাকি শেষ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতেছে, আর আমাদের নগরস্থ লোকদিগকে তাহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে. উহাদের সর্ব্বনাশ হউক।'

"আমি ইহা শুনিবামাত্র তাহাদের নিকট ঐ কথা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম. কিন্তু আমার প্রভু রাগান্বিত হইয়া আমার গণ্ডস্থলে এক চপেটাঘাত করিলেন। আমি চুপ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমি কতকগুলি খোর্ম্মাফল লইয়া কোবায় হজরত মহম্মদের নিকট আসিলাম এবং তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক ফলগুলি প্রদান করিলাম, তিনি তাহা তাঁহার শিষ্যগণকে ভক্ষণ করিতে দিলেন, নিজে একটীও ভক্ষণ করিলেন না। সেইদিন হজরতের সঙ্গে ২০।২৫ জন শিষ্য ছিলেন। আমিও সেইদিন তাঁহার প্রেরিতত্বের একটী প্রমাণ পাইলাম. পরদিন সন্ধ্যাকালে আর কতকগুলি খোর্ম্মাফল লইয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দিলাম, তিনি তাহা নিজে ভক্ষণ করিলেন ও শিষ্যগণকেও দিলেন; ইহাতে আমি তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় পমাণ পাইলাম। সেই দিন হজরত আলি আমার মস্তক চুম্বন করেন এবং হজরত আবুবকর আমাকে নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে দেন। পরদিন আমি হজরতের নিকট গিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরিস্থ মোহরনবুয়ত দেখিয়া কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইলাম। আমি প্রভুর নিকট দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় বদর ও ওহদের যুদ্ধে যোগদান করিতে পারি নাই। পরে প্রভুর নিকট এইরূপ বন্দোবস্ত করিলাম যে, ৩০০ খোর্ম্মাবৃক্ষ রোপণ করিয়া

দিলে ও তাহা ফলশালী হইলে আর ৪০ অয়কিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারিলে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারিব। ইহা হজরতকে জ্ঞাত করাইলে, তিনি শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা তিন শত খোর্ম্মাবৃক্ষের চারা আনাইয়া আমাকে দিলেন। প্রভু চারাগুলি রোপণ করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে হজরত মহম্মদ স্বয়ং গিয়া তাহা রোপণ করিয়া দেন, কেবল একটী গাছ ওমর বেন-খেত্তাব রোপণ করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে সকল বৃক্ষই ফলশালী হইল, কেবল ওমরের রোপিত গাছটীতে ফল হয় নাই, তজ্জন্য হজরত তাহা তুলিয়া ফেলিয়া স্বহস্তে তথায় একটী গাছ রোপণ করিয়া দিলেন, অচিরকাল মধ্যেই তাহা ফলশালী হইল। আর জয়লব্ধদ্রব্যের মধ্য হইতে একখণ্ড স্বর্ণ আমাকে দিলেন, যদিও তাহা ওজনে অল্প ছিল, তথাপি হজরত বলেন, ইহা ওজন করিলে ৪০ অয়কিয়া হইবে। আমি প্রভুর নিকট সেই স্বর্ণখণ্ডখানি দিলাম; তিনি ওজন করিলে, তাহা ঠিক তাঁহার অভিলাষানুযায়ী হইল আর তিনশত খোর্ম্মাবৃক্ষ ফলবান্ হইয়াছে দেখিয়া তিনি আমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

"আমি সেই সময় হইতে প্রত্যেক যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতাম এবং হজরতের মৃত্যুর পর অনেক যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম। অবশেষে ওমর-বেন-খেত্তাবের খেলাফত সময়ে পারস্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া মদায়েন রাজধানীতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম।" কেহ বলেন, ৩৬০ বৎসর, কেহ বলেন, ২৫০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সোলেমান ফারছী মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলী।

কেবলা পরিবর্ত্তন।

মুসলমানগণ যাহা অভিমুখে করিয়া নামাজ পড়েন, তাহাকে কেব্‌লা বলে। মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থানের পর সপ্তদশ মাস পর্য্যন্ত হজরত মহম্মদ বয়তলমোকাদ্দেসের অভিমুখে নামাজ পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার মন কাবার দিকে নামাজ পড়িতে একান্ত উৎসুক হইয়াছিল; তজ্জন্য তিনি খোদাতায়ালার নিকট কোনরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন কিনা, সর্ব্বদা তাহার প্রতীক্ষা করিতেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী প্রভু অচিরাৎ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

একদিন তিনি একটী মস্‌জেদে জোহরের নামাজ পড়িতেছেন, এমন সময়ে কাবা মস্‌জেদের অভিমুখে নামাজ পড়িতে আদিষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ তিনি কাবার দিকে মুখ ফিরাইলেন, শিষ্যগণও তদনুযায়ী কার্য্য করিলেন। এইজন্য সেই মস্‌জেদকে "জোল্‌কেবলাতোয়েন্‌" অর্থাৎ দুই কেবলার অন্তর্ভূত বলে। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "হে মহম্মদ! আমি তোমাকে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়াছি, তুমি যে কেবলায় সন্তুষ্ট থাক, আমি তোমাকে তাহার অভিমুখে নামাজ পড়িতে অনুমতি দিলাম। তুমি মস্‌জেদল হারামের (কাবার) দিকে মুখ ফিরাও"। (কোরাণ শরিফ ২য় সুরা, ১৪৪ আয়েত)।

তৎপরে হজরত মহম্মদ মস্‌জেদ অল-নবিতে গিয়া কাবার দিকে কেবলা করিলেন। তখন মুসলমানগণ কেবলা পরিবর্ত্তন বিষয়ে সন্দেহ করাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "হে মহম্মদ! নির্ব্বোধ লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, পূর্ব্বে তাহাদের যে কেবলা ছিল, কি জন্য তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। তুমি বলিও, পূর্ব্ব ও পশ্চিম খোদাতায়ালার দিক, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সরলপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।" (কোরাণ শরিফ ২য় সুরা, ১৪২ আয়েত)।

কেব্‌লা পরিবর্ত্তন দেখিয়া ইহুদীগণ হজরতকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ইহুদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমানদিগকে বলিতে লাগিল যে, কেব্‌লা পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে জারার পুত্র সায়াদ, মারুর পুত্র বরা ও হাদুমের পুত্র কুলসুম্‌ প্রভৃতি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের নামাজে ত কোনরূপ পুণ্যের সঞ্চয় হয় নাই। ইহা শুনিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়গণ হজরতের নিকট গিয়া ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলেন, "হাঁ, তাহাদের পুণ্যই সঞ্চয় হইয়াছে।"

কেব্‌লা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের দ্বিতীয় সুরায় আরও কতকগুলি আয়েত আছে। নিম্নে তাহার একটী আয়েতের অনুবাদ করিয়া দিতেছি :—

"তোমরা পূর্ব্বাভিমুখীন হও বা পশ্চিমাভিমুখীন হও, তাহাতে কোন পুণ্যই নাই, কিন্তু যাহারা আল্লাতায়ালার প্রতি, পরকাল ও স্বর্গীয় দূতগণের প্রতি এবং ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে; যাহারা খোদাতালার প্রিয়পাত্র হইবার জন্য, আত্মীয়দিগকে, পিতা-মাতাহীন বালকবালিকাদিগকে, অনাথাদিগকে, পথিকদিগকে ও ভিক্ষুক-দিগকে ধন দান করিয়াছে ও দাসত্ব মোচনে অর্থ ব্যয় করিয়াছে;

যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, জাকাৎ দিয়াছে. যাহারা অঙ্গীকার পালন করে ও দারিদ্র্য কিম্বা নানা বিপদাকীর্ণ অবস্থায় পতিত হইয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করে, তাহারাই পুণ্যবান্, সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু।" (কোরাণ শরিফ ২য় সুরা ১৭২ আয়েত)।

দ্বিতীয় হিজরীর সাবান মাসে হজরত মহম্মদ রমজানের রোজা, জাকাত (বাৎসরিক আয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদিগকে দান) ও ঈদের নামাজ পড়িতে প্রত্যাদিষ্ট হন

হজরত আলির সহিত ফাতেমা বিবির বিবাহ।

এই বৎসর সফর মাসে, কেহ কেহ বলেন, রজব মাসে আবুতালেবের পুত্র হজরত আলির সহিত হজরত মহম্মদের কন্যা বিবি ফাতেমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহকালে বিবি ফাতেমার বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর আর হজরত আলির বয়ঃক্রম ·১ বৎসর ৫ মাস ছিল। ফাতেমা বিবি পরমা সুন্দরী যুবতী ছিলেন হজরত আলি দরিদ্রতানিবন্ধন প্রথমে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে হজরতের অনুরোধে বিবাহ করেন। সেই সময়ে হজরত মহম্মদও অতি দরিদ্রাবস্থায় দিনাতিবাহিত করিতেন, তজ্জন্য বিবাহকালে বিবি ফাতেমাকে সামান্য রকমের দ্রব্যাদি যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

বিপক্ষ কোরেশদিগের হস্ত হইতে মুসলমানদিগের ধন সম্পত্তি ও আত্মরক্ষাকরণ।

হিজরীর দ্বিতীয় অব্দে খালফের পুত্র ওমাইয়া ২০০ লোক সমভিব্যাহারে মদিনার প্রান্তভাগস্থ বোওয়াত নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন।

জমাদিয়ল আউল মাসে হজরত মহম্মদ ১৫০ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে শত্রুদিগের হস্ত হইতে মুসলমানগণকে রক্ষা করিবার জন্ত বহির্গত হন এবং মদিনার প্রান্তদেশবাসী বনি মোদ্‌লেজ ও বনি জুমায়রা সম্প্রদায়স্থ ইহুদীদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করেন। তিনি তথায় পঞ্চদশ দিবস অবস্থান করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এই সময়ে মায়াজের পুত্র আবাদাকে মদিনায় তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া যান। এই সময়ে তিনি হজরত আলিকে "আবুতোরাব" উপাধিতে ভূষিত করেন।

অপর এক সময়ে আবু আক্কাসের পুত্র সায়াদ ৮ জন লোক সমভিব্যাহারে শত্রুদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

এক দিন বিপক্ষ কোরেশবংশস্থ জোবায়ের ফেহরির পুত্র কোরুজ্‌ বহু সংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে মদিনার প্রান্তদেশে আগমনপূর্ব্বক মুসলমানগণের উষ্ট্রাদি লইয়া পলায়ন করে। হজরত তাহাদের হস্ত হইতে উষ্ট্রাদি কাড়িয়া লইবার জন্য বহির্গত হন। সেই সময়ে তিনি হারেসের পুত্র জয়দকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া যান। হজরত শত্রুদিগের সন্ধান না পাইয়া বদর নামক উপত্যকায় উপস্থিত হন। তথায় কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এই সময়ে মদিনাস্থ প্রধান প্রধান ইহুদীদল-গুলির সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাহারা কখন হজরতের শত্রুদিগের সহিত যোগ দান করিবে না, হজরতও কখন তাহাদের শত্রুগণের সহিত যোগ দিবেন না।

কোরেশবংশীয়দিগের সুরিয়ায় বাণিজ্যার্থে গমন করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট পথ ছিল না। মদিনার চতুর্দ্দিকস্থ বিভিন্ন পথ দিয়া তাহারা গমনাগমন করিত। হজরত মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থানের পর হইতে কোরেশগণ পথিমধ্যে মদিনাবাসীদিগের দ্রব্যাদি অরক্ষিত কিম্বা

অরক্ষিত ভাবে প্রাপ্ত হইলে, তাহা লুণ্ঠন করিত ও অধিবাসিদিগকে হত্যা করিত। হজরত মহম্মদ উহাদের হস্ত হইতে শিষ্যগণের দ্রব্যজাত রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের গমনাগমন পর্য্যবেক্ষণার্থে মদিনার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে কয়েকটী দূত পাঠাইয়া দেন। দূত পাঠাইবার কারণ এই যে, যখন শত্রুগণ মুসলমানদিগের দ্রব্যজাত লুণ্ঠনের আয়োজন করিবে, তখন তাহারা মদিনায় সংবাদ দিলে, মুসলমানগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিদূরিত করিয়া দিতে সক্ষম হইবে।

এই বৎসর জমাদিয়সসানি মাসের শেষভাগে হজরত মহম্মদ জহসের পুত্র আবদুল্লার সঙ্গে ৮।১০ জন লোক দিয়া দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠান এবং তাঁহাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র দেন, "তুমি তাহাদের (শত্রুদিগের) কার্য্যাকার্য্যাদির সংবাদ আনিও।" আবদুল্লা বতলতখলা নামক স্থানের নিকটস্থিত নেকলা উপত্যকোপরি গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে শত্রুদিগকে সন্নিহিত দেখিয়া যৌবনস্বভাবসুলভ ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে ওমর ও খেজর নামক শত্রুদিগের দুই জন লোক নিহত হইয়াছিল। তখন জমাদিয়সসানি মাসের শেষ ও রজব মাসের আরম্ভ; আবদুল্লা তাহা না জানিয়াই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাবারি প্রভৃতি হজরত মহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত লেখকগণ বলেন, "হজরত মহম্মদ আবদুল্লাকে অগ্রে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে বিশেষ রূপ নিষেধ করিয়াছিলেন।"

আরবদেশবাসিদিগের নিকট রজব মাস অতি পবিত্র, তাহারা পবিত্র মাসে যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহাদি একেবারে ত্যাগ করিয়া শত্রুদিগের সহিত বন্ধুত্বভাবে মিলিত হইত। আবদুল্লার এইরূপ অদূরদর্শিতার কার্য্য শ্রবণ করিয়া হজরত অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"আমি ত তোমাকে যুদ্ধ করিতে পাঠাই নাই।" অবশেষে হজরত মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মীয়গণকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর পবিত্র মাসে নরহত্যার বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, আরববাসিগণ হজরতের নানা কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তৎপরে মুসলমানেরা হজরত মহম্মদকে নিষিদ্ধ মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতটী অবতীর্ণ হয়। "তাহারা পবিত্র মাসে * যুদ্ধ করার বিষয় তোমাকে প্রশ্ন করিতেছে, বলিও (হে মহম্মদ) সেই সময়ে যুদ্ধ করা গুরুতর পাপ, কিন্তু খোদাতায়ালার পথ রুদ্ধ করা ও তাঁহার সঙ্গে ও মসজেদল হারামের সঙ্গে বিদ্রোহাচরণ করা এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে তথা হইতে নিষ্কাশিত করা খোদাতায়ালার নিকটে অধিকতর গুরুতর অপরাধ, হত্যা করা অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতা অধিক পাপ, যে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না করে, সে পর্য্যন্ত সক্ষম হইলে অবিশ্রান্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম্মে বিমুখ হইয়া ধর্ম্মদ্রোহিতার অবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, ইহলোকে ও পরলোকে তাহাদের সমুদয় ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, ইহারা সেই সকল লোক, যাহারা নরক লোকে বাস করিবে ও তথায় সর্ব্বদা থাকিবে।" (কোরাণ শরিফ, ২ সুরা, ২১৪ আয়েত)।

বদরের যুদ্ধ।

হজরত মহম্মদ মদিনাবাসীদিগকে কোরেশগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ওবেদুল্লার পুত্র তালহা ও জয়দের পুত্র সয়িদকে কোরেশ-

* পৌত্তলিক আরবগণ রজব, জেলকদ, জেলহজ্জ ও মহররম এই চারি মাসকে পবিত্র মাস বলিত। এই চারি মাসে তাহারা যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহাদি করা পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিত।

গণের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণার্থ মদিনার প্রান্তদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ওদিকে হজরতের চিরশত্রু আবুসোফিয়ান অসংখ্য পণ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক সুরিয়ায় বাণিজ্য করিতে গিয়া, তথা হইতে জম্‌জম্‌গফ্‌ফারি নামক একজন লোককে ২০মেস্‌কাল স্বর্ণ বেতনস্বরূপ দিয়া মক্কাস্থ কোরেশদিগের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল "তুমি মক্কায় গিয়া কোরেশদিগকে মহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে উত্তেজিত কর।" জম্‌জম্‌গফ্‌ফারি প্রায় নিশ্বাস প্রশ্বাসশূন্য ও বিবর্ণাবস্থায় মক্কায় উপনীত হইয়া আবুজহলের নিকট আসিয়া বলিল, "শীঘ্র তোমরা মদিনা আক্রমণে বহির্গত হও, বোধ হয় এবার মুসলমানগণ আবু-সোফিয়ানকে আক্রমণ করিবে।" ইহা শুনিয়া আবুসোফিয়ানের স্ত্রী, তাহার পিতা অত্‌বা, ভ্রাতা অলিদ ও পিতৃব্য শয়বাকে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতে উত্তেজিত করিতে লাগিল, আর আমরের পুত্র সোহায়েল ও আসোয়াদের পুত্র জামা মক্কাবাসীদিগকে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল যে, প্রত্যেক পরিবারস্থ দুইজন লোকের মধ্যে এক জনকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। যুদ্ধের আয়োজনের কোলাহলে মক্কা নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আব্বাস এই যুদ্ধে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইলে, কোরেশগণ তাঁহাকে বলিল, "আপনি আমাদের দলপতি, আপনি যুদ্ধে গমন না করিলে অন্যান্য ব্যক্তি যুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, যদি আপনি যুদ্ধে যাইতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ কাহাকেও পাঠাইয়া দেন।" অবশেষে আব্বাস বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন। আবুজহল ১০০ অশ্বা-রোহী ও ৮৫০ জন পদাতিক সৈন্যের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ৮ই রমজান (৪ঠা জানুয়ারী ৬২৩ খৃঃ অঃ) মক্কা হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করে।

এদিকে হজরত প্রেরিত দূতদ্বয় মদিনার অনতিদূরস্থ কসদজাহেনির গৃহে গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে আবুসোফিয়ান সুরিয়া

হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন কালে কসদজাহেনির গৃহে উপস্থিত হইয়া মুসলমানগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কসদজাহেনি তাহার কথার কোন সদুত্তর প্রদান করিল না। তখন অবুসোফিয়ান তথা হইতে চলিয়া গেল। তালহা ও সয়িদ পরদিন কসদজাহেনির গৃহ হইতে জোলমারওয়া নামক স্থানে গিয়া একদিন অবস্থিতির পর বদর (১) নামক উপত্যকায় গমন করেন; কিন্তু তথায় অবস্থিতি না করিয়াই মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে হজরত মহম্মদ জেব্রিলের নিকট আবুজহলের যুদ্ধ সজ্জার বিষয় অবগত হইয়া ৮০ জন মহাজের ও ২২৫ জন আন্‌সার, ৭০টী উষ্ট্র, ২টী অশ্ব, ৬ খানি বর্ম্ম ও ৮ খানি তরবারি লইয়া ১২ই রমজান (৮ই জানুয়ারী) আত্মরক্ষার্থ বহির্গত হন। তৎকালে ওম্মেকুলসুমের পুত্র ওমরকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া যান। পথি মধ্যে শওবান নামক স্থানে তালহা ও সয়িদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের প্রমুখাৎ আবুসোফিয়ানের বণিক্‌দলের বিষয় অবগত হন। যদি মুসলমানগণের লুণ্ঠন করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আবুসোফিয়ানকে আক্রমণ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মরক্ষা করাই একান্ত উদ্দেশ্য, তজ্জন্য বদর নামক উপত্যকায় আবুজহলের সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইলেন। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে যে, আবুজহলের যুদ্ধযাত্রা করিবার ৪ দিন পরে হজরত আত্মরক্ষার্থ বহির্গত হন। যদি লুণ্ঠন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি আবুজহলের যুদ্ধে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই আবুসোফিয়ানকে আক্রমণ করিতেন।

(১) বদর নামক একজন লোক এই স্থানে একটী কূপ খনন করিয়াছিল, তাহার নামানুসারে সেই কূপটী বদর নামে খ্যাত এবং কূপটীর নামানুসারে এই স্থানটীও "বদর" নামে অভিহিত।

অধিকন্তু বদরে হজরতের সমভিব্যাহারে অধিকাংশ আন্সার আসিয়াছিলেন। তাঁহারা হজরতকে কেবল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত যোগ দিয়া যুদ্ধাদি করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন নাই। অতএব ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি কেবল আত্মরক্ষার্থ মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদ তিন দিন গমনের পর ১৭ই রমজান (১৩ই জানুয়ারী) বদরে উপনীত হইয়া উচ্চ ভূভাগোপরি উপাসনার্থ একটী আরিস্ (পর্ণশালা) নির্ম্মাণ করিলেন, একদল মুসলমান তাঁহার রক্ষার্থ নিযুক্ত হইলেন। হজরতের জামতা ওসমান বিবি রোকেয়ার পীড়াবশতঃ তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিতে পারেন নাই।

আবুসোফিয়ান বদরে আগমনপূর্ব্বক তথাকার অধিবাসী আমরের পুত্র মস্দির নিকট মুসলমানগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করে। মস্দি তাহার কথার কোন উত্তর দেয় নাই, কিন্তু আবুসোফিয়ান সেই স্থানে মদিনানগরীস্থ খর্জ্জুরের আঁটি দেখিতে পাইয়া মুসলমানগণ তথায় আছেন বলিয়া স্থির করে, কেননা মদিনার খর্জ্জূরের আঁটি অতি ক্ষুদ্র। ইহা দেখিয়া আবুসোফিয়ান মক্কায় চলিয়া গেল।

এদিকে আবুজহল আবুসোফিয়ানের নির্ব্বিঘ্নে মক্কা গমনের সংবাদ পাইল। যদি আবুসোফিয়ানকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করাই আবুজহলের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে সে তাহার মক্কায় গমনের সংবাদ পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কিন্তু যখন আবুজহল ও কোরেশগণ আবুসোফিয়ানের মক্কা গমনের সংবাদ পাইয়াও প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া মদিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল, তখন বাস্তবিকই তাহাদের কোনরূপ দুরভিসন্ধি ছিল।

অতঃপর ৯ দিন গমনের পর কোরেশ সৈন্য ১৭ই রমজান (১৩ই জানুয়ারী) বদরে উপনীত হইয়া মুসলমানগণের সম্মুখীন হইল।

মুসলমানগণ অসংখ্য শত্রু সৈন্য দর্শন করিয়া মহা ভাবিত হইলেন। তখন হজরত মহম্মদ হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক অল্প সংখ্যক মুসলমানগণের নিরাপদের জন্য এই বলিয়া খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে দয়াময়! আপনি অসহায়ের সহায় ও বিপদাপন্নের বিপদুদ্ধারকারী, আপনি আমাদের সহায় হউন। হে বিশ্বনাথ! যদি এই অল্প সংখ্যক মুসলমান কালকবলে পতিত হয়, তাহা হইলে পবিত্র উপাসনা করিবার আর কেহই থাকিবে না।"* এই প্রার্থনার পরে তিনি শিষ্যগণকে বলিলেন, "ভয় করিও না, আল্লাতায়ালা আমাদের সহায় আছেন।"

অনন্তর শত্রুগণের মধ্য হইতে আত্বা, অলিদ ও শয়বা অগ্রগামী হইয়া মুসলমানদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। তাহাদের আহ্বান শুনিয়া তিন জন আনসার যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলে, তাহারা বলিল, "আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই, আমাদের স্বদেশীয় ও স্বধর্ম্মত্যাগীদিগকে অগ্রসর হইতে বল। যদি তাহাদের সাহস থাকে, তবে আমাদের সম্মুখীন হউক।" ইহা শুনিয়া হজরত আলি, হজরত হামজা ও হারেসের পুত্র ওবেদা অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধে হজরত আলি ও হজরত হামজা স্ব স্ব শত্রুকে হত্যা করিয়া ওবেদাকে সাহায্য করিতে গেলেন। ওবেদা এই যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত হন। হজরত হামজা ও হজরত আলি একত্রিত হইয়া ওবেদার শত্রু আত্বাকে হত্যা করেন।

প্রসিদ্ধি আছে যে, যুদ্ধ সময়ে হজরত পর্ণশালায় উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন। এক্ষণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক একমুষ্টি বালুকা শত্রুসৈন্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন, তখন বিধাতার অনুগ্রহে প্রবল-বাত্যা উত্থিত

* এবনে হেশাম ৪৪৪ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড, ৯৭ পৃঃ।

হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ বালুকারাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ৩০০০ স্বর্গীয় বীরপুরুষ শ্বেত ও পীতবর্ণের পাগড়ি ধারণ ও উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের ঘোটকোপরি আরোহণপূর্ব্বক ঝটিকাসদৃশবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া কোরেশ-দিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এই কথা যে কেবল মুসলমানগণ বলেন, তাহা নহে, ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে এক ব্যক্তি মেষ চরাইতেছিল, সেও ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছিল। তাহার কথিত বিবরণ এইরূপ—"আমি আমার ভ্রাতার সহিত পাহাড়ের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধকার্য্য দেখিতেছিলাম এবং বিজয়ীদিগের সহিত যোগদানপূর্ব্বক লুণ্ঠনদ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিব, মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, সুদূরবিস্তৃত জলদরাশি আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং তৎসহ অশ্বের হ্রেষারবে ও জয়ঢকার নিনাদে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যৎকালে জলদরাশি অগ্রগামী হইতেছিল, তৎকালে স্বর্গীয় দূতদলও বহির্গত হইয়াছিল এবং প্রধান স্বর্গীয়দূতের ভীষণ রব শ্রবণে আমার ভ্রাতা ভয়াকুলিত হইয়া সেই স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমিও প্রায় তদবস্থাপন্নই হইয়াছিলাম।"

স্বর্গীয় দূতের সাহায্যের বিষয় কোরাণ শরিফের ৮ম সুরায় (আন্‌ফাল সুরায়) বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নে দুইটী আয়েতের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল—"হে মুসলমানগণ! তোমরা তাহাদিগকে বধ কর নাই, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন। হে মহম্মদ! তুমি তাহাদের চক্ষে ত বালুকাকণা নিক্ষেপ কর নাই, তখন বোধ হইতেছিল যে তুমিই তাহাদের প্রতি বালুকাকণা নিক্ষেপ করিতেছ, কিন্তু আল্লাহতালাই তাহাদের প্রতি বালুকাকণা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" "যখন তোমরা তোমাদের আল্লাতায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করিয়াছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সহস্র স্বর্গীয়দূতের দ্বারা সাহায্য করিয়াছি।"

এই যুদ্ধে মস্‌উদের পুত্র আবতুল্লা আবুজহলের উরুদেশে তরবারির আঘাত করায়, সে ভূতলে পতিত হয়; তৎপরে আবতুল্লা তাহাকে হত্যা করেন।* সে মৃত্যুকালে হজরত মহম্মদের প্রতি নানা তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল।

খলদের পুত্র ওমাইয়াকে খাবিব নামক একজন আন্‌সার হত্যা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে কোরেশগণের ৭০ জন হত ও ৭০ জন বন্দীকৃত হইয়াছিল, অবশিষ্ট লোক পলায়ন করিয়াছিল। † মুসলমানগণের মধ্যে ৮ জন আন্‌সার ও ৬ জন মহাজের, সর্ব্বশুদ্ধ এই ১৪ জন লোক হত হন। বিস্তৃতি ভয়ে যুদ্ধের স্থূল বিবরণ মাত্র লিখিত হইল।

বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের আয়েত।

সার উইলিয়ম মুয়র অগ্র-আক্রমণকারীদিগের এক জন প্রধান পক্ষপাতী, তিনি বলেন, "বদরের যুদ্ধে (হজরত) মহম্মদ (দং) স্বয়ংই

---

* এবনে হেশাম ৪৪৩ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড, ২৬ পৃঃ। সার উইলিয়ম মুয়র বলেন,—আবু জহলের মস্তকটী কাটিয়া হজরতের নিকট আনিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহা আরবের অত্যুৎকৃষ্ট উষ্ট্র অপেক্ষা আমার নিকট গ্রহণীয়। কিন্তু এরূপ বর্ণনা এবনে হেশাম, এবনে অল আসির, আবুলফেদা বা তাবারীতে দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উহা সর্ব্বৈব অমূলক।

† আবু জহল মক্কা হইতে বহির্গত হওয়ার সময়ে কাবার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা কোরাণ শরিফের আনফল সুরার ৩২ আয়েতে এইরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছে এবং যখন তাহারা বলিল, "হে খোদাতায়ালা, যদি ইহা (কোরাণ) তোমার নিকট হইতে (আগত) সত্য হয়, তবে আমাদিগের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগের প্রতি দুঃখজনক শাস্তি উপস্থিত কর।"

অগ্রগামী হইয়াছিলেন" (১)। তিনি আরও বলেন যে, আবুসোফিয়ান পরিচালিত ও সুরিয়া হইতে প্রত্যাগত স্থলবণিক্‌দিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিবার জন্য হজরত মহম্মদ (দং) মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; আবুসোফিয়ান বিপদ্‌ উপস্থিত দেখিয়া কোরেশদিগের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠায়, এইরূপে বদরের যুদ্ধ সংঘটন হয়। আমরা নিম্নে এই যুদ্ধের উপরোক্ত কারণগুলির সম্পূর্ণ অলীকত্বা প্রদর্শন করিব আর কোরাণ শরিফের আয়েতের দ্বারায় দেখাইব যে, হজরত মহম্মদ (দং) স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য কখনই মদিনা হইতে বহির্গত হন নাই। তিনি শত্রুদিগের আক্রমণে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, ইহার বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে:—

"এবং স্মরণ কর, যেরূপে তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্য প্রচারের জন্য স্বীয় আলয় হইতে বাহির করিয়াছেন, এবং নিশ্চয়ই সত্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক দল তাহাতে অসন্তুষ্ট।" (কো ৮ম সুরা, ৫ আ)

"সত্য সম্বন্ধে তাহা প্রকাশিত হইবার পর, তাহারা তোমার সঙ্গে বিবাদ করিয়াছে, যেন তাহারা মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে এবং তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেছে।" (কো ৮ম সুরা, ৬আ)।

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বদরের যুদ্ধকালে হজরত মদিনার বাহিরে আসাতে বিশ্বাসীদের এক দল অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যদি স্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে কখনই তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইতেন না। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, বিশ্বাসীদের একদল মদিনার মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষার্থ শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য হজরতের সহিত গোলযোগ করিয়াছিলেন; ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠন

(১) See Sir W. Muir's Life of Mohamet Vol. II 242, 243 Foot Note.

করা বিশ্বাসীদিগের ইচ্ছা ছিল না, আর কোরেশগণ যে স্থলবণিক্‌দিগকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল, তাহাও ইহাতে অযথা বলিয়া প্রমাণিত হইল। কেবল হজরত মহম্মদ (দং) অগ্রগামী কোরেশদিগের আক্রমণ নিবারণার্থে বিশ্বাসিগণ সহ মদিনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন।

"যখন তোমরা উপত্যকার নিকটবর্ত্তী ছিলে ও তাহারা উপত্যকার দূরবর্ত্তী ছিল, এবং স্থলবণিক্‌গণ তোমাদের নিম্নে ছিল, যদি তোমরা যুদ্ধের অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে, তবে নিশ্চয়ই তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইতে; কিন্তু যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত হয়, খোদাতায়ালা তাহা ত সম্পন্ন করেন।" (কো ৮ম সুরা, ৪৩ আ)

এই আয়েতে দেখা যাইতেছে যে, ঘটনাক্রমে মুসলমানগণ, কোরেশ সৈন্যগণ ও স্থলবণিক্‌গণ বদরের নিকট পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত ইচ্ছা করিয়া স্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠন করিতে বাহির হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রকৃত কারণ এই যে, হজরত স্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠন বা কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধার্থ বদরে আগমন করেন নাই। হজরত কেবল আত্মরক্ষার্থ শত্রুর অগ্রগামী আক্রমণ নিবারণার্থ শিষ্যগণ সহ মদিনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন।

"এবং স্মরণ কর, যখন খোদাতায়ালা সেই দুই দলের এক দলকে তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তোমরা ইচ্ছা করিয়াছিলে যে, যাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতাপাদি নাই, তাহারাই আমাদিগকে আক্রমণ করুক; কিন্তু খোদাতায়ালাই ইচ্ছা করিতেছিলেন যে, তিনি আপন উক্তিসমূহ দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত করেন এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন।" (কো ৮ম সুরা, ৭ আ)

এই আয়েতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঘটনাক্রমে সকল দল পরস্পর সম্মুখীন হইয়া শিবির স্থাপন করিয়াছিল। সেই সময়ে সেই স্থানে মুসলমানেরা কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া স্থলবণিক্‌-দিগকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরা প্রমাণ দ্বারায় প্রদর্শন করাইয়াছি যে, স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের পূর্ব্বে ছিল না।

"কিন্তু যদ্যপি তাহারা তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনার সহিত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বেই খোদাতায়ালার সহিত প্রবঞ্চনা-পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছে, তৎপরে তাহাদের উপর তোমাদের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।" (কো ৮ম সুরা, ৭২ আ)

এই আয়েতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বদরের যুদ্ধে যে সকল লোক বন্দী হইয়াছিল, তাহারা বন্দী হইবার পূর্ব্বে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল এবং আরও দেখা যাইতেছে যে, তাহারা মদিনাস্থ মুসলমানদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিবার জন্য মক্কা হইতে বহির্গত হইয়াছিল।

"যাহারা আপন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে, এবং ধর্ম্ম-প্রচারককে নির্ব্বাসন করিতে যত্নবান আছে এবং যাহারা তোমাদিগকে প্রথমে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে কি তোমরা যুদ্ধ করিবে না? তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ?" (কো ৯ম সুরা, ১৩ আ)।

এতদ্ভিন্ন কোরাণ শরিফের ৩য় সুরার ১১, ১১৯ আয়েত; ৮ম সুরার ৫—২৯, ৩৯—৫২, ৬৬—৭২ আয়েত; ৪৭শ সুরার ৪, ১৫ আয়েতগুলিতে এই যুদ্ধের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিস্তৃতি ভয়ে ঐ আয়েতগুলির অনুবাদ করিয়া দিলাম না।

বদরের যুদ্ধের বন্দীগণের অবস্থা।

এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় ৭০ জন ব্যক্তি মুসলমানগণের নিকট বন্দী হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ৩০ জন কোরেশ অতি সম্মানার্হ ও সুবিখ্যাত ছিলেন। এস্থলে তাহাদের কয়েকজনের নাম লিখিত হইল;— আবদুল মোত্তালেবের পুত্র আব্বাস্, আবুতালেবের পুত্র ওকায়েল, রাবির পুত্র আবুল আস, ওমরের পুত্র আবু ওজায়ের, মগিরার পুত্র অলিদ, ওমায়েরের পুত্র রাহাব, ওমরের পুত্র সোহেল, মোয়েতের পুত্র আক্‌বা ও হারেসের পুত্র নজর।

বন্দীগণ মুসলমানদিগের শিবিরে অতিথির ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।* এই সময়ে কোরেশগণের একজন দূত হজরত আবুবকরের নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি হজরত মহম্মদকে বলিয়া অর্থ বিনিময়ে বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া দেন, নচেৎ দেখুন, তাহারা আপনার ও হজরতের আত্মীয়, তাহাদের উপর অন্যায় ব্যবহার করিলে, আমাদের ও আপনাদের মনে বাস্তবিকই কষ্ট হইবে।" হজরত আবুবকর বলিলেন, "আচ্ছা, আমি হজরতকে বলিয়া সকলকে মুক্ত করিয়া দিব।" তৎপরে সেই দূত হজরত ওমরের নিকট গিয়া উপরোক্ত রূপে নিবেদন করিল। হজরত ওমর তাহা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "না, উহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে।" ইতিমধ্যে হজরত আবুবকর, হজরত মহম্মদের নিকট গিয়া অর্থ-বিনিময়ে বন্দীগণের মুক্তির জন্য নানা-রূপ সারগর্ভ কথা বলিতে লাগিলেন; হজরত তাঁহার কথার কোন উত্তর দেন নাই। তিনি হজরতের নিকট হইতে উঠিয়া আসিলে হজরত ওমর হজরতের

---

* এবনে হেশাম ৪৪৫ পৃঃ; সার উইলিয়ম মুয়র বলেন যে, বন্দীগণ বন্দী মুক্ত হইলে বলিয়াছিল যে, মদিনাবাসিগণ আমাদিগকে ঘোড়ায় চড়াইয়া নিজেরা পদব্রজে যাইতেন এবং আমাদিগকে যবের রুটি খাইতে দিয়া তাঁহারা সামান্য খাদ্যে উদর পূর্ণ করিতেন।

নিকট গিয়া বন্দীগণকে হত্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হজরত তাঁহার কথারও কোন উত্তর দেন নাই। এইরূপে হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর ক্রমান্বয়ে তিনবার হজরতের নিকট গমন করেন।

অবশেষে হজরত মহম্মদ সমুদয় শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলেন, "আবুবকর বন্দীগণের প্রতি মিকাইল, এব্রাহিম ও ইসার ন্যায় দয়ালুব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন; আর ওমর বন্দীগণের প্রতি জেব্রিল, নূহ ও মুসার ন্যায় কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অতএব আমার ইচ্ছা যে, বন্দীগণকে অর্থবিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।" শিষ্যগণ হজরতের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন। তৎপরে হজরত সম্পত্তিশালী লোকদিগকে অর্থ-বিনিময়ে ছাড়িয়া দিলেন, আর আবুলবখতারি, জামা ও হারেস প্রভৃতি কতকগুলি দরিদ্র বন্দীকে বিনা অর্থে ছাড়িয়া দিলেন। দরিদ্র বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা লিখিতে জানিত, তাহারা আন্‌সার ও মহাজেরদিগের পুত্রগুলিকে আরবীভাষার অক্ষরগুলি লিখিতে শিখাইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

হজরত আব্বাস বন্দী হইলে মুসলমানগণ তাঁহাকে নানারূপ ভৎর্সনা করিতে থাকে; তাহা শুনিয়া তিনি বলেন, "আমি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছি ও কাবামন্দিরের স্থিতি রক্ষা করিয়াছি।" তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "যাহারা আপন জীবনে ধর্ম্মদ্রোহিতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহারা কাফেরদিগের দলভুক্ত হইয়াছে, আর তাহার সমুদয় সৎকার্য্য ব্যর্থ হইয়াছে, তাহারা নরকের চিরনিবাসী" (কো ৯ম সুরা)। হজরত আব্বাসের মুক্তির জন্য অর্থ চাহিলে, তিনি বলেন, "কোরেশগণ আমাকে বলপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিল, আমি ত পূর্ব্বে কখন মুসলমানগণের বিপক্ষে শত্রুতাচরণ করি নাই।" ইহা শুনিয়া হজরত বলেন, "বিধর্ম্মীদিগের সহিত যোগ দিয়া মুসলমানদিগের

প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিলে, সেও বিধর্ম্মী দলভুক্ত হয়। অতএব আপনার মুক্তির জন্য অর্থ আবশ্যক।" তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, "আমার নিজের কিছুমাত্র অর্থ নাই, আমি কোথা হইতে অর্থ দিব?" তাহা শুনিয়া হজরত বলেন, "আপনি যুদ্ধে আসিবার পূর্ব্বে আপনার স্ত্রী ওম্মে-ফজলের নিকট ৫০০ মেস্‌কাল স্বর্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই প্রদান করুন।" ইহা শুনিয়া আব্বাস মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, যখন আমি ওম্মে-ফজলের নিকট ৫০০ মেস্‌কাল-স্বর্ণ দিই, তখন তাহা ত কেহই জানিতে পারে নাই; যখন হজরত তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তখন ইঁনি বাস্তবিকই ধর্ম্মপ্রচারক। অনন্তর তিনি সেই অর্থ দিয়া মুক্তিলাভ করেন এবং ইহার কিছুদিন পরে তিনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হজরতের জামাতা আবলআসের মুক্তির বিষয় পরে লিখিত হইবে। বন্দীগণের মুক্তির পর হজরতের নিকট কোরাণ শরিফের আন্‌ফাল সুরার ৬৭ আয়েত অবতীর্ণ হয়।

বদরের যুদ্ধের জয়লব্ধ দ্রব্যাদি বিভাগ।

বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানগণ তিন দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম দল হজরতের আরিস নামক বাসগৃহের প্রহরিস্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন, দ্বিতীয় দল শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং তৃতীয় দল পলায়িত শত্রুদিগের অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন।

হজরত জয়লব্ধ দ্রব্যজাত বদরে সমাগত মুসলমানদিগের মধ্যে এবং ওসমান, সয়িদ ও তালহা নামক তিন জন মহাজের ও আবুলোলাবা

আদির পুত্র আসেম, হাতেবের পুত্র হারেস, জোবায়েরের পুত্র খোয়াৎ, সোমার পুত্র হারেস এই পাঁচ জন আন্‌সার এবং যাহারা কোন কারণ বশতঃ যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে ও যুদ্ধে হত মুসলমান-দিগের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সমান রূপে বিভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া ঐ তিন দলের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। যাঁহারা যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, আমাদের বাহুবলেই জয়লাভ হইয়াছে; অতএব জয়লব্ধ দ্রব্যগুলিই আমরাই প্রাপ্ত হইব। যাঁহারা পলায়িত শত্রুগণের দ্রব্যজাত সংগ্রহে রত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, আমরাই সমুদয় দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়াছি, অতএব ঐ সকল দ্রব্য আমাদেরই প্রাপ্য। আর যাঁহারা হজরতের প্রহরিস্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমরাই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, অতএব আমরা ঐ সকল দ্রব্য পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইব।" কিন্তু হজরত সমুদয় গোলযোগের মীমাংসা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে দ্রব্যগুলি বিভাগ করা হইল। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "তাহারা জয়লব্ধ দ্রব্যগুলির বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, (হে মহম্মদ) তুমি তাহাদিগকে বল, জয়লব্ধদ্রব্যজাত খোদাতায়ালার ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের জন্য, অতঃপর খোদাতায়ালাকে ভয় কর ও আপনাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং যদ্যপি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক, তাহা হইলে খোদাতায়ালার ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের অনুগত হও" (কো আন্‌ফাল-সুরার ১ম আয়েত)। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল। শিষ্যগণ উপরোক্ত আয়েতটী শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিলেন। হজরত স্বয়ং আবুজহলের উষ্ট্র ও মনতেবার জোলফকার নামক তরবারিখানি প্রাপ্ত হন; তিনি ঐ তরবারি খানি

তাঁহার জামাতা হজরত আলিকে প্রদান করেন। আব্বাসের পুত্র সায়াদ আসের পুত্র সায়াদের কতিফা নামক তরবারিখানি প্রাপ্ত হন।

রাবির পুত্র আবলআসের মুক্তি ও জয়নাবের মদিনায় আগমন।

রাবির পুত্র আবল আস হজরত মহম্মদের কন্যা জয়নাবকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহকার্য্য বিবি খোদেজার জীবদ্দশায় সংঘটন হয়। আবলআস ঘোরপৌত্তলিক ছিলেন, তিনি ও তাঁহার পিতামাতা জয়নাবকে সর্ব্বদা নানারূপ ক্লেশ দিতেন। এই যুদ্ধে তিনি হজরতের বিনাশসাধনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। যখন বন্দীগণ অর্থ-বিনিময়ে মুক্তিলাভ করিতে-ছিল, তখন আবলআস বিবি জয়নাব প্রেরিত কণ্ঠমালা স্বীয় মুক্তির জন্য হজরতের নিকট উপস্থিত করেন। ঐ কণ্ঠমালাখানি খোদেজা বিবি জয়নাবকে বিবাহকালে যৌতুকস্বরূপ দিয়াছিলেন। হজরত কণ্ঠমালা দেখিয়াই উহা খোদেজা বিবির প্রদত্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন তিনি শিষ্যগণের নিকট আবলআসকে বিনা অর্থে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; হজরতের প্রস্তাবে সকলে স্বীকৃত হইলে, তিনি আবলআসকে বলেন, "তুমি এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে, মক্কায় গিয়া জয়নাবকে পাঠাইয়া দিবে।" আবলআস তাহাতে স্বীকৃত হইলে, হজরত তাঁহার সঙ্গে স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য জয়দকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।

মক্কার অধিবাসিগণ বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় হজরতের উপর তাহাদের ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত হইল। তজ্জন্য জয়দ নগর-

প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তাহার বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আবলআস গৃহে উপনীত হইয়া স্বীয় সহোদর কানানাকে বলেন, "তুমি জয়নাবকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে জয়দের নিকট দিয়া আইস।" কানানা ভ্রাতার আদেশানুযায়ী জয়নাবকে উষ্ট্রোপরি আরোহণ করাইয়া লইয়া চলিল। গমনকালে পথিমধ্যে কোরেশবংশীয় কতিপয় ব্যক্তি বিবি জয়নাবের মদিনায় গমন-সংবাদ শ্রবণ কারয়া কানানাকে নানারূপ ভৎ'সনা করিতে লাগিল। এমন কি, আসোয়াদের পুত্র হাবার জয়নাবকে হত্যা করিবার জন্য হাওদার মধ্যে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু কানানা এই আসন্নমৃত্যুহস্ত হইতে জয়নাবকে রক্ষা করিয়াছিল। পরে আবদুল-কায়েসফেহরির পুত্র নাফে কানানাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময়ে আবুসোফিয়ান এই সকল গোলযোগ শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বিবি জয়নাবকে প্রকাশ্যরূপে হজরত-মহম্মদের নিকট প্রেরিত হইতেছে শুনিয়া, সে কানানাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "এইরূপে দিবসে প্রকাশ্যভাবে জয়নাবকে মহম্মদের নিকট প্রেরণ করিলে আমাদের একতার অনেক লাঘব হইবে। অতএব এখন তুমি উহাকে আমার বাড়ীতে লইয়া চল, রজনীযোগে জয়দের নিকট দিয়া আসিও।" তদনুসারে সেই দিন রাত্রে কানানা জয়নাবকে জয়দের নিকট দিয়া আসিল। জয়দ তাঁহাকে লইয়া নির্ব্বিঘ্নে মদিনায় উপনীত হইল। ইহার কিছুদিন পরে আবলআস স্থরিয়ার বাণিজ্য কার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার মক্কাস্থ মহাজনদিগের দেনা পরিশোধ করিয়া মুসলমান হইলেন; তৎপরে হজরত মহম্মদ বিবি জয়নাবকে আবল-আসের নিকট প্রেরণ করেন।

হজরত বদর হইতে সবান্ধবে মদিনায় প্রবেশকালে পথিমধ্যে দেখিতে

পাইলেন যে, তাঁহার কন্যা বিবি রোকেয়াকে কবর দিবার জন্য তাঁহার জামতা ওসমান ও ওসমানের ভ্রাতা জয়দ সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছেন। কোরেশদিগের উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া ওসমান রোকেয়া খাতুনকে সঙ্গে লইয়া আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিবস নির্ব্বাসনের পর মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি পীড়িতা হন, সেই পীড়াতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে হজরত অতিশয় শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবি জয়নাবকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সেই শোকের অনেক লাঘব হইয়াছিল।

বদর যুদ্ধে মুসলমানগণের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিবার অব্যবহিত পরে আবুলহব কালকবলে পতিত হয়। বদরের যুদ্ধের অনতিকাল পরেই খৃষ্টীয় গ্রীক সম্রাট, অগ্নি-উপাসক পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়া তুরস্কের সিংহাসন অধিকার করেন।

সাভিকের যুদ্ধ।

এদিকে আবুসোফিয়ান নিরাপদে মক্কায় উপস্থিত হইল এবং হজরতের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে ক্ষোভে ও ক্রোধে ম্রিয়মাণ হইয়া মদিনা আক্রমণের উপায়-চিন্তা করিতে লাগিল। আবুসোফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা স্বীয় পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাকুলিতা হইয়া আবুসোফিয়ানের নিকট গিয়া হজরত হামজা ও হজরত আলির প্রাণ-নাশের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। তখন আবুসোফিয়ান এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল, “আমি যতদিন পর্য্যন্ত মদিনা লুণ্ঠন করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ সুখ-সেব্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।”

অনন্তর আবুসোফিয়ান ২০০ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে মদিনা আক্রমণ করিতে বহির্গত হইল। প্রথমে সে মদিনার নিকটস্থ বনি-নজর দলস্থ আখতারের পুত্র হাই নামক ইহুদীর গৃহে উপনীত হইয়া তাহাকে ডাকিল, কিন্তু হাই তাহার কথার কোন উত্তর দিল না এবং গৃহ হইতে বহির্গতও হইল না। তৎপরে সে মস্কামের পুত্র সালাম নামক ইহুদীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রি যাপন করে। পরদিন প্রাতে মদিনার ২।৩ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণস্থ আনসারদিগের খর্জ্জুর বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে ও দুইজন কৃষিজীবী মুসলমানকে হত্যা করে।

হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় ও শিষ্যগণের রক্ষার্থ বহির্গত হন। আবুসোফিয়ান হজরতের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনাদের খাদ্যদ্রব্যাদি ফেলিয়া পলায়ন করে। হজরত তথায় আসিয়া সেই সকল আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তৎপরে তিনি মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই যুদ্ধটী ৩য় হিজরার প্রারম্ভেই সংঘটন হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সাভিক অর্থাৎ ছাতুর বস্তা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া উপহাসচ্ছলে এই যুদ্ধকে সাভিকের যুদ্ধ বলে।

এই সময়ে আবুসোফিয়ানের উত্তেজনায় বনি গাফতান ও বনি সালেম দলস্থ ইহুদীগণ হজরতের বিপক্ষতাচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল।



বনি কিকার যুদ্ধ।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত মহম্মদ প্রথমে মদিনায় উপনীত হইয়াই ইহুদীদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহুদীগণ সন্ধিভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন একজন মুসলমান মহিলা কিকার বাজারস্থ একজন স্বর্ণকারের দোকানে একটী কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়াছিল। সেখানে কিকা প্রভৃতি তিনটী ইহুদীসম্প্রদায়ের কতকগুলি যুবকও ছিল। তাহারা গুপ্তভাবে ঐ মহিলার পিরাণের পশ্চাদ্ভাগস্থ কাপড় ছিড়িয়া ফেলে; এইরূপ করিবার কারণ এই যে, সেই সময়ে আরবদেশীয় স্ত্রীলোকগণ একটী পিরাণের দ্বারা সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া রাখিত, পিরাণটীর এক অংশ ছিঁড়িয়া তাহার শরীর অনাবৃত করাই তাহাদের অভিপ্রায় ছিল। যাহা হউক, স্ত্রীলোকটী তথা হইতে গমনোদ্যত হইলেই পিরাণটী বাতাসে উড়িয়া যাওয়ায় তাহার সর্ব্ব শরীর উলঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহা দেখিয়া যুবকগণ নানারূপ উপহাস করিতে লাগিল। তখন স্ত্রীলোকটি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া লজ্জিতাবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সেই স্থানে একজন মুসলমান উপস্থিত ছিল। সে ইহাতে লজ্জিত হইয়া তাহাদের এক জনকে হত্যা করিল, কিন্তু তাহারা পরক্ষণেই তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া নিকটস্থিত মুসলমানগণ দলে দলে তথায় আসিয়া উপনীত হইলে ইহুদীগণও যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। হজরত মহম্মদ এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া বনি কিকাদলস্থ ইহুদীদিগকে বলেন যে, তোমরা পূর্ব্বে আমার সহিত যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা ভঙ্গ করিবার কারণ কি? অতএব পুনঃ সন্ধি স্থাপন কর। হজরতের কথা শুনিয়া তাহারা

বলিল, "আমরা ত আর কোরেশদিগের স্থায় কাপুরুষ নহি যে, তোমার আজ্ঞানুযায়ী চলিব। বিশেষতঃ তাহারা যুদ্ধ-বিদ্যায় তত পারদর্শী নহে বলিয়াই তুমি তাহাদিগকে বদরের যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ; আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নচেৎ তোমাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব।" এইরূপে নানারূপ ভৎ্সনা করিয়া তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিল। হজরতও তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন। তাহারা হজরতকে আসিতে দেখিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই সময়ে হজরত, আবুলোলাবাকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া যান। তাহারা ১৫ দিবস পর্য্যন্ত দুর্গে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া পরে হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

দুর্গ মধ্যে ৭০০ শত ইহুদী ছিল। খজরজ দলপতি আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল তাহাদের প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করিয়া হজরতের নিকট আগমন করিল। আবদুল্লা হজরতকে বলিল, "দুর্গস্থ ইহুদীগণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি আপনার নিকট সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, আপনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিন।" ইহা শুনিয়া সামেদের পুত্র আবাদা ইহুদীদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে বলেন। অবশেষে কোদামা-আস্‌লামের পুত্র মোন্‌জের তাহাদিগকে বন্দী করেন। কিন্তু হজরত তাহাদিগকে বন্দী হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের নিকট হইতে মুসলমানগণ তিন খানি তরবারি, ফেজ্জা ও সাগাদিয়া নামক দুইটী বর্ম্ম এবং কতুম, রুহা ও বায়জা নামক তিনটী সড়কি প্রাপ্ত হন। উক্ত তিন খানি তরবারির মধ্যে একখানির নাম কলাই আর একখানির নাম হাতফ।

হজরত কিকা যুদ্ধ হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিলে ঈদল আজ্‌হার নামাজ পড়িতে আদিষ্ট হন।

মারওয়ানের কন্যা আস্‌মা ও আবু এফ্‌কের গুপ্ত হত্যার বিষয়।

আস্‌মা, মারওয়ান নামক একজন ইহুদীর কন্যা। সে হজরতের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করে; এমন কি, ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতি নানারূপ ব্যঙ্গোক্তি করিতে থাকে। আদির পুত্র ওমায়ের আস্‌মার কবিতাগুলি শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে। সে একদিন ইস্‌লামধর্ম্ম ও হজরতের প্রতি আস্‌মার ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া রজনীযোগে তাহার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করে। ওমায়ের অন্ধ ছিল। হজরত মহম্মদ এই হত্যার বিষয় পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই।

আবু এফক্ নামক একজন ১২০ বৎসর বয়স্ক ইহুদী, হজরতের বিপক্ষে লোকদিগকে উত্তেজনা করিত বলিয়া ওমরের পুত্র সালেম তাহাকে হত্যা করে। হজরত এই হত্যার বিষয় বিন্দুমাত্র অবগত ছিলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী।

কারকারাতোল কদর ও নেজদের যুদ্ধ।

বনি সালেম ও বনি গাৎফান নামক দুইটী ইহুদী সম্প্রদায় মদিনার প্রান্তদেশে বাস করিত। এক্ষণে এই দুই সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া মুসলমানগণের ধ্বংসের জন্য মদিনা আক্রমণার্থ বহির্গত হইল। হজরত তাহাদের যুদ্ধ সজ্জার সংবাদ পাইয়া ২০০ শত শিষ্য সমভিব্যাহারে তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য বহির্গত হন। তিনি পথিমধ্যে বতনে-ওয়াদি নামক স্থানে কতকগুলি উষ্ট্র দেখিতে পাইয়া এসার নামক ইহুদীদিগের একজন ভৃত্যকে শত্রুদিগের অবস্থান ভূমির কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে বলিল, "যেখানে জল আছে, সেইখানেই তাঁহারা আছেন।" পরে হজরত তাহাদের অনুসন্ধান না পাইয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। ইহুদীগণ অতর্কিতভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবে মনস্থ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছিল।

নেজ্‌দ্‌ প্রদেশের মধ্যস্থিত জিয়ামর নামক স্থানবাসী বনি সালেমা ও বনি মহারেব্‌ নামক ইহুদী সম্প্রদায়দ্বয় একত্রিত হইয়া হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। হজরত ইহার সংবাদ পাইয়া ওসমানকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া ৪০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে বহির্গত হন। পথিমধ্যে হাব্বার নামক এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, সে শত্রুগণের অবস্থানভূমি হজরতকে দেখাইয়া দিয়াছিল। হাব্বার পরে হজরতের নিকট ইস্‌লামধর্ম্মের নীতিসমূহ শ্রবণ

করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। হজরত কিছুদূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, শত্রুগণ একটী পাহাড়ের উপর অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু তিনি কখন কোন শত্রুকে অগ্রে আক্রমণ করিতেন না, তজ্জন্য তথা হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি ভিজিয়া গেল। তিনি শিবিরের অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া বস্ত্রখানির এক প্রান্ত পরিধানপূর্ব্বক অপর প্রান্ত বাতাসে শুষ্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তখন বিপক্ষ সৈন্যদিগের মধ্য হইতে একজন হজরতকে রক্ষকশূন্য নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া স্বীয় সহচরগণের নিকট গিয়া বলিল, "হজরতকে হত্যা করিবার এই উপযুক্ত সময়, তিনি অমুক বৃক্ষতলে একাকী নিদ্রা যাইতেছেন।" ইহা শুনিয়া বিপক্ষ সৈন্যগণের মধ্য হইতে মহাবলশালী শুরাস উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিল। হজরত জাগরিত হইয়া দেখেন যে, বিপক্ষ শুরাস উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাঁহার বক্ষোপরি দণ্ডায়মান, সে হজরতকে জাগরিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "হে মহম্মদ! এক্ষণে কে তোমাকে রক্ষা করে?" তিনি বলিলেন, "আল্লাহতালা।" ইহা শুনিয়া সৈনিক পুরুষের অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং তাহার হস্ত হইতে তরবারিখানি ভূতলে পতিত হইল। তখন হজরত অবিলম্বে সেই তরবারি খানি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "হে সৈনিক পুরুষ! এক্ষণে কে তোমাকে রক্ষা করে?" সে বলিল, "হায়, কেহই নয়।" তখন হজরত তাহাকে তরবারি খানি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, "তবে আমার নিকট দয়ালুব্যবহার শিক্ষা কর।" সেই সময়ে হজরত ইস্‌লামধর্ম্মের কয়েকটী নীতি তাহাকে বুঝাইয়া দিলে সে হজরতকে প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিল ও মুসলমান হইল।

কথিত আছে যে, যে সময়ে গুরাস হজরতকে আঘাত করিতে যাইতেছিল, সেই সময়ে জেব্রিল তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করাতে তাহার হস্ত হইতে তরবারি খানি ভূতলে পতিত হয়। বিপক্ষ সৈন্যগণ দূর হইতে গুরাসকে মুসলমান হইতে দেখিয়া ভীত হইল এবং তথা হইতে পলায়ন করিল। হজরত মহম্মদ ১৫ দিন পরে তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আশরাফের পুত্র কায়াবের গুপ্ত হত্যার বিষয়।

ক্ষমতাশালী বনি নজরদলস্থ ইহুদী আশরাফের পুত্র কায়াব বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদিগের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সে অচিরকাল মধ্যে মক্কায় গমন করিয়া কোরেশদিগকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে উৎসাহ দিতে লাগিল। তৎপরে সে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রকাশ্যরূপে হজরতের বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং পূর্ব্বে তাহাদের সহিত হজরতের যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, এখন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাহা ভঙ্গ করিল। তাহার শত্রুতায় মুসলমানগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে মোস্‌লেমার পুত্র মহম্মদ একদিন গুপ্তভাবে তাহাকে হত্যা করেন। কায়াবের হত্যার বিষয় হজরত কিছুই জানিতেন না।

ওসমানের সহিত হজরত মহম্মদের কন্যা ওম্মেকুলসুমের বিবাহ।

হজরতের কন্যা রোকেয়া খাতুনের সহিত ওসমানের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল, রোকেয়ার মৃত্যুতে ওসমান অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার শোকাপনোদন মানসে হজরত মহম্মদ স্বীয় কন্যা ওম্মেকুলসুমের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

হজরত ওমরের কন্যা হাফজার সহিত হজরত মহম্মদের বিবাহ।

হজরত ওমরের কন্যা বিবি হাফজা ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিধবা হন। হোবায়েসের পুত্র হোজাইফার সহিত প্রথমে তাঁহার বিবাহ হয়, হোজাইফা বদরের যুদ্ধে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

হজরত ওমর, ওসমানের সহিত বিবি হাফজার বিবাহ দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হাফজা বিবি উদ্ধতস্বভাবা বলিয়া ওসমান তাঁহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে তিনি হজরত আবুবকরকে বিবাহ করিতে বলেন, হজরত আবুবকরও বিবি হাফজার উগ্র স্বভাবের বিষয় অবগত হইয়া বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন হজরত ওমর আপনাকে ও আপনার কন্যাকে অবমাননা করা হইল, মনে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার কন্যা কি চিরকাল বৈধব্যাবস্থায় থাকিবে? তাহা কখনই হইবে না, অতএব ইহার কোন প্রতিকার করা উচিত", তৎপরে তিনি হজরতের নিকট গিয়া সমুদয় বর্ণনা করিলেন। হজরত আদ্যোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া হজরত ওমরকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "ওমর! দুঃখ করিও না, তোমার কন্যাকে আমি বিবাহ করিব।" তখন হজরত ওমর সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন। এই বৎসর সাবান মাসে হজরত মহম্মদ বিবি হাফজাকে বিবাহ করেন। হিজরীর পঞ্চচত্বারিংশৎ অব্দে বিবি হাফজার মৃত্যু হয়,

বকি নামক সমাধি ক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছিল। বিবি হাফজা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি রোজা, নামাজ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যগুলি মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিতেন।

খোজায়মার কন্যা জয়নাবের সহিত হজরত মহম্মদের বিবাহ।

হারেসের পুত্র ওবেদা, খোজায়মার কন্যা জয়নাবকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বদরের যুদ্ধে ওবেদার মৃত্যু হয়। ওবেদার মৃত্যুর পর জয়নাবের আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে গ্রহণ কিম্বা ভরণ পোষণ করিতে স্বীকৃত হয় নাই। হজরত মহম্মদ জয়নাবকে নিঃসহায়া ও অনাথিনী দেখিয়া বিবাহ করেন। এই বিবাহ কার্য্য রমজান মাসে সংঘটন হইয়াছিল। বিবাহের ২।৩ মাসে পরে বিবি জয়নাব ইহ সংসার ত্যাগ করেন।

হজরত হাসানের জন্ম।

এই বৎসরের ১৫ই রমজান তারিখে হজরত আলির পুত্র এমাম হাসান ভূমিষ্ঠ হন। হজরত মহম্মদ দৌহিত্র হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ হজরত আলির গৃহে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া বিবি ফাতেমার নিকট হইতে নবপ্রসূত বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

নবকুমারের জন্মের সপ্তম দিবসে হজরত মহম্মদ শিশুটীর মস্তকের চুল কাটিয়া ফেলিলেন এবং সেই চুলের পরিমাণ স্বর্ণ দরিদ্রদিগকে দান করিলেন এবং নবকুমারের "হাসান" নাম রাখিলেন।

ওহোদের যুদ্ধ।

বদরের যুদ্ধের সময় আবুসোফিয়ান সুরিয়া হইতে ১০০০ উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া পণ্যদ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিল। সেই সকল পণ্য-দ্রব্যের মধ্যে মক্কাবাসী কোরেশদিগেরও দ্রব্যাদি ছিল। আবুসোফিয়ান মক্কার নিকটস্থ দারন্নদাওয়া নামক স্থানে উপনীত হইয়া উষ্ট্রোপরি হইতে সমুদয় পণ্যদ্রব্য নামাইল এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, "এই পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশ অধিকারী বদরের যুদ্ধে গমন করিয়াছে, তাহারা তথা হইতে প্রত্যাগত না হইলে এই সকল পণ্যদ্রব্য বিভাগ করা হইবে না, অতএব আপাততঃ এই সকল দ্রব্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত করা উচিত।" এই বিবেচনায় সে পণ্যদ্রব্যগুলি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিল। অনন্তর কোরেশগণ বদর হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন করিলে, আবুসোফিয়ান দেখিতে পাইল যে, সুরিয়া হইতে আনীত পণ্যদ্রব্যগুলি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করাতে ৫০০০ মেস্‌কাল স্বর্ণ লাভ হইয়াছে। তখন সে সমবেত কোরেশদিগকে বলিল, "এই যে ৫০০০ মেস্‌কাল স্বর্ণলাভ হইয়াছে, ইহা দ্বারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহম্মদকে আক্রমণ করা যাউক; কেননা ঐ অর্থগুলি আমাদের পরিশ্রমলব্ধ নহে, উহা নিষ্ফলে ব্যয়িত হইলেও আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।" ইহা শুনিয়া আসাদ, আবদল ওজ্জার পুত্র হোরায়তাব, ওমাইয়ার পুত্র সফওয়ান, আবুজহলের পুত্র আকরামা প্রভৃতি কোরেশদিগের প্রধান প্রধান লোকগুলি আবুসোফিয়ানের প্রস্তাবে অনুমোদন করিল। তৎপরে তাহারা আসের পুত্র ওমর, ওহাবের পুত্র হোবায়রা, জাহেরির পুত্র আবদুল্লা ও আবুওজ্জা এই চারিজন প্রসিদ্ধ বক্তাকে আরবের নানাস্থানে সৈন্যসংগ্রহার্থ প্রেরণ করিল। ঐ চারিজনের মধ্যে আবুওজ্জা বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের

নিকট বন্দী হইয়াছিল; সে আর কখন মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না বলায়, হজরত মহম্মদ তাহাকে বিনা অর্থে বন্দী হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

সেই সভায় কোরেশগণ বলিল, "আমরা স্ব স্ব স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব, তাহা হইলে তাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিবে। আর যাহাদের স্বামী ও আত্মীয়গণ বদরের যুদ্ধে হত হইয়াছে, তাহারাও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া তাহাদের আত্মীয়গণের প্রতিশোধ লইবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে পারিবে।" মোতামের পুত্র জসব এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিল না। সফওয়ান বলিল, "যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া আবশ্যক।" আবুজহলের পুত্র আকরামা ও আসের পুত্র ওমর, সফওয়ানের প্রস্তাবে অনুমোদন করিল। আবুসোফিয়ান ও অন্য এক ব্যক্তি তাহাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "যদি আমরা যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহা হইলে স্ব স্ব প্রাণ লইয়া পলায়ন করিব, না স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিব?" আবুসোফিয়ানের স্ত্রী অতবার কন্যা হেন্দা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে স্ত্রীলোকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে গৃহীত হইল। সায়াদের পুত্র ওমায়মা হেন্দাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আক্‌রামা, ওমর, হারেস, তালহা প্রভৃতি কয়েকজন লোক নিজ নিজ স্ত্রীকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। আবু আমের নামক একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ৫০ জন সহচর সমভিব্যাহারে লইয়া কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিল। আবুআমের শেষধর্ম্মপ্রচারকের বিষয় পূর্ব্বে অবগত ছিল, কিন্তু সে হজরতকে শেষধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করে নাই, তজ্জন্যই তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইয়াছিল।

কোরেশগণ সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিল। তাহাদের মধ্যে ৭০০ বর্ম্মাবৃত ও ২০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। এতদ্ভিন্ন ২০০০ উষ্ট্র ও ১৫টী হওদাও তাহাদের সমভিব্যাহারে ছিল। এই যুদ্ধে কোরেশবংশীয় সকলেই যোগদান করিয়াছিল। আক্‌রামা ও অলিদের পুত্র খালেদ সৈনাপত্য পদ গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইল আর আবদ্দ দারবংশীয় প্রধান প্রধান পুরুষগণ অগ্রে অগ্রে পতাকা উড়াইয়া যাইতে লাগিল। পতাকাবাহীদিগের পশ্চাদ্ভাগে প্রতিহিংসাপরায়ণা হেন্দা পঞ্চদশ জন স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রীলোকগণের আত্মীয়-গণ বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তাহারা সেই শোকে অধীরা হইয়া প্রতিহিংসা উদ্দীপক সঙ্গীতে আকাশমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া সৈন্য-দিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। তাহাদের যুদ্ধসঙ্গীত এইরূপ— "হে আবদ্দ দারের সন্তানগণ! সাহসের সহিত অগ্রসর হও; হে স্ত্রীলোকগণের রক্ষক! তোমাদের সুতীক্ষ্ণ করবালের দ্বারা শত্রুদিগকে আঘাত কর ও তাহাদের সম্মুখীন হও। যুদ্ধে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে পারিলে আমরা তোমাদিগকে সুকোমল বাহুলতা বেষ্টনে আলিঙ্গন করিব; যদ্যপি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিব" ইত্যাদি।*

তৎপরে তাহারা জোলহালিফা নামক স্থানে ৩ দিন অবস্থান করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিল। তাহারা আবওয়া নামক স্থানে হজরত মহম্মদের জননী আমেনা বিবির সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইলে হেন্দা ও অন্যান্য কোরেশগণ সমাধি মধ্য হইতে আমেনা বিবির অস্থি বাহির করিবার প্রস্তাব করিল এবং বলিল, "যদি আমরা যুদ্ধে বন্দী হই, তাহা হইলে আমেনা বিবির অস্থি-বিনিময়ে মুক্তি লাভ করিব, আর যদি বন্দী

* এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১১৮ পৃঃ।

না হই, তাহা হইলে মহম্মদ ইহাতে আমাদের অদম্য সাহসিকতার পরিচয় পাইবে।" কিন্তু আবু সোফিয়ান বলিল, "যদি আমরা যুদ্ধে জয়ী না হই, তাহা হইলে মক্কা নগরস্থ ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী বনু বকর ও বনু খোজায়া দলদ্বয় আমাদের আত্মীয়গণের অস্থি সমাধি মধ্য হইতে বহির্গত করিবে। অতএব আমেনা বিবির অস্থি সমাধি মধ্য হইতে বাহির করিবার আবশ্যক নাই।" অনন্তর তাহারা তথা হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করিল।

এই সময়ে আব্বাস মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি কোরেশ-দিগের যুদ্ধ-সজ্জা দর্শন করিয়া বনি গফ্‌ফার দলস্থ এক জন দ্রুতগামী লোককে মদিনায় হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি ৩ দিনের মধ্যে মদিনার অনতিদূরস্থ কোবা নামক স্থানে গিয়া হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং কোরেশদিগের যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণনা করিল। হজরত সেই দিন রাবির পুত্র সায়াদের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি ঐ দূতকে কোরেশদিগের যুদ্ধসজ্জার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রজনী সমাগম হইলে হজরত সায়াদকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কোরেশদিগের যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় বলিলেন এবং তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। পরদিন তিনি সায়াদকে সঙ্গে লইয়া মদিনায় যাত্রা করেন। সায়াদের স্ত্রী সেই রাত্রে গুপ্তভাবে তাহার স্বামীর সহিত হজরতের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শুনিয়াছিল। সে পরদিন তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দিল।

হজরতের শত্রুগণ কোরেশদিগের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া উল্লাসিত হইয়া উঠিল। মদিনার ইহুদীগণ মক্কানগরস্থ দূতকে দর্শন করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, "এই ব্যক্তি অবশ্যই মক্কা হইতে কোন

সংবাদ আনিয়াছে।” অবশেষে তাহারা কোবাস্থ হজরতের শত্রুগণের নিকট হইতে সংবাদ পাইল যে, কোরেশগণ মদিনা আক্রমণ করিতে আসিতেছে; ইহা শুনিয়া তাহারা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া হজরত মহাভাবিত হইলেন ও শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া অদম্য শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিলেন।

বৃহস্পতিবারের রাত্রে হজরত শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া আসন্ন-বিপদের বিষয় জানাইলেন। সেই রাত্রে তিনি আবাদার পুত্র সায়াদ ও হোজায়েরের পুত্র ওসায়েদ প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান শিষ্যকে আপনার ও মুসলমানগণের প্রহরিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। হজরত সমবেত মুসলমানদিগকে বলিলেন, “আমরা অল্পসংখ্যক লোক, অধিক সংখ্যক শত্রুর সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতে কোন-ক্রমেই সক্ষম হইব না, অতএব নগর-প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়া আমাদের যুদ্ধ করা উচিত। প্রায় অধিকাংশ শিষ্যই হজরতের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। আবদল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল নামক একজন ইহুদী বলিল, “আমাদের মদিনা নগর কেহ কখন আক্রমণ করিয়া জয় করিতে পারে নাই অতএব দুর্গমধ্যে শিশুসন্তানগুলিকে রাখিয়া আমরা নগর মধ্যে থাকিয়াই শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিব।” কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে সকল মুসলমান যোগদান করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা নগর-প্রাকারের বাহিরে যাইয়া যুদ্ধ করিবেন, বলিতে লাগিলেন। হজরত হামজা, সায়াদ, সালেবের পুত্র নওমান এবং আউস ও খজরজদলস্থ লোকগণ বলিতে লাগিলেন, “যদ্যপি আমরা মদিনার মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করি, তাহা হইলে শত্রুগণ আমাদিগকে উপহাস করিবে, অতএব প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিব।” তখন হজরত হামজা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, “যতদিন কোরেশদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত

রোজা (উপবাস) খুলিব না।” মালেক ও নওমান বলিলেন, “আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, প্রাণপণে যুদ্ধ করিব, কখনই তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইব না।” তৎপরে হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, মায়াজের পুত্র সায়াদ এবং হোজায়েরের পুত্র ওসায়াদ হজরতকে বলিলেন, ‘আপনি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে থাকিয়া শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।” তৎপরে বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করাই স্থির হইল। পরদিন সকলে জুম্মার নামাজ পড়িলেন; নামাজ পড়া শেষ হইলে হজরত একটী সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ খোত্‌বা পড়িলেন। শেষে তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, “যাহারা কর্ত্তব্যকার্য্য-পরায়ণ, তাহাদেরই জয় হইবে।”

এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০ মুসলমান একত্রিত হইল, কেবল শিশুসন্তান-গুলি ইহাতে যোগদান করে নাই। এই সকল মুসলমানের মধ্যে ১০০ বর্ম্মাবৃত সৈন্য ছিল এবং হজরত মহম্মদ ও আবুবরদা এই দুই জনের কেবল দুইটী অশ্ব ছিল। কিন্তু যখন হজরত বলিলেন, ‘‘ইহুদীগণ আমার ধর্ম্ম-গ্রহণ না করিলে আমি তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিব না।” তখন আবদল্লা বেন-ওবাই-সোলুল ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় হজরত তাহাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন, সেও তখন ৩০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে স্বীয় আবাসস্থানে চলিয়া গেল। অপর দুই দল সৈন্য আবদুল্লার পরামর্শে হজরতের সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দলপতি তাহাদিগকে হজরতের সঙ্গ ত্যাগ করিতে দেন নাই। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, “স্মরণ কর, যখন তোমাদের দুই দল ভীরুতা প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছিল এবং খোদাতায়ালা তাহাদের সহায় ছিলেন; সত্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের উচিত যে, খোদাতায়ালার উপর নির্ভর করে” (কো ৩য় সুরা)। এখন হজরত কেবল ৭০০ সৈন্য লইয়া

মদিনার এক মাইল দূরস্থ ওহোদের পাহাড়োপরি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বহির্গত হইলেন।

সৈন্যদিগের গমন কালে হজরত মহম্মদ তিনটী পতাকা প্রস্তুত করিলেন, একটী পতাকা আউসদলস্থ আবাদার পুত্র সায়াদের হস্তে, একটী খজরজ-দলস্থ মনজেরের পুত্র হাবাবের হস্তে দিলেন এবং একটী পতাকা হজরত আলি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে হজরত মহম্মদ ওম্মেমক্তুমের পুত্র আবদুল্লাকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া যান।

হজরত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ৩য় হিজিরীর ৭ই শওয়াল শনিবারে ওহোদে উপস্থিত হইলেন। জোফ্য়ান্, আবুসবা ও এবনে কায়েস এই তিন জন শিষ্য হজরতের প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। হজরত শিষ্যগণকে ওহোদের পর্ব্বত পশ্চাতে রাখিয়া মদিনা সম্মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন। সৈন্যগণের দক্ষিণপার্শ্বস্থ আয়নায়েন পাহাড়ে একটী সঙ্কীর্ণ পথ ছিল, তাহা রক্ষা করিবার জন্য হজরত মহম্মদ জোবায়েরের পুত্র আবদুল্লাকে ৫০ জন ধনুর্দ্ধারী সৈন্য সঙ্গে দিয়া তথায় স্থাপন করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, "আমাদের জয় হউক বা পরাজয় হউক, তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিও না"। শিবিরের পর্য্যবেক্ষণ ভার মাহাসান-আসাদির পুত্র ওকাসার হস্তে অর্পণ করিলেন। সৈন্যদিগের বামদিকের ভার আবদল আসাদ মখ্জমির পুত্র আবুসলামার হস্তে অর্পণ করেন। অলজারার পুত্র আবুওবেদা, আবিআক্কাসের পুত্র সায়াদ সৈন্যদিগের সম্মুখ-ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে "এবং স্মরণ কর, হে মহম্মদ যখন তুমি প্রভাতে স্বীয় আত্মীয়গণের নিকট হইতে বহির্গত হইলে, ও বিশ্বাসীদিগকে আত্মরক্ষার্থ যথাস্থানে স্থাপন করিলে; আল্লাহতায়ালা জ্ঞাতা ও শ্রোতা" (কো ৩য় সুরা)

এদিকে কোরেশ সৈন্যগণ সেই দিন ওহোদে আসিয়া উপনীত হইল।

কোরেশ সৈন্যগণের দক্ষিণ পার্শ্বের ভার অলিদের পুত্র খালেদ আর বাম পার্শ্বের ভার আক্‌রামা গ্রহণ করিয়াছিল। আবুসোফিয়ান সৈন্যগণের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ওমাইয়ার পুত্র সফওয়ান, কেহ কেহ বলেন, আসের পুত্র ওমর আরনায়েন গিরিবর্ত্মের দিকে দণ্ডায়মান হয়। ওবাইরাবিয়ার পুত্র আবছল্লা ধনুর্ধারীদিগের নায়কত্ব পদ গ্রহণ করিল। আবি তালহার পুত্র তালহা ও আবদুদদারের বংশীয়গণ পতাকা ধারণপূর্ব্বক স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তখন স্ত্রীলোক-গণ বদরের যুদ্ধে হত স্ব স্ব আত্মীয়গণের নামোল্লেখ করিয়া সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহারা পতাকাবাহীদিগকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হে আবদুদ দারের সন্তানগণ! সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হও, শত্রুদিগের নিকট গমন কর, কাহাকেও রক্ষা করিও না। তোমরা সুতীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ কর এবং নির্দ্দয়াস্তঃকরণবিশিষ্ট হও!" এক্ষণে মুসলমান ও কোরেশ-সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইল।

৭ই শওয়াল শনিবারের প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আবু আমের ৫০জন লোক সমভিব্যাহারে অগ্রে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। এক্ষণে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আবদুদদারের বংশোদ্ভব ৭ জন পতাকাবাহী ও কোরেশবংশীয় প্রধান প্রধান কতকগুলি পুরুষ সমরশায়ী হইলে শত্রুগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময়ে গিরিবর্ত্ম রক্ষক মুসলমান ধনুর্ধারিগণ লুণ্ঠনাশয়ে প্রলোভিত হইয়া হজরতের আদেশ ভুলিয়া গেল, তাহারা অবস্থানভূমি ত্যাগ করিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।* সেই সময়ে খালেদ ও আক্‌রামা উক্ত গিরিবর্ত্ম রক্ষকশূন্য দর্শন করিয়া এক দল সৈন্যসহ সেই স্থান অধিকার করিল এবং মুসলমান-সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াই

* কোরাণ শরিফ ৩য় সুরা, ১৪৬ আয়েত।

তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আবার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সময়ে আবুওজ্জার পুত্র সেবা হামজাকে আক্রমণ করিল। সেবা বলিয়াছিল, "যখন আমি হজরত হামজাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম যে, তিনি ক্ষুধার্ত্ত সিংহ তুল্য মেষরূপ কোরেশ-সৈন্যগণকে দুই হস্তে তরবারি গ্রহণ করিয়া সংহার করিতেছেন।" যখন সেবা হজরত হামজাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময়ে ওয়াসি নামক এক ব্যক্তি পাহাড়ের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, সে সুযোগ বুঝিয়া হঠাৎ আসিয়াই হজরত হামজাকে আঘাত করিল, হজরত হামজা সেই আঘাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ওয়াসি জোবায়েরের ক্রীত দাস; জোবায়েরের পিতৃব্য আত্‌বা বদরের যুদ্ধে হজরত হামজা কর্ত্তৃক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। হজরত হামজাকে বধ করিবার জন্য জোবায়ের ওয়াসিকে বলিয়াছিল, "যদি তুমি হামজাকে বধ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" আতবার কন্যা হেন্দাও হজরত হামজার বধের জন্য ওয়াসিকে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। তজ্জন্য ওয়াসি প্রাণপণে হজরত হামজার বধের চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু একাকী সাহস করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই। যখন সেবা এক দিক্ দিয়া হজরত হামজাকে আক্রমণ করিল, তখন ওয়াসি সুযোগক্রমে অন্য দিক্ দিয়া কয়েকবার তাঁহাকে গুপ্তভাবে আক্রমণ করিয়া, শেষে সফলকাম হইয়াছিল। ওয়াসি হজরত হামজার মৃতদেহ হেন্দার নিকট আনিলে, উগ্রমূর্ত্তি হেন্দা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সে হজরত হামজার নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি কাটিয়া লইয়া মালা প্রস্তুত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিল। আবু সোফিয়ান হজরত হামজার রক্তাক্ত দেহ বর্শাগ্রভাগে স্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

সেই সময়ে শত্রুরূপী শয়তান যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া ঘোষণা করিয়া দিল যে, হজরত মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে। মুসলমানগণ হজরতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "মহম্মদ খোদাতায়ালার প্রেরিত মানব ভিন্ন আর কিছুই নহে, নিশ্চয় তাহার পূর্ব্ব প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকগণের মৃত্যু হইয়াছিল, যদ্যপি সে মরিয়া যায়, তোমরা কি পশ্চাৎপদ হইবে?" (কো ৩য় সুরা)। হজরত ইহা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া শিষ্যগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন প্রায় অধিকাংশ মুসলমান পলায়ন করিয়াছিল, কেবল ১৪ জন শিষ্য আসিয়া হজরতের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে হজরত আবুবকর, হজরত আলি, ইয়াফের পুত্র আবদর রহমান, আবিআক্কাসের পুত্র সায়াদ, আসেমের পুত্র জোবের, আবদুল্লার পুত্র তালহা ও জারার পুত্র আবুওবেদা এই কয় জন মহাজের এবং মঞ্জেলের পুত্র হাবার, আবুদোজানা, সাবেতের পুত্র আসেম, সোমার পুত্র হারেস, হোনেফের পুত্র সোহেল, হোজায়েরের পুত্র ওয়াসেদ ও মায়াজের পুত্র সায়াদ এই কয়জন আন্‌সার ছিলেন। হজরত তাঁহাদিগকে বলেন, "আমার আদেশ অগ্রাহ্য করাতেই তোমরা এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা সাহসের সহিত আত্মরক্ষার্থ প্রবৃত্ত হও।" ইহা শুনিয়া হজরত আলি, জোবের, তালহা, হাবার, আবুদোজানা, আসেম, হারেস ও সোহেল এই কয়েক মহাত্মা মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার্থ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ওদিকে কোরেশগণের মধ্য হইতে আবদুল্লা কোমাইয়া, আবি আক্কাসের পুত্র আতবা, সাহাম্ জাহেরির পুত্র আবদুল্লা ও খলফের পুত্র ওবাই এই চারিজন হজরতকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া হজরতকে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ

করিল। আবিআকাসের পুত্র দুরাত্মা আতবা এক খণ্ড প্রস্তরের আঘাতে হজরতের একটী দন্ত ভাঙ্গিয়া দেয়।* তখন হজরত এই বলিয়া খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন, "হে দয়াময় তুমি ঐ সকল লোককে সৎপথ প্রদর্শন কর, কারণ উহারা জানে না যে, উহারা কি পাপ কার্য্য করিতেছে।"

মুসলমানগণ শত্রুদিগের সহিত পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর প্রভৃতি আহত হইলেন। কতকগুলি শিষ্য হজরতকে আহত অবস্থায় ওহোদের পাহাড়ে আনয়ন করিলেন। শত্রুগণ হজরতের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। আবুসোফিয়ান ওহোদের পাহাড়োপরি জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া দিল। কেহ কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত হামজার মৃত দেহ লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল। হজরত মহম্মদ, হজরত হামজার মৃতদেহ শত্রুদিগের নিকট দর্শন করিয়া মহাশোকান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যাহার অতুল বাহুবলে কোরেশবংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষগণ শমন-সদনে গমন করিয়াছে, অদ্য সেই মহাবীর হামজার কি দুর্দ্দশা! হে করুণাময়! তুমি তাহাকে স্বর্গবাসী কর।" কথিত আছে যে, হজরত জেব্রিলের প্রবোধবাক্যে হজরতের শোকসন্তপ্ত হৃদয় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। হজরত জেব্রিল তাঁহাকে

* এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১১৪ পৃঃ; আবুল ফেদা ৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, ৭ই শওয়াল ওহোদের যুদ্ধ সংঘটন হয়। তিব্রীর ৩য় খণ্ড ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, ৮ই শওয়াল, এবনে হেশাম বলেন যে, ৫ই শওয়াল এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণ ১১ই শওয়াল তারিখের উল্লেখ করেন। কিন্তু পারসিভাল সাহেব ও অন্যান্য ইতিবৃত্ত লেখকগণ বলেন যে, ১১ই শওয়াল (২৬শে জানুয়ারী) শনিবারে এই যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল।

সংবাদ দিয়াছিলেন যে, হামজা স্বর্গবাসী হইয়াছেন আর আল্লাহতাআলার নিকট তিনি "ধর্ম্মপ্রচারকের সিংহ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

মুসলমানগণ শত্রুদিগের বিজয়পতাকা দর্শন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইও না, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তোমরাই উন্নত।" (কো ৩য় সুরা)।

তৎপরে কোরেশগণ জানিতে পারিল যে, হজরত জীবিত আছেন। তখন আর তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। অনন্তর কোরেশগণ মক্কা নগরে যাত্রা করিল, হজরত কয়েকজন শিষ্যকে তাহাদের গমন পর্য্যবেক্ষণার্থ তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, যদি কোরেশগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করে, তাহা হইলে, তাহারা মদিনা আক্রমণ করিবে বুঝিতে হইবে; আর যদি উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করে, তাহা হইলে তাহারা মক্কায় গমন করিতেছে, বুঝিতে হইবে। কিন্তু কোরেশগণ উষ্ট্র-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মক্কায় গমন করিল। অনন্তর হজরত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান আর ২২ জন প্রধান প্রধান কোরেশ নিহত হইয়াছিলেন। হজরত মদিনায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধহত শিষ্যগণের আত্মীয়দিগকে নানারূপ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বিস্তৃতিভয়ে যুদ্ধের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত এখানে বর্ণনা করিলাম না। ওহোদের যুদ্ধ সম্বন্ধে কোরাণ শরিফে নিম্নলিখিত কয়েকটী আয়েত আছে; যথা—৩য় সুরার ১১৭—১২২; ১৩৪—১৫৪; ১৫৯—১৬২ আয়েত।

হামরায়লআসাদে কোরেশদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য হজরত মহম্মদের শিষ্যগণসহ গমন।

কোরেশ সৈন্যগণ ওহোদ-ক্ষেত্র হইতে মক্কায় গমন কালে পথিমধ্যে একস্থানে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। সেই স্থানে প্রধান প্রধান কোরেশগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, "আমরা আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া আসি নাই; মহম্মদকে বধ করাই আমাদের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহা ত সম্পন্ন করা হয় নাই; অতএব পুনরায় মদিনা আক্রমণ করিয়া মহম্মদকে ধ্বংস করিয়া আসা উচিত, তাহাকে বধ না করিয়া আমাদের মক্কায় প্রত্যাগমন করা উচিত নহে।" ফলে আবুজহলের পুত্র আক্‌রামা পুনরায় মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ান বলিল, "এক্ষণে আর হজরতকে আক্রমণ করা উচিত নহে, কেননা ওহোদের যুদ্ধে আওস ও খজরজ দলস্থ যাহারা যোগদান করে নাই, এবার তাহারা হজরতের সহিত যোগ দিয়া আমাদের ধ্বংস করিলেও করিতে পারে। ওহোদে আমরা জয়ী হইয়াছি, এবার পরাজিত হইলেও হইতে পারি; অতএব পুনঃ যুদ্ধসজ্জার আবশ্যক নাই।" কিন্তু আবুসোফিয়ান প্রভৃতি কোরেশগণ তাহার উপদেশ না শুনিয়া পুনঃ মদিনা আক্রমণার্থ বহির্গত হইল।

এদিকে হজরত কোরেশদিগের যুদ্ধ-সজ্জার সংবাদ পাইয়া বেলালকে বলিলেন, "বেলাল! তুমি চীৎকার করিয়া বল যে, সকলে কোরেশদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।" তদনুসারে বেলাল মুসলমানদিগকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে বলিলেন। হজরতও শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা ওহোদের যুদ্ধে গমন

করিয়াছিলে, এবার কেবল তাহারাই যুদ্ধার্থ সজ্জিত হও, তাহা হইলে কোরেশগণ জানিতে পারিবে যে, মুসলমানগণ ওহোদে আহত হইয়াও হীনবীর্য্য হয় নাই।” তখন ওহোদের যুদ্ধে আহত মুসলমানগণ হজ-রতের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। আবদুল্লার পীড়া বশতঃ তৎপুত্র জাবের ওহোদের যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই, তজ্জন্য এক্ষণে তিনি হামরায়লআসাদে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, হজরতও তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হজরত আলি পতাকা গ্রহণ করিলেন। হজরত মহম্মদ, এবনে মক্তুম্‌কে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া ওহোদের যুদ্ধের পর দিন অর্থাৎ ৮ই শওয়াল রবিবারে হামরায়লআসাদে যাত্রা করেন। তাঁহারা হামরায়ল-আসাদে উপনীত হইয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং সোমবার রাত্রে তথায় ৫০০ স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া শত্রুদিগকে আপনাদের আগমন সংবাদ জানাইলেন। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, “যাহারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও খোদাতায়ালা ও প্রেরিত-পুরুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম্ম ও ধৈর্য্যশীল হইয়াছে, তাহারা মহাপুরস্কার প্রাপ্ত হইবে”। (কো ৩য় সুরা।)

এই সময়ে একদল বণিক মদিনায় আসিতেছিল, পথে কোরেশ-দিগের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। আবুসোফিয়ান তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়া বলে যে, তোমরা যেখানে মুসলমান সৈন্য দেখিতে পাইবে, তথায় তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিও, কোরেশগণ তোমাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে আগমন করিতেছে।” সেই বণিক-দল হামরায়লআসাদে আসিয়া মুসলমানদিগের নিকট আবুসোফিয়ানের উক্তি জানাইল। মুসলমানগণ তাহা শুনিয়া বলিতে লাগিল, “আল্লাহ

আমাদের সহায় আছেন।"* কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "তাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় তোমাদের বিপক্ষে লোক সমবেত হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে ভয় কর; তৎপরে উহাতে তাহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি হইল এবং তাহারা বলিল, 'আমাদের আল্লাই যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য্যসম্পাদক'।" (কো ৩য় সুরা।)

আবিমাব্‌দ্‌খোজাইর পুত্র মাব্‌দ্‌ মক্কায় গমন কালে এইস্থানে হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ওহোদের যুদ্ধের সংবাদ লইলেন এবং হত ও আহত ব্যক্তিদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাব্‌দ্‌ তখন পর্য্যন্তও মুসলমান হন নাই, ইহার কিছুদিন পরে ইঁনি মুসলমান হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি ছিল। অনন্তর মাব্‌দ্‌ তথা হইতে মক্কায় যাত্রা করেন। পথিমধ্যে রুহা নামক স্থানে কোরেশদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আবুসোফিয়ান মাব্‌দ্‌কে মদিনা হইতে আসিতে দেখিয়া হজরতের কথা জিজ্ঞাসা করিল। মাব্‌দ্‌ বলিলেন, "হজরত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে হামরায়লআসাদে তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া কোরেশগণ মহাচিন্তিত হইল। তখন সাফোয়ান বলিল, "আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইল।" তৎপরে কোরেশগণ আর অগ্রসর না হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

হজরত কোরেশদিগের মক্কায় গমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারা হামরায়লআসাদে বিপক্ষ কোরেশদলস্থ আবুগজয়া ও মগিরার পুত্র মোভিয়াকে বন্দী করিয়াছিলেন। আবুগজয়া পূর্ব্বে বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের নিকট বন্দী হইয়াছিল, সে আর কখন মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবে

* এবনে হেশাম ৫৯০পৃঃ।

না বলায় হজরত মহম্মদ তাহাকে বিনা অর্থে বন্দী হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সে আবার মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছে বলিয়া, প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইল।

মোভিয়া পূর্ব্বে কখন মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, তজ্জন্য হজরত তাহাকে এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন "তুমি তিন দিনের মধ্যে মদিনা নগর ত্যাগ করিও, নচেৎ কালগ্রাসে পতিত হইবে।" কিন্তু সে তথাপি মদিনায় অবস্থিতি করিয়া কোরেশদিগের গুপ্তচরের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিল। অবশেষে জয়দ ও অম্মর ৫।৬ দিন পরে হামরায়ল-আসাদ হইতে মদিনায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ বধ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী।

রজির যুদ্ধ।

আজল ও কারা নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যস্থলে রজি নামক একটী কূপ ছিল। এই কূপের চতুর্দ্দিকে হোজেলবংশীয় ইহুদীগণ বাস করিত। হোজেলবংশের দলপতি খালেদের পুত্র সোফিয়ান কয়েকজন লোক সমভিব্যাহারে ওহোদ যুদ্ধজয়ী মক্কানগরস্থ কোরেশদিগের নিকট গিয়া তাহাদের জয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময়ে সায়াদের কন্যা আবিতালহার স্ত্রী সোফালা তাহাদিগকে বলিল, "যে ব্যক্তি আমার চারিটী পুত্রের হত্যাকারী সাবেতের পুত্র আসেম, ওবেদুল্লার পুত্র তালহা আর আয়ামের পুত্র জোবায়ের প্রভৃতির মধ্যে যাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আমার নিকট আনিতে পারিবে, আমি তাহাকে ১০০ উষ্ট্র পারিতোষিক দিব।" সোফিয়ান সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া পারিতোষিক পাইবার আশায় উক্ত কার্য্যসম্পন্ন করিতে মনস্থ করিল। অতঃপর সোফিয়ান স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া আপনাদের দলস্থ ৭ জন লোককে এই বলিয়া মদিনায় পাঠাইয়া দিল, "তোমরা হজরতের নিকট গিয়া বলিও, 'আমাদের দলস্থ লোকগুলি ইস্‌লামধর্ম্মের রীতিনীতি ও উপদেশাদি শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, তজ্জন্য আপনি কয়েকজন শিষ্যকে আমাদের বাসস্থানে পাঠাইয়া দিন, এই আমাদের প্রার্থনা'।" হজরতের নিকট এইরূপ

বলিয়া পাঠাইবার কারণ এই যে, সোফিয়ান মনে করিয়াছিল, হজরত এইরূপ প্রতারণাপূর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া আসেম, তালহা ও জোবায়ের প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্যের মধ্যে একজনকেও পাঠাইলে পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে সে নির্ব্বিঘ্নে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সোফালার নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আবার সোফিয়ান ঐ ৭ জন লোককে মদিনায় আসেমের গৃহে গিয়া অবস্থিতি করিতেও বলিয়া দিয়াছিল।

সোফিয়ান-প্রেরিত লোকগুলি মদিনায় উপস্থিত হইয়া আসেমের পিতা সাবেতের গৃহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহারা কয়েকদিন সাবেতের গৃহে অবস্থিতি করিয়া আসেমের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল এবং তাঁহাকে তাহাদের বাসস্থানে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। হজরত তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সাবেতের পুত্র আসেম, আদির পুত্র খোবায়েব, মোরসেদ, তারেখের পুত্র আবদুল্লা, আবিলবো, কায়েবের পুত্র খালেদ ও দাসেনার পুত্র জয়দ প্রভৃতি ১০ জন শিষ্যকে তাহাদের সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন।

তাঁহারা আস্‌ফান ও মক্কার মধ্যস্থ হোদা নামক স্থানে উপনীত হইলে একজন লোক সোফিয়ানের নিকট গিয়া সংবাদ দিল, "মদিনা হইতে মুসলমানগণ আসিতেছে, আসেমও তাহাদের সঙ্গে আছে।" সোফিয়ান আসেমের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহানন্দিত হইল এবং ২০০ লোক সঙ্গে লইয়া রজি কূপের নিকট যাত্রা করিল। মুসলমানগণ রজিকূপের নিকট উপনীত হইয়া হোজেল-বংশীয়দিগকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত দর্শন করিয়া ভীত হইলেন এবং আত্মরক্ষার্থ নিকটস্থিত পাহাড়োপরি আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে খালেদ

আসেমকে বলিলেন, "তোমার অতিথিগণ বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া আসেম বলিলেন, "হজরতও এই সংবাদ জেব্রিলের নিকট অবগত হইয়াছেন।" সেই সময়ে হজরত ও জেব্রিলের নিকট শিষ্যগণের বিপদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মদিনাস্থ শিষ্যগণকে ডাকাইয়া সমুদয় বিবরণ বলিলেন। এদিকে আসেম কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন এবং অপর ৬ জন মুসলমান প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। কেবল আদির পুত্র খোবায়েব, দাসেনার পুত্র জয়দ ও তারেখের পুত্র আবদুল্লা শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু আবদুল্লা বন্দী হওয়ার পরে কোন প্রকারে বন্ধনরজ্জু ছিন্নপূর্ব্বক শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া হত হন। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, অধিকন্তু স্বর্গবাসী হইবেন বলিয়া, আনন্দিত হইয়াছিলেন।

হারেসের কন্যা স্বীয় পিতৃহন্তা খোবায়েবকে ১০০ উষ্ট্র দ্বারা ক্রয় করিল এবং কোরেশদিগকে তাঁহাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিতে অনুমতি দিল। তদনুসারে ৪০ জন কোরেশ বল্লভ দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। খোবায়েব মৃত্যুর পূর্ব্বে নামাজ পড়িবার জন্য একটু সময়ের প্রার্থনা করিলে তাহারা তাঁহাকে নামাজ পড়িতে অনুমতি দিল। কিন্তু কাবার দিকে মুখ ফিরাইয়া নামাজ পড়িতে দিল না, তাহাতে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়ই আল্লাতালার দিক্, যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া নামাজ পড়িলে পাপ হয় না। অবশেষে তিনি শত্রুদিগের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কাবার দিকে এক বার মুখ করিলেন এবং পরে আবার নামাজ পড়িলেন। তৎপরে তিনি গতাসু হন। ওমাইয়ার পুত্র সোফিয়া দাসেনার পুত্র জয়দকে ৫০টী উষ্ট্র দ্বারা ক্রয় করিয়াছিল।

কোরেশগণ খোবায়েবের মৃতদেহ রজিকূপের নিকট টাঙ্গাইয়া রাখিল। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, আরবের লোকগণ জানিতে পারিবে যে, কোরেশগণ মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিতে সক্ষম। হজরত এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া খোবায়েবের মৃতদেহ মদিনায় আনিবার জন্য আসামের পুত্র জোবের এবং আসোয়াদের পুত্র মক্দাসকে রজি-কূপের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা দুই জনে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রজি কূপের নিকট যাত্রা করিলেন, এবং দিবসে কোন পর্ব্বত-গুহায় কিম্বা বন মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া রজনী সমাগমে বহির্গত হইয়া গমন করিতেন। এইরূপে কয়েক রাত্রি গমনের পর একরাত্রে রজি কূপের নিকট উপনীত হইয়া গুপ্তভাবে খোবায়েবের মৃতদেহটী অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া দ্রুতবেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শত্রুগণ প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া খোবায়েবের মৃতদেহ দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল এবং তাহাদের মধ্যে ৭০ জন-অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা পথিমধ্যে খোবায়েবের মৃতদেহসহ জোবের ও মক্-দাসকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল। জোবের ও মক্দাস বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া খোবায়েবের মৃতদেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে, পৃথিবীও তৎক্ষণাৎ মৃতদেহটী উদরসাৎ করেন। কোরেশগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও খোবায়েবের দেহ না পাইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। খোবায়েবের মৃতদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া যাওয়াতে, লোকে তাঁহাকে "বলি-অল-আর্জ্জ" বলিত। আসেমের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল বলিয়া সোফিয়ান সোফালার নিকট হইতে অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রাপ্ত হয় নাই। কথিত আছে, আসেমের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ শূন্যে উঠিয়া গিয়াছিল।

খালেদের পুত্র সোফিয়ানের হত্যা।

ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদিগের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বনি লহিয়ান ও বনি কোরায়জা প্রভৃতি ইহুদী দলস্থ লোকগণ মুসলমানগণের পতনোম্মুখকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। খালেদের পুত্র সোফিয়ান তাহাদের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়া বতনেআরণা নামক স্থানে সকলে একত্রিত হইল। হজরত ইহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ওনসের পুত্র আবদুল্লাকে তাহাদের যুদ্ধসজ্জা ও কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণার্থ পাঠাইয়া দিলেন। আবদুল্লা বতনেআরণা নামক স্থানে উপনীত হইয়া গুপ্তভাবে সোফিয়ানকে হত্যা করেন।

বনি আসাদ দলস্থ ইহুদীগণের সহিত যুদ্ধ।

বনি আসাদ দলস্থ লোকগণ হজরতের সহিত যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তাহা ভঙ্গ করিয়া মদিনা আক্রমণার্থ সৈন্য-সংগ্রহ করিতে লাগিল। হজরত ইহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আবদল-আসাদ মখ্‌জমির পুত্র আবুসাল্‌মা আবদুল্লাকে ১৫০ জন লোক সমভি-ব্যাহারে তাহাদের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করিতে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে জারার পুত্র আবুওবেদা, আবিঅাক্কাসের পুত্র সায়াদ এবং হোজায়েরের পুত্র ওসায়েদ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান মুসলমান গিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলে হায়েসের পুত্র কায়েস, তাল্‌হা ও খোয়েলদ্‌ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইহুদীগণ যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে আবিঅাক্কাসের পুত্র সায়াদ একজন শত্রুকে বধ করিয়াছিলেন। শত্রুদিগের মধ্যে কেহ

কেহ মুসলমানদিগের নিকট বন্দী হইল এবং অবশিষ্টগণ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। এইরূপে বনি আসাদ দলস্থ ইহুদীগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল।

বীর মউনার যুদ্ধ।

মক্কা ও আস্‌ফান নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ বনি হোজেল দলস্থ ইহুদীদিগের বাসস্থানের মধ্যস্থলে বীর মউনা * নামক স্থান অবস্থিত। এই বৎসরে বীরমউনাস্থ মালেকের পুত্র আবুবারাঃআমের মদিনায় হজরতের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হজরত তাহাকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন। যদিও তখন সে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তথাপি উক্ত ধর্ম্মের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিল, "এক্ষণে আমি আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ করিব না, আপনি নজ্‌দ্ ও বনি আমের দলদ্বয়কে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য শিষ্য পাঠাইয়া দিন, তাহারা আপনার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বিশেষ উৎসুক হইয়াছে। তাহারা মুসলমান হইলে পরে আমি ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিব, নচেৎ তাহাদের নিকট বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।" হজরত বলিলেন, "নজ্‌দের অধিবাসিগণের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই, আমার শিষ্যগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাহাদিগকে হত্যা করিলেও করিতে পারে।" অবশেষে আবু-বারাঃআমেরের অনেক অনুনয়ে হজরত তাহার সঙ্গে ৩০ জন শিষ্যকে

---

* বীর মউনা একটী কূপের নাম; এই কূপের নাম হইতেই তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি বীর মউনা নামে অভিহিত হইত।

পাঠাইয়া দিলেন। (১) ঐ সকল শিষ্যের মধ্যে আন্‌সার ও মহাজের এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ওমরের পুত্র মন্‌জের তাঁহাদের নেতা হইলেন। হজরত মহম্মদ নজ্‌দ্‌ ও বনি আমের দলস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন এবং যথাকালে শিষ্যগণ আবুবারাঃ আমেরের সহিত যাত্রা করিলেন।

আবুবারাঃআমেরের তোফেল নামক এক ঘোর মুসলমান বিদ্বেষী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। মুসলমানগণ বীরমউনায় উপনীত হইয়া ওমাইয়া-জামেরির পুত্র অমর ও সোমায়তারের পুত্র হারেসের নিকট স্ব স্ব উষ্ট্র ময়দানে চরাইতে পাঠাইয়া দিলেন এবং মালেকের পুত্র হারামের হস্তে হজরতের একখানি পত্র দিয়া তোফেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হারাম তোফেলের নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে অভয় প্রদান করিলে, আমি হজরতের আদেশগুলি আপনার নিকট বিবৃত করিতে প্রস্তুত আছি।" এই সময়ে তোফেলের ইঙ্গিতানুসারে এক ব্যক্তি হারামের পশ্চাতে আসিয়া আঘাত করিল, সেই আঘাতেই তিনি হত হন। মৃত্যুকালে তিনি বলিলেন, "হজরতের আদেশ প্রতিপালনে আমার প্রাণ গেল, ইহাতে আমি আপনাকে সৌভাগ্যশালী বোধ করিতেছি।" তৎপরে তোফেল বনি আমেরদলস্থ লোকগণকে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তাহারা বলিল, "আমাদের দলপতি আবুবারাঃআমের যাহাদিগকে আশা দিয়া আমাদের দেশে আনিয়াছেন, আমরা কখনই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না।"

অনন্তর তোফেল, সোলেম, ওসাইয়া, রেয়েল ও জাকোয়ানদলস্থ

(১) কেহ বলেন ৪০ জন, কেহ বলেন ৭০ জন শিষ্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাদিসে কেবল মাত্র ১৬ জন মুসলমানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহুদীগণের নিকট সৈন্য সংগ্রহার্থ দূত পাঠাইল। তাহারা সকলে বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে তোফেলের সহিত যোগ দিল এবং বীরমউনায় আসিয়া মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। ওমরের পুত্র মনজের বন্দী হইলেন, কিন্তু তিনিও শেষে যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই সময়ে হজরত মহম্মদ জেব্রিলের নিকটে শিষ্যগণের মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া মদিনাস্থ শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমাদের ধর্ম্মবন্ধুগণ বীরমউনায় কাফেরদিগের হস্তে হত হইতেছে এবং তোমাদের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছে।"

এদিকে অমর ও হারেস ময়দান হইতে উষ্ট্র লইয়া বীর মউনায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তথায় মাংসাশী পক্ষিগণ উড়িতেছে আর বিধর্ম্মীর দল অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে। তৎপরে তাঁহারা একটী উচ্চস্থানে উঠিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের সহচরগণ সকলেই ধরাশায়ী হইয়াছেন। তখন অমর, হারেসকে বলিলেন, "হজরতের নিকট গিয়া ইহার সংবাদ দেওয়া উচিত।" কিন্তু হারেস বলিলেন, "না, তাহা হইবে না; চল আমরাও ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।" তৎপরে হারেস যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন এবং শত্রুগণ অমরকে বন্দী করিল।

তোফেলের জননী কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, "আমি একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিব।" তোফেল মাতৃ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য অমরকে বন্দী মুক্ত করিয়া দিল। পরে তোফেল অমরকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া গিয়া বলিল, "এই মৃতব্যক্তিদিগের মধ্যে তোমার সহচরগণকে কি চিনিয়া লইতে পার?" অমর এক এক করিয়া সহচরগণকে চিনিতে পারিলেন, কেবল ফোহায়রার পুত্র আমেরের

মৃতদেহ তথায় দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে তোফেল বলিল, "আমি যুদ্ধকালে দেখিয়াছিলাম যে, 'আমেরের মৃতদেহ ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে'।" তাহা শুনিয়া অমর বলিলেন, "আমের পরম ধার্ম্মিকপুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথমে হজরত আবুবকরের স্ত্রী আয়েসা খাতুনের জননীর ক্রীতদাস ছিলেন, পরে হজরত আবুবকর তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেন। তিনি প্রথমে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং হজরত মহম্মদ ও হজরত আবুবকরের সমভিব্যাহারে মক্কা হইতে মদিনায় আগমন করেন।" তোফেল আমেরের মৃতদেহ স্বর্গে উত্থিত হইয়া যাওয়া স্বীকার করিয়াও হিংসাবশতঃ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল না।

বনি কালব দলস্থ সোলেমের পুত্র জবার আমেরকে হত্যা করিয়াছিল। এই যুদ্ধের কিছুদিন পরে জবার মুসলমান হইয়াছিল, তখন সে বলিয়াছিল, "যখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরকে হত্যা করিয়াছিলাম, তখনই তাহার মৃতদেহ ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিল।"

বনি নজির দলস্থ ইহুদীদিগের সহিত যুদ্ধ।

এই বৎসরে একদা একজন মুসলমান পথিমধ্যে বনি আমের দলস্থ দুই জন নিরস্ত্র ইহুদীকে শত্রু মনে করিয়া হত্যা করেন। হজরত ঐ ইহুদীদলের সহিত পূর্ব্বে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এক্ষণে তাহারা ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যার ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য হজরতকে পত্র লিখিল। হজরত এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় অবগত হইয়া উক্ত মুসলমানকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "কেন, তুমি উহাদিগকে বধ করিলে? উহারা ত আমাদের সহিত কোনরূপ

শত্রুতাচরণ করে নাই, পরন্তু আমাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে।" সে ব'লল, "আমি ভ্রমবশতঃ বধ করিয়াছি।" ফলতঃ হজরত তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা উপযুক্ত মনে করিয়া মদিনার ৪।৫ ক্রোশ দূরস্থ বানি নজির ও বানি কোরায়জা প্রভৃতি ইহুদী দলগুলির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়ে বনি নজিরদলস্থ ইহুদীগণ তাঁহাকে স্বীয় আবাসে নিমন্ত্রণ করিল। হজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত আলি, তালহা জোবের, মায়াজের পুত্র সায়াদ, হোজায়েরের পুত্র ওসায়েদ এবং আবাদার পুত্র সায়াদ প্রভৃতি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তাহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলেন।

বনি নজির দলপতি তাহার গৃহ প্রাঙ্গণে হজরতের উপবেশনার্থ স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিল। হজরত তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদের বাসগৃহের প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়া বসিলেন। ইহুদীগণ হজরতকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) বলিয়া আহ্বান করিল। হজরতকে আবুল কাসেম বলিবার কারণ এই যে, তাঁহার "কাসেম" নামক একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ইহুদীগণ তাঁহাকে আবুল কাসেম বলিত, ভ্রমেও তাঁহাকে হজরত মহম্মদ বলিয়া ডাকিত না। যেহেতু তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ তওরাতে হজরত মহম্মদ "শেষ ধর্ম্মপ্রচারক" বলিয়া লিখিত আছে। এখন যদি তাহারা তাঁহাকে হজরত মহম্মদ বলিয়া আহ্বান করে, তবে শেষধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে তাহারা হজরতকে আবুল কাসেম বলিয়া ডাকিত।

এই সময়ে হজরতের চিরশত্রু আখতাবের পুত্র হাই বলিল, "মহম্মদকে বধ করিবার এই উপযুক্ত সময়, এই সময়ে একজন লোক গৃহের ছাদোপরি আরোহণ করিয়া তাহার মস্তকোপরি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইবে।" তখন অন্যান্য ইহুদীগণ তাহার প্রস্তাবে অনুমোদন

করিল। জোহানের পুত্র ওমর উক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। এই সময়ে মেস্‌কাসের পুত্র সালামা বলিল, "তোমরা হজরত মহম্মদকে বধ করিতে অগ্রসর হইও না, যদি তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে আমাদের সহিত হজরতের যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভঙ্গ করা হইবে এবং তিনি এই সংবাদ এখনই জেব্রিলের নিকট অবগত হইতে পারিবেন। অতএব সকলে নিরস্ত হও।" কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

অনন্তর ওমর ছাদোপরি হইতে তাঁহার মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ করিলে হজরত জেব্রিল তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, "তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ শত্রুগণ তোমাকে হত্যা করিবে।" হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া এক এক করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুষ্ট ইহুদীগণ হজরতকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে না দেখিয়া কেনানা নামক এক বিজ্ঞ ইহুদীর নিকট হজরতের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কেনানা বলিল, "হে লোকসকল! খোদাতায়ালা তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় অবগত হইয়া তোমাদের হস্ত হইতে হজরতকে রক্ষা করিয়াছেন। তোমরা আর প্রতারিত হইও না। তওরাতে যে শেষ ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব হইবার বিষয় উল্লিখিত আছে, ইনিই সেই শেষধর্ম্মপ্রচারক। ইনি তোমাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেও করিতে পারিবেন, অতএব যদি তোমরা মঙ্গল চাও, তবে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ কর।" ইহা শুনিয়া ভ্রান্ত ইহুদীগণ বলিল, "আমরা নির্ব্বাসিত হইব, তথাপি হজরত মুসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না।"

এদিকে হজরত মদিনায় উপনীত হইয়া মোসলেমার পুত্র মহম্মদকে

বনি নজিরদলস্থ ইহুদীগণের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, "তুমি বনি নজির দলস্থ ইহুদীদিগের নিকট গিয়া বল, তোমরা দশ দিনের মধ্যে এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।" মহম্মদ-বেন-মোসলেমা অবিলম্বে বনি নজিরদলস্থ ইহুদীদিগের বাসস্থানে উপনীত হইয়া হজরতের আদেশ প্রচার করিলেন। তাহারা সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমরা এই স্থান হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছি।" ইতি মধ্যে আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল তাহাদের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "তোমরা দেশ ত্যাগ করিও না, আমি তোমাদিগের সাহায্যার্থ ১০,০০০ লোক প্রেরণ করিতেছি, আর বনি কোরায়জা ও বনি গাৎফান দলদ্বয় তোমাদের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়াছে।" তখন বনি নজির দলস্থ ইহুদীগণ উৎসাহিত হইয়া মুসলমানদিগকে বলিয়া পাঠাইল যে, আমরা দেশ হইতে চলিয়া যাইব না, তোমাদের যাহা ইচ্ছা, করিতে পার। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হজরত এবনে-মকতুমকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যাত্রা করিলেন। হজরত আলি পতাকা হস্তে অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

বনি নজির দলস্থ ইহুদীগণ হজরতের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সপরিবারে জহরা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং তন্মধ্যে আসিয়া মুসলমানগণের উপর প্রস্তর ও তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ভাবে যুদ্ধ চলিল। হজরত আলি ও হজরত আবুবকর তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহুদীগণ আবদুল্লার সাহায্যের আশায় ১৫ দিবস পর্য্যন্ত দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিল। সোহেলি বলেন, "এই সময়ে হজরত ইহুদীদিগকে ভয় প্রদর্শনার্থ সালামের পুত্র আবদুল্লা এবং আবুলয়ালিকে যে সকল খর্জ্জুর বৃক্ষে ফল হইত না, তাহাই ছেদন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।" পঞ্চদশ দিবস পরে

ইহুদীগণ আবদুল্লার সাহায্য না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়া হজরতের নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইল, "আমরা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি, অতএব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।" হজরত মহম্মদ দূতকে বলিলেন, "ইহুদীগণ স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আহারীয় দ্রব্যাদি উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া লইয়া যাউক, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।" তদনুসারে তাহারা ৬০০ উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া স্ব স্ব খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া দুর্গ মধ্য হইতে বহির্গত হইল। তাহারা কেহ খয়িবার, কেহ বা খায়বার প্রভৃতি স্থানে গমন করিল। এই ঘটনা চতুর্থ হিজরীর রবিয়ল আউল মাসে সংঘটন হইয়াছিল। *

বনি নজিরের বিপক্ষে হজরতের যুদ্ধ যাত্রার বিষয়ে এবনে অকবা নামক একজন অতি প্রাচীন ইতিবৃত্ত লেখক বলেন, "বনি নজির দলস্থ ইহুদীগণ মক্কা নগরস্থ কোরেশগণের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মদিনা আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ ও প্রস্তর আঘাতে হজরতের মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যোগ করিয়াছিল, তজ্জন্য হজরত মহম্মদ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন।"

এবনে মারদোভিয়, হামিদের পুত্র আবদ্ আর আবদুরাজজ প্রভৃতি ইতিবৃত্ত লেখকগণ বলেন যে, বদরের যুদ্ধের পর কোরেশগণ মদিনা নগরস্থ ইহুদীদিগকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন—"তোমরা হজরত মহম্মদকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা কর।" সেই উত্তেজনাতেই তাহারা প্রথমে তাহাদের সন্ধি ভঙ্গ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, পরে যুদ্ধ সংঘটন হয়।

ইহুদীগণ ৫০টী বর্ম্ম, ৫০টী পতাকা, ৩৪০ খান তরবারি ও গৃহাদি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। হজরত তৎসমুদয় গ্রহণ করিয়া একদিন শিষ্য-

* এবনে হেশাম, আবুল ফেদা ও তিব্রীর মতে এই ঘটনা সফর মাসে সংঘটন হইয়াছিল।

মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আনসারগণ! যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি নজির দলস্থ লোকদিগের ধন সম্পত্তি তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মহাজেরগণ পূর্ব্ববৎ তোমাদের গৃহে অবস্থিতি করিবে, ইহা যদি তোমাদের অনভিমত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ধন সম্পত্তি দ্বারা মহাজেরদিগের গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিই, তাহা হইলে আর তাহারা তোমাদের গলগ্রহ হইবে না।" ইহা শুনিয়া সমবেত আনসারগণের মধ্য হইতে মায়াজের পুত্র সায়াদ, আবাদার পুত্র সায়াদ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান আনসার বলিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষ! আমাদের ইচ্ছা যে, ইহুদীদিগের ধন সম্পত্তি মহাজেরদিগকে ভাগ করিয়া দিউন, এবং তাঁহারা যেরূপ আমাদের আলয়ে বাস করিতেছেন, সেইরূপই বাস করুন, তাঁহাদের দ্বারা আমাদের গৃহাদি উজ্জ্বল ও পবিত্র হইয়াছে ও হইবে।" ইহা শুনিয়া হজরত আনসারদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।* তৎপরে হজরত ঐ সকল ধন সম্পত্তি মহাজেরগণকে ও দুই জন দরিদ্র আনসারকে দান করিলেন।† মহাজেরগণ তদ্দ্বারা স্ব স্ব বাসগৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। মায়াজের পুত্র সায়াদ ইহুদীদিগের ধন সম্পত্তির মধ্য হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বনি নজির-দলস্থ ইহুদীদিগের দেশত্যাগ সম্বন্ধে কোরাণ শরিফে নিম্নলিখিত কয়েকটি আয়েত উক্ত হইয়াছে। ৫৯ সুরার ২—১৪ আয়েত।

এই বৎসরে হজরতের দৌহিত্র, ওসমানের পুত্র আবদুল্লা, খোজায়মার কন্যা জয়নাব এবং আবু সালমা-বেনল-আসাদ-মখজুমির মৃত্যু হয়। এই বৎসরেই আবু তালেবের স্ত্রী বীরবর হজরত আলির জননী কালগ্রাসে পতিত

---

* এই বিষয় কোরাণ শরিফের হশর সুরায় নবম আয়েতে উক্ত হইয়াছে।

† এবনে হেশাম ৬৫৪ পৃ, এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৫৩ পৃ, তিবরী ৩য় খণ্ড ৫৪পৃ।

হন। তিনি হজরতকে বাল্যকালে অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হজরত তাঁহার মুমূর্ষাবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে তিনি মাতৃ-শোকের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। বখি-নামক সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছিল। হজরত স্বয়ং সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করত তাঁহার আত্মার জন্য আল্লাহতায়ালার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই বৎসরে হজরত মহম্মদ ওম্মে সালেমাকে বিবাহ করেন। ওম্মে সালেমা কোরেশদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার স্বামীর সহিত আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি মদিনায় আসিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং কেহই তাঁহার ভরণ-পোষণ করিতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে হজরত মহম্মদ সেই নিঃসহায়া মহিলার প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই বৎসর সাবান মাসে হজরত আলির ভুবন বিখ্যাত পুত্র মহাত্মা হোসেন জন্মগ্রহণ করেন।

বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ।

ওহোদের যুদ্ধকাণ্ড শেষ হইয়া গেলে আবু সোফিয়ান মুসলমানদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, "হে মুসলমানগণ! আগামী বৎসরে আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিব।" ইহা শুনিয়া হজরত মহম্মদের আদেশানুসারে হজরত ওমর আবুসোফিয়ানকে বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যৎ খোদাতায়ালার উপর নির্ভর, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইবে।"

অনন্তর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর গত হইল। আবু সোফিয়ান অঙ্গীকৃত মদিনা আক্রমণের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে মসুদ আসজাইর পুত্র নয়িম মদিনা হইতে মক্কায় আসিয়া কোরেশ দিগকে বলিল, "এ বৎসর মুসলমানগণ অনেক যুদ্ধাস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমাদের সহিত সম্মুখীন হইবার জন্য বহ্বাড়ম্বরে যুদ্ধসজ্জা করিতেছে" ইহা শুনিয়া আবু সোফিয়ানের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইল। পরে সে নয়িমকে বলিল, "এই বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমাদের দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এমন কি ময়দানে পশুদিগের আহারোপযোগী তৃণলতাদি পর্য্যন্ত নাই, সমুদয়ই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমরা এবার মদিনা আক্রমণ করিতে পারিব না। অতএব যদি তুমি মদিনায় গিয়া মুসলমানদিগকে বল যে, কোরেশগণ অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তাহা শুনিয়া যদি তাহারা ভয়ে যুদ্ধার্থ বহির্গত না হয়, তাহা হইলে আমরা আর অঙ্গীকার-ভঙ্গ-দোষে দোষী হইব না। এই কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে আমরা তোমাকে ২০টী উষ্ট্র পুরস্কারস্বরূপ দিব।" নয়িম পুরস্কারের আশায় উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

নয়িম মদিনায় উপনীত হইয়াই মস্তকমুণ্ডন করিল। কারণ সে মনে করিয়াছিল যে, এইরূপ করিলে মুসলমানগণ জানিতে পারিবে যে, সে মক্কায় ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়াছিল। তৎপরে সে মুসলমানগণের নিকট গিয়া বলিল, "আমি মক্কায় ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়াছিলাম; সেখানে দেখিয়া আসিলাম, কোরেশগণ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তোমাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ মদিনা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।" ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ ভীত হইলেন ও শত্রুর

সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরত ওমর ও হজরত আবুবকর, হজরত মহম্মদকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। হজরত ওমর বলিলেন, "আমরা এই বৎসরে কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখীন হইব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, যদ্যপি আমরা তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ অপরাধে অপরাধী হইব।" ইহা শুনিয়া হজরত শিষ্যগণকে যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিলেন। তিনি রয়াহার পুত্র আবদুল্লাকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন ও হজরত আলির হস্তে পবিত্র পতাকা দিলেন। তৎপরে ১৫০ জন শিষ্য ও ১০টী অশ্ব লইয়া হজরত মহম্মদ বদরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আহারীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে খর্জ্জুর ও অন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া গেলেন। তাঁহারা বদরে ৮ দিবস অবস্থান করিয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিলেন, অবশেষে কোরেশদিগের কোন সন্ধান না পাইয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। ইহার বিষয় কোরাণশরিফের ৩য় সুরার ১৬৭ আয়েতে উক্ত হইয়াছে।

ওদিকে আবুসোফিয়ান ২০০০ সৈন্য ও ৫০টী অশ্ব লইয়া মুসলমানদিগকে ভয়প্রদর্শনার্থ মক্কা হইতে বহির্গত হইল। তাহারা মক্কার ৮ মাইল দূরস্থিত মারবোজাহায়ান নামক স্থানে উপনীত হইয়া মুসলমানগণের যুদ্ধসজ্জার বিষয় জানিতে পারিয়া ভীত হইল এবং অগ্রসর হইতে আর সাহস করিল না, মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আবুসোফিয়ান মক্কায় উপনীত হইয়া প্রচার করিয়া দিল যে, "প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে ময়দান শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তথায় পশুগণের আহারোপযোগী কোনরূপ তৃণলতাদিও নাই। এইরূপ অবস্থায় প্রচণ্ড মরুভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক মদিনায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে সৈন্য ও উষ্ট্রগণ অনাহারে ও জলাভাবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। আমি এই বিবেচনায় এ বৎসর

মদিনা আক্রমণে ক্ষান্ত থাকিলাম।" ইহা শুনিয়া ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ান আবুসোফিয়ানকে বলিল, "এই বৎসর যুদ্ধ করিবে বলিয়া মুসলমানগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারিলে না। ইহাতে মুসলমানগণ আমাদিগকে হীনবীর্য্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছে, আর তাহারা আমাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে। অতএব তাহাদের ক্ষমতা ধ্বংস করিতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত" আবুসোফিয়ান ইহাতে অবমানিত বোধ করিয়া সেই সময় হইতে পরিখার (খন্দকের) যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল।

সাবেতের পুত্র জয়দের হিব্রুভাষা শিক্ষার বিষয়।

যখন হজরত মহম্মদ ইহুদীদিগকে পত্রাদি লিখিতেন তখন তাহা একজন ইহুদী দ্বারা লেখাইয়া লইতেন, এবং ইহুদীদিগের পত্রাদি আসিলে কোন ইহুদী দ্বারা পড়াইয়া লইতেন। ইহাতে তাঁহার বড়ই অসুবিধা হইত, কারণ ইহুদীগণ তাঁহাকে হিব্রুভাষায় পত্র লিখিত। সেই চিঠি ইহুদীর দ্বারা পড়াইয়া লইতেন বলিয়া অনেক সময় প্রকৃত কথা শুনিতে পাইতেন কিনা সন্দেহ, পক্ষান্তরে ইহুদীদিগকে যে চিঠি লিখিতেন, তাহা ইহুদী দ্বারা লেখাইয়া লওয়া হইত বলিয়া প্রকৃত কথাগুলি লিখিত হইত কিনা, তদ্বিষয়েও সন্দেহ থাকিত। এই সমুদয় অভাব দূরীকরণ মানসে হজরত মহম্মদ সাবেতের পুত্র জয়দকে হিব্রুভাষা শিক্ষা করিতে আদেশ দেন। জয়দ অতিশয় যত্নসহকারে ১৫ দিবসের মধ্যে হিব্রুভাষায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে,

আবশ্যক হইলে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করায় কোনরূপ পাপ হয় না; যদি পাপ হইত, তাহা হইলে হজরত মহম্মদ কখনই জয়দকে হিব্রুভাষা শিক্ষা করিতে অনুমতি দিতেন না।

চোরের দণ্ড।

একদিন বনি জাফর সম্প্রদায়স্থ ওবায়রকের পুত্র তোওমা তাহার প্রতিবেশী নওমানের পুত্র কাতাদার গৃহমধ্য হইতে একটী বর্ম্ম চুরি করে, এবং তাহা একটী ময়দাপূর্ণ থলিয়ার মধ্যে স্থাপন করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু থলিয়ার ছিদ্র দিয়া পথিমধ্যে ময়দা পড়িতে আরম্ভ হইলে, সে ভীত হইয়া সেই ময়দা ও বর্ম্মপূর্ণ থলিয়াটী সামেনির পুত্র জয়দ ইহুদীর বাড়ীতে ফেলিয়া যায়। পরদিন কাতাদা অনেক অনুসন্ধানের পর জয়দের গৃহে বর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া হজরতের নিকট তাহার নামে চৌর্য্যাপরাধের অভিযোগ করে। হজরত, জয়দকে ডাকাইয়া পাঠাইলে, জয়দ হজরতের নিকট আসিয়া বলিল, "এই চৌর্য্যকার্য্যের বিষয় আমি কিছুমাত্র জানি না, তোওমা এই কার্য্য করিয়াছে।" কেহ কেহ বলেন যে, এই কার্য্যে তোওমার সহিত জয়দের সহানুভূতি ছিল। যাহা হউক, তৎপরে জয়দ ও কাতাদা একত্রিত হইয়া তোওমার নিকট গেল, কিন্তু তোওমা বলিল, "আমি উহার বিষয় কিছুমাত্র জানি না।" তৎপরে তোওমার বংশীয় কয়েকজন লোক হজরতের নিকট আসিয়া বলিল "তোওমা বড় সৎলোক, কখন কাহারও দ্রব্যে হস্তার্পণ করে না; সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।" ফলতঃ তোওমা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অনেকবার চুরি করিয়াছিল, এবং মুসলমান হইয়াও কয়েকবার চুরি

করে, কিন্তু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কখন চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হয় নাই। এই সময়ে হজরতের নিকট কোরাণ শরিফের একটী আয়েত অবতীর্ণ হয়, তাহা এই "তুমি পরদ্রব্যাপহারকের পক্ষ সমর্থন করিও না।"

তদনন্তর হজরত মহম্মদ তোওমাকে অপরাধী বলিয়া জানিতে পারিয়া জয়দকে ছাড়িয়া দিলেন এবং তোওমার হস্ত কর্ত্তনের অনুমতি দিলেন। তোওমা দণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মক্কায় পলায়ন করিল। সেখানে সে কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইয়া হজরতের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তথায় চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া হত হইল।

মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবার আদেশ।

মদ্যপান নিষেধের আদেশ ষষ্ঠ হিজরাতে, কেহ বলেন, অষ্টম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়: কিন্তু অধিকাংশ ইতিবৃত্ত লেখকের মত যে, চতুর্থ হিজরীতে এই আদেশ অবতীর্ণ হয়। কোরাণ শরিফের নহল সুরায় উক্ত হইয়াছে "এবং তোমরা খর্জ্জুর ফল ও দ্রাক্ষাফল হইতে মাদক দ্রব্য ও উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া থাক, ইহাতে নিশ্চয় বিশ্বাসিগণের জন্য উত্তম নিদর্শন সকল আছে।" ইহাতে মুসলমানগণ মনে করিতেন যে, মদ্যপান নিষিদ্ধ নহে, তজ্জন্য তাঁহারা উহা পান করিতেন। কিন্তু হজরত আবুবকর ও আফ্ফানের পুত্র ওসমান মুসলমান হইবার পূর্ব্বে ও পরে কখন মদ্যপান করেন নাই। এক সময়ে হজরত ওমর ও মায়াজ মদ্যপান ও দ্যুতক্রীড়া সম্বন্ধে হজরতের নিকট প্রশ্ন করেন, তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "হে মহম্মদ! লোকে তোমাকে দ্যুতক্রীড়া ও মদ্যপান

বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে; অতএব তুমি বলিও, এই দুই বিষয়ে গুরুতর অপরাধ এবং লোকের লাভও আছে, কিন্তু এই দুই কার্য্যে লাভ অপেক্ষা অপরাধ গুরুতর।" (কোরাণ শরিফ বকর সুরা।)

এই আয়েতে মদ্যপানে ও দ্যূতক্রীড়ায় লাভ আছে বলিবার কারণ এই যে, মদ্যপানে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক শক্তির প্রবলতা, বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ ইত্যাদি দৈহিক লাভ আছে; আর দ্যূতক্রীড়ায় দরিদ্রদিগের লাভ ছিল, কেননা পূর্ব্বে আরবদেশে এইরূপ রীতি ছিল যে, যে ব্যক্তি ক্রীড়ায় জয়ী হইত, সে জয়লব্ধ দ্রব্যাদি কিম্বা অর্থগুলি দরিদ্রদিগকে দান করিত। মুসলমানগণ এই আয়েত শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ একেবারে সুরাপান ত্যাগ করিলেন; কেহ কেহ ত্যাগ করিলেন না। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন যে, মদ্যপান ও দ্যূতক্রীড়ায় যখন লাভ আছে, তখন উহা ত্যাগ করিব না!

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ইয়াউফের পুত্র আবদুল্লা মুসলমানদিগকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহারা সকলে ভোজনান্তে সুরাপানে মত্ত হইলেন, এমন সময়ে মগরেবের (সন্ধ্যাকালীন) নামাজ পড়িবার সময় উপস্থিত হইল, আজান শুনিয়া সকলে নামাজে যোগদান করিলেন। এমাম (আচার্য্য) অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি নামাজের এক বচন স্থলে অন্য একটী বচন পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা মত্ততাবস্থাপন্ন হইয়া যাহা বলিয়া থাক, তাহা বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত নামাজে যোগদান করিও না" ইত্যাদি (কোরাণ শরিফ নেসা সুরা।) মদ্যপানে কিম্বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত হইয়া নামাজে, মসজেদে এমন কি সর্ব্বপ্রকার সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ। এই আয়েত শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণের মধ্যে অনেকে সুরাপান ত্যাগ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে একজন আন্‌সার মুসলমানগণকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন। সেখানেও সকলে ভোজনান্তে সুরাপানে মত্ত হইলেন। সেই মত্তাবস্থায় আবিআক্কাসের পুত্র সায়াদ একটী কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, সেই কবিতাটী আন্‌সারদিগের নিন্দা ও মহাজেরদিগের গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। আন্‌সারগণের মধ্যে একজন মহাজেরদিগেরও নিন্দা করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ বাধিয়া উঠিল। তখন সায়াদ হজরতের নিকট গিয়া আন্‌সারদিগের নামে অভিযোগ করিলেন। সেই সময়ে হজরত ওমর সুরাপান বৈধ কি অবৈধ তৎসম্বন্ধে খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে হজরতের নিকট এই আয়েতগুলি অবতীর্ণ হয়, "হে বিশ্বাসিগণ! সুরা, দ্যুতক্রীড়া, দেবাধিষ্ঠানভূমি ও আজলাম (ভাগ্য নির্দ্ধারণের বাণাবলী) এই সকল শয়তানের অপবিত্র কার্য্য, অতএব তোমরা ঐ সকল কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও।" "শয়তানের ইচ্ছা যে, সুরা ও দ্যুতক্রীড়াতে তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন করে এবং তোমাদিগকে খোদাতায়ালা হইতে ও নামাজ (উপাসনা) হইতে নিবৃত্ত রাখে, অতঃপর তোমরা কি নিবৃত্ত হইবে? তোমরা খোদাতায়ালার ও প্রেরিত পুরুষের অনুগত হও এবং ভীত হও, যদি তোমরা তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে জানিও যে, আমার প্রেরিত পুরুষের প্রতি প্রচার কার্য্যের ভার ভিন্ন আর কিছুই নহে" (কোরাণ শরিফ মায়দা সুরা)।

মুসলমানগণ এই আয়েতগুলি শ্রবণ করিয়া সকলে একেবারে সুরাপান ত্যাগ করিলেন। তৎপরে হজরতের আদেশানুসারে প্রত্যেক পরিবারের গৃহস্থিত মদের কলসীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। সেই সময়ে মদিনার রাজপথ দিয়া মদের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

তৎকাল হইতে মুসলমানগণের মধ্যে সুরাপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুরাপান নিষিদ্ধ হইবার আদেশ প্রচারিত হইলে, কতকগুলি মুসলমান হজরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ! আমাদের যে সকল ভ্রাতা মদ্যপান করিতেন ও পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মার কি গতি হইবে?" ইহাতে হজরতের নিকট নিম্ন লিখিত আয়েতটী অবতীর্ণ হয়, "যাহারা বিশ্বাসস্থাপন ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে এবং যখন ধৈর্য্যশীল, বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াছে, তখন তাহারা যাহা ভক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে দোষ নাই, খোদাতায়ালা হিতকারী ও বিশ্বাসিদিগকে প্রেম করেন।" (কোরাণ শরিফ মায়দা সুরা।)

দশম পরিচ্ছেদ।

—০:৯:০—

পঞ্চম হিজরীর ঘটনাবলী।

জয়নাবের সহিত হজরত মহম্মদের বিবাহ।

জহাসের কন্যা জয়নাব হজরতের পিতৃস্বসার কন্যা ছিলেন। জয়নাবের মাতা আবদল মোত্তালেবের কন্যা ওমায়মা। হজরত মহম্মদ ঐ সৎকুলোদ্ভবা জয়নাবের সহিত স্বীয় দাস হারেসের পুত্র জয়দের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। জয়দ নীচবংশোদ্ভব ছিলেন, তদ্বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তজ্জন্য জয়নাব ও জয়নাবের ভ্রাতা আবহুল্লা উক্ত বিবাহ কার্য্যে সম্মত হন নাই। অধিকন্তু জয়নাব বলিয়াছিলেন, "আমি কেন এক জন সামান্য লোকের স্ত্রী হইব?" তৎপরে কোরাণ শরিফের এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "এবং যখন আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ কোন কার্য্যের আদেশ করেন, তখন কোন বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীর পক্ষে উচিত নয় যে, তাহা অগ্রাহ্য করে এবং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের বাক্য অগ্রাহ্য করে, পরে সে নিশ্চয় ভ্রান্তিতে পতিত হয়।" এই আয়েত প্রচার হইলে আবহুল্লা, জয়দের সহিত জয়নাবের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। তৎপরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। জয়নাব উচ্চবংশ-সম্ভূতা বলিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কার করিতেন এবং জয়দের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াতে বাস্তবিকই তাঁহার মনে কষ্ট হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি জয়দকে সর্ব্বদা ঘৃণা করিতেন। স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর সদ্ভাব না থাকায় প্রায়ই উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত। এইরূপে দশ বৎসর গত হইল; এই সময়ের মধ্যে জয়দ অনেকবার জয়-

নাবের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হয় ও হজরতের নিকট আসিয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করে। কিন্তু হজরত তাঁহাকে বলেন, "তোমার স্ত্রীকে প্রতিপালন কর ও তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর এবং খোদাকে ভয় করিও; কারণ খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, 'আপন স্ত্রীকে তুমি যত্নের সহিত আপনার নিকট রক্ষা কর এবং খোদাতায়ালাকে ভয় কর'।" ইহা শুনিয়া জয়দ চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে আবার জয়দ হজরতের নিকট আসিয়া জয়নাবকে বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব করেন। হজরত ও পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশে জয়দের মনের গতি ফিরিল না। অবশেষে জয়দ জয়নাবকে ত্যাগ করিলেন। যখন জয়দ জয়নাবকে ত্যাগ করেন, তখন জয়নাবের বয়ক্রম ৩৫ বৎসর। তিনি জয়নাবকে ত্যাগ করিবার ৪ মাস ১০ দিন পরে জয়নাব হজরতের নিকট সংবাদ পাঠান, "আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করুন।" তখন হজরত সাল্‌মা নাম্নী একজন পরিচারিকা দ্বারা জয়নাবকে বলিয়া পাঠান, "আমি তোমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি।" জয়নাব ইহা শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন ও সাল্‌মাকে একখানি গহনা পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন ও দুই রেকাত নামাজ পড়েন এবং দুই মাস রোজা (উপবাস) করেন। জয়নাব সাল্‌মার নিকট হজরতের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া খোদাতায়ালার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করেন, "হে করুণাময়! আপনার প্রেরিতপুরুষ আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন, যদি আমি তাঁহার উপযুক্ত হই, তাহা হইলে আমাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করুন।" পরে জয়নাবের সহিত হজরতের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কোরাণ শরিফের আহজাব সুরার ৩৭ ও ৩৮ আয়েতে ইহার বিষয় উক্ত হইয়াছে। বিস্তৃতি ভয়ে তাহার অনুবাদে ক্ষান্ত রহিলাম।

হজরত মহম্মদ জয়দকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন, পালিত পুত্রের পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করায় লোকে তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "এবং খোদাতায়ালা তোমাদের পুত্র সম্বোধন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে তোমাদের পুত্র সকল করেন নাই, ইহা তোমাদের নিজের মুখের কথা মাত্র।" এতদ্ভিন্ন আরবদেশীয় লোকগণ উক্ত বিবাহে আর কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

বনি মোস্তালিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা।

হিজরার পঞ্চম অব্দে ২রা সাবান সোমবারে (৬২৭ খৃঃ অব্দের নবেম্বর—ডিসেম্বর) মোরায়সি কূপের নিকট মোস্তালিক দলের সহিত হজরতের যুদ্ধ সংঘটন হয়। কেহ কেহ বলেন যে, এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে, কেহ কেহ বলেন যে, চতুর্থ হিজরীতে সংঘটন হইয়াছিল; কিন্তু অধিকাংশ ইতিবৃত্তলেখক বলেন যে, ইহা পঞ্চম হিজরীতে সংঘটন হইয়াছিল।

ওহোদের যুদ্ধের পর আরবদেশস্থ যে কয়েকটী সম্প্রদায় হজরতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বনি মোস্তালিক একটী, আবিজারার পুত্র হারেস এই সম্প্রদায়ের দলপতি ছিল। সে আরবদেশস্থ কোন কোন সম্প্রদায়কে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করে, সুতরাং অনেকে তাহার সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এই সময়ে হজরত মহম্মদ হোজায়েব আস্‌লামির পুত্র বরিদাকে সংবাদ আনিবার জন্য বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন। বরিদা হজরতকে বলেন, "আমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমি তাহাদিগকে তাহাই বলিব।"

হজরতও তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। বরিদা তথায় গিয়া তাহাদিগকে বলেন, "আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।" তাহারাও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। তিনি তথা হইতে হজরতকে যুদ্ধসজ্জা করিতে সংবাদ দিলেন। হজরত তদনুসারে যুদ্ধ সজ্জা করিলেন এবং হারেসের পুত্র জয়দকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করিলেন।

তৎপরে হজরত মহম্মদ মহাজেরদিগের পতাকা হজরত আলির হস্তে এবং আন্সারদিগের পতাকা আবাদার পুত্র সাআদের হস্তে দিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মহাজেরদিগের ১০টী ও আন্সারদিগের ২০টী অশ্ব ছিল। এই যুদ্ধে আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুলও হজরতের সমভিব্যাহারে গিয়াছিল। হজরত প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কেননা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রী সহচরী ও শান্তিদায়িনীর কার্য্য করিতেন। এই যুদ্ধে বিবি আয়েসা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার গমনাগমনের জন্য একখানি শিবিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই শিবিকাখানি উষ্ট্রে বহন করিয়া লইয়া যাইত। হজরত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শত্রুদিগের অবস্থান ভূমির নিকট উপনীত হইলে, তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইল এবং অনেকগুলি সম্প্রদায় ভয়ে পলায়ন করিল; কেবল বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ লোকগণ তাঁহার সম্মুখীন হইল। হজরত তাহাদিগকে ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন. কিন্তু তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হইল না, সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এই যুদ্ধে বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ দলপতি হারেস ও দশ জন পতাকাবাহী হত আর ২০০ লোক বন্দী হয়। মুসলমানগণের মধ্যে এক জন লোক হত হন এবং তাঁহারা ৫০০ মেষ ও ৫০০ উষ্ট্র যুদ্ধে প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ এক ব্যক্তি মুসলমান হন। তিনি

বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধকালে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদে আবৃত কতকগুলি অপরিচিত বীরপুরুষকে দেখিয়াছিলাম।"

এই যুদ্ধে হারেসের কন্যা বারা বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি হজরতের নিকট ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জোরায়রিয়া নামে অভিহিত হন।* জয়-লব্ধ দ্রব্যসমূহ বিভাগ সময়ে জোরায়রিয়া কায়েসের পুত্র সাবেতের অংশে পতিত হন। সাবেত তাঁহার মুক্তির জন্য অনেক অর্থ চান, কিন্তু তিনি অর্থ দিতে অক্ষম হওয়াতে সাবেত তাঁহাকে নানারূপ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করেন। তজ্জন্য তিনি হজরতের নিকট আসিয়া আপনার দুঃখের কথা জ্ঞাপন করেন। হজরত তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করেন, তখন জোরায়রিয়া হজরতের নিকট মুক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে হজরত তাঁহাকে বিবাহ করেন। হজরত মহম্মদের এইরূপ উদারতা দর্শন করিয়া মুসলমানগণ স্ব স্ব বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ ন্যূনাধিক ১০০ জন লোক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল।

যে দিন বনি মোস্তালিকের সহিত যুদ্ধ কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, সেই দিন মুসলমান সৈন্যগণ তৃষ্ণা নিবারণার্থ মোরায়সি কূপের নিকট একত্রিত হইয়া জল তুলিতেছিল। জল উত্তোলন সময়ে খজরজদলস্থ ওয়েরার পুত্র সেনানা ও মহাজের সম্প্রদায়স্থ ওমরের ভৃত্য জাহাজা একই সময়ে জল উত্তোলনার্থ কূপ মধ্যে জলোত্তোলন পাত্র দুইটী নিক্ষেপ করিয়াছিল। উভয়ের পাত্রের রজ্জু পরস্পর জড়াইয়া গিয়া একটী পাত্র কূপে পতিত হয়। ইহা লইয়া ঐ দুই জনের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। ক্রমে ঐ গোলযোগ গুরুতর হইয়া উঠে, তখন জাহাজা সেনানাকে এক চপেটাঘাত করে. সেই আঘাতেই সেনানার রক্তপাত হয়।

* এবনে হেশাম ৭২৯ পৃঃ ; এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৪৬ পৃঃ।

হজরত মদিনায় উপস্থিত হইলে আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল তাঁহার সহিত কপট বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, সে প্রত্যেক কার্য্যে সুযোগানুসারে গুপ্তভাবে হজরতের বিপক্ষতাচরণ করিত। এক্ষণে সে মহাজের ও আন্‌সার সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া তথায় আসিয়া আন্‌সারদিগকে বলিল, 'হে আন্‌সারগণ! দর্শন কর, তোমরা ঐ লোকদিগকে আশ্রয় দিয়া আপনাদের অবমাননা আপনারাই আনিয়াছ। তোমরা উহাদিগকে নিজ গৃহে আনিয়া নিজের দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছ। এক্ষণে উহারা তোমাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, পরে তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিবে। কিন্তু দেখিও, মদিনায় গিয়া ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ দরিদ্রলোকদিগকে (মুসলমানদিগকে) তাড়াইয়া দিবে।''

আরকামের পুত্র জয়দ হজরতের নিকট গিয়া এই গোলযোগের সংবাদ দিলেন। হজরত মহম্মদ জোআয়েরের পুত্র ওসায়েরকে বিবাদস্থলে যাইতে বলেন। ওসায়ের তথায় উপস্থিত হইলে আবদুল্লা বলিল, ''আমি ত কিছুই বলি নাই, জয়দ আমার নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে।" তৎপরে কোরাণ শরিফের এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "যাহারা আন্‌সারদিগকে বলে যে, তোমরা প্রেরিত পুরুষের সমভিব্যাহারী লোকদিগকে কিছুমাত্র দান করিও না, তাহা হইলে তাহারা স্বয়ংই তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইবে। তাহারা আরও বলে যে, যদি আমরা মদিনায় প্রত্যাগমন করি, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যশালী লোকগণ দরিদ্র লোকদিগকে তাড়াইয়া দিবে। খোদাতায়ালা তাহাদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিবেন, তাহা হইলে তাহারা কেমন করিয়া সত্যকে উল্লঙ্ঘন করিবে।"

ইহা শুনিয়া সাবেতের পুত্র আবাদা আবদুল্লাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং হজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সে তাহাতে স্বীকৃত হইল না। এই ঘটনায় কোরাণ-শরিফের একটী আয়েত

অবতীর্ণ হয়। তাহা শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ আবতুল্লার সঙ্গ ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। সেই গোলযোগের সময় হজরত মহম্মদ শিষ্যগণকে মদিনায় যাত্রা করিতে বলেন।

আবতুল্লার পুত্র পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। হজরত মহম্মদ মদিনার নিকটস্থ ওয়াদিআকেক নামক স্থানে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে উপনীত হইলে, আবতুল্লাতনয় পিতার মদিনা প্রবেশপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং পিতাকে বলিল, "আপনি হজরতের অধীনতা স্বীকার কিম্বা শিশু ও স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা আপনাকে হীন বলিয়া স্বীকার না করিলে আমি আপনাকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না।" অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর আবতুল্লা আপনাকে শিশু ও স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা হীন বলিয়া স্বীকার করিলে নগর মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইল।

তৈয়ম্মমের আয়েত অবতীর্ণ হইবার কারণ।

জলের অভাব বা জল ব্যবহারে অশক্ত হইলে, পবিত্র হইবার জন্ম অজু ও স্নানের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ মৃত্তিকা বা সেই জাতীয় অন্য কোন পদার্থ যথানিয়মে ব্যবহার করাকে "তৈয়ম্মম" বলে।

রওজতল আহবাব নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, যে দিন মুসলমানগণ বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের সহিত যুদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই দিন তাঁহারা পথিমধ্যে সোলসোল নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলে রাত্রি উপস্থিত হইল এবং তজ্জন্য তথায় শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন। কিন্তু তথায় জল না থাকায় তাঁহারা তৎক্ষণাৎই সেই স্থান ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন, কেননা

তাহা হইলে প্রাতঃকালীন উপাসনার (ফজরের নামাজের) সময়ে অবশ্য তাঁহারা কোন জলাশয়ের নিকট উপনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই স্থানে বিবি আয়েসার হার হারাইয়া গেল। হার অন্বেষণ করিতে করিতে প্রভাত হইয়া পড়ে। তখন মুসলমানগণ জলাভাবে নামাজ পড়িতে না পারিয়া হজরত আবুবকরের নিকট গিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হজরত আবুবকর বিবি আয়েসার শিবিরে গমন করিয়া হজরতকে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি বিবি আয়েসাকে রাত্রে তথা হইতে রওনা না হইবার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। হজরত মহম্মদ তাহা শুনিয়া জাগরিত হইয়া উঠিলেন এবং শিষ্যগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ এই আয়েত অবতীর্ণ হইল, 'অপিচ জল প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা কর, পরে তাহা দ্বারা আপনাদিগের মুখ ও হস্ত মুছিয়া ফেল।" (কোরাণ শরিফ নেসা সুরা) তৎপরে সকলে তৈয়ম্মম করিয়া ফজরের (প্রাতঃকালীন) নামাজ পড়িলেন। সূর্য্যোদয় হইলেই বিবি আয়েসার হার পাওয়া গেল। তখন সকলে হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে মদিনা যাত্রা করিলেন।

বিবি আয়েসার কলঙ্ক ভঞ্জন।

বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া মুসলমানগণ মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন এবং কয়েক দিবস গমনের পর তাঁহারা মদিনার অনতিদূরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং বিশ্রামার্থ তথায় শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে তথা হইতে যাত্রা করিবার আদেশ হইলে বিবি আয়েসার শিবিরের দ্বারদেশে শিবিকা আনীত

হইল। তিনি শিবিকারোহণ করিবার পূর্ব্বে পায়খানায় গিয়াছিলেন। পায়খানা হইতে আসিয়া শিবিকারোহণ কালে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার কণ্ঠহার হারাইয়া গিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকায় আরোহণ না করিয়া যেখানে পায়খানায় গিয়াছিলেন তথায় কণ্ঠহারের অন্বেষণে গমন করেন। কিন্তু হারের অনুসন্ধান করিতে অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে। এদিকে শিবিকা বাহকগণ, তিনি শিবিকার মধ্যে আসিয়াছেন, মনে করিয়া শিবিকা উঠাইয়া উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দিল, তখন উষ্ট্রচালক উষ্ট্র লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু শিবিকাবাহকগণ জানিতে পারে নাই যে, বিবি আয়েসা শিবিকারোহণ করেন নাই, যেহেতু তিনি ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন, তজ্জন্য শিবিকা ভারি কি লঘু, তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে নাই। শিবিকাসহ উষ্ট্র চলিয়া গেলে বিবি আয়েসা সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হন এবং শিবিকা চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় তথায় বসিয়া থাকেন এবং অচিরেই নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়েন। ইহার অনতি-বিলম্বে মুসলমান সৈন্যগণের পশ্চাৎরক্ষক মোয়াতেল-সোলামির পুত্র সাফো-য়ান উষ্ট্রপৃষ্ঠে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। সাফোয়ান সৈন্যগণের পশ্চাতে থাকিবার কারণ এই যে, যদি পথিমধ্যে কাহার কোন দ্রব্য কিম্বা কোন ব্যক্তি একাকী পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহা লইয়া আসিতেন। পরদা সম্বন্ধীয় আয়েত অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে সাফোয়ান অনেকবার বিবি আয়েসাকে দেখিয়াছিলেন। তজ্জন্য এক্ষণে দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া যথারীতি সালাম করিয়া বলিলেন, "আমরা খোদাতায়ালার প্রেরিত, আবার তাঁহার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন। হে প্রেরিতপুরুষের সহধর্ম্মিণী! আপনি কেন পশ্চাতে পড়িয়া আছেন?" বিবি আয়েসা কোন উত্তর না দিয়া উত্তমরূপে

অবগুণ্ঠনাবৃতা হইলেন। তখন সাফোয়ান তাঁহাকে স্বীয় উষ্ট্রোপরি আরোহণ করাইয়া দ্রুতবেগে উষ্ট্র চালাইতে লাগিলেন এবং সূর্য্যোদয়ের অনতি পূর্ব্বে মদিনার বহির্ভাগে মুসলমান সৈন্যগণের নিকট তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিলেন। বিবি আয়েসাকে সাফোয়ানের উষ্ট্রোপরি আসিতে দেখিয়া আবতুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল তাঁহার নামে নানা কুৎসা রটনা করিয়া দিল এবং অপর কয়েক জন মুসলমানও তাহার সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিবি আয়েসার নামে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিতে লাগিল। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে সাবেতের পুত্র হাসান, রফার পুত্র জয়দ, হজরত আবুবকরের মাতৃষসার পুত্র মোস্তাঃ ও জয়নাবের ভগ্নী হামনা এই কয়জন প্রধান। হাসান কবি ছিল, সে বিবি আয়েসার নামে নানা ব্যঙ্গসূচক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিল। সকলে মদিনায় উপনীত হইলে হজরত মহম্মদ ঐ সকল কথা শুনিতে পাইলেন।

বিবি আয়েসা বলিয়াছিলেন, "মদিনায় আসিয়াই আমি ভয়ানক পীড়িতা হইয়া একমাস শয্যাগত ছিলাম। তখন ঐ সকল গোলযোগের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। হজরত রাত্রে যখন গৃহে আসিতেন, তখন আমাকে কেবল সালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন আছ?" কিম্বা অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "স্ত্রীলোকটী কেমন আছে?" তখন আমি তাঁহার মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া মহা ভাবিত হইতাম। একদিন রাত্রে ওম্মেমোস্তাঃ আমাকে দেখিতে আসিলে, আমি তাঁহার নিকট ঐ সকল গোলযোগের বিষয় শুনিলাম। তাহা শ্রবণ করিয়া আমার পীড়া আরও বৃদ্ধি পাইল। হজরত আমাকে দেখিতে আসিলে আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া পিত্রালয়ে গেলাম। সেখানে গিয়া মাতার নিকট ঐ সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি

বলিলেন, 'লোকে শত্রুতা করিয়াঐরূপ বলিতেছে।' তখন আমি দিবারাত্র কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। এইরূপে তিন দিন ও তিন রাত্র ক্রমাগত ক্রন্দন করায় আমার পীড়া বৃদ্ধি পাইল। পিতা সর্ব্বদা আমাকে প্রবোধ দিতেন।

"এই সময়ে হজরত, জামতা মালিকে আমার কলঙ্কের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "হজরত আয়েসার পরিচারিকা বরিরাকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত বিষয় বলা যাইতে পারে।" তখন হজরত বরিরাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বরিরা! যাহাতে আয়েসার উপর রাগের উদ্রেক হয়, তাহার এমন কি কোন দোষ দেখিতে পাইয়াছ?' বরিরা বলিল, 'অল্প বয়স্কা বালিকা এমন কোন দোষ করিতে পারে না, যাহাতে তাহার উপর রাগের উদ্রেক হয়।' তৎপরে হজরত তাঁহার কয়েক জন প্রধান প্রধান শিষ্যের নিকট আমার কলঙ্কের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কেহই আমাকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করে নাই। হজরতও কাহার কথার কোন উত্তর দেন নাই।

"এদিকে আমি দিবারাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। আমার পিতামাতাও আমার সঙ্গে ক্রন্দন করিতেন। একজন আনসারের ভার্য্যাও আমার দুঃখে দুঃখিতা হইয়াছিল। এই সময়ে হজরত একদিন আমার নিকট আসিয়া সালাম করিয়া বসিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কোন দিন আমাকে দেখিতে আসেন নাই। তিনি আমাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বলিলেন, 'আয়েসা! যদি পাপ কার্য্য করিয়া থাক, তাহা হইলে খোদাতায়ালার শরণাপন্ন হও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।' আমি হজরতের কথা শুনিয়া আমার পিতামাতাকে তাহার উত্তর দিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহাদের বাক্যস্ফুট হইল না। তখন আমি সভয়ে বলিলাম, 'শত্রুগণ আমার

সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তাহা আমি মিথ্যা বলিলে, কেহ বিশ্বাস করিবে না। হজরত ইয়াকুব যেমন হজরত ইউসোফের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'ধৈর্য্য ধারণ করিতেছি, দেখি প্রভুর করুণা কি কার্য্য করে।' আমিও তদ্রূপ বলিতেছি। এই সময়ে হজরতের নিকট এই আয়েত অবতীর্ণ হইল, 'নিশ্চয় যাহারা অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে, তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে। চারি জন সাক্ষী কেন তাহার সম্বন্ধে আনয়ন করে নাই, অনন্তর যখন সাক্ষিগণ উপস্থিত করে নাই, তখন তাহারা খোদাতায়ালার নিকট মিথ্যাবাদী হইয়াছে।' তৎপরে হজরত আমাকে আয়েতের বিষয় বলিলেন। আমার পিতামাতাও তৎক্ষণাৎ আমাকে হজরতের নিকট যাইতে বলেন। আমি তখন তাঁহার নিকট না যাইয়া খোদাতায়ালার উপাসনা করিলাম। তৎপরে হজরতের নিকট এই আয়েত অবতীর্ণ হইল, 'এবং যদি খোদাতায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের উপর না হইত, তাহা হইলে কি রূপ হইত; খোদাতায়ালা নিশ্চয় অনুতাপ গ্রহণকারী ও বিজ্ঞানময়'।" অতএব বিবি আয়েসা সর্ব্বজন সমক্ষে নিষ্কলঙ্কিনী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। হজরত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। হাসান, মোস্তাঃ, হাম্না ও আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল দণ্ড প্রাপ্ত হইল।

পরিখার যুদ্ধ।

পরিখার যুদ্ধের অপর এক নাম "আহজাবের যুদ্ধ"। "আহজাব" শব্দটী বহুবচন; ইহার এক বচন "হেজ্‌ব্‌"। "হেজ্‌ব্‌" শব্দের অর্থ দল। এই যুদ্ধে আরবদেশস্থ অনেকগুলি দল একত্রিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহাকে আহজাবের যুদ্ধ বলে। আকাবার পুত্র মুসা বলেন যে, এই যুদ্ধ ৪র্থ

হিজরীতে এবং এবনে এসহাক বলেন, ৫ম হিজরীতে সংঘটন হইয়াছিল। কিন্তু রওজাতল আহবাবে ৫ম হিজরীই উল্লেখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আবু সোফিয়ান ওহোদের যুদ্ধের পর বৎসর মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়াছিল এবং মদিনা পুনঃ আক্রমণের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সৈন্য সংগ্রহে রত ছিল। সেই সময়ে দেশতাড়িত বনি নজির দলস্থ যে সকল ব্যক্তি খায়বারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা মক্কায় আসিয়া আবু-সোফিয়ানকে বলে, "আমরা মুসলমানদিগকে মদিনা হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছি, অতএব আইস, সকলে একত্রিত হইয়া মদিনা আক্রমণ করি।"* আবুসোফিয়ান তাহাদের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল এবং তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বলিল, "যে ব্যক্তি মুসলমানগণের শত্রু ও তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে অভিলাষী, সেই ব্যক্তিই মহৎ।" এই সময়ে বনি-নজির দলস্থ ইহুদীগণ আবুসোফিয়ানকে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহাদিগের দেবদেবীর ও তাহাদের ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল। তৎপরে সকলে কাবা-প্রাঙ্গণে গিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তখন বনি নজির-দলস্থ ইহুদীগণ মক্কা হইতে বনি গাৎফান দলস্থ ইহুদীগণের নিকট গিয়া তাহাদিগকে হজরতের বিপক্ষে কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিতে অনুরোধ করিল। তাহারা প্রথমে তাহাতে সম্মত হয় নাই, পরে যখন বনি নজিরগণ, খায়বারের ময়দানস্থ এক বৎসরের উৎপন্ন সমস্ত খর্জ্জুর ফল তাহাদিগকে দিবার অঙ্গীকার করিল, তখন তাহারা সম্মত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। এদিকে আবুসোফিয়ান ৩০০ অশ্ব

* এবনে হেশাম ৯৬৩ পৃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ৬৩৯ পৃ; তাবারী ৩য় খণ্ড ৬০, ৬১ পৃ।

ও ১০০০ উষ্ট্র সঙ্গে লইয়া মদিনাভিমুখে গমন করিল। যখন আবু-সোফিয়ান মার্‌রোজাহারাণ নামক স্থানে উপনীত হইল, তখন তথায় আসলাম, আস্‌জা, আশ্‌মারা, কানানা, ফাজারা ও গাৎফান প্রভৃতি দলস্থ ইহুদীগণ আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। এক্ষণে আবু-সোফিয়ান সর্ব্বশুদ্ধ ১০,০০০ সৈন্যের নায়ক হইল।

হজরত মহম্মদ শত্রুগণের মদিনা আক্রমণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনসার ও মহাজেরদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে উপস্থিত হইলে হজরত আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাদিগের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সোলেমান ফারসী বলিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ। আমাদের পারস্যদেশবাসীরা শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে নগরপ্রাচীরের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করে এবং তদ্দ্বারা শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। মদিনার পূর্ব্বদিকে সেইরূপ পরিখা খনন করিলেই অনায়াসে আমরা নিরাপদ হইব।" হজরত মহম্মদ সোলেমান ফারসীর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন এবং শিষ্যগণও তাহাতে সম্মতি দান করিলেন মদিনা নগরের তিন দিক পর্ব্বত-বেষ্টিত, কেবল পূর্ব্ব দিকে নগর প্রবেশের পথ, তথায় কোন পাহাড়াদি নাই। সেই জন্য সেই দিকে পরিখা খনন করাই স্থির হইল। হজরত ৩০০০ শিষ্য ও ৩৬টী অশ্ব সমভিব্যাহারে সালা পাহাড়ের নিম্নভাগে গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন * (৫ম হিঃ শওয়াল মাস)।

তৎপরে পরিখা-খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। হজরত স্বয়ং উক্ত কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। বোখারি বলেন, "সাবেত বলিয়াছেন যে, পরিখা খনন করিতে করিতে একখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়ে; শিষ্যগণ তাহা ভগ্ন করিতে অক্ষম হইয়া হজরতকে জানাইলেন;

* এখানে দেখায় ৬৭৮ পৃষ্ঠা।

হজরত স্বয়ং অস্ত্র হস্তে লইয়া তাহাতে আঘাত করিলে, তাহা চূর্ণ হইয়া গেল।" আহমদ ও নেসায়ি বারাঃ বলেন, "হজরত সেই প্রস্তরখণ্ডে প্রথমবার আঘাত করিলে, তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তাহাতে তিনি বলেন, 'ইমেনের রাজধানী দেখিতে পাইতেছি।' দ্বিতীয় আঘাতে ঐরূপ হওয়াতে বলেন, 'পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইতেছি।' তৃতীয় আঘাতেও ঐ রূপ হওয়াতে বলেন, 'তুরস্কের রাজধানী আমার নয়নগোচর হইল।' ফলতঃ ঐ সকল স্থানে শেষে মুসলমানগণের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে, এই তাহার প্রথম চিহ্ন বলিয়া সকলে অনুভব করেন।"

এই পরিখা-খননের সময়ে হজরত মহম্মদ জাবেরের গৃহে একটি ছাগলের মাংস ও অল্প পরিমাণ ময়দা দ্বারা অসংখ্য লোককে ভোজন করাইয়াছিলেন। অপর একদিন তিনি এক ঝুড়ি খর্জ্জুর ফল দ্বারা সমুদয় সৈন্যকে প্রচুররূপে ভোজন করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই সময়ে আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। বিস্তৃতি ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

যাহা হউক, ২০ দিনের মধ্যে পরিখা-খনন-কার্য্য শেষ হইয়া গেল। ওয়াকেদি বলেন, ২৪ দিনে, নুবি বলেন, ১৫ দিনে পরিখা খনন কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু রওজতল আহবাব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৬ দিনের মধ্যে সেই কার্য্য শেষ হইয়াছিল। পরিখা খনন ও যুদ্ধ-সজ্জা প্রভৃতিতে ২০ দিন লাগিয়াছিল।

পরিখা-খনন-কার্য্য শেষ হইবার অনতিপরেই আবু সোফিয়ান তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পরিখা দেখিয়াই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কেননা আরবদেশে পূর্ব্বে কখন পরিখা খনন করিয়া যুদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল না। হজরত শিষ্যগণ-সহ পরিখার অপর পারে সালা পাহাড়ের

নিম্নভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আবু সোফিয়ান শুনিল যে, মদিনার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণস্থ বনি-কোরায়জা ইহুদীগণ হজরতের সহিত এরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আছে যে, তাহারা মুসলমান-গণের শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে। তজ্জন্য সে আপনাদের নিরাপদের জন্য বনি কোরায়জা দলপতি কায়াবের নিকট, বনি নজির দলস্থ আখতাবের পুত্র হাইকে পাঠাইয়া দিল এবং তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইল। হাই রাত্রে কায়াবের গৃহে উপনীত হইয়া আবুসোফিয়ানের অভিলাষ বিবৃত করিল। কায়াব তাহা শুনিয়া বলিল, "আমরা হজরতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ আছি, অতএব তোমাদের সহিত যোগ দিতে পারিব না"; ইহা বলিয়া কায়াব গৃহের দ্বার বন্ধ করিল। হাই দ্বার খুলিবার জন্য অনেক অনুনয় করিল; পরে কায়াব দ্বার খুলিয়া বাহির হইল ও তাহার প্রলোভনে মজিয়া কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য বহির্গত হইল।

হজরত বনি কোরায়জাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় শ্রবণ করিয়া মায়াজের পুত্র সায়াদ ও আবাদার পুত্র সায়াদকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা তাহাদের নিকট গিয়া সন্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাহা শুনিয়া তাহারা বলিল, "হজরত মহম্মদ কে? কেই বা আল্লাতায়ালার ধর্ম্ম-প্রচারক? আমরা ত কাহারও সহিত সন্ধিস্থাপন করি নাই" * তাঁহারা অবমানিত হইয়া আসিয়া, "বনি কোরায়জাদলস্থ লোকদের আচরণের বিষয় হজরতের নিকট প্রকাশ করিলেন।

বনি কোরায়জা দলস্থ ব্যক্তিগণ মদিনা-প্রবেশের গুপ্ত পন্থাদির বিষয় উত্তমরূপ জানিত। তাহারা কোরেশদিগের সহিত যোগ দিয়াছে শুনিয়া মুসলমানগণ অতিশয় ভীত হইলে এই আয়েত অবতীর্ণ হইল,—

* এবনে হেশাম ৬৭৪ পৃঃ; মুয়র ৩য় খণ্ড ২৬৯ পৃঃ।

"এবং স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর হইতে ও তোমাদের নিম্ন হইতে সৈন্যগণ তোমাদিগকে আক্রমণ করিল এবং যখন তোমাদের চক্ষু সকল বক্র ও প্রাণ কণ্ঠাগত হইল ও তোমরা খোদাতায়ালার সম্বন্ধে নানা কল্পনা করিতেছিলে। সেই স্থানে বিশ্বাসীগণ পরীক্ষিত ও কঠিন সঞ্চালনে সঞ্চালিত হইতেছিল।" (কোরাণ শরিফ ৩৩ সুরা)।

অল্পবিশ্বাসী মুসলমানগণ বলিতে লাগিল, "হজরত মহম্মদ কি আমাদিগকে রাজা করিবেন? আমরা যে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইব।" ইহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "এবং স্মরণ কর, যখন কপট লোকেরা বলিতেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষ আমাদের নিকট প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গীকার করেন নাই।" অন্য এক সময়ে এক দল মুসলমান হজরতকে বলে, "আমাদের গৃহে কেহ রক্ষক নাই, যদি শত্রুগণ আক্রমণ করে, কে রক্ষা করিবে, অতএব আমরা গৃহে যাইতে ইচ্ছা করি।" তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, "এবং স্মরণ কর, যখন তাহাদের এক দল প্রেরিত পুরুষের নিকট অনুমতি চাহিল, ও বলিতে লাগিল, 'নিশ্চয় আমাদের গৃহ শূন্য আছে'; বস্তুতঃ তাহা শূন্য নয়, তাহারা পলায়ন ভিন্ন আর কিছুই ইচ্ছা করিতেছিল না।" (কোরাণ শরিফ)।

অনন্তর হজরত মহম্মদ হারেসের পুত্র জয়দের সমভিব্যাহারে ৩০০ লোক দিয়া মদিনায় শিষ্যগণের গৃহাদি রক্ষা করিতে পাঠান। কেহ বলেন, ·০দিন, কেহ বলেন, ২৪ দিন, কেহ বলেন, ২৭ দিন পর্য্যন্ত শত্রুগণ মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিয়াছিল। এই সময়ে মুসলমানগণ অতিশয় কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। বসরের পুত্র আব্বাদ হজরতের প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। জনৈক শত্রু হজরতকে আক্রমণ করিতে আসিলে, তিনি তাহাকে হত্যা করেন।

একদিন কয়েক জন সাহসী শত্রু, বনি-কোরায়জা দলস্থ লোকগণের সাহায্যে পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে। এই সময়ে হজরত মহম্মদ, জোলফক্কর নামক তরবারি হজরত আলিকে প্রদান করেন। হজরত আলি সেই তরবারি গ্রহণ করিয়া কয়েক জন প্রধান প্রধান শত্রুকে হত্যা করিয়াছিলেন। মায়াজের পুত্র সায়াদ এই যুদ্ধে আহত হন। তিনি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বলেন, "আমি বনি কোরায়জার ধ্বংস দেখিয়া যাইতে পারিলে সুখী হইব।" অন্য এক দিন কাফেরগণ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে তাহাদের অনেকগুলি প্রধান প্রধান লোক হত হওয়াতে তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। যুদ্ধ শেষ হইলে বেলাল সকলকে নামাজ পড়িবার জন্য আহ্বান করিলে তাঁহারা জোহর, আসর ও মগরেবের নামাজ পর পর পড়িয়াছিলেন।

পর দিন গাৎফান দলস্থ মসুদ আস্‌জাইর পুত্র নায়ম হজরতের নিকট আসিয়া ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্ব হইতে নয়িমের ইসলামধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, কেবল আত্মীয়গণের ভয়ে এতদিন সে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই। নয়িম হজরতকে বলে, "আপনি আমাকে শত্রুদিগের শিবিরে যাইতে অনুমতি করুন, আমি সেখানে গিয়া আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিব, আপনি তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না।" হজরত তাহাতে সম্মত হন। নয়িমের সহিত বনি কোরায়জা দলস্থ ইহুদীগণের বন্ধুত্ব ছিল, তজ্জন্য সে অগ্রে তাহাদের নিকট গিয়া বলিল, "আমি তোমাদিগকে বন্ধুতার অনুরোধে বলিতেছি যে, তোমরা মক্কানগরস্থ কোরেশদিগের বিবাদে যোগ দিয়া কেবল আপনারাই কষ্ট ভোগ করিতেছ, ইহা কি নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করা হইতেছে না? তোমরা মনে করিয়া দেখ, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা কি নিরাপদ স্থানে বাস

কর? যদি পরাজিত হও, তাহা হইলে কোরেশগণ মক্কায় পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইবে এবং তাহাদের দলস্থ অন্যান্য লোক দূরবর্ত্তী মরুভূমিস্থ স্ব স্ব আবাসে গমনপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে; কেবল তোমাদের উপরই মদিনাবাসিগণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে।” তৎপরে সে কোরেশ ও গাৎফান দলস্থ লোকদিগের শিবিরে গমন করিল এবং তাহাদিগকে বলিল, “বনি কোরায়জা ইহুদীগণ হজরত মহম্মদের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।” নায়িমের কথা শুনিয়া বনি কোরায়জা, কোরেশ ও গাৎফান দলগুলি ভীত হইল।

আবদুল্লার পুত্র জাবের বলেন যে, হজরত মহম্মদ এই সময়ে সোম মঙ্গল ও বুধ এই দিন ক্রমাগত মসজেদে জোহর ও আসরের নামাজের মধ্যবর্ত্তী কালে খোদাতায়ালার নিকট বিজয় লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। খোদাতায়ালাও তাঁহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৃতীয় দিবসে বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। এই কারণে লোকে সোম, মঙ্গল ও বুধবারে কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্য খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

অবশেষে বিধাতার কৃপায় প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া শত্রুদিগের শিবিরাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল এবং পশুগণ ভয়ে বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিল। তাহাদের আহারীয় দ্রব্যাদি ঝড়ে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার আর সন্ধান রহিল না এবং শিবিরস্থ অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কথিত আছে যে, সেই সময়ে স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া শত্রুদিগের শিবিরের বন্ধনরজ্জু ছেদন ও শিবিরের স্তম্ভ সকল উৎপাটন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তরখণ্ড আসিয়া শত্রুদিগের উপর পড়িতে লাগিল, তাহাতে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল

এবং কোরেশগণ শরবিদ্ধ মৃগের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।* সেই রাত্রে ঝড়ের পর হজরত, হোজায়ফাকে শত্রুগণের অবস্থা দেখিবার জন্য তাহাদের শিবির সন্নিবেশিত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। হোজায়ফা তথায় গিয়া দেখেন যে, শত্রুগণের শিবিরে অগ্নি নাই, তাহাদের দ্রব্যাদি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান নাই। আবু সোফিয়ান কাঁদিতেছে ও অগ্নির অনুসন্ধান করিতেছে। আবুসোফিয়ান সেই রাত্রেই মক্কায় প্রস্থান করিয়াছিল। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের সম্বন্ধে আল্লাতা'য়ালার দান স্মরণ কর, যখন তোমাদের বিপক্ষে সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল তখন আমি তাহাদিগের উপরে বাত্যা ও সেনাবৃন্দ প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং তোমরা তাহা দেখ নাই এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক, খোদাতা'য়ালা তাহার দর্শক।" "এবং ধর্ম্ম বিদ্বেষীদিগকে বিশ্বপাতা তাহাদের ক্রোধ সহকারে ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হইল না, খোদাতা'য়ালা বিশ্বাসীদিগের পক্ষে যুদ্ধে জয় লাভ দেখাইলেন; এবং আল্লাতা'য়ালা ক্ষমতাশালী ও পরাক্রান্ত।" এই যুদ্ধের বিষয় কোরাণ শরিফের আহজা'ব সুরায় বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, এই যুদ্ধের পর আবু সোফিয়ান মক্কায় গিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, "তোমাদের মধ্যে কে মদিনায় গিয়া হজরত মহম্মদকে বধ করিতে সক্ষম? কেননা তিনি হাটে, বাজারে একাকী গিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মপ্রচারে মত্ততাবশতঃ তাঁহার শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকে না। তাঁহাকে গুপ্তভাবে অনায়াসে হত্যা করা যায়।" ইহা শুনিয়া একজন পল্লীগ্রামবাসী আরব বলিল, "আমাকে সাহায্য করিলে আমি উহা সম্পন্ন করিতে পারি, কারণ আমার একখানি সুতীক্ষ্ণ তরবারি আছে।" আবুসোফিয়ান তাহাকে একটী উষ্ট্র ও কিছু পাথেয় দিয়া মদিনায় পাঠাইয়া

* এবনে হেশাম ৬৮০পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ।

দিল। সে মদিনায় উপনীত হইয়া হজরতের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যখন হজরত একটী মস্‌জেদে বসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, সে সেই সময়ে তথায় গিয়া বলিল, "আবদুল্লার পুত্র কে?" হজরত বলিলেন, "আমি।" তখন সে হজরতের দিকে অগ্রসর হইল। হজরত শিষ্যগণকে বলিলেন, "ঐ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে।" শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া সাবধান হইলেন। হজরত তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি জন্য আসিয়াছ সত্য করিয়া বল, তাহা হইলে রক্ষা পাইবে।" ইহা শুনিয়া তাহার অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইল এবং সে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তৎপরে সে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বনি কোরায়জার যুদ্ধ।

মদিনার নিকটস্থিত বনি কোরায়জা দলস্থ ইহুদাগণ মুসলমানদিগের সহিত এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল যে, তাহারা শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে মদিনা নগর রক্ষা করিবে। কিন্তু তাহারা হজরতের চিরশত্রু বনি নজির দলপতি আখতাবের পুত্র হাইর পরামর্শে উৎসাহিত হইয়া মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছিল এবং পারখার যুদ্ধে কোরেশদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। ইহার বিষয় পরিখার যুদ্ধে লিখিত হইয়াছে।

বিবি আয়েসা বলিয়াছেন, "যখন হজরত পরিখার যুদ্ধ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান করিতেছিলেন, তখন বাটীর বাহির্ভাগ হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে সালাম প্রদান করে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখিলাম যে, দেহিয়াতল-কাল্‌বি একটী শ্বেত অশ্বতর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে

ও দন্তে ধূলা লাগিয়াছিল, হজরত তাহা ঝাড়িয়া দিলেন। তৎপরে তিনি হজরতের নিকট কয়েকটী কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। হজরত বাড়ীর মধ্যে আসিয়া বলিলেন, 'জেব্রিল আমাকে বনি কোরায়জার বিপক্ষে যাত্রা করিতে বলিয়া গেলেন'।" (১)

হজরত মহম্মদ স্নানাদি করিয়া বেলালকে বলিলেন, 'বেলাল! যুদ্ধার্থ শিষ্যগণকে আহ্বান কর।" বেলাল সকলকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মুসলমানগণ হজরতের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আল্লাতায়ালার আদেশানুসারে তোমরা বনি কোরায়জার বিপক্ষে যাত্রা কর এবং তথায় গিয়া আসরের নামাজ পড়িও।" শিষ্যগণও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হজরত এবনে-ওম্মে মক্‌তুমকে আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিলেন এবং হজরত আলির হস্তে পবিত্র পতাকা দিলেন। তিনি লোহিব নামক অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ৩০০০ সৈন্য ও ৩৬টী অশ্ব সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইলেন। হজরত আবুবকর সৈন্যগণের দক্ষিণে ও হজরত ওমর বামে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে বনি নজ্জার দলস্থ লোকগণ হজরতের সহিত যোগ দিল। মুসলমানগণ রাত্রিকালে বনি কোরায়জার বাসস্থানে গিয়া আসর, মগরেব ও এসার নামাজ পড়িলেন। তৎপরে তাঁহারা বনি কোরায়জাদিগকে বেষ্টন করিলেন। এবনে এসহাক বলেন, ২৫ দিন ও এবনে সায়াদ বলেন, ১৫ দিন পর্য্যন্ত বনি কোরায়জা দলস্থ লোকগণ দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল। এই সময়ে আবিআক্কাসের পুত্র সায়াদ তাহাদিগের উপর তীর বর্ষণ করিতেন। ইহুদীগণ দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের অন্তর মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। শেষে তাহারা হজরতের

(১) হজরত জেব্রিল সময়ে সময়ে দোহয়াতল-কাল্‌বির আকার ধারণ করিয়া হজরতের নিকট আসিতেন।

নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইল "বনি নজির দলস্থ ইহুদীগণ যেরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছে, আপনি আমাদিগকে সেইরূপ নির্ব্বাসিত করুন।" হজরত তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই।

সেই সময়ে বনি কোরায়জা-দলপতি আসাদের পুত্র কায়াব, হাই ও অপর প্রধান প্রধান ইহুদীদিগকে বলিয়াছিল, "আমরা ত তওরাতে হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের বিষয় অবগত হইয়াছি; চল, সকলে গিয়া তাঁহার নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করি।" কিন্তু তাহারা ঈর্ষা বশতঃ হজরতকে শেষধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিল না। অধিকন্তু বলিল, "আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইলেও তওরাত গ্রন্থ ত্যাগ করিব না।" তৎপরে তাহারা হজরতের নিকট বলিয়া পাঠাইল "আওস দলস্থ মায়াজের পুত্র সায়াদের হস্তে আমাদের বিচার-ভার অর্পণ করুন; তিনি আমাদের সম্বন্ধে যাহা বিচার করিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব।" হজরত তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে মোস্‌লেমার পুত্র মহম্মদ তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। সালামের পুত্র আবদুল্লা তাহাদের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণের ভার গ্রহণ করিলেন। মুসলমানগণ তাহাদের ১৫০০ তরবারি, ৪০০ বর্ম্ম ও ২০০ বল্লম প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পরে হজরত মহম্মদ, মায়াজের পুত্র সায়াদকে আহ্বান করিলেন। সায়াদ পরিখার যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি একটী গর্দ্দভোপরি আরোহণ করিয়া হজরতের নিকটে আসিলেন। এই সময়ে আওসদলস্থ কতিপয় ব্যক্তি সায়াদের নিকট গিয়া বলিল, "আপনার উপর বনি কোরায়জাদিগের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে, অতএব উঁহাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।" সায়াদ তাহাদের কথার কোন উত্তর দেন নাই। হজরত তাঁহার উপর উঁহাদের বিচার ভার অর্পণ করিলে সায়াদ তাহাদের যোদ্ধৃপুরুষদিগকে হত্যা করিতে অনুমতি দিলেন, এবং স্ত্রীলোক ও বালক-

বালিকাগণকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। † কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "এবং গ্রন্থাধিকারী (ইহুদী) দিগের মধ্যে যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গসমূহ হইতে নামাইলেন ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিলেন, তোমরা তাহাদের একদলকে হত্যা ও অপর দলকে বন্দী করিতেছিলে।"

সুবিখ্যাত ইতিবৃত্তলেখক বোখারির কেতাব অল মেজহাদে লিখিত আছে যে, হজরত মহম্মদ সায়াদের বিচার শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সায়াদ যথেচ্ছাচারী রাজার (মালেক) ন্যায় বিচার করিয়াছে।" কোন কোন ইতিবৃত্তলেখক বলেন যে, ঐ স্থানে "মালেক" শব্দটীর অর্থ খোদাতায়ালা। কিন্তু অন্যান্য ইতিবৃত্তলেখকগণ বলেন, ঐ "মালেক" শব্দটির অর্থ রাজা। সৈয়দ-অল-নাস বলেন্ যে, হজরত মহম্মদ অবশিষ্ট বন্দীদিগকে অর্থ বিনিময়ে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

খৃষ্টান লেখকেরা এই বিচার সম্বন্ধে সায়াদের উপর নানারূপ দোষা রোপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "বন্দীদিগকে হত্যা করা অন্যায়।" কিন্তু ইহুদীগণ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতারূপে হজরতের শত্রু-দিগের সহিত যোগ দিয়াছিল ও বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তজ্জন্য আইনানুসারে তাহারা বাস্তবিকই দণ্ড পাইবার যোগ্য। খৃষ্টান লেখকগণের মধ্যে কেহ ৯০০, কেহ ৭০০, কেহ বলেন ৪০০ ইহুদী প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, যে রাত্রে ইহুদীগণ বন্দী হইয়াছিল, সেই রাত্রে তাহারা বেস্তে অল-হারেসের গৃহে বন্দী অবস্থায় ছিল। অতএব একটী গৃহে ২০০ লোক থাকাও অসম্ভব। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, ২০০ শতের অনধিক লোক কখন বন্দী হয় নাই; (এবনে হেসামের মতানুসারে লিখিত)।

* এবনে হেশাম ৬৮৩—৬৯০ পৃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৪০পৃ; তাবারীয় খণ্ড ৬৮ পৃ।

তুমতল জন্দলের যুদ্ধ।

হজরত মহম্মদের শত্রুগণ পরিখার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও নিশ্চিন্ত হইল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আসিয়া মুসলমানদিগকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে লাগিল। সেই হত্যাকারীদের মধ্যে তুমতল জন্দলের খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা আকিদা একজন।* সে মদিনা গমনের পথ-পার্শ্বে একদল লোক লইয়া সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত এবং মদিনাযাত্রী পথিক দেখিতে পাইলে হত্যা করিত। হজরত মহম্মদ এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য এবং তাহাদের দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করাইবার জন্য ১০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় গমন করেন। সেই সময়ে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে নিম্নলিখিতভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন, "কোন অবস্থাতেই তোমরা প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, কিম্বা তোমরা কখনই কোন শিশুসন্তানকে হত্যা করিও না"।† কিন্তু শত্রুগণ তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

* আবুলফেদা বলেন, "তুমতল জন্দল দেমস্কের দক্ষিণ দিকে ৭ দিনের পথ-ব্যবধানে অবস্থিত।

† এবনে হেশাম ৯৯২ পৃঃ। হজরত মহম্মদের এই উপদেশবাণীর সহিত এবং হজরত আবুবকর (প্রথম খলিফা) যখন সুরিয়া বিজয় জন্য এজিদ বেন আবু সোফিয়ানকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সহিত এস্রাইল বংশীয় পয়গম্বরদিগের উপদেশের তুলনা হইতে পারে না। এস্রাইল বংশীয় একজন পয়গম্বরের একটী উপদেশ নিম্নে লিখিত হইল, "এখন তুমি যাইয়া অমালেককে আঘাত কর ও তাহার সাকল্য বর্জ্জিত রূপে বিনষ্ট কর, তাহাদের প্রতি চক্ষুলজ্জা করিও না; স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও স্তন্যপায়ী শিশু, গরু ও মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ, সকলকে বধ কর।" (সামুয়েল ১৫ অধ্যায় ৩) "বৃদ্ধ ও যুবা ও কুমারী ও বালক ও বনিতাদি সকলকে নিঃশেষে বধ কর।" (এজিকেল নবম অধ্যায় ৬)। আবার বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে মহাবল পরাক্রান্ত খ্রীষ্টানশক্তি মাকুরিয়ার ব্লাগো ভেসটেন্স যুদ্ধে ৫০০০ হাজার চাইনীজ, পুরুষ স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে হত্যা করিয়াছিল, তাহার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন।

হজরত তথায় গিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেবলমাত্র মোসলেমার পুত্র মহম্মদ শক্রদিগের এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া হজরতের নিকট আনিলেন। সে হজরতকে বলিল, "আমাদের দলস্থ লোকগণ আপনার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে।" তখন হজরত তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই বৎসর হারেস মাজানির পুত্র বেলাল স্বীয় বংশীয় ৪০০ জন লোক সহ আসিয়া হজরতের নিকট ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা মদিনায় বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত তাঁহাদিগকে স্বদেশে যাইয়া বাস করিতে উপদেশ দেন। তাঁহারাও হজরতের আদেশানুসারে স্বদেশে গমন করেন।

এই বৎসর চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণ কালে ইহুদীগণ সঙ্গীত ও বাদ্যাদি বাজাইতে লাগিল, কিন্তু হজরত শিষ্যগণ সহ খসুফের (চন্দ্রগ্রহণ কালীন) নামাজ পড়িলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনাবলী।

জাতোরোকাঃর যুদ্ধ।

এই বৎসরের প্রারম্ভে একজন ছাগবিক্রেতা মদিনায় আসিয়া হজরতকে বলিল, "বনি আন্‌মার ও বনি-সালাবা প্রভৃতি দলস্থ লোকগণ আপনার বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জাতোরোকাঃ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।" হজরত ইহা শ্রবণ করিয়া ৪০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য বহির্গত হইলেন। তাঁহারা দুই দিন ভ্রমণের পর নথল নামক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন যে, শত্রুগণ তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, কেবল তাহাদের স্ত্রীলোকগণ তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। হজরত তাহাদের দ্রব্যাদি গ্রহণ না করিয়া ১৫ দিন পরে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত নামাজের সময়ে সালাতল খাওফ প্রণালীতে নামাজ পড়িয়াছিলেন।

এবনে এসহাক বলেন যে, চতুর্থ হিজরীতে এবং এবনে সায়াদ ও এবনে হাব্বান বলেন যে, পঞ্চম হিজরীতে এই যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ ইতিবৃত্তলেখকের মতে এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

— — —

বনি লহিয়ান যুদ্ধ।

বর্ত্তমান বৎসরের রবিয়ল আউল মাসে * অর্থাৎ বনি-কোরায়জার-যুদ্ধের ছয় মাস পরে হজরত মহম্মদ বনি-লহিয়ানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ইহারা তৃতীয় হিজরীতে সাবেতের পুত্র আসেম ও আদির পুত্র খোবায়েব প্রভৃতিকে তাহাদের দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লইয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক হত্যা করিয়াছিল, ইহার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে হজরত তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য ২০০ শিষ্য, ২০টী অশ্ব লইয়া বহির্গত হইলেন। তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে গাসফান নামক স্থানে উপনীত হইয়া শত্রুদিগের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা কোন স্থানে শত্রুগণের সন্ধান না পাইয়া হজরতের নিকট ফিরিয়া আসিলেন; হজরত ১৪ দিনের পর মদিনায় প্রত্যাগমন করেন †

এসতেস্‌কার (জল প্রার্থনার) বিষয়।

এই বৎসর রমজান মাসে মদিনায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমানগণ হজরতের নিকট গিয়া জলের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হজরতও জলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করিয়া প্রচুর বারি বর্ষণ করেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধি।

প্রায় ৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মক্কানগরীস্থ মুসলমানগণ ধর্ম্মের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদিনায় আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই সময়ে আরবদেশস্থ বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণ দলে দলে হজরতের নিকট

* কেহ বলেন, জমাদিয়ল আউল মাসে।

† এবনে হেশাম ৭১৮ পৃঃ; এবনে অল-আসির ২য় খণ্ড ১৫০ পৃঃ; তাবারী ৩য় ও ৭২ পৃঃ।

আসিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছিলেন ; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহার নিকট ধর্ম্মশিক্ষা ও দৈনিক ধর্ম্ম কার্য্যাদির উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন। এই সময়ে হজরত মহম্মদ সিনাই পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সেণ্ট ক্যাথারিণ গির্জ্জার খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের সহিত একরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যাহা জগতের ইতিহাসে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদানের একটী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি খৃষ্টানদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা তাহাদের ধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণ তাহাদিগকে কখনই প্রদান করেন নাই।

সেই সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল যে, কোন মুসলমান যদি এই সন্ধিপত্রের কোন সর্ত্ত ভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে খোদাতায়ালার আদেশ লঙ্ঘনকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে। উক্ত সন্ধিপত্রের সর্ত্তগুলির মর্ম্ম এই যে, মুসলমানেরা সাধারণ ভাবে খৃষ্টানদিগকে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের গির্জ্জাঘর ও ধর্ম্মযাজকগণের বাসগৃহাদি সর্ব্ব প্রকার আপদ বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহাদের উপর অন্যায়রূপ কর স্থাপিত হইবে না। কোন ধর্ম্মযাজককে ধর্ম্মমঠ হইতে বিতাড়িত করা হইবে না। কোন খৃষ্টানকে তাহার ধর্ম্মত্যাগ করিতে বল প্রয়োগ করা হইবে না। কোন খৃষ্টান সন্ন্যাসীকে তাহার আশ্রম হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইবে না। কোন তীর্থযাত্রীকে তীর্থযাত্রায় প্রতিবন্ধক প্রদত্ত হইবে না। মুসলমানদের বাসগৃহের জন্য, কিম্বা মসজেদের জন্য কোন গির্জ্জাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে না। কোন খৃষ্টান মহিলা কোন মুসলমানকে বিবাহ করিলে সে তাহার নিজের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অনুসারে চলিতে পারিবে, তাহাকে ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকারে বাধ্য করা হইবে না বা তজ্জন্য তাহাকে কোনরূপ বিরক্ত করাও হইবে না। যদি কোন খৃষ্টান তাহার গির্জ্জা ঘর বা আশ্রমের জীর্ণ সংস্কারার্থ অথবা ধর্ম্ম

সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে সাহায্য প্রার্থী হয়, তাহা হইলে মুসলমানেরা তাহাদিগের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্য করিতেছে মনে না করিয়া তাহাদের অভাব মোচনে সাহায্য করিতেছে ভাবিয়া সাহায্য করিবে। হজরত মহম্মদ যে ন্যায়, ধর্ম্ম ও দয়ার সাক্ষাৎপ্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন, তাহা তাঁহার এই সকল কার্য্যকলাপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

যখন দেশে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, তখন হজরত মহম্মদ স্বীয় জন্মভূমির লোকগণকে পৌত্তলিকতারূপ অন্ধকার হইতে ইস্লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃতে আনয়ন করিতে উৎসুক হইলেন।

আরবর সিগণের নিকট কাবা মন্দির অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সময়ে মদিনাস্থ মুসলমানগণ কাবায় উপাসনা ও জন্মভূমি দর্শন করিতে একান্ত উৎসুক হইলেন। হজরতও এ বিষয়ে শিষ্যগণের ন্যায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কেননা সেই সময়ে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি যেন শিষ্যগণ সহ মক্কায় ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সময়ে মক্কাস্থ কোরেশগণের হস্তে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত ছিল। তাহারা মুসলমানগণের চিরশত্রু। সেইজন্য হজরত জেলকদ মাস নিকটবর্ত্তী দেখিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কারণ জেলকদ মাস বিশ্রামের মাস, এই মাসে শত্রুগণ পরস্পর বন্ধুত্বভাবে মিলিত হইত।

জেলকদ মাসের প্রথম চন্দ্রোদয়ের সোমবারে হজরত মহম্মদ শিষ্যগণকে ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য সজ্জিত হইতে বলিলেন। শিষ্যগণ আদেশ শ্রবণমাত্র দলে দলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া উপনীত হইলেন। হজরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা কেবল ভ্রমণোপযোগী তরবারি ভিন্ন আর কোন অস্ত্রাদি সঙ্গে লইও না" খেত্তাবের পুত্র হজরত ওমর

ও আবাদার পুত্র সায়াদ যুদ্ধাস্ত্রাদি সঙ্গে লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত তাঁহাদিগকে তাহা লইয়া যাইতে দেন নাই। এই সময়ে হজরত মহম্মদ আবদুল্লা-বেন-ওম্মে-মক্তুমকে মদিনায় স্বকীয় প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করেন। তৎপরে তিনি আন্সার ও মহাজের প্রভৃতি প্রায় ১৫০০ শিষ্য সঙ্গে লইয়া এহরাম (হজের সংকল্প) বন্ধনপূর্ব্বক মদিনা হইতে বহির্গত হন। * তিনি কোরবানির জন্য ৭০টী উষ্ট্রও সঙ্গে লইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ১৩০০, কিন্তু আবুল ফেদা বলেন যে, ১৪০০ মুসলমান হজরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ জোলহলিফা নামক স্থানে উপনীত হইয়া জোহরের নামাজ (অপরাহ্নিক) নামাজ পড়েন।

ওদিকে কোরেশগণ হজরতের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দলবদ্ধ হইল এবং পরামর্শ করিল যে, মুসলমানদিগকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। পরে তাহারা মক্কার নিকটস্থিত অপরাপর কতকগুলি দলের সহিত মিলিত হইয়া হজরতের মক্কা প্রবেশ-পথ অবরোধ করিতে বহির্গত হইল ও জেদ্দা গমনের পথপার্শ্বে বল্দা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিল। তাহাদের মধ্যে অলিদের পুত্র খালেদ ও অক্রামা অগ্রগামী সৈন্যগণের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিল। হজরত কোরেশদিগের অভিসন্ধি অবগত হইয়া শিষ্যগণের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত আবুবকর বলিলেন, "আমরা ওমরাব্রত উদ্যাপন করিতে আসিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে ত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। কিন্তু যদি তাহারা আমাদিগকে হত্যা করিতে আসে, তাহা হইলে আমরাও আত্মরক্ষা করিব।"

* এবনে হেশাম ৭৪০ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৫২ পৃঃ; তাবারী ৩য় খণ্ড ৮৪ পৃঃ।

হজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকরের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন, 'খালেদ, পথের বামপার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে, চল, আমরা দক্ষিণপার্শ্ব দিয়া গমন করি।" হজরত শিষ্যগণসহ অগ্রসর হইলেন, খালেদ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে মক্কায় পলায়ন করিল এবং কোরেশদিগকে হজরতের আগমন সংবাদ দিল। হোদায়বিয়ার নিকটে সায়না নামক স্থানে হজরতের উষ্ট্র কাসোয়া শয়ন করায় সকলে তথায় শিবির স্থাপন করিলেন। (১) এই স্থান মক্কার ৯ মাইল দূরে অবস্থিত। মুসলমানগণ তথায় জলের অন্বেষণ করিতে করিতে একটা শুষ্ক কূপ প্রাপ্ত হইলেন। কথিত আছে যে, হজরত তাহাতে একটা তীর নিক্ষেপ করিলে, তাহা জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শিষ্যগণ সেই জল ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে কোরেশদিগের পক্ষ হইতে ওয়ারাকা খোজাইর পুত্র বোদায়েল হজরতের নিকট আসিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হজরত বলিলেন, "আমরা ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসিয়াছি।" বোদায়েল বলিল, "কোরেশগণ বল্‌দা নামক স্থানে আপনার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে।" হজরত তাহা শুনিয়া বলিলেন, "কোরেশগণ সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে অভিলাষী, সকল যুদ্ধেই তাহারা অগ্রগামী হয়, তাহাতে তাহাদের ধ্বংস ভিন্ন আর কিছুই লাভ নাই। যদি কোরেশগণ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। তাহারা যেন অপর সময়ে আমাকে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেয়।" বোদায়েল কোরেশদিগের

(১) হোদায়বিয়া একটী বৃক্ষের নাম, সেই বৃক্ষের নাম হইতে ঐ স্থানের হোদায়বিয়া নাম হইয়াছে।

নিকট গিয়া বলিল, "মুসলমানগণ যুদ্ধ করিতে আসে নাই, ওমরাব্রত উদযাপন করিতে আসিয়াছে।" সে আরও তাহাদের নিকট হজরত মহম্মদের প্রস্তাব বিবৃত করিল। তাহা শুনিয়া অক্রামা ও হকম প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আমরা আর মহম্মদের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

তৎপরে কোরেশগণ আরোয়া নামক এক ব্যক্তিকে হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। সে হজরতের নিকট গিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হজরত পূর্ব্ববৎ উত্তর দিলেন। আরোয়া হজরতের সহিত কথোপকথন কালে দৈবাৎ তাহার হস্ত হজরতের শ্মশ্রুতে লাগিবার উপক্রম হইলে, মগিরা নামক হজরতের একজন শিষ্য তরবারির দ্বারা ভয় দেখাইল। তখন সে কোরেশদিগের নিকট গিয়া বলিল, "আমি সভাসদ-পরিবেষ্টিত মহাবল পারস্য সম্রাট খসরু (কেস্‌রা) ও তুরস্কের সম্রাট সজার (কায়সার) এবং নেগাসকে (নাজ্জাসীকে) দেখিয়াছি, কিন্তু হজরত মহম্মদ যেমন তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও সম্মানিতাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন, এরূপ কোন সম্রাটকে কখন দর্শন করি নাই। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার একটী কেশ প্রাপ্ত হইলে তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখে" ইত্যাদি নানা কথা বলিল। * কিন্তু কোরেশগণ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না।

এইরূপে কোরেশগণ প্রেরিত কয়েকজন দূত হজরতের নিকট আসিয়াছিল। অবশেষে হজরত মহম্মদ হেরাসকে একটী উষ্ট্রসহ মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। হেরাস তথায় উপনীত হইলে কোরেশগণ তাহার উষ্ট্রটীকে বধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। তৎপরে হজরত

* এবনে হেশাম ৭৪৫ পৃঃ; এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৫৪ পৃঃ; তাবারী ৩য় খণ্ড ৮৭ পৃঃ এবং আবুল ফেদা ৬১ পৃঃ।

মহম্মদ, খেত্তাবের পুত্র হজরত ওমরকে কোরেশদিগের নিকট যাইতে বলেন। কিন্তু হজরত ওমর বলেন, "মক্কায় আমার কেহ আত্মীয় নাই, আমি তথায় গেলে কোরেশগণ আমাকে হত্যা করিবে। আপনি ওসমানকে পাঠাইয়া দেন। মক্কাস্থ বনি আদিবংশীয় লোকগণ ওসমানের আত্মীয়, তাহারা ওসমানকে ভাল বলিয়া জানে, অধিকন্তু তাহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবে।" হজরত ওমরের কথানুসারে হজরত মহম্মদ হজরত ওসমানকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। হজরত ওসমান তথায় উপস্থিত হইলে সয়িদের পুত্র আবান তাহাকে যত্নসহকারে স্বীয় উষ্ট্রোপরি লইয়া কোরেশদিগের নিকট উপনীত হইল। হজরত ওসমান আবুসোফিয়ান প্রভৃতি কোরেশদিগের নিকট হজরতের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহারা সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিল না। তাহারা হজরত ওসমানকে বলিল, "তুমি কাবায় উপাসনা করিয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।" হজরত ওসমান তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে দুষ্টগণ হজরত ওসমানকে বন্দী করিয়া রাখিল।

এদিকে মুসলমানগণ হজরতকে বলিতে লাগিলেন, "ওসমান ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া আসিবেন, কেবল আমরাই তাহাতে বঞ্চিত রহিলাম।" এতৎশ্রবণে হজরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ওসমান কখন একাকী ব্রত উদ্‌যাপন করিবে না।"

অতঃপর হজরত ওসমান কোরেশগণ কর্তৃক হত হইয়াছেন, এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে মুসলমানগণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন।* তখন হজরত হোদায়বিয়া বৃক্ষে পৃষ্ঠ ঠেস্ দিয়া বসিয়া শিষ্যগণকে আহ্বান করিলেন এবং কোরেশদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলিলেন। তাঁহারাও কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি

* এবনে হেশাম ৭৪৬ পৃঃ।

পলায়ন করিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "সত্য সত্যই বিশ্বস্রষ্টা তখন বিশ্বাসীদিগের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, যখন তাহারা তরুতলে তোমার (হে মহম্মদ) সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, অনন্তর তাহাদের অন্তরে যাহা আছে, তিনি তাহা জানিয়াছেন, পরে তাহাদের প্রতি সান্ত্বনা অবতারণ করিয়াছেন এবং সন্নিহিত বিজয় তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়াছেন।" তখন হজরত শিষ্যগণকে বলিলেন, "আল্লাহতায়ালা তোমাদিগের প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তোমরা কেহই নরকগামী হইবে না।" এই প্রতিজ্ঞাকে "বায়াতোর রেজোয়ান" বলে; "বায়াত" শব্দের অর্থ বিক্রয়।

কোরেশগণ মুসলমানদিগের এইরূপ প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইয়া হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ ওমরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ বক্তা সোহেলকে হজরত ওসমানের সমভিব্যাহারে হোদায়বিয়াতে পাঠাইয়া দিয়াছিল; কারণ তাহারা বিবেচনা করিয়াছিল যে, যাঁহার প্রভূত ক্ষমতা দিন দিন দেশমধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং যিনি পরমভক্ত শিষ্যগণের দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত থাকেন, তাঁহার সহিত বিবাদ করা উচিত হইতেছে না। সোহেলের সঙ্গে হাফ্‌সের পুত্র বেক্‌রেজ্‌ ও আবদুল ওজ্জার পুত্র হোয়াতবও আসিয়াছিল। হজরত ওমর-বেন-খেত্তাব সোহেলের দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন এক সময় উপস্থিত হইবে, যখন সোহেলের বক্তৃতায় ইস্‌লাম-ধর্ম্মের অনেক সুফল ফলিবে।"

সোহেল মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন। হজরতের পরলোকগমনের পর যখন মুসলমানগণের অন্তর ধর্ম্মবিষয়ে আন্দোলিত হইতেছিল, তখন তিনি একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন; তাহা শ্রবণ করিয়া সকলের অন্তর হইতে ভ্রমবিশ্বাস দূর হইয়াছিল। তৎপরে হজরত

আবুবকরের খলিফা পদারূঢ় হইবার সময়ে যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও সোহেলের বক্তৃতায় সুমীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল।

সোহেল কোরেশদিগের সন্ধির প্রস্তাব হজরতের নিকট উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "এ বৎসর আপনি মদিনায় ফিরিয়া যান, আগামী বৎসরে আসিয়া ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিবেন, কিন্তু তিন দিনের অনধিক কাল মক্কায় বাস করিতে পারিবেন না। সেই সময়ে কেবল ভ্রমণোপযোগী অস্ত্রের মধ্যে তরবারি সঙ্গে আনিতে পারিবেন। * আপনার সহিত কোরেশদিগের ১০ বৎসরের জন্য এই সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে উভয়পক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিবে, আপনিও নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মপ্রচার করিবেন এবং যদৃচ্ছা গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য করিতে পারিবেন। আমাদের নিকট হইতে যে সমস্ত লোক আপনার নিকটে পলাইয়া যাইবে, আপনি তাহাদিগকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আপনার নিকট হইতে যাহারা আমাদের নিকট আসিবে, আমরা তাহাদিগকে আপনার নিকট অর্পণ করিব না।" হজরত কোরেশদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে সোহেল সন্ধিপত্র লিখিতে বলিলে হজরত আলি লিখিতে বসিলেন, হজরত মহম্মদ লেখ্যবিষয়গুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আল্লাহতালার ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদ সন্ধির এই সকল নিয়ম করিলেন।" ইহা শুনিয়া সোহেল হজরতকে বলিলেন, "যগুপি আমরা আপনাকে আল্লাহতালার ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে কখন আপনার সহিত বিবাদ কিম্বা সন্ধি করিতাম না। আপনি আপনার পিতার নাম লেখাইয়া দিন।" হজরত তাহাতেই

* এবনে হেশাম ৭৪৭ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ; মেস্কাত ১ম খণ্ড ১৭শ অধ্যায়, ১০ম পরিচ্ছেদ।

স্বীকৃত হইলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হইয়া গেল। কেহ কেহ বলেন যে, ৪ বৎসরের জন্য এই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। যাহা হউক, হজরত মহম্মদ কোরেশগণের সহিত উপরোক্তরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলে, মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। হজরত তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "আমি খোদাতায়ালার অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন।

তৎপরে হজরত এই স্থানে ওমরা ব্রতভঙ্গের নিয়মানুসারে মস্তক মুণ্ডন ও উষ্ট্র কোরবানি করেন। তাঁহার শিষ্যগণও তদনুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহারা ২০ দিন পর্য্যন্ত হোদায়বিয়ায় ছিলেন; তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাগমনকালে জহিয়ান নামক স্থানে উপনীত হইলে হজরতের নিকট "ইন্না ফাতানা" সুরা অবতীর্ণ হয়। তখনই তিনি শিষ্যগণের নিকট সুরাটী পাঠ করিয়াছিলেন।

হজরত মদিনায় ফিরিয়া আসিলে মক্কাস্থ অনেক বিধর্ম্মী তাঁহার নিকট আসিয়া মুসলমান হইল। আবু বসির নামক একজন ক্রীতদাস মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া হজরতের নিকট আসিয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে; হজরত সন্ধির নিয়মানুসারে তাহাকে কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন, কিন্তু সে পথি মধ্য হইতে পলায়ন করিয়া লোহিত সাগরের তীরে গিয়া বাস করে।

এই সময়ে মুসলমানগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "স্বপ্ন বৃত্তান্ত সত্য হইল না, আমরা কাবা প্রদক্ষিণ ও ওমরাব্রত উদ্যাপন করিতে পারিলাম কৈ?" তখন হজরতের নিকট কোরাণ শরিফের এই আয়েত অবতীর্ণ হইল, "সত্য সত্যই খোদাতায়ালা স্বীয় প্রেরিত পুরুষের প্রতি যথার্থ স্বপ্ন প্রমাণিত করিয়াছেন, যদি খোদাতায়ালা ইচ্ছা করেন, তবে অবশ্য তোমরা মস্তকমুণ্ডন করতঃ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে মস্জেদ-অল-

হারামে প্রবেশ করিবে।” ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ আহ্লাদিত হইলেন।

ধর্ম্মপ্রচারার্থ বিভিন্ন স্থানের নৃপতিগণের নিকট হজরত মহম্মদের দূত প্রেরণ।

বর্ত্তমান বৎসরের * অবশিষ্ট কয়েক মাস হজরত মহম্মদ মদিনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি বহুদর্শী ও ধর্ম্মজ্ঞ শিষ্যগণকে ধর্ম্মপ্রচারার্থ চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনীতির বশীভূত হইয়া রাজ্য বিস্তারের সঙ্কল্প করেন নাই। কেবল ধর্ম্মনীতির বশীভূত হইয়া ধর্ম্মরাজ্য বিস্তারের সংকল্প করিয়াছিলেন।† তজ্জন্য বিভিন্ন রাজ্যের সম্রাট্ ও রাজপুত্রগণকে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার হইতে সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃতে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূতগণ বিভিন্ন রাজ্যে গমন করিয়া তথাকার সম্রাট্ ও রাজপুত্রগণকে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

যখন হজরত মহম্মদ দূতগণের হস্তে প্রত্যেক সম্রাট্ ও রাজপুত্রের নিকট পত্র দিতে মনস্থ করিলেন, তখন তাঁহার কয়েক জন প্রধান শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন, “পত্রে মোহর না থাকিলে সম্রাট্ ও রাজপুত্রগণ কাহারও পত্র পাঠ করেন না।” ইহা শুনিয়া হজরত নিজের জন্য একটী স্বর্ণ অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। হজরতকে অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতে দেখিয়া শিষ্যগণও এক একটী স্বর্ণ অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিলেন। তখন হজরত জেব্রিল, হজরত মহম্মদের নিকট

---

* ৬ষ্ঠ হিজরীর।

† কোরাণ শরিফ ৭ম সুরা ১৫৭ ও ১৫৮ আয়েত।

আসিয়া বলিলেন, "পুরুষ লোকের স্বর্ণ অঙ্গুরীয় ব্যবহার করিতে নাই।" ইহা শুনিয়া হজরত স্বর্ণ অঙ্গুরীয় ত্যাগ করিলেন, শিষ্যগণও তাহাই করিলেন। তৎপরে হজরত রৌপ্যের অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরিভাগে একখানি চতুষ্কোণ রৌপ্যপাত বসাইয়া লইলেন এবং তাহাতে তিন পংক্তিতে এই তিনটি কথা অঙ্কিত করাইলেন, "আল্লাহ-তায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ।" এই অঙ্গুরীয় দ্বারাই তিনি প্রত্যেক পত্রে মোহর করিলেন। তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থানের রাজা বা রাজপ্রতিনিধির নিকট দূত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন —আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসী, তুরস্কের রোমক সম্রাট্ হেরকেল্, পারস্ত-সম্রাট্ খসরু পরবেজ, এস্কেন্ দরিয়ার (আলেকজান্দ্রিয়া) শাসনকর্ত্তা, বস্রার শাসনকর্ত্তা হারেস-বেন-আবি-সামের এবং এমামার শাসনকর্ত্তা হাওজা-বেন-আলি।

আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর নিকট হজরতের দূত প্রেরণ।

হজরত মহম্মদ ওমাইয়া জামরির পুত্র ওমরকে আবিসিনিয়ার ভূপতি নাজ্জাসীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিম্নলিখিতরূপে একখানি পত্র লেখা হইয়াছিল.—

"সর্ব্বশক্তিমান, পরম কৃপালু আল্লাহতায়ালা যাবতীয়
জীবজন্তুর সহায় হউন।"

"আল্লাহতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের নিকট হইতে
হাবাসের * (আবিসিনিয়ার) ভূপতির নিকট"

---

* মুসলমানগণ মিসর ও অন্যান্য কয়েকটী দেশ ভিন্ন আফ্রিকার আর সকল প্রদেশকে "হাবাস" বলেন। সেই সকল স্থানের অধিবাসীদিগকে "হাবসী" বলে।

"আমি তোমার নিকট খোদাতায়ালার প্রশংসাসমূহ পাঠাইতেছি। তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা; তিনিই সমুদয় রাজার রাজা। তিনি ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই, তিনিই একমাত্র" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন হজরত ইসা সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা ঐ পত্রে লিখিত ছিল, বিস্তৃতি ভয়ে তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম না।

নাজ্জাসী হজরতের প্রেরিত দূতকে সম্মানসহকারে গ্রহণ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে ভূমিতলে অবতরণপূর্ব্বক হজরতের পত্রখানি পড়িলেন। তৎপরে তিনি প্রকাশ্যে ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর হজরতের দূত মদিনায় প্রত্যাগমন কালে নাজ্জাসী হজরতের নিকট একখানি পত্র দিলেন; তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিত ছিল, "যখন আপনার শিষ্যগণ আমার নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছিলাম।" অধিকন্তু তিনি স্বীয় পুত্র উঁরমিকে হজরতের সেবা শুশ্রূষার জন্য দূতের সহিত মদিনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নাজ্জাসী নবম হিজরীতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। হজরত মদিনা হইতে তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ওম্মেহাবিবার সহিত হজরতের বিবাহ।

এই বৎসরে আবিসিনিয়া হইতে অধিকাংশ মুসলমান মদিনায় আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লার স্ত্রী ওম্মেহাবিবা অন্যতমা। ওম্মেহাবিবা আবিসিনিয়ায় গিয়াই বিধবা হন। তিনি হজরতের প্রধান শত্রু আবুসোফিয়ানের কন্যা। তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসিলে কেহ তাঁহাকে গ্রহণ না করায় হজরতকে তিনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ

করেন। হজরতও সেই নিরাশ্রয়া কামিনীকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন। আবু সোফিয়ান এই বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইয়াছিল।

সম্রাট্ হের্‌কেলের নিকট হজরত মহম্মদের দূত প্রেরণ।

হজরত মহম্মদ দেহিয়াতল-কাল্‌বি নামক একজন দূতকে রুমের (তুরস্কের) রোমক সম্রাট্ হের্‌কেলের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, "তুমি প্রথমে বস্রার শাসনকর্ত্তা হারেস-বেন-আবি-সামের গচ্ছানির নিকট যাইও এবং তথা হইতে একজন লোক সমভিব্যাহারে লইয়া সম্রাটের নিকট গমন করিও।" দেহিয়াতল-কাল্‌বি প্রথমে বস্রার শাসনকর্ত্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে একজন লোক দেন, তাহা হইলে আমি সম্রাটের নিকট যাইতে পারি।" শাসনকর্ত্তা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে উচ্চবংশসম্ভূত বিজ্ঞ ও পরম দানশীল হাতেম-তাইর পুত্র আদীকে পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে বস্রা সম্রাটের অধীন ছিল। এই সময়ে তুরস্ক সম্রাটের সহিত পারস্য সম্রাটের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্য হের্‌কেল্ বয়তল-মকদ্দেসের (জেরুজেলেমের) মস্‌জেদে আসিয়া খোদাতায়ালার নিকট জয়াশার প্রার্থনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি রাজধানী হইতে বয়তলমকদ্দেস পর্য্যন্ত বিনামা খুলিয়া পদব্রজে আসিবেন বলিয়া রাজপথ পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। যথাকালে সম্রাট্ পদব্রজে বয়তল মকদ্দেসে আগমনপূর্ব্বক মসজেদে প্রার্থনা করিলেন। তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। যেদিন তিনি

মস্‌জেদে আসিয়া পার্থনা করিলেন, সেই দিন রাত্রে নক্ষত্রগণের গতিবিধি দর্শনকালে তিনি একটী চিহ্ন দেখিয়া ভাবী অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি সভাসদ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন. "আমি গতরাত্রে ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি। তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোন্ শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে ইহুদীদিগের ন্যায় ত্বকচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহুদী ভিন্ন আর যাহাদের মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত আছে দেখিতে পাইবে, তাহারাই অচিরকাল মধ্যে আমার সিংহাসন অধিকার করিবে এবং তাহাদের ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া পড়িবে।"

সেই সভায় আরব দেশস্থ একটি লোক উপস্থিত ছিল। সে বলিল, "আরবদেশের অন্তর্গত হেজাজ প্রদেশে কোরেশবংশীয় এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; তাহাদের মধ্যে ঐ প্রথাটী প্রচলিত আছে।" এই সময়ে এক ব্যক্তি বলিল, "সেই কোরেশবংশীয় ব্যক্তির নিকট হইতে এই দূত একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছে।" সম্রাট আগ্রহ-সহকারে বহুভাষী কর্ম্মচারীর দ্বারা পত্রখানি পড়াইলেন। তাহাতে সম্রাটকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিবার বিষয় লিখিত ছিল। পত্র পাঠ শেষ হইলে সম্রাট তাঁহার একজন বিশ্বস্ত লোককে বলিলেন, "তোমরা ঐ লোকটীকে (দেহিয়া-তলকাল্‌বি) বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য কিনা।" তদনুসারে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া সম্রাটের কথার সত্যতা প্রমাণীকৃত হইল। তখন সম্রাট বলিলেন, "সেই হজরত মহম্মদের বিষয় অন্য কোন আরবদেশীয় কিম্বা কোরেশবংশীয় লোকদিগের নিকট জানা আবশ্যক। অতএব তোমরা অন্বেষণ করিয়া দেখ, যদি এদেশের কোন স্থানে সেরূপ কাহাকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে তাহাকে

আমার নিকট আনয়ন কর। কেননা হজরত মহম্মদ-প্রেরিত দূতপ্রমুখাৎ অপেক্ষা অন্য লোকের নিকট যথার্থ সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারা যাইবে।" পর দিন সম্রাটের কর্ম্মচারীগণ শুনিতে পাইল যে, গাজা নামক স্থানে † আবুসোফিয়ান প্রভৃতি কয়েকজন কোরেশবংশীয় লোক অবস্থিতি করিতেছে; তাহারা সুরিয়ায় বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়াছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটের কর্ম্মচারীগণ আবুসোফিয়ান প্রভৃতি কোরেশবংশীয়দিগকে সম্রাটের সমীপে আনয়ন করিল। সম্রাট বহুভাষী কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং আবুসোফিয়ানকে বলিলেন, "তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি তাহা সত্য ভিন্ন একটী কথাও মিথ্যা বলিও না, যদি মিথ্যা বল, তাহা হইলে, এখানে অপর অনেক লোক আছে, তাহারা অবশ্যই তোমার কথার সত্যাসত্যতা জানিতে পারিবে। তাহারা যদি তুমি মিথ্যা বলিয়াছ বলে, তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব সত্য ভিন্ন অসত্য বলিও না।" তৎপরে সম্রাট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের দেশে কি এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিতেছে?" আবুসোফিয়ান উত্তর করিল, "হাঁ।" প্রশ্ন, "তিনি কি কোন উচ্চবংশসম্ভূত?" উত্তর, "হাঁ,—সুপ্রসিদ্ধ কোরেশবংশ সম্ভূত।" প্রশ্ন, "উক্ত বংশে পূর্ব্বে কি কেহ কখন আপনাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন? কারণ তাহা হইলে সেই সূত্রেও তিনি আপনাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিতে পারেন।" উত্তর—"না।" প্রশ্ন—"উক্ত বংশে কি কেহ কখন রাজা হইয়াছিলেন?" উত্তর—"না।" প্রশ্ন,—"তিনি কি ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন?" উত্তর,—"তাঁহার নিকট ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন যে, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি কুসংস্কার-বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্যস্বরূপ

* কেহ কেহ বলেন যে, জেরুজেলেমের অন্তর্গত ইলিয়া পল্লীতে।

নিরাকার খোদাতায়ালার উপাসনা— যাহা মহাত্মা এব্রাহিম ও মুসা প্রভৃতি মহাপুরুষেরা লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই আমি লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছি।" প্রশ্ন, "তোমাদের সঙ্গে কি তাঁহার যুদ্ধাদি সংঘটন হইয়াছিল?" উত্তর "হাঁ।" প্রশ্ন, "কে জয়ী, কেই বা পরাজয়ী হয়?" উত্তর, "বদর ও ওহোদ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, কখন আমরা পরাজিত হই, কখন বা তিনি পরাজিত হন।" প্রশ্ন, "তোমাদের সঙ্গে কি কখন সন্ধি হইয়াছিল?" উত্তর, "হাঁ"। প্রশ্ন, "তিনি কি সন্ধি-ভঙ্গ করেন?" উত্তর, "না।" প্রশ্ন, "তিনি কি প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করেন?" উত্তর "হাঁ।" প্রশ্ন, "তিনি কি ইহুদীদিগের ত্বকচ্ছেদ প্রথাটী প্রচলিত রাখিয়াছেন?" উত্তর, "হাঁ"। প্রশ্ন, "তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা কি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে?" উত্তর, "হাঁ"। প্রশ্ন, "কিরূপ অবস্থাপন্ন লোকগুলি তাঁহার শিষ্য হইতেছে?" উত্তর "ধনী ও দরিদ্র উভয়ই"। প্রশ্ন "তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে এমন কি কেহ আছে যে, একবার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে?" উত্তর, "না"। প্রশ্ন, "তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কখন কি তাঁহাকে প্রতারক মনে করিয়াছিল?" উত্তর, "না"। প্রশ্ন, "তিনি কিরূপ অবস্থায় দিনাতিবাহিত করেন?" উত্তর, "দরিদ্রাবস্থায়, অধিকন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার অপেক্ষা উন্নত অবস্থায় বাস করে"। প্রশ্ন, "তবে কি তিনি দরিদ্র? তাঁহার কি অর্থের অভাব আছে?" উত্তর, "না,। তাঁহার পার্থিব সুখে আবশ্যক নাই; তাঁহার যদি অর্থের আবশ্যক হইত, তাহা হইলে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি একেবারে পার্থিব সুখাভিলাষী নহেন।"

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ বলিলেন, "তিনি বাস্তবিকই ধর্ম্মপ্রচারক, অচিরে তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।"

আবুসোফিয়ান সম্রাটের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। পরে সম্রাট আবুসোফিয়ানকে বিদায় দিলেন। সে সভার বাহিরে আসিয়া তাহার সহচরগণের নিকট বলিল, "আমি আবু কাপ্সার * সুখ্যাতি করিলাম, যাহা হউক, যথার্থ বিষয়গুলিই বলিয়াছি; মিথ্যা কথা বলিবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু বলিতে চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারি নাই, মনে যেন একরূপ ভয়ের উদ্রেক হইল।" এদিকে সম্রাট্ হেরকেল, দেহিয়া-তল-কালবিকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, "হজরত মহম্মদকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করি, এবং তাঁহার ধর্ম্ম যে পবিত্র ধর্ম্ম, তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু আমি লোকের ভয়ে প্রকাশ্যে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণে অক্ষম। তুমি রুমিয়ার সুবিজ্ঞ গাজাতের নামক ব্যক্তির নিকট যাও, আমিও তাঁহাকে একখানি পত্র দিতেছি, তিনি যদি ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লোকদিগকে সেই ধর্ম্মে দাক্ষিত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। কারণ গাজাতের আমাদের দেশে ধর্ম্মসম্বন্ধে একজন প্রধান ব্যক্তি; সকলেই তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করে।" অতঃপর দেহিয়া-তল-কাল্বি সম্রাটের পত্র লইয়া রুমিয়া প্রদেশে সুবিজ্ঞ গাজাতেরের নিকটে গমন করিলেন। তিনি ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুষ্টমতিরা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। তখন দেহিয়া-তল-কাল্বি সম্রাট্ হেরকেলের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। সম্রাট্ বলিলেন, "আমিও লোক ভয়ে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।" একদিন সম্রাট্ প্রধান প্রধান খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজক সুবিজ্ঞ লোকগুলিকে সঙ্গে লইয়া গির্জ্জায় গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন, পরে সকলকে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন; তাহা শুনিয়া সকলেই বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল, তখন সম্রাট্ তাহাদিগকে বলিলেন; "আমি যথার্থই

তোমাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বলিতেছি না, আমি দেখিলাম যে, খৃষ্টধর্ম্মে তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে কি না।" এই বলিয়া তিনি সকলকে সান্ত্বনা করিয়া দিলেন। তৎপরে সম্রাট দেহিয়া-তল-কাল্‌বিকে বলিলেন, "তুমি ত স্বচক্ষে দর্শন করিলে যে, আমার লোকগুলির ইস্‌লামধর্ম্মে ভক্তি নাই। এই কারণে আমি উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম হইলাম।" তখন দূত মদিনায় প্রত্যাগমন করিল।

পারস্য সম্রাট্ খসরুর নিকট দূত প্রেরণ।

পারস্য সম্রাট্ দ্বিতীয় খসরু ও তুরস্কের সম্রাট্ হেরাকেল উভয়ে সময়ে সময়ে রাজ্য লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন এবং তদ্ধেতু ধ্বংসোন্মুখ হইবার উপক্রম হইয়াছিলেন। আবার সময়ে সময়ে এই দুই সাম্রাজ্য একজন ক্ষমতাশালী নৃপতির হস্তে পতিত হইয়া শাসিত হইত এবং সময়ে সময়ে দুইটী স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হইত। যখন পারস্য সম্রাট্ দ্বিতীয় খসরু ৫০,০০০ বলবান্ বীরপুরুষ ও দুই দল সৈন্য সমভিব্যাহারে রুমের (তুরস্কের) সম্রাটের নিকট হইতে ফলেস্‌তিন্ (প্যালেষ্টাইন), আর্ম্মেনিয়া ও জেরুজেলম প্রভৃতি কয়েকটী সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং আফ্রিকা আক্রমণ করিয়া মিসরদেশ অধিকারপূর্ব্বক কার্থেজনগর পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন পারস্য সম্রাটের সেই উন্নতিসূর্য্যের মধ্যাহ্নকালে হজরত-মহম্মদের পত্র লইয়া আবদুল্লা-বেন-হোজায়ফা নামক একজন দূত তদীয় রাজসভায় উপনীত হইয়াছিলেন। খসরু হজরত মহম্মদের পত্র প্রাপ্ত

* আরবদেশবাসীগণ কাহার নাম ঘৃণার সহিত উল্লেখ করিবার সময়ে এই কথা ধর্ম্মপ্রচারক করিয়া থাকে।

হইয়া বহুভাষী কর্ম্মচারীকে পড়িতে বলিলে কর্ম্মচারী পড়িতে অরম্ভ করিলেন।

সর্ব্বশক্তিমান, পরম দয়ালু আল্লাহতায়ালা যাবতীয়
জীবজন্তুগণের সহায় হউন।
"আল্লাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের নিকট হইতে—
মহাবল পরাক্রান্ত পারস্য সম্রাট্ খসরুর নিকটে"—

পত্র এই পর্য্যন্ত পড়া হইলে আত্মাভিমানী খসরু সগর্ব্বে চীৎকার করিয়া বলিল, "এ কি? যে ব্যক্তি আমার ক্রীতদাস, সেই ব্যক্তি আমাকে পত্র লিখিবার সময়ে আমার নামের পূর্ব্বে তাহার নাম লিখিতে সাহসী হইয়াছে?" এই বলিয়া কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; তাহাতে কি লিখিত ছিল, তাহা আর শুনিল না। † অধিকন্তু দুর্ম্মতি সম্রাট্ ইমেনের শাসনকর্ত্তা বাজানের নিকট এক পত্র পাঠাইয়া দিল। তাহাতে লিখিত ছিল, "আমি শুনিয়াছি, হেজাজ প্রদেশস্থ কোরেশবংশীয় একজন যুবক নাকি পাগল হইয়াছে। সে নাকি আপনাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তুমি এই পত্র পাঠমাত্র তাহার চঞ্চলমতিত্বের স্থৈর্য্যসম্পাদন করিবে কিম্বা যদি তুমি তাহার রোগের উপযুক্ত ঔষধ দিতে না পার, তাহা হইলে দুইজন লোক দ্বারা তাহাকে ধরিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে।" হজরত মহম্মদ খসরুর ব্যবহার শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি সে আমার পত্রের অবমাননা করিয়া থাকে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা অবশ্যই তাহার রাজ্য ধ্বংস করিবেন।"

ইমেনের শাসনকর্ত্তা বাজান সম্রাট্ খসরুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে মনস্থ করিল। সে সুবিজ্ঞ ও কার্য্যক্ষম বাবুইয়া ও খারা-খারা নামক দুইজন লোককে হেজাজে হজরত মহম্মদের নিকট পাঠাইয়া

† এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৬৩, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

দিল। তাহারা কয়েকদিন ভ্রমণের পর অতিশয় ক্লান্ত হইয়া মক্কানগরের নিকটস্থ তায়েফ নামক স্থানে উপনীত হইল। তথায় আবুসোফিয়ান প্রভৃতি কোরেশদিগের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। যখন আবু-সোফিয়ান প্রভৃতি কোরেশগণ তাহাদের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইল যে, পারস্যের সম্রাট ইমেনের শাসনকর্ত্তা বাজানের প্রতি হজরত মহম্মদকে ধরিবার আদেশ দিয়াছেন এবং তাহারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বাজান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে, তখন তাহারা আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "এতদিন মহম্মদ কেবল আমাদের শত্রু ছিল, এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট খসরুর হস্তে পতিত হইয়াছে, এবার আর উহার রক্ষা নাই; যেমন কর্ম্ম, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে।" দুর্ম্মতি কোরেশগণ বাবুইয়া ও খারখারার নিকট হজরত মহম্মদের নানা কুৎসা করিতে লাগিল। পরদিন তাহারা দূতদ্বয়কে বলিল "এক্ষণে সেই প্রতারক ধর্ম্মপ্রচারক মদিনায় অবস্থিতি করিতেছে, তোমরা মদিনায় গিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাও তাহা হইলে আমরা উক্ত প্রতারক ধর্ম্ম-প্রচারকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।" তদনুসারে দূতদ্বয় মদিনাভিমুখে গমন করিল। তাহারা মদিনায় উপস্থিত হইয়া হজরত মহম্মদের সভায় গিয়া দেখিল যে, হজরত পরমভক্ত শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। তথায় তাহারা উপবেশন করিল। ক্ষণকাল পরে হজরত মহম্মদের নেত্র তাহাদের উপর পতিত হইল। যখন তিনি দেখিলেন, শ্মশ্রুবিহীন বাবু-ইয়া ও খারাখারা বহুমূল্য বসনে আবৃত হইয়া সুবর্ণ-নির্ম্মিত কোমরবন্দ ও নানাবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে বিধর্ম্মী বলিয়া জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমাদের অবস্থা দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে

যে, তোমরা অন্ধকারে পতিত রহিয়াছ, সত্যস্বরূপ আল্লাতায়ালার উপাসনা কাহাকে বলে, তাহা তোমরা অবগত হইতে পার নাই।"

হজরতের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বাবুইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "পারস্য সম্রাট মহাবল পরাক্রান্ত খসরু পরবেজ আমাদের প্রভু ইমেনের শাসনকর্ত্তা বাজানের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, অচিরকাল মধ্যে আপনাকে সম্রাট দরবারে প্রেরণ করিতে হইবে, কেননা আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিবার সময়ে উপযুক্তরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। যদি আপনি এক্ষণে সম্রাট-দরবারে যাইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের প্রভু বাজানের নিকট গমন করুন। আপনি যদি সহজে তাঁহার নিকট যান, তাহা হইলে তিনি আপনার মঙ্গলের জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিতে পারেন। অতএব যাহা ভাল বিবেচনা করেন, সত্বর তাহা কার্য্যে পরিণত করুন।" ইহা শুনিয়া হজরত মহম্মদ বলিলেন, "ইমেনের শাসনকর্ত্তা বাজানকে বলিও, যদি সে অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লাতায়ালার উপাসনার্থ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ইমেন রাজ্য ও তাহার সন্নিকটস্থ তাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিব। তোমরা অচিরে দেখিতে পাইবে যে, যেমন সূর্য্যোদয় হইলে পৃথিবীস্থ অন্ধকার রাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত হয়, সেইরূপ সত্যস্বরূপ খোদাতায়ালার উপাসনার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হওয়াতে চতুর্দ্দিকস্থ পৌত্তলিকতা, অগ্নি উপাসনা প্রভৃতি কুসংস্কাররাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া দেশসমূহ স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইবে, এবং দেখিতে পাইবে যে, অচিরকাল মধ্যে পারস্য-সম্রাটের প্রাসাদোপরি সত্যধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান হইবে।"

হজরতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দূতদ্বয় সভয়ে বলিতে

লাগিল, "আপনি তবে একখানি পত্র দেন, আমরা তাহা লইয়া বাজানের নিকট গমন করি।" তখন হজরত মহম্মদ বলিলেন, "অদ্য তোমরা বিশ্রাম কর, আগামী কল্য যাহা বিবেচনা হয় তাহা করিব।" এতৎশ্রবণে দূতদ্বয় তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল। তাহারা আবাসে গিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, "যখন হজরত মহম্মদ আমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তরাত্মা ভয়ে শুষ্ক হইতেছিল, কিন্তু জানিতে পারি নাই যে, কোথা হইতে আমাদের অন্তর মধ্যে সে ভয় প্রবেশ করিল। বাস্তবিকই ইঁহার স্বর্গীয় ক্ষমতা আছে এবং ইনিই শেষ ধর্ম্মপ্রচারক।" পরদিন তাহারা হজরত মহম্মদের সভায় উপনীত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ইমেন রাজ্যে ফিরিয়া যাও, তথায় গিয়া শুনিতে পাইবে যে, গতরাত্রে দুরাত্মা সম্রাট্ খসরু পরবেজ তাহার পুত্র সেবোয়া কর্ত্তৃক কালকবলে পতিত হইয়াছে। (৭ম হিজরী ১০ই জমাদিল আউল)। তৎপরে নূতন সম্রাট্ বাজানের নিকট যেরূপ আদেশ পাঠাইবে, তোমরা তদনুরূপ কার্য্য করিও; কিন্তু বাজানকে ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিও; আর তোমরাও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিও।" এই সকল কথা শুনিয়া তাহারা ত্বরায় ইমেন রাজ্যে গমন করিবার উদ্যোগ করিল। হজরত মহম্মদ খারাখারাকে একটী বহুমূল্য কোমরবন্দ উপহার দিলেন, ঐ কোমরবন্দটী তাঁহাকে একজন রাজপুত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

দূতদ্বয় ইমেন রাজ্যে উপনীত হইলে বাজান তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদ কি? মহম্মদকে কিরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আসিলে?" তাহারা বলিল, "আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, তিনি সামান্য ফকিরের ন্যায় মদিনার লোকদিগের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছেন; অথচ তাঁহার সভায় গিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল।" বাজান

জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার সভায় কি প্রহরী নিযুক্ত আছে?" তাহারা বলিল, "না, তিনি একাকী কতকগুলি ভক্তশিষ্যে পরিবৃত হইয়া আছেন।" ইহা শুনিয়া বাজান বলিল, "তবে কিসে তোমাদের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইল?" তাহারা বলিল, "তাঁহার উপদেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আমাদের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। আমরা মহাবল পরাক্রান্ত পারস্যাধিপতি ও সভাসদ পরিবেষ্টিত রুমের (তুরস্কের) সম্রাটের সভায় গমন করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানেই আমাদের অন্তর এরূপ ভয়াকুলিত হয় নাই, হজরত মহম্মদের সভায় যেন এক ঐশ্বরিক বিভীষিকা আমাদের অন্তরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আমরা তাহার কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। তাঁহার বাক্যাবলী ও আচারব্যবহারে তাঁহাকে স্পষ্টই ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে।" বাজান জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি বলিলেন।" তাহারা বলিল, "তিনি বলিয়াছেন, যদি আপনি সত্যস্বরূপ আল্লাতায়ালার উপাসনার্থ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে ইমেন ও তাহার নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিবেন।" দূতদ্বয় এতদ্ভিন্ন হজরত মহম্মদ যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বিবৃত করিয়া অবশেষে বাজানকে বলিল, "হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন যে, গত রাত্রে দুরাচার, অত্যাচারী খসরু পরবেজ তাহার পুত্র সেবোয়া কর্ত্তৃক হত হইয়াছে।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন সংবাদবাহক পারস্য রাজ-সভা হইতে পত্র লইয়া তথায় উপনীত হইল। বাজান আগ্রহসহকারে পত্রখানি খুলিয়া দেখিল যে, তাহাতে লিখিত আছে, "অত্যাচারী, পরপীড়ক, আত্মম্ভরী, প্রকৃত মান্যাস্পদ লোকদিগের অবমাননাকারী সম্রাট্ খসরু পরবেজকে গত রাত্রে হত্যা করিয়া আমি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছি, অতঃপর তোমরা সকলে আমার আদেশানু-

সারে কার্য্য করিও; সম্রাট্ খসরু পরবেজ তোমার উপর হেজাজ প্রদেশস্থ কোরেশ-বংশীয় যে ব্যক্তিকে ধৃত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত করিও না, কেননা সেই ব্যক্তি বাস্তবিক শ্রদ্ধাস্পদ লোক। পরে আমি সে সম্বন্ধে যাহা ভাল হয়, বিবেচনা করিয়া তোমাকে লিখিব।" বাজান ও তদীয় সভাসদ আর বানুইয়া ও খারখারা ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত মহম্মদের বাক্যের সত্যতা প্রমাণীকৃত হইল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অবশেষে তাহারা হজরতকে বাস্তবিক ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করত তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। বানুইয়া ও খারখারাও ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। হজরত মহম্মদ খারখারাকে কোমরবন্ধ দিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাবধি খারখারার বংশ "জোল খরা" অর্থাৎ কোমরবন্ধধারী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এস্কেন্দরিয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট হজরতের দূত প্রেরণ।

এই বৎসর রবিয়ল আউল মাসে হজরত মহম্মদ এস্কেন্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়ার) রোমক শাসনকর্ত্তা মকুকাসের নিকট আজ্দ সম্প্রদায়স্থ হাতেব-এবনে-আবি-বালতায়া * নামক একজন দূতকে অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পত্রখানি সহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন দূতবর মকুকাসের দরবারে উপনীত হইলেন তখন তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আগ্রহ সহকারে হজরতের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

---

* হাতেব-এবনে-আবি-বালতায়া ত্রিশ হিজরীতে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মদিনায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি বদর, ওহোদ ও পরিখা (খন্দক) প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।



এসকেন্দ্রিয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট হজরতের পত্রের অবিকল প্রতিরূপ।

মিঃ লুসি জনষ্টন (Mr Lucy Johnston) তৎপ্রণীত "Mahammad and His Power" "মহম্মদ এণ্ড হিস পাওয়ার" নামক গ্রন্থের ২৩৩ পৃষ্ঠায় এই পত্রখানির বিষয় নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,— '১৮৫৮ খৃ. অব্দে কতিপয় ফরাসী ভ্রমণকারী মিসর দেশের কোন একটী খৃষ্টীয় ভজনালয়ে মূল পত্রখানি প্রাপ্ত হন এবং এক্ষণে উহা মহারাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলের রাজকীয় পুস্তকালয়ে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিত প্রবর ডাঃ পি, বেজার (Dr P. Badger) সাহেবও এই পত্রখানিকে মূলপত্র বলিয়া অবধারণ করিয়া গিয়াছেন।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ *

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الْمُقَوْقِسِ عَظِيْمِ الْقِبْطِ

سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى —

اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ

يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ مَا

يُفْجِعُ الْقِبْطَ —

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا

فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ * (১)

---

(১) কোরাণ শরিফ সুরা অল এমরাণ, ৬৪ আয়েত।

অপর পৃষ্ঠাস্থ মুল পত্রখানির অনেক স্থান কীটদষ্ট হওয়ায় পাঠের অসুবিধা হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের সুবিধার জন্য উপরে উক্ত মুল পত্রখানি অবিকলভাবে জের জবর দিয়া মুদ্রিত হইল। পাঠকগণ উহার সহিত মিলাইয়া মুল পত্রখানি সহজেই পাঠ করিতে সক্ষম হইবেন।

"সর্ব্বশক্তিমান্ পরম দয়ালু খোদাতায়ালা
যাবতীয় জীবজন্তুর সহায় হউন।

খোদাতায়ালার প্রেরিত আবদুল্লার পুত্র মহম্মদের নিকট হইতে কাফ্রি সম্প্রদায়ের শাসনকর্ত্তা মকুকাসের সমীপে। যিনি সৎপথের (ইস্লামের) অনুগামী, তাঁহার উপর শান্তিবারি বর্ষিত হউক। অতঃপর আমি আপনাকে ইস্লাম গ্রহণ জন্য আহ্বান করিতেছি। ইস্লাম গ্রহণ করিলে আপনি মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং খোদাতায়ালা আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু যদি আপনি তাহাতে অসম্মত হন, তাহা হইলে কাফ্রি সম্প্রদায়ের উপর যে বিপৎপাত হইবে, তজ্জন্য আপনি দায়ী হইবেন। * তুমি বল, হে গ্রন্থধারী লোকসকল, তোমরা আমাদিগের ও তোমাদের উভয়ের মধ্যে এক সরল উক্তির দিকে এস যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিব না, তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশিরূপে স্থাপন করিব না এবং খোদাতায়ালাকে ছাড়িয়া আমরা কেহ আমাদের কাহাকেও প্রতিপালক গণ্য করিব না; পরে যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে, তবে তোমরা বল যে, এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান অর্থাৎ খোদাতায়ালার অনুগত।"

পত্র পাঠান্তে শাসনকর্ত্তা দূতবরকে রাজকীয় প্রাসাদে অবস্থিতি করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরদিন তিনি নির্জ্জনে দূতবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হজরতের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুবিজ্ঞ দূতবরও তাঁহার প্রত্যেক কথার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। মকুকাস সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভক্তিভরে বলিয়া উঠিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই

* কোরাণ শরিফ সুরা আল এমরাণ ৬৪ আয়েত।

সেই পয়গম্বর, যাঁহার আগমন সম্বন্ধে হজরত ঈসা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন।" তদনন্তর তিনি হজরত মহম্মদ প্রেরিত পত্রখানি একটী গজদন্ত নির্ম্মিত আধারে সযত্নে রাখিয়া দিলেন।

মকুকাস ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু রোমক সম্রাটের ভয়ে তখন তাহা গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি হজরত মহম্মদকে উপঢৌকন দিবার জন্য "দুলদুল" নামক একটী শ্বেতবর্ণের অশ্বতর ও বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি দূতবরের নিকট দিয়াছিলেন। দূতপ্রবর সেই সকল দ্রব্যাদি লইয়া মদিনায় প্রত্যাগত হইলে হজরত মহম্মদ "দুলদুল" নামক অশ্বতরটী হজরত আলিকে প্রদান করিলেন এবং অন্যান্য দ্রব্যগুলি শিষ্যদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

ওয়াকীদি ও এবনে সায়াদ বলেন, 'মকুকাস দুইজন ক্রীতদাসীকে উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে একজনের নাম মারিয়া। হজরত মারিয়াকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে হজরতের এব্রাহিম নামক একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।" কিন্তু বোখারী, মোসলেম, এবনে এসহাক, হাসেম-বেন আবদল-মালেক, আবু দাউদ, তারামজ, নেসাই এবং মাজায়া প্রভৃতি প্রাচীন ইতিবৃত্ত লেখকগণের গ্রন্থে মারিয়ার নাম মাত্র উল্লেখ নাই। অধিকন্তু এবনে খোল্লেকান, এবনে হাজার আস্‌কালানি, জাহাবি ও আহমদ-বেন হাম্বল প্রভৃতি ইতিবৃত্ত লেখকগণ ওয়াকীদি ও এবনে সায়াদের লিখিত ইতিবৃত্ত সমূহকে অপ্রকৃত বলিয়াছেন; এমন কি তাঁহারা ওয়াকীদি ও এবনে সায়াদকে মিথ্যাবাদী বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। আবু জাফর ও আবদল্লা-বেন-আবদুর রহমান এই দুই জন ওয়াকীদির পরবর্ত্তী ইতিবৃত্ত লেখক, ইহারাও মারিয়ার নাম মাত্রও উল্লেখ করেন নাই।

বস্রার শাসনকর্ত্তার নিকট দূত প্রেরণ।

হজরত মহম্মদ বস্রার শাসনকর্ত্তা হারেস-বেন-আবি সামেরের নিকট সোজা-বেন-ওহাব আসাদিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যখন সোজা বস্রায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন হারেস রাজধানীতে ছিলেন না, দেমস্কের (দামাস্কস) অন্তর্গত গুতা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সোজা বস্রা হইতে গুতায় আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। এই সময়ে সোজা, হারেসের নিকট হজরতের পত্র দিবার জন্য তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিলেন। সেই কর্মচারীর হৃদয়মধ্যে বিশ্বাস ছিল, সে সোজাকে যত্ন সহকারে স্বীয় গৃহে লইয়া যায়। ইতিমধ্যে এক দিন হারেস ঘোষণা করিল যে, অমুক দিনে সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। সোজা সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে হারেসের সভায় গিয়া হজরতের পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। হারেস তাহা পাঠ করিয়া সোজাকে বলিলেন, "অদ্য তুমি আবাসে গিয়া অবস্থান কর, আগামী কল্য যাহা হয়, উত্তর দিব।" সভাভঙ্গ হইলে তিনি হজরতকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং সম্রাট হেরকেলের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন, কেননা তৎকালে বস্রা সম্রাট হেরাকলের অধীন ছিল। সম্রাট হারেসের পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে লিখিলেন, "এক্ষণে তুমি হজরত মহম্মদকে আক্রমণ করিও না, তিনি সামান্য লোক নহেন, আমি তাঁহার বিষয় বিশেষরূপ অবগত আছি।" হারেস সম্রাটের পত্র পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তৎপরে তিনি সোজাকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়া হজরত মহম্মদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হারেসের মৃত্যুর পর জবালা-বেন-আয়েহাম বস্রার শাসনকর্তৃত্ব-পদে অভিষিক্ত হন।

এমামার শাসনকর্ত্তার নিকট দূত প্রেরণ।

হজরত মহম্মদ এমামার শাসনকর্ত্তা হাওজা-বেন আলির নিকট সোলেদ বেন-অলিদকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। হাওজা হজরতের পত্র খানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া ইস্লামধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সোলেদকে বলেন, "যদি হজরত মহম্মদ আমাকে সমগ্র মুসলমান রাজ্যের রাজা করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি" ইত্যাদি। সোলেদ হজরতের নিকট আসিয়া ইহা প্রকাশ করিলে হজরত বলেন, "যে ব্যক্তি পার্থিব সুখের জন্য সত্য স্বরূপ খোদাতায়ালার উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, খোদাতায়ালা অবশ্যই তাহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিবেন।"



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলী।

খায়বারের যুদ্ধ।

মদিনা হইতে ৩।৪ দিনের পথ-স্থিত খায়বার নামক স্থানে কতকগুলি ক্ষমতাশালী ইহুদী সম্প্রদায় বাস করিত। সেই স্থানটী মদিনার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সেই স্থানে ইহুদীদিগের কতিবা, নায়েম, সায়াব, শেখ, কমুস, নাতাত, সাতি ও সালাম নামক আটটী অজেয় দুর্গ ছিল। এই সকল দুর্গকেই খায়বার বলিত; "খায়বার' শব্দের অর্থ দুর্গ-বেষ্টিত স্থান। এই স্থানে মদিনা হইতে নির্ব্বাসিত বনি-নজির ও বনি-কোরায়জা দলস্থ ইহুদীগণ আসিয়া বাস করিতেছিল। খায়বারের ইহুদীগণ হজরতের চিরশত্রু ছিল। বনি-নজির ও বনি-কোরায়জা দলস্থ ইহুদীগণ তাহাদের সহিত যোগ দেওয়াতে হজরতের উপর তাহাদের বিদ্বেষানল অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বনি নজির দলপতি আবু-রাফে বনি-গাৎফান বংশীয় যাযাবর ইহুদী সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মদিনা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং বনি সায়াদ-বেন-বকর প্রভৃতি দলস্থ যে সকল ইহুদী পরিখার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল, তাহারাও খায়বারের ইহুদীগণের সহিত মিলিত হইল। অবশেষে খায়বারস্থ ওসায়ের-বেন-জারিম, বনি-ফেজারা ও বনি মুরাঃ দলস্থ ইহুদীগণকে হজরতের বিরুদ্ধে

উত্তেজিত করিল। ইহারা বহুদিন হইতে মদিনা আক্রমণের চেষ্টায় ছিল এবং সময়ে সময়ে মদিনাবাসীদিগকে আক্রমণের ভয় প্রদর্শন করিত।

এই সময়ে হজরত মহম্মদ ইহুদীগণের যুদ্ধ সজ্জার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে বলিলেন। এবনে এস্হাক বলেন যে, হজরত ১৪০০ শিষ্য, ২০০ অশ্ব ও বহু সংখ্যক উষ্ট্র সমভিব্যাহারে লইয়া খায়বারস্থ ইহুদীদিগের ষড়্যন্ত্র নিষ্ফল করিয়া দিবার জন্য সপ্তম হিজরীর মহরম মাসের প্রথম ভাগে মদিন হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদিগের সেবা-শুশ্রূষার জন্য ২০ জন ধাত্রীও তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোরফাতার পুত্র বোসাকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া যান। মাহাসান আসাদির পুত্র ওকাসা অগ্রগামী সৈন্যগণের এবং ওমর-বেন-খেত্তাব সৈন্যগণের বামপার্শ্বের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত শিষ্যগণকে বলিলেন, "যাহাদের লুণ্ঠন আশা বলবতী, তাহারা যেন এই যুদ্ধে যোগদান না করে।" হজরতের এই কথা শ্রবণ করিয়া আবদুল্ল-বেন-ওবাই যুদ্ধ গমনে বিরত হইল, পরন্তু সে খায়বারস্থ ইহুদীদিগকে হজরতের যুদ্ধ সজ্জার বিষয় সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বলিল।

খায়বারস্থ ইহুদীগণ হজরত মহম্মদের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া গাৎফান দলস্থ ইহুদীদিগকে সংবাদ দিয়া মহাসমারোহে যুদ্ধসজ্জা করিল। গাৎফান দলস্থ লোকগণ খায়বারে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে একটী শব্দ শুনিতে পাইয়া মনে করিল যে, মুসলমানগণ তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছে এই আশঙ্কায় তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু বাসস্থানে গিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। ওদিকে হজরত মহম্মদ খায়বারে উপস্থিত হইয়া তথাকার অভেদ্য দুর্গ দর্শন

করিয়া করুণাময় খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং শিষ্যগণকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। তাঁহারা মনুজেলা নামক স্থানে উপনীত হইয়া নামাজ পড়িলেন। তথায় কতিপয় কৃষিজীবী ইহুদী মুসলমানদিগকে দেখিতে পাইয়া খায়বারস্থ ইহুদীদিগের নিকট সংবাদ দিল। মুসলমানগণ নামাজ পড়া শেষ হইলে "আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর, লাএলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন।

ইহুদীগণ মুসলমানদিগের আগমন দর্শন করিয়া দুর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া যুদ্ধ সজ্জা করিল। তাহাদের দলপতি সালাম-বেন-মস্কাম সকলকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করিল; স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে কতিব দুর্গে এবং খাদ্যদ্রব্যাদি নায়েম ও সাবার নামক দুর্গদ্বয়ে বন্ধ করিয়া রাখিয়া সৈন্যগণকে নাতাত দুর্গে আসিয়া একত্রিত হইতে বলিল। এই যুদ্ধ সজ্জার সময়ে সালাম হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

হজরত মহম্মদ খায়বারের নিকট-স্থিত রাজ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া নাতাত দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কয়েকদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধকার্য্য চলিল। সেই সময়ে জনাব-বেন-মনজের হজরতকে বলিলেন, "ইহুদীদিগের সম্মান তুল্য খর্জ্জুর বৃক্ষগুলি ছেদন করা যাউক।" হজরত তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। যে রাত্রিতে ওমর-বেন-খেত্তাবের হস্তে নাতাত দুর্গের আক্রমণ-ভার অর্পিত ছিল, সেই রাত্রে একজন ইহুদী মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হয়। সে হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা করিলে হজরত ওমর তাহাকে হজরতের নিকট আনিলেন। মুসলমানগণ তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল কিন্তু হজরত তাহা করিতে দেন নাই। সে হজরতকে বলিয়াছিল, "এই রাত্রে ইহুদীগণ নাতাত দুর্গ ত্যাগ করিয়া শেখ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহারা নাতাত দুর্গে যে সকল দ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়া যাইবে, আমি

আগামী কল্য তাহা আপনাদিগকে দেখাইয়া দিব।" এই ব্যক্তি সেই রাত্রিতেই মুসলমান হইয়াছিল। পরদিন ইহুদীগণ নাতাত দুর্গ ত্যাগ করিলে মুসলমানগণ দুর্গ অধিকার করিলেন। এই দুর্গ জয় করিতে ৫০ জন মুসলমান আহত হন।

তৎপরে মুসলমানগণ সায়াব দুর্গ আক্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যাদি নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা কষ্ট পাইতেছিলেন। তজ্জন্য হজরত মহম্মদ শিষ্যগণের আহারীয় দ্রব্যের জন্য খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনাব-বেন-মনজের পবিত্র পতাকা গ্রহণ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পর সায়াব দুর্গ জয় করেন এবং তন্মধ্যে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তাঁহারা অজেয় কমুস দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিন হজরত ওমর, পরদিন হজরত আবুবকর দুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে হজরত মহম্মদ শিষ্যগণকে বলিলেন, "আমি আগামী কল্য যাহার হস্তে পতাকা দিব, সেই ব্যক্তিই আল্লাতায়ালার অনুগ্রহে দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইবে।" ইহা শুনিয়া সায়াদ-বেন-আবি-অক্কাস ও হজরতওমর-বেন-খেত্তাব প্রভৃতি প্রধান প্রধান মুসলমানগণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি আগামী কল্য পতাকা প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান।"

বীরবর হজরত আলি চক্ষের পীড়াবশতঃ হজরতের সঙ্গে খায়বারে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু হজরতের মদিনা ত্যাগের পর তিনি একাকী মদিনায় না থাকিয়া সেই রাত্রেই খায়বারে আসিয়া উপস্থিত হন। হজরত সেই রাত্রেই হজরত আলির আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রাতে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। হজরত আলি চক্ষের পীড়ায়

এত অস্থির হইয়াছিলেন যে, সালামা-বেন-অকবা তাঁহার হাত ধরিয়া হজরতের নিকট আনিলেন। ফলতঃ হজরতের অনুগ্রহে সেই মুহূর্ত্তেই হজরত আলির চক্ষু নিরাময় হইয়া গেল। তৎপরে হজরত তাঁহার হস্তে জোল-ফকর তরবারি ও পবিত্র পতাকা দিয়া বলিলেন, "অদ্য তোমার হস্তে দুর্গ জয় হইবে।"

হজরত আলি সৈন্যগণ সহ কমুস দুর্গের প্রাচীরের নিকটস্থিত প্রস্তর-খণ্ডসমূহোপরি পবিত্র পতাকা স্থাপন করিয়া ইহুদীদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই সময়ে দুর্গ মধ্য হইতে একজন বিজ্ঞ ইহুদী হজরত আলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" হজরত আলি বলিলেন, "আলি-বেন-আবিতালেব।" ইহুদী হজরত আলির নাম শ্রবণ করিয়া সকলকে বলিল, "এই ব্যক্তিই দুর্গ জয় করিবে, আমি ইহার বীরত্বের বিষয় পূর্ব্বে অবগত আছি।"

অনন্তর উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহুদী দলপতি হারেস নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু সে হজরত আলির তরবারির এক আঘাতেই শমন সদনে নীত হইল। হারেসের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা অতুল বলবিক্রমশালী দীর্ঘ-কায় মারহাব ভ্রাতৃ-হন্তার বধ সাধনার্থ দুইখানি শিরস্ত্রাণ ও দুইখানি উরস্ত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক প্রত্যেক যুদ্ধাস্ত্র দুই দুই খানি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে হজরত আলিকে বলিল, "আমার নাম মারহাব, আমি সর্ব্ববিধ যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।" হজরত আলি তৎশ্রবণে বলিলেন, "আমার নাম আলি, আমি ভূমিষ্ঠ হইলে আমার জননী আমার নাম 'আলি-অল-হায়দার' অর্থাৎ সিংহ রাখিয়াছিলেন।"

তৎপরে মারহাব হজরত আলির প্রতি প্রচণ্ড প্রতাপে বল্লম নিক্ষেপ

করিল; কিন্তু হজরত আলি অতুল বীরত্ব সহকারে মারহাবের লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়া স্বকীয় জোলফক্কর তরবারির আঘাতে তাহার অভেদ্য শিরস্ত্রাণ ভেদ করিয়া মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন, মারহাবের দীর্ঘ দেহ ধুলায় ধুসরিত হইতে লাগিল। এইরূপে হজরত আলি শত্রুপক্ষীয় সাত জন প্রধান পুরুষকে নিহত করিলেন। তখন ইহুদীগণ হজরত আলির পরাক্রম দর্শন করিয়া দুর্গ মধ্যে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে একজন বিপক্ষ হজরত আলির হস্তে আঘাত করাতে তাঁহার হস্তস্থিত ঢাল ভূমিতলে পড়িয়া গেল, শত্রুগণ সেই ঢাল লইয়া পলায়ন করিল। তখন মহাবীর হজরত আলি খোদাতায়ালার অনুগ্রহে দুর্গের লৌহ-কপাট গ্রহণ করিয়া ঢালের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, সাতজন মুসলমান বীর একত্রিত হইয়া সেই কপাট খানি মৃত্তিকা হইতে উর্দ্ধে তুলিতে পারেন নাই এবং ৪০ জন লোক একত্রিত হইয়া তাহা স্থানান্তরিত করিতে পারেন নাই। মায়ারেজন্নবুয়ত গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ৪০ জন লোক ঐ লৌহ কপাট স্থানান্তরিত করিতে পারিতেছেন না, দেখিয়া হজরত আলির মনে একটু অহঙ্কারের উদয় হইয়াছিল। সেই সময়ে হজরত জেব্রিল, হজরত মহম্মদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আপনি এই সময়ে আলিকে ঐ কপাট খানি উঠাইতে বলুন।" হজরত তদনুসারে হজরত আলিকে কপাট উঠাইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি উঠাইতে না পারিয়া লজ্জিত হইলেন। তখন হজরত জেব্রিল, হজরত মহম্মদকে বলেন, "আপনি আলিকে বলুন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, 'আলির জানা উচিত যে, ঐ কপাট খানি সে উত্তোলন করে নাই, আমিই উত্তোলন করিয়াছিলাম'।"

কমুস ও অন্যান্য দুর্গের ইহুদীগণ হজরত আলির নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন (আল আমান)।" হজরত আলি

হজরত মহম্মদের আদেশানুসারে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা নিজের কোন দ্রব্যাদি লুক্কায়িত না রাখিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাও;" ইহুদী-গণ তাহাই করিল। হজরত খায়বার জয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দয়াময় খোদাতাআলাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন এবং হজরত আলিকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

আবু হকিকের পুত্র কানানা কমুস দুর্গের অধিপতি ছিল। মুসলমানগণ সেই দুর্গে ১০০ বর্ম্ম, ৪০০ তরবারি, ১০০০ বল্লম, ৫০০ ধনুক ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে হজরত মহম্মদ কানানাকে বলেন, "তোমার আর অর্থ কোথায় আছে?" সে বলিল, "সমুদয় অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে।" হজরত বলিলেন, "যদি আর কোন ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তাহা হইলে আমান (রক্ষা) পাইবে না।" তৎপরে হজরত দৈবশক্তিপ্রভাবে ধনের সন্ধান পাইয়া জোবেরকে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান খুঁড়িতে বলিলেন এবং তথায় প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে ইহুদীদগের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইল। কিন্তু হজরত তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।* অবশেষে নাতাত দুর্গে সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ করা হইলে, তিনি তাহার পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিলেন, আর অবশিষ্ট দ্রব্যাদি শিষ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে ৬৪ জন মুসলমান ও ৯৩ জন ইহুদী হত হইয়াছিল।

---

* এবনে হেশাম ৭৬৪ ও ৭৭৩ পৃঃ; এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৬৯ পৃঃ; গুপ্ত ধন বাহির করিয়া দিবার জন্য কানানাকে উৎপীড়ন করা হইয়াছিল বলিয়া যে বর্ণনা আছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

হজরত মহম্মদের বিষ পান।

খায়বার অধিকৃত হইলে মুসলমানগণ কয়েকদিন পর্য্যন্ত কমুস দুর্গে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদিন তথায় হজরত মহম্মদ ও বসর এক সময়ে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। বসর অবলীলাক্রমে আহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরত এক খণ্ড মাংস মুখে দিয়াই বলিলেন, "এই মাংস বলিতেছে যে, আমাতে বিষ আছে।" তৎক্ষণাৎ তিনি আহার না করিয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু বসর উক্ত মাংস ভক্ষণ করায় সেই স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অনেক অনুসন্ধানের পর হজরত অবগত হইলেন যে, হজরত আলি যুদ্ধক্ষেত্রে মারহাব নামক যে দীর্ঘকায় বীরপুরুষকে বধ করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা হারেসের কন্যা জয়নাব এই মাংস রন্ধন করিয়াছিল। তখন জয়নাব হজরতের নিকট আনীত হইল। হজরত তাহাকে মাংসে বিষ প্রয়োগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "আমি আপনাকে হত্যা করিবার জন্য ঐ মাংসে অধিক পরিমাণে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম, যদি আপনি ধর্ম্ম প্রচারক হন, তাহা হইলে আপনার বিপদ্ আপনিই জানিতে পারিবেন আর যদি বীরপুরুষ হন, তাহা হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন।" * হজরত তাহাকে কোনরূপ দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। জয়নাব হজরতকে ধর্ম্মপ্রচারক জানিতে পারিয়া পরে মুসলমান হইয়াছিল।

---

* এই বিষ ভক্ষণে হজরত মহম্মদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শেষ জীবনে এই বিষের অপকারিতা তিনি বিশেষরূপে ভোগ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি জয়নাবকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাবারী ৩য় খণ্ড ১০৪ পৃঃ; এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৭০ পৃঃ।

বিবি সোফিয়ার সহিত হজরতের বিবাহ।

হজরত মহম্মদ খায়বার হইতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে সহবা নামক স্থানে তিন দিন শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি বনি নাজির-দলপতি হাই-বেন-আখতাবের কন্যা সোফিয়াকে বিবাহ করেন। খায়বারস্থ ইহুদী-দলপতি কানানার সহিত বিবি সোফিয়ার প্রথমে বিবাহ হয়; কিন্তু কানানা খায়বারের যুদ্ধে হত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, যৎকালে হজরত মহম্মদ খায়বার আক্রমণে রত ছিলেন, তৎকালে একদিন রাত্রে সোফিয়া স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্য আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বক্ষোপরি উপবেশন করিয়াছে। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট বলিলে, তাঁহার স্বামী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছিল, "যে ব্যক্তি আমাদের শত্রু, তুই কেন তাহার উদ্ভাবিত বাক্যাবলী আমার নিকট বলিতেছিস্ "

খায়বার জয়ের পর বিবি সোফিয়ার আত্মীয় স্বজনগণ ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। সেই সময়ে বিবি সোফিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। হজরত মহম্মদও তাঁহার প্রতি উদারভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। হজরতের পরলোক গমনের ৪০ বৎসর পরে বিবি সোফিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

গর্দ্দভমাংস ভক্ষণ নিষেধাজ্ঞা।

খায়বারে অবস্থানকালে একদিন রাত্রে মুসলমানগণ গর্দ্দভমাংস রন্ধন করিতেছিলেন। হজরত তাহা জানিতে পারিয়া শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "গর্দ্দভের মাংস ভোজন নিষিদ্ধ (হারাম)।" তখন শিষ্যগণ সমুদয় মাংস ফেলিয়া দিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আমরা কি রন্ধন-পাত্রটীও ফেলিয়া দিব।" হজরত বলিলেন, "না, রন্ধন পাত্র ধুইয়া লইলেই চলিবে।"

ওমরাতল কাজা। (১)

হজরত মহম্মদ খায়বার হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া "ওমরাতল কাজা" সম্পন্ন করিবার জন্য শিষ্যদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিয়া বলিলেন† "যাহারা হোদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে সকলকেই এবার ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিতে যাইতে হইবে।" তদনুসারে ২০০০ শিষ্য ওমরা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা ১০০ অশ্ব ও কোরবাণী প্রদানার্থ ৬০টী উষ্ট্র সঙ্গে লইলেন। হজরত মহম্মদ আবুরোহম্ গফ্ফারিকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া শিষ্যগণসহ মক্কা-যাত্রা করিলেন (৭৭৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে)। তিনি মক্কার নিকটস্থ জোলহলিফা নামক স্থানে উপনীত হইয়া মহম্মদ-বেন-মোস্‌লেমার নিকট অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দিয়া অগ্রে মক্কাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপরে তাঁহারা সেই স্থানে এহ্‌রাম (ওমরার সংকল্প) বাঁধিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ-বেন-মোস্‌লেমা মাররোজাহারাণ নামক স্থানে উপনীত হইলে কোরেশগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কোরেশগণ মহম্মদ-বেন-মোস্‌লেমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহম্মদ কোথায়?" তিনি বলিলেন, "হজরত মহম্মদ আগামী কল্য আসিবেন।" পরে হজরত শিষ্যগণসহ বতনে নাজ্জ নামক স্থানে উপনীত হইলে

---

(১) একবার ওমরাব্রতের এহরাম (ওমরার সংকল্প) বন্ধনপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিতে গিয়া পথিমধ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া পর বৎসর তাহা সম্পন্ন করাকে ওমরাতল কাজা বলে।

† কোরাণ শরিফ ৪৮ সুরা ২৭ আয়ত।

কোরেশগণ তাঁহার আগমন সংবাদ জানিতে পারিল। তখন তাহারা মহম্মদ-বেন-মোস্‌লেমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা অশ্ব ও যুদ্ধাস্ত্রাদি সঙ্গে আনিয়াছ কেন?" মহম্মদ-বেন-মোস্‌লেমা বলিলেন, "আমরা আত্মরক্ষার্থ ঐ সকল আনিয়াছি, তোমাদের সহিত আমাদের সন্ধি ভঙ্গ হয় নাই।" হজরত মহম্মদ আওস-বেন-খাওয়ালি আন্‌সারিকে বলিলেন, "তুমি এই স্থানে ২০০ লোক লইয়া দ্রব্যাদি রক্ষা কর, আমরা মক্কায় চলিয়া যাই।" আওস তাহাতে সম্মত হইলেন। তৎপরে হজরত কাসোয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক অপরাপর শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া তালবিয়া (এক প্রকার প্রার্থনা) পড়িতে পড়িতে মক্কানগরে প্রবেশ করিলেন। কোরেশগণ তাঁহাদের আগমনে নগর ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল।

মক্কা নগর সেই সময়ে একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল, কেবল শূন্য গৃহগুলি পড়িয়াছিল। মুসলমানগণ বহুদিন পরে জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া স্ব স্ব শূন্য আবাসগৃহগুলি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিল। হজরত ওমরাব্রতের নিয়মানুসারে কাবায় উপাসনা কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া মারওয়া পাহাড়ে উষ্ট্র কোরবানি ও মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতি ব্রত কার্য্য শেষ করিলেন। তৎপরে তিনি এক দল শিষ্যকে বতনে নাজ্জে দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তথাকার লোকগুলিকে মক্কায় আসিয়া ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিতে বলিয়া দিলেন।

এই সময়ে মক্কাবাসিগণ হজরতের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার, উদারস্বভাব প্রভৃতি গুণে মোহিত হইয়া অনেকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই সময়ে হারেসের কন্যা ময়মুনার সহিত হজরতের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহ কালে বিবি ময়মুনার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর ছিল। বিবি ময়মুনা বিখ্যাত বীর খালেদ-বেন-অলিদের মাতৃস্বসা ছিলেন। হজরত মহম্মদ হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিনে

তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। কথিত আছে যে, চতুর্থ দিন প্রাতে কোরেশগণ হজরতকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল "আপনি শীঘ্র আমাদের নগর হইতে চলিয়া যান।" হজরত তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি অদ্যই চলিয়া যাইব, কিন্তু তোমাদিগকে আমার আবাসে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করি।" তাহা শুনিয়া তাহারা বলে, "আমাদিগকে ভোজন করাইবার আবশ্যক নাই, আপনি শীঘ্রই চলিয়া যান।" পথভ্রান্ত কোরেশদিগের নীরস কথায় হজরত আর কোন আপত্তি না করিয়া মক্কা হইতে বহির্গত হইলেন।

বস্রার শাসনকর্ত্তা জবালার নিকট দূত প্রেরণ।

হজরত মহম্মদ বস্রার শাসনকর্ত্তা জবালার নিকট ধর্ম্ম প্রচারার্থ পত্রসহ একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। জবালা দূতকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া হজরতের পত্র পাঠ করিলেন এবং ভক্তিভরা প্রাণে মুসলমান হইলেন। পরে তিনি সেই পরিত্রাণ-পথ প্রদর্শক হজরত মহম্মদ মোস্তাফার নিকট নানাবিধ দ্রব্যাদি উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আম্মানের শাসনকর্ত্তার নিকট দূত প্রেরণ।

হজরত মহম্মদ আম্মানের শাসনকর্ত্তা ফারোয়া-বেন-আমেরের নিকট দূত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে আম্মান প্রদেশ রুমের সম্রাটের অধীন ছিল। শুভ্রচেতা ফারোয়া দূতকে সাদরে গ্রহণ-পূর্ব্বক ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মগুরুর সম্মানার্থ সায়াদের পুত্র মস্উদের হস্তে ফেজ্জা নামক একটী অশ্বতর, একটী অশ্ব ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি উপঢৌকন

স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং বিনয় সহকারে একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। পত্রে অন্যান্য কথাগুলির সহিত নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিত ছিল,—"মরিয়মের পুত্র হজরত ঈসা যে শেষধর্ম্ম-প্রচারকের আবির্ভাব হইবার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, আপনিই সেই শেষধর্ম্ম-প্রচারক; আমি ভক্তির সহিত আপনার ধর্ম্ম-গ্রহণ করিয়াছি।" হজরত ইহা পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া ফারোয়ার দূতকে উপ-ঢৌকনাদি দিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। তিনি ফারোয়া প্রদত্ত দ্রব্যাদি শিষ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। ফেজ্জা নামক অশ্বতরটি হজরত আবুবকর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ফারোয়া খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া রুমের সম্রাট্ ফারোয়াকে বন্দী করিলেন এবং ইস্লামধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু ইস্লাম বিশ্বাসী ফারোয়া ধর্ম্মত্যাগ না করায় নরাধম সম্রাট্ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

অষ্টম হিজ্‌রার ঘটনাবলী।

অষ্টম হিজ্‌রার সফর মাসে অলিদের পুত্র খালেদ, আসের পুত্র আমর ও তালহার পুত্র ওসমান ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ওসমানের হস্তে কাবা মস্‌জেদের কুঞ্চিকা ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ইঁহারা সপ্তম হিজ্‌রার শেষভাগে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাবীর খালেদের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ।

বীরবর খালেদ বলিয়াছেন, "যখন হোদায়বিয়ায় আমাদের (কোরেশদিগের) সঙ্গে হজরতের সন্ধি স্থাপিত হইল, তখন আমি মনে মনে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি এবং হজরতের ক্ষমতা ও ধর্ম্মবল দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সময়ে আমি একবার মনে ভাবিলাম যে, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর নিকট যাই। কিন্তু শুনিলাম যে, তিনি মুসলমান হইয়াছেন। তৎপরে রুমের সম্রাট্ হেরকেলের নিকট গিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু আবার মনে ভাবিলাম, আর কিছুদিন অপেক্ষা করি। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পর বৎসর হজরত ওমরাতলকাজা সম্পন্ন করিতে মক্কায় আসিয়া আমার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আমি মক্কায় ছিলাম না। আমার সহোদর অলিদ তখন মুসলমান হইয়াছিল। সে আমাকে নিম্নের মর্ম্মে

একখানি পত্র লিখিয়াছিল,—"হজরত মহম্মদ আপনার অন্বেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বোধ হয়, এতদিন পর্য্যন্ত খালেদের নিকট ইস্‌লামধর্ম্মের সত্যতা অবিদিত নাই। যদি সে ধর্ম্মের জন্য স্বীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার মঙ্গল।' অতএব ভ্রাতঃ! শীঘ্র এই ধর্ম্ম-গ্রহণ করুন, অনেক পুণ্য কার্য্য আপনার নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে।" এই পত্র পাঠ করিয়া আমার অন্তরমধ্যে ক্রমে ক্রমে ইস্‌লামধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে লাগিল।

"তৎপরে আমি ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ানের নিকট গিয়া বলিলাম, 'সাফোয়ান! এক্ষণে আমাদের পতন সময় উপস্থিত। হজরত মহম্মদের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; চল, আমরা তাঁহার নিকট গিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করি; তাঁহার ক্ষমতায় আমাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইবে।' সাফোয়ান আমার কথা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া আমাকে এক চপেটাঘাত করিল। আমি সাফোয়ানের নিকট অবমানিত হইয়া আবু জহলের পুত্র আক্‌রামার নিকট গিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ বলিলাম। সেও আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিল না। অবশেষে আমি তালহার পুত্র ওসমানের নিকট গমন করিলাম এবং আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। অনন্তর আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণার্থ মদিনা-যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে হাদা নামক স্থানে আসের পুত্র আমরের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনিও ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণার্থ আমাদের সহিত যোগ দিলেন। তথা হইতে আমরা তিনজনে মদিনায় হজরত মহম্মদের নিকট গমন করিলাম। হজরতের নিকট উপনীত হইয়া আমি বলিলাম, 'আস্‌সালামো আলায়কা ইয়া রসুল আল্লাঃ।' তখন তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, আমিও কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইলাম, তিনি

আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন।” ফলতঃ খালেদ মুসলমান হইয়া ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ যত্নবান্‌ হইয়াছিলেন। হজরত ওমরের খেলাফত সময়ে ২১ কি ২২ হিজরীতে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

আমর ও ওসমানের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ।

আমর বলিয়াছেন, “যখন আমি আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর নিকট ছিলাম, সেই সময়ে হজরত মহম্মদের দূত ওমাইয়া জামেরির পুত্র ওমর, নাজ্জাসীর নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। আমি নাজ্জাসীকে বলিলাম, ‘‘আপনি ওমরকে আমার হস্তে অর্পণ করুন, আমি উহাকে হত্যা করি, তাহা হইলে কোরেশগণ আমার উপর অধিক সন্তুষ্ট হইবে।” কিন্তু নাজ্জাসী আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাকে ইস্‌লামধর্ম্মের মূলমর্ম্ম উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন আমি তাঁহার নিকট মুসলমান হইলাম। তৎপরে আমি হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মদিনায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে হাদ্দা নামক স্থানে খালেদ ও ওসমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মদিনায় গিয়া হজরতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। হজরতের নিকট আমাদের পূর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, ‘‘ত্রিবিধ উপায়ে পূর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়—১ম, ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ; ২য়, কাফেরের দেশত্যাগ করিয়া মুসলমানের দেশে গমন; ৩য়, কাবায় হজ্জ করণ।”

ওসমানও হজরতের নিকট ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইঁনি ৪২ হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

মূতার যুদ্ধ।

সুরিয়ার অন্তর্গত বাল্‌কার নিকটে মুতা নামক একটী স্থান আছে। তথায় খৃষ্টীয় রোমক সম্রাটের শাসনাধীনে শারহাবিল-বেন আমর-গাচ্ছানি নামক এক জন শাসনকর্ত্তা ছিল। যখন হজরত মহম্মদ ওমায়েরের পুত্র হারেসকে বস্রার শাসনকর্ত্তার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখন হারেস বস্রায় গমন কালে এক দিন মুতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। শারহাবিল তথায় হারেসকে হত্যা করিয়াছিল। হজরত মহম্মদ হারেসের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

তৎপরে হজরত মহম্মদ শারহাবিলের দমনার্থ শিষ্যগণকে যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিলেন। তদনুসারে ৩০০০ শিষ্য জোরফ নামক স্থানে একত্রিত হইলেন। হজরত মহম্মদ সমবেত শিষ্যগণের মধ্যে হারেসের পুত্র জয়দকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "যদি জয়দ যুদ্ধক্ষেত্রে পাতিত হয়, তাহা হইলে আবিতালেবের পুত্র জাফরকে তোমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ করিও; যদি জাফরের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রোয়াহার পুত্র আবদুল্লাকে তোমাদের নেতা করিও, অবশেষে আবদুল্লার মৃত্যুর পর তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে প্রধান পুরুষকে মনোনীত করিয়া উক্ত পদে অভিষিক্ত করিও।" ইহা বলিয়া তিনি জয়দের হস্তে পতাকা দিয়া বলিলেন, "যেখানে শারহাবিল হারেসকে হত্যা করিয়াছে, তোমরা সেইখানে গিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান কর। কিন্তু নির্দ্দোষ লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিও না; স্ত্রীলোক, শিশুসন্তান ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করিও। তথাকার অধিবাসীদিগের গৃহ, আহারীয় দ্রব্য, ফলবান্ বৃক্ষ ও খর্জ্জুর বৃক্ষাদি ধ্বংস করিও না।"

জয়দ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মুতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শারহাবিল তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহাসমারোহে যুদ্ধ সজ্জা করিল এবং একদল সৈন্যকে জয়দের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রেরণ করিল। মুসলমানগণ মায়ান নামক স্থানে উপনীত হইয়া অগণ্য শত্রু সৈন্য দেখিতে পাইলেন। শারহাবিলের ভ্রাতা সদুস ৫০ জন সৈন্য লইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু মুসলমানগণের বিক্রমে সেই যুদ্ধে সদুসের মৃত্যু হয় ও তাহার সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করে। শারহাবিল ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হন এবং অন্য এক ভ্রাতাকে সম্রাট্ হেরকেলের নিকট সাহায্য প্রার্থনার্থ পাঠাইয়া দেন। সম্রাট্ হেরকেলও শারহাবিলের সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইল, তদ্ব্যতীত আরবদেশস্থ কাফেরগণ শারহাবিলের সঙ্গে মিলিত হইল। এক্ষণে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ এক লক্ষ সৈন্যের নেতা হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানগণ অগণ্য শত্রু সৈন্য দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া হজরতের নিকট সাহায্যার্থ পত্র লিখিলেন।

এই সঙ্কট সময়ে রোয়াহার পুত্র আবদুল্লা মুসলমানগণকে আহ্বান করিয়া নানা প্রকার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা ত অধিক সংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া যুদ্ধে জয়ী হই নাই। বদরের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আমরা কয়টী লোক ছিলাম? ইস্‌লামধর্ম্মের প্রভাবেই আমরা সে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলাম। অতএব সকলে অগ্রসর হও, হয় জয়ী হইব, না হয় সহিদ (ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ) হইব।" আবদুল্লার জলন্তোৎসাহ বাক্যে মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া অগণ্য শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। আবু হোরায়রা বলেন, "আমি মুতার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে শত্রু-সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র ও বহুমূল্য রেসমী বস্ত্রাদি দর্শন করিয়া আমার চক্ষু ঝল্‌সিয়া গিয়াছিল। তখন সাবেত-বেন-আকোয়াম-

আন্‌সারি আমাকে বলিয়াছিল, 'আবুহোরায়রা! তুমি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলে না, সেখানে আমরা অল্পসংখ্যক হওয়াতেও আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে জয়ী করিয়াছিলেন।"

এক্ষণে উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে জয়দ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জাফর তৎক্ষণাৎ পতাকা ধারণপূর্ব্বক পদব্রজে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন শত্রুগণ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল, তখন তিনি বাম হস্তে পতাকা ধারণ করিলেন! ক্ষণকাল মধ্যে সে হস্তেও শত্রুগণ আঘাত করিল, তখন তিনি সেই রক্তাক্ত হস্তে পতাকা ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে শত্রুগণ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করায় যুদ্ধ কার্য্যের অবসান হইল। * ওমরের পুত্র আবদুল্লা এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "জাফরের মৃত্যুর পর দেখিলাম যে, তাঁহার দেহে তরবারির ৫০টী আঘাত লাগিয়াছে।" আবদুল্লা বেন-রোয়াহা তিন দিন অনাহারের পর জাফরের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া পতাকা গ্রহণ করিলেন এবং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তিনিও শমন-সদনে নীত হইলেন। আবদুল্লার মৃত্যুর পর আহজমের পুত্র সাবেত খালেদকে পতাকা দিবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে খালেদ তাহা গ্রহণ করিলেন। খালেদের হৃদয়গ্রাহী ও উৎসাহসূচক বাক্যে ভয়-বিহ্বল মুসলমান সৈন্যগণ স্থিরভাব ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং অসাধারণ বলবিক্রমশালী খালেদ অগণ্য শত্রুসৈন্যের অভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। যুদ্ধশেষে মহাবীর খালেদ বলিয়াছিলেন, "অদ্য আমার ৯ খানি তরবারি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

* এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৭৮, ১৮০ পৃঃ।

সেই দিন সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় উভয় পক্ষীয় সৈন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। খালেদ পরদিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রগামী সৈন্যগণকে পশ্চাতে আর পশ্চাদ্‌গামী সৈন্যগণকে অগ্রে স্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তদ্দর্শনে শত্রুগণ মনে করিল যে. বোধ হয়, মুসলমানদিগের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য আসিয়াছে। এই বিবেচনায় তাহারা খালেদের প্রথম আক্রমণেই যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। খালেদ মুতায় একটী দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা সকলে মদিনায় প্রত্যাগমন করেন।

যে সময়ে মুতায় যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে হজরত মহম্মদ মদিনার মস্‌জেদে বসিয়া শিষ্যগণের সমক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনাগুলি বিবৃত করিতেছিলেন। যখন খালেদ মুতায় পতাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হজরত শিষ্যগণকে বলেন, "এইবার আল্লাতায়ালার একখানি তরবারি (সয়ফোল্লা) অর্থাৎ খালেদ-বেন-অলিদ পতাকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহার হস্তে শত্রুগণ পরাজিত হইবে। সেই সময় হইতে খালেদ "সয়ফোল্লা" নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

জাতোস্ সালাসেলের যুদ্ধ।

"সালাসেল" শব্দটীর অর্থ শৃঙ্খল অর্থাৎ মদিনার নিকটস্থ কতিপয় বিধর্ম্মীর দল একত্রিত হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে কদাচ পরাঙ্মুখ হইবে না। কেহ কেহ বলেন, সালাসেল একটী কূপের নাম। এই কূপটী মদিনার ১০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

হজরত মহম্মদ জমাদিয়স্‌সানি মাসে শুনিতে পাইলেন যে, কায়াজা,

বালি ও বনুকায়েন দলস্থ লোকসকল একত্রিত হইয়া মদিনা আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। তখন তিনি আসের পুত্র আমরের সহিত ৩০০ সৈন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। আর আমরের হস্তে পবিত্র পতাকা দিলেন। জয়দের পুত্র সয়িদ, আবিঅক্কাসের পুত্র সায়াদ, রাবিয়ার পুত্র আমের, সেনানার পুত্র সোহায়েব, হোজায়েরের পুত্র ওসায়েদ ও আবাদার পুত্র সায়াদও আমরের সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমর কিছুদূর গিয়া জানিতে পারিলেন যে, একদল লোক আসিয়া শত্রুদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। তখন তিনি হজরতের নিকট সাহায্যার্থ দূত পাঠাইয়া দিলেন। হজরতও আবুওবেদার অধীনে একদল সৈন্য আমরের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দিলেন। সেই সঙ্গে হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর-বেন-খেত্তাবও ছিলেন। আবুওবেদা পথিমধ্যে আমরের সহিত মিলিত হইয়া উভয় সৈন্য লইয়া শত্রুদিগের বাসস্থানে গমন করিলেন।

মুসলমানগণ রাত্রিকালে শত্রুদিগের বাসস্থানে উপনীত হইলেন। সেই রাত্রে ভয়ানক শীত পড়িয়াছিল; সৈন্যগণ শীত নিবারণার্থ অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে গেলে, আমর তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ শীতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অতঃপর হজরত ওমর, আমরের কথা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে উৎসুক হইলে, হজরত আবুবকর তাঁহাকে বলিলেন, "হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন, 'নেতার আদেশমত কার্য্য করিও, যদি তুমি আমরের কথা অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে হজরতের কথা অগ্রাহ্য করা হইবে।" ইহা শুনিয়া হজরত ওমর ক্ষান্ত হইলেন। প্রাতে তাঁহারা শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলে শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করিল, কেহ কেহ বা যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইল। আমর কয়েকদিন সেখানে অবস্থিতি করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

তিনি মদিনায় উপস্থিত হইলে, কেহ কেহ হজরতের নিকট আমরের নামে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু আমর, হজরতকে বলিলেন, "যদি সেই রাত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইত, তাহা হইলে শত্রুগণ আমাদের অল্পসংখ্যক সৈন্য দেখিয়া সবেগে আক্রমণ করিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিত। তজ্জন্যই আমি অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে দিই নাই।"

এই আমর এক সময়ে ইস্‌লামধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। ইনি হজরতের নামে কুৎসাপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন এবং কোরেশদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর নিকট হইতে মুসলমানগণকে হত্যা করিতে কিম্বা কোরেশদিগের নিকট আনিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লা-তায়ালার কি অপার মহিমা! এক্ষণে সেই আমর ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিদেশে উক্ত ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। সত্যের জয় সর্ব্বকালে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মক্কা-বিজয়।

হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে মক্কার নিকটস্থ বনি বকর দলস্থ লোকগণ কোরেশদিগের অধীনে ও বনি খায়াজা দলস্থ লোকগণ হজরত মহম্মদের অধীনে ছিল। এই দুই দল পূর্ব্বে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। যখন হজরতের সহিত কোরেশদিগের বিবাদ হয়, তখন তাহারা উভয় দল পরস্পর যুদ্ধ ভুলিয়া গিয়া কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং হজরতের বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর আবার তাহারা উভয় দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইল।

এক দিন বনি বকর দলস্থ এক ব্যক্তি বনি খায়াজা দলস্থ লোকগণের

নিকট হজরতের কুৎসা করিতেছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া বনি খায়াজা দলস্থ এক ব্যক্তি তাহাকে নিষেধ করে; কিন্তু সে তাহাতে কর্ণপাত না করায় সেই ব্যক্তি তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। তখন বনি বকর সম্প্রদায়স্থ বনু নাফাদা দলটী বনি খায়াজা দলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ও বনি মোদ্‌লেজ্‌ দলের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল, কিন্তু তাহারা সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। তৎপরে তাহারা কোরেশদিগের নিকট সাহায্য চাহিল। হজরতের চিরশত্রু আবুজহলের পুত্র আক্‌রামা, ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ান ও ওমরের পুত্র সোহেল তাহাদের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক রাত্রে গুপ্তভাবে খায়াজা সম্প্রদায়স্থ লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ২০ জনকে নিহত করিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, হজরত মহম্মদ জেব্রিলের নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। পরে খায়াজা সম্প্রদায়স্থ লোকগণ হজরতের নিকট গিয়া কোরেশদিগের নামে অভিযোগ করিল; হজরত চারি মাস কাল পর্য্যন্ত কোরেশদিগকে কিছুই বলিলেন না।

চারি মাস অতীত হইয়া গেলে কোরেশগণ জানিতে পারিল যে, হজরত মহম্মদ তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সন্ধিভঙ্গের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তখন তাহারা পুনঃ সন্ধি স্থাপনের জন্য আবুসোফিয়ানকে মদিনায় হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। আবুসোফিয়ান মদিনায় আসিয়া প্রথমে তাহার কন্যা ওম্মেহাবিবার গৃহে গিয়া হজরতের আসনে উপবেশন করিতে গেলে, ওম্মেহাবিবা বলিলেন, 'পিতঃ! আপনি পবিত্র পুরুষের আসনে বসিবেন না।" আবুসোফিয়ান ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া কন্যার গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং হজরতের নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিল; কিন্তু হজরত তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। তখন সে তথা হইতে হজরত আবুবকর, হজরত আলি ও হজরত ওমরের নিকট গেল, কিন্তু কোন স্থানেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। অবশেষে

সে বিবি ফাতেমার নিকট গিয়া বলিল, "তোমার ভগিনী জয়নাব যেমন আবুল আসকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি আমার পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক হজরতের নিকট গিয়া আমাদের সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন কর।" বিবি ফাতেমা বলিলেন, "হজরতের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি স্বীয় অভিলাষানুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন।" এতৎশ্রবণে আবু-সোফিয়ান হতাশ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এদিকে হজরত মহম্মদ কোরেশদিগের বিপক্ষে শিষ্যগণকে যুদ্ধ সজ্জা করিতে বলিলেন। তদনুসারে আসলাম, গেফার, জাহনিয়া, আসজা ও সলিম প্রভৃতি দলস্থ মুসলমানগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হজরত মহম্মদ এবনেওম্মেমক্তুমকে, কেহ কেহ বলেন, আবুজার গফ্ফারিকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া ১০ই রমজান বুধবারে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন। এবার তাঁহার সঙ্গে ১০,০০০, কেহ বলেন ১২,০০০, সৈন্য গিয়াছিল। তিনি সৈন্যগণসহ কাদিদ নামক স্থানে উপনীত হইয়া শিষ্যগণকে রোজা (উপবাস) ভঙ্গ করিতে বলেন,—কারণ যুদ্ধকালে রোজা ভাঙ্গিলে পাপ হয় না।

তৎপরে তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সাফোয়া নামক স্থানে * মক্কা নগরীস্থ কতকগুলি লোক হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে হজরতের পিতৃব্য আব্বাস, হারেসের পুত্র আবুসোফিয়ান ও ওমাইয়ার পুত্র আবদুল্লাও ছিলেন। আব্বাস হজরতের নিকট আসিলে হজরত বলিলেন, "আপনি যেমন শেষ উপ-নিবেশকারী, আমিও সেইরূপ শেষধর্ম্ম-প্রচারক।" আব্বাস সপরিবারে মুসলমান হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারাদি মদিনায় পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে হজরতের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

* কেহ বলেন, জাহাফা নামক স্থানে, কেহ বলেন, জোলহলিফা নামক স্থানে।

হজরত মহম্মদ মক্কার ৬ ক্রোশ দূরস্থ মাররোজাহারাণ নামক স্থানে উপনীত হইয়া শিবির স্থাপন করত রাত্রিতে শিষ্যগণকে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে বলেন। এক্ষণে এই স্থানটী "ওয়াদিফাতেমা" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আব্বাস যদিও হজরতের সঙ্গে ছিলেন, তথাপিও তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, যদি কোরেশগণ হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া বিদ্রোহাচরণ করে, তাহা হইলে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবে। তজ্জন্য তিনি সেই রাত্রে একটী অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক শিবিরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সেই সময়ে হজরতের প্রধান শত্রু আবুসোফিয়ান, হাকিম বেন-থারাম ও বোদেল-বেন-আর্কাকে সঙ্গে লইয়া হজরত মহম্মদ আসিতেছেন কি না, তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল। তাহারা মাররোজাহারাণে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইল। আব্বাসও তাহাদের অশ্বের পদশব্দ শ্রবণে অগ্রসর হইলেন, আবুসোফিয়ানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আবুসোফিয়ানকে স্বীয় অশ্বতরোপরি লইয়া হজরত ওমরের নিকট গেলেন এবং হাকিম ও বোদেল মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হজরত ওমর আবুসোফিয়ানকে দেখিয়াই হজরতের নিকট গিয়া বলিলেন, "আবুসোফিয়ান বন্দী হইয়াছে, তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।" হজরত তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। পরে আব্বাস আবুসোফিয়ানকে লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত মহম্মদ আব্বাসকে বলিলেন, "অদ্য রাত্রে আবুসোফিয়ানকে আপনার শিবিরে রাখুন, আগামী কল্য প্রাতে আমার নিকট আনিবেন।" পরদিন প্রাতে যখন আবুসোফিয়ান হজরতের নিকট আনীত হইল, তখন হজরত মহম্মদ আবুসোফিয়ানকে বলিলেন, "ভাল, আবুসোফিয়ান! আজিও কি শেষ সময় উপস্থিত হয় নাই যে, তুমি একমাত্র খোদাতালার অস্তিত্ব স্বীকার

কর।" আবুসোফিয়ান বলিল, "হাঁ, আমি একমাত্র আল্লাতায়ালার অস্তিত্ব স্বীকার করি।" হজরত পুনঃ বলিলেন, "আমাকে কি খোদা-তায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিবার সময় আজিও উপস্থিত হয় নাই?" আবুসোফিয়ান বলিল, "প্রিয়তম মহম্মদ! তদ্বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে।" সেই সময়ে মহাত্মা আব্বাস আবুসোফিয়ানের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মের উপদেশসমূহ বিশেষরূপে বিবৃত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং হজরতের ব্যবহারে মোহিত হইলেন।

আবুসোফিয়ান মুসলমান হইলে হজরত মহম্মদ আব্বাসকে বলিলেন, "আপনি আবুসোফিয়ানকে সঙ্গে লইয়া মক্কা গমন পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকুন, মুসলমান সৈন্যগণ কিরূপে নগর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা আপনি তাঁহাকে দর্শন করান। তদনুসারে মহাত্মা আব্বাস আবুসোফিয়ানকে সঙ্গে লইয়া মক্কা প্রবেশের পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথমে খালেদ একদল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। সৈন্যগণ আবুসোফিয়ানের সম্মুখে উপনীত হইয়া তক্‌বির (এক প্রকার প্রার্থনা) পড়িতে লাগিলেন। তৎপরে জোবায়ের ৫০০ বীরপুরুষ সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। এইরূপে বিভিন্ন দলস্থ দলপতিগণ সৈন্য লইয়া এক এক করিয়া আবুসোফিয়ানের সম্মুখভাগ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা আব্বাস প্রত্যেক দলের দলপতিগণের নাম এক এক করিয়া আবুসোফিয়ানের নিকট বলিতে লাগিলেন। অবশেষে হজরত মহম্মদ কাসোয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক ৫০০০ সৈন্য সঙ্গে লইয়া হজরত আবুবকর ও ওসায়েদ-বেন-হোজায়েরের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবুসোফিয়ান এই সকল দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং মহাত্মা আব্বাসকে বলিতে লাগিলেন, "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র বাস্তবিকই

ক্ষমতাশালী এবং তাঁহার রাজ্যও সুদৃঢ়।" তখন মহাত্মা আব্বাস আবুসোফিয়ানকে বলিলেন, "আবুসোফিয়ান! তোমার ভুল হইতেছে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের এ পার্থিব রাজ্য নয়, ইহা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য।"

হজরত মহম্মদ মাররোজাহারণ নামক স্থান হইতে মক্কা প্রবেশ কালে প্রথম সৈন্যদলকে নগরের সম্মুখভাগস্থ পথ দিয়া যাইতে বলিলেন এবং অন্যান্য সৈন্যদিগকে নগরের চতুর্দ্দিক্ দিয়া প্রবেশ করিতে বলিলেন। জোবায়েরের সঙ্গে মহাজেরদিগকে দিয়া বলিলেন, "জোবায়ের! তুমি কাদা নামক গিরিবর্ত্ম দিয়া হজুন নামক স্থানে গিয়া শিবির স্থাপনপূর্ব্বক আমার অপেক্ষা করিও;" এবং আবু ওবেদাকে বলিলেন, "তুমি বতনেওয়াদির পথ দিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ কর" এবং খালেদকে মক্কার নিম্নভাগস্থ কোদা নামক স্থানে গিয়া পতাকা উড্ডীয়মান করিতে বলিলেন। "কিন্তু কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিও না, যদি কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আত্মরক্ষা করিও।" ইহা তিনি সকলকে বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন এবং সর্ব্বশেষে তিনি নিজেই কাসোয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক মক্কায় প্রবেশ করিলেন।

কোরেশদিগের মধ্যে আবুজহলের পুত্র আকুরামা, ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ান ও ওমরের পুত্র সোহেল, বনি হারেস ও বনি হোজায়েল দলস্থ লোকগুলিকে সঙ্গে লইয়া মহাবীর খালেদের সম্মুখীন হইল এবং যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। খান্দামা নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। কোরেশগণ অল্পকাল যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিল। মহাবীর খালেদ হাজাওয়া (আজাওয়া) নামক স্থান পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে ২০ জন কোরেশ ও দুই জন মুসলমান্ হত হয়। হজরত মহম্মদ খালেদের যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি খালেদকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন সে যুদ্ধ করিল? শত্রুগণ

তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কেবল আত্মরক্ষা করিলেই পারিত।” তৎপরে তিনি খালেদকে নরহত্যা করিতে নিষেধ করিলেন। সেই সময়ে শত্রুগণ কেহ পাহাড়ে, কেহ বা স্বস্ব গৃহে পলায়ন করিল, মুসলমান সৈন্যগণ নির্ব্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করিলেন।

হজরত মহম্মদ মক্কার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাবার নিকটে আসিয়া তক্‌বির পড়িতে লাগিলেন, শিষ্যগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তক্‌বির পড়িতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে মক্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তিনি সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর তিনি কাবায় স্থাপিত ৩৬০টী দেবমূর্ত্তি হইতে কাবাকে মুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। ইতিবৃত্তলেখকগণ বলেন যে, হজরত একখানি যষ্টি লইয়া দেবমূর্ত্তিগুলির সম্মুখে গেলেন এবং সেই যষ্টি দেবমূর্ত্তির দিকে উত্তোলন-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, “সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অসত্য লোপ পাইয়াছে, নিশ্চয়ই অসত্য লুপ্ত হয়” (কো ১৭শ সুরা, ৮৩ আয়েত)। †

হজরত ইহা বলিতে না বলিতেই দেব মূর্ত্তিগুলি ভূমিসাৎ হইতে লাগিল। এবনে আব্বাস বলেন, “যে দিন হজরত মহম্মদ মক্কা জয় করেন, সেই দিন তিনি ৩৬০টী দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন আরববাসিগণ ঐ সকল দেবমূর্ত্তির পূজা করিত ও তাহাদের নিকট বলি দিত। পূর্ব্বে যখন কাবায় দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হয়, তখন কাবা আল্লা-তায়ালার নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, “হে খোদা-তায়ালা! আর কতকাল তোমা ভিন্ন এই সকল দেবমূর্ত্তি আমার মধ্যে পূজিত হইবে?” খোদাতায়ালা কাবাকে প্রবোধবাক্যে বলিয়া-ছিলেন, “এক সময়ে আমি তোমার নিকট আমার এক জ্যোতিকে

* এবনে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৯২ পৃঃ।

পাঠাইব ও তাহার সঙ্গে একদল লোক যাইবে, তাহারা শান্তপ্রকৃতিতে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে" (তওরাত, আসিয়া ৫৪, ৬০ অধ্যায়)।

হজরত মহম্মদ ক্রমে ক্রমে হবল, নায়েলা, এসাফ প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিলেন। এসাফ ও নায়েলা মূর্ত্তি বনি জরহাম বংশের দুইজন লোকের প্রতিমূর্ত্তি। হবল ধ্বংস হইলে জোবায়ের আবুসোফিয়ানকে বলেন, "আবুসোফিয়ান! তোমরাই না ওহোদ যুদ্ধক্ষেত্রে হবল দেবের কত প্রশংসা করিয়াছিলে?" আবুসোফিয়ান বলিলেন, 'আমাকে আর তিরস্কার করিও না, যদি হজরত মহম্মদের আল্লাতায়ালা ভিন্ন অপর আল্লাতায়ালা থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আমাদিগকে সাহায্য করিতেন।"

এবনে সায়াদ বলেন, "তালহার পুত্র ওসমান বলিয়াছেন যে, ইস্‌লামধর্ম্ম আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে সোম ও বৃহস্পতিবার ভিন্ন কাবার দ্বার খোলা হইত না। এক দিন হজরত মহম্মদ আমাকে নির্দ্ধারিত দিন ভিন্ন অন্য এক দিন কাবার দ্বার খুলিতে বলায় আমি তাহা খুলি নাই, অধিকন্তু আমি তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমাকে বলিয়াছিলেন, "ওসমান! এমন একদিন উপস্থিত হইবে, যে দিন তুমি কাবার কুঞ্চিকা আমার হস্তে দেখিতে পাইবে এবং আমি ইচ্ছানুসারে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উক্ত কুঞ্চিকা দিব।" অনন্তর মক্কা জয়ের পর হজরত আমাকে কাবার কুঞ্চিকা আনিতে বলেন। আমি কুঞ্চিকা আনিলে হজরত তাহা গ্রহণপূর্ব্বক কাবার দ্বার খুলিয়া পুনরায় উহা আমার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "যদি অন্য কেহ বলপূর্ব্বক এই কুঞ্চিকা গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ইহা চিরকাল তোমার বংশধরের হস্তে থাকিবে। হে ওসমান! আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, একদিন এই কুঞ্চিকা আমার হস্তে

আসিবে, তখন আমি ইহা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিব”। তৎশ্রবণে ওসমান হজরতকে বলিয়াছিলেন, “আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, আপনি বাস্তবিকই ধর্ম্মপ্রচারক।” ওসমানের পুত্রাদি ছিল না, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সায়বা উক্ত কুঞ্চিকা গ্রহণ করেন এবং অদ্যাবধি তাহা সায়বা বংশীয়দের হস্তেই আছে।

হজরত মহম্মদ ওসামা ও বেলালকে সঙ্গে লইয়া কাবার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ওসমানকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতে বলিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাবার মধ্যে থাকিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে দ্বারদেশে আসিয়াও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোরেশবংশীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিল। হজরত তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে কোরেশবংশীয়গণ! আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব, তৎসম্বন্ধে তোমরা কিরূপ মনে করিতেছ?” তাহারা বলিল, “হে মহানুভব ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি আমাদের উপর দয়ালু ব্যবহার করিবেন।”* তাবারি বলেন যে, হজরত মহম্মদ ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “হজরত ইয়ুসোফ যেমন তাঁহার ভ্রাতাদিগের প্রতি উপদেশ দিয়াছিলেন, আমিও তোমাদের প্রতি তদ্রূপ উপদেশ দিব। অদ্য আমি তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, আল্লাহতায়ালা তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, কারণ তিনি পরম দয়ালু।” † তৎপরে তিনি একটী নীতিগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন; কোরেশগণ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল ও যে জাত্যাভিমান করিত, তাহার দোষ তিনি তাহা-

* এবনে হেশাম ৮২১ পৃঃ; তাবারী ৩য় খণ্ড ১৩৪ পৃঃ।
† কোরাণ শরিফ ১২শ সূরা ৯২ আয়েত।

দিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "মানবজাতি আদম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার আদম মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। অতএব মানব জাতির মধ্যে সকলেই সমান, কাহার সহিত কাহারও প্রভেদ নাই। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মভীরু লোক, তাহারাই সাধারণ লোক হইতে স্বতন্ত্র। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, 'হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে সৃজন করিয়াছি, এবং তোমাদিগকে বহুসম্প্রদায়ে ও বহু পরিবারে বিভক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিয়া লও; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মভীরু, তাহারা খোদাতায়ালার নিকট গৌরবান্বিত, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা জ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞ।' * হজরতের সারগর্ভ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া কোরেশগণ তাঁহার নিকট ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দিন প্রচারান্তে হজরত মহম্মদ আবিতালেবের কন্যা ওম্মেহানির গৃহে গিয়া স্নান করিলেন এবং আট রেকাত নামাজ পড়িলেন।

জোহরের (অপরাহ্নিক) নামাজের সময় উপস্থিত হইলে হজরত মহম্মদ বেলালকে কাবার ছাদোপরি উঠিয়া আজান দিতে বলিলেন। আজান শ্রবণ করিয়া কাফেরদিগের মধ্যে ওসায়েদের পুত্র খালেদ, হেসামের পুত্র হারেস ও আসের পুত্র হকম প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি বেলালের প্রতি নানা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। তখন হজরত মহম্মদ, হজরত জেব্রিলের নিকট ইহার সংবাদ পাইয়া খালেদ, হারেস ও হকমকে ডাকাইয়া ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন যে, কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে "এবং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার দিকে লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছে, এবং বলিয়াছে যে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদিগের

* কোরাণ শরিফ ৪৯শ সূরা ১৩ আয়েত

একজন, বাক্যানুসারে তাহা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ ?" তৎপরে হারেস ও সায়েদের পুত্র এতাব ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

সেই দিন হজরত মহম্মদ সাফা পাহাড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক একটী প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিলেন। সেই সময়ে হজরত ওমর-বেন-খেত্তাব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সেই দিনের দৃশ্য কি সুন্দর! এরূপ দৃশ্য, পৃথিবীতে কেহ কখন দর্শন করেন নাই। সেই শুভদিনে লোকসকল দলে দলে আসিয়া হজরতের নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং সকলেই তাঁহার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, "তাহারা আল্লা-তায়ালা ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিবে না ; তাহারা পরদার গমন ও শিশুসন্তান হত্যা প্রভৃতি অবৈধ কার্য্য সকল করিবে না, কখন মিথ্যা কথা বলিবে না এবং স্ত্রীলোকদিগের নিন্দা করিবে না।" * কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "যখন আল্লাহতায়ালার সাহায্য উপস্থিত হইবে এবং জয় (মক্কা) হইবে, তখন তুমি লোক সকলকে দলে দলে পবিত্র ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে দেখিবে, অতএব আপন প্রতিপালকের প্রশংসার স্তব কর ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্ত্তনকারী।" এক্ষণে কোরাণ শরিফের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। *

হজরত মক্কা নগরীস্থ লোকদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া, মদিনাবাসিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "হজরত মহম্মদ মক্কার লোকদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিতেছেন এবং আপন বংশীয় লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন, বোধ হয়, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, কোরেশগণ হজরতের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে উপযুক্ত-

* এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১৯২ পৃঃ।

* কোরাণ শরিফ সুরা নসর। কাশ্যাফের মেশরের সংস্করণ ২য় খণ্ড ৪৯০,৪৯১ পৃঃ।

রূপ দণ্ড দিবেন কিম্বা হত্যা করিবেন।" কিন্তু ভ্রান্ত মদিনাবাসিগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রতিহিংসা লওয়া পার্থিব রাজার কার্য্য, হজরত-মহম্মদ পৃথিবীতে কেবল শান্তি স্থাপন করিতে ও পথভ্রান্তদিগকে পথ প্রদর্শন করিবার জন্য আসিয়াছেন। ফলতঃ যখন হজরত মহম্মদ হজরত জেব্রিলের নিকট মদিনাবাসিগণের কথোপকথনের বিষয় অবগত হইলেন,তখন তিনি তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা তাহা স্বীকার করিলে হজরত তাঁহাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদ দ্বিতীয় দিনে একটী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি মক্কা যে অতি পবিত্র নগরী, তাহার বিষয় লোকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়ে মক্কাবাসী অপরাপর লোকগণ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদ কখন কাহারও প্রণাম গ্রহণ কিম্বা কাহার উপর আধিপত্য করিতেন না। এই সময়ে একজন লোক ভয়বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার নিকট আসিতেছিল; হজরত তাহা দেখিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন, "কেন তুমি কাঁপিতেছ? কি জন্যই বা ভয়বিহ্বল হইয়াছ? আমি ত রাজা নহি।" এই দিবস আবুসোফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা, যিনি ওহোদক্ষেত্রে হামজা-বধের মূলীভূত কারণ ছিলেন, তিনি ও হজরতের প্রধান শত্রু আবদুল্লা এবং আকরামাও ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

হজরত মহম্মদ মক্কায় অবস্থান কালে খালেদকে নখল নামক স্থানের ওজ্জা দেবমূর্ত্তিকে ধ্বংস করিতে প্রেরণ করেন। মহাবীর খালেদ ওজ্জা ধ্বংস করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মক্কার তিন মাইল দূরস্থিত হোজেল বংশের উপাস্য সোয়া দেব-মূর্ত্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য

আমর প্রেরিত হন। আমর সোয়া ধ্বংস করিলে তাহার পুরোহিত ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করে। তৎপরে হজরতের আদেশে জয়দের পুত্র সায়াদ কর্ত্তৃক মোসলল্ নামক স্থানস্থ খজরজ, আওস ও গচ্ছান বংশীয় লোকগণের উপাস্য মনাৎ দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট হয়।

অতঃপর হজরত মহম্মদ মক্কানগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মরু-প্রদেশবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবার জন্য শিষ্যগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, "শান্তি ও ভ্রাতৃভাব প্রচার করিবে, যখন কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে, তখন তোমরা কেবলমাত্র আত্মরক্ষা করিবে, কোন অবস্থাতেই অগ্র আক্রমণকারী হইও না।" তাঁহার উপদেশানুসারে সর্ব্বত্র কার্য্য হইতে লাগিল। কেবল খালেদ-বেন অলিদ একস্থানে তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াছিলেন।

খালেদ-বেন-অলিদ বনি জজিমা সম্প্রদায়ের মধ্যে ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন। তিনি তাহাদিগকে বিদ্রোহী সম্প্রদায় মনে করিয়া তাহাদের কতিপয় লোককে হত্যা করিতে আরম্ভ করেন, তখন অন্যান্য মুসলমানেরা তাহাতে বাধা প্রদান করেন। হজরত মহম্মদ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং এই বলিয়া খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করেন, "হে খোদাতায়ালা! খালেদ যাহা করিয়াছে, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।" তিনি তৎক্ষণাৎ হজরত আলিকে প্রচুর অর্থসহ উক্ত সম্প্রদায়ের ক্ষতিপূরণ ও সন্তোষ বিধানার্থ প্রেরণ করেন। হজরত আলি তাহাদের নিকট উপনীত হইয়া মহাবীর খালেদ যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাদের সামাজিক অবস্থাদির বিষয় অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাহাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ উপযুক্তরূপ অর্থ প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট অর্থগুলি

হত্যাকারীদিগের আত্মীয় স্বজনগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। হজরত আলির এইরূপ উদার ও দয়ালু ব্যবহারে উক্ত সম্প্রদায়স্থ প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে হজরত মহম্মদ তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।*

২০শে রমজান তারিখে মক্কা জয় হয়। হজরত ৬ই শওয়াল পর্য্যন্ত মক্কায় ছিলেন, সেই সময়ে তিনি হাওয়াজেন ও সাকিফদলস্থ লোকদিগের বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন।

হোনেনের যুদ্ধ।

হোনেন একটী প্রান্তরের নাম, এই প্রান্তরটী মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে হাওয়াজেন, সাকিফ প্রভৃতি ভ্রমণশীল সম্প্রদায় বাস করিত এবং ইহার নিকটে বনি সাদ বংশীয় লোকগণের বাসস্থান ছিল; হজরত মহম্মদ শিশুকালে উক্ত বনি সাদবংশীয়া হালিমা বিবির নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। হোনেনবাসিগণ অসাধারণ বলবান্ ও অতুলৈশ্বর্য্যশালী ছিল এবং তায়েফের ন্যায় ইহাদেরও নগরটী সুদৃঢ় দুর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ ঘোরপৌত্তলিক ছিল, তাহারা আরবের প্রসিদ্ধ লাৎদেবীর পূজা করিত। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মক্কা বিজিত হইলে হাওয়াজেন ও সাকিফ সম্প্রদায়

---

* এবনে হেশাম ৮৩৪, ৮৩৫ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১২৫ পৃঃ; তাবারী ৩য় খণ্ড ১৪১ পৃঃ।

পরস্পর মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল, "মক্কার অধিবাসিগণ যুদ্ধ বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী নয় বলিয়া, মহম্মদ তাহাদিগকে জয় করিয়াছে, যদি আমাদের সহিত মুসলমানগণের যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের বীরত্ব দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবে। অতএব চল, আমরা সকলে দলবদ্ধ হইয়া আকস্মিকভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করি, তাহা হইলে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারিব।" এই পরামর্শানুসারে হাওয়াজেন দলপতি মালেক বেন-আওফ ও সাকিফ দলপতি কানানা-বেন-আবু-ফিয়ালিল্ যুদ্ধ-সজ্জা করিল এবং নিকটস্থ অন্যান্য দলস্থ লোকগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইল, ইহাতে তাহাদের সৈন্য-সংখ্যা প্রায় ৪০০০ হইল। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে মালেক সৈন্যদিগকে বলিয়া দিল যে, তোমরা সকলেই স্বস্ব পরিবার ও পশ্বাদিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে চল। ভ্রমণশীল সৈন্যগণ তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দসহকারে স্ব স্ব পরিবার ও পশ্বাদি সঙ্গে লইল। সেই যুদ্ধ সভায় বহুদর্শী বিজ্ঞ দুরীদ-বেন-সেম্মাঃ উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১২০ বৎসর, মতান্তরে ১৬০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি মালেককে বলেন, "তোমরা সপরিবারে পশ্বাদিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিও না, কেননা যদি পরাজিত হও, তাহা হইলে সর্ব্বস্বান্ত হইবে।" কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তৎপরে তিনি হাওয়াজেন দলস্থ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হাওয়াজেন বংশীয়গণ! তোমরা মালেকের পরামর্শানুযায়ী স্বস্ব পরিবার ও পশ্বাদি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উদ্যত হইয়াছ। শেষে দেখিতে পাইবে যে, মালেক তোমাদের স্ত্রীপুত্র ও দ্রব্যাদি শত্রুহস্তে দিয়া নিজে পলায়ন করিবে।"

দুরীদের কথা শ্রবণ করিয়া হাওয়াজেন দলস্থ লোকগণ ভীত হইল ও যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকৃত হইল। মালেক সৈন্যগণের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিল, "যদি তোমরা আমার প্রস্তাবে অনুমোদন না

কর, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।" সৈন্যগণ মালেকের কথা শুনিয়া ভীত হইল, কেননা যদি মালেক আত্মহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাদের দলপতি হইবার আর উপযুক্ত কোন লোক নাই। তজ্জন্য সকলে মালেকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল এবং মক্কার ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্ব কোণস্থ হোনেন উপত্যকায় গিয়া শিবির স্থাপন করিল। এই যুদ্ধের অপর এক নাম "হাওয়াজেনের যুদ্ধ।"

হজরত মহম্মদ হাওয়াজেন ও সাকিফ দলস্থ লোকদিগের যুদ্ধসজ্জার সংবাদ পাইয়া ৭ই শওয়াল শনিবারে মক্কা হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার সঙ্গে ১২০০০ সৈন্য গিয়াছিল। সৈন্যগণের মধ্যে ২০০০ মক্কার এবং ১০০০০ মদিনার অধিবাসী ছিল। এই যুদ্ধকালে হজরত মহম্মদ সায়াদের পুত্র এতাবকে মক্কায় আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

১০ই শওয়াল মঙ্গলবার হজরত সসৈন্যে হোনেন-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে এক জন মুসলমান সহর্ষে বলিয়াছিলেন, "আমাদের সৈন্যবল অধিক, আমরা কখনই বিপক্ষ সৈন্য দ্বারা পরাজিত হইব না।" হজরত ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন; কারণ পূর্ব্বে একবার এইরূপ অহঙ্কার করায় তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এই যুদ্ধের প্রথমেই মুসলমানগণ পরাজিত হন। কোরাণ শরিফের ৯ম সুরার ২৫ আয়েতে উক্ত হইয়াছে "সত্য সত্যই আল্লাহতায়ালা নানাস্থানে তোমাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং হোনেনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের লোকাধিক্য তোমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়াছিল, তখন তাহা তোমাদিগের কিছুই উপকার করে নাই। বিস্তৃতি সত্ত্বেও ভূমি তোমাদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, তৎপরে তোমরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলে।"

মুসলমানগণ হোনেনে আসিবার পূর্ব্বেই মালেক তথায় আসিয়া স্বকীয় সৈন্যগণকে বলিয়াছিল, "তোমরা জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাক, মুসলমানগণ আসিলেই অতর্কিতভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে।" তাহার সৈন্যগণ তদনুসারে জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিল। হজরত মহম্মদ আপনার সৈন্যগুলিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিলেই শত্রুগণ তাঁহাদের উপর অবিরল ধারায় তীরবর্ষণ করিতে লাগিল। খালেদ-বেন অলিদ বনি সালম দলস্থ লোকগুলিকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহাদের গাত্রে বর্ম্ম ছিল না বলিয়া তাঁহারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খালেদের সঙ্গে ৮০ জন অল্পবিশ্বাসী মুসলমান ছিল, তাহারা শত্রুদিগের তীরের আঘাত প্রাপ্ত হইতে না হইতেই পলায়ন করিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সৈন্যগণও পলায়ন করিল। কেবল মাত্র হজরতের নিকট কতকগুলি সৈন্য রহিল। সেই সময়ে হজরত অগ্রসর হইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, "আল্লাতায়ালা আমাদিগকে জয়ী করিবেন, তোমরা অগ্রসর হও।" যাহারা অল্পবিশ্বাসী ছিল, তাহারা হজরতের কথা শুনিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার উপহাস করিল। অবশেষে হজরত মহম্মদ আব্বাসকে বলিলেন,"আপনি শিষ্যগণকে আহ্বান করুন।" আব্বাস তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া মুসলমানগণকে বলিলেন, "হে আনসারগণ, হে মহাজেরগণ! হজরত মহম্মদ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তোমরা সকলে তাঁহার নিকট আগমন কর।" মুসলমানগণ আব্বাসের আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে হজরতের চতুর্দ্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত তাঁহাদিগকে পুনঃ যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিলেন। আবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময়ে হজরত স্বয়ং শত্রুগণের দিকে এক মুষ্ট বালুকা নিক্ষেপ করিয়া শিষ্যদিগকে সবেগে

শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। তাহাতে শত্রুগণ পরাজিত হইল।* ইহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৯ম সুরার ২৬ আয়তে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "অতঃপর খোদাতায়ালা তাঁহার প্রেরিত পুরুষের প্রতি ও বিশ্বাসীদিগের প্রতি আপন সান্ত্বনা প্রেরণ করিলেন ও সৈন্য পাঠাইলেন, তোমরা তাহা দেখ নাই এবং কাফেরদিগকে শাস্তিদান করিলেন, খোদাদ্রোহীদিগের ইহাই বিনিময়।" এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষীয় ৭০ জন আর মুসলমানদিগের ৪ জন লোক হত হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে শত্রুগণের মধ্যে অনেক লোক মুসলমান হইল; এবং অবশিষ্ট শত্রুগণ পলায়ন করিল। তাহাদের মধ্যে মালেক একদল সৈন্য সঙ্গে লইয়া তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, হজরত মহম্মদ এই ঘটনার ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে একবার এই তায়েফে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার অবমাননা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। একদল শত্রু তথাকার বৎনে নখলা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট শত্রুরা আওতাস উপত্যকোপরি স্ব স্ব দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে গমন করিল। যুদ্ধকালে একস্থানে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে হজরত মহম্মদ তথায় গিয়া উপস্থিত হন এবং দেখেন যে, খালেদ একটী স্ত্রীলোককে বধ করিয়াছে। হজরত তাহা দর্শন করিয়া দুঃখিত হইলেন এবং মহাবীর খালেদকে বলিলেন, "যুদ্ধের সময় স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা বধ করা নিষিদ্ধ।" তৎপরে তিনি ঐ হত্যাকাণ্ডের জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অনন্তর হজরত মহম্মদ, আবু আমের আনসারিকে আওতাস উপত্যকোপরি শত্রুদিগকে আক্রমণার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু তথায় আবু আমের

* এবনে হেশাম ৮৪৬ পৃঃ; এবনে অল-আসির ২য় খণ্ড ২০০,২০১ পৃঃ।

শত্রুগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আবু মুসা সৈন্যাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হন। আবু মুসা অসম সাহসিকতা সহকারে শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন। জোবের-বেন-আওয়াম এই যুদ্ধক্ষেত্রে দুরীদ-বেন-সেম্মাকে বধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, আবুমুসা বহুসংখ্যক বন্দী, অসংখ্য পশু ও দ্রব্যাদি লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত মহম্মদ জয়লব্ধ দ্রব্যগুলি আওতাসের নিকটস্থ জেয়েররাণা নামক স্থানে একত্রিত করিতে বলিলেন।

এই যুদ্ধে সায়াদ বংশীয় কতিপয় পুরুষ ও রমণী মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে হারেসের কন্যা শীমা অন্যতম। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, উক্ত হারেসের স্ত্রীর নাম হালিমা বিবি। ইনি হজরত মহম্মদকে শিশুকালে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একজন মুসলমান শামাকে কষ্ট দেওয়ায় সে বলিয়াছিল, "আমি তোমাদের হজরত মহম্মদের ভগিনী।" তদনন্তর হজরতের নিকট আনীত হইলে সে হজরতকে বলিল, "হালিমার সম্বন্ধে আমি আপনার ভগিনী।" হজরত বলিলেন, "তুমি যে হালিমার কন্যা, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব?" তখন সে হজরতকে শিশুকালের কয়েকটী চিহ্ন দেখাইল, সেই সকল চিহ্ন দর্শন করিয়া হজরত তাহাকে বসিবার জন্য নিজের চাদর বিছাইয়া দিলেন, শীমা তাহাতে উপবেশন করিল। পরে হজরত তাহার নিকট হালিমা বিবি ও তাঁহার পরিবারস্থ লোকগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শীমা বলিল, "হালিমা প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছে।" হজরত তৎশ্রবণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, "যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার নিকট থাকিতে পার, আর যদি বাসস্থানে যাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যাইতে পার।" শীমা স্বীয়

বাসস্থানে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করিল। হজরত তাহাকে এক জন দাসী, তিন জন চাকর ও কতকগুলি মেষ দিয়া বিদায় দিলেন।

তৎপরে হজরত মহম্মদ তায়েফে মালেককে আক্রমণ করেন। কয়েকদিন দুর্গ অবরুদ্ধ করার পর তিনি মনে করিলেন যে, তায়েফ-বাসিগণ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহারা শীঘ্রই অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। তদনন্তর তিনি তায়েফ হইতে চলিয়া আসিলেন এবং জেয়েররাণা নামক স্থানে আসিয়া সাবেতের পুত্র জয়দকে বলিলেন, "সাবেত! এখানে যত মুসলমান উপস্থিত আছে, তুমি তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত কর।" সাবেত তালিকা প্রস্তুত করিলেন। হজরত মহম্মদ জয়লব্ধ ৬০০০ বন্দী, ২৪০০০ উষ্ট্র, ৪০০০০ মেষ ও ৪০০০ অয়কিয়া রৌপ্য সমবেত মুসলমানগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে বসিলেন। তিনি প্রত্যেক অশ্বারোহীকে ১২টী উষ্ট্র ও ১২০টী মেষ ও প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যকে ৪টী উষ্ট্র ও ৪০টী মেষ দিলেন। তখন আবু সোফিয়ান হজরতকে বলিলেন, "হে প্রেরিত মহাপুরুষ! আপনি এক্ষণে এই সমুদয় দ্রব্যের অধিকারী, অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমি কি কিছু অধিক দ্রব্য পাইব না?" হজরত ইহা শুনিয়া বেলালকে বলিলেন 'বেলাল! আবুসোফিয়ানকে ১০০ উষ্ট্র ও ৪০ অয়কিয়া রৌপ্য দেও।" বেলাল আদেশ পালন করিলেন। পরে আবুসোফিয়ান স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র এজিদ *, কনিষ্ঠ পুত্র মায়াভিয়া ও কোরেশবংশীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান লোকগণের প্রত্যেকের জন্য ১০০ উষ্ট্র ও ৪০ অয়কিয়া রৌপ্য লইলেন অধিকন্তু মক্কাবাসী নূতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি

* এই এজিদের ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ মায়াভিয়ার পুত্র দুরন্ত এজিদ হজরত আলির প্রিয়পুত্র এমাম হোসেনকে বিষপ্রয়োগে ও এমাম হাসেনকে কারবালা যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করিয়াছিল।

প্রাপ্ত হইলেন। মক্কাবাসিগণ হজরতের উদারভাব দর্শন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু আন্‌সারগণ যৎসামান্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলেন। মক্কাবাসিগণ দ্রব্যাদি পাইয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, আন্‌সারগণও ততোধিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সময়ে পরস্পর বলিতেছিলেন, "হজরত মহম্মদ জন্মভূমির লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে প্রায় সমুদয় দ্রব্য দিলেন, কেবল আমরাই যৎসামান্য প্রাপ্ত হইলাম।"

হজরত মহম্মদ আন্‌সারদিগের দুঃখিত হইবার কারণ অবগত হইয়া, তাঁহাদিগকে আপন শিবিরে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলে শিবির মধ্যে সমবেত হইলে, হজরত শিবিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, শিবিরে আন্‌সারগণ ব্যতীত আর কেহই রহিল না। তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আন্‌সারগণ! তোমরা পরস্পর যাহা বলিতেছিলে, আমি তাহা অবগত হইয়াছি।" আন্‌সারগণ বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক যৌবনস্বভাব-সুলভ চাপল্যবশতঃ ঐ সকল কথা বলিয়াছে।" হজরত তৎশ্রবণে বলিলেন, "আন্‌সারগণ! যখন আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তোমরা কুসংস্কাররূপ অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছিলে, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে আলোক-পথে ভ্রমণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন,—তোমরা কষ্ট পাইতেছিলে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে সুখী করিয়াছেন;—তখন তোমাদের মধ্যে ঘোর শত্রুতার আধিপত্য ছিল এবং মঙ্গলময় তোমাদের অন্তর হইতে ঈর্ষ্যাবৃত্তি স্থানান্তরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃস্নেহ ও বন্ধুতার বীজ রোপণ করিয়াছেন। ইহা কি সত্য নয়, তাহা আমাকে বল?" আন্‌সারগণ বলিলেন, "হে মহানুভব ধর্ম্মপ্রচারক! আপনি আপনার ও আল্লাতায়ালার সম্বন্ধে

যাহা বলিলেন, তাহা সত্য।" তৎপরে হজরত পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে এইরূপ বলিতে পার, 'যখন লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলিত, সেই সময়ে তুমি আমাদের নিকট আসিয়াছিলে এবং আমরা তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম; তুমি আমাদের নিকট নিঃসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলে, এবং আমরা তোমাকে সাহায্য করিয়াছিলাম এবং দরিদ্র ও আশ্রয়হীন অবস্থায় তোমাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এবং আমরা সর্ব্বদা তোমাকে সান্ত্বনা করিতাম।' হে আন্‌সারগণ! কেন তোমরা এই পার্থিব দ্রব্যাদির জন্য দুঃখিত হইতেছ? মক্কাবাসী লোকগণ উষ্ট্র ও মেষাদি লইয়া গৃহে যাইবে, আর তোমরা আমাকে লইয়া নিজ গৃহে যাইবে, ইহাতে কি তোমরা সন্তুষ্ট হইতেছ না? বল দেখি, কাহাদের অধিক লাভ হইল? যদি সমুদয় মানবজাতি এক দিকে হয়, আর আন্‌সারগণ অন্য দিকে যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোমাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিব না; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি তোমাদের মধ্যেই থাকিব। হে আল্লাতায়ালা! আন্‌সারদিগের প্রতি এবং তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির প্রতি কৃপা বিতরণ কর।"

হজরতের এই কথা শুনিয়া আন্‌সারগণ অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং সকলেই একেবারে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আমরা সকলই আমাদের নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।" অতঃপর তাঁহারা সকলে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। *

জয়লব্ধ দ্রব্যাদি বিভাগ হইয়া গেলে, হাওয়াজেন বংশস্থ এক দল লোক হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইল। তাহারা বলিল যে, আরও অনেকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণার্থ আপনার নিকটে আসিতেছে। তৎ-

* এবনে হেশাম ৮৮৬ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ২০৮ পৃঃ; আবুল ফেদা ৮২ পৃঃ।

পরে হালিমার স্বামী হারেসের ভ্রাতা আবুবোরকান ও জোবের-বেন সরদ হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইল এবং তাহাদের দ্রব্যাদি ও আত্মীয়স্বজনগণকে বন্দী হইতে মুক্ত করিয়া দিতে বলিল। আবুবোরকান বলিল যে, ঐ সকল বন্দিনীগণের মধ্যে হালিমা বিবির ও হারেসের ভগ্নীদ্বয় আছেন। হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, "আমি জয়লব্ধ দ্রব্যাদি ও বন্দীদিগকে আমার শিষ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছি। তোমরা দ্রব্যাদি লইতে ইচ্ছা কর, না তোমাদের আত্মীয়স্বজনগণকে লইতে ইচ্ছা কর?" তাহারা বলিল "আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনগণকে পাইতে ইচ্ছা করি।" তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, "আমার ও আবদুল মোত্তালেব বংশীয় লোকদিগের অংশে যাহারা পড়িয়াছে, তাহাদিগকে এখন মুক্ত করিয়া দিতে পারি ; কিন্তু অন্যান্য বংশীয় লোকদিগের অংশে যাহারা পতিত হইয়াছে, তাহাদের প্রাপ্তির জন্য আগামী কল্য জোহরের (আপরাহ্নিক) * নামাজের সময়ে আমার নিকট আসিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিও 'আমরা খোদাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন তাঁহার শিষ্যগণকে আমাদের বংশীয় স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দেন এবং মুসলমান ভ্রাতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমাদের উপর দয়া প্রকাশপূর্ব্বক, হজরত মহম্মদের মতানুসারে কার্য্য করেন'।"

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবুবোরকান ও জোবের হজরতের নিকট আসিয়া তাঁহার উপদেশানুরূপে প্রার্থনা করিল। তখন হজরত মুসলমানগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মুসলমানগণ! হাওয়াজেন বংশীয় লোকগণ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা তোমাদের নিকট তাহাদের বন্দী আত্মীয় স্বজনগণকে চাহিতেছে। যদি তোমরা

* তাবারী বলেন যে, ফজরের নামাজ (প্রাতঃকালীন উপাসনা) ৩য় খণ্ড ১৫৫ পৃঃ।

তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হও, তাহা হইলে সন্তোষ সহকারে স্ব স্ব অংশস্থ বন্দিগণকে ছাড়িয়া দেও। যাহারা দিতে অসম্মত, আমি তাহাদিগকে প্রত্যেক বন্দীর পরিবর্ত্তে দ্রব্যাদি দিব।" তৎক্ষণাৎ মুসলমানগণ স্ব স্ব অংশস্থ বন্দিগণকে হাওয়াজেন দলস্থ লোকদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। আন্‌সার ও মহাজেরগণ হজরতকে বলিলেন, "আমাদের সমুদয় দ্রব্য ও জীবনই আপনার, আপনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন," এই বলিয়া তাঁহারা স্বীয় অংশস্থ বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু বনি তমিম দলপতি আক্‌রা-বেন-হারেস ও বনি ফাজারা দলপতি আয়না-বেন-হাসিন স্ব স্ব অংশস্থ বন্দিগণকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না। হজরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদের প্রত্যেক বন্দীর পরিবর্ত্তে ৬টী উষ্ট্র দিব, তোমরা বন্দি-গণকে ছাড়িয়া দেও।" তখন তাহারা তদনুসারে কার্য্য করিল। এইরূপে হাওয়াজেন দলস্থ লোকগণ স্ব স্ব আত্মীয়স্বজনগণকে পুনঃ প্রাপ্ত হইল। অর্থাৎ ছয় হাজার বন্দী মুক্তিলাভ করিল।* হজরত বন্দীদিগকে বস্ত্রাদি দিয়া তাহাদের বাসস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পরে তিনি হাওয়াজেন দলস্থ দূতদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালেক-বেন-আওফ কোথায়? যদি সে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তাহার নিজের দ্রব্যাদি ও ২০০ উষ্ট্র প্রাপ্ত হইবে।" মালেক উক্ত দূতদ্বয়ের প্রমুখাৎ হজরতের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার উদারনৈতিকভাব দর্শন করিয়া মুসলমান হইলেন ও হজরতের প্রশংসাসূচক একটী কবিতা লিখিয়া লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। মালেক মুসলমান হইয়া সাকিফ দলস্থ লোকগণকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে এই উভয় দলস্থ

* এবনে হেশাম ৮৭৭ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ২০৬ পৃঃ; তাবারী ৩য় খণ্ড ১৫৫ পৃঃ।

লোক লাৎ দেবীর পূজা ত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ আল্লাতায়ালার অর্চ্চনায় রত হইল।

অনন্তর হজরত মহম্মদ তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, জেলকদ মাসের আর কেবল ১২ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন মনে করিলেন যে, একেবারে ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করা ভাল। তজ্জন্য তিনি সেই দিন রাত্রে তথা হইতে এহরাম বাঁধিয়া একাকী মক্কায় ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিতে গমন করিলেন এবং রাত্রের মধ্যেই ব্রত সমাপন করিয়া জেয়ের-রাণায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি শিষ্যগণসহ তথা হইতে মদিনায় যাত্রা করিলেন। তিনি এতাবকে মক্কায় খলিফা করিয়া এবং মক্কাবাসীদিগকে কোরাণ শরিফ ও ইস্‌লামধর্ম্মের রীতিনীতি শিক্ষা দিবার জন্য আবু মুসা আস্‌য়াসি ও মায়াজ-বেন জবলকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। হজরতের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এতাব মক্কায় খলিফা ছিলেন। যে বৎসর হজরত আবু বকর খলিফা পদারূঢ় হইয়াছিলেন, সেই বৎসর এতাবের মৃত্যু হইয়াছিল।

মেম্বর (বেদি) নির্ম্মাণ।

এই বৎসর হজরত মহম্মদ মদিনার মস্‌জেদের মধ্যে একটী মেম্বর প্রস্তুত করেন। ইহার পূর্ব্বে হজরত মস্‌জেদের একটী খুঁটিতে হেলান দিয়া খোৎবা পড়িতেন (বক্তৃতা করিতেন)। সেই খুঁটির সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা আছে, বিস্তৃতি ভয়ে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। তিনি মেম্বর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর বসিয়া খোৎবা পড়িতেন।

মেম্বর প্রস্তুত করিবার কারণ এই যে, একটু উচ্চ স্থানে বসিয়া কিংবা দাঁড়াইয়া খোৎবা পড়িলে সমাগত লোক তাহা উত্তমরূপে শুনিতে পায়। মদিনার ৯ মাইল দূরস্থিত গাবা নামক জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনীত হইয়া মেম্বরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার আকার উচ্চে দুই হস্ত ও প্রস্থে এক হস্ত হজরত আলির সময় পর্য্যন্ত মেম্বরটী অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। আবুসোফিয়ানের পুত্র মায়াভিয়া খলিফা পদারূঢ় হইলে, তিনি ঐ মেম্বরটী তাঁহার রাজধানী সুরিয়ায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি উহাকে বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদের নিকট আবদুল কায়েস কোসাইর দূত প্রেরণ।

আবদুল কায়েস একটী দলের নেতা ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রধান দূত আস্‌বার সঙ্গে ২০ জন লোক দিয়া হজরতের নিকট ইস্‌লামধর্ম্মের রীতিনীতি শিক্ষার্থ ও ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য মদিনায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের মদিনায় আসিবার একদিন পূর্ব্বে হজরত মদিনাস্থ শিষ্যগণকে বলেন, "পূর্ব্বদিক্ হইতে কয়েকজন অশ্বারোহী, মুসলমান হইবার জন্য আমার নিকট আসিতেছে।" তৎপর দিন তাঁহারা হজরতের নিকট উপনীত হইলেন। আগন্তুকগণের মধ্যে আসবা হজরতের নিকট আসিয়া বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! পবিত্রমাস * ভিন্ন আপনার নিকট

---

* শওয়াল, জেল্কদ, জেলহজ্জ ও মহররম এই চারি মাসকে পবিত্র মাস বলে। এই কয় মাসে আরবদেশবাসিগণ শত্রুর সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইত।

আসিবার আমাদের সাধ্য নাই, কারণ পথিমধ্যে অনেক কাফেরের বাস। আমরা আপনার নিকট আসিতেছি, ইহা তাহারা জানিতে পারিলে আমাদিগকে হত্যা করিত। আপনি আমাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ উত্তমরূপে শিক্ষা দেন, যেন আমরা স্বদেশে গিয়া উহা লোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারি।" এতৎশ্রবণে হজরত তাঁহাদিগকে রোজা, নামাজ ও জাকাৎ প্রভৃতি ধর্ম্ম ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা ১০ দিন মদিনায় অবস্থানপূর্ব্বক স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

নবম হিজ্‌রীর ঘটনাবলী।

বনি তমিমদলস্থ লোকগণের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ।

এই বৎসর মহরম মাসের প্রথমে হজরত মহম্মদ বিভিন্ন স্থানস্থ মুসলমানদিগের নিকট জাকাৎ* সংগ্রহার্থ লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রেরিত লোকদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন কাহারও নিকট হইতে বলপূর্ব্বক জাকাতের অর্থ অধিক পরিমাণে গ্রহণ না করেন।

তিনি সুফিয়ানের পুত্র বসরকে বনি কায়াব দলস্থ লোকগণের নিকট জাকাৎ সংগ্রহার্থ পাঠাইয়া দেন। যখন বসর তাহাদের বাসস্থানে উপস্থিত হন, তখন তাহারা একটী কূপের নিকট বনি তমিম দলস্থ লোকগণের সহিত বসিয়াছিল। বসর তাহাদের পশুগুলি একত্রিত করিয়া জাকাতের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তন্মধ্য হইতে কতকগুলি পশু স্বতন্ত্র করিয়া লইলেন। বনি তমিম দলস্থ লোকগণ বসরকে জাকাতের পশু-

* নিজ নিজ ধনের কিয়ৎ পরিমাণে খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে দরিদ্রগণকে দান করাকে জাকাৎ বলে। সঞ্চিত ধনের শতকরা আড়াই টাকা পরিমাণে জাকাৎ দেওয়া বিধি।

গুলি লইতে দেখিয়া বনি কায়াব দলস্থ লোকদিগকে বলে, "কেন, তোমরা অকারণে এতগুলি পশু মুসলমানদিগকে দিতেছ?" তাহারা বলিল, "আমরা মুসলমান হইয়াছি, অতএব সেই ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতেছি।" ইহা শুনিয়া বনি তমিম দলস্থ লোকগণ রাগান্বিত হইল এবং তরবারি হস্তে লইয়া বলিল, "আমরা এখানে বিদ্যমান থাকিতে কাহাকেও একটী পশু লইতে দিব না।"

বসর বনি তমিম দলস্থ লোকদিগের ভয়ে মদিনায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক হজরতের নিকট সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিলেন। হজরত তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানার্থ হেসনের পুত্র আইনার সঙ্গে ৫০ জন লোক দিয়া তাহাদের বাসস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। বনি তমিম দলস্থ লোকগণ মুসলমান-দিগের আগমনে ভীত হইয়া পর্ব্বতগুহায় পলায়ন করিল। আইন তাহাদের ১১ জন স্ত্রীলোক ও ৩০ জন বালককে বন্দী করিয়া মদিনায় আনিলেন। পরে বনি তমিম দলের লোকেরা তাহাদের মধ্য হইতে কতিপয় বিজ্ঞলোককে হজরতের নিকট আত্মীয়স্বজনগণের মুক্তির জন্য পাঠাইয়া দিল। তাহাদের মধ্যে হারেসের পুত্র আক্‌রা এক জন বিখ্যাত কবি ছিল। যখন হজরত মহম্মদ নামাজ পড়িতেছিলেন, তখন তাহারা তাঁহার বাসস্থানের নিকট আসিয়া কবিতা পাঠ করিতে লাগিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে কবিতা পাঠ করিতে বারম্বার নিষেধ করাতেও তাহারা তাহা শুনিল না, বরং উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিল। পরে হজরতের নামাজ পড়া শেষ হইলে, তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া কবিতা পাঠ ও স্বীয় দলের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। হজরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ?" তাহারা স্বীয় অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত না করিয়া ক্রমাগত স্বীয় দলের গৌরব-গান করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া হজরত বলেন, "আমি কবি হইয়া

খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত হই নাই এবং কবি হইতেও ইচ্ছা করি না।” তৎপরে তাহাদের মধ্য হইতে বিখ্যাত বক্তা আতাএব আত্ম-প্রশংসা সূচক একটী বক্তৃতা করিল। তাহা শুনিয়া হজরতের শিষ্য কায়েসের পুত্র সাবেত আল্লাতায়ালার প্রশংসাসূচক একটি কবিতা পাঠ করিলেন। সাবেতের কবিতা শ্রবণ করিয়া শত্রুগণ চমৎকৃত হইল। পরে তাহারা আবার কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে সাবেতের পুত্র হাসান্ আল্লাতায়ালার ও ইস্‌লামধর্ম্মের প্রশংসাসূচক আবার একটী কবিতা লিখিয়া পাঠ করিলেন। তাহারা তাহা শুনিয়া মনে করিল যে মুসলমানদিগের কবিতার নিকট আমাদের কবিতাগুলি অতি অকিঞ্চিৎকর। ফলতঃ তাহারা ইস্‌লামধর্ম্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিয়া পুনঃ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হজরত তাহাদের স্ত্রীলোক ও বালকগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নানা উপঢৌকনাদি দিয়া বিদায় দিলেন।

বনি মোস্তালিক দলের নিকট জাকাৎ সংগ্রহার্থ লোক প্রেরণ।

এই বৎসর হজরত মহম্মদ বনি মোস্তালিক দলস্থ লোকগণের নিকট জাকাৎ সংগ্রহ করিবার জন্য আক্‌বার পুত্র অলিদকে প্রেরণ করেন। পৌত্তলিকতার সময়ে অলিদের সহিত তাহাদের ঘোর শত্রুতা ছিল। অলিদ তাহাদের বাসস্থানের নিকট উপনীত হইলে, তাহারা পূর্ব্ব শত্রুতা পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা

করিবার জন্য ২০ জন লোকসহ অগ্রসর হইল। অলিদ তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহাদের সহিত আমার শত্রুতা আছে, বোধ হয়, উহারা আমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে। তাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি কল্পিতভয়ে অভিভূত হইয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং হজরতের নিকট গিয়া বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! বনি মোস্তালিক দলস্থ লোকগণ ইস্‌লামধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, জাকাৎ দানে অসম্মত হইয়াছে ও আমাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল।" হজরত ইহা শুনিয়া প্রকৃততত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য বীরবর খালেদকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বীরবর খালেদ তথায় গিয়া দেখেন যে, তাহারা মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়া নিয়মিতরূপে নামাজ ও ধর্ম্মকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতেছে। তখন তিনি অগৌণে মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া হজরতের নিকট তাবৎ বিবরণ বর্ণনা করিলেন। হজরত অলিদকে বলিলেন, "কোন বিষয় বিচক্ষণতার সহিত দর্শন না করিয়া তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা অন্যায়। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, 'হে বিশ্বাসিগণ, যদি তোমাদের নিকট কোন দুর্বৃত্ত সংবাদ আনয়ন করে, তবে অনুসন্ধান করিও, যেন এরূপ না হয় যে, অজ্ঞানতা-বশতঃ কোন দলে বিবাদ উপস্থিত কর, পরে যাহা করিলে, তজ্জন্য অনুতপ্ত হও।" তৎপরে তিনি বসরের পুত্র আব্বাদকে বনি মোস্তালিক দলস্থ লোকগণের নিকট জাকাৎ আনয়ন করিতে ও তাহাদিগকে কোরাণ শরিফ শিক্ষা দিতে পাঠাইয়া দিলেন।

জোহরের পুত্র কায়াবের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ।

কায়াব হজরত মহম্মদের কুৎসাসূচক কবিতা লিখিয়া আরবদেশের সর্ব্বত্র বিতরণ করিতেন। তিনি ইস্‌লামধর্ম্মের প্রধান শত্রু ছিলেন এবং মক্কা জয়ের সময়ে নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি স্বীয় সহোদর বোজায়েরকে হজরতের নিকট পাঠাইয়া দেন। বোজায়ের হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়া কায়াবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন "আপনি শীঘ্র এখানে আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করুন।" কায়াব বোজায়েরের পত্র পাইয়া মদিনায় আসিলেন এবং হজরতের গুণকীর্ত্তনসূচক কবিতা পাঠ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হজরত তাঁহাকে পূর্ব্বে চিনিতেন না, এক্ষণে সে আত্মপরিচয় দেওয়াতেই তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। কায়াব হজরতের নিকট ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হজরত মহম্মদও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় চাদর দান করিলেন। কায়াব ঐ চাদরখানি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। তিনি মণিমাণিক্য অপেক্ষাও ইহাকে বহুমূল্য জ্ঞান করিতেন। মায়াভিয়া খলিফা-পদারূঢ় হইয়া ঐ চাদরখানি ১০,০০০ দেরহামে ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কায়াব তাহা দিতে স্বীকৃত হন নাই। কায়াবের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে মায়াভিয়া উহা ২০,০০০ দেরহামে ক্রয় করেন। ক্রমান্বয়ে ৩৬ জন খলিফা ঐ চাদর খানি পরিধান করিয়াছিলেন। অবশেষে তাতার-রাজ দুর্ম্মতি হালাকু বোগদাদ জয় করিয়া খলিফা মোতাশেমের নিকট হইতে উহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া ভস্মীভূত করে।

তবুকের যুদ্ধ।

তবুক একটী স্থানের নাম। এই স্থানটী দেমেস্ক ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন যে, তবুক একটী দুর্গের নাম। এই স্থানে যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া, এই যুদ্ধকে তবুকের যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধের অপর এক নাম গজ্ য়াতোল্ ওস্রাৎ অর্থাৎ কষ্টের যুদ্ধ। কষ্টের যুদ্ধ বলিবার কারণ এই যে, মুসলমান সৈন্য তবুকে গমন কালে পথিমধ্যে সূর্য্যের প্রচণ্ডকিরণে ও জলাভাবে ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে আরবদেশবাসী কতিপয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, রুমের সম্রাট্ হেরকেলের নিকট গিয়া বলে, "আমাদের দেশে যে ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে ও তাহার শিষ্যগণের মধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহাদের অনেক সম্পত্তিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি এই সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, সহজে জয় করিতে পারিবেন।" সেই সময়ে সম্রাট্ হের্কেল্ পারস্য দেশ জয় করিয়া স্বকীয় বিজয়-পতাকা আরবদেশে প্রোথিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানগণের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইয়া ও রুমের কতকগুলি প্রধান লোকের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আরবদেশ আক্রমণার্থ ৪০,০০০ সৈন্য আরবদেশের প্রান্তভাগস্থ কোবাদ নামক স্থানে সমবেত হইতে বলিলেন। এই সময় একদল স্থলবণিক্ সুরিয়া হইতে মদিনায় আসিয়া হজরতকে সম্রাট্ হেরকেলের সৈন্য-সজ্জার কথা বলে। হজরত মহম্মদ তাহাদের আক্রমণ হইতে আরবদেশ রক্ষা করিবার জন্য মুসলমানদিগকে যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিলেন, এবং প্রত্যেক মুসলমান সম্প্রদায় হইতে সৈন্য সংগ্রহার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। সুশিক্ষিত রোমক সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করা সহজ

কার্য্য নয়, মনে করিয়া হজরত বহুসংখ্যক সৈন্য ও বহুদূর গমনোপযোগী প্রচুর পরিমাণে আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমরা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যুদ্ধের ব্যয়ার্থ যাহা দান করিবে, তাহাতে তোমাদের পুণ্য সঞ্চয় হইবে।" শিষ্যগণ উহা শ্রবণ করিয়া সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী অর্থ দিলেন। ইহাতে হজরত ওমর নিজ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ও হজরত আবুবকর সমুদয় সম্পত্তি হজরতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরিবারগণের ভরণপোষণোপযোগী কি অবশিষ্ট রাখিয়াছ?" ইহাতে হজরত আবুবকর বলিলেন, "আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারক।" ইহা শুনিয়া হজরত পরম প্রীত হইলেন। এইরূপে তাঁহার প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল।

ঐ সমুদয় অর্থ দ্বারা তিনি সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিলেন এবং সকলকে পাদুকা পরিধান করিতে বলিলেন। সৈন্যগণ যথানিয়মে সজ্জিত হইলে তিনি সকলকে বলিলেন, "তোমরা সকলে মদিনার বহির্ভাগস্থ সানিয়াতল-ভেদা নামক স্থানে গিয়া একত্রিত হও।" তদনুসারে হজরত আবুবকর সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া সানিয়াতলভেদায় গমন করিলেন। আবদল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল স্বদলস্থ লোকগণকে জোবাব নামক স্থানে একত্রিত করিয়া বলিল, "হজরত মহম্মদ সুশিক্ষিত রোমক সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করা সহজ কার্য্য মনে করিয়াছেন, তজ্জন্য উত্তপ্ত সূর্য্যকিরণ ও জলকষ্ট প্রভৃতিকে হেয় জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, এই যুদ্ধে মুসলমানগণ বন্দী হইবে এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।" আবদুল্লার কথা শ্রবণ করিয়া কতকগুলি অল্পবিশ্বাসী মুসলমান ভীত হইয়া হজরতের সহিত যোগ দিতে বিরত হইল। হজরত, আবদুল্লার কথা শ্রবণ করিয়া

বলিলেন, "যদি তার ইমান (ধর্ম্মে বিশ্বাস) থাকিত, তাহা হইলে সে কথন এরূপ কথা বলিত না।"

সায়াদ-বেন-আবিঅক্কাস বলেন, "এই সময়ে হজরত মহম্মদ, হজরত আলিকে মদিনার ও আপনার পরিবারগণের মধ্যে খলিফা (প্রতিনিধি) পদে নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু হজরত আলি, হজরতের সমভিব্যাহারে যাইতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়া বলেন, 'হে ধর্ম্মপ্রচারক! আমি প্রত্যেক যুদ্ধে আপনার অনুগমন করিয়াছি, এবার কেন আপনি আমাকে কতকগুলি বালকবালিকা ও স্ত্রীলোকের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছেন?' তখন হজরত মহম্মদ, হজরত আলিকে বলিলেন, "হজরত মুসা সম্বন্ধে হজরত হারুণ যেরূপ, আমার সম্বন্ধে তুমিও সেইরূপ; কিন্তু হজরত হারুণের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, কিন্তু তুমি তাহা নও। যথন হজরত মুসা তুর পাহাড়োপরি গমন করেন, তখন তিনি হজরত হারুণকে তাঁহার পরিবারের মধ্যে খলিফা করিয়া গিয়াছিলেন। আমিও সেইরূপ তোমাকে স্বীয় পরিবারের মধ্যে খলিফা করিয়া যাইতেছি। ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না?" হজরত আলি, হজরতের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং মদিনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।" (ইহা বোখারি ও মোস্‌লেমের ইতিবৃত্তানুসারে লিখিত হইল)।

তৎপরে হজরত মহম্মদ সানিয়া-তল-ভেদায় গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ১০,০০০ অশ্বারোহী, ও ২০,০০৮ পদাতিক সৈন্যসংগৃহীত হইয়াছে; সৈন্যগণের দ্রব্যাদি বহনোপযোগী ১২০০০ উষ্ট্রও সংগৃহীত হইয়াছে। তখন হজরত মহম্মদ হজরত আবুবকরের হস্তে প্রধান পতাকাটী দিলেন। বীরবর খালেদ অগ্রগামী সৈন্যগণের, তালহা-বেন-ওবেদল্লা সৈন্যগণের দক্ষিণপার্শ্বের আর আবদুর রহমান সৈন্যগণের বাম পার্শ্বের ভার গ্রহণ

করিলেন। এই স্থান হইতে এক দল অল্পবিশ্বাসী মুসলমান মদিনায় প্রত্যাগমন করিল। হজরত মহম্মদ তথা হইতে সৈন্যগণসহ রজব মাসের মধ্যভাগে (৬৩০ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে) তবুকে যাত্রা করিলেন।* তাঁহারা সকলে জোরফ নামক স্থানে উপনীত হইলে আবদুল্লা-বেন-ওবাই স্বদলস্থ লোকগুলিকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হজরত মহম্মদ শিষ্যগণসহ মরুভূমিস্থ প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে দগ্ধীভূত হইয়া কয়েকদিন গমনের পর তবুকে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কূপাদি শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে মুসলমানগণ পথিমধ্যে জলাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহারা তবুকে ২০ দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। †

মুসলমানগণ তবুকে শিবির স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া সম্রাট্ হেরকেল বনি গস্থান বংশোদ্ভব একজন বিজ্ঞ লোককে তাঁহাদের শিবিরে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন,—"তুমি মুসলমানদিগের শিবিরে গমনপূর্ব্বক হজরত মহম্মদের আচারব্যবহার ও যুদ্ধের আয়োজনাদি অনুসন্ধান করিয়া আইস এবং তওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ ধর্ম্ম প্রচারকের আবির্ভাব হইবার বিষয় যাহা উল্লিখিত আছে, তাঁহার সহিত হজরত মহম্মদের কোন সৌসাদৃশ্য আছে, কি না, তাহাও দেখিয়া আইস।" সে ব্যক্তি তবুকে আসিয়া হজরতের সমুদয় আচারব্যবহার দর্শন করিয়া সম্রাট্ হেরকেলের নিকট

* এবনে হেশাম ৯০৪ পৃঃ; এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ২১৫; আবুলফেদা ৮৫ পৃঃ।

† কেহ বলেন, ১২ দিন; কেহ বলেন, ২ মাস কাল তাঁহারা তথায় ছিলেন। কসিঁন ডি পার্সিভাল বলেন, ৬৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে তাবুকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণ আসিয়া হজরতের নিকট ইস্লাম গ্রহণ করে। এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ২১৫ পৃঃ।

গিয়া সবিশেষ বর্ণনা করিল। তখন হের্‌কেল হজরতকে শেষধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং রুমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাগান্বিত হইয়া উঠিল। এমন কি তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সংকল্প করিল। তদ্দর্শনে হের্‌কেল ভয়ে তাহাদের মতে মত দিলেন, কিন্তু যুদ্ধের কোনরূপ আয়োজন করিলেন না।

এদিকে হজরত মহম্মদ কয়েকদিন পর্য্যন্ত তবুকে অবস্থানপূর্ব্বক সম্রাটের যুদ্ধ-সজ্জার কোনরূপ চিহ্নাদি দেখিতে না পাইয়া আন্‌সার ও মহাজেরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের আর অগ্রসর হওয়া উচিত কি না?" হজরত ওমর বলিলেন, "আপনি যদি কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা আপনার সঙ্গে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত আছি।" হজরত বলিলেন, "যদি আমি আদিষ্ট হইতাম, তাহা হইলে তোমাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতাম না।" তখন হজরত ওমর বলিলেন, "রুমের সম্রাটের সৈন্য-সামন্ত অসংখ্য, তাহার তুলনায় আমাদের সৈন্য-সংখ্যা অতি অল্প। যখন তাহারা অগ্রসর হইতেছে না, তখন তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, খোদা-তায়ালা তাহাদের অন্তর মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। আর এদেশের সমুদয় লোক আপনার মাহাত্ম্যের বিষয় অবগত আছে, তজ্জন্য তাহারাও আপনাকে আক্রমণ করিতে ভীত হইতেছে। অতএব এ বৎসর প্রত্যাগমন করাই ভাল। কিন্তু আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন।" হজরত মহম্মদও হজরত ওমরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করিতে মনস্থ করিলেন।

এই স্থানে আয়লার খৃষ্টীয় শাসনকর্ত্তা ইউহান্না-বেন-রুইয়া এবং জারবা ও আজরোথ নামক স্থানদ্বয়ের লোকগণ হজরতের নিকট আসিয়া জিজিয়া

প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল এবং সন্ধি স্থাপন করিল। দুমতুল জান্দালের খৃষ্টীয় শাসনকর্ত্তা ওকায়সার-বেন-আবদুল-মালেকও হজরতের নিকট আসিয়া সন্ধি স্থাপন করিল আর ২০০০ উষ্ট্র ও ৮০০ অশ্ব উপঢৌকন দিল, তৎপরে হজরত হৃষ্টচিত্তে শিষ্যগণসহ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হজরত মদিনায় প্রত্যাগমন-কালে পথি মধ্যে যে যে স্থানে নামাজ পড়িয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে এক একটি মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। মদিনার এক ঘণ্টার পথস্থিত কোবার সন্নিকটস্থ জিঃআওয়ান নামক স্থানে অল্পবিশ্বাসী মুসলমানগণের জেরার্ নামক একটী মস্‌জেদ ছিল; হজরত সেই মস্‌জেদে উপাসনা করিতে গেলে, একটী স্বর্গীয় আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে, এই মস্‌জেদটী অল্পবিশ্বাসী মুসলমানগণ কোবার মস্‌জেদের অনুকরণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে। হিংসার উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত, অতএব ইহাতে উপাসনা করা উচিত নয়। তজ্জন্ত তিনি দোকতামের পুত্র মালেক ও আদীর পুত্র মায়ানকে ঐ মস্‌জেদটী ভূমিসাৎ করিতে বলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উহা ভূমিসাৎ করিলেন।

মুসলমানগণ মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া স্ব স্ব যুদ্ধাস্ত্রাদি বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমার শিষ্যগণের মধ্যে একদল লোক দার্জ্জাল ও বিবি মরিয়মের পুত্র হজরত ঈষার পুনঃ আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সত্যের জন্য যুদ্ধ করিবে।"

বনি হেলাল দলস্থ লোকগণের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ।

এই বৎসর আরবদেশের বিভিন্ন স্থানস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের সম্প্রদায়স্থ লোকগণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য হজরতের নিকট হইতে এক

এক জন ধর্ম্মোপদেশক লইয়া গিয়াছিল। এই জন্য এই বৎসরকে "সেনাতল ওফুদ" বলিত। ঐ সকল সম্প্রদায়স্থ লোকগণের ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের বিষয় দশম হিজরীর ঘটনাবলীর শেষভাগে লিখিত হইয়াছে। কেবল এস্থলে বনি হেলাল সম্প্রদায়স্থ লোকগণের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণের বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল।

বনি হেলাল সম্প্রদায়স্থ লোকগণ, আমেরের পুত্র হেলা, আবদুল্লার পুত্র জিয়দ, ইয়াউফের পুত্র আব্‌দ ও মোথারেফের পুত্র কবিসাকে ইস্‌লামধর্ম্ম ও উহার রীতিনীতি শিক্ষা করিবার জন্য মদিনায় হজরত মহম্মদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল জিয়দ হজরত মহম্মদের সহধর্ম্মিণী ময়মুনা বিবির ভগ্নীর পুত্র। তাহারা সকলে মদিনায় উপনীত হইলে জিয়দ অগ্রে ময়মুনা বিবির গৃহে গিয়া হজরতের সহিত মস্‌জেদে যায়। হজরত উপাসনান্তর জিয়দকে আশীর্ব্বাদ করেন। পরে তাহারা সকলে মুসলমান হয়। আব্‌দের নাম আবদুল্লা রাখা হয়।

কবিসা হজরতকে বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! একদা আমার এক জন আত্মীয় হত্যাপরাধে ধৃত হইয়াছিল; তাহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, সে মুক্তি লাভ করে। আমি তাহার মুক্ত্যর্থ ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থ দিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে অর্থ দিলে আমি উক্ত ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি।" হজরত বলিলেন, "জাকাতের অর্থ আসিলে দিব।" তৎপরে হজরত কবিসাকে বলিলেন, "কবিসা! নিম্নলিখিত তিন প্রকার অবস্থাপন্ন লোকদিগের ভিক্ষা করা বৈধ (হালাল)। ১ম,—যে ব্যক্তি অন্য লোককে কোন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আবার সে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম, এরূপ লোকের; ২য়, যাহার সমুদয় দ্রব্যাদি (জলমগ্ন কিম্বা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া) ধ্বংস

হইয়াছে; ৩য়, উপবাসী ব্যক্তির, কিন্তু যদি তিন জন লোক তাহার দরিদ্রতার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে।”

মোসলেম বলেন, “উপরোক্ত তিন প্রকার অবস্থাপন্ন লোক ভিন্ন আর যাহারা ভিক্ষা করে, তাহাদের সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভোজন করা অবৈধ (হারাম)। যাহার নিকট এক দিনের আহারোপযোগী দ্রব্য আছে এবং যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ, তাহার ভিক্ষা করা অবৈধ (হারাম) যাহার বস্ত্রাদি নাই, অথচ উপার্জ্জনে অক্ষম, তাহার ভিক্ষা করা বৈধ।” বিজ্ঞ লোকেরা বলেন, “আবশ্যক বিনা ভিক্ষা করা অবৈধ (হারাম) আর ঐ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বৈধ (হালাল), কি অবৈধ (হারাম), তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। কিন্তু যদি ভিক্ষুকগণ কোন গৃহস্থের নিকট হইতে জোর করিয়া বা বিরক্ত করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য অবৈধ (হারাম)। যদি কেহ আল্লাহতায়ালার ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের নামোল্লেখ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া ওয়াজেব নহে (দিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই)।”

আবদুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল ও নাজ্জাসীর মৃত্যু।

মুসলমানগণ তবুকের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিলে তাহার অব্যবহিত পরে আবদুল্লা পীড়িত হয়। যদিও সে অনেক সময়ে হজরতের সহিত নানারূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছে, তথাপিও হজরত মহম্মদ তাহার প্রতি উদারভাব প্রদর্শন করিতেন ও পীড়িত হইলে তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে যাইতেন, এবং তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পুত্রের অনুরোধে তিনি কবর

দিবার সময়ে তাহার পাপ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হজরত ওমর ক্রোধান্বিত হইয়া আবদুল্লার বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় উল্লেখ-পূর্ব্বক হজরতকে প্রার্থনা করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু হজরত বলেন, "কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, 'তুমি প্রতারকগণের জন্য প্রার্থনা কর, আর না কর, সে তোমার ইচ্ছা, কিন্তু যদি তুমি ৭০ বার প্রার্থনা কর, তথাপিও তাহারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে না'। হজরত ওমর ইহা শুনিয়া নিরস্ত হইলেন। আবদুল্লার দলস্থ অল্পবিশ্বাসী মুসলমানগণ হজরতের ব্যবহার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তদবধি তাঁহারা ভক্ত মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে অন্য একটী স্বর্গীয় আদেশে প্রতিপন্ন হইল যে, হজরত মহম্মদ আর কখন কোন বিধর্ম্মীর কবর দিবার সময়ে কিম্বা রোগ-শয্যার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন না।

এই বৎসর আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর মৃত্যু হয়। হজরত তাঁহার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

হজরত আবু বকরের হজ্জব্রত উদ্‌যাপনার্থ মক্কায় গমন।

এই বৎসর হজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকরকে মক্কায় হজ্জব্রত উদ্‌যাপন করিতে পাঠাইয়া দেন। কেহ বলেন, জেলকাদ্ মাসে; কেহ বলেন, জেলহজ্জ মাসে; কেহ বলেন, জেলকাদ মাসের সংক্রান্তির দিনে হজরত আবুবকর মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া হজ্জব্রত উদ্‌যাপনার্থ মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। হজরত এই বৎসরে হজ্জ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অধিকন্তু আবার দেখা যাইতেছে যে, এই নবম বৎসরে হজ্জের বৈধসূচক (ফরজসূচক) আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, হজরত মহম্মদ ষষ্ঠ হিজ্‌রীতে হজব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন।

এই বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ লোকগণ হজরতের নিকট আসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি স্বয়ং হজ করিতে যাইতে পারেন নাই; হজরত আবুবকরকে "আমিরে-হজ" অর্থাৎ তীর্থযাত্রিগণের নেতা করিয়া ৩০০ মুসলমান সঙ্গে দিয়া মক্কায় প্রেরণ করেন এবং কোরবানীর জন্য ২০টী উষ্ট্র প্রদান করেন। তিনি হজরত আবুবকরকে বলিয়া দেন, "তুমি তথায় মুসলমানদিগকে হজ করিবার নিয়মাদি শিক্ষা দিও এবং কোরাণ শরিফের বারাত সুরার ১ম হইতে ৪০ আয়েত পর্য্যন্ত পড়িয়া শুনাইও।" আবিঅক্কাসের পুত্র সায়াদ, ইয়াউফের পুত্র আবদুর রহমান ও আবুহোরায়রা প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিও হজরত আবুবকরের সঙ্গে গিয়াছিলেন। হজরত আবুবকর জোলুহলিফার মস্‌জেদে এহরাম বাঁধিয়া মক্কা যাত্রা করেন।

এদিকে হজরত জেব্রিল, হজরত মহম্মদের নিকট আসিয়া বলিলেন, "তুমি কিম্বা আলি ভিন্ন অন্য কেহ যেন লোকের নিকট খোদাতায়ালার সুসমাচার প্রচার না করে।" কেহ কেহ বলেন যে, হজরত জেব্রিল বলিয়াছিলেন. "আল্লাতায়ালার সুসমাচার লোকের নিকট প্রচার করা, তোমার ও তোমার আত্মীয় (একরক্তসম্ভূত) ভিন্ন অন্য কাহারও উচিত নহে।" হজরত মহম্মদ, হজরত জেব্রিলের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ হজরত আলিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আলি! তুমি আবুবকরের পশ্চাদ্‌গামী হও, এবং তাঁহার নিকট কোরাণ শরিফের বারাত সুরার যে কয়েকটী আয়েত আছে, তাহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া হজের দিন সমবেত মুসলমানমণ্ডলীকে শ্রবণ করাইও; এবং এই চারিটী আদেশ সকলকে বলিয়া দিও,—'বিশ্বাসী (মোমেন) ভিন্ন অন্য কেহ স্বর্গে প্রবেশ

করিতে পারিবে না, হজরতের সহিত যাহাদের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত সেই সন্ধি নির্দ্ধারিত কাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। বিধর্ম্মিগণ চারি মাসের মধ্যে স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করুক, ঐ চারি মাসের পর তাহাদের সহিত মুসলমানগণের আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। পরন্তু যাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, কেবল তাহাদের সহিত মুসলমানগণের সম্বন্ধ থাকিবে।"* হজরতের এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া হজরত আলি হজরত মহম্মদের আজবা নামক উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক মক্কায় গমন করিলেন।

আবদুল্লার পুত্র জাবের বলিয়াছেন, "আমি হজ করিবার জন্য হজরত আবুবকরের সমভিব্যাহারে মক্কায় গিয়াছিলাম। যখন আমরা আর্জ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রাতঃকালীন নামাজ পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, তখন হজরত আলি আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। হজরত আবুবকর তাঁহাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমিরোণ আও মামুরোণ অর্থাৎ তুমি কি নেতা হইয়া আসিয়াছ? আর আমি কি পদচ্যুত হইয়াছি? না তুমি আমার অধীনে আসিয়াছ?" হজরত আলি বলিলেন, 'মামুরোণ অর্থাৎ আমি আপনার অধীন হইয়া আসিয়াছি, নেতার কার্য্যাদি আপনার উপরই ন্যস্ত আছে; কেবল আমি সুরা বারাতের আয়েতগুলি পড়িতে ও অন্য চারিটী আদেশ লোকদিগের নিকট প্রচার করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।' পরে আমরা নামাজ পড়িয়া মক্কায় যাত্রা করিলাম। তথায় গিয়া হজব্রত শেষ হইলে, হজরত আবুবকর একটী খোৎবা (বক্তৃতা) পড়েন এবং সমবেত লোকদিগকে

* এবনে হেশাম ৯২১—৯২২ পৃঃ; এবনে অল-আসির ২য় খণ্ড ২২২ পৃঃ; আবুল ফেদা ৮৭ পৃঃ।

হজব্রত উদ্‌যাপন করিবার নিয়মাদি শিক্ষা দেন। হজরত আবুবকরের বক্তৃতা শেষ হইলে হজরত আলি দণ্ডায়মান হইয়া বারাত সুরার আয়েত গুলি পড়িলেন ও উপরোক্ত চারিটী আদেশ সকলকে শ্রবণ করাইলেন। এইরূপে সমুদয় কার্য্য শেষ হইলে আমরা মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।"

তাঁহারা মদিনায় প্রত্যাগমন করিলে হজরত আবুবকর হজরতের নিকট গিয়া বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আপনি কি দোষে আমাকে সুরা পাঠ করিতে দেন নাই?" তখন হজরত বলিয়াছিলেন, 'তোমার কোন দোষ নাই, তুমি গহ্বরে আমার সঙ্গী ছিলে এবং হাওজকাওসর তীরে আমার সঙ্গী হইবে। কিন্তু তোমরা মক্কায় যাত্রা করিলে জেব্রিল আমার নিকট আসিয়া বলেন, 'কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি তুমি ও তোমার আত্মীয় (এক রক্তসম্ভূত) ভিন্ন অন্য কাহারও প্রচার করা উচিত নয়।' তজ্জন্যই আমি আলিকে উহা প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।" হজরত আবুবকর উহা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

কোরাণ-শরিফের বারাত সুরার আয়তগুলি প্রচারিত হইলে প্রায় অধিকাংশ বিধর্ম্মী ও অল্পবিশ্বাসী মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হইয়া পড়ে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।



দশম হিজরীর ঘটনাবলী।

বনিহারেস ও বনিকায়াব দলস্থ লোকগণের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ।

হজরত মহম্মদ বনি-হারেস ও বনি-কায়াব দলস্থ লোকগণের নিকট ধর্ম্মপ্রচারার্থ অলির্দ্দের পুত্র খালেদকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি বনি-হারেস ও বনি-কায়াব দলস্থ লোকগণ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তুমি তাহাদের মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে কোরাণ-শরিফ ও ইস্‌লামধর্ম্মের রীতিনীতি সমূহ শিক্ষা দিও। খালেদ তাহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলে তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তিনিও হজরতের আদেশানুসারে তাহাদিগকে কোরাণ শরিফ ও ইস্‌লামধর্ম্মের রীতিনীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং হজরতের নিকট তাহাদের ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণের সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। হজরত মহম্মদ সেই সংবাদ পাইয়া খালেদকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি বনি-হারেস ও বনি-কায়াব দলস্থ কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে শীঘ্র আমার নিকট আইস।" খালেদ হজরতের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তাহাদের কতিপয় লোককে সঙ্গে লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা হজরতকে সালাম করিয়া বলিল, "আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, খোদা-তায়ালা ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই, আপনি খোদাতায়ালার প্রেরিত।" অতঃপর হজরত তাহাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া

দিলেন; এবং হাসেনের পুত্র কায়েসকে তাহাদের দলপতি করিয়া পাঠাইলেন।

কতিপয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সহিত হজরত মহম্মদের কথোপকথন।

এই বৎসরে হজরত মহম্মদ ইমেন প্রদেশস্থ নাজরাণ নামক স্থানের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণার্থ আহ্বান করেন। রওজতল আহবাব নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাহাদের মধ্যে ১৪ জন লোক হজরতের ব্যবস্থা দেখিবার জন্য মদিনায় আসিয়াছিল। মোয়াহেবেলদন্‌নিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাহাদের মধ্যে ৬০ জন লোক মদিনায় আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ২৪ জন উচ্চবংশোদ্ভূত। আবার উক্ত ২৪ জনের মধ্যে আবদুল-মসিঃআকেব, সৈয়দ আয়হাম এবং আবুলহারেস এই ব্যক্তিত্রয় পরম বিজ্ঞ ছিলেন, আবুলহারেস ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানগরীয়ান্‌ ছিলেন।

আবুল হারেসের ভ্রাতা কোর্জও তাঁহার সমভিব্যাহারে মদিনায় আসিয়াছিল, তাঁহাদের আগমনকালে পথিমধ্যে একস্থানে আবুলহারেসের উষ্ট্র হঠাৎ পড়িয়া যাওয়াতে কোর্জ রাগান্বিত হইয়া হজরতের নানাপ্রকার নিন্দা করে। হারেস তাহা শুনিয়া কোর্জকে গালি দেন। কোর্জ ক্রুদ্ধ হইয়া হারেসকে বলে, "আমাকে গালি দিতেছেন কেন?" হারেস উত্তর করেন, "হজরত মহম্মদ খোদাতায়ালার প্রেরিত, তাঁহাকে নিন্দা করা অন্যায়।" কোর্জ তৎশ্রবণে বলে, "তবে আপনি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন না কেন?" হারেস বলেন, "আমি কেবল লোকভয়ে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, যদি আমি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করি, তাহা

হইলে কেহ আমাকে আর সম্মান করিবে না।" তখন হারেসের কথা শুনিয়া কোর্জের অন্তর মধ্যে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রতি ভক্তির উদয় হয়। পরে তাঁহারা সকলে মদিনায় আসিয়া উপনীত হন।

আবুলহারেস প্রভৃতি মদিনায় আসিয়া রেসমীবস্ত্র ও স্বর্ণ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি পরিধানপূর্ব্বক হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মস্‌জেদে গমন করেন এবং তথায় হজরতকে দেখিতে পাইয়া সালাম করেন। হজরত তাঁহাদের সালামের কোন উত্তর দেন নাই, তাঁহাদের প্রতি নেত্রপাতও করেন নাই। তাঁহাদের নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া নামাজ পড়েন, সেই সময়ে কতিপয় মুসলমান তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাভিমুখীন হইয়া নামাজ পড়িতে নিষেধ করিবার উপক্রম করিলে, হজরত তাঁহাদিগকে বলেন, "তোমরা উহাদিগকে কিছুই বলিও না, উহারা যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ুক।"

অনন্তর তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে নামাজ পড়িয়া হজরতের নিকট গিয়া অনেক কথা বলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথার কোন উত্তর দেন নাই। তৎপরে তাঁহারা মস্‌জেদ হইতে বাহির হইয়া হজরত ওসমান ও আবদুর রহমানের নিকট গিয়া বলেন, "হজরত মহম্মদ আমাদিগকে ধর্ম্ম গ্রহণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু আমরা তাঁহার নিকট গিয়া সালাম করিলে, তিনি আমাদের সালামের কোন উত্তর দিলেন না, কথাও কহিলেন না। তবে আমরা কি দেশে ফিরিয়া যাইব? না আর কিছু দিন অপেক্ষা করিব?" হজরত ওসমান ও আবদুর রহমান উহাদের প্রস্তাব শুনিয়া হজরত আলির নিকট পরামর্শ করিতে গেলেন। হজরত আলি বলিলেন, "যদি উহারা রেসমী বস্ত্র ও স্বর্ণ অঙ্গুরীয় প্রভৃতি বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ পরিধান-

পূর্ব্বক হজরতের নিকট যায়, তাহা হইলে তিনি উহাদের সহিত কথোপ-কথন করিবেন।" হজরতওসমান ও আবদুররহমান হজরত আলির প্রস্তাব তাঁহাদিগকে জানাইলে তাঁহারা রেসমী বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া হজরতের নিকট উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সালাম করিলেন, তখন হজরত মহম্মদ তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে হজরত তাঁহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিলেন এবং হজরতকে বলিলেন, "আমরা সত্য ধর্ম্মেই আছি, তবে কেন ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" হজরত মহম্মদ ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মের কয়েকটী ভ্রমাত্মক মত দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তখন তিনি স্বর্গীয় আদেশের (অহির) অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা অন্য বাসস্থানে যাও, আগামী কল্য আমার নিকট আসিও।" তদনুসারে তাঁহারা স্ব স্ব বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহে সেই রাত্রেই তাঁহার নিকট স্বর্গীয় আদেশ অবতীর্ণ হইল। পরদিন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার সহিত মোবাহেলা কর অর্থাৎ এস আমরা স্বীয় স্ত্রীপুত্রগণ সহ আল্লাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যে, যাহারা মিথ্যাবাদী, তাহাদিগের উপর খোদা-তায়ালার অভিসম্পাত অবতীর্ণ হউক।" ইহা ব্যতীত তিনি তাঁহা-দিগকে নিম্নলিখিত আয়েতটী শ্রবণ করাইলেন, "তদনন্তর তোমার এত বুঝাইবার পরে যাহারা এবিষয়ে তোমার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে থাকে, তুমি বলিও, এস স্বীয় সন্তানদিগকে ও তোমাদের সন্তানদিগকে, স্বীয় স্ত্রীগণকে ও তোমাদের স্ত্রীগণকে, স্বীয় প্রাণকে ও তোমাদের প্রাণকে আহ্বান করি, অতঃপর কাতরভাবে খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি,

আর বলি, মিথ্যাবাদীর প্রতি খোদাতায়ালার অভিসম্পাত হউক।" ফলতঃ তাঁহারা ইহা শুনিয়াও ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। তৎপরে হজরত মহম্মদ মোবাহেলা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন তাঁহারা হজরতকে বলিলেন, "অদ্য আমাদিগকে ভাবিতে দেন, আগামী কল্য আসিয়া মোবাহেলা করিব।" হজরত তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা সকলে স্ব স্ব বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা বাসস্থানে গিয়া আকেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোবাহেলা করা সম্বন্ধে আপনার মত কি ?" আকেব বলিলেন, "হজরত মহম্মদ সত্যধর্ম্ম-প্রচারক, তাঁহার সহিত মোবাহেলা করিবার আবশ্যক নাই। পৃথিবীতে যে কোন জাতি, যে কোন ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত মোবাহেলা করিতে গিয়াছে, তাহারাই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি তোমরা খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ না কর, তাহা হইলে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন কর।"

পর দিন তাঁহারা হজরতের নিকট আসিলে, তিনি মোবাহেলার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর তিনি স্বয়ং ফাতেমা জোহরা, হজরত আলি, এমাম হাসান ও হোসেনকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "যখন আমি খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিব, তখন তোমরা 'আমিন' বলিও।" এই পাঁচ মহাত্মাকে "পঞ্চতনপাক" অর্থাৎ পঞ্চ পবিত্র ব্যক্তি বলে। আকেব ও অপর সকলে ঐ ব্যাপার দর্শন করিয়া ভীত হইল। তখন বিজ্ঞ হারেস সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই কয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে পাহাড়কে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারেন। অতএব তোমরা উহাদের সহিত মোবাহেলা করিও না, যদি মোবাহেলা কর, তাহা হইলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" তখন তাঁহারা সকলে হজরতকে বলিলেন, "আমরা মোবাহেলা করিব না।" ইহা শুনিয়া হজরত বলিলেন, "তবে তোমরা

ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ কর।" কিন্তু তাঁহারা তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল এবং প্রত্যেক বৎসর উপঢৌকন স্বরূপ ২০০০ কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র দিতে চাহিলেন। হজরত মহম্মদ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, "তোমরা সুদ গ্রহণ করিও না।" তাঁহারা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তৎপরে সন্ধিপত্র লেখা হইল। তাঁহারা গৃহে গমনকালে জারার পুত্র বিজ্ঞ আবুওবেদাকে তাঁহাদের দেশের বিচারক পদে নিযুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সৈয়দ ও আকেব হজরত মহম্মদের নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তাঁহাদের গৃহ গমনকালে হজরত মহম্মদ আবুলহারেসকে বলিয়াছিলেন, "আবুলহারেস! আমি এখন দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি গৃহে গিয়া যেন এক দিন তোমার উষ্ট্রের হাওদার সম্মুখে নিদ্রা গিয়াছ এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠিয়া উষ্ট্রের পৃষ্ঠে হাওদাটি উল্টা করিয়া স্থাপন করিয়াছ।" আবুল-হারেসের গৃহ প্রত্যাগমনের কয়েক দিন পরেই একদা উপরোক্তরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার অন্তর মধ্যে হজরতের ভবিষ্য-দ্বাণীর বিষয় উদিত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন।

ইমেনের শাসনকর্ত্তা বাজানের মৃত্যু।

এই বৎসরে ইমেনের শাসনকর্ত্তা বাজানের মৃত্যু হয়। তখন হজরত মহম্মদ তাঁহার রাজ্য কয়েক অংশে বিভাগ করেন। তাহার মধ্যে এক অংশ বাজানের পুত্র সহরকে, এক অংশ আবু-মুসা-আস্‌য়ারিকে, এক অংশ ওমাইয়ার পুত্র ইয়ালাকে এবং অবশিষ্টাংশটি জবলের পুত্র মায়াজকে প্রদান করেন। বাজান পারস্য সম্রাট্ খসরুর অধীনে ইমেনের

শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহার ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

হজরত মহম্মদ জবলের পুত্র মায়াজকে নিম্নলিখিত উপদেশ দিয়া আদন্‌ প্রদেশে পাঠাইয়াছিলেন।—"মায়াজ! তুমি তত্রস্থ অধিবাসীদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিও, কাহারও প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও না, কাহাকেও তিরস্কার করিও না এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিও। তথায় একদল লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারা আহলেকেতাব অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। যখন তুমি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিও। যদি তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে জাকাৎ দিতে বলিও। যদি তাহারা জাকাৎ দেয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগের নিকট হইতে জাকাৎ লইয়া তথাকার দরিদ্রলোকগণকে দান করিও। কিন্তু তাহাদের সম্পত্তির মধ্য হইতে উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি জাকাতের জন্য বাছিয়া লইও না, কিম্বা কাহাকেও জাকাতের জন্য উৎপীড়ন করিও না। খোদাতায়ালা উৎপীড়িত ব্যক্তির প্রার্থনা গ্রহণ করেন।"

খালেদ ও হজরত আলিকে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ প্রেরণ।

হজরত মহম্মদ নাজরাণের অধিবাসী আবদুল মাদান দলস্থ লোকগণের নিকট মহাবীর খালেদকে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ পাঠাইয়া দেন। বীরবর খালেদ তথায় গিয়া তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

হজরত মহম্মদ হজরত আলির সমভিব্যাহারে ৩০০ লোক দিয়া ইমেনে ধর্ম্ম প্রচারার্থ পাঠাইবার সময় তাঁহাকে বলেন, "আলি! তুমি ইমেনে

প্রদেশে যাও। যদি তথাকার অধিবাসিগণ অগ্রে তোমাকে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে তুমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিও না। তাহাদিগকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিও; যদি তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নামাজ পড়িতে ও জাকাৎ দিতে বলিও। যদি তাহারা জাকাৎ দেয়, তাহা হইলে সেই সকল জাকাতের দ্রব্যাদি তথাকার ভিক্ষুকদিগকে দান করিও।" হজরত আলি এতৎ শ্রবণে হজরতকে বলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আপনি আমাকে ইমেন প্রদেশে পাঠাইতেছেন, তথাকার অধিবাসিগণ আহলে-কেতাব অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। আমি যুবক, ধর্ম্মনীতি ও বিচারশক্তি বিষয়ে আমার তত পারদর্শিতা নাই; আমি তাহাদের নিকট গিয়া কেমন করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে তর্কবিতর্ক করিব?" তখন হজরত মহম্মদ, হজরত আলির বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "আল্লা হোম্মা সাব্বেৎ লেসানাহু ও আহ্‌দে কাল্‌বাহু" অর্থাৎ হে খোদাতায়ালা! ইহার বাক্যকে ঠিক রাখুন এবং ইহার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করুন।" তদবধি হজরত আলি এক জন সূক্ষ্মদর্শী বিচারক বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি ইমেনে গমনপূর্ব্বক তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীকে ও বনি হামদান দলস্থ সমুদয় লোককে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। হজরত মহম্মদ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। হজরত আলির ইমেনে অবস্থানকালে হজরত মহম্মদ হজ করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন, হজরত আলিও ইমেন হইতে মক্কায় গিয়া হজরতের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

হাজ্জতল ভেদা।

এই বৎসরের শেষভাগে হজরত মহম্মদ মক্কায় হজব্রত উদ্‌যাপন করিতে যাইবেন বলিয়া আরবের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। প্রত্যেক স্থানের মুসলমানগণ হজরতের হজব্রত উদ্‌যাপন করিবার সংবাদ পাইয়া দলে দলে মদিনায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই হজব্রত উদ্‌যাপন করাকে হাজ্জতল-ভেদা কিম্বা হাজ্জতল-ইস্‌লাম বলে। ইহাকে হাজ্জতল-ভেদা বলিবার কারণ এই যে, হজরত মহম্মদ হজ্জের দিনে সমবেত মুসলমানমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "মুসলমানগণ! এই বৎসর তোমরা আমার নিকট হজ্জের নিয়মাদি শিক্ষা কর। আমি জানি না যে, আগামী বৎসরে আমি তোমাদের সহিত একত্রিত হইয়া হজব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিব কি না, কিম্বা জীবিত থাকিব কি না।" ভেদা শব্দটীর অর্থ বিদায় অর্থাৎ হজরত মহম্মদ এই হজ্জের সময় সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। ইহাকে হাজ্জতল-ইস্‌লাম বলিবার কারণ এই যে, এই হজ্জের সময়ে হজরত মহম্মদ মুসলমানদিগকে বহুল পরিমাণে ইস্‌লামধর্ম্মের রীতিনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জেলকাদ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে অসংখ্য মুসলমান হজরতের সহিত যোগ দিবার জন্য মদিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ১২৪০০০ মুসলমান, কেহ বলেন, ৯০,০০০, কেহ বলেন, ১৪০০০০ মুসলমান তাঁহার সঙ্গে হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন। * সেই সময়ে মদিনার চতুর্দ্দিকে অগণ্য নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ২৫শে জেলকাদ (৬৩২ খৃঃ অব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি) শনিবারে

* এবনে হেশাম ৯৬৬ পৃঃ; এবনে অল-আসির ২য় খণ্ড ২৩০ পৃঃ।

হজরত মহম্মদ স্নান করিয়া কেশ বিন্যাসপূর্ব্বক তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা স্বীয় দেহ ও বস্ত্রাদি সুবাসিত করিলেন এবং জোহরের নামাজ পড়িয়া শিষ্যগণসহ এহরামের বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক মদিনা হইতে বহির্গত হইলেন। পরে কয়েক দিন গমনের পর তাঁহারা জোলহলিফা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আসরের নামাজ পড়িবার সময় কসর * পড়িলেন। তৎপরে এহরাম বাঁধিয়া লাব্বায়কা (এক প্রকার প্রার্থনা) পড়িয়া কাসোয়া নামক উষ্ট্রোপরি আরোহণপূর্ব্বক আবার লাব্বায়কা পড়িলেন। তিনি গমনকালে পথিমধ্যে কোন উচ্চস্থানে উঠিলে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া (এক প্রকার প্রার্থনা) পড়িতেন, শিষ্যগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পড়িতেন। যখন সেই সকল লোক একত্র হইয়া প্রার্থনা করিতেন, তখন বোধ হইত, যেন মরুভূমি বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কয়েকদিন গমনের পর, তিনি ৪ঠা জেলহজ্জ শনিবারে মক্কা প্রবেশদ্বারের নিকট উপনীত হইলেন এবং তথায় স্নান করিলেন। সেই দিন প্রাতে তিনি জহুন নামক সমাধিক্ষেত্র ও কাদা নামক পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া মক্কা নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বাব্‌স্‌সালাম নামক বনি শায়বার দ্বারদেশে উপনীত হইয়া কাবা দর্শন করিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। পরে হজ্জ-রোলআসোয়াদের নিকট গিয়া তাঁহাকে স্পর্শ ও চুম্বন করিলেন, এবং সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। এই প্রদক্ষিণ করাকে "তোয়াফে

* প্রবাসী যে পর্য্যন্ত আপন আলয়ে প্রত্যাগত না হয় কিম্বা কোন নগরে বা গ্রামে পনর দিন বা ততোধিক কাল থাকিবার মনন না করে, সে পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি ফরজ চারি রেকাতের স্থলে দুই রেকাত নামাজ পড়িবে। এইরূপ নামাজ পড়াকে "কসর" বলে।

কদুম্" বলে। কাবা প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তিনি "মোকামে ইব্রাহিমের" † নিকট গিয়া দুই রেকাত নামাজ পড়িলেন এবং নামাজ পড়া শেষ হইলে পুনরায় হজ্জরোল আসোয়াদের নিকট আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ ও চুম্বন করিলেন। তৎপরে তথা হইতে সাফা পাহাড়োপরি গিয়া তাহার সর্ব্বোচ্চ শিখরোপরি আরোহণ করিলেন। যখন কাবা মস্জেদ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তখন তিনি তক্বির পড়িয়া তহলিল্ (এক প্রকার প্রার্থনা) পড়িতে লাগিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে তিনি তথা হইতে নিম্নে আসিয়া মারওয়া পাহাড়ে গমন করিলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে সাতবার গমনাগমন করত নির্দ্ধারিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম যথানিয়মে সম্পন্ন করিলেন। এই সময়ে হজরত আলি ইমেন হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। এইরূপ অবস্থায় চারি দিন মক্কায় অতিবাহিত হইলে তিনি বৃহস্পতিবারে শিষ্যগণসহ মিনায় গমন করিলেন এবং সেখানে জোহর ও আসরের নামাজ পড়িয়া রাত্রি যাপনান্তে পর দিন সূর্য্যোদয় হইলে আরফাতে আসিলেন। আগমন কালে পথিমধ্যে কেহ তক্বির, কেহ বা তালবিয়া পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু হজরত মহম্মদ কাহাকেও তদ্বিষয়ে নিষেধ করেন নাই।

আরফাতের নিকটস্থ নমেরাঃ নামক স্থানে মুসলমানগণ শিবির স্থাপন করেন। হজরত তথায় ফজরের নামাজ পড়িয়া উষ্ট্রোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক বতনেওয়াদি নামক স্থানে গিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী ও উপদেশপূর্ণ

---

† কাবা মস্জেদের একপার্শ্বে একখণ্ড প্রস্তরের উপরে মহাত্মা ইব্রাহিমের পদচিহ্ন আছে। সেই প্রস্তরখণ্ডকে "মোকামে ইব্রাহিম" বলে। কথিত আছে যে, কাবা নির্ম্মাণ সময়ে মহাত্মা ইব্রাহিম এই প্রস্তরখণ্ডোপরি উপবেশনপূর্ব্বক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেন। সেই সময়ে এই প্রস্তরখণ্ডটী তাঁহার মঞ্চের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল।

বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি মুসলমানগণকে ইস্‌লামধর্ম্মের রীতিনীতি, ইস্‌লামধর্ম্ম আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে আরববাসিগণের রীতিনীতির দোষবর্ণন এবং পরস্পরকে হত্যা করা ও চুরি করা যে হারাম (নিষিদ্ধ), তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি কাহারও উপর কাহার প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছা তোমরা ত্যাগ কর।" বিশেষতঃ সকলকে সুদ-গ্রহণের অবৈধতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া. তাহা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম তোমাদের স্ত্রীর উপর ও তোমাদের স্ত্রীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম তোমাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীর প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিও, নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাতায়ালাকে সাক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা যেরূপ আহার কর, তোমাদের ক্রীতদাসীগণকেও সেই রূপ দ্রব্যাদি আহার করিতে দিও। যদি তাহারা কোন অপরাধ করে, এবং যদি তোমরা তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা না কর তাহা হইলে তাহাদিগকে বিদায় দিও; জানিও যে, তাহারা খোদাতায়ালার দাস, তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা অনুচিত। আমি তোমাদের মধ্যে যাহা রাখিয়া যাইতেছি, যদি তোমরা তাহা অবলম্বন করিয়া থাক, তাহা হইলে পথভ্রান্ত হইবে না।" এই বক্তৃতার পর তিনি আবার শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি, এই কথা কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন যখন তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে, তখন তোমরা কি উত্তর দিবে?" তাঁহারা বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আমাদিগকে খোদাতায়ালার আদেশসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন এবং আপনার দৌত্য কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, আর আপনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া সত্যধর্ম্ম

প্রচারে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন।” তৎপরে হজরত মহম্মদ তিন বার অঙ্গুলি ঘুরাইবার সময়ে প্রত্যেক বার নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিলেন,—“আল্লা হোম্মা এস্‌হাদ্।” আবার তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে মুসলমানগণ! তিনটী বিষয় অন্তঃকরণকে পবিত্র করে;—১ম, কার্য্যে সততা প্রদর্শন করা;—২য়, মুসলমান ভ্রাতাগণের উন্নতি সাধন করা;—৩য়, মুসলমান সমাজ ত্যাগ না করা।” এই সময়ে আব্বাসের পুত্র আবদুল্লার জননী ওম্মে-ফজল হজরতকে দুগ্ধ পান করিতে দিলেন। হজরত তাহা পান করিলেন। ইহাতে সকলে জানিতে পারিলেন যে, সেই সময়ে হজরত উপবাসী (রোজাদার) নহেন। পরে উষ্ট্রের পৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি বেলালকে আজান দিতে বলিলেন। বেলাল আজান দিলে তিনি আসর ও জোহরের নামাজ পড়িলেন। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তিনি সেইস্থানে রহিলেন। সেই সময়ে কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতটী অবতীর্ণ হয়, “অদ্য আমি তোমার জন্য তোমার দীনকে (ধর্ম্মকে) পূর্ণ করিয়াছি এবং তোমার উপর আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) শেষ করিয়াছি * * *।”

উপরোক্ত আয়েতটী শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু হজরত আবুবকর সন্তুষ্ট না হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত মহম্মদ আর অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিবেন না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় হজরত মহম্মদ জয়দের পুত্র ওসামাকে স্বীয় উষ্ট্রোপরি লইয়া মৃদু মৃদু গমনে মিনার বাজারাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং শিষ্যগণকে আস্তে আস্তে সত্মোতি বলিলেন। তিনি মেনায় আসিয়া ১০০ উষ্ট্র কোরবানি দিলেন এবং অল্প পরিমাণে উষ্ট্রের মাংসরন্ধন করিয়া তিনি ও হজরত আলি একত্রে ভোজন করিলেন। পরে তিনি মস্তকমুণ্ডন করিলেন; শিষ্যগণ তাঁহার স্মরণ চিহ্ন রাখিবার জন্য সেই পবিত্র

কেশগুচ্ছ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইলেন। পরে তথা হইতে বেলা দুইপ্রহরের পূর্ব্বে তিনি মক্কায় আসিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। এই প্রদক্ষিণকে 'তোয়াফে জেয়ারৎ' বলে। অনন্তর তিনি আবার মিনায় গিয়া জোহরের নামাজ পড়িলেন ও তথায় রজনী অতিবাহিত করিলেন। তিনি প্রাতে হজের অবশিষ্ট কার্য্যাদি শেষ করিয়া মক্কায় আসিলেন এবং কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই প্রদক্ষিণ করাকে "তোয়াফেভেদা" অর্থাৎ বিদায়কালীন প্রদক্ষিণ বলে। পরে জম্‌জম কূপের নিকট গিয়া একটু জল তুলিয়া পান করিলেন। পুনরায় তিনি কাবার নিকট গিয়া বিদায়কালীন প্রার্থনা করিবার সময়ে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে ফজরের নামাজ পড়িয়া মদিনায় যাত্রা করিলেন। তৎপরে কয়েক দিন গমনের পর তিনি মদিনায় উপনীত হইয়া তিন বার তকবির ও তালবিয়া পড়িলেন।

হজরত মহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় আগমন কালে পথিমধ্যে গদিরখম নামক স্থানে শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের স্ব স্ব আত্মা অপেক্ষাও তোমাদের হিতৈষী বন্ধু?" শিষ্যগণ বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আপনি আমাদের আত্মা অপেক্ষাও আমাদের প্রিয় সুহৃদ্।" তৎপরে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মুসলমানগণ! খোদাতায়ালা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আমিও তাঁহার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। তোমরা জানিও যে, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটী বস্তু রাখিয়া যাইতেছি —কোরাণ শরিফ ও আহলেওবায়েৎ (আমার আত্মীয়গণ)। তোমরা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও। তোমরা জানিও যে, খোদাতায়ালা আমার প্রভু, আর আমি বিশ্বাসিগণের (মোমেনিন্) প্রভু।" পরে তিনি হজরত আলির হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে

আল্লাতায়ালা! আমি যাহার প্রভু, আলিও তাহার প্রভু। হে খোদাতায়ালা! যাহারা আলিকে ভাল বাসিবে, আপনিও তাহাদিগকে ভাল বাসিবেন।"

সত্যের জয়।

যখন হজরত মহম্মদের ধর্ম্মোপদেশে আরবের কুসংস্কার ও ভ্রান্তবিশ্বাস বিলুপ্ত হইল, তখন মানবগণ দলে দলে কুসংস্কারবিবর্জ্জিত পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন কোন মানবীয় ক্ষমতাই সত্যের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিপক্ষগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, হজরত মহম্মদের প্রেরিতত্ব লাভের পর হইতে হিজরীর ৬ষ্ঠ অব্দ পর্য্যন্ত ইহুদী এবং পৌত্তলিকগণ সত্যধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে পারে নাই। কিন্তু অবশেষে যখন পৌর্ণমাসী শশধরের বিমল কিরণ সদৃশ পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইতে লাগিল; তখন ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকগণ দলে দলে সেই জ্যোতির অনুসরণ করিতে পবৃত্ত হইল। নবম ও দশম হিজরীতে যে সকল সম্প্রদায় হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

১। বনি আমের—ইহারা হাওয়াজেন বংশোদ্ভব; নজ্‌দ্‌ প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা হোনেনের যুদ্ধে হাওয়াজেন দলস্থ অন্যান্য লোকের পক্ষাবলম্বন করে নাই।

২। বনি আবদলকাস—এই বংশ পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

৩। বনি আহমাস—ইহারা কহ্‌তান বংশোদ্ভব, ইমনের অধিবাসী।

৪। বনি আনাজা—

৫। বনি আসাদ—এই দলস্থ দশ জন লোক হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হয়, পরে স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক স্বদলস্থ সকলকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করে।

৬। বনি আজ্‌দ্—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব এবং অমানের অধিবাসী।

৭। বনি আজ্‌দ্—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব, ইমনের অধিবাসী।

৮। বনি বহিলা—ইহারা গাৎফান বংশোদ্ভব।

৯। বনি বাহরা—ইহারা খায়াজা বংশোদ্ভব।

১০। বনি বাজিলা—কহতান বংশোদ্ভব, ইমেনের অধিবাসী, ইহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ কলাসা দেবমূর্ত্তিকে ধ্বংস করে।

১১। বনি বাকা—ইহারা মধ্য আরবের বনি আমের বংশোদ্ভব।

১২। বনি বকর-বেন-অয়েল—ইহারা পারস্যোপসাগরের তীরে বাস করিত।

১৩। বনি বালি—ইহারা কহ্‌তান বংশোদ্ভব, আরবের উত্তরাংশে সুরিয়ার নিকট বাস করিত।

১৪। বনি বারেক—ইহারা খায়াজা বংশোদ্ভব।

১৫। বনি দারী—

১৬। বনি ফারোয়া—ইহারা বনি জজাম বংশোদ্ভব, অমান প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা ৮ম হিজরীতে হজরতের নিকট আসিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

১৭। বনি ফাজারা—হজরত মহম্মদ তবুকে অবস্থানকালে ইহারা মুসলমান হইবার জন্য মদিনায় আইসে; হজরত মদিনায় প্রত্যাগমন করিলে ইহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে।

১৮। বনি গাফিক—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

১৯। বনি গনিম্—ইহারা ইমেনের অধিবাসী।

২০। বনি গাচ্ছান—

২১। বনি হামাদান—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব, ইমেন্ প্রদেশের পূর্ব্বাংশে বাস করিত।

২২। বনি হানিফা—ইহারা বনি বকর বংশোদ্ভব, জামামা প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

২৩। বনি হারেস—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব, নাজরাণ প্রদেশে বাস করিত। ইহারা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

২৪। বনি হেলাল-বেন-আমের—ইহারা গাৎফান বংশোদ্ভব, ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

২৫। বনি হিমিয়ার—ইহাদের বাসস্থান ইমেনে ছিল। ইহাদের মধ্যে রোয়েন, মুয়াফের, হামাদান ও বাজান নামক চারিজন রাজপুত্র ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হজরত মহম্মদকে সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন। ইহারা পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

২৬। বনি জায়াদ—ইহারা বনি আমের বংশোদ্ভব।

২৭। বনি জাফের-বেন-কেলাব-রাবিয়া—ইহারা বনি আমের বংশোদ্ভব।

২৮। বনি জেফার-বেনল-জালান্দি—ইনি অমানের রাজা ছিলেন; ইনি স্বীয় প্রজাবর্গসহ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

২৯। বনি জনিহা—

৩০। বনি জুফি—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব। ইমেনে ইহাদের বাসস্থান ছিল।

৩১। বনি কাল্‌ব—ইহারা হিমিয়ার বংশোদ্ভব, আরবের উত্তরাংশে বাস করিত।

৩২। বনি খস্‌ম্‌-বেন-আন্‌মার—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব; ইমেনের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত।

৩৩। বনি খাওলান—ইহারা কহ্‌তান বংশোদ্ভব; ইমেনের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত।

৩৪। বনি কেলাব—ইহারা হাওয়াজেন বংশোদ্ভব।

৩৫। বনি কেনানা—ইহাদের দলপতি ওয়াসেলা হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন এবং স্বদলস্থ সকলকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

৩৬। বনি কেন্দা—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব। এই দল অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিল।

৩৭। বনি মহরা—ইহারা খাজায়া বংশোদ্ভব।

৩৮। বনি মোহরেব—ইহারা গাৎফান বংশোদ্ভব।

৩৯। বনি মোরাদ—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

৪০। বনি মোন্‌তাফেক্‌—ইহারা বনি আমের বংশোদ্ভব।

৪১। বনি মোরাঃ—ইহাদের দলস্থ ১৩ জন লোক হজরত মহম্মদের নিকট আসিয়া প্রথমে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তাঁহারা স্বকীয় বাসস্থানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সকলকে মুসলমান করেন।

৪২। বনি নাখা—ইহাদের দলস্থ ২০০ জন লোক হজরত মহম্মদের নিকট আসিয়া প্রথমে মুসলমান হয়।

৪৩। বনি নহদ্‌—ইহারা হিমিয়ার বংশোদ্ভব।

৪৪। বনি ওজরা—ইহারা খাজায়া বংশোদ্ভব, সুরিয়ায় বাস করিত।

৪৫। বনি রাহা—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

৪৬। বনি রাওয়াসা—ইহারা বনি আমের বংশোদ্ভব।

৪৭। বনি সাদ-হোজেম—ইহারা খাজায়া বংশোদ্ভব।

৪৮। বনি সাদেফ—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

৪৯। বনি সহুম্—ইহারা বনি হানিফা বংশোদ্ভব।

৫০। বনি সহিম—ইহারা বনি সয়বান্ বংশোদ্ভব।

৫১। বনি সকিফ—ইহারা হাওয়াজেন বংশোদ্ভব। ইহারা প্রসিদ্ধ লাৎদেবীর উপাসনা করিত। ইহাদের দলপতি আরোয়া মদিনায় আসিয়া ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সকলকে ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। তিনি মৃত্যুকালে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ-পূর্ণ কথা বলিয়া যান. তাঁহার সেই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া সকিফ দলস্থ লোকগণের অন্তর মধ্যে ইস্লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ উদিত হয়। তখনই তাহাদের মধ্য হইতে ২০ জন লোক হজরতের নিকট আসিয়া ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং দেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সকলকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করে।

৫২। বনি সালামানি—ইহারা খাজায়া বংশোদ্ভব। সালামান নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল।

৫৩। বনি সয়বান—ইহারা বনি বকর-বেন-অয়েল বংশোদ্ভব।

৫৪। বনি সোয়াদা—ইহারা কহতান বংশোদ্ভব।

৫৫। বনি তগলেব—ইহারা মেসোপেটেমিয়ায় বাস করিত। ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

৫৬। বনি তাজিম—ইহারা ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ১৩ জন লোকের হস্তে আপনাদের জাকাতের দ্রব্যাদি দিয়া হজরত মহম্মদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাহারা হজরতের নিকট আসিলে, তিনি তাহা-দিগকে বলেন, "তোমরা এই সকল জাকাতের দ্রব্যাদি তোমাদের দেশীয় ভিক্ষুকদিগকে দান করিও।" ইহারা কেন্দা বংশোদ্ভব।

৫৭। বনি তামিম—ইহারা সুরিয়ার নিকট বাস করিত।

৫৮। বনি তাই—ইহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল, পরে হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হয়।

৫৯। বনি জোবায়েদ—ইহারা কহ্তান বংশোদ্ভব।

এইরূপে অচিরকাল মধ্যেই সমুদয় আরবদেশবাসী জড়োপাসক, খৃষ্টান্ ও য়িহুদিগণ আগ্রহাতিশয় সহকারে ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হজরত মহম্মদের প্রেরিতত্ব লাভের ৩য় বৎসর হইতে হিজরীর ৬ষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত প্রায় ষোড়শ বৎসর কাল তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক নানা অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াও একমাত্র খোদাতায়ালার উপাসনা মানবজাতির মধ্যে প্রচারে ব্রতী হইয়া সমুদয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক সমগ্র আরবদেশ পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি ঐশ্বরিকবলে বলীয়ান্ হইয়া প্রসিদ্ধ জড়োপাসক, য়িহুদী ও খৃষ্টানমণ্ডলীর মধ্যে সত্যস্বরূপ আল্লাহতায়ালার উপাসনা প্রচলিত করেন, আরবদেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগণকে ধর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে একতার বীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন আরবদেশবাসিগণের দেবোপাসনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কার্য্যকলাপ বিলোপ করিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

হজরত মহম্মদের যুদ্ধালোচনা।

হজরত মহম্মদ (দং) মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় উপনীত হইলেই উগ্রস্বভাববিশিষ্ট কোরেশগণ তাঁহাকে ক্রমিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যখন তিনি মদিনার নিকটস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধি স্থাপনে রত ছিলেন, তখন মরুভূমিস্থ কোরেশবংশীয় কোরজ্-বেন-জাবের মদিনা আক্রমণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে কোরেশগণ বদরে যুদ্ধ করে এবং এই বৎসরের শেষভাগে তাহারা আরও সামান্য সামান্যভাবে কয়েকবার মদিনা আক্রমণ করিয়াছিল। বনি নাজের সম্প্রদায়, মদিনাস্থ মুসলমানদিগের উপর বিদ্রোহাচরণ ও শত্রুতা করিতে থাকে। তৃতীয় বৎসরের প্রারম্ভে নজ্দ্ উপত্যকার অধিবাসী কোরেশ বংশোদ্ভব সুলেম ও ঘাতাফান প্রভৃতি যাযাবর সম্প্রদায় দুইবার মদিনা লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। সেই সময়ে মুসলমানেরা মদিনার নিকট-বর্ত্তী ওহোদ ক্ষেত্রে কোরেশগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হন, এই পরাজয়ে মুসলমানদিগের গৌরবের বিশেষ হানি হয় এবং বিজয়ী কোরেশগণ পর বৎসর মুসলমানদিগকে ঐভাবে পরাজয় করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে।

চতুর্থ বৎসর আরম্ভ হইলে, বিপক্ষ বেদুইন সম্প্রদায়গণ ও বনি নাজের ইহুদীগণ হজরত মহম্মদের (দং) আশ্রয় স্থান মদিনা নগর আক্রমণ করিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক সংগ্রহ করে। বনি আসাদ ও বনি লহিয়ান [illegible] ত মিলিত হইয়া ওহোদের যুদ্ধে গমন করে

এবং অবশেষে রজি ও বির মৌনায় ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচারকগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। এই বৎসরের শেষভাগে মদিনার অধিবাসিগণ, মক্কার অধিবাসীদিগের বিপুল যুদ্ধ সজ্জার বিষয় অবগত হইয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে যুদ্ধের বিষয় তাহারা গত বৎসর বলিয়া আসিয়াছিল (কোরাণ শরিফ, সুরা ৮ম, আয়েত ১১৬)। পঞ্চম বৎসরে ঘাতাফান বংশীয় কোন এক সম্প্রদায় জাত-অল-রোকায় একত্রিত হইয়াছিল এবং তাহারা দুমতল-জান্দলের নিকট উপস্থিত হইয়া মদিনা আক্রমণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল। খোজায়া বংশীয় বনি মোস্তালিক এত দিন পর্য্যন্ত হজরতের পক্ষাবলম্বী ছিল, এক্ষণে কোরেশদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিল। এই বৎসরের শেষভাগে কোরেশগণ বেদুইন সম্প্রদায়স্থ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া (১) মদিনা আক্রমণে অগ্রসর হয় এবং বহুদিন পর্য্যন্ত মদিনা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কোরেশগণ কর্ত্তৃক মদিনা আক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া বনি কোরায়জা হজরতের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

ষষ্ঠ বৎসরের প্রারম্ভে বনি ফেজারা দলপতি মদিনা আক্রমণ করে (২) উক্ত দলপতি, জয়দ-বেন-হারেস কর্ত্তৃক পরিচালিত মদিনার একদল স্থল-বণিক্‌কে আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে (৩)। চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে

(১) বনি আসদা, মুরাঃ, ফেজারা, হুলেইম, সায়াদ, আসাদ এবং ঘাতাফান বংশীয় কতিপয় দল ওয়াদী অল কোরায়া এবং খাইবারের ইহুদীগণ।

(২) জিলকাদ্দার এক দল মুসলমান শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয়। হজরত মহম্মদ (দং) কয়েকজন লোককে রোমক সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন কালে ওয়াদীঅল-কোরায়ার অনতিদূরে বনি জজাম কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

(৩) খায়বারের ইহুদীগণ বনি ফেজারা, বনি সায়াদ-বেন বকর এবং অন্যান্য বেদুইন দলদিগকে মদিনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রলোভিত করিয়াছিল।

জেলকদ মাসে সমুদয় আরবদেশে যুদ্ধকার্য্য একেবারে নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ পবিত্র মক্কা নগরের চতুষ্পার্শ্বে যুদ্ধ করা ঘোরতর পাপকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইত। হজরত মহম্মদ (দং) ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী এই মাসে খোদাতালার গৃহ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ পবিত্রস্থান দর্শন ও বাৎসরিক তীর্থযাত্রায় যোগদান করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন, কারণ এই সকল কার্য্য তাঁহারা বাল্যকালাবধি সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন এবং এই সকল কার্য্যকে তাঁহারা তাঁহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। মক্কা ত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র ও গৃহাদি শত্রুহস্তে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহারা আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করেন। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা তীর্থযাত্রার্থ মদিনা হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, জাতীয় ধর্ম্মের রীত্যনুসারে কোরেশগণ শান্তস্বভাববিশিষ্ট তীর্থযাত্রীদিগের মক্কা প্রবেশে প্রতিবন্ধক দিবে না এবং হজরতও তাহাদের নিকট শান্তভাবে মক্কায় প্রবেশ করিবেন বলিয়া যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তখন আর তাহাদের শত্রুতা প্রদর্শনের কোন কারণ নাই। কিন্তু তীর্থযাত্রীদিগের পবিত্র উদ্দেশ্য ও শান্তস্বভাব স্বত্ত্বেও কোরেশগণ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মক্কা প্রবেশে প্রতিবন্ধক প্রদানে বদ্ধপরিকর হয়। অবশেষে হোদায়বিয়ায় মুসলমানদিগের প্রতিকূলে এক সন্ধি স্থাপিত হইল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে, হোদায়বিয়ায় কোরেশদিগের সহিত হজরতের যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ইস্‌লামের জয়ই হইয়াছিল। এই সন্ধিতে দশ বৎসর কাল যুদ্ধ বন্ধ ছিল।

হজরত মহম্মদের (দং) ছয় বৎসর মদিনা প্রবাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই ছয় বৎসর মদিনা ক্রমিক যুদ্ধ কার্য্যের দ্বারায় সংরক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে

বহির্ভাগস্থ শত্রুদিগের আক্রমণে ও মদিনাস্থ শত্রুদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহিতাচরণাদিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে হয়ত অসংখ্য শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, না হয়, শত্রুতাসূচক জনতা দূর করিয়া দিতেন কিম্বা সময়ে সময়ে লুণ্ঠনপ্রিয় দল সকলকে দমন করিতেন। এরূপ অবস্থায় হজরত মদিনায় নিশ্বাস ফেলিবার অবসর মাত্র পান নাই; তখন ইহা কিরূপে সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে যে, এই সময়ে হজরত কোরেশদিগের উপর তাহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ লইবার জন্য কিম্বা ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক স্বত্ব ও স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপনের জন্য, মক্কা আক্রমণ করিতেন বা কোরেশ ও অন্যান্য জাতিকে তরবারিবলে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার জন্য বহির্গত হইতেন।

যখন মুসলমানেরা অস্ত্রবিহীন অবস্থায় তীর্থযাত্রার পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মক্কার নিকটে উপনীত হইলেন, তখন কোরেশগণ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিল; যখন মুসলমান দূত ওসমান মক্কায় বন্দীকৃত হন (১) এবং আরও এরূপ জনরব উঠে যে, কোরেশগণ কর্ত্তৃক ওসমান মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন এবং যখন এক দল কোরেশ হজরতের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল (২), সেই সময়ে মুসলমান শিবিরে ভয় ও চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হওয়াতে হজরত বিশ্বাসীদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের মঙ্গলের (আত্মরক্ষার) জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবেন (৩)। এই সময়ে মক্কাস্থ মুসলমান-

(১) এবনে হেশাম ৭৪৫ পৃষ্ঠা।

(২) এবনে হেশাম ৭৪৫ পৃষ্ঠা। কোরাণ শরিফ. সুরা ৪৮।

(৩) কোরাণ শরিফ সুরা ৪৮। হজরত মক্কার নিকটস্থ কতিপয় বেদুইন দলকে নিজ পক্ষে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। এই সময়ে যদি যুদ্ধ সংঘটন হয়, এই ভয়ে হজরত তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক দলই তাঁহার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছিল।

দিগের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, কোনরূপ সদুপায় অবলম্বন না করিলে মুক্তির জন্য বড় উৎপীড়িত হইতে হইবে। কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ৭৭,৯৯,১০০ আয়েতে; ৮ম সুরার ৭২, ৭৩ আয়েতে ইহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সময়ে হজরত মহম্মদ (দং) কোরেশদিগের অগ্র আক্রমণে প্রতিবন্ধক প্রদানার্থ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন, এবং বিশ্বাসিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বাপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক স্বত্বের স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য, জন্মভূমিতে স্বাধীনভাবে প্রবেশের জন্য, স্বাধীনভাবে ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য এবং কোরেশদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন একেবারে ধ্বংশ বা সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য এই যুদ্ধে যোগদান করেন।

কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতগুলি এই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়:— ২য় সুরা, ১৮৬—১৯০, ২১২—২১৫ আয়েত। এই ঘটনার পরে ইহার সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের ৪৮ সুরার, ১০, ২২—২৭ আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই পুস্তকের অন্য স্থানে ঐ সকল আয়েতের অনুবাদ প্রদত্ত হইল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, সন্ধি স্থাপিত হইয়া গেল, কোন পক্ষের একবিন্দু রক্তপাত হইল না। যদ্যপি এই যুদ্ধ সংঘটন হইত, তাহা হইলে ইহা আত্মরক্ষার্থ, রাজনৈতিক স্বত্ব স্থাপন এবং ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্ব্বাহের স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপন প্রভৃতি অপহৃত স্বত্ব পুনরুদ্ধারের জন্যই সংঘটন হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

এই সন্ধি অধিক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল না। কোরেশদিগের শেষ বিদ্রোহিতা এই যে, সন্ধি স্থাপনের দুই বৎসরের মধ্যে তাহারা তাহা ভঙ্গ করিয়াছিল। তাহার ফলে মক্কা নগর হজরতের অধীনতা স্বীকার করিল। সন্ধি স্থাপন হইবার পর বনি খোজায়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং সন্ধির

নিয়মানুসারে তাহারা হজরতের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। কিন্তু কোরেশ ও তাহাদের মিত্রদলের সাহায্যে বনি বকর (১), বনি খোজায়াকে আক্রমণ করে এবং মক্কাস্থ উৎপীড়িত মুসলমানগণ দূত প্রেরণ দ্বারায় হজরতের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান; ইহাতে হজরত মহম্মদ (দং) ও তাঁহার শিষ্যগণের উপর তাহাদের শত্রুতা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যাহারা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বনি খোজায়াকে অগ্রে আক্রমণ করিয়াছে, হজরত তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে এই বলিয়া যুদ্ধঘোষণা করেন যে, যাহারা সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছে এবং বনি খোজায়াকে আক্রমণ করিতে বনি বকরকে সাহায্য করিয়াছে, তাহারা খোদাতালা ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের শত্রু। সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া হইল, যদি ইহার মধ্যে তাহারা সন্ধি স্থাপন না করে, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইবে এবং তাহারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ করিবে। কোরাণ শরিফের ৯ম সুরার ১—১৫ আয়েত যুদ্ধঘোষণা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এই ভয়প্রদর্শনকারী যুদ্ধ সংগঠন হয় নাই, বিনা প্রতিবন্ধকে মক্কা নগর মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এইরূপে হজরত মহম্মদ (দং) মক্কা ও মদিনায় মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন এবং বিনা যুদ্ধ ও রক্তপাতে উৎপীড়ন ও অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেন এবং ক্রমিক আসন্ন ভয় ও উৎপীড়নের পরিবর্ত্তে তাঁহার শিষ্যগণ শান্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। ইহার বিষয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোরাণ শরিফের ২৪ সুরার ৫৪ আয়েতে এইরূপ ভাবে উক্ত হইয়াছিল:—"খোদাতালা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা

(১) আরাদ বংশীয় কিনানা শাখাদলের আব্‌দ্ মনাতের পুত্র বনি বকর।

বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম্ম করে, তিনি অবশ্য তাহাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তিনি তাহাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছেন এবং তিনি অবশ্য তাহাদিগের জন্য তাহাদের ধর্ম্মকে দৃঢ় করিবেন, যাহা তাহারা মনোনীত করিয়াছে অর্থাৎ যাহা তাহাদের জন্য মনোনীত হইয়াছে এবং অবশ্য তাহাদের ভয়ের পরে তাহাদিগকে তাহার পরিবর্ত্তে আশ্রয় প্রদান করিবেন। তাহারা আমাকে অর্চ্চনা করিবে, তাহারা আমার সঙ্গে অংশী স্থাপন করিবে না এবং যাহারা ইহার পরে ধর্ম্মদ্বেষী হইবে, তাহারা দুষ্ক্রিয়াশীল হইবে।"

এক্ষণে আমরা কোরেশদিগের শক্রতার বিষয় ছাড়িয়া দিয়া অপরাপর জাতির শক্রতা ও অত্যাচারের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। কোরেশদিগের শক্রতা ভিন্ন কোরাণ শরিফে অন্য একটী যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হোনেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধে সাকিফ বংশীয়েরা অগ্র আক্রমণকারী। মুরৈসিয়ার যুদ্ধের বিষয় কোরাণ শরিফে উল্লেখ নাই, কিন্তু হজরত মহম্মদের (দং) জীবনচরিত লেখকগণ ইহার বিষয় এইরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ওহোদক্ষেত্রে পরাজিত হইবার পর সংবাদ আসিল যে, মক্কার দিক্ হইতে হজরতের বিরুদ্ধে এক নূতন যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে এবং বনি মোস্তালিক কোরেশদিগের সহিত যোগ দিয়া হজরতকে আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে; এই আসন্ন বিপদের বিষয় অবগত হইয়া হজরত মহম্মদ (দং) তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য অসীম সাহস সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থ হজরত মহম্মদ (দং) খায়বারে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। শক্রর অগ্র আক্রমণে বাধা প্রদান করা এবং শক্রর আক্রমণের আসন্ন বিপদ্ হইতে নিজকে রক্ষার্থ যে যুদ্ধ সংঘটন হয়, তাহাকে আইনানুসারে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ বলে। বনি কোরায়জার

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া উল্লেখের আবশ্যক নাই, কিন্তু এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তাহারা একবার মুসলমানদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। ইহার আমূল বৃত্তান্ত এই পুস্তকের অন্য স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা ও বিনা রক্তপাতে মক্কা নগর মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, ইহার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; মুসলমান ও ইউরোপীয় লেখকেরা তাবুকের যুদ্ধযাত্রার বিষয় আত্মরক্ষার্থ সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই সময়ে হজরত মহম্মদ (দঃ) বৈদেশিক শত্রুকর্ত্তৃক মুসলমানদিগের আক্রমণের সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। কোরাণ শরিফের ৯ম স্থরার নিম্নলিখিত আয়েতগুলি যদি খায়বারের ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সেই গুলি রোমক ও তাহাদের মিত্র ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের (১) বিপক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

"যাহাদিগকে (ইহুদী ও খৃষ্টান) গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা খোদাতালার প্রতি ও শেষদিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, খোদাতালা ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ যাহা অবৈধ করিয়াছেন, তাহা যাহারা অবৈধ বলিয়া মনে করে না এবং যাহারা সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করে না, যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া স্বহস্তে জিজিয়া প্রদান না করে।" (কোরাণ শরিফ, স্থরা ৯, আয়েত ২৯)।

"হে বিশ্বাসিগণ! কাফেরদিগের মধ্যে যাহারা তোমাদের প্রতি-

(১) মাকনা আজরুহ এবং জারবার ইহুদীগণ, আয়লা ও দুমার খৃষ্টান দলপতিগণ।

বেশী এবং তোঁমাদের মধ্যে সঙ্কট প্রাপ্ত হইতে চাহে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর এবং জানিও যে, খোদাতালা ধর্ম্মভীরুদিগের সঙ্গে আছেন।” (কোরাণ শরিফ, সুরা ৫ম, আয়েত ১২৪)।

হজরত মহম্মদ (দং) যুদ্ধ না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ঐ সকল আয়েতে যেরূপ আদেশ আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই।

আসন্ন বিপদের কঠোর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুসলমান-দিগকে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হজরত মহম্মদ (দং) অনেক যত্ন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন একে গ্রীষ্ম কাল, আবার বহুদূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে হইবে বলিয়া কেহ কেহ যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ঐ সময়ে নানারূপ মিথ্যা ভাণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অতিশয় কঠোররূপে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদের (দং) যুদ্ধের সংখ্যা।

এ পর্য্যন্ত শত্রুদিগের সহিত হজরত মহম্মদের (দং) যে সকল যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ করা গেল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, প্রকৃত পক্ষে হজরতের সহিত শত্রুদিগের কেবল ৫টী যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল। হজরত মহম্মদের (দং) জীবন চরিত লেখক ও তাঁহার যুদ্ধযাত্রার ইতিবেত্তাগণ তাঁহার অধিক সংখ্যক যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে, তাঁহারা কোন হাদিসের প্রমাণ বা কোনরূপ বিচার না করিয়া যুদ্ধযাত্রাগুলির নাম ও বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যুদ্ধযাত্রার কল্পিত ঘটনাগুলির মধ্যে কোন্‌টী সত্য

ও কোন্‌টী মিথ্যা তাহার কোনরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। হজরতের জীবন চরিত লেখকগণ এরূপ অনেক যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহাদের সম্বন্ধে কোন রূপ বিশ্বাসজনক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা একেবারে ভিত্তিশূন্য; এবং অনেক স্থানে যুদ্ধকরণেচ্ছাকে ভুলক্রমে যুদ্ধযাত্রা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইউরোপীয় লেখকেরা "গাজাওয়াৎ" শব্দটীর অর্থ ভুলক্রমে "লুণ্ঠনার্থ যুদ্ধ যাত্রা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধুত্বভাবে সন্ধি স্থাপনার্থ দূত প্রেরণ, ইস্‌লাম শিক্ষার্থ ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ, বৈদেশিক দলপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ, বাণিজ্যার্থ যাত্রা, তীর্থযাত্রার্থ গমন, ডাকাইতের দলকে শাসন বা দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্য কিম্বা শত্রুদিগের কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণার্থ লোক প্রেরণ, দূত প্রেরণ দ্বারায় শত্রুদিগের সংবাদ গ্রহণ, শত্রুদিগকে দমন কিম্বা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ, এই সকলকে "গাজাওয়াৎ" (যুদ্ধযাত্রা), "সারায়া" এবং "বাওস" (সাহসিকতার-কার্য্য এবং লোক প্রেরণ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই রূপে হজরতের যুদ্ধযাত্রাগুলি অন্যায়রূপে অধিক সংখ্যক করা হইয়াছে। প্রথমতঃ জীবন চরিত লেখকগণ, হজরতের প্রত্যেক যুদ্ধযাত্রার ও সাহসিকতার কার্য্য সকল সংঘটন হইবার বহুকাল পরে কতকগুলি বিশ্বাস্য ও কতকগুলি অবিশ্বাস্য জনশ্রুতি অবলম্বনে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদের সত্যাসত্যের কোনরূপ বিচারে কষ্ট স্বীকার করা বৃথা সময় ব্যয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ, সন্ধি স্থাপনার্থ লোক প্রেরণ, দূত প্রেরণ, তীর্থযাত্রা এবং বাণিজ্যার্থ যাত্রা এই সকলকে "গাজাওয়াৎ" ও "সারায়া" শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং ইউরোপীয় লেখকেরা অধুনা এই সকলকে "লুণ্ঠনার্থ যাত্রা"

কিম্বা "বিদ্রোহিতাচরণার্থ লোক প্রেরণ" শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন। ইউরোপীয় ও কোন কোন আরবীয় জীবন চরিত লেখক এতদূরে গিয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা বলেন যে, হজরত স্বয়ংই শত্রুদিগের বিরুদ্ধে ২৭টী যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ৭৪টী যুদ্ধযাত্রা তাঁহার নিযুক্তীয় লোক দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব তাঁহার জীবিত কালে ১০১টী যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল। এবনে সায়াদ কেতাবল ওয়াকিদিতে এই ১০১টী যুদ্ধের তালিকা দিয়াছেন (কুস্তালিন ৪ খণ্ডের ৩৮৬ পৃষ্ঠা দেখ)। এবনে ইসহাক হজরতের যুদ্ধের সংখ্যা ২৭টী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আবার অপরাপর গ্রন্থকারগণ ৩৮টী যুদ্ধের উল্লেখ করেন (এবনে হেশাম ৯৭২ ও ৯৭৩ পৃষ্ঠা দেখ)। হজরতের সমসাময়িক জোবায়েরের নিকট হইতে আবুইয়োলা ২১টী যুদ্ধের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য জয়দ-বেন-আকরামের বর্ণনা, যাহা অতি প্রাচীন, তাহা হইতে সংগৃহীত বোথারির কেতাব-অল-মাগাজির দুই স্থানে হজরতের যুদ্ধযাত্রার সংখ্যা ১৯টী দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মধ্যে হজরত মহম্মদের (দং) সকল প্রকার যুদ্ধযাত্রাই সন্নিবেশিত রহিয়াছে, এবং জয়দ-বেন-আকরাম নিজেই ঐ সকল যুদ্ধে হজরতের সঙ্গে ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ২৭, ২১, ১৯ এবং ১৭টী যুদ্ধযাত্রার মধ্যে কেবল ৮টী (১) কিম্বা ৯টী (২) স্থানে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল। এমন কি, শেষের বর্ণিত যুদ্ধ সংখ্যক বিশ্বাসযোগ্য নহে। বাস্তবিক যুদ্ধযাত্রা এই গুলি:—১, বদর; ২, ওহোদ; মুরৈসি; ৩, আহজাব; কোরায়জা; ৪, খায়বার; মক্কা; ৫, হোনেন; তায়েফ। বনি মোস্তালিকদিগের সহিত মুরৈসিতে যুদ্ধের কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। বনি কোরায়জার সহিত

(১) মুসা-বেন-আকবা ১৪১ হিজরীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

(২) এবনে সায়াদ ও এবনে এসহাকের উল্লেখ করা হইয়াছে।

কোন যুদ্ধ সংঘটন হয় নাই. কেবল ইহা আহজাব যুদ্ধের শেষ ঘটনামাত্র, তজ্জন্ত ইহাকে স্বতন্ত্র যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিলাম না। মক্কায় কোনরূপ যুদ্ধ হয় নাই, উহা বিনা রক্তপাতে মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল। আওতাস যুদ্ধের ন্যায় তায়েফের যুদ্ধ হোনেন যুদ্ধের একটী অংশমাত্র। এই রূপে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত ৯টীর মধ্যে ৫টি যুদ্ধে হজরত শিষ্য-গণের রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এমন কি, ঐ ৫টী যুদ্ধকে যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। সামরিক মতে দেখিতে গেলে, ইহাদিগের ফল দেখিয়া ইহাদিগকে সামান্য সামান্য দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। বদরে শত্রু পক্ষের ৪৯ জন, ওহোদে ২০ জন, আহজাবে ৩ জন, খায়বারে ৯২ জন, এবং হোনেনে ৯২ জন শত্রু মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়; কিন্তু শেষের দুই যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যার বিষয়ে সন্দেহ আছে. বোধ হয়, ইহা অতিরঞ্জিত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ সকল যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষের ১৪, ৭৪, ৫, ১৯ এবং ১৭ জন হত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে মোট ১২৯ জন আর শত্রুদের পক্ষে মোট ২৫৪ জন হত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের পক্ষে মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, এ বিষয় একটু সতর্কতার সহিত বিচার করা কর্ত্তব্য।

রেভারেণ্ড সামুয়েল গ্রীণ লিখিয়াছেন—

"(হজরত) মহম্মদ (দং) প্রথমে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করেন, পরে শত্রুদিগের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্ম যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শেষে অধিকার ও আধিপত্য বিস্তারার্থ বিভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে এরূপ যুদ্ধ গৌরবজনক বলিয়া মনে করি না। কারণ, ইহা উৎপীড়নের প্রতিশোধ ও ক্ষমতা বিস্তারার্থ সংঘটন হইয়াছিল। (হজরত) মহম্মদের (দং) আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা ভয়ানক

প্রতিহিংসার কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে মানবগণ পরস্পর দয়ালুতা বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া বা অত্যাচারের পরিবর্ত্তে মানব অন্তরে ক্ষমাশীলতার ভাব উদয় না হইয়া শত্রুতায় পরিণত হয় এবং উভয় দল পরস্পর সমূলে ধ্বংশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে (১)।"

পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় মুসলমানেরা কোরেশ, দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। মুসলমানেরা কয়েকবার কোরেশ ও তাহাদের মিত্রদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা যত দিন পর্য্যন্ত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন নাই; ততদিন পর্য্যন্ত অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই; পরে যখন বারম্বার আক্রান্ত হইতে লাগিলেন, তখন বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করেন এবং শত্রুদিগের শত্রুতায় প্রতিবন্ধক দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ (দং) আত্ম-রক্ষার্থ যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাহা বৈরসাধনবাসনার বশবর্ত্তীর ন্যায় ভয়ানক যুদ্ধ ঘোষণা নহে। শত্রুগণ কর্ত্তৃক যে হজরত মহম্মদ (দং) নিজে উৎপীড়িত ও আক্রান্ত হইয়াছিলেন, এমন নহে, অধিকন্তু মক্কার যাবতীয় মুসলমানেরা শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। যখন মক্কাস্থ মুসলমানেরা শত্রুগণ কর্ত্তৃক জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তখন শত্রুরা তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়াছিল। যখন মুসল-মানেরা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত বা তীর্থযাত্রার্থ মক্কায় আসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন নিষ্ঠুর কোরেশগণ তাঁহাদিগকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দেয় নাই; সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা, যাহা প্রত্যেকের ও প্রত্যেক জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা,তাহা হইতে মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপ বঞ্চিত ছিলেন। কেহ

(১) (See Life of Mohamet, founder of the religion of Islamism and of the Empire of the Saracens, by the Rev. Samuel Green Page 126 London 1877)

আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিলে নির্দ্দয় কিংবা প্রতিহিংসাকারী অত্যাচারী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; কিন্তু মক্কার সমুদয় মুসলমান শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত, উৎপীড়িত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন—এবং মদিনার মুসলমানদিগের সমুদয় সাধারণতন্ত্র আক্রান্ত ও কতক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছিল—তাঁহাদের (মুসলমানদের) প্রকৃত স্বাধীনতা ও স্বত্বে বিঘ্ন প্রদান করিয়াছিল—এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে তাঁহারা শত্রুদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং শত্রুসৈন্যের পর শত্রু সৈন্যের আক্রমণ দূরীকরণার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যেক ব্যবহারশাস্ত্র ও ন্যায়পরতার নিয়মানুমোদিত।

আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণের স্বত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের একটী অংশ বিশেষ, নগরবাসীদিগকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করা নাগরিক সমাজের বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য। এমন কি, যদি কোন প্রতিহিংসাকারী দুর্দ্দমনীয় অত্যাচারী নিজের ও নগরবাসীদিগের রক্ষার্থ এই রূপে অস্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তৎকার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ রূপে নির্দ্দোষী বলিয়া পরিগণিত হইবে। ন্যায়ের অনুরোধে বা স্বত্ব স্থাপনার্থ বা শত্রুসৈন্য বিদূরিত করিবার জন্য যে যুদ্ধ সংঘটন হয়, তাহাকে ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি অনুসারে অন্যায় যুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু কোরেশ ও ইহুদীদিগের সহিত মুসলমানদের যে সকল যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত না হইয়া শান্তিতে মিটিয়া যায়, তজ্জন্য মুসলমানেরা নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, হজরত মহম্মদ (দঃ) পুনঃ পুনঃ কোরেশগণকে জানাইয়াছিলেন যে, যদি তাহারা শত্রুতাচরণে বিরত হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে:—

"কিন্তু যদি তাহারা নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। (কোরাণ ২ সুরা, ১৯২ আয়েত)।

"কিন্তু যদ্যপি তাহারা নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অত্যাচারীর উপর ভিন্ন হস্তক্ষেপ (শত্রুতা) করিও না।" (কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ১৯৩)।

"হে মক্কাবাসিগণ! যদ্যপি তোমরা বিজয়াকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে বিজয় তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। যদ্যপি তোমরা (কাফেরগণ) নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাদের পক্ষে মঙ্গল। যদ্যপি তোমরা ফিরিয়া আইস, আমরাও ফিরিব, এবং তোমাদের দল, যদিও তাহারা অধিক সংখ্যক, তোমাদিগকে লাভবান্ করিবে না, যেহেতু নিশ্চয়ই খোদাতালা বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে আছেন।" (কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ২৯)।

"কাফেরদিগকে বল, যদ্যপি তাহারা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে যাহা কিছু গত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ক্ষমা করা যাইবে, কিন্তু যদ্যপি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে, তবে নিশ্চয়ই পূর্ব্বতনদিগের রীতি গত হইয়াছে।" (কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৩৯)।

ইহুদীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল।

"গ্রন্থধারী অনেক লোক আন্তরিক বিদ্বেষবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস-লাভের পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, এমন কি, তাহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হইবার পর। যে পর্য্যন্ত খোদাতালা স্বীয় আজ্ঞা আনয়ন না করেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাক ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় খোদাতালা সর্ব্বোপরি ক্ষমতা-শালী।" (কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ১০৯)।

"কিন্তু যদ্যপি তাহারা সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তুমিও তাহাতে ইচ্ছা করিও এবং খোদাতালার উপর নির্ভর করিও। নিশ্চয়ই তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাতা।" (কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৩৬)।

"তুমি তাহাদের মধ্যে অল্প লোক ভিন্ন তাহাদিগের অনিষ্টকারিতা জ্ঞাত হইতেছ না। কিন্তু তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও অগ্রাহ্য কর। নিশ্চয়ই

খোদাতালা উদারচেতা-(হিতকারী)দিগকে প্রেম করেন।" (কোরাণ, সুরা, ৫, আয়েত ১৬)।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব্বে শত্রুদিগের সহিত কোনরূপ সন্ধি স্থাপিত হয় নাই, কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধি আবার শত্রুগণ অল্প দিনের মধ্যে ভঙ্গ করিয়াছিল

এমন কি, আত্মরক্ষার্থ যে সকল যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল—তুমুল যুদ্ধের সময়ে যে সকল নির্দ্দয় অত্যাচার স্বাভাবিক সংঘটিত হয়, প্রেরিত পুরুষ তাহার মাত্রা অধিক পরিমাণে হ্রাস করিয়াছিলেন। প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, নির্দ্দয় ব্যবহার, স্ত্রীলোক বালক বালিকা ও বয়োবৃদ্ধ লোককে হত্যা করিতে হজরত মহম্মদ (দং) একেবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন (১)। এবং আরও যুদ্ধের বন্দীদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিতে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আদেশ এই ছিল যে, যুদ্ধে বন্দীদিগকে অর্থ বিনিময়ে কিম্বা উদারতা সহকারে বন্দী মুক্ত করিয়া দিবে তাহাদিগকে দাসত্বে পরিণত কিম্বা মৃত্যুগ্রাসে পাতিত করিও না। (কোরাণ, শরিফের ৪৭ সুরার ৪ ও ৫ আয়েত দেখ)। হজরত মহম্মদ (দং) মুসলমানদিগকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন লুণ্ঠন কার্য্যে বিরত থাকেন। ইহার বিষয় অন্য স্থানে লিখিত হইবে।

"(হজরত) মহম্মদ (দং) বলিয়াছিলেন, 'আমি যে সকল উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়াছি, তাহার প্রতিশোধের জন্য নির্দ্দোষী সংসারত্যাগী ভক্তদিগকে বিরক্ত করিও না, স্ত্রীলোক, শিশু সন্তান, রোগী. বৃদ্ধ ও আসন্ন

(১) (হজরত) মহম্মদ (দং) আবদুর রহমানের প্রতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, "কোন ঘটনায় তুমি বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা প্রবঞ্চনা করিও না, কিম্বা কোন শিশু সন্তানকে হত্যা করিও না।" (See Muir's Life of Mohamet vol, IV. P.II)

মৃত্যুগ্রস্ত লোকদিগকে রক্ষা করিও, নির্দ্দোষী অধিবাসীদিগের বাসগৃহ ধ্বংশ করিও না; তাহাদের জীবিকা নষ্ট করিও না, তাহাদের ফলের গাছ সকল স্পর্শ করিও না এবং সুরিয়াবাসীদিগের নিকট খর্জ্জুর বৃক্ষের ছায়া ও তাহার সবুজবর্ণ পত্রাদি বড় আনন্দদায়ক, অতএব তাহা বিনষ্ট করিও না (১)।"

হজরত মহম্মদের [দং] যুদ্ধের অন্যরূপ লক্ষ্য।

কতিপয় ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী লেখক হজরত মহম্মদের (দং) যুদ্ধ গুলির অন্যরূপ লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিয়া বলেন যে, (হজরত) মহম্মদ (দং) কোরেশদিগের উপর বৈরসাধনবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য এবং তাহাদের স্থলবণিক্‌দিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিবার জন্য মদিনা হইতে বহির্গত হন (২), বিশেষতঃ তিনি প্রথমে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু শেষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (৩)।

---

(১) An History of Mohammedanism; by Charles Mills. Page 27.

(২) সার উইলিয়ম মুর মুসলমানদের উপর বিদ্বেষবশতঃ কোরেশদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া বলেন, "হিজরীর প্রথম অব্দে (হজরত) মহম্মদ (দং) প্রথমেই কোরেশদিগকে আক্রমণ করেন, এইরূপে কোরেশ স্থলবণিক্‌গণ কয়েকবার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়া অবশেষে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।" এই কথাগুলি তাঁহার প্রণীত হজরতের জীবন চরিতের ২য় খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠায় টিপ্পনীতে লিখিত ছিল, কিন্তু ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের নূতন সংস্করণে উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩) সেল বলেন, "তিনি বলিতেন, খোদাতালা তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে কাফেরদিগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এবং অবশেষে যখন তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল, তখন কাফেরদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য খোদা-

মদিনায় অবস্থান কালে হজরতের অবস্থা ঐ সকল যুদ্ধ কার্য্যের পক্ষে কিরূপ অসঙ্গত ও অসম্ভব ছিল, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে. কোরাণ শরিফের কতকগুলি আয়েত ঐ রূপ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত,—সকলগুলিই আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধনীতির-অন্তর্ভূত। কিন্তু মনে করুন, মক্কা হইতে মুসলমানেরা বিতাড়িত হইবার পর হজরত মহম্মদ শত্রুদিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন, যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধার্থ ও মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব স্থাপনার্থ অস্ত্র গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে আইনানুমোদিত হইত। ঐ সকল কারণে যে যুদ্ধ সংঘটন হয়, তাহাকে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ বলে। কেন্টের ইন্টার ন্যাসনাল ল (ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক আইন) সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান: তিনি বলেন,—

"আত্মরক্ষার স্বত্ব আমাদের প্রাকৃতিক আইনের একটী অংশ, এবং নাগরিক সমাজের সভ্যগণকে তাহাদের সম্পত্তি, প্রকৃত স্বত্ব ও জীবন রক্ষা করা ইহার একটী অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাই সমাজ বন্ধনের একটী মূল কারণ। অত্যাচার যে কেবল রাজনৈতিক স্বত্ব ও

তালার আদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন"। হেনরী কোপী হজরতের সম্বন্ধে বলেন, "কিন্তু তিনি অচিরকাল মধ্যে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণের আবশ্যকতা দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের ত্রয়োদশ বৎসরে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, কেবল খোদাতালা আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন এমন নহে, কিন্তু অস্ত্র গ্রহণে ধর্ম্ম প্রচারেরও আদেশ দিয়াছেন"। (History of the Conquest of Spain by the Arab Moors)। কিন্তু ডাঃ স্প্রেন্‌জার হজরতের যুদ্ধগুলি আত্মরক্ষার্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, "হজরত খোদাতালার নাম করিয়া অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবৃত্তি ও নির্ম্মূল করিবার জন্য শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের প্রধান রক্ষক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।" (The Life of Mohamed)

জীবননাশের একটী প্রধান অঙ্গ, তাহা নহে, কিন্তু ইহা অন্যায়রূপে প্রকৃত স্বত্ব হইতে দূরে রাখে কিম্বা অত্যাচার হইতে ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব ও আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার উপায় অবলম্বন করিতে প্রতিবন্ধক প্রদান করে (১)।"

স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণের ভয় প্রদর্শন কিম্বা তাহাদিগকে বন্দী করা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু যদ্যপি তাহারা আক্রান্ত ও বন্দীকৃত হইত, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের আপত্তি করিবার কোনরূপ কারণ দেখিতে পাইতাম না। যখন বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তখন প্রথমে শত্রুদিগকে ও তাহাদের সম্পত্তি আদি আক্রমণে শত্রুতা নিবারণের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ আমাদের মনোমধ্যে উদয় হয়। এমন কি, অতি সুসভ্য দেশের ইন্‌টারন্যাসনাল আইনানুসারে বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে শত্রুর ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। যুদ্ধের পুরাতন রীত্যনুসারে যুদ্ধকারী, শত্রুর ধনসম্পত্তি, রাজ্য ও প্রজাদি অধিকার করিবার ক্ষমতা পাইতেন। অতএব যাহারা শত্রুর ধনপ্রাণ হস্তগত ও বন্দীকৃত করিবার জন্য আক্রমণের ভয় প্রদর্শনে প্রাথমিক মুসলমানদিগকে ডাকাইত ও লুণ্ঠনকারী নামে অভিহিত করেন, তাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক ইন্‌টারন্যাসনাল আইন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ইহাই প্রতিপন্ন করেন।

ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ বলেন যে, কোরাণে বলপূর্ব্বক কাফেরদিগকে ধর্ম্ম গ্রহণের আদেশ আছে, কিম্বা (হজরত) মহম্মদ (দং) তরবারিবলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শত্রুদলের পর শত্রুদলের আক্রমণে বাধা প্রদান এবং এমন কি, শত্রুতার প্রতিশোধ লওয়া ও অপহৃত স্বত্বের পুনঃস্থাপন করাকে "বল

(১) Kent's Commentary on International Law, Page 144.

প্রয়োগে ধর্ম্ম প্রচার" বলে না। যখন মুসলমানদের আত্ম ও ধন প্রাণ রক্ষার একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সেই সময়ে হজরত মহম্মদ (দং) শত্রু-সৈন্যদল দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কখন কাহাকে কিম্বা কোন দল বা সম্প্রদায়কে তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য বাধ্য করেন নাই। এই রূপ দোষারোপের বিষয় কোরাণ শরিফ ও ইতিহাস সম্পূর্ণরূপ প্রতিবাদ করে। কোরাণ শরিফের সকল স্থানেই ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে স্বাধীনতা দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হজরত মহম্মদ (দং) তরবারিবলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহার কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ইতিহাসের কোন স্থানে পাওয়া যায় না।

—:০:—

ইস্লামের জয়।

হজরত মহম্মদ (দং) হেজ্রাতের পূর্ব্বে ও পরে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতার দ্বারায় কোরেশ ও ইহুদীদিগের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও প্রতিবন্ধক স্বত্বেও মক্কা ও মদিনায় ইস্লাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে কঠোর অত্যাচারে ইস্লামের উন্নতি অনুদিন বৃদ্ধি পাইয়াছিল (১)।

হজরতের প্রেরিতত্ব লাভের প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে ৫০ জন লোক ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে সাধারণ উৎপীড়ন ও

(১) কোরেশদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, অনেকে সেই সময়ে স্বীয় আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের উপর সহানুভূতি প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কাফেরগণ মুসলমানদের উপর যে সকল উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার হ্রাসের চেষ্টাও তাঁহারা করিয়াছিলেন, এইরূপে তাঁহারা উৎপীড়নের উপশম করিতে গিয়া হজরতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। (The Life of Mohamet, by Sir W. Muir. Page 68).

অনিবার্য্য অত্যাচারে ধর্ম্মপ্রচারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। তখন হজরত মহম্মদ (দং) নির্ব্বিঘ্নে ও শান্তিতে ধর্ম্ম প্রচার জন্য তাঁহার প্রাথমিক শিষ্য আকরামের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেখানে থাকিয়া তিনি জনসাধারণের নিকট ইস্লাম প্রচার ও কোরাণ শরিফ পাঠ করিতে থাকেন। সেই খানে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য লোকে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোরেশদিগের প্রধূমিত ঈর্ষানল ও অত্যাচার আশ্রয়হীন ও সহায়হীন নূতন ধর্ম্মাক্রান্ত ক্রীতদাস ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের উপর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে ১৬ জন বিশ্বাসী জন্মভূমি মক্কা নগর ত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা তথায় সাদরে গৃহীত হইয়াছেন, এই সংবাদ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া প্রায় ১০০ জন বিশ্বাসী মক্কা ত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেন (১)।

এই সকল আশ্রয়অন্বেষী মুসলমান দ্বারায় ইস্লামের উন্নতি স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এতদ্ব্যতীত আবিসিনিয়ার কতকগুলি খৃষ্টান ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (২)।

আশ্রয়অন্বেষী মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় সাদরে গৃহীত হইয়াছেন, এই

---

(১) তাঁহাদের মধ্যে কোরেশ বংশোদ্ভব বনি হাশেম, বনি ওমিয়, বনি আবদ্‌সাম্‌স্‌, বনি আসাদ, বনি আব্দ-বেন-কোসাই, বনি আব্দ-আদ্‌-দার, বনি জোহরা, বনি তায়েম-বেন-মোরাঃ, মুকোয়াহাম, জোমাহ ও বনি সাহম প্রভৃতি দলস্থ প্রতিনিধিগণ ছিলেন।

(২) হেশামী ১৫৯ পৃষ্ঠা, কোরাণ শরিফের ৫ম সুরার ৮৫ ও ৮৬ আয়েতে যে সকল লোকের ইস্লাম ধর্ম্মগ্রহণের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, যদি তাহা খৃষ্টানদিগের সম্বন্ধে না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ সকল লোকের সম্বন্ধে হইবে।

সংবাদ পাইয়া কোরেশগণ বিশেষ মানসিক কষ্টভোগ করিতেছিল; অধিকন্তু নাজ্জাসী তাহাদের হস্তে মুসলমানদিগকে প্রত্যার্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা বিশেষরূপ ক্রোধান্বিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহারা হজরতের দলস্থ লোকদিগের সহিত মক্কাবাসিদিগের সামাজিক ও বন্ধুত্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া তাঁহাদের পদগৌরবের উন্নতি বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। হজরতের প্রেরিতত্ব লাভের সপ্তম বৎসরে কোরেশগণ মুসলমানদের সহিত মক্কার অধিবাসিদিগের সামাজিক আচারব্যবহার একেবারে বন্ধ করিয়াছিল। শত্রুদিগের এই প্রকার ব্যবহার ঠিক তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। এইরূপ ক্লেশকর নির্জ্জনবাস অবস্থায় অত্যল্প সংখ্যকমাত্র লোকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এইরূপ কষ্টকর অবস্থায় পতিত হইয়াও ইস্লাম প্রচার করাই হজরত মহম্মদের (দং) মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যদিও বনি হাশেম বংশীয়েরা তাঁহার সুসমাচারে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, তথাপিও তাঁহারা তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহারা তাঁহার সহিত ঐ কয়েক বৎসর নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কেবল তীর্থযাত্রার সময়ে হজরত মহম্মদ (দং) ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইতেন। সেই সময়ে তিনি মেলা কিম্বা তীর্থযাত্রীদিগের দল মধ্যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন (১)।

প্রেরিতত্ব লাভের দশম বৎসরে হজরত মহম্মদ (দং) বন্দী স্থান হইতে

(১) তিনি নিম্নলিখিত দলস্থ লোকগণের নিকট ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—বনি আমর-বেন-সাসায়া, বনি মোহারিব, বনি ফাজারা, বনি কেসান, বনি আসান, বনি কাল্ব, বনি হারেস, বনি কাযাব, বনি ওজরা, বনি মোরাহ, বনি হানিফা, বনি সুলেইম, বনি আবস্, বনি নজর, বনি বাকা, বনি কিন্দা, এবং বনি খোজায়া।

বহির্গত হইয়া তায়েফে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অতি ঘৃণিতভাবে তথা হইতে বিতাড়িত হইলেন (১)। তায়েফ হইতে পত্যাগমনের পর তিনি মদিনাবাসী ৬।৭ জন লোকের নিকট ইস্‌লামের পবিত্র উপদেশাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তাঁহারা তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেন. এই রূপে মদিনায় ইস্‌লামের পবিত্র আলোক প্রবেশ করিল। পর বৎসর ১২ জন লোক মদিনা হইতে হজরতকে দেখিবার জন্য মক্কায় আসিলেন এবং তাঁহারা হজরতের নিকট ইস্‌লামের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ ইস্‌লাম গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা স্বদেশে গিয়া ইস্‌লাম প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে অচিরকাল মধ্যে মদিনার ঘরে ঘরে এবং এক সম্প্রদায় হইতে অন্য সম্প্রদায়েব মধ্যে ইস্‌লামের পবিত্র জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহুদীগণ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল; কারণ তাহারা যাহাদের নিকট পুরুষানুক্রমে বহু ঈশ্বরবাদিত্বের ভ্রম দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ হইতে পারে নাই এবং যাহাদিগকে ঘৃণিত ও খোদাতালার নিয়মের বিগর্হিত পুতুল পূজা হইতে নিবারণ করিতে পারে নাই; আজ তাহারাই হঠাৎ স্ব-ইচ্ছায় পুতুল

(১) "(হজরত) মহম্মদের (দঃ) তায়েফে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে বড় সাহসিকতা ও অতি উচ্চভাব বিদ্যমান ছিল; আত্মীয় স্বজন বিবর্জ্জিত ও সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তির কেবল খোদাতালার উপর নির্ভর করিয়া পৌত্তলিক নগরকে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ও সত্যধর্ম্ম গ্রহণ জন্য আহ্বান করা কতদূর দুঃসাহসিকের কার্য্য, তাহা সকলে সহজে অনুমান করিতে পারেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার বিশ্বাসের মূলে স্বর্গীয় সত্য নিহিত আছে, এবং সেই সত্যই তাঁহাকে আলোক প্রদান করিতেছে, ইহাতে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে"। (See Sir. W. Muir's Life of Mohamet).

সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া একমাত্র সত্য স্বরূপ খোদাতালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে (১); ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এইরূপে অতি দ্রুতগতিতে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন না পাইয়া বিনা বল প্রয়োগে মদিনায় ইস্লামের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। মদিনাস্থ আউস্ ও খাজরাজ দলস্থ লোকদিগের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সকলেই ইস্লামে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ছিলেন। কেবল আউস্ আল্লা নামক একটী শাখাদলস্থ কতিপয় ব্যক্তি মদিনা অবরোধ কাল পর্য্যন্ত ইস্লাম গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে মক্কা, মদিনা ও আবিসিনিয়ায় ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সকল ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে কেহই বলিতে পারিতেন না যে, বলপ্রয়োগে তাঁহারা ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছেন:— অন্য পক্ষে, তাঁহাদিগকে ইস্লাম ত্যাগ করিবার জন্য শত্রুগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

যখন ইস্লামধর্ম্মাবলম্বিগণ কোরেশদিগের কঠোর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া মক্কা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন বন্দী ও ক্রীতদাস ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্ব স্ব পরিবারাদি সহ মদিনায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে সক্ষম হন নাই; তদ্ভিন্ন আরও অনেক নূতন ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী মক্কায় অবস্থিতি করিতেছিলেন; যাঁহারা ঈর্ষাপরতন্ত্র কোরেশদিগের

(১) "৫০০ শত বৎসর খ্রীষ্টানগণ স্বধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন করিয়াও মদিনাবাসী কেবল দুই একটী দলকে তাহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল—নাজারথের বনি হারেস জামামার বনি হানিফা এবং তায়েমার বনি তাই প্রভৃতি বংশের কতিপয় ব্যক্তি এবং অপরাপর কয়েক জন লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যদিও জু-নোয়াজের আমল ইহুদী ধর্ম্ম অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়াছিল, তথাপি উহা মদিনায় অধিক দিন পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম হইতে পারে নাই।" (Life of Mohamet by Sir W. Muir).

অত্যাচার ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে পলায়ন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি কোরেশদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল, কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ৭৭, ৭৯ ও ১০০ আয়েতে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন মুসলমানেরা তীর্থযাত্রার্থ ষষ্ঠ হিজরিতে মক্কার নিকটস্থ হোদায়বিয়াতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মক্কাস্থ ঐ সকল উৎপীড়িত মুসলমানগণ শত্রু হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান; কোরাণ শরিফের ৪৮ সুরার ২৫ আয়েতে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মদিনার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহ এবং মদিনার দক্ষিণ দিক হইতে কোরেশগণ অবিরাম গতিতে মুসলমানদিগকে আক্রমণ ও লুণ্ঠনে নিযুক্ত ছিল; ইহা ইস্‌লাম বিস্তারের একটী প্রধান অন্তরায় বলিতে হইবে। আবার উত্তর ও মধ্য আরবের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়স্থ লোকগণ হজরতের জীবদ্দশায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাহাদের সেই সকল ধ্বংশকারক যুদ্ধসমূহ অনূ্ন বিংশতি বৎসরকাল স্থায়ী ছিল। সুতরাং দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে সকল অনিষ্টোৎপাদন হইয়া থাকে, তাহার পূর্ণমাত্রা তাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সকল অনিষ্ট যে, কেবল যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট লোকদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নহে; তাহা চতুর্দ্দিকস্থ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল অনিষ্টপাত দূর করিবার জন্য কয়েক বৎসরের আবশ্যক হইয়াছিল। ইহাও ইস্‌লাম বিস্তারের একটী প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে।

হজরত মহম্মদের (দং) জীবদ্দশায় বিভিন্ন আরব জাতির মধ্যে যে সকল যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

হজরতের প্রেরিতত্ব লাভের পূর্ব্বে—

১) বাহরাহান যুদ্ধ—বনি আমের-বেন-সায়াসায়া এবং নজদের বনি তমিমদিগের সহিত।

(২) শেব জাবালার যুদ্ধ—বনি আবস্, বনি আমেরের পক্ষে এবং বনি জোবিয়ান বনি তমিমের পক্ষে।

(৩) হার্ব্বে ফেজার যুদ্ধ—প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে পবিত্র বস্তু দূষিত করণে তায়েফে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

(৪) বনি বকর ও বনি তমিমের মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধ সংঘটন হয়।

হজরতের ধর্ম্মপ্রচার কালে—

(ক) মক্কায় অবস্থান কালে—

(১) দাহিসের যুদ্ধ—বনি আবস্ এবং মধ্য আরবের ঘাতাফান বংশীয় বনি জোবিয়ানের সহিত; এই যুদ্ধ চল্লিশ বৎসরকাল স্থায়ী ছিল।

(২) জুকার যুদ্ধ—বনি বকর ও হিরা রাজ্যের পারসিকদিগের সহিত।

(৩) যখন বনি তমিম ইমেনের নিকটস্থ কুলাব নামক স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল, সেই সময়ে বনি কিন্দা ও বনি হারেস তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে।

(৪) বোয়াসের যুদ্ধ—মদিনাস্থ বনি আউস এবং খাজরাজের সহিত। বনি আউস ঘাস্সান্বংশীয় দুই দলের এবং ইহুদী সম্প্রদায়স্থ বনি নাজের ও বনি কোরায়জার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল আর বনি খাজরাজ জোহেয়না, আস্জা এবং কানুকায়ার ইহুদীদিগের সাহায্য পাইয়াছিল।

(খ) মদিনায় অবস্থান কালে—

(১) বনি হাওয়াজেন এবং বনি আব্‌স্‌, জোবিয়ান্‌ এবং ঘাতাফান দলস্থ আস্‌জা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল।

(২) কোরেশগণ বদরে ও ওহোদে হজরতের সহিত যুদ্ধ করে।

(৩) বহুবিস্তৃত ঘাতাফানবংশীয় বনি মুরাঃ, আস্‌জা, এবং ফেজারা, বনি সুলেইম এবং হাওয়াজেন বংশীয় সাথাদ পরিবার, নজ্‌দের যাযাবর সম্প্রদায়ের বনি আসাদ এবং ইহুদীজাতীয় বনি কোরায়জা প্রভৃতি কোরেশদিগের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া মদিনাস্থ মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।

(৪) বনি তমিম ও বনি বকরের মধ্যে পুনঃ যুদ্ধ সংঘটন হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরেই তাহারা উভয় দলই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

(৫) উত্তর মদিনার বনি তাই বংশীয় বনি ঘাউস্‌ এবং জাদিলা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফাছাদের যুদ্ধ ২৫ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল, পরে তাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়।

মদিনায় উপনিবেশের পর হইতে হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপন পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসর কাল হজরত মহম্মদ (দঃ) কেবল শত্রুদিগের আক্রমণের ভয়ে শশব্যস্ত এবং আত্মরক্ষার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে মদিনার চতুষ্পার্শ্বস্থ কতকগুলি সম্প্রদায় সপরিবারে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটী সম্প্রদায়ের নাম লিখিত হইতেছে :—

(১) বনি আছ্‌লাম—মদিনার উত্তরভাগস্থ ওয়াদী-অল-কোরা উপত্যকায় বাস করিত।

(২) জোহেয়না—মদিনার উত্তর ভাগস্থ এন্‌বু নামক স্থানের নিকটে বাস করিত।

(৩) মোজৈনা—মদিনার উত্তরপূর্ব্ব কোণস্থ নজ্‌দ্ নামক স্থানে বাস করিত।

(৪) খাইফার—

(৫) সায়াদ-বেন-বকর—ইহারা হাওয়াজেন বংশোদ্ভব; হজরত মহম্মদ (দং) বাল্যকালে ইহাদের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

(৬) বনি আস্‌জা—ইহারা কোরেশগণ কর্ত্তৃক মদিনা অবরোধ-কালে ৪০০শত বীরপুরুষ-সহ হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

আমরা এমন কোন ঘটনা মাগাজিতে (হজরত মহম্মদের (দং) যুদ্ধযাত্রার ইতিবৃত্তে) দেখিতে পাইলাম না যে, হজরত মহম্মদ (দং) কোন ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় কিম্বা জাতিকে এক হস্তে তরবারি অপর হস্তে কোরাণ শরিফ গ্রহণ করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইস্‌লাম উৎপীড়ন, অত্যাচার, নির্ব্বাসন ও আক্রান্ত হইয়াও স্বকীয় ক্ষমতানুসারে মক্কার অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ মক্কার অধিবাসিগণ ইস্‌লামের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ সকল ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে কেহ কেহ আবিসিনিয়ায়, কেহ কেহ মদিনায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তদ্ভিন্ন মদিনাস্থ ক্ষমতাশালী আউস ও খাজরাজ দলস্থ সমুদয় লোক এবং ইহুদীগণ, উত্তর ও পূর্ব্ব মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং মধ্য আরবের অধিবাসিগণ ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মক্কাবাসিগণ দক্ষিণ আরববাসিদিগের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক ইস্‌লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, এবং আরবের অধিকাংশ অধিবাসী হজরতকে আক্রমণ কার্য্যে কোরেশদিগের সহায়তা করিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব আরববাসিগণও কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল অধিবাসিগণ ইস্‌লামের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারে নাই

কিম্বা তাহারা মদিনায় আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণের কোনরূপ সুবিধা কিম্বা মুসলমানদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের কোনরূপ বিশেষ সুযোগ পায় নাই; বিশেষতঃ তাহারা পৌত্তলিক আরবজাতির ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কেন্দ্রস্থান ও কাবার রক্ষক কোরেশদিগের প্রজ্জ্বলিত বিদ্বেষানলের সম্মুখভাগ হইতে কোন ইস্‌লামপ্রচারক প্রাপ্ত হয় নাই; তখন তাহারা কেবল ইস্‌লামের ভাগ্যচক্র নিরীক্ষণ করিতেছিল। শেষে পঞ্চম হিজিরীতে কতিপয় যাযাবর সম্প্রদায়—তাহাদের মধ্যে বনি আস্‌জা, মুরাঃ, ফেজারা, সুলেইম, সায়াদ বেন-বকর এবং বনি আসাদ—সহস্র সহস্র আরব সমভিব্যাহারে কোরেশদিগের সহিত যোগ দিয়া মদিনা আক্রমণ করিয়াছিল। যখন অগ্র আক্রমণকারী কোরেশগণ মুসলমানদিগকে মদিনায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তখন যুদ্ধে লিপ্ত দলসমূহ এবং মধ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আরবের অধিবাসিগণ পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইস্‌লামের যুক্তিসঙ্গত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাহার সত্যতার বিষয় চিন্তা করিতেছিল।

হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরের শেষ ভাগে হোদায়বিয়ার সন্ধিতে মক্কাবাসিগণ মুসলমানগণের সহিত প্রকাশ্যভাবে চিঠিপত্র লেখা আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে মক্কায় নূতন নূতন ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে আজ্‌দ্ বংশোদ্ভব বনি খোজায়াগণ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পর বৎসর তীর্থ যাত্রার সময়ে মক্কায় প্রধান প্রধান ক্ষমতাশালী লোকগণ ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। ঐ সকল প্রধান প্রধান লোকের মধ্যে ইস্‌লামের বিস্তৃতি যে কেবল বদ্ধমূল ছিল এমন নহে, কিন্তু ইহা চতুর্দ্দিকে সাধারণভাবে বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তম হিজিরিতে নিম্নলিখিত দলসমূহ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক দলস্থ প্রতিনিধিগণ খায়বারে হজরতের সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন।

(১) বনি আসার—জেদ্দার অধিবাসী।

(২) খুসায়েন—কোজায়া বংশোদ্ভব।

(৩) দাউস্—আজ্দ্ সম্প্রদায়স্থ ; ইঁহারা মক্কার দক্ষিণ ভাগে বাস করিতেন, খায়বারের যুদ্ধে ইঁহারা হজরতের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন।

অষ্টম হিজিরিতে হজরত মহম্মদ (দং) আরবের উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব-ভাগস্থ কতিপয় দলকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ; তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি দলের নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১) বনি আব্স্। (২) জোবিয়ান। (৩) মুরাঃ। (৪) কেজারা। (৫) সুলেইম। (৬) ওজরা। (৭) বালি। (৮) জুজাম। (৯) সালাবা। (১০) আবদল কায়েস। (১১) বনি তমিম। (১২) বানি আসাদ।

ষষ্ঠ হিজিরিতে সন্ধি স্থাপিত হইবার পর মক্কায় দিন দিন ইস্লাম ধর্ম্মের উন্নতি হইতে লাগিল, কারণ মক্কাস্থ ক্ষমতাশালী দলপতিগণ ইস্লাম গ্রহণ করায় ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, অধিকন্তু তথায় শান্তি স্থাপিত হওয়াতে অধিকাংশ অধিবাসী ইস্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক কোরেশদিগের মধ্যে ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তিই ইস্লামের বিপক্ষে ছিলেন না ; প্রায় সকলেই ইস্লামের পক্ষাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যে বনি বকর ও কোরেশগণ সন্ধি ভঙ্গ করাতে বিনা রক্তপাতে মক্কা নগর হজরত মহম্মদের (দং) হস্তগত হইল।

যদিও মক্কা নগর হজরত মহম্মদের (দং) অধীনতা স্বীকার করিল, তথাপিও ইহার অধিবাসিগণ একযোগে ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই ; এবং হজরতও তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম গ্রহণ জন্য বল প্রয়োগ করেন নাই। সার্ উইলিয়ম্ মুয়র্ বলেন, "যদিও মক্কা আহ্লাদের সহিত (হজরত) মহম্মদের (দং) অধীনতা ও প্রাধান্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তথাপিও ইহার অধি-বাসীগণ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই কিম্বা তাঁহার প্রেরিতত্ব স্বীকার

করে নাই। তিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মদিনায় যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এখানেও সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন; এবং লোকগণ বিনা বল প্রয়োগে ক্রমে ক্রমে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, ইহাই তাঁহার আশা ছিল (১)।"

আজ প্রায় বিংশতি বৎসরের অধিককাল গত হইল, হজরত মহম্মদ (দং) মক্কার চতুস্পার্শ্বস্থ মেলাসমূহে (২) এবং বাৎসরিক তীর্থযাত্রার সময়ে বিভিন্ন আরব সম্প্রদায়ের (৩) নিকটে এবং মদিনা হইতে প্রেরিত বিশেষতঃ ইস্‌লাম প্রচারকগণ এবং মক্কা ও মদিনায় গমনাগমনকারী ব্যবসায়ী ও পর্য্যটকগণ দ্বারায় আরবের সমুদয় অংশে কোরাণ শরিফের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। এইরূপে দূরবর্ত্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়, বংশ ও শাখা বংশে ইস্‌লামের সুসমাচার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে অধিকাংশ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সকল জাতি বা সম্প্রদায় এতদিন পর্য্যন্ত ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা ইস্‌লামের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাহা গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। কোরাণ শরিফের যুক্তিসঙ্গত মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পৌত্তলিকতার কোনরূপ ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু পৌত্তলিক কোরেশগণ ইস্‌লামকে পার্থিব উৎপীড়ন, অত্যাচার ও অস্ত্রশস্ত্র বলে প্রতিরোধ এবং

(১) (See, Life of Mohamet by Sir W. Muir. Vol. IV. Page 136).

(২) তায়েফ এবং নেকলার মধ্যস্থ ওকাজ, মার-অল জাহারাণের নিকটস্থ মুজান্না এবং আরাফাৎ পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগস্থ জুলমাজাজ।

(৩) অতি প্রাচীনকাল হইতে আরবের বিভিন্ন প্রদেশসমূহ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকগণ প্রত্যেক বৎসর মক্কায় তীর্থযাত্রার্থ আসিত, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ প্রধান—ইয়েমন, হাজ্রামৎ, পারস্যোপসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশ, সুরিয়ার মরুপ্রদেশ এবং দূরবর্ত্তী হিরা ও মেসোপটেমিয়া।

আক্রমণ করিয়া পৌত্তলিকতাকে সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কোরেশ বংশীয় দূরবর্ত্তী দলসমূহ তাহাদের ভয়ে ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে পারে নাই। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে কোরেশদিগের শত্রুতার হ্রাস হইতে না হইতেই আরববাসিগণ ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল; তাহারা (কোরেশগণ) আত্মসমর্পণ, পবিত্র কাবা পুতুল শূন্য এবং পৌত্তলিকতা ও ইস্‌লামের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মীমাংসা স্থির হইতে না হইতেই আরবের উত্তর ও পূর্ব্বভাগস্থ অবশিষ্ট দলসমূহ নবম ও দশম হিজিরিতে দলে দলে আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

নবম ও দশম হিজিরিতে হজরত মহম্মদের (দং) নিকট আরবের দক্ষিণ-ভাগস্থ ইমেন, হাজারাময়ৎ, মাহ্‌রা, ওমান এবং বাহরায়েন প্রভৃতি প্রদেশ এবং সুরিয়া ও পারস্যের সন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহ হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছুক প্রতিনিধিগণ আগমন করিয়াছিলেন; এবং ইমেন, মাহ্‌রা, ওমান, বাহরায়েন ও জামামার কতিপয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও জড়োপাসক রাজপুত্র ও দলপতি পত্র বা দূত প্রেরণ দ্বারায় হজরতকে তাঁহাদের ইস্‌লাম গ্রহণের সংবাদ দিয়াছিলেন। যে সকল স্থানে ইস্‌লামপ্রচারক প্রেরিত হন নাই, সেই সেই স্থানের অধিবাসিদিগকে ইস্‌লামের মাহাত্ম্য অবগত করাইবার জন্য এবং তথাকার নব ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ধর্ম্মকর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য হজরত মহম্মদ (দং) তথাকার দূতগণের সমভিব্যাহারে ইস্‌লাম প্রচারক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; অধিকন্তু নব ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যদি পৌত্তলিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে, উপদেশ দ্বারায় তাহার অসারতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্যও প্রচারক (ওয়ায়েজ) গণ প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, হজরত মহম্মদ (দং) ও তাঁহার শিষ্যগণ শত্রুদিগের দ্বারায় কিরূপ উৎপীড়িত,

অত্যাচারিত ও অবমানিত হইয়া জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত ও আক্রান্ত হইয়াছিলেন, আবার সেই অবস্থায় তিনি সেই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নীতিজ্ঞানশূন্য পৌত্তলিকদিগের নিকট তাহাদের ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে কিরূপ অবিরাম গতিতে ইস্লামের অভ্রান্ত ও পবিত্র মতের বক্তৃতা করিতেন ; এই দুই বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টঃ দেখা যায় যে, ইহাতে তাঁহার অপ্রতিহত ধৈর্য্যশীলতা ও একমাত্র সত্য স্বরূপ পবিত্র খোদাতালার আদেশ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপে খোদাতালার পবিত্র ধর্ম্ম অচিরকাল মধ্যে সমুদয় আরবে প্রচারিত হইয়া গেল। বিপক্ষ পৌত্তলিকদিগের কুসংস্কার ও ভ্রান্তবিশ্বাসরূপতামসী ইস্লাম সূর্য্যোদয়ে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার আর সন্ধান রহিল না ; ক্রমে সমুদয় আরব দেশ এক নবজীবন লাভ করিল। এক সময়ে যাহারা হজরতকে দেশচ্যুত ও সর্ব্বস্বান্ত করিয়া পথের ভিখারীর ন্যায় করিয়াছিল : ক্রমে তাহারাই এমন কি সমুদয় আরববাসী দলে দলে আসিয়া তাঁহার নিকট পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তিনি কোন কালেই পার্থিব ক্ষমতা পাইবার অভিলাষী ছিলেন না, ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মত ও সত্যধর্ম্ম প্রচার দ্বারায় লোকদিগকে বশীভূত করিতে বিশেষ অভিলাষী ছিলেন। বল প্রয়োগে বা তরবারি গ্রহণে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি প্রেরিত হন নাই ; একমাত্র খোদাতালার অস্তিত্ব জনসাধারণে প্রচার করিবেন, লোকে বিবেকের সাহায্যে তাহা গ্রহণ করিবে, ইহাই তাঁহার উপদেশের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের বিবরণ।

যাহারা বলে যে, হজরত মহম্মদ (দং) অগ্রআক্রমণকারী এবং প্রতিহিংসা উদ্দীপক যুদ্ধ সংঘটনকারী, অধিকন্তু বলপূর্ব্বক ইস্লাম

প্রচারের জন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমরা এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তাহাদের ঐ সকল ভ্রান্তবিশ্বাস দূর করিবার জন্ত এবং কোরেশদিগের সহিত হজরত মহম্মদের (দং) যুদ্ধের প্রকৃত কারণ প্রদর্শনার্থ প্রয়াস পাইব।

আমরা কোরাণ শরিফের কতকগুলি আয়েতের অনুবাদ করিয়া দেখাইব যে, হজরত মহম্মদ (দং) আত্মরক্ষার্থই কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"নিশ্চয় খোদাতালা বিশ্বাসীগণ হইতে উপদ্রব (কাফেরদিগের) দূর করেন, দেখ খোদাতালা ক্ষতিকারক ধর্ম্মদ্রোহীকে প্রেম করেন না।" কোরাণ, ২২ সুরা, ৩৯ আয়েত।

"যাহাদের সঙ্গে (কাফেরগণ) সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদিগকে (ধর্ম্মযুদ্ধে) অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, যেহেতু তাহারা উৎপীড়িত, এবং নিশ্চয় খোদাতালা তাহাদিগকে সাহায্য দানে সক্ষম।" কোরাণ, ২২ সুরা, ৪০ আয়েত।

"যাহারা অন্যায়রূপে আপন আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, যেহেতু কেবল তাহারা বলিয়া থাকে যে, 'আমাদের প্রতিপালক খোদাতালা।' এবং যদি মনুষ্য পরস্পর এক জন হইতে অন্য জন খোদাতালা কর্ত্তৃক দূরীভূত না হইত, তবে অবশ্য মুসলমান সন্ন্যাসীদিগের তপস্যা কুঠির, ঈসায়ীদিগের ভজনালয়, ইহুদীদিগের পূজা গৃহ ও মসজেদ যথায় প্রচুররূপে খোদাতালার নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, নিশ্চয় ধ্বংস করা হইত, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার (ধর্ম্মের) সাহায্য করিয়া থাকে, অবশ্য খোদাতালা তাহাকে সাহায্য করিবেন, নিশ্চয়ই খোদাতালা ক্ষমতাবান্ পরাক্রান্ত।" কোরাণ, ২২ সুরা, ৪০ আয়েত।

"যদ্যপি আমরা এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে ক্ষমতা দান করি, তাহা

হইলে তাহারাই নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, জকাত দান করিবে, বৈধ বিষয়ে আদেশ ও অবৈধ বিষয়ে নিষেধ করিবে। এবং সকল কার্য্যেরই শেষ পরিণাম খোদাতালা।" কোরাণ, ১২ সুরা, ৪২ আয়েত।

"যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, খোদাতালার পথে তাহাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর; কিন্তু তাহাদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিয়া সীমা লঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় খোদাতালা সীমালঙ্ঘনকারী-দিগকে প্রেম করেন না।" কোরাণ, ২ সুরা, ১৯০ আয়েত।

"যেস্থানে তাহাদিগকে পাইবে, সংহার কর, এবং তাহারা তোমা-দিগকে যেস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত কর, হত্যা অপেক্ষা ধর্ম্মদ্রোহিতা গুরুতর পাপ। মসজেদল হারামের নিকটে তাহারা তোমাদিগকে আক্রমণ না করিলে, তোমরা (তথায়) তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও না, কিন্তু যদ্যপি তাহারা তোমাদিগকে (তথায়) আক্রমণ করে, তোমরাও তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিও, কাফেরদিগের এই শাসন।" কোরাণ, ২ সুরা, ১৯১ আয়েত।

"কিন্তু যদি তাহারা নিবৃত্ত থাকে (অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে, জন্মভূমিতে ও পবিত্র মসজেদে প্রবেশাধিকারে,) তাহা হইলে নিশ্চয় খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" কোরাণ, ২ সুরা, ১৯২ আয়েত।

"যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মদ্রোহিতা (ধর্ম্ম জন্য উৎপীড়ন, পবিত্র মসজেদ দর্শনে প্রতিবন্ধকতা আর নিরাপদে ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মকর্ম্মপদ্ধতি সম্পাদন) দূর হইয়া খোদাতালার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর। কিন্তু যদ্যপি তাহারা নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে উৎপীড়নকারী ধর্ম্মদ্রোহী ব্যতীত কাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে নাই।" কোরাণ, ২ সুরা, ১৯৩ আয়েত)।

"তাহারা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, বলিও (হে মহম্মদ) সেই সময়ে যুদ্ধ করা ভয়ানক পাপ, কিন্তু খোদা-তালার পথ রুদ্ধ করা এবং তাঁহাকে অবিশ্বাস করা এবং পবিত্র মস্‌জেদে প্রবেশ করিতে না দেওয়া ও তথা হইতে তথাকার অধিবাসীদিগকে নিষ্কাশিত করা খোদাতালার নিকট অধিকতর পাপ; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহারা সক্ষম হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অবিরাম যুদ্ধ করিবে। তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বধর্ম্মে বিমুখ হইয়া ধর্ম্মদ্রোহিতার অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহাদের ইহলোকে ও পরলোকে সমুদয় কার্য্য বিনষ্ট হইবে। তাহারা সেই সকল লোক, যাহারা নরকে বাস করিবে ও তথায় সর্ব্বদা থাকিবে।" কোরাণ, ২য় সুরা, ২১৭ আয়েত।

"কিন্তু যে সকল লোক বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, ও যে সকল লোক ধর্ম্মোদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগ কিম্বা খোদাতালার ধর্ম্ম স্থাপন জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা খোদাতালার অনুগ্রহ লাভের আশা রাখে, খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" কোরাণ, ২য় সুরা ২১৫ আয়েত।

"এবং খোদাতালার পথে সংগ্রাম কর এবং জানিও, নিশ্চয় খোদা-তালা শ্রোতা ও জ্ঞাতা।" কোরাণ, ২য় সুরা, ২১৮ আয়েত।

"মুসার মৃত্যুর পর এস্রায়েল বংশীয় এক দল লোককে কি তুমি দেখ নাই। যখন তাহারা তাহাদের তত্ত্ববাহককে বলিল, 'আমাদের জন্য এক জন রাজা নিযুক্ত কর, আমরা খোদাতালার পথে যুদ্ধ করিব'। তিনি বলিলেন, 'সত্বরেই তোমাদের নিমিত্ত যুদ্ধের আদেশ হইবে, তাহাতে তোমরা যুদ্ধ করিবে না'। তাহারা বলিল, 'এবং কেন আমরা খোদাতালার পথে যুদ্ধ করিব না? যখন আমরা আমাদের গৃহ হইতে তাড়িত ও সন্তানগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি'। কিন্তু যখন তাহাদের

প্রতি যুদ্ধের আদেশ হইয়াছিল, তাহাদের অল্প কয়েকজন ভিন্ন আর সকলে পশ্চাৎপদ হইল, কিন্তু খোদাতালা অপরাধীদিগকে জ্ঞাত আছেন।” কোরাণ, ২য় সুরা, ২৪৬ আয়েত।

“এবং খোদাতালার আজ্ঞায় তাহারা কাফেরদিগকে পরাস্ত করিল; এবং দাউদ জালুতকে বধ করিল; এবং খোদাতালা তাহাকে রাজ্য ও বিচক্ষণতা প্রদান করিলেন এবং তাহার অভিলষিত বিষয় তাহাকে শিক্ষা দিলেন; যদি খোদাতালা মানবমণ্ডলীর একদল দ্বারায় অন্য দলকে দূর না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবী উৎসন্ন হইত, কিন্তু খোদাতালা জগদ্বাসীদের প্রতি সদয়।” কোরাণ, ২য় সুরা, ২৫১ আয়েত।

“যাহারা সাংসারিক জীবনকে পরলোকের জন্য বিক্রয় করে, তাহাদের উচিত যে, খোদাতালার পথে সংগ্রাম করিতে থাকে এবং যে ব্যক্তি খোদাতালার পথে সংগ্রাম করিয়া হত হয়, পরে আমি শীঘ্র তাহাকে মহা পুরস্কার দান করি।” কোরাণ, ৪র্থ সুরা, ৭৬ আয়েত।

“তোমাদের কি হইয়াছে যে, দুর্ব্বল স্ত্রীপুরুষদিগের নিমিত্ত ও বালকদিগের নিমিত্ত তোমরা যুদ্ধ করিবে না। যাহারা খোদাতালার পথে বলিয়া থাকে যে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যেখানকার অধিবাসী অত্যাচারী, সেইথান হইতে আমাদিগকে বাহির কর এবং তোমার নিকট হইতে আমাদের জন্য কার্য্যসম্পাদক ও সাহায্যকারী নিযুক্ত কর’।” কোরাণ, ৪র্থ, সুরা ৭৭ আয়েত।

“যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহারা খোদাতালার পথে সংগ্রাম করে এবং যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহারা পুত্তলিকার পথে সংগ্রাম করে, অতএব তোমরা শয়তানের প্রেমাস্পদদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের প্রতারণা দুর্ব্বল।” কোরাণ, ৪র্থ সুরা, ৭৮ আয়েত।

“অতএব (হে মহম্মদ) খোদাতালার পথে সংগ্রাম কর, তুমি

জীবনে ব্যতীত প্রপীড়িত হইবে না এবং বিশ্বাসিগণকে উত্তেজিত কর, সম্বরই, খোদাতালা কাফেরদিগের যুদ্ধ বন্ধ করিবেন, খোদাতালা যুদ্ধ বিষয়ে সুদৃঢ় ও শাস্তিদান বিষয়ে সুদৃঢ়।" কোরাণ ৪র্থ সুরা, ৮৬ আয়েত।

"যেমন তাহারা কাফের হইয়াছে, তোমরাও কাফের হইবে আশায় তাহারা বন্ধুতা করিয়া থাকে, অতঃপর তোমরা তুল্য হইবে। অতএব খোদাতালার পথে দেশত্যাগ করা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, পরন্তু যদি তাহারা অগ্রাহ্য করে, তবে তোমরা তাহাদের কাহাকেও বন্ধু বলিয়া গ্রহণ এবং সাহায্যকারী করিও না।" কোরাণ, ৪র্থ সুরা, ৯১ আয়েত।

"যাহারা (এমন) কোন দলে মিলিত হয় যে, তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে অঙ্গীকার রহিয়াছে, কিম্বা যাহারা তোমাদের নিকট আগমন করে যে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তাহাদের হৃদয় সঙ্কুচিত, অথবা যাহারা আপন দলের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তাহাদিগকে ব্যতীত; খোদাতালা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে তোমাদিগের উপর প্রবল করিতেন, পরে নিশ্চয় তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত, যদি তাহারা তোমাদিগের হইতে চলিয়া যায়, এবং তোমাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে, তবে খোদাতালা তাহাদিগের প্রতি তোমাদের জন্য কোন পথ করেন নাই।" কোরাণ, ৪র্থ সুরা, ৯২ আয়েত।

"তোমরা অন্য এক দল প্রাপ্ত হইবে, যে ইচ্ছা করিতেছে তোমাদিগের হইতে নির্ভয় হয় এবং আপন দলের হইতে নির্ভয় হয়। যখন তাহারা অত্যাচারের দিকে প্রত্যানীত হয়, তাহাতেই ফিরিয়া থাকে। কিন্তু যদ্যপি তাহারা তোমাদিগের হইতে অপসারিত না হয় ও তোমাদের

সহিত সন্ধি স্থাপন না করে, কিম্বা আপন হস্ত বন্ধ না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধর এবং যেখানে পাও হত্যা কর; এবং এই সেই দল যে আমি তাহাদের উপর তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ক্ষমতা দিয়াছি।" কোরাণ, ৪র্থ সুরা, ৯৩ আয়েত।

"হে মক্কাবাসিগণ! যদ্যপি তোমরা বিজয়াকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট বিজয় উপস্থিত হইবে; যদ্যপি তোমরা (হে কাফেরগণ) যুদ্ধকার্য্য (মদিনা বা মুসলমানদিগকে আক্রমণ) ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল; যদ্যপি তোমরা ফিরিয়া আইস, আমিও ফিরিব, যদিও তোমাদের সৈন্য সংখ্যা অধিক হয়, তাহা হইলে কখন তাহারা তোমাদিগকে লাভযুক্ত করিবে না, যেহেতু নিশ্চয় খোদাতালা বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে আছেন।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ১৯।

"কাফেরদিগকে বল—যদি তাহারা ফিরিয়া আসে (মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার, উৎপীড়ন ও আক্রমণে), তাহা হইলে যাহা কিছু গত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ক্ষমা করা যাইবে; কিন্তু যদ্যপি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে (পুনরায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করে), তাহা হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব্বতনদিগের রীতি গত হইয়াছে।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৩৯।

"যে পর্য্যন্ত উপদ্রব ও অত্যাচার না থাকে এবং খোদাতালার জন্য সমগ্র ধর্ম্ম হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; এবং যদ্যপি তাহারা ফিরিয়া আইসে, তবে তাহারা যাহা করিবে, নিশ্চয় খোদাতালা তাহার দ্রষ্টা।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৪০।

"কিন্তু যদি তাহারা বিমুখ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, খোদাতালা তোমাদের রক্ষাকারী, উত্তম রক্ষাকারী, উত্তম সাহায্যকারী।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৪১।

"..... এবং যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, কিন্তু দেশান্তরিত হয় নাই, যে পর্য্যন্ত তাহারা দেশান্তরিত না হয়, তাহাদের বন্ধুতার কিছুই তোমাদের জন্য নহে; তত্রাচ যদি তাহারা তোমাদের নিকট ধর্ম্মবিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে যাহাদের মধ্যে তোমাদের অঙ্গীকার আছে, সেই দলের উপর ব্যতীত সাহায্য দান তোমাদিগের প্রতি (বিধেয়) এবং যাহা তোমরা করিয়া থাক, খোদাতালা তাহার দর্শক।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৭৩।

"এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, যদ্যপি তোমরা (হে মুসলমানগণ) ইহা না কর (উৎপীড়িতদিগকে সাহায্য এবং উৎপীড়ককে বিতাড়িত), তাহা হইলে পৃথিবীতে বিপত্তি হইবে ও মহা গোলযোগ ঘটিবে।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৭৪।

যখন কোরেশ ও বনি বকর হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করিয়া হজরত মহম্মদের (দঃ) পক্ষাবলম্বী বনি খোজায়াকে আক্রমণ করিয়াছিল। তখন বনি বকরকে সাহায্যকারী ও অগ্র আক্রমণকারী কোরেশদিগকে শাসন করা হজরতের একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের বিরুদ্ধে কোরাণ শরিফের যে সকল আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে নিম্নে কতকগুলির অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"মক্কার পৌত্তলিকদিগের মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, খোদাতালা ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের প্রতি তাহাদের বিরাগ।" কোরাণ সুরা ৯, আয়েত ১।

"তৎপরে তোমরা [মোশরেকগণ (অংশিবাদিগণ)] চারি মাস পৃথিবীতে ভ্রমণ কর কিন্তু জানিও যে, তোমরা খোদাতালার পরাভবকারী নহ এবং খোদাতালা ধর্ম্মদ্রোহীদিগের নির্য্যাতনকারী।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ২।

"মহা হজ্জের দিন খোদাতালা ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের পক্ষ হইতে মানবমণ্ডলীর প্রতি আহ্বান, নিশ্চয় খোদাতালা ঐ সকল লোকের প্রতি অপ্রসন্ন, যাহারা খোদাতালাকে ত্যাগ করিয়া প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে পূজা ও আরাধনা করে। তবে যদি তোমরা (বিদ্রোহিতা হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হও, তাহা হইলে জানিও যে, তোমরা খোদাতালার পরাভবকারী নহ; এবং যাহারা অগ্রাহ্য করে (বিশ্বাস করে না), তাহাদিগকে (হে মহম্মদ) দুঃখকর শাস্তি সম্বন্ধে সংবাদ দান কর।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৩।

"অংশিবাদীদিগের যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, তৎপরে যাহারা কোন বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে ত্রুটি করে নাই, এবং তোমাদের বিপক্ষে কাহাকে সাহায্য দান করে নাই, তাহারা ব্যতীত; অতঃপর তোমরা তাহাদের প্রতি তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয়, খোদাতালা ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে প্রেম করেন।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৪।

"যদি অংশিবাদীদিগের কোন ব্যক্তি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে খোদাতালার বাক্য যে পর্য্যন্ত শ্রবণ করে, তাহাকে আশ্রয় দেও; তৎপরে আশ্রয় ভূমিতে তাহাকে উপস্থিত কর। ইহা এজন্য যে, ইহারা এমন এক দল, যে জ্ঞান রাখে না।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৬।

"যাহাদের সঙ্গে তোমরা মস্‌জেদল-হারামের নিকটে অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, তাহারা ব্যতীত অন্য অংশিবাদীদিগের নিমিত্ত অঙ্গীকার খোদাতালার ও তাঁহার প্রেরিতপুরুষের নিকটে কিরূপে হয়? অনন্তর যে পর্য্যন্ত তাহারা তোমাদের জন্য (অঙ্গীকারে) স্থির থাকে, সে পর্য্যন্ত তোমরাও তাহাদের জন্য স্থির থাক, নিশ্চয় খোদাতালা ধর্ম্মভীরু লোকদিগকে প্রেম করেন।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৭।

"কেমন করিয়া হয়, যদি তোমাদের উপর তাহারা জয়লাভ করে,

তোমাদের সম্বন্ধে স্বগণত্ব ও অঙ্গীকারের (স্বত্ব) তাহারা পালন করিবে, তাহাদের আপন মুখে তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে, কিন্তু তাহাদের অন্তর অস্বীকার করিবে, এবং তাহাদের অধিকাংশই দুর্ব্বৃত্ত।” কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৮।

“তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শনের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করিয়াছে, পরে তাঁহার পথ হইতে (লোকদিগকে) নিবৃত্ত রাখিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা যাহা করিতেছিল, তাহা মন্দ।” কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৯।

“তাহারা কোন বিশ্বাসীর সম্বন্ধে স্বগণত্ব ও অঙ্গীকারের (স্বত্ব) পালন করিতেছে না, ইহারাই সেই লোক, যে সীমালঙ্ঘনকারী।” কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ১০।

“পরন্তু যদি তাহারা পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও জাকাত দান করে, তবে তাহারা ধর্ম্মেতে তোমাদের ভ্রাতা; যাহারা জ্ঞানী, সেই দলের জন্য আমি নিদর্শন সকল বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছি।” কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ১১। (১)

“কিন্তু যদি তাহারা আপন অঙ্গীকারের পর আপন শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্ম্মের প্রতি ব্যঙ্গ করে, তবে ধর্ম্মদ্রোহিতায় সেই অগ্রগামীদিগের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর—নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে কোন রূপ বিশ্বাস নাই। ভরসা যে, তাহারা নিবৃত্ত হইবে।” কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ১২।

“যাহারা আপন শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং প্রেরিত-পুরুষকে নির্ব্বাসন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, এবং প্রথমে তোমাদিগকে আক্রমণ করি-

(১) এই আয়েতটী আর এই সুরার ৫ম আয়েত একই। ইহার অর্থ এই যে, যদি কাফেরগণ ইস্লাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা তোমাদের নিকট ধর্ম্মভ্রাতারূপে ব্যবহৃত হইবে।

য়াছে, সেই দলের (মক্কাবাসীদের) সঙ্গে কি তোমরা সংগ্রাম করিবে না? তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ? যদ্যপি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে খোদাতালাই উপযুক্ত যে, তাঁহাকে ভয় কর।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ১৩।

"তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; খোদাতালা তোমাদের হস্তে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন, বিড়ম্বিত করিবেন ও তাহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন এবং বিশ্বাসীদলের অন্তরকে সুস্থ করিবেন।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ১৪।

"......এবং অংশিবাদিদিগের সকলের সঙ্গে সংগ্রাম কর, যেমন তাহারা তোমাদের সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করে।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৩৬।

কোরাণ শরিফের উপরোক্ত আয়েত সমূহে হজরত মহম্মদের (দং) প্রতি যুদ্ধের আদেশের বিষয় যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার আর পুনরালোচনা করিবার আবশ্যক নাই, কারণ উহাতে কেবল প্রকাশ পাইতেছে যে, কোরেশদিগের সহিত হজরত মহম্মদের (দং) যে সকল যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, তাহা সকলই আত্মরক্ষার্থ, আর ঐ সকল যুদ্ধে কোরেশগণই অগ্র আক্রমণকারী, এবং হজরতও তাহাদের বিরুদ্ধে যে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুমোদিত।

মিঃ এডওয়ার্ড গিবন বলেন, "প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির আপনাকে ও স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রগ্রহণ করিবার স্বত্ব আছে; এবং শত্রুদিগের অত্যাচার ও পুনঃ পুনঃ আক্রমণ দূর করণার্থ চেষ্টা করিবারও স্বত্ব আছে।" স্বাধীন আরব সমাজে প্রজা ও নগরবাসীদিগের কর্ত্তব্যকার্য্য বড় দুর্ব্বল ছিল, সুতরাং হজরত মহম্মদ (দং) তাহাদের মধ্যে শান্তি ও উদারনীতি প্রচার

করিতে গিয়া তিনি স্বদেশীয়দিগের দ্বারায় অন্যায়রূপে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।” (১)

ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মুসলমানেরা মক্কায় শত্রুকর্তৃক নানারূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা সমাজের মধ্যে শান্তিপ্রিয় ছিলেন, তথাপিও শত্রুরা তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা ভোগ করিতে দেয় নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা অত্যাচারীর হস্তে স্ব স্ব সম্পত্তি ও পরিবারাদি সমর্পণ করিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হন এবং মক্কায় পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনে ও পবিত্র মস্‌জেদে স্বাধীনভাবে উপাসনাকার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হন; এমন কি, মক্কাবাসিগণ সসৈন্যে মদিনায় গিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে।

কোরেশগণ মুসলমানদের উপর যে সকল উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছিল, ধর্ম্মসম্বন্ধে বিভিন্নতাই তাহার মূল কারণ। তাহারা বিশ্বাসীদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লাম গ্রহণে প্রতিবন্ধক দিত। শেষে তাহাদের অত্যাচার এত বৃদ্ধি হইল যে, কতিপয় বিজ্ঞ ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীকে ইস্‌লাম ত্যাগ করিয়া পুনঃ পৌত্তলিকতা গ্রহণার্থ অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছিল। খৃষ্ট ধর্ম্মের এক জন প্রধান পুরোহিত বলেন, “আমাদের ভ্রাতৃগণ সৃষ্টিকর্ত্তাকে যেরূপে ভজনা করিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সেইরূপে ভজনা করিতে গিয়া তাঁহারা হৃতসর্ব্বস্ব, স্বাধীনতা ও স্বত্বচ্যুত এবং নিহত হন; তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার ভজনা করায় তাহাতে মানবসমাজের কাহাকেও আঘাত দেওয়া হইত না। অতএব এইরূপ অত্যাচার স্পষ্টই ন্যায়পরতা ও দয়ালু ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত; কারণ যাহারা আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট না

(1) The History of the Decline and Fall of the Romar Empire, by Edward Gibbon, Vol. VI. P. 245.

করে, তাহাদিগকে উক্তরূপে উৎপীড়ন করা সম্পূর্ণ অন্যায়। যদিও কেহ ভুলক্রমে সত্যধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর অত্যাচার না করিয়া দয়া করা উচিত (১)।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, মক্কাবাসীদিগের উৎপীড়ন ও অত্যাচার বলপূর্ব্বক দূর করিয়া নগরবাসীদিগের স্বত্বানুসারে মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে ধর্ম্মকর্ম্মপদ্ধতি ভোগ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন।

হজরত মহম্মদের (দং) ইউরোপীয় জীবন চরিত লেখকগণ বলেন, "হেজরতের পর হজরত মহম্মদ (দং) ও তাঁহার শিষ্যগণ কোরেশদিগকে অগ্রে আক্রমণ করেন। মক্কাবাসীদিগের কতিপয় স্থলবণিক্‌কে পথিমধ্যে মুসলমানেরা নিহত করেন এবং এইরূপে প্রথমেই মুসলমানদিগের দ্বারায় রক্ত প্রবাহিত হয়, সুতরাং মক্কাবাসীরা আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।" (২)

ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রথমে কোরেশগণই অগ্র আক্রমণকারী হইয়াছিল। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রেরিত-পুরুষ ও তাঁহার শিষ্যগণ যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোরেশগণ তথায় তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিবার জন্য আক্রমণ করিয়াছিল। যদি ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় যে, হেজরতের পরে, অগ্রে মুসলমানেরা কোরেশদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে হেজরাৎ বা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া বাসে (মক্কায় পূর্ব্বকৃত অত্যাচার ও উৎপীড়ন ছাড়িয়া দিলে) মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্রোহিতার সূত্রপাতের কি প্রচুর কারণ দেখা যাইতেছেন না? তাঁহারা শত্রুদিগের অত্যাচার

(1) Archbishop Secker's Works, III. P. 271.

(2) Sir. W. Muir's Life of Mohamet Vol. II, P. 265.

হইতে স্বকীয় নীতি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা এবং আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টায় ছিলেন।

সার উইলিয়ম মুর স্বীকার করিয়াছেন, "বাস্তবিক কোরেশদিগের অত্যাচারে বিশ্বাসিগণ মক্কা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (১)।" মেজর ভানস্ কেনেডী বলেন, "হেজরতের পর (হজরত) মহম্মদ (দঃ) যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সকলগুলিই অগ্র আক্রমণকারী যুদ্ধ আর তিনি মক্কাস্থ স্থলবণিক্‌দিগকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা কত দূর সঙ্গত বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কোরেশগণ প্রথমে (হজরত) মহম্মদকে (দঃ) গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল, তখন তিনি জীবনরক্ষার্থ মদিনায় প্রস্থান করেন। এইরূপে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ স্ব স্ব সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন এবং মদিনাবাসীদিগের দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন; ইহা ন্যায়সঙ্গতরূপে আশা করা যায় না যে, তাঁহারা স্থলবণিক্‌দিগকে নিরাপদে মদিনার নিকট দিয়া গমনাগমন করিতে দিতেন।" (২)

হেজরতের পরে হজরত মহম্মদের (দঃ) বিদ্রোহিতা ও স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণের কোন রূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মদিনার পথে মুসলমানেরা স্থলবণিক্‌দিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, ইহা কোন প্রকার বিশ্বাস্য হাদিসে পাওয়া যায় না। ইহা যে সম্ভবপর নহে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মদিনার অধিবাসিগণ প্রেরিত-পুরুষকে রক্ষা

(1) Life Mohamet, Vol. III. P. 79.

(2) Remarks on the charcter of Mohammed (Suggested by Voltaire's Tragedy of Mohamea) by Major Vans Kennedy. Vide Transctions of the Literary Society of Bombay for 1821, Vol. III. P. 453.

করিবেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া কোরেশদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন নাই বা বলেন নাই (১)। তজ্জন্য ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে যে, মদিনাবাসিগণ কোরেশদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিতে হজরত মহম্মদ (দং) কে সাহায্য করিয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদ (দং), হজরত হামজা ও ওবেদার অধীনে ৪০।৫০ জন লোক দিয়া ২।৩ শত অস্ত্রধারী দ্বারায় রক্ষিত স্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব!

হজরত মহম্মদ (দং) স্বয়ংই আবোয়া, বোয়াত ও ওশায়রায় স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে একেবারেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি তিনি ঐ স্থানে গিয়া থাকেন এবং ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার জীবনচরিত লেখকদিগের মতানুসারে তিনি আবোয়া এবং ওশায়রায় বনি ধামরা ও বনি মুদলেজ্জাদিগের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য গিয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদের (দং) জীবন চরিত লেখক কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার বলেন যে, হজরত মহম্মদ (দং) নিজেই বদরে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। অসংখ্য কোরেশ সৈন্য মক্কা হইতে দূরবর্ত্তী বদরে আসিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তৎকালে হজরত মহম্মদ (দং) আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, উহার বিষয় উল্লেখ করিতে উক্ত গ্রন্থকারগণ ইতস্ততঃ করিয়া গিয়াছেন।* তাঁহারা বলেন যে, হজরত মহম্মদের (দং) প্রধান শত্রু আবু সোফিয়ান কর্ত্তৃক পরিচালিত ও সুরিয়া হইতে প্রত্যাগত স্থলবণিক্‌দিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিবার জন্য,

(১) কেতাবল ওয়াকিদী।

তিনি ৮০ জন মহাজের (আশ্রয় অন্বেষী) ও ২২৫ জন আন্‌সার সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন এবং স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সাক্রা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। আবুসোফিয়ান হজরতের আক্রমণের বিষয় অবগত হইয়া সাহায্য প্রার্থনার্থ মক্কায় এক জন লোক প্রেরণ করে। ৯৫০ জন কোরেশ, স্থলবণিক্‌দিগকে বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মক্কা হইতে বহির্গত হয়। এই সময়ে স্থলবণিক্‌গণ নিরাপদে সেই স্থান পার হইল, কিন্তু যুদ্ধ করিতে যাইবে কি গৃহে ফিরিয়া যাইবে ইহা স্থির করিবার জন্য সৈন্যগণ এক সভা আহ্বান করিল। জীবনচরিত লেখকেরা এক পক্ষে বলেন যে, যে কারণে সৈন্যগণ বদরে আসিয়াছিল, তাহা নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হওয়ায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, সৈন্যগণ ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছিল। দুই দল মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, অবশিষ্টেরা অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু হজরত মহম্মদ (দং) যে স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার কোন সুন্দর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদ্যপি তাঁহার এইরূপ অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে যে সকল মদিনাবাসী তাঁহাকে কেবল শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কখনই তাঁহার সঙ্গে বদরে যুদ্ধার্থ যাইতেন না। মহাজের (আশ্রয়ান্বেষী) দিগের দ্বিগুণ সংখ্যক আন্‌সার (মদিনাবাসী মুসলমান) দিগের বিদ্যমানতা স্বত্ত্বেও যে হজরত মহম্মদ (দং) কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন; ইহাতেই স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহারা কেবল আত্মরক্ষার্থ মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

হজরত মহম্মদ (দং) অগ্রগামী কোরেশ সৈন্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের অগ্র আক্রমণে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য মদিনা

হইতে বহির্গত হন এবং মদিনার তিন দিনের পথ দূরস্থিত বদর নামক স্থানে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শত্রুসৈন্য মক্কা হইতে ৯ দিনের পথ মদিনার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, উভয় সৈন্যদল বদর ক্ষেত্রে ১৭ই রমজানে (১৩ই জানুয়ারি ৬২৩) পরস্পর সম্মুখীন হয়। মক্কার সৈন্যগণ ৮ই রমজান (৪ঠা জানুয়ারি) মক্কা হইতে যাত্রা করে, আর হজরত মহম্মদ (দং) কেবল ১২ই রমজান (৮ই জানুয়ারি) অর্থাৎ শত্রুসৈন্যগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে বহির্গত হইবার ৪ দিন পর তিনি মদিনা হইতে বহির্গত হন। বোধ হয়, মদিনাবাসীদিগের দ্বারায় আবু সোফিয়ানের আক্রান্ত হইবার ভয়ের কোনরূপ বিশেষ কারণ ছিল, তজ্জন্য মক্কাস্থ কোরেশদিগের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়া ছিল; কিন্তু মক্কাস্থ সৈন্যগণ যে জন্য আসিয়ছিল, তাহা যখন সিদ্ধ হইল অর্থাৎ স্থলবণিক্‌গণ বিপদ্‌সঙ্কুল স্থান হইতে প্রস্থান করিল, তখন অবশ্যই কোরেশসৈন্যগণের মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত ছিল। অন্যথা কোরেশ সৈন্য মদিনা আক্রমণার্থ মক্কা হইতে বহির্গত হইবার চারিদিন পরে হজরত মহম্মদ (দং) যে নিজের ও শিষ্যগণের রক্ষার্থ মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার বদরের আত্ম-রক্ষার্থ যুদ্ধের প্রধান প্রমাণ বলিতে হইবে।

হেজরতের পর যদি মুসলমানেরা প্রথমে কোরেশদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন কিম্বা পথিমধ্যে কতিপয় স্থলবণিক্ যদি মুসলমানদিগের দ্বারায় আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তজ্জন্য হজরত মহম্মদের (দং) উপর দোষারোপ করা অন্যায়। যদ্যপি ঐরূপে তাঁহারা কোরেশদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মক্কা ত্যাগের পূর্ব্বে কোরেশগণ তাঁহাদের উপর যে সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছিল, এই আক্রমণ তাহার

প্রতিশোধার্থ বলিতে হইবে। রাজনীতি বিজ্ঞান-বিশারদ লেবার সাহেব বলেন, "কোন জাতি বা গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সেই জাতি বা গবর্ণমেণ্টের সুখ শান্তি সমুদয় বিনষ্ট হয়, অতএব গবর্ণমেণ্ট বা জাতীয় আইনানুসারে বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধের কষ্টভোগ করান উচিত (১)।" অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা সাধারণ নিয়মের মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছে যে, দেশদ্রোহীদিগকে স্বাধীনতা, আশ্রয় ও পারিবারিক বন্ধন হইতে বঞ্চিত করা উচিত। কিন্তু হজরত মহম্মদ (দঃ) দেশদ্রোহীদিগের মধ্যে নির্দ্দোষ নগরবাসী কিম্বা ব্যক্তি বিশেষকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহুদিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা।

হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রথমে মদিনায় উপস্থিত হইয়া ইহুদিদিগের সহিত এইরূপে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন যে, ইহুদিগণ স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মপদ্ধতি নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। আর যদি তাহারা কি মুসলমানেরা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে এবং এইরূপ সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্ত মদিনাবাসী অপরাপর সকল জাতিকে বলা হয়। কিন্তু ইহুদিগণ সন্ধিস্থাপন করিয়াও অচিরকাল মধ্যে তাহা ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিল। যৎকালে শত্রুগণ মদিনা অবরোধ করে, তৎকালে তাহারা (ইহুদিগণ) শত্রুদিগের সহিত যোগ দিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ইহুদিদিগের

---

(1) Contributions to Politinal Science by Francis Lieber, L. L. D., Vol, II. of his miscellaneous writings, P. 251.

মধ্যে প্রথমে বনি কৈনুকা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া হজরত মহম্মদের (দঃ) সহিত বদর ও ওহোদ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে (১)।

ওহোদের যুদ্ধে হজরত মহম্মদ (দঃ) পরাজিত হইলে বনি নজির সন্ধি ভঙ্গ করে, আরও তাহারা হজরতকে হত্যা করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে থাকে, তজ্জন্য তাহারা নির্বাসিত হইয়াছিল; তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খায়বারে গিয়া বাস করে। যৎকালে কোরেশ ও বেদুইন দলগুলি একত্রিত হইয়া মদিনা অবরুদ্ধ করিয়া পরিখার যুদ্ধ করে, তৎকালে কোরায়জা দল হজরতের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া শত্রুদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। পরে তাহারা হজরত মহম্মদ (দঃ) কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সায়াদের উপর তাহারা তাহাদের বিচারভার অর্পণ করে। খায়বারের ইহুদিগণ (তত্রস্থ বনি নজিরগণ সহ) এবং বনি ঘাতাফান ইহুদিগণ, যাহারা পরিখার যুদ্ধে কোরেশগণের সহিত যোগ দিয়াছিল তাহারা মুসলমানদিগকে আক্রমণ কার্য্যে শত্রুদিগের সহায়তা করিয়াছিল। সেই সকল ইহুদী, বনি ফেজারা ও অন্যান্য বেদুইন সম্প্রদায়কে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বনি সায়াদ-বেন-বকরের সহিত মিলিত হইয়া মদিনা আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা খায়বারে পরাজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করে ও জিজিয়া দানে বাধ্য হয়।

বনি কৈনুকা, বনি নজির, বনি কোরায়জা এবং খায়বারের ইহুদিদিগের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় কোরাণ শরিফে নিম্নলিখিত ভাবে উক্ত হইয়াছে।

"তাহাদিগের যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, তৎপরে তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতেছে এবং খোদাতালাকে ভয় করিতেছে না।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৫৮।

(১) হেশাম, পৃ ৫৪৫।

"এবং যদি তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হও, তবে যাহারা তাহাদের পশ্চাতে আছে, তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত কর—হয়ত তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৫৯।

"কিম্বা, যদি কোন দলের বিশ্বাসঘাতকতাকে ভয় কর, (তাহাদের অঙ্গীকার) তাহাদের দিকে তুল্যভাবে ফিরাইয়া দেও; নিশ্চয় খোদাতালা বিশ্বাসঘাতকদিগকে প্রেম করেন না।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৬০।

"এবং মনে করিও না যে, বিদ্রোহীরা আমাদের অপেক্ষা উত্তম ফল পাইবে। নিশ্চয়, তাহারা খোদাতালাকে দুর্ব্বল দেখিতে পাইবে না।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৬১।

"তাহাদের জন্য (হে মুসলমানগণ) শক্তি অনুসারে যত সৈন্য পার আয়োজন কর, এবং অশ্ব সংগ্রহপূর্ব্বক খোদাতালার শত্রুকে এবং তদ্ভিন্ন অন্য লোককে ভয় প্রদর্শন করিতে পার, তোমরা তাহাদিগকে জান না, কিন্তু খোদাতালা তাহাদিগকে জানেন; এবং খোদাতালার পথে তোমারা কোন বস্তুর যাহা কিছু ব্যয় কর, তাহা তোমাদের প্রতি পূর্ণ অর্পিত হইবে ও তোমরা অত্যাচারগ্রস্ত হইবে না।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৬২।

"কিন্তু যদ্যপি তাহারা সন্ধির ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তুমিও তাহার ইচ্ছা করিও এবং খোদাতালার প্রতি নির্ভর করিও, নিশ্চয় খোদাতালা শ্রোতা ও জ্ঞাতা।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৬৩।

"যদ্যপি তাহারা (হে মহম্মদ) তোমাকে প্রতারণা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় খোদাতালা তোমার উপকারক। তিনিই যিনি আপন আনুকূল্য দ্বারা ও বিশ্বাসীদিগের দ্বারা তোমার প্রতি বলবিধান করিয়াছেন এবং তাহাদের পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন। পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, যদি তুমি তৎসমগ্র ব্যয় করিতে, তাহাদের

পরস্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি দান করিতে পারিতে না, কিন্তু খোদা-তালা তাহাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন নিশ্চয় তিনি পরাক্রান্ত এবং জ্ঞানী।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৬৩।

"হে তত্ত্ববাহক! খোদাতালা তোমার ও বিশ্বাসীদিগের যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের খোদাতালাই যথেষ্ট।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৬৪

"হে সংবাদবাহক! তুমি বিশ্বাসীদিগকে সমরে প্রবৃত্তি দান কর।" কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৬৫।

"এবং গ্রন্থধারীদিগের—যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গ সকল হইতে নামাইলেন ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিলেন, তোমরা তাহাদের এক দলকে হত্যা, এক দলকে বন্দী করিতেছিলে।" কোরাণ সুরা ৩৩, আয়েত ২৬।

"যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা খোদা-তালার প্রতি ও অন্তিম দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, খোদা-তালা ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষ যাহা অবৈধ করিয়াছেন, তাহা যাহারা অবৈধ বলিয়া মনে করে না এবং যাহারা সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে না, যে পর্য্যন্ত তাহারা নিকৃষ্ট হইয়া স্বহস্তে জিজিয়া প্রদান না করে, তাহা-দের সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম কর।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ২৯।

"হে বিশ্বাসিগণ! কাফেরদিগের যাহারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত হয় ও তোমাদিগের মধ্যে সঙ্কট প্রাপ্ত হইতে চাহে, তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর; জানিও যে, খোদাতালা ধর্ম্মভীরুদিগের সঙ্গে আছেন।" কোরাণ সুরা ৯, আয়েত ১২৪।

বনি কোরায়জা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আওস দলস্থ মায়াজের পুত্র সায়াদের উপর তাহাদের বিচার ভার অর্পণ করে। হজরত মহম্মদও

(দং) তাহাতে স্বীকৃত হন। সায়াদ তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা করিতে অনুমতি দেন। হজরত মহম্মদ (দং) সায়াদের বিচার শ্রবণ করিয়া বলেন, "তুমি রাজার (মালেক) ন্যায় বিচার করিয়াছ"। সুবিখ্যাত হাদিস সংগ্রাহক বোখারির কেতাব-অল-জেহাদে "মালেক" শব্দটীর অর্থ "সম্রাট্" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য ইতিবৃত্ত লেখকেরা ঐ "মালেক" শব্দটীর অর্থ কেহ "খোদাতালা" কেহ "স্বর্গীয় দূত (ফেরেস্তা)" কেহ "রাজা" শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন।

খায়বারের ইহুদিদিগের বিরুদ্ধে হজরত মহম্মদ (দং) যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপ আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ যাত্রা বলিতে হইবে। বনি নজির এবং বনি কোরায়জা ইহুদিগণ মুসলমানদের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করায় মদিনা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া খায়বারের ইহুদিদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। সেই সময়ে খায়বারের ইহুদিগণ চতুর্দ্দিকস্থ বিভিন্ন দলসমূহকে হজরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য বনি ঘাতাফানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। ষড়্যন্ত্র-কারিদলের মধ্যে যাহারা পরিখার যুদ্ধ সময়ে প্রথমে মদিনা আক্রমণ করে, তাহাদের মধ্যে বিশেষতঃ বনি নজির দলপতি আবুল হাকিক, বনি ফেজারা ও অন্যান্য বেডুইন দলগুলিকে মদিনা আক্রমণে উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহারা বনি সায়াদ-বেন-বকরের সঙ্গে যোগ দিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে। হাওয়াজেন বংশের শাখা দল বনি সায়াদ ষড়্যন্ত্র-কারীদিগের মধ্যে থাকিয়া মদিনা অবরুদ্ধ করিয়াছিল। সম্প্রতি খায়বারের বনি নজির দলপতি ওসাবের-এবনে-জারিম তাহাদের পূর্ব্ব দলপতির ন্যায় বনি ঘাতাফানদিগের সহিত মিলিত হইয়া ষড়্যন্ত্রকারীদিগের সহিত যোগ দিয়া মদিনা আক্রমণ করে। বনি ঘাতাফান তাহাদের শাখা দল বনি ফেজারা ও বনি মুরাঃ এবং খায়বারের ইহুদিদিগের সহিত মিলিত হইয়া

খায়বারস্থ ফাদাকের নিকটবর্ত্তী স্থানে মুসলমানদিগের উপর সর্ব্বদা বিরুদ্ধাচরণ করিত। বনি ঘাতাফান অনেক দিন হইতে মদিনা আক্রমণ করিবে বলিয়া মুসলমানদিগকে ভয় প্রদর্শন করিত। সপ্তম হিজরীতে হজরত মহম্মদ (দং) খায়বারের ইহুদী ও বনি ঘাতাফানদিগের মদিনা আক্রমণের আয়োজনের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার্থ খায়বারে যাত্রা করেন; এবং খায়বারের ইহুদী ও বনি ঘাতাফানের বাসস্থানের মধ্যে রজি নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন, কেননা তাহা হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইহাকে অকস্মাৎ কিম্বা অজানিত রূপে আক্রমণ বলা যাইতে পারে না। সার উইলিয়ম মুর বলেনঃ—"(হজরত) মহম্মদ (দং) অনেক দিন হইতে খায়বারের ইহুদিদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিবার অপেক্ষায় ছিলেন; কেননা ঐ স্থানটী বড় উর্ব্বরা, যদি অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার শিষ্যগণের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কিম্বা এইরূপ ভাণ করিবেন যে, তাহারা (খায়বারের ইহুদিগণ) বনি ঘাতাফানদিগের সহায়তা করিতেছে। কিন্তু যখন আক্রমণের কোনরূপ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না, তখন তিনি এই বৎসরের শরৎ কালে অকস্মাৎ তাহাদের প্রদেশসমূহ আক্রমণ করিলেন (১)।" আমরা উপরে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, হজরত মহম্মদ (দং) কেবল আত্মরক্ষার্থ খায়বারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টান বা রোমক আক্রমণ।

হজরত মহম্মদের শেষ যুদ্ধ যাত্রা তবুক, ইহাও আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ যাত্রার মধ্যে গণ্য। পর্য্যটক ও বণিকগণ সুরিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মদিনায়

(1) Sir. W. Muir's Life of Mohamet, Vol. IV. P. 61.

আসিলে তাহাদের নিকট হজরত শুনিতে পাইলেন যে, রোমক সম্রাট এক বৎসরের বেতন অগ্রে দিয়া অসংখ্য সৈন্যকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সুরিয়ার প্রান্ত দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সুরিয়ার মরুভূমিস্থ বনি লাখম, জুজাম, আমিলা এবং ঘাসসান প্রভৃতি দলসমূহ রোমক ঈগলের চতুর্দ্দিকে আসিয়া মিলিত হইতেছে, আর তাহাদের অগ্রগামী সৈন্যদল বাল্কা পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হজরত মহম্মদ (দং) তৎক্ষণাৎই এই বিপদের সম্মুখীন হইতে মনস্থ করিলেন। যখন তিনি সুরিয়ার প্রান্তস্থিত তবুক নামক স্থানে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিবার কোন সৈন্যদলও দেখিতে পাইলেন না কিম্বা বিপদের কোনরূপ চিহ্নও লক্ষিত হইল না; সুতরাং তিনি পুনঃ মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই ঘটনা নবম হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল।

উপসংহার।

এই পর্য্যন্ত আমরা হজরত মহম্মদের (দং) সকল প্রকার যুদ্ধের বর্ণনা করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। আমরা আশা করি, আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ ইতিহাস সকল হইতে দেখাইয়াছি যে, হজরতের যুদ্ধগুলি অগ্র আক্রমণ বা অনিষ্টকারক নহে; কিন্তু অন্য পক্ষে ঐ সকল যুদ্ধ আত্মরক্ষার্থ সংঘটন হইয়াছিল। প্রাথমিক মুসলমানগণ হজরত মহম্মদের (দং) ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহারা রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া স্ব স্ব বাসগৃহ ও সম্পত্তি প্রভৃতি হইতে বিতাড়িত হন; শেষে কোরেশ ও

তাহাদের ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী ও আরবীয় জাতির দ্বারায় প্রথমে আক্রান্ত হন। তাঁহারা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা বল প্রয়োগে ইস্‌লাম গ্রহণ করাইবার জন্য কিম্বা তাঁহাদের নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া গমনাগমনকারী শত্রু স্থলবণিক্‌গণকে লুণ্ঠনার্থ যুদ্ধ করেন নাই। ঐ রূপ অবস্থায় কেবল বিশ্বাসীদিগকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, যখন শত্রুগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা প্রথমে আক্রান্ত হন এবং যখন শত্রুরা ন্যায়-কারণ অভাবে তাঁহাদের প্রতি উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পায়। যাহারা তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁহারা অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এই রূপ যুদ্ধ জাতীয়-আইন ও প্রাকৃতিক-আইনের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। মদিনাবাসিগণ হজরত মহম্মদ (দং) কে কেবল শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য যে, মদিনাবাসিগণ হজরত মহম্মদ (দং) ও আনসারদিগকে মদিনার নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া গমনাগমনকারী কোরেশ স্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠনার্থ যাইতে দেন নাই এবং দিতেন না।

ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দান।

যাঁহারা বলেন, "যাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ না করিবে, খোদাতালা তাহাদের উপর শাস্তি বিধান জন্য বিশ্বাসীদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। যত দিন পর্য্যন্ত বিধর্ম্মিগণ জিজিয়া প্রদান না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশও ইস্‌লামে বিধিবদ্ধ

রহিয়াছে (১)।" কোরেশ ও ইহুদিগণ ইস্‌লামে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই বলিয়া হজরত মহম্মদ (দঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই কিম্বা তাহাদিগকে অগ্রে কোন রূপ শাস্তি বিধান জন্য তিনি খোদাতালার আদেশও প্রাপ্ত হন নাই; অন্য পক্ষে তিনি বলিতেন যে, "তিনি খোদাতালার ধর্ম্ম বিঘোষণকারী ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

"এবং তুমি বলিও, তোমাদের প্রতিপালক হইতেই সত্য হয়, অনন্তর যে ইচ্ছা করিবে বিশ্বাসী হইবে ও যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিবে পরে কাফের হইবে।" কোরাণ, সুরা ৫, আয়েত ৩০।

"(ঘোরতর যুদ্ধের সময়ে) যদি অংশিবাদিদিগের কোন ব্যক্তি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে খোদাতালার বাক্য যে পর্য্যন্ত শ্রবণ করে, তাহাকে আশ্রয় দেও, অতঃপর আশ্রয়ভূমিতে তাহাকে উপস্থিত কর।" কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৬।

অন্য পক্ষে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, হজরত মহম্মদ (দঃ) কেবল আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মদিনায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপনের পর যদি তিনি কোরেশ ও তাহাদের মিত্রদলের ক্রমিক আক্রমণে বাধা প্রদান না করিয়া আত্মরক্ষার্থে অবহেলা করিতেন, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে, তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেন। মোট কথা এই যে, তাঁহারা কেবল তাঁহাদের জীবন ও ধর্ম্মের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত কারণ বশতঃ ঐ সকল যুদ্ধকে ধর্ম্ম-যুদ্ধ বা জেহাদ বলা যায়, যেহেতু ঐ সকল যুদ্ধের মূলভিত্তি ধর্ম্মের উপরই স্থাপিত ছিল। কারণ মুসলমানেরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম অর্থাৎ পৌত্তলিকা ত্যাগ করিয়া একমাত্র সত্যস্বরূপ খোদাতালার উপাসনা করিবার জন্য ইস্‌লাম গ্রহণ

(1) Islam under the Arabs, by Major R. D. Osborne, P. 27.

করায় কোরেশদিগের দ্বারা উৎপীড়িত ও জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সার উইলিয়ম মুর ভ্রমে পতিত হইয়া বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যুদ্ধের আদেশ ইস্‌লামে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন, "বাস্তবিক উৎপীড়ন ও বিদ্রোহিতায় বিশ্বাসিগণ মক্কাত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লামের জয়লাভেই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য সকল প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যত দিন পর্য্যন্ত সমগ্র ধর্ম্ম খোদাতালার জন্য না হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল (১)।"

উপরোক্ত দোষারোপের খণ্ডনার্থ আমরা কোরাণ শরিফের কতকগুলি আয়েতের অনুবাদ করিয়া দিতেছি—

"যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, খোদাতালার পথে তোমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, কিন্তু তাহাদিগকে প্রথমে আক্রমণ করিয়া সীমালঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় খোদাতালা সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে প্রেম করেন না।" কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ১৯০।

"এবং যেখানে তাহাদিগকে পাইবে সংহার কর, এবং তাহারা তোমাদিগকে যে স্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে নির্ব্বাসিত কর, কারণ হত্যা অপেক্ষা উৎপীড়ন (ফেৎনা) কিম্বা বিদ্রোহিতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতা গুরুতর; কিন্তু মস্‌জেদল-হারামের নিকটে তাহারা সংগ্রাম না করিলে, তোমরা (তথায়) তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও না, পরন্তু যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে (তথায়) সংগ্রাম করে, তোমরাও তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও—কাফেরদিগের এই শাসন।" কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ১৯১।

"কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত রহিলে নিশ্চয় খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ১৯২।

(1) Life of Mohamet, Vol. III, p. 79.

"যে পর্য্যন্ত উৎপীড়ন, অত্যাচার ও ধর্ম্মদ্রোহিতা (ফেৎনা) বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধ খোদাতালার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর। কিন্তু যদ্যপি তাহারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীর উপর ব্যতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই।" কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ১৯৩।

উপরোক্ত আয়েতগুলিতে, বিশেষতঃ শেষ আয়েতটীতে সাধারণভাবে দেখা যাইতেছে যে, আত্মরক্ষা, শান্তিস্থাপন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা এবং ফেৎনা অর্থাৎ উৎপীড়ন ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় প্রতিবন্ধকতার জন্য যুদ্ধের আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

উৎপীড়ন ও ধর্ম্মদ্রোহিতায় প্রতিবন্ধক দেওয়াতে ইস্‌লামধর্ম্ম পৌত্তলিকতা দূরীকরণ কার্য্য হইতে স্বাধীন হইয়াছিল অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে, খোদাতালার জন্য সমগ্র ধর্ম্ম হইয়াছিল অর্থাৎ যখন মুসলমানেরা স্বাধীন হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন ধর্ম্মের জন্য উৎপীড়িত হন নাই এবং ইস্‌লাম ত্যাগ করিয়া প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে বাধ্য হন নাই, তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম পবিত্র এবং স্বাধীন হইয়াছিল। তখন বাধ্য হইয়া খোদাতালার অংশী স্থাপন করিতে হইবে, এ ভয় আর ছিল না।

ঐ সকল আয়েত আবার কোরাণ শরিফের সুরায় আনুকূলে পুনরায় উক্ত হইয়াছে—

"যাহারা কাফের হইয়াছে, তাহাদিগকে বল, যদ্যপি তাহারা ফিরিয়া আসে, (১) তবে যাহা কিছু গত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ক্ষমা করা যাইবে, কিন্তু যদি তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে (২), তবে নিশ্চয়

---

(১) আক্রমণ উৎপীড়ন কার্য্য এবং তোমাদের গৃহে প্রবেশ এবং পবিত্র মসজেদ দর্শনে প্রতিবন্ধক দান হইতে।

(২) অর্থাৎ যদ্যপি তাহারা পুনরায় আক্রমণ করে এবং অগ্র আক্রমণে দোষী হয়।

পূর্ব্বতনদিগের রীতি গত হইয়াছে (৩)।” কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৩৮।

“যে পর্য্যন্ত ফেৎনা অর্থাৎ উৎপীড়ন ও ধর্ম্মদ্রোহিতা না থাকে এবং খোদাতালার জন্য সমগ্র ধর্ম্ম না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, এবং যদি তাহারা ফিরিয়া আসে, তবে তাহারা যাহা করিবে, নিশ্চয় খোদাতালা তাহার দ্রষ্টা।” কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৩৯।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কোরেশগণ অত্যাচারে প্রতিনিবৃত্ত না হইলে এবং তাহাদের ফেৎনায় প্রতিবন্ধক দিবার জন্য ইস্‌লামে যুদ্ধের আদেশ রহিয়াছে, এবং যখন তাহাদের উৎপীড়ন ও অত্যাচার দমন হইবে কিম্বা থাকিবে না, তখন ইস্‌লামধর্ম্ম খোদাতালার জন্য সমগ্র ধর্ম্ম হইবে ও তাঁহারা খোদাতালার অংশী স্থাপন করিতে বাধ্য হইবে না।

সার উইলিয়ম মুর হজরত মহম্মদের (দং) মদিনায় অবস্থানকালের ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া বলেন, “যেখানে কাফেরদিগকে পাও, হত্যা কর,’ ইহাই তখন তাঁহার ইস্‌লামের মূলমন্ত্র ছিল (৪)।” তিনি এই রূপে হজরত মহম্মদের (দং) উপর নানা প্রকার দোষারোপ করিয়াছেন। আমরা তাহার সকলগুলির উল্লেখ করিলাম না; কারণ তিনি এক সময়ে হজরতের পক্ষাবলম্বন করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, আবার আর এক সময়ে তাহারই বিপরীত কথা বলিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সেই সকল দোষারোপের প্রত্যেকটীর দোষ খণ্ডনে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রধান প্রধান দুই একটী দোষারোপের খণ্ডন করিয়া ক্ষান্ত হইব। তিনি বলেন যে, হজরতের জীবনের শেষ অবস্থায় অর্থাৎ অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হইতে কেবল তিনি বল প্রয়োগে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু

(৩) ইহার অর্থ—যাহারা বদর ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছে।

(৪) The Life of Mohamet, Vol, IV, 319, p.

আর এক স্থানে তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, "যখন বিনা প্রতিবন্ধকে মক্কা নগর হজরতের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তখন অধিবাসিগণ দলে দলে আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে লাগিল"। ইহার পর বৎসর হইতে উৎপীড়ন ও অত্যাচার দূরীভূত হওয়াতে আরবের চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে লোক সকল আসিয়া কিম্বা দূত প্রেরণ দ্বারায় ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সময়ে ত বল প্রয়োগে ধর্ম্মপ্রচারের বিষয় কোন ইতিহাসে দেখা যায় না।

হজরত মহম্মদ (দঃ) মদিনায় অবস্থানকালে জনসাধারণের নিকট কেবল ইস্‌লামের পবিত্র আদেশ প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে তিনি স্পষ্টই বল প্রয়োগে ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিবাদ করিতেন।

হজরত মহম্মদের (দঃ) মদিনায় অবস্থানকালে কোরাণ শরিফের যে সকল আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল, নিম্নে তাহার কতকগুলির অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে; ইহাতেই সার উইলিয়ম মুরের অন্যায় দোষারোপের কতকটা খণ্ডন হইবে।

"নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী (মুসলমান), যাহারা মুসায়ী ও যাহারা ঈসায়ী এবং যাহারা অধার্ম্মিক,—তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খোদাতালার উপর ও শেষদিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকার্য্য করে, খোদাতালার নিকট তাহাদের পুরস্কার আছে; তাহাদের ভয় নাই, তাহারা শোক পাইবে না।" কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ৫৯।

"যাহারা গ্রন্থ প্রাপ্ত ও যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদিগকে বল, তোমরা কি খোদাতালার উপর আত্মসমর্পণ করিতেছ? যদ্যপি তাহারা মুসলমান হয়, তবে তাহারা নিশ্চয় পথ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু যদ্যপি বিমুখ হয়, তবে সুসমাচার প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি অন্য কিছু নহে; এবং খোদাতালা দাসদিগের প্রতি দৃষ্টিকারী।" কোরাণ, সুরা ৩, আয়েত ১৯।

"প্রেরিত-পুরুষের প্রতি প্রচার কার্য্য বৈ নহে, তোমরা যাহা প্রকাশ্যে কর ও যাহা গুপ্ত রাখ, খোদাতালা তাহা জ্ঞাত হন।" কোরাণ, সুরা ৫, আয়েত ৯৯।

"বল (হে মহম্মদ) তোমরা খোদাতালার অনুগত থাক ও তাঁহার প্রেরিত-পুরুষের অনুগত থাক; কিন্তু যদি তোমরা (হে লোকসকল) বিমুখ হও, তবে তাহার কর্ত্তব্য ভার তাহার প্রতি অর্পিত ও তোমাদের কর্ত্তব্য ভার তোমাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, ইহা বৈ নহে। এবং যদ্যপি তোমরা তাঁহার আজ্ঞাকারী হও, তবে পথ প্রাপ্ত হইবে, প্রেরিত-পুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার করা বই নহে।" কোরাণ, সুরা ২৪, আয়েত ৫৩।

"ধর্ম্মের জন্য বল প্রয়োগ নাই, নিশ্চয় পথভ্রান্তির পর পথ প্রকাশ পাইয়াছে; অতঃপর যে ব্যক্তি তাগুতের (১) প্রতি বিমুখ হইয়া খোদাতালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, নিশ্চয় সে দৃঢ় অবলম্বনকে ধারণ করিবে, তাহা ছিন্ন হইবে না; এবং খোদাতালা শ্রোতা ও জ্ঞাতা।" কোরাণ, সুরা ২ আয়েত ২৫৭।

"যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা পালন করে, নিশ্চয় সে খোদাতালার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে, যাহারা তোমাকে অমান্য করে, আমি তোমাকে তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।" কোরাণ, সুরা ৪, আয়েত ৮০।

"যেখানে কাফেরদিগকে পাও, হত্যা কর" ইহা কখনই ইস্লামের মূল মন্ত্র নহে। কেবল আত্মরক্ষার জন্য এই আদেশটী আর যাহারা

(১) প্রতিমূর্ত্তির নাম—বিশেষতঃ মক্কাবাসীদিগের পুরাতন প্রতিমা আলাৎ এবং ওজ্জাকে বুঝায়।

মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

কোরাণ শরিফের দ্বিতীয় সুরার ১৯১ আয়েত এবং অষ্টম সুরার ৩৯ আয়েত মুসলমানদিগকে অগ্রে-আক্রমণকারী মক্কাবাসীদিগের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সকল আয়েতের উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে অত্যাচার ও উৎপীড়ন বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সার উইলিয়ম মুর "ফেৎনা" শব্দটী ভুলক্রমে "প্রতিবন্ধক (Opposition)" শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন; তিনি আবার নিজে ৮৫ সুরার দশম আয়েতস্থ "ফাতানু" (২) শব্দটী "উৎপীড়ন" শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন। উক্ত আয়েতটী তিনি যেরূপভাবে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা এই; "Verily, they who persecute the believers, male and female, and repent themselves not. অর্থাৎ নিশ্চয়, যাহারা বিশ্বাসীদিগের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি উৎপীড়ন করে এবং অনুতাপ না করে (৩)।" আমরা জানি না যে, কেন তিনি একটী শব্দের দুই স্থানে অর্থাৎ ২য় সুরার ১৯১ আয়েতে এবং ৮ম সুরার ৩৯ আয়েতে দুই প্রকার অর্থ করিলেন।

—০—

স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণ।

হজরত মহম্মদের (দঃ) ইউরোপীয় জীবনচরিত লেখকেরা বলেন যে, সুরিয়া হইতে গমনাগমনকারী কতিপয় কোরেশ স্থলবণিক্ হেজরতের পরেই মুসলমানদিগের দ্বারায় আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েকটী আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন—

(২) "ফেৎনা" শব্দের তৃতীয় পুরুষ, বহুবচনে অতীতকালে ফাতানু"।

(3) Life of Mohamet, Vol. II, P. 147, foot-note.

(১) হজরত মহম্মদের মদিনায় আসিবার ৭মাস পরে আবুজহল কর্ত্তৃক পরিচালিত একদল স্থলবণিক্ হামজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

(২) ইহার এক মাস পরে আবুসোফিয়ান কর্ত্তৃক পরিচালিত এক দল স্থলবণিক্‌কে আক্রমণ করিবার জন্য ওবেদা প্রেরিত হইয়াছিলেন।

(৩) আবার এক মাস পরে কোরেশ স্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠন করিবার জন্য সায়াদ একদল মুসলমান সহ তাহাদের গমনাগমনের পথ পার্শ্বস্থ ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন।

(৪) হেজরতের প্রায় ১২ মাস পরে হজরত মহম্মদ (দং) স্বয়ংই আবোয়াতে কোরেশস্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠনার্থ গিয়াছিলেন।

(৫) ইহার পর মাসে হজরত মহম্মদ (দং স্বয়ং সুরিয়া হইতে প্রত্যাগত বহুমূল্য পণ্যদ্রব্যসম্বলিত ওমিয়া-বেন-খালফ্ কর্ত্তৃক পরিচালিত স্থলবণিক্‌দিগকে বিনষ্ট করিতে বোয়াতে গিয়াছিলেন।

(৬) ইহার ২।৩ মাস পরে সুরিয়া হইতে প্রত্যাগত বহুপণ্যদ্রব্যসমন্বিত আবু সোফিয়ান কর্ত্তৃক-পরিচালিত স্থলবণিক্‌দিগকে আক্রমণার্থ হজরত মহম্মদ (দং) ওশেয়ারায় গমন করেন।

সার উইলিয়ম মুর বলেন যে, ঐ সকল আক্রমণে মুসলমানেরা সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই (১)।

(৭) দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে কয়েকজন মুসলমান, কোরেশ স্থলবণিক্‌দিগকে লুণ্ঠনার্থ নেখলায় লুক্কায়িতভাবে ছিলেন এবং কোরেশদিগের একজন দূতকে হত্যা করেন আর দুই জনকে বন্দী করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ মদিনায় ফিরিয়া আসেন। হজরত মহম্মদ (দং) তাহা দেখিয়া আবদুল্লা-বেন-জাহসকে বলেন "আমি তোমাকে পবিত্র মাসে কখন যুদ্ধ করিতে বলি নাই।"

(1) Life of Mohamet Vol, III. pp. 64—69.

(৮) পূর্ব্ববর্ণিত স্থলবণিক্‌গণ মুসলমানদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ায় হজরত মহম্মদ (দঃ) পুনরায় তাহাদিগের আক্রমণের অপেক্ষায় ছিলেন, ইহাতেই প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ সংঘটন হয়।

(৯) ১ম ও ২য় হিজরিতে অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পূর্ব্বে মক্কার স্থল-বণিক্‌গণ এইরূপে মুসলমানদিগের দ্বারায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক কোরেশ স্থলবণিক্‌গণ আর একবার আক্রান্ত হইয়াছিল, যাহা ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটন হয়, কিন্তু তাহাতে মুসলমানেরা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আমরা উপরোক্ত দোষারোপের খণ্ডনের জন্য পূর্ব্বে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি এবং বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বা হাদিসে উহার কোনরূপ বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাহাও দেখাইয়াছি।

হজরত মহম্মদ (দঃ) ও তাঁহার শিষ্যবর্গ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া-ছিলেন, তাহাতে যে তাঁহারা বৈরসাধন বা লুণ্ঠনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রেরিত-পুরুষ যেস্থানের অধিবাসীদিগের নিকট আশ্রয় অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং যাহাদের যত্নে তিনি সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই মদিনাবাসিগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এই রূপ পবিত্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত তিনি অগ্র-আক্রমণকারী না হইবেন, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাকে স্বকীয় স্ত্রীপুত্রের ন্যায় শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন (১)। হজরত মহম্মদও (দঃ) লুণ্ঠন কার্য্য বা আক্রমণ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না

(১) "মদিনাবাসিগণ প্রেরিত-পুরুষকে কেবল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, কিন্তু তাঁহার সহিত যোগ দিয়া কোরেশদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।" Muir's Life of Mohamet, Vol. III. p. 64.

বলিয়া তাঁহাদের সহিত পবিত্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন (১)। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোরেশ স্থলবণিক্‌দিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে মদিনাবাসিগণ কখনই হজরত মহম্মদকে (দং) পরামর্শ দেন নাই, কিম্বা তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া স্থলবণিক্‌-দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মুসলমানদিগের দ্বারায় মক্কার স্থলবণিক্‌দিগের আক্রমণের বিষয় হজরত মহম্মদের (দং) জীবনচরিত লেখকেরা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যদি সেইরূপ ঘটনাগুলি বাস্তবিকই সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ইহা কি আরববাসীদিগের জাতীয় আইন কিম্বা পুরাকালীন যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আইনের সম্পূর্ণ অনুমোদিত? কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মক্কাবাসিগণ প্রথমে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাঁহাদের উপর অসহনীয় উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের প্রিয় জন্মভূমি মক্কানগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল। আরও তাহারা নূতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল; ঐ সকল অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিষয় এবং জাতীয় আইন ও প্রাকৃতিক আইনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমানেরা তাহাদের সম্পত্তি ও গৃহাদি পুনরুদ্ধারের জন্য উৎপীড়নকারীদিগের বিরুদ্ধে আইন ও ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিতেন। যখন

(১) পরম্পরাগত বর্ণনানুসারে ওবাদা-বেন-সামাতের বর্ণিত বিষয় প্রসিদ্ধ হাদিস সংগ্রাহক বোখারি এইরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রেরিতপুরুষের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন নকিব ছিলাম। আমরা এইরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমরা খোদাতালার অংশী স্থাপন করিব না এবং চুরি করিব না এবং ব্যভিচার করিব না এবং হত্যা করিব না এবং লুণ্ঠন করিব না।" সহি বোখারি।

মক্কাবাসিগণ আপনা হইতেই মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তখন আত্মরক্ষা ও যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আইনানুসারে মুসলমানেরা শত্রুদিগের সম্পত্তি ধ্বংস এবং বাণিজ্যের উন্নতিপথ রুদ্ধার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কারণ, "যখন কোন রাজ্য অন্য কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হয়, তখন ইহা সাধারণ নিয়ম যে, যে কোন প্রকারে শত্রুর সম্পত্তি যে কোন স্থানে পাওয়া যাইবে, তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত ; এইরূপে শত্রুদিগের যে সকল সম্পত্তি হস্তগত হয়, তাহা বিজেতাগণ নিজে কিম্বা লুণ্ঠনকারিগণ ব্যবহার করিতে পারে (১)।"

—:*:—

যুদ্ধের বন্দীদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহার।

হজরত মহম্মদ (দং) সকল সময়ে যুদ্ধ-বন্দীদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিতেন এবং পুরাতন রীত্যনুসারে বন্দীদিগকে হত্যা করাকে অন্যায় বলিতেন, আর কোরাণ শরিফেও বন্দীদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহারের আদেশ বিধিবদ্ধ রহিয়াছে।

"এবং যখন তোমরা ধর্ম্মবিরোধীদিগের সঙ্গে (রণক্ষেত্রে) মিলিত হও, তখন সে পর্য্যন্ত তাহাদের কণ্ঠ ছেদন করিও, যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অধিক ধ্বংস কর এবং দৃঢ় বন্ধন কর।" কোরাণ, সুরা ৪৭, আয়েত ৪।

"তৎপরে হয় হিত সাধন কর, না হয় অর্থাদি বিনিময় গ্রহণ কর, যে

(1 Wheaton's Eliments of International Law P. 419;
Lieber,'s Miscellaneous Writings; Political Science. Vol II, P. 250

পর্য্যন্ত যুদ্ধকর্ত্তা তাহার (যুদ্ধের) অস্ত্র সকল পরিত্যাগ না করে।" কোরাণ, সুরা ২৭, আয়েত ৫।

বদরের যুদ্ধবন্দীদিগের সম্বন্ধে সার্ উইলিয়ম মুর্ বলেন, "(হজরত) মহম্মদের (দং) আদেশানুসারে মদিনাবাসিগণ ও মহাজেরগণ বন্দী-দিগকে গ্রহণ করিলেন ও তাহাদের প্রতি দয়ালু ব্যবহার প্রদর্শন করিলেন"। শেষে ঐ বন্দিগণ বলিয়াছিলেন, "মদিনাবাসীদিগের উপর খোদাতালার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হউক! কারণ তাঁহারা পদব্রজে গমনা-গমনের কষ্ট সহ্য করিয়া আমাদিগকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে গমনাগমন করিতে দিতেন; যখন রুটির অভাব হইত, তখন তাঁহারা আমাদিগকে রুটি খাইতে দিয়া নিজেরা খেজুর খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন।" ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, বদরের যুদ্ধ সংঘটন হইবার কয়েক দিন পরে ঐ বন্দি-গণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন অর্থ বিনিময়ে কোন কোন বন্দীকে বন্দীমুক্ত করিবার জন্য আসিয়া দেখিতে পাইল যে, বন্দিগণ স্বইচ্ছায় ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছে। সেই সময়ে হজরতও তাহাদিগকে বিনা অর্থে বন্দীমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন (১)।

বনি মোস্তালিকের বন্দিগণ বিনা অর্থে মুক্তি লাভ করিয়াছিল (২)।

অষ্টম হিজরিতে হোনেন যুদ্ধে বনি হাওয়াজেনেরা বন্দী হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিনা অর্থে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। হজরত মহম্মদ (দং) হোনেন যুদ্ধের বন্দীদিগের মধ্যে নিজের অংশস্থ বন্দীদিগকে বিনা অর্থে ছাড়িয়া দিলেন দেখিয়া মক্কা ও মদিনাবাসিগণ আনন্দ সহকারে স্ব স্ব

(1) Muir's Life of Mohamet, Vol. II, PP. 122 and 123.
(2) Muir's Life of Mohamet, Vol. P. 243.

অংশস্থ বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন (১)। এইরূপে ৬০০ শত বন্দী বিনা অর্থে মুক্তিলাভ করিল (২)।

ষষ্ঠ হিজরীতে যখন হজরত মহম্মদ (দং) হোদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন কেহ বলেন, ৮০ জন (৩), কেহ বলেন, ৪০।৫০ জন (৪) কোরেশ হজরতের শিবিরের পার্শ্বস্থ মুসলমানদিগকে হত্যা করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এমন কি, তাহারা তীর ও প্রস্তর খণ্ড দ্বারায় হজরতের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল। সেই সময়ে তাহারা মুসলমান-দিগের দ্বারায় ধৃত হইয়া হজরতের নিকট নীত হইলেন, তিনি স্বকীয় ঔদার্য্যগুণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন ও বন্দীমুক্ত করিয়া দিলেন।

যখন একাদশ হিজরীতে খালেন-বেন-অলিদ, বনি জাজিমাকে ইস্‌লাম গ্রহণার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাদের উপর জয়লাভ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোককে বন্দী ও কতকগুলি লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ইহাতে কয়েক জন বিজ্ঞ মুসলমান কোরাণ শরিফের আদেশানুসারে বন্দীদিগকে অর্থ বিনিময়ে কিম্বা বিনা অর্থে বন্দীমুক্ত করিয়া না দিয়া তিনি অন্যায় কাজ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করেন। হজরত মহম্মদ (দং) এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বড় অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হইয়া দুইবার বলেন, "হে খোদাতালা! খালেদ যাহা করিয়াছে, আমি তাহাতে নির্দ্দোষী (৫)।"

---

(1) Muir's Life of Mohamet, Vol. IV. PP. 148 and 149.

(২) এবনে হেশাম পৃঃ ৮৫৭।

(৩) এবনে হেশাম পৃঃ ৭৪৫।

(৪) মোস্‌লেমের মতানুসারে।

(৫) এবনে হেশাম, পৃঃ ৮৩৩ ও ৮৩৫।

বনি কোরায়জা হত্যা।

মক্কার নিকটস্থ বনি কোরায়জা নামক একটী ইহুদী সম্প্রদায় অগ্র আক্রমণকারী শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে মদিনা রক্ষা করিবার জন্য মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে যখন ছয় সহস্র কোরেশ ও অন্যান্য অসংখ্য বেদুইন সম্প্রদায় দ্বারা মদিনা আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন বনি কোরায়জা মুসলমানদিগের সহিত যোগ না দিয়া সন্ধি ভঙ্গপূর্ব্বক মদিনা অবরুদ্ধকারী শত্রুদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর বনি কোরায়জা মুসলমানদিগের দ্বারায় আক্রান্ত হয়; তখন মুসলমানদিগের মধ্যে কয়েক জন মধ্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে অগ্রসর হন, তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যে যুদ্ধ-বন্দী বলিয়া নিহত হইয়াছিল, তাহা নহে, যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী বলিয়া জাতীয় আইনানুসারে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করা হইয়াছিল; কেন না শত্রুগণকর্ত্তৃক মদিনা অবরুদ্ধকালে তাহারা মদিনার বিরুদ্ধে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। বনি কোরায়জার সহিত মুসলমানদিগের প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ যুদ্ধ সংঘটন হয় নাই, তাহারা কেবল মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া শত্রুদিগের সাহায্য করিয়াছিল এবং দেশ মধ্যে অধিক পরিমাণে বিদ্রোহিতা বৃদ্ধি করিয়াছিল বলিয়া, তাহারা মুসলমানদিগের দ্বারায় আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা যুদ্ধ বন্দী নহে। এমন কি, এরূপ বন্দিগণকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যুদ্ধের কষ্ট ভোগ করান উচিত ছিল।

"যুদ্ধের আইনানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহী সৈন্যগণের দলপতি কিম্বা সরদার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হইবে (১)।"

(1) Miscellaneous Writings of Francis Lieber, Vol. VII. Contributions to Political Science. P. 273.

বনি কোরায়জার সমুদয় লোক নিহত হয় নাই, কিম্বা সমুদয় পুরুষ বন্দীও নিহত হয় নাই (১)।

অতি অল্প সংখ্যক মাত্র বনি কোরায়জা নিহত হইয়াছিল। তাহারা হজরত মহম্মদের (দঃ) আদেশানুসারে নিহত হয় নাই কিম্বা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ স্বর্গীয় আদেশ অবতীর্ণ হয় নাই, কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতে ইহার বিষয় স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে—

"এবং গ্রন্থধারীদিগের (ইহুদীদিগের) যাহারা তাহাদিগকে (ষড়যন্ত্রকারীদিগকে) সাহায্য দান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গ সকল হইতে নামাইলেন ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিলেন, তোমরা তাহাদের এক দলকে হত্যা, এক দলকে বন্দী করিতেছিলে।" কোরাণ, সুরা ৩৩, আয়েত ২৬।

উপরোক্ত আয়েতে বনি কোরায়জাদিগকে হত্যা ও বন্দীর বিষয় এবং তাহারা যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, তাহার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে।

অবশিষ্ট বনি কোরায়জা বিনা অর্থে কিম্বা অর্থ বিনিময়ে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। আমরা এবনে-সৈয়দ-উল-নাসের "ওইউনল-আসারে" অর্থ-বিনিময়ে মুক্তির বিবরণ পাঠ করিয়াছি। ওসমান-বেন-আফ্ফান এইরূপে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সার উইলিয়ম মুর্ বলেন যে, "মুসলমানগণ বনি কোরায়জার অবশিষ্ট স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণকে অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে নজ্দের বেদুইন সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন (২)। কিন্তু ইহার কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া

(১) কতিপয় কোরায়জা বন্দী হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জোবায়-এবনে-বাতা এবং রাফেয়ও ছিলেন ; হজরত মহম্মদ (দঃ) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

(2) Muir's Life of Mohamet, Vol. III, P. 279.

যায় না। আবুল মোতামার সোলেমান প্রণীত "হজরত মহম্মদের (দঃ) যুদ্ধযাত্রা" নামক পুস্তকে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

"বনি কোরায়জার নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য মুসলমানেরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে হজরত মহম্মদ (দঃ) ১৭টী অশ্ব লইয়া সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। অবশিষ্ট দ্রব্যাদি যাহা ছিল, তাহা দুইভাগে বিভাগ করিয়া অর্দ্ধেক সিরিয়ায় সায়াদ-বেন-ওব্বাদকে পাঠাইয়া দেন, আর অর্দ্ধেক ঘাতাফানদিগের দেশে আনস-বেন-কোয়েজিকে পাঠাইয়া দেন; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দেন যে, তাঁহারা তথায় ঘোড়ার বংশবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে বিশেষ লাভবান হইবেন। তাঁহারাও হজরতের উপদেশানুসারে সেইরূপ করিয়া অশ্বদল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

বনি কোরায়জার হত্যা সংখ্যা খৃষ্টান লেখকেরা অতিরঞ্জিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ৭০০ হইতে ৮০০ জন বনি কোরায়জা মৃত্যুমুখে পাতিত হইয়াছিল, কিন্তু হাদিস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বনি কোরায়জার যুদ্ধ অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ৩০০ বর্ম্ম ৫০০ ঢাল এবং ১৫০০ খড়্গ ছিল। বোধ হয়, যুদ্ধের সরঞ্জাম সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে (১)। কিন্তু যোদ্ধাদিগের সঙ্গে অধিক সংখ্যক অস্ত্র শস্ত্র থাকা সম্ভব, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমাদের বিবেচনায় ২।৩ শত বীর পুরুষের অধিক এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না। এমন কি, ২০০ যুদ্ধ বন্দী বলিলেও অত্যুক্তি হয়। বেস্ত-অল হারেসের যে গৃহে বন্দিগণ রাত্রিতে বন্দী-অবস্থায় ছিল, সেই

(১) এস্থলে খালদুনের মন্তব্য দেখ।

গৃহে ২০০ লোকের স্থান হওয়া অসম্ভব (১)। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষ বন্দীগুলি ওসমান-বেন-জয়দের গৃহে আর স্ত্রী ও শিশু সন্তানগুলি বেন্ত-অল-হারেসের গৃহে বন্দী অবস্থায় ছিল (২)।

যুদ্ধ সম্বন্ধে শেষ কথা।

তওবা সুরার ৫ম আয়েতে বাস্তবিকই অগ্র আক্রমণের আদেশ রহিয়াছে। মক্কাবাসিগণ হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করিয়া হজরত মহম্মদের (দং) সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ বনি খোজায়াকে আক্রমণ করার পর মদিনায় কোরাণ শরিফের যে সকল আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইহা সেই সকলের মধ্যে একটী। এই আয়েতের দ্বারায় মক্কাবাসিদিগকে অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য ৪ মাস সময় দেওয়া হইয়াছিল, যদি তাহারা ইহার মধ্যে অধীনতা স্বীকার না করে, তাহা হইলে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বনি খোজায়াকে আক্রমণ অপরাধে তাহারা আক্রান্ত হইবে। কিন্তু তাহারা পূর্ব্বেই অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং বিনা প্রতিবন্ধকে মক্কা নগর হজরতের অধীনতা স্বীকার করিল। তজ্জন্য যুদ্ধ সংঘটন হয় নাই।

বকর সুরার ১৯৩ আয়েতে যুদ্ধের আদেশ সম্পূর্ণরূপে বিধিবদ্ধ হয় নাই। উক্ত সুরার ১৯০, ১৯১, ১৯২, এবং ১৯৩ আয়েতগুলি একত্রে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কেবল আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের আদেশগুলি উহাতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আয়েতগুলি এই :—

(১) এবনে হেশাম পৃষ্ঠা ৬৮৯।

(২) হালাবী প্রণীত ইনসানুল ওয়ুন দেখ।

"যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, খোদাতালার পথে তাহাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর, কিন্তু তাহাদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিয়া সীমা লজ্ঘন করিও না। নিশ্চয় খোদাতালা সীমা-লজ্ঘনকারিদিগকে প্রেম করেন না।"

"যেস্থানে তাহাদিগকে পাইবে সংহার কর এবং তাহারা তোমা-দিগকে যেস্থান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত কর, (ফেৎনা) অত্যাচার, উৎপীড়ন ও ধর্ম্মদ্রোহিতা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর; তত্রাচ মসজেদল-হারামের নিকটে সংগ্রাম না করিলে তোমরা তাহাদিগের সহিত (তথায়) সংগ্রাম করিও না, কিন্তু যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে (তথায়) সংগ্রাম করে, তোমরাও তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিও, কাফেরদিগের এই শাসন।"

"কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত থাকিলে নিশ্চয় খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

"যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মদ্রোহিতা (ফেৎনা) বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধ খোদাতালার ধর্ম্ম প্রতিষ্টিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর, কিন্তু যদি তাহারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীর উপর ব্যতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই।" কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩।

২য় সুরার ১৯০ আয়েত ভিন্ন কোরাণ শরিফের সুরায় আন্‌ফলের ৪০ আয়েতে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের আদেশ দেখা যায়। অত্যাচার, উৎপীড়ন, অগ্র-আক্রমণ এবং ধর্ম্মদ্রোহিতা ঐ দুই আয়েতের এক "ফেৎনা" শব্দে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানেরা ঐ সকল দূরীকরণ জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং উহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, তাহাদের অত্যাচার দূরীকরণ জন্য আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

উহাতে আরও দেখা যাইতেছে যে, যদি তাহারা মুসলমানদিগকে অগ্রে আক্রমণ বা উৎপীড়ন না করে, তাহা হইলে আর যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইবে না। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইল যে, ঐ সকল আয়েতে হজরত মহম্মদের (দঃ) আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

হজরত মহম্মদ (দঃ) অগ্র আক্রমণকারী নহেন।

আমরা কোরাণ শরিফের কয়েক স্থান অনুবাদ করিয়া দেখাইয়াছি যে, হজরত মহম্মদ (দঃ) কখনই অগ্র আক্রমণকারী নহেন। তাঁহার প্রেরিতত্ব লাভের পর হইতে যত দিন পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি উৎপীড়িত, ঘৃণিত ও আত্মীয় স্বজন বিবর্জ্জিত এবং অবশেষে মক্কার শত্রুদিগের দ্বারা জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া দূরবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় অন্বেষণে বাধ্য হন, শত্রুগণ তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে নির্ব্বাসিত, আক্রান্ত, অবরুদ্ধ ও পরাজিত করিয়া মক্কায় প্রত্যাগমনে ও পবিত্র মসজেদ দর্শনে প্রতিবন্ধক দিত। অধিকন্তু মক্কাস্থ ঐ সকল ঘোরতর শত্রুগণ আরবের চতুর্দ্দিকস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়কে হজরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, এমন কি, মদিনার মধ্যস্থিত ইহুদীগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাহারা (মদিনাবাসী ইহুদীগণ) মক্কার ষড়যন্ত্রকারী কোরেশদিগের অপেক্ষা কোন ক্রমে অল্প অগ্রআক্রমণকারী ছিল না; এমন কি, তাহারা কোরেশদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তলে তলে উত্তেজিত করিত এবং

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগণ্য শত্রুসৈন্য আনাইয়া মদিনা অবরুদ্ধ করাইয়াছিল, তাহারা এই সকল কার্য্যে কোরেশদিগের অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, সুতরাং কোরেশগণ অপেক্ষা ইহারা মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু ছিল। সুতরাং হজরত মহম্মদ (দং) এই সময়ে সর্ব্বদা বিপদ ও উৎপীড়নের মধ্যে অবস্থিতি করিতেন, সুতরাং এই রূপ অবস্থায়, পতিত হইয়া শত্রুদিগকে অগ্রআক্রমণ ও তরবারিবলে ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে কতদূর অসম্ভব ছিল, তাহা সকলেই সহজে বিবেচনা করিতে পারেন। কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। হজরত মহম্মদ (দং) শত্রুদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়াও কখন খোদাতালার সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে বিরত হন নাই। অসাধারণ সহিষ্ণুতা সহকারে তিনি সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক মাত্র সত্য স্বরূপ খোদাতালার উপাসনা দেশ মধ্যে প্রচলিত করেন। যখন ইস্‌লামের পবিত্র জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের নিকট বিকশিত হইতে লাগিল, তখন দলে দলে পৌত্তলিক ও ইহুদী প্রভৃতি আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ অধিবাসিগণ ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে লাগিল। সত্যের পথ রোধ করে কে? সত্যস্বরূপ ইস্‌লাম ঝটিকাঘাতে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা রূপ ভস্মরাশি কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার আর চিহ্ন মাত্র রহিল না; তখন আরবের অধিবাসিগণ ধর্ম্মবলে অনুদিন বলীয়ান হইতে লাগিলেন। অবশেষে ইস্‌লামের পবিত্র জ্যোতিঃ আরব দেশ অতিক্রমপূর্ব্বক শত সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

একাদশ হিজরির ঘটনাবলী।

মোসায়লেমা-উল-কাজ্জাবের বিবরণ।

হজরত মহম্মদ হাজ্জতল-ভেদা উদ্‌যাপন করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করার অব্যবহিত পরেই ৩ জন লোক আপনাদিগকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া প্রকাশ করে। তাহাদের মধ্যে মোসায়লেমা-বেন-সোমামা প্রধান। এই ব্যক্তি শেষে মোসায়লেমা-উল-কাজ্জাব অর্থাৎ প্রতারক নামে অভিহিত হইয়াছিল। মোসায়লেমা লোহিত সাগর ও পারস্যোপসাগরের মধ্যস্থ ইমামা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিল। যে সময়ে হানিফা বংশোদ্ভবগণ মদিনায় হজরতের নিকট ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আসিয়াছিল, সেই সময়ে মোসায়লেমাও তাহাদের সঙ্গে মদিনায় আগমন করিয়াছিল। হানিফা বংশোদ্ভবগণ মুসলমান হইলে, সে বলিল, "যদ্যপি হজরত মহম্মদ তাঁহার মৃত্যুর পর আমাকে তাঁহার খলিফা করেন, তাহা হইলে আমি ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি।" হজরত মহম্মদ মোসায়লেমার কথা শ্রবণ করিয়া একদিন একটী খর্জ্জুরবৃক্ষ-শাখা হস্তে লইয়া তাহার বাস গৃহে উপনীত হইলেন ও তাহাকে বলিলেন, "খোদাতালা মুসলমানদিগকে যাহা দিতে বলিয়াছেন, তাহাই মুসলমানদিগের সত্ব, তাহা ভিন্ন যদি তুমি আমার নিকট এই সামান্য খর্জ্জুর বৃক্ষের ডালটী চাও, তাহাও পাইবে না।" সে হজরতের কথা শুনিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আপনাকে

ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিল এবং মগু প্রভৃতি অবৈধ দ্রব্যকে হালাল (বৈধ) বলিয়া প্রচার করিয়া দিল। পরে সে সকলকে বলিতে লাগিল যে, নামাজ (উপাসনা) পড়িবার কোন আবশ্যক নাই। তাহার এই কল্পিত ধর্ম্মের মত শ্রবণ করিয়া কুচরিত্র লোকেরা তাহা গ্রহণ করিল। ইহার কিছুদিন পরে সে হজরতকে নিম্নলিখিত রূপে একখান পত্র লিখিয়াছিল—

খোদাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক মোসায়লেমার নিকট হইতে—

খোদাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের নিকট।

"পৃথিবী দুই ভাগ, আমাদের এক ভাগ, আর কোরেশদিগের অপর ভাগ, কিন্তু কোরেশগণ অধিক গ্রহণ করিতেছে।"

হজরত মহম্মদ এই পত্র পাইয়া নিম্নলিখিত রূপে তাহার উত্তর প্রদান করেন—

খোদাতায়ালার ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের নিকট হইতে—

"মিথ্যাবাদী, প্রতারক মোসায়লেমার নিকট।

"পৃথিবী আল্লাহতায়ালার, তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে উহা প্রদান করেন। ধর্ম্মভীরু মানবই পরকালে সুখী হয়।"

মোসায়লেমা হজরতের পত্র প্রাপ্ত হইয়া অতীব রাগান্বিত হইয়া উঠিল এবং কোরাণ শরিফের কয়েকটী আয়েতের অনুরূপ কয়েক পংক্তি লিখিয়া সকলের নিকট পাঠ করিল; তাহা শুনিয়া লোকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। সে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিত। কিন্তু সে যাহা সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিত, আল্লাহতায়ালা তাহার বিপরীত করিতেন।

হজরতের স্বর্গারোহণের পর মোসায়লেমা অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া-

ছিল। হজরত আবুবকর খলিফা পদারূঢ় হইয়া আলিদের পুত্র খালেদের সঙ্গে ২০০০০ সৈন্য দিয়া তাহার বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন, সেও ৪০০০০ সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বহুসংখ্যক বিজ্ঞ মুসলমান হত হইয়াছিলেন। শেষে মোসায়লেমা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু হজরত হামজাহন্তা ওয়াসি পথিমধ্যে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করে।

জয়দের পুত্র ওসামার যুদ্ধ সজ্জার বিষয়।

পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, এক সময়ে সুরিয়ার খৃষ্টানগণ হজরত মহম্মদ প্রেরিত একজন দূতকে হত্যা করিয়াছিল। হজরত তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদানার্থ ২৬শে সফর সোমবারে জয়দের পুত্র ওসামার অধীনে সৈন্য দিয়া ওবনা নামক স্থানে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে মুসলমান সৈন্য একত্রিত হইল। কিন্তু তিনি ২৮শে সফর বুধবারে পীড়িত হইলেন, তথাপি পরদিন প্রাতে ওসামাকে সৈন্যগণের নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে পবিত্র পতাকা দিলেন। ওসামা সেই পতাকা পথিমধ্যে হোসায়েবের পুত্র বুরিদার হস্তে অর্পণ করেন। পরে তিনি মদিনার নিকটস্থ জোরফ নামক স্থানে সৈন্য সংগ্রহার্থ শিবির স্থাপন করেন। এদিকে হজরত মহম্মদ মহাজের ও আন্‌সারদিগের মধ্য হইতে হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান, সায়াদ-বেন-আবিঅক্কাস ও আবু-ওবেদা-বেন-জারাঃ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকগুলিকে ওসামার সমভিব্যাহারে যাইতে

অনুমতি দিলেন, কিন্তু হজরত আলিকে যাইতে বলিলেন না। তিনি ওসামাকে আমিরত্ব (নেতৃত্ব) পদ প্রদান করায় অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, এক জন ক্রীতদাসের পুত্রকে আন্সার ও মহাজেরদিগের উপর আমিরত্ব পদ প্রদান করা অনুচিত হইয়াছে। হজরত সেই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন এবং জ্বর ও শিরঃপীড়া সত্ত্বেও মস্জেদে গিয়া মেম্বরোপরি উপবেশনপূর্ব্বক একটী বক্তৃতা করিয়া সকলকে বলিলেন, "প্রিয় মুসলমানগণ! তোমরা ওসামার সম্বন্ধে কি বলিতেছ? আমি জয়দকে মুতার যুদ্ধে আমির (নেতা) করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধেই বা কি বলিতেছ? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, জয়দ ও ওসামা আমিরের যোগ্য, অধিকন্তু আমার স্নেহপাত্র। এক্ষণে আমার বক্তব্য যে, 'তোমরা ওসামাকে তোমাদের আমির বলিয়া গ্রহণ কর; সে তোমাদের মধ্যে একজন সৎলোক।" এই বলিয়া তিনি গৃহে চলিয়া গেলেন, মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া ওসামার পতাকার চতুর্দ্দিকে একত্রিত হইতে লাগিলেন। সেই রাত্রে হজরতের পীড়া পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। ১০ই রবিয়লআউয়ল তারিখে ওসামা হজরতের নিকট বিদায় লইবার জন্য মদিনায় আগমন করেন, কিন্তু হজরতের পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে সে দিন ওসামার সঙ্গে কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক ওসামার স্কন্ধোপরি নিক্ষেপ করিলেন। ওসামা মনে করিলেন যে, হজরত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সে দিন তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; আবার পরদিন প্রাতে তিনি হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সেই দিন হজরত একটু সুস্থ ছিলেন বলিয়াই ওসামার সহিত কথোপকথন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

পরদিন ১২ই রবিয়লআউয়ল তারিখে ওসামা শিবির হইতে ওবনায়

যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার জননী ওম্মেআয়মন তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, হজরত মহম্মদ মুমূর্ষাবস্থাপন্ন হইয়াছেন। ওসামা এই মর্ম্মবিদারক সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রধান প্রধান সৈন্যসহ মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন, বুরিদা পবিত্র পতাকাটী হজরতের গৃহদ্বারে স্থাপন করিলেন।

অন্তিম কাল।

হজরতের মহম্মদ প্রত্যেক বৎসর একবার সমুদয় কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া হজরত জেব্রিলকে শুনাইতেন, কিন্তু এই বৎসর তিনি তাঁহাকে দুইবার কোরাণ শরিফ শ্রবণ করাইয়াছিলেন; ইহা তাঁহার আসন্ন স্বর্গারোহণের একটী চিহ্ন। তিনি প্রত্যেক বৎসর একবার এতেকাফ (১) করিতেন, কিন্তু এই বৎসর দুইবার এতেকাফ করেন; ইহাও তাঁহার তিরোভাবের আর একটী কারণ।

আবুসয়িদ খাদ্‌রি বলিয়াছেন, "একদিন হজরত মহম্মদ মস্‌জেদে মেম্বরোপরি বসিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলেন, "মুসলমানগণ! আল্লাতায়ালা তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে একজনকে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন যে, জীবিত থাকিয়া পার্থিব ও পারলৌকিক সুখ-সম্ভোগকরণ, এই দুইটীর

(১) যে মস্‌জেদে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া নামাজ পড়ে, সেই মস্‌জেদে কোন সংকল্প করিয়া রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে এক বা ততোধিক দিন বাস করাকে "এতেকাফ" কহে। হজরত মহম্মদ প্রত্যেক বৎসর রমজান মাসে ১০ দিন পর্য্যন্ত মস্‌জেদে এতেকাফ করিতেন, কিন্তু একাদশ হিজরিতে ২০ দিন পর্য্যন্ত এতেকাফ করিয়াছিলেন।

মধ্যে সে একটী মনোনীত করিতে সক্ষম। কিন্তু সেই ভৃত্য পরকালের সুখ-সম্ভোগ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, পার্থিব সুখে প্রলোভিত হয় নাই।" হজরত আবুবকর হজরত মহম্মদের ঐ কথা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অন্যান্য সকলে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, 'হজরত মহম্মদ কোন একজন লোকের কথা বলিয়াছেন, তজ্জন্য হজরত আবুবকর কেনই বা ক্রন্দন করিতেছেন?' কিন্তু অল্পবুদ্ধি মানবগণ সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, হজরত মহম্মদ স্বীয় অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত আবুবকর সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া হজরতের কথার ভাবার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরে হজরত বলিলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে আবুবকরের নিকট আমি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞ। যদি খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতাম, তাহা হইলে আবুবকরের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করিতাম।' পরে তিনি বলিলেন, 'মস্‌জেদের মধ্যে আবুবকরের জানালা ভিন্ন আর যেন কোন জানালা খোলা না থাকে।' যদিও হজরত মহম্মদ স্পষ্টরূপে কাহাকেও আপনার প্রতিনিধি (খলিফা) নিযুক্ত করিয়া যান নাই, তথাপিও উপরোক্ত কথাগুলিতে (হাদিসে) স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার মৃত্যুর পর হজরত আবুবকর খলিফা হন, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। উপরোক্ত কথাগুলি হজরত মহম্মদ তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন।"

পীড়িতাবস্থায় একদিন রাত্রে হজরত মহম্মদ বকি নামক সমাধিক্ষেত্রের পরলোকগত লোকগুলির আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে আদিষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভৃত্য মোয়ায়হেবাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপনীত হইয়া সকলের আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন তৎপরে তিনি মোয়ায়হেবাকে আহ্বান করিয়া বলেন, "মোয়ায়হেবা!

পৃথিবীতে অধিককাল জীবিত থাকিয়া পার্থিব সুখসম্ভোগ করণ আর শীঘ্রই খোদাতায়ালার নিকট প্রত্যাগমন করণ, এই দুইটীর মধ্যে খোদাতায়ালা আমাকে একটী মনোনীত করিয়া লইতে বলিয়াছেন; আমি শেষটীই মনোনীত করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া মোয়ায়হেবা বলিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! আপনি আর কিছুদিন পৃথিবীতে থাকিতে ইচ্ছা করুন, তৎপরে স্বর্গে যাইবেন, তাহা হইলে আমরা আর কিছুদিন আপনার সহবাস সুখ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব।" তখন হজরত বলিলেন, "না, আমি তাঁহার নিকট যাওয়াই স্থির করিয়াছি।" তৎপরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হজরতের পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিয়া বিবি ফাতেমা জোহরা একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিবি আয়েসা বলিয়াছেন, "ফাতেমা হজরতের নিকট আসিলে, তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পার্শ্বদেশে বসাইলেন। পরে তিনি তাহার কাণে কাণে কয়েকটি কথা বলিলেন, ফাতেমা তাহা শুনিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। হজরত তাহার মানসিক কষ্ট দেখিয়া আবার তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন, তাহা শুনিয়া ফাতেমার বদন প্রফুল্ল হইল। তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ক্রন্দনের পরেই হাস্য ও দুঃখের পরেই সুখ যে এত নিকট, ইহা আমি ত কখন দেখি নাই। বল ইহার অর্থ কি?' ফাতেমা উত্তর করিল, 'আমি সে কথা এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারিব না।' ফলতঃ বিবি ফাতেমা হজরতের জীবিতাবস্থায় উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "হজরত আমাকে প্রথমে বলেন যে, প্রত্যেক বৎসর জেব্রিল আমার সঙ্গে একবার কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেন, কিন্তু এ বৎসর দুইবার কোরাণ শরিফ পাঠ

করিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, আমার মৃত্যু নিকট।" এই কথাই ক্রন্দনের কারণ। পরে তিনি আমাকে বলেন, "আমার আত্মীয়গণের মধ্যে তুমিই সর্ব্ব প্রথমে আমার সহিত মিলিত হইবে, এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।" যাহা হউক, হজরতের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। হজরতের স্বর্গারোহণের ছয় মাস পরে ৩রা রমজান তারিখে বিবি ফাতেমা মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং স্বর্গধামে তদীয় শ্রদ্ধাস্পদ পিতার সহিত সম্মিলিত হন।

এক দিন হজরত একটু সুস্থ হইলে মসজেদে গিয়া উপাসনান্তর মেম্বরোপরি উপবেশনপূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'যদি তোমাদের মধ্যে কেহ স্বায় দোষ জানিতে পার, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট বল. আমি তাহার ক্ষমার জন্য খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করি।" ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি—যিনি এতদিন পর্য্যন্ত আপনাকে ভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন—দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে প্রতারক ও দুর্ব্বল শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন হজরত ওমর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খোদতালা যাহা গুপ্ত রাখেন, আপনি কেন তাহা প্রকাশ করিতেছেন?" তখন হজরত মহম্মদ, হজরত ওমরকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "হে ওমর! পর জগতে কষ্ট সহ্য করা অপেক্ষা ইহ জগতে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা শ্রেয়ঃ।" ইহা বলিয়া তিনি উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিলেন, "হে দয়াময় খোদাতালা! তাহাকে অকপট ও ধর্ম্মপরায়ণ কর এবং যাহাকে হিতাহিতজ্ঞান বলে, তাহা তাহার অন্তরে সমর্পণ কর, আর তাহার অন্তর হইতে মানসিক দুর্ব্বলতা হরণ কর।"

অনন্তর তিনি সকলকে বলিলেন, "এখানে এমন কি কেহ আছ? আমি যাহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াছি, এক্ষণে সে তজ্জন্য

আমাকে তিরস্কার করুক। এখানে এমন কি কেহ আছ? আমি যাহার নিকট হইতে উৎকোচ কিম্বা ঋণ গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে সে আমার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করুক।" তখন এক ব্যক্তি হজরতকে স্মরণ করাইয়া দিল, "আপনি এক সময়ে আমার নিকট হইতে তিন দেরহাম লইয়া এক জন দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন, তাহাই আমি আপনার নিকট পাইব।" হজরত মহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই অর্থ দিয়া বলিলেন, "ইহ জগতে ইহা অতি সহজে সম্পন্ন হয়। কিন্তু পর জগতে চিরকাল ইহার ভার বহন করিতে হয়।" পরে তিনি ওহোদ প্রভৃতি যুদ্ধে হত লোকদিগের আত্মার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

অনন্তর তিনি মহাজের ও আনসারদিগকে নানা উপদেশ দিয়া বলিলেন, "সমুদয় আরব দেশে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিও, নূতন ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগকে তোমাদের মধ্যে স্থান দান করিও এবং তোমরা সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে রত থাকিও।" তদনন্তর তিনি তথা হইতে বিবি আয়েসার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন হইতে আবার পীড়া বৃদ্ধি হইল।

হজরত মহম্মদ পীড়িতাবস্থাতেও শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মস্‌জেদে নামাজ পড়িতেন। কিন্তু স্বর্গারোহণের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি আর মস্‌জেদে গিয়া নামাজ পড়িতে পারেন নাই। ঐ দিনত্রয় তাঁহার আদেশানুসারে হজরত আবুবকর মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন।

৯ই রবিয়ল আউয়ল শুক্রবার—তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল। সেই দিন বেলাল আজান দিয়া হজরতকে নামাজ পড়িবার জন্য ডাকিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "বেলাল! তুমি আবুবকরকে এমামের (আচার্য্য) কার্য্য করিতে বল, আর তোমরা সকলে তাঁহার সহিত নামাজ পড়।" তখন বেলাল মস্‌জেদে গিয়া হজরত আবুবকরকে বলেন,

"প্রেরিত মহাপুরুষ আপনাকে এমাম হইয়া সকলকে লইয়া নামাজ পড়িতে অনুমতি দিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া হজরত আবুবকর দুঃখিত হইলেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হজরত সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিবি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফাতেমা! কি জন্য লোকে ক্রন্দন করিতেছে?" বিবি ফাতেমা বলিলেন, "আপনাকে মস্‌জেদে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতেছে।" ইহা শ্রবণে তিনি হজরত আলি ও ফজলকে ডাকিলেন। তিনি তাঁহাদের স্কন্ধোপরি ভর দিয়া মস্‌জেদে গেলেন এবং হজরত আবুবকরের পশ্চাতে বসিয়া নামাজ পড়িলেন। হজরত আবুবকর এমামের কার্য্য করিলেন। নামাজ পড়া শেষ হইলে, তিনি সমবেত মুসলমানমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া কেন ক্রন্দন করিতেছ? আমার পূর্ব্বে কি কোন ধর্ম্মপ্রচারক চিরকাল জীবিত ছিলেন? এবং তোমরা কি মনে কর যে, আমি কখন তোমাদিগকে ত্যাগ করিব না? খোদাতালার ইচ্ছানুযায়ী সকল কার্য্যই সম্পন্ন হয় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল জীবজন্তুই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, ফলতঃ যাহা কোন প্রকারেই পরিবর্ত্তিত হয় না; এমন কার্য্যের জন্য তোমরা দুঃখ প্রকাশ করিও না। আমি তোমাদের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি এবং আমার শেষ উপদেশ এই—"তোমরা একত্রিত হইয়া দলবদ্ধ থাকিও, পরস্পরকে ভাল বাসিও, সম্মান করিও এবং শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিও। তোমরা ধর্ম্মপ্রচারে রত থাকিও এবং দৃঢ় বিশ্বস্ততাসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম্মকার্য্যাদি সম্পন্ন করিও। নিশ্চয় জানিও যে, মানবগণ কেবল ইহার সাহায্যেই উন্নতি-শীল হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আমি বিশ্ববিধাতার আদেশে তোমাদের পূর্ব্বে চলিয়া যাইব এবং তোমরাও আমার পশ্চাদ-

গামী হইবে। জানিও যে, মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিও। আমার আর একটী অনুরোধ এই যে, যেরূপ পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রচারকগণের লোকান্তর গমনের পর তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের কবরকে স্ব স্ব উপাস্য স্থান করিয়াছে, তোমরা আমার কবরকে সেরূপ উপাস্য স্থান করিও না।" অবশেষে তিনি কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতটী পাঠ করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন,—' এই পারলৌকিক আলয়, যাহারা পৃথিবীতে উচ্চতা ও উপদ্রব আকাঙ্ক্ষা করে না, আমি তাহাদের জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিতেছি, এবং ধর্ম্মভীরু-দিগের জন্যই (শুভ) পরিণাম।" পরে তিনি হজরত আলি ও ফজলের স্কন্ধে ভর দিয়া বিবি আয়েসার গৃহে গমন করিলেন।

তাঁহার পীড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে বিবি ফাতেমা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। সেই সময়ে তিনি জামাতা হজরত আলিকে ডাকিয়া বলিলেন, "আলি! আমার অন্তিম সময় উপস্থিত, আমি অমুক ইহুদীর নিকট কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তুমি তাহা পরিশোধ করিও। আমার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তোমার অনেক বিপদ উপস্থিত হইবে. কিন্তু তখন তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিও।" হজরতের এই হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর হজরত আলি মর্ম্মাহত হইয়া অনিমেষ লোচনে হজরতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সহসা কি এক অশান্তি-ঝটিকা প্রবাহিত হইল। তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূরণ হইল না। এই সময়ে হজরত আবার প্রিয়তম দৌহিত্র এমাম হাসান ও হোসায়েনকে নিকটে ডাকিলেন এবং স্নেহ গদগদভাবে আহ্বান করিয়া মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন গৃহস্থিত নরনারী ও বালক-বালিকা সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেরই অন্তর হজরতের ভাবী বিরহে আকুল হইয়া উঠিল। হজরতের

মুখ-কান্তি কিন্তু প্রফুল্ল কমল সদৃশ অম্লান ও চিন্তালেশ শূন্য! তিনি তখন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ খোদাতালার ধ্যানে নিমগ্ন! তাঁহার হৃদাকাশ তখন ঐশিক জ্যোতিঃর বিহারক্ষেত্র হইয়াছে। জ্যোতির্বিম্ব জ্যোতিঃ-জলধিতে নিমিলীন হইবে বলিয়া আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সহসা সম্মিলন—সেই জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র-মূর্ত্তি সহসা স্থির ধীর প্রশান্তভাব ধারণ করিল। বিশ্বকর্ত্তা আল্লাহতায়ালার আদেশে প্রাণান্তকারী ফেরেস্তা আজরাইল হজরতের উপর তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন। হায় বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে, লেখনী অচল হইতেছে, একাদশ হিজরীর ১২ই রবিয়ল আউয়ল সোমবার (৬৩২ খৃঃ, ৮ই জুন) দিবসে জগতের শান্তিদাতা, ন্যায়-নিষ্ঠা সদাচারাদি গুণের সর্ব্বৈব নিকেতন, প্রেরিত-পুরুষ-প্রভাকর হজরত মহম্মদ মস্তফা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন (১)। যে দিবস জন্ম, ৬৩ বৎসর ধরাধামে অবস্থানের পর ঠিক সেই দিনেই স্বর্গারোহণ! কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তাঁহার পবিত্রাত্মার বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত হইল। লোক ঘ্রাণবিমুগ্ধ হইয়া অবাক্ হইয়া রহিল। বিবি ওম্মে সালেমা বলিয়াছেন, "আমরা সেই গৃহে অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই অপার্থিব সৌরভের ঘ্রাণানুভব করিয়াছিলাম।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে হজরতের স্বর্গারোহণ সংবাদ আরবের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। যে শুনে সেই স্তম্ভিত—সেই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় অবাক্ অবশাঙ্গ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়! সকলের হৃদয়ে যেন বিষমুখী শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। অন্দরে বাহিরে হাহাকার—পথে প্রান্তরে হাহাকার,

(১) এবনে হেশাম ১০০৯ পৃঃ। এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ২৯৪, ২৪৫ পৃঃ। আবুল ফেদা ৯১ পৃঃ।

হাহাকার উচ্চনাদে আরবের গগনমণ্ডল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখমণ্ডল আজ মলিন,—অন্তর সুখশান্তিহীন। ভক্ত মুসলমানগণ হায় কি হ'ল বলিয়া অশ্রুপ্লাবিত বদনে দলে দলে আসিয়া হজরতের শবের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উচ্চ রোলে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ক্রন্দন কোলাহলে যেন তথায় মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। সকলেই শোকার্ত্ত সকলেই মুহ্যমান; কে আর কাহারে প্রবোধ দিবে? হজরতের প্রাণাধিক দুহিতা বিবি ফাতেমার শোকের অবধি নাই। পিতার অন্তর্দ্ধানে তাঁহার মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল, সে মলিন ভাব তাঁহার জীবিতকালেও তিরোহিত হয় নাই—তাঁহার সে শ্রীমুখে আর কখন হাস্য বিকশিত হয় নাই। উঃ পিতৃবিয়োগজনিত শোক কি দুর্ব্বিষহ! আর সেই সর্ব্বলোক বরণীয়া পুণ্যশীলা মহিলা বিবি আয়েসা? তাঁহার শোকসিন্ধু আজ স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেও ধরিতেছে না! তিনি কাতরকণ্ঠে শোকাশ্রুপ্লাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'হায়! যিনি ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা দরিদ্রতাকেই প্রিয় মনে করিতেন; যিনি স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পাপ ক্ষমার জন্য আহোরাত্র প্রার্থনা করিতেন; যিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নানা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও কখন তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন নাই, বরং ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতেন; যিনি সর্ব্বদা দীন-দরিদ্রদিগকে ভিক্ষা দান করিতেন; শত্রুগণের প্রস্তরাঘাতে যাঁহার দন্ত ভগ্ন ও ললাটদেশ রক্তাক্ত হইয়াছিল, যিনি কখন প্রচুর পরিমাণে যবের রুটিও ভক্ষণ করিতে পাইতেন না; সেই ধর্ম্ম প্রচারকের বিয়োগে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

ফলতঃ হজরতের শোকে মুসলমানগণ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। হজরত ওমরের এতদূর চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল যে, তিনি শোকাকুলিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হজরতের মৃত্যু হয় নাই। যেমন

হজরত মুসা তুর পাহাড়োপরি খোদাতালার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিও অচৈতন্য হইয়া আছেন।" এই উন্মত্ততাবশতঃ তিনি একখানি তরবারি হস্তে লইয়া গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "যে কেহ হজরতের মৃত্যু হইয়াছে বলিবে, আমি এই তরবারির আঘাতে তাহাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিব।" ইহা যে হজরত-প্রীতি ও তৎপ্রতি প্রগাঢ় ভক্তির অদ্বিতীয় নিদর্শন এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের চরম ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরন্তু সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে স্থিরবুদ্ধি হজরত আবুবকর ধৈর্য্যাবলম্বনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আত্মহারা হন নাই। তিনি হজরতকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া শোক প্রকাশপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং হজরত ওমরকে শান্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু হজরত ওমর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ওমর! ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যু হইয়াছে; তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, খোদাতালা তাঁহার পুস্তকে (কোরাণে) বলিয়াছেন, 'তুমি (মহম্মদ) তাঁহার প্রেরিত ও মৃত্যুর অধীন, আর তাহারাও মৃত্যুর অধীন।' তবে কেন ওমর, তুমি বলিতেছ যে, তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।"

পরে হজরত আবুবকর মস্‌জেদে গিয়া মেম্বরোপরি উপবেশনপূর্ব্বক শোকার্ত্ত-জন-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া একটী বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে তিনি আল্লাহতালার ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "যাহারা হজরত মহম্মদের উপাসনা করিত, তাহারা অবগত হউক যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আর যাহারা খোদাতালার উপাসনা করিত, তাহারা অবগত হউক যে, খোদাতালা জীবিত আছেন, কখন তাঁহার মৃত্যু হয় না।" পরে তিনি কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতটি পাঠ করিলেন, "মহম্মদ খোদাতালার

প্রেরিত বই আর কিছুই নয়, তাঁহার পূর্ব্বধর্ম্মপ্রচারকগণ সবই চলিয়া গিয়াছে। তবে যদি এই ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যু হয়, কিম্বা অন্য কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি চলিয়া যাইবে (অর্থাৎ ধর্ম্মত্যাগ করিবে)।" প্রবীণ পুরুষ মহাত্মা হজরত আবুবকরের এই সকল সারগর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া হজরত ওমর চৈতন্যলাভ করিলেন। অন্যান্য শিষ্যগণও তৎসহ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন জ্ঞানবৃদ্ধ হজরত আবুবকর সকলকে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলেন।

হজরত আবুবকরের প্রবোধবাক্যে মুসলমানগণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। তখন সেই পবিত্র পুরুষকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। হজরত আবুবকর হজরতের আত্মীয়গণকে মৃত দেহ গোসল করাইতে বলিলেন। কেননা হজরত পীড়িতাবস্থায় একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অন্য কেহ যেন আমাকে গোসল না করায়।" সেই আজ্ঞানুসারে হজরত আলি ও আব্বাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার মৃতদেহ গোসল করাইলেন। গোসল-কার্য্য শেষ হইলে শব সুগন্ধি দ্রব্যসিক্ত করা হইল। পরে তিনখানি বস্ত্র দ্বারা মৃতদেহ আচ্ছাদিত করা হইল। এই তিন খানি বস্ত্রের মধ্যে দুইখানি শ্বেতবর্ণ, অপর খানি ইমেন প্রদেশের চাদর। তৎপরে জানাজার নামাজ (১) পড়া হইল। জানাজার নামাজ পড়িবার সময়ে সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া নামাজ পড়িলেন। সর্ব্বাগ্রে পুরুষগণ, পরে স্ত্রীলোকগণ ও অবশেষে ছোট ছোট বালক বালিকাগণ নামাজ পড়িলেন (২)।

(১) শব সম্মুখে রাখিয়া অন্তিম প্রার্থনা।

(২) কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে হজরতের আত্মীয় হজরত আলী ও আব্বাস প্রভৃতি বনি হাশেম বংশীয়গণ, পরে মহাজের ও আন্‌সারগণ এবং সর্ব্বশেষে অন্যান্য মুসলমানগণ নামাজ পড়িয়াছিলেন।

এক্ষণে কোন্ স্থানে কবর দেওয়া হইবে, তদ্বিষয়ে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, যে গৃহে হজরত অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, সেই গৃহে; কেহ বলিলেন, মসজেদে (মদিনার মস্‌জেদে); কেহ বলিলেন, বকি সমাধিক্ষেত্রে; কেহ বলিলেন, মক্কায়; কেহ বা বয়তল-মোকদ্দসে (জেরুজেলেমে)—হজরতের কবর দেওয়া উচিত, বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। বয়তল-মোকদ্দসে কবর দেওয়ার কথা বলিবার কারণ এই যে, সেই স্থানে অনেক ধর্ম্মপ্রচারকের কবর আছে। কিন্তু পরিশেষে হজরত আবুবকর বলিলেন, "আমি এক সময়ে হজরতের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে যিনি যে স্থানে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহার কবর দেওয়া হইয়াছে।" হজরত আবুবকরের এই কথাতেই সমস্ত মীমাংসা হইয়া গেল। হজরত মহম্মদ আয়েসা বিবির গৃহস্থিত যে খাটোপরি দেহ রক্ষা করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, সেই খাটের নিম্নদেশেই তাঁহার কবর দেওয়া হইল।

মস্‌জেদের নিকটেই বিবি আয়েসার বাসগৃহ, এই বাসগৃহের প্রাচীর মৃত্তিকা নির্ম্মিত ও খর্জ্জুর পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এই স্থানটী চতুর্ভুজের ন্যায় স্তম্ভাবলীতে পরিবৃত; ইহার দৈর্ঘ্য ১৬৫ পদবিক্ষেপ স্থান আর প্রস্থ ১৩০ পদবিক্ষেপ স্থান। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চারিটী দ্বার আছে, ভিতরে নানাবিধ আকৃতিবিশিষ্ট অতি সুন্দর সুন্দর চিত্রিত কতকগুলি স্তম্ভ শোভা পাইতেছে।

মস্‌জেদের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটী প্রশস্ত স্থান আছে, তাহা লৌহশলাকা দ্বারা বেষ্টিত। ঐ লৌহশলাকাগুলি সবুজবর্ণে রঞ্জিত, এই স্থানকে হোজ্‌রা বলে। এই স্থানে হজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকর ও হজরত ওমরের কবর আছে। এই স্থানের মধ্যস্থলে একটী গুম্বজ আছে, সেই গুম্বজের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি স্তম্ভ আছে। তীর্থযাত্রিগণ দূর

হইতে ঐ সকল স্তম্ভ দর্শনপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মগুরু পবিত্রাত্মা হজরত মহম্মদের কবর বলিয়া দরূদ পাঠ করিতে থাকেন।

উপসংহার।

হজরত মহম্মদের সমকালবর্ত্তী বিচক্ষণ ব্যক্তিবৃন্দ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, হজরত মধ্যবিধ আকৃতি-বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর মাংসল এবং হস্তপদদ্বয় সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত, মস্তকদেশ বৃহৎ ও সুগঠিত, ললাট উচ্চ ও সুপ্রশস্ত ছিল। তাঁহার ললাট প্রদেশের ধমনীসমূহ চক্ষুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার গোলাকার বদনমণ্ডলে অদ্বিতীয় প্রতিভার চিহ্ন সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইত। তাঁহার নাসিকা শুকপক্ষীর নাসিকার ন্যায়, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ, ভ্রূযুগল ধনুক সদৃশ, দশনপংক্তিদ্বয় তুষারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছিল এবং জলদ সদৃশ কেশগুচ্ছ বিনাযত্নেও স্কন্ধোপরি তরঙ্গাকুলিত হইত এবং শ্মশ্রুরাশি সুদীর্ঘ ও অবিরল ছিল। তাঁহার স্কন্ধদেশে প্রেরিতত্ব প্রকাশক "মোহরনবুয়ত" অঙ্কিত ছিল।

তিনি অতিশয় নম্র ছিলেন এবং গৃহের কার্য্যাদি প্রায় স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন, এমন কি, সময়ে সময়ে মেষরক্ষকের কার্য্যাদি করিতেন। যদিও তাঁহার বদনমণ্ডলে মনোমুগ্ধকর হাস্য চির বিরাজিত থাকিত, তথাপিও তাঁহাকে প্রায়ই গম্ভীর ও ধীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার স্বাভাবিক কথোপকথন অতিশয় গম্ভীর ছিল। বক্তৃতা-

কালে তাঁহার বাক্যাবলী সঙ্গীতের ন্যায় সুমধুর বলিয়া বোধ হইত। তিনি তাঁহার পরিবারস্থ লোকদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন,—পথে ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে যাইতে দেখিলে আদর আপ্যায়ন না করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনি জীবনকালে কখন কাহাকেও আঘাত করেন নাই এবং কদাচ কুবাক্য উচ্চারণ করেন নাই। যদি কেহ কখন তাঁহাকে অভিশাপ দিতে বলিত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "আমি ত শাপ দিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করি নাই, লোকের প্রতি দয়ালু ব্যবহার প্রদর্শন করিবার জন্য আমার জন্ম।" তিনি সর্ব্বদা পীড়িত লোক-দিগের তত্ত্বাবধান লইতেন। ক্রীত দাসদাসীদিগের গৃহে ভোজন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। নম্রতা, দয়ালুতা, ধৈর্য্য, আত্মত্যাগ ও মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্গুণে তাঁহার চরিত্র গঠিত ছিল। তিনি সকলকে সমভাবে স্নেহ ও সম্মান করিতেন। তিনি তাঁহার ভীষণ শত্রু-দিগকেও দয়ালুব্যবহার দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভৃত্য আনাস বলিয়াছেন. "আমি হজরতের নিকট বাল্যকাল হইতে কার্য্য করিতে আরম্ভ করি এবং তাঁহার স্বর্গারোহণ কাল পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম। আমি সময়ে সময়ে তাঁহার ক্ষতি করিতাম, কিন্তু তজ্জন্য তিনি কখন আমাকে তিরস্কার করিতেন না।"

তিনি পরিমিতাহারী ছিলেন। তিনি কখন আড়ম্বরযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন না ; যে বস্ত্র পরিধান করিতেন, তাহাতে প্রায়ই তালি দেওয়া থাকিত। তিনি পাগ্ড়ি পরিধান করিতেন এবং পাগ্ড়ির কাপড়ের এক প্রান্ত স্কন্ধোপরি লম্বিত থাকিত। যে বস্ত্র সম্পূর্ণ রেসম-নির্ম্মিত, তিনি পুরুষদিগকে তাহা পরিধান করিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু কার্পাসসূত্রের সহিত মিশ্রিত রেসমী বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করেন

নাই। তিনি স্বর্ণ-নির্ম্মিত অঙ্গুরী ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু রৌপ্য অঙ্গুরী ব্যবহার করিতেন।

সেই শান্তিদাতা ধৈর্য্যশীল পুরুষ আল্লাতায়ালার উপাসনা প্রচারের জন্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক নানা বিপদে পাতিত হইয়াও কখন অধীর হন নাই এবং বিপদ-সম্পদ সকল অবস্থাতেই সমভাবে জীবনাতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ কখন তাঁহাকে কোন সুসজ্জিত গৃহে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি পার্থিব গৌরব ও সম্মানাদিকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন, তজ্জন্যই তাঁহার বংশকে তিনি সুবিখ্যাত করিতে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই।

তিনি লোকের নিকট হইতে যে সকল দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন, কিম্বা জিজিয়া ও জাকাতের জন্য যে সকল দ্রব্য তাঁহার নিকট আনীত হইত, তাহা তিনি কেবল ধর্ম্মপ্রচার ও দরিদ্র-ব্যক্তিদিগের দুঃখ মোচনার্থে ব্যয় করিতেন. তিনি এক কপর্দ্দকও নিজে রাখিতেন না। সাবেতের পুত্র ওমর বলিয়াছেন, "হজরত মহম্মদ মৃত্যু-কালে এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই, কিম্বা তাঁহার দাসদাসী ও অন্যান্য গৃহদ্রব্যাদি কিছুই ছিল না; কেবল বাসস্থানের ভূমিখণ্ডটুকু মাত্র ছিল।" একজন ইতিবৃত্তলেখক বলেন, "বিধাতা তাঁহার পৃথিবীরূপ ধনাগারের ঐশ্বর্য্যাদি লইবার জন্য হজরত মহম্মদকে তাহার কুঞ্চিকা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই।" ফলতঃ তিনি সুখ সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর ও নশ্বর বলিয়া জানিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য পদার্থ যে উপাসনা (নামাজ), তাহাই আয়ত্ত করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। "সুখে দুঃখে সকল সময়েই খোদাতায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই" একমাত্র মুক্তির উপায়, ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি বলিতেন, "বিশ্বস্রষ্টার কৃপায় মানব-

গণ সমুদয় বিষয় স্বায়ত্ত করিতে পারে।" এক সময়ে বিবি আয়েসা হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ধর্ম্মপ্রচারক! খোদাতায়ালার কৃপা ব্যতীত কেহ কি স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না?" তিনি তৎক্ষণাৎ সজোরে উত্তর করিয়াছিলেন, "কেহই নয়, কেহই নয়, কেহই নয়।" বিবি আয়েসা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কি আল্লাতায়ালার কৃপা ব্যতীত স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবেন?" ইহা শুনিয়া তিনি গম্ভীরস্বরে তিন বার বলিয়াছিলেন, "আল্লাতায়ালার অনুগ্রহ ব্যতীত আমিও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিব না।"

যে দেশে প্রতিমূর্ত্তি ও প্রস্তরখণ্ডাদির পূজা বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং সত্যস্বরূপ বিশ্বকর্ত্তার উপাসনা যেস্থানের অধিবাসীদিগের অন্তরে স্বপ্নেও উদিত হইত না; যে দেশে কুসংস্কার, ইন্দ্রিয়-সুখভোগপ্রদ আচারব্যবহার ও পাপজনক কার্য্যাদি পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত; যে দেশে পবিত্রতা ও ধর্ম্মজীবনের সুফলগুলি অজ্ঞাত ছিল; যে দেশে গৃহবিবাদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ ঈর্ষাসূত্রে আবদ্ধ ছিল; সেই কুসংস্কারাপন্ন দেশে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের অন্তর হইতে যাবতীয় পাপজনক কার্য্যের মূলোৎপাটনপূর্ব্বক তাহাদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করেন এবং তাহাদের অন্তর মধ্যে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতির বীজরোপণ করিয়া তাহাদিগকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত ও প্রকৃত মনুষ্য পদের যোগ্য করেন।

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ বিধর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক নানা যন্ত্রণা ও অবমাননা সহ্য করিয়া এবং দেশতাড়িত ও বারম্বার আক্রান্ত হইয়াও ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক ও কুচরিত্র লোকদিগের মধ্যে যে একমাত্র নিরাকার বিশ্বস্রষ্টার উপাসনা প্রচার ও সুনীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন; তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি অবিচলিত অধ্যবসায় প্রভাবে অচিরকাল মধ্যে আরববাসীদিগের প্রাচীন কলুষিত ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি কার্য্যাদির বিলোপ সাধন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ কার্য্যাদির প্রবর্ত্তন করেন, ইহার অধিকাংশ কার্য্যই মক্কা ও মদিনাস্থ বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত অবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং সেই সময়েই তিনি ভূত, প্রেত ও খোদাতায়ালার পুত্রকন্যা-বাদী ভ্রান্তবিশ্বাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমান নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহ-তালার উপাসনা বিধিবদ্ধ করেন এবং স্ত্রীলোকগণের অবস্থার উন্নতি সাধন, কন্যাবধ ও অন্যান্য অহিতকর কার্য্যাদি নিবারণ করেন।

হিজরির ১৩ বৎসর পূর্ব্বে মক্কা নগর কিরূপ জীবনশূন্য অবস্থায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন ছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব পাঠকগণ! আপনারা একবার সেই বিষয়, আর এই ১৩ বৎসরের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, এই সময়ে বহু মানব সমস্ত অসদাচরণ পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালার উপাসনায় দীক্ষিত ও স্বর্গীয় আদেশানুযায়ী কার্য্য-করণে রত হইয়াছিল।

এই ১৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন এক শত নরনারী মহামূল্য ধর্ম্মের জন্য বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের অন্তর মধ্যে ধর্ম্মের ভাব যে কিরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা নাজাসির নিকট যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা স্মরণ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন। অবশেষে হজরত মহম্মদ স্বয়ং সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রিয়তম জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া এমন একস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, যেস্থানে বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহুদীধর্ম্ম কোন রূপে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই, সেই স্থানে (মদিনায়)

তিনি ২।১ বৎসরের মধ্যেই সমুদয় লোককে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের অন্তর মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করেন।

ইহুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সামান্য ও অনিত্য উপদেশগুলি এই কুসংস্কারাপন্ন আরব দেশরূপ সরোবরের উপর ভাসমান হইতেছিল, কিন্তু সরোবরস্থিত জীবগুলি আলস্যে জীবন যাপন করিতেছিল। তাহারা কন্যা-বধ, ভ্রান্তবিশ্বাস ও নির্দ্দয়তা প্রভৃতি পাপপঙ্কে নিমগ্ন ছিল। হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার অচিরকাল পরে ইহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তখন আরবদেশ দেখিলে বোধ হইত, যেন স্বর্গীয় দূত এই দেশের উপর দিয়া গমন করিয়াছেন এবং দুরাত্মা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদিগের অন্তরে স্নেহ ও ভ্রাতৃভাব রোপণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যে স্থানে এক সময়ে নীতিগর্ভ উপদেশ, একেশ্বরবাদ কাহাকে বলে, তাহা অজ্ঞাত ছিল, সেই স্থানে এক্ষণে একেশ্বরবাদ ও নীতিগর্ভ উপদেশ প্রভৃতির উদ্যানসমূহ পরিশোভিত হইতে লাগিল।

সেই মহামহিম মহান্ পুরুষ মানবগণের মধ্যে একেশ্বরবাদের যে বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া গিয়াছেন; সেই বিজয় পতাকা পূর্ব্বে জাপান রাজ্য হইতে পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের পরপার পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগস্থিত প্রত্যেক জনপদে উড্ডীয়মান হইতেছে।

পরিশিষ্ট।

—০:*:০—

কোরাণ শরিফ।

ইস্‌লাম ধর্ম্মানুসারে আল্লাহতালা চারি খানি ধর্ম্মপুস্তক চারি জন ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ১ম, তওরয়ত—ইহা হজরত মুসার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল; ইহার ভাষা হিব্রু। এই ধর্ম্মপুস্তকে নানাবিধ ঐশিক আদেশ বিধিবদ্ধ ও পুরাকালের ইতিবৃত্তাদি বর্ণিত আছে। ২য়, জবুর—ইহা হজরত দায়ুদের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল; ইহার ভাষাও হিব্রু। ইহাতে কেবল খোদাতালার প্রশংসা ও প্রার্থনাদির নিয়মসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ধার্ম্মিকগণের সুখ্যাতি ও অধার্ম্মিকদিগের অপযশ বর্ণিত হইয়াছে। ৩য়, ইঞ্জিল—ইহা হজরত ঈসার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নূতন বিধান আছে। এক্ষণে মূল ইঞ্জিল গ্রীক ভাষায় লিখিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মূল ইঞ্জিলের যে যে অংশ কোরাণ শরিফের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হিব্রু ভাষায় লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়, যেহেতু হজরত ঈসা বনি ইস্রাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন আর তাঁহার মাতৃ-ভাষাও হিব্রু (এব্রাণি) ছিল। তখন তাঁহার সমস্ত শিক্ষা হিব্রুভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ত্তমান গ্রীকভাষায় লিখিত ইঞ্জিলকে আমরা মূল ইঞ্জিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। হজরত ঈসা যাহা যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হইয়া লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। ৪র্থ, কোরাণ—ইহা শেষ ধর্ম্মপ্রচারক হজরত মহম্মদ মোস্তাফার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে একেশ্বরবাদ, আল্লাহতালার আদেশ, নিষেধ এবং ভূত ও ভবিষ্যতের বিষয় বিশদরূপে উল্লেখ আছে। ইহাতে স্বর্গ ও নরকের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে এবং পুরাকালের লোকদিগের ইতিবৃত্ত, পার্থিব পাপের শাস্তি বিধান, রাজ্য-শাসন, সমাজশাসন, পরিবার-শাসন, ধর্ম্মকর্ম্মপদ্ধতি, নীতি উপদেশ ও অত্যাচারের দোষ বর্ণনা প্রভৃতি বিশেষরূপে লিখিত আছে। ইহাতে মানবকে বলা হইয়াছে যে, তোমরা পার্থিব সকল বিষয়ে সমান অধিকারী, ন্যায়পরতার সহিত স্বীয় স্বীয় অংশ গ্রহণ কর, খোদাতালার দান হইতে বঞ্চিত হইও না। পার্থিব সমুদয় বিষয় ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের আয়ত্ত, ইহা বহুসংখ্যক আয়েত দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মানবকে প্রকৃত মানব হইবার পথ দেখান হইয়াছে। এই পবিত্র পুস্তকের ভাষা আরবী। ইহার ভাষা এরূপ উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট যে, অদ্যাবধি কেহ এরূপ সুমিষ্ট ভাষায় একটীও কথা লিখিতে পারেন নাই। এইরূপ লেখা মনুষ্যের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। হজরত মহম্মদের সমকালে যে সকল ব্যক্তি আরবী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহারা ইহার ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্য দর্শন করিয়া ইহাকে মনুষ্যের সাধ্যাতীত লেখা বলিয়া স্বীকার করত পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, তাহারাও ইহার রচনা মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত "যাদুর" লেখা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

কোরাণ শরিফ ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা সম্বন্ধে যেমন অসভ্যজাতি হইতে সুসভ্য জাতিদিগের নিকট সমভাবে আদরণীয়, এমন আর কোন ধর্ম্ম-পুস্তক নাই। যে সকল অসভ্যজাতি কোরাণ শরিফের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশাদির অনুগ্রহে সুসভ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহারাও শেষে দেখিতে পান যে, ইহাতে এমন অনেক উপদেশ আছে যে, তাঁহারাও অদ্যাবধি তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হন নাই। কোরাণ শরিফ সুসভ্য জাতিদিগকে প্রথমে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকে—সত্যবাদিতা, ধৈর্য্যশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়ালুতা ও নম্রতা।

কোরাণ শরিফ অপরিচিত লোক, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা, ক্রীতদাসদাসী ও দরিদ্র লোকদিগের প্রতি দয়ালুব্যবহার প্রদর্শন করিতে মানবগণকে শিক্ষা দেয়; এমন কি, জীবজন্তুর প্রতি দয়ালুব্যবহার করাও ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে গণ্য বলিয়া উপদেশ দেয়। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, কোরাণ শরিফই দাতব্যচিকিৎসালয়, আতুরালয় ও বাতুলালয় প্রভৃতি সংস্থাপনের আদি কারণ। মদ্যপান, কন্যাবধ, সুদগ্রহণ ও ভ্রান্তবিশ্বাস প্রভৃতি অবৈধ কার্য্যগুলি কোরাণশরিফে নিষিদ্ধ। যখন আরবদেশবাসিগণ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত অহিতজনক কার্য্যগুলি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তর মধ্যে সুনীতির আবির্ভাব হইয়া জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হওয়াতে তাঁহারা বিদ্যা ও উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। ইস্‌লামধর্ম্ম ব্যতীত মাদক-সেবন-বিবর্জ্জিত অন্য কোন ধর্ম্ম পৃথিবীতে নাই।

এক জন বিজ্ঞ ইতিবৃত্ত লেখক কোরাণ শরিফ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ বলিয়াছেন, "মুসলমানগণ ইউরোপ মহাদেশে গমন করিয়া কোরাণ-শরিফের সাহায্যে তথায় দয়ালুতার বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করেন,

ইহারই সাহায্যে তাঁহারা চতুর্দ্দিক বিক্ষিপ্ত কুসংস্কার রূপ অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতার জ্যোতিঃ প্রজ্বলিত করেন এবং সুদূর পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগস্থ অধিবাসীদিগকে দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেন এবং ভাসমান বিজ্ঞানশাস্ত্রকে সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপন করেন।" ইহাতে নানাবিধ উপদেশপূর্ণ নীতিবাক্য, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরব্রহ্ম জ্ঞানলাভ, প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট দেশস্থ লোকদিগের শোচনীয় অবস্থার বর্ণন—স্বর্গমর্ত্ত্যের অধিপতি মানবগণের নিকট যে সত্য প্রচার করিয়াছেন, যাহার দ্বারা জগৎস্থ জীব-জন্তু নীতিরূপ শাসনে শাসিত হইতেছে, সেই সমুদয়ও লিখিত আছে। ইহার আয়েতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হওয়াতে, তাহা বিভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকদিগকে সমভাবে সান্ত্বনা করিয়া থাকে। অত্যাচার ও মনোদুঃখ—প্রোৎসাহিত বাক্যে—কিম্বা জীবন যাপনোপযোগী উপদেশসমূহ ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রীসদেশীয় লোকেরা কোরাণ শরিফ অপেক্ষা ভাল পুস্তক প্রণয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু যাহা খোদাতালার বাক্য,—হজরত মহম্মদ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অত্যুত্তম পুস্তক প্রণয়ন করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত।

কিরূপে হজরত-মহম্মদের নিকট কোরাণ শরিফের আয়েতগুলি অবতীর্ণ হইত ?

হজরত মহম্মদের নিকট কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি যেরূপে অব-তীর্ণ হইত, তাহার বিষয় বিবি আয়েসা নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, "নিশ্চয়ই হেশামের পুত্র হারেস হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন, কিরূপে আপনার নিকট খোদাতালার উপদেশসমূহ অবতীর্ণ হইয়া থাকে।" ধর্ম্মপ্রচারক উত্তর দিয়াছিলেন, "সময়ে সময়ে ঘণ্টার শব্দের ন্যায়—যাহা আমার নিকট অতিশয় কঠোর বলিয়া বোধ হয় এবং যখন শব্দটী থামিয়া যায়, তখন আমি উপদেশগুলি স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।" ইহা বোখারি ও মোস্‌লেমের ইতিবৃত্তানুসারে লিখিত হইল।

কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি কি লিখিত হইত ?

ইস্‌লামধর্ম্ম আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে এবং এমন কি, ধর্ম্মপ্রচারকের জীবিত কালে আরবদেশে লেখাপড়া শিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না। তৎকালে তথায় কেবল বক্তৃতাশক্তি ও এলমল আনুসাব (বংশাবলীর নামস্মরণকারক) বিদ্যা ভিন্ন আর কোনরূপ বিদ্যা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু ঐ বিদ্যাদ্বয় শিক্ষাকালে নিয়মিত শিক্ষার আবশ্যক হইত না, উহা কেবল লোকমুখে শুনিয়াই শিক্ষা করা যাইত। ইহাতে উক্ত সময়ে আরবদেশ অসংখ্য নিরক্ষর লোকে পূর্ণ ছিল, কেবল কতিপয় লোক লেখাপড়া জানিত, তাহারা নিরক্ষর লোকদিগকে "ওম্মি" (মূর্খ) বলিত। হজরত মহম্মদও লেখাপড়া জানিতেন না বলিয়া, "ওম্মি" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

হজরত মহম্মদের নিকট দুই প্রকারে প্রত্যাদেশবাণী অবতীর্ণ হইত। ১ম প্রকার এই যে, খোদাতালার উপদেশবাণী, যাহা হজরত মহম্মদ অবিকল প্রচার করিতেন। ২য় প্রকার এই যে, যে সকল উপদেশবাণী তিনি নিজের ভাষায় প্রচার করিতেন। প্রথমটী "অহিমাৎলু

অর্থাৎ কোরাণ কিম্বা খোদাতালার বাক্য; আর দ্বিতীয়টী "অহিগায়ের মাৎলু" অর্থাৎ হাদিস্ বলিয়া অভিহিত। যখন হজরতের নিকট কোরাণ শরিফের কোন আয়েত অবতীর্ণ হইত, তখন তিনি একজন লেখককে ডাকিতেন এবং তাঁহার নিকট ঐ আয়েতগুলি আবৃত্তি করিতেন, তখন লেখক তাহা লিখিতেন; এইরূপে কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি লিখিত হইত। স্বর্গীয় আদেশ অবতীর্ণ হইবার প্রথম সময় হইতে ইহা যে লিখিত হইত, তাহা কোরাণ-শরিফের অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কোরাণ-শরিফে উক্ত হইয়াছে, "কাহারও অপবিত্র অবস্থায় পবিত্র পুস্তক স্পর্শ করা উচিত নয়।" এক্ষণে হজরত আব্বাসের হাদিস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কোরাণ-শরিফ প্রথম হইতেই লিখিত হইত। হজরতের মদিনায় প্রস্থানের পূর্ব্বে যে সময় ইস্লামের বাল্যাবস্থা, আর যখন অত্যল্প সংখ্যক লোক ইস্লামধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন; সেই সময়ে হজরত ওমরের ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার বিষয় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তখন হজরত ওমরের ভগ্নীর নিকট কোরাণ-শরিফের কয়েকটী আয়েত লিখিত ছিল। আবু দায়ুদ বলেন যে. প্রত্যেক সুরা নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে, "বেসমেল্লা" ইত্যাদি অর্থাৎ পরম দয়ালু আল্লার নামে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি প্রথম হইতেই লিখিত হইয়াছিল।

কোরাণ-শরিফের কোন সুরা কি সমুদয় আয়েত এক সময়ে অবতীর্ণ হয় নাই, তাহা সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইত। তজ্জন্য আয়েতগুলি খণ্ড খণ্ড কাগজে, প্রস্তর খণ্ডে ও খর্জ্জুর পত্রে লিখিত হইত, পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই।

কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি যে খণ্ড খণ্ড কাগজ ও খর্জ্জুরপত্র প্রভৃতিতে লিখিত হইত, নিম্নে তাহার ৪টী প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। সায়াদ-বেন-জোবায়েরের ইতিবৃত্তানুসারে বোথারি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত মহম্মদের জীবিতাবস্থায় কোরাণ-শরিফের সুবৃহৎ সুরাগুলি এবনে আব্বাসের নিকট লিখিত ছিল।

২য়। কাতাদার ইতিবৃত্তানুসারে বোথারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা আনাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হজরত মহম্মদের জীবিতাবস্থায় কোন্ কোন্ ব্যক্তি কোরাণ শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন?" আনাস বলিয়াছিলেন, "ওবাই-বেন-কায়াব, মায়াজ-বেন-জবল, জয়দ-বেন-সাবেত এবং আবু জয়দ এই চারিজন আন্সার।"

৩য়। সোমামা ও সাবেতের ইতিবৃত্তানুসারে বোথারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরতের মৃত্যুর পর আনাস চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যু হইয়াছে এবং কেবল যে চারিজন লোক কোরাণ শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই জীবিত আছেন, যথা আবু-দর্দ্দা, মায়াজ-বেন-জবল, জয়দ-বেন-সাবেত এবং আবু জয়দ।"

৪র্থ। হজরত আবুবকর খলিফা পদারূঢ় হইলে জয়দ-বেন-সাবেত কোরাণ শরিফের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া এক খণ্ড পুস্তকে পরিণত করেন। আমরা উহা হইতে আরও অবগত হইতে পারি যে, কোরাণ শরিফের আয়েতসমূহ যাহা সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইত এবং যাহা কোন নিয়মানুসারে লিখিত ছিল না, আর যাহা বিভিন্ন লোকের নিকট ছিল; যখন জয়দ-বেন সাবেত তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি সমুদয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কাহার দ্বারা কিরূপে কোরাণ-শরিফের সুরা ও আয়েতগুলি নিয়মিত রূপে লিখিত হইয়াছিল ?

হজরত মহম্মদের জীবিতাবস্থায় এবং তাঁহার উপদেশে ও মতানুসারে কোরাণ-শরিফের সুরা ও আয়েতগুলি যে নিয়মিতরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল, আমরা তাহার অনেকগুলি প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে নিম্নে এবনে আব্বাসের লিখিত একটী বিবরণের (হাদিসের) অনুবাদ প্রদত্ত হইল। এবনে আব্বাস বলিয়াছেন, "আমি ওসমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কি কারণে সুরায় আনফল ও সুরায় বারাতকে দুইটী স্বতন্ত্র সুরায় বিভক্ত করিলেন ? এই স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও কেন সুরায় বারাতের প্রারম্ভে "বেসমেল্লা" সংযোজিত করেন নাই ?" তিনি বলিলেন, "যখন হজরতের নিকট কোরাণ-শরিফের কোন সুরা কিম্বা আয়েত অবতীর্ণ হইত, তখন তিনি একজন লেখককে উহা লিখিবার জন্য ডাকিতেন এবং তিনি যেরূপে সুরা ও আয়েতগুলি লিখিতে বলিতেন, লেখকও তদনুসারে লিখিয়া যাইতেন অর্থাৎ তিনি লেখককে বলিতেন যে, অমুক অমুক সুরায় অমুক অমুক আয়েতগুলি লেখ। সুরায় আনফাল মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে বদরের যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে এবং সুরায় বারাত শেষ প্রত্যাদেশ, ইহার পর কোরাণ-শরিফের আর কোন সুরা কিম্বা আয়েত অবতীর্ণ হয় নাই। সুরায় আনফালের উদ্দেশ্য সুরায় বারাতের উদ্দেশ্যের সহিত ঠিক একই রূপ। সুরায় বারাতটী সুরায় আনফালের একটী অংশ, কি স্বতন্ত্র, তাহার বিষয় ধর্ম্মপ্রচারক কখন কিছুই বলিয়া যান নাই। তজ্জন্য আমি উহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদের মধ্যে "বেসমেল্লা" ইত্যাদি কথাগুলি

সংযোজিত করি নাই, আর সেইজন্য উহা দুইটী স্বতন্ত্র সুরায় বিভক্ত করিয়াছি।”

বোখারির একটী ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আবদুল্লা-বেন-মস্‌উদ ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট হইতে কোরাণ-শরিফের ৭০টী সুরা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

যাঁহারা কোরাণ-শরিফ মুখস্থ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন প্রধান প্রধান লোকের নাম আমরা বোখারির অন্য আর একটী ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হইয়াছি। তাঁহাদের নাম যথা, আবদল্লা-বেন-মস্‌উদ, সালাম, মায়াজ-বেন্-জবল এবং ওবাই-বেন-কোয়াব। অন্য আর একটী ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে যে, হজরতের স্বর্গারোহণের অচিরকাল পরে ইমামার যুদ্ধে ৭০ জন প্রধান প্রধান মুসলমান হত হন, তাঁহারা সকলেই সমুদয় কোরাণ-শরিফ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উপরোক্ত ইতিবৃত্তে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ১ম, যদিও হজরতের জীবিতাবস্থায় কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি খণ্ড খণ্ড কাগজে ও প্রস্তর খণ্ডে লিখিত হইত, তথাপি তাহা ঐরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় লেখা ছিল না যে, তাহা মুখস্থ করিবার কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছিল; এবং কোরাণ-শরিফের সুরা ও আয়েতগুলি ঐরূপ নিয়মে থাকার বিষয়ে হজরত সকলকে বলিয়া দিয়াছিলেন। ২য়, যাঁহারা হজরতের জীবিতাবস্থায় কোরাণ-শরিফ মুখস্থ করিয়াছিলেন, হজরত তাঁহাদিগকে উপরোক্ত রূপ নিয়মে মুখস্থ করিতে বলিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রচারক কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেন ও তাঁহার শিষ্যদিগকে সর্ব্বদা পাঠ করিতে বলিতেন।

ইহার প্রমাণের জন্য কতকগুলি হাদিসের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

(১) হজরত ওসমান বলেন যে, এক সময়ে হজরত মহম্মদ বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি কোরাণ শরিফ শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়, সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম লোক।" (বোখারি)।

(২) এবনে-ওমর বলেন যে, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন, "কেবল দুই জন লোকের উপর ঈর্ষা হয়—প্রথম যাহার নিকট কোরাণ শরিফ আছে এবং সে প্রাতে উঠিয়া উহা পাঠ করিতে আরম্ভ করে ও অহোরাত্র উহাই পাঠ করে; দ্বিতীয়, খোদাতালা যাহাকে অতুলৈশ্বর্য্য দিয়াছেন, সে তাহা অহোরাত্র দরিদ্রদিগকে দান করে ও সৎকর্ম্ম সকল সম্পন্ন করে"। (বোখারি এবং মোস্‌লেম্)।

(৩) আবু মুসা বলেন যে, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন, "যে সকল মুসলমান কোরাণ শরিফ পাঠ করে, তাহাদের অবস্থা নারাঙ্গী ফলের ন্যায়, যাহার গন্ধ ও স্বাদ উভয়ই তৃপ্তিকর; যে সকল মুসলমান কোরাণ শরিফ পাঠ করে না, তাহাদের অবস্থা খর্জ্জুর ফলের তুল্য, যাহার গন্ধ নাই অথচ সুমিষ্ট; যে সকল প্রতারক কোরাণ শরিফ পাঠ করে না, তাহাদের অবস্থা গন্ধহীন তিক্ত ফলের ন্যায়; যে সকল প্রতারক কোরাণ শরিফ পাঠ করে, তাহাদের অবস্থা সুগন্ধ অথচ তিক্ত ফলের ন্যায়"। (বোখারি এবং মোস্‌লেম্)।

(৪) আবু হোরায়রা বলেন যে, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন, "তোমরা কোরাণ শরিফ শিক্ষা কর ও পাঠ কর। যাহারা কোরাণ শরিফ

শিক্ষা করে ও অহোরাত্র পাঠ করে; নিশ্চয়ই তাহাদের অবস্থা মৃগনাভিপূর্ণ পাত্রের ন্যায়, যাহার সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়; আর যাহারা কোরাণ শরিফ শিক্ষা করে ও পাঠ করে, কিন্তু রাত্রে তাহা পাঠ না করিয়া উদর মধ্যে রাখিয়া (স্মরণ রাখিয়া) নিদ্রা যায়, তাহাদের অবস্থা মুখবন্ধ মৃগনাভিপূর্ণ পাত্রের ন্যায়"। (তিরমিজি, নেসাই এবং এবনে মায়াজা)।

(৫) এবনে ওমর বলেন, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন, "লৌহে জল লাগিলে যেমন মরিচা পড়ে, নিশ্চয়ই সেইরূপ মানব অন্তরে মরিচা পড়ে।" পরে তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, "হে প্রেরিত পুরুষ! কিসে মনের মরিচা দূর হয়?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "মৃত্যুকে স্মরণ রাখিলে এবং কোরাণ শরিফ পাঠ করিলে"। (বয়হাকি)।

(৬) আবদল্লা-বেন-মস্উদ বলিয়াছেন, "যখন একদা ধর্ম্মপ্রচারক মস্জেদে মেম্বরোপরি (বেদির উপরে) বসিয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া বলেন, 'আমার নিকট কোরাণ-শরিফের কয়েকটী আয়েত পাঠ কর।' আমি বলিলাম, 'যখন আপনার নিকট কোরাণ-শরিফ অবতীর্ণ হইয়াছে (অর্থাৎ আপনি কোরাণ-শরিফ পাঠ করিবার উপযুক্ত লোক), তখন আমি কি আপনার নিকট কোরাণ-শরীফ পাঠ করিতে সক্ষম হইব?' তিনি বলেন, 'আমি অন্যের নিকট হইতে কোরাণ-শরিফ শুনিতে ভালবাসি।' তৎপরে আমি সুরায় নেসা পড়িতে আরম্ভ করিলাম এবং যখন আমি কাফেরদিগের দুর্দ্দশার বিষয় বর্ণনাসূচক আয়েতটী পর্য্যন্ত পাঠ করিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেন, 'আর পড়িতে হইবে না, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে।' তৎপরে আমি ধর্ম্মপ্রচারকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।" (বোখারি এবং মোস্লেম্)

(৭) আবুসায়াদ্-অল-খুদ্রি বলিয়াছেন, "যখন আমি দরিদ্র ও জরাতুর আন্‌সারদিগের মধ্যে বসিয়াছিলাম, এবং তাহাদের মধ্যস্থ কতকগুলি উলঙ্গাবস্থাপন্ন লোক অন্যান্য সহচরের মধ্যে বসিয়াছিলেন, আর এক ব্যক্তি কোরাণ-শরিফ পাঠ করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইতেছিলেন, সেই সময়ে হজরত মহম্মদ অকস্মাৎ আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই সময়ে পাঠকও কোরাণ-শরিফ পড়িতে ক্ষান্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মপ্রচারক আমাদিগকে সালাম করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কি করিতেছ?' আমরা বলিলাম, 'আমরা আল্লাহতালার পুস্তক শ্রবণ করিতেছি।' ধর্ম্মপ্রচারক বলিলেন, "আল্লাহতালাকে ধন্যবাদ দেও, যিনি আমার ধর্ম্মালম্বীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর আমি যাঁহাদের মধ্যে বসিতে আদিষ্ট হইয়াছি।' তৎপরে তিনি আমাদের মধ্যে সমভাবে বসিয়া আমাদিগকে গোলাকারে বসিতে বলিলেন, তখন তাঁহার সহিত আমাদের কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় নাই। পরে আমরা সকলে ধর্ম্ম-প্রচারকের দিকে ফিরিয়া গোলাকারে বসিলাম। তখন ধর্ম্মপ্রচারক সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'হে দরিদ্র আন্‌সারগণ! আনন্দ প্রকাশ কর, তোমরা কেয়ামতের দিনে (পুনর্ব্বিচারের দিনে) সম্পূর্ণ আলোক প্রাপ্ত হইবে; এবং ধনীলোকের অর্দ্ধ দিন পূর্ব্বে তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করিবে, পৃথিবীতে সেই অর্দ্ধ দিন ৫০০ বৎসর সময়।" (আবুদায়ুদ।)

— — —

খলিফা হজরত আবুবকরের সময়ে কোরাণ-শরিফ সংগৃহীত হইবার বিষয়।

কোরাণ-শরিফ সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা নিম্নে কয়েকটী হাদিসের অনুবাদ করিয়া দিলাম। জয়দ-বেন-সাবেত বর্ণনা করিয়াছেন, "ইমামার যুদ্ধ সময়ে একদিন হজরত আবু বকর আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। আমি গিয়া দেখিলাম যে, হজরত ওমর তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন। হজরত আবুবকর আমাকে বলিলেন, 'ওমর আমাকে বলিয়াছেন, 'অদ্য ইমামার যুদ্ধে অনেক কোরাণ-শরিফ পাঠক (হাফেজ) হত হইয়াছেন আমি ইহাতে আমাদের মধ্য হইতে কোরাণ-শরিফ অন্তর্হিত হইবার আশঙ্কা অনুভব করিতেছি। এজন্য আমি কোরাণ-শরিফ সংগ্রহ করিয়া একত্র বন্ধন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছি' ইহা শুনিয়া আমি হজরত ওমরকে বলিলাম, 'ধর্ম্মপ্রচারক যাহা করিয়া যান নাই, তাহা আমি কিরূপে সম্পন্ন করিব?' তিনি বলিলেন, 'আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কোরাণ-শরিফ সংগ্রহ করা অতি উত্তম কার্য্য।' পরে হজরত ওমর আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'কোরাণ শরীফ সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক।' অবশেষে খোদাতালা আমার অন্তরকে উহা সম্পন্ন করিতে প্রস্ফুটিত করিলেন, আমি তখন হজরত ওমরের পরামর্শ যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বুঝিতে পারিলাম।"

জয়দ-বেন-সাবেত আরও বলিয়াছেন, "হজরত আবুবকর আমাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি যুবক ও জ্ঞানী, এবং আশা করি যে, তুমি কোরাণ-শরিফের কিছুই ভুলিয়া যাও নাই, এবং নিশ্চয়ই তুমি ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট যাহা যাহা অবতীর্ণ হইত, তাহা লিখিয়া রাখিয়াছ, অতএব এক্ষণে তুমি কোরাণ-শরিফের সমস্ত আয়েত সংগ্রহ করিতে ব্রতী হও।" আমি

হজরত আবুবকরকে বলিয়াছিলাম, 'আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি লোকে আমাকে পাহাড়কে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে বলে, আমি তাহা যত ভারবহ কার্য্য বলিয়া বিবেচনা না করি, এই কোরাণ-শরিফ সংগ্রহ করা তদপেক্ষা অধিক ভারবহ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছি।' পরে আমি খর্জ্জুরপত্র, প্রস্তর খণ্ড ও খণ্ড খণ্ড কাগজে যে যে আয়েত ও সুরাগুলি লিখিত ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, এবং যে যে ব্যক্তি কোরাণ-শরিফ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও ডাকিয়া আনিলাম। আবুখোজায়মা আনসারীর নিকট তওবা সুরাটী প্রাপ্ত হইলাম। এইরূপে কোরাণ শরিফের সমুদয় সুরা ও আয়েত একত্রিত করিলাম। এই সংগৃহীত কোরাণ-শরিফ হজরত আবুবকরের মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা হজরত ওমরের নিকট এবং তাঁহার পরলোক গমনের পর তদীয় কন্যা বিবি হাফজার নিকট ছিল"। (বোখারি।)

উপরোক্ত হাদিসানুসারে তিনটী বিষয় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ১ম—"যদি অধিক সংখ্যক মুসলমানের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কোরাণ-শরিফ ধ্বংস হইবার সম্ভব, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এ পর্য্যন্ত ইহার কোনও অংশ নষ্ট হয় নাই, হজরতের নিকট যাহা যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান আছে। ২য়—আমরা ইহাতে অবগত হইতে পারিতেছি যে, অধিকাংশ লোকে সমুদয় কোরাণ শরিফ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৩য়—অনুসন্ধানের পর কোরাণ-শরিফের আর কোন আয়েত কাগজে কিম্বা খর্জ্জুরপত্র প্রভৃতিতে লিখিত অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

তজ্জন্য আমরা উপরোক্ত হাদিস অনুসারে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে,

জয়দ-বেন-সাবেত যে কোরাণ শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই মূল ও তাহাই সমগ্র মুসলমান জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আবদুল আজিজের ইতিবৃত্তানুসারে বোথারি বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোরাণ শরিফ সংগৃহীত হইবার পর আবদুল আজিজ ও শাদাদ, এবনে আব্বাসের নিকট গিয়াছিলেন। শাদাদ, এবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করেন, "জয়দ-বেন-সাবেত কোরাণ শরিফের যে সকল সুরা ও আয়েত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন আর কি কোন স্বর্গীয় আদেশ সংগ্রহ করিতে অবশিষ্ট আছে?" এবনে আব্বাস বলেন, "যাহা একত্রিত করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন আর কোন স্বর্গীয় আদেশ নাই।" আবদুল আজিজ বলিয়াছেন, "তৎপরে আমরা মহম্মদ-বেন-হানিফার নিকট গিয়া উপরোক্তরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও এবনে আব্বাসের ন্যায় উত্তর দিয়াছিলেন।"

খলিফা হজরত ওসমানের সময়ে চতুর্দ্দিকে কোরাণ শরিফের বিস্তৃতি হওন।

জয়দ-বেন-সাবেত যে কোরাণ শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, খলিফা হজরত ওসমান তাহা হইতে কয়েকখণ্ড কোরাণ শরিফ লিখিয়া লইয়া চতুর্দ্দিকস্থ মুসলমান রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত হাদিসে তাহার সম্যক্ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আনাস-বেন-মালেক বর্ণনা করিয়াছেন, "আর্ম্মেনিয়া ও আজরবিজান জয় করিবার সময়ে হোজায়ফা তথাকার মুসলমানদিগকে বিভিন্ন প্রকারে কোরাণ শরিফ পাঠ করিতে শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তিনি হজরত ওসমানের নিকট

আসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহুদী ও খৃষ্টানগণ খোদাতালার বাক্যকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গ্রহণ করিয়াছে, আপনি মুসলমানদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিতে সাহায্য করুন।' তৎপরে হজরত ওসমান বিবি হাফজার নিকট হইতে কোরাণ শরিফ আনিবার জন্য এক জন লোক প্রেরণ করেন, এবং বিবি হাফজাকে বলিয়া পাঠান যে, আমি উহা হইতে কয়েক খণ্ড কোরাণ শরিফ লিখিয়া লইয়া উহা পুনঃ প্রত্যর্পণ করিব। বিবি হাফজাও হজরত ওসমানের নিকট কোরাণ শরিফ পাঠাইয়া দিলেন, তিনি জয়দ-বেন-সাবেত আন্‌সারি, আবদল্লা-বেন-জোবায়ের, সায়াদ-বেন-আস এবং আবদররহমান-বেন-হারেসকে ডাকাইয়া আনিলেন। ইহাঁদের মধ্যে জয়দ-বেন-সাবেত ভিন্ন আর সকলই কোরেশ বংশোদ্ভব ছিলেন। হজরত ওসমান ঐ তিন জন কোরেশকে বলিলেন, 'যদি কোরাণ শরিফের কোন স্থানে তোমাদের সহিত জয়দ-বেন-সাবেতের ভাষায় মতভেদ হয়, তাহা হইলে তোমরা তাহা কোরেশ ভাষায় লিখিও, যেহেতু কোরাণ শরিফ কোরেশ ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয় নাই।" যখন কোরেশগণ হজরত ওসমানের আদেশানুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তখন হজরত ওসমান তাহা হইতে কয়েক খণ্ড কোরাণ শরিফ লিখাইয়া লইয়া চতুর্দ্দিকস্থ মুসলমান রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। হজরত ওসমান কোরাণ শরিফ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন, সেই এক এক ভাগের নাম "সিপারা।"

কোরাণ শরিফের কতকগুলি নীতি উপদেশ।

বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয় কোরাণ শরিফে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। "তিনিই যিনি তোমাদিগকে স্থলপথে ও জলপথে পরিচালিত করেন, যে কাল পর্য্যন্ত তোমরা নৌকাসমূহের মধ্যে অবস্থিতি কর এবং অনুকূল বায়ুযোগে তাহাদের (নৌকার) সঙ্গে চলিতে থাক, তদ্দ্বারা তাহারা আহ্লাদ প্রকাশ করে, কিন্তু যদ্যপি তাহাতে প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হয় ও চতুর্দ্দিক হইতে তরঙ্গ তাহাদের প্রতি উপস্থিত হয়, এবং যখন তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদিগকে (বিপদ) ঘিরিয়াছে; তখন তাহারা খোদাতালাকে তাঁহার জন্য ধর্ম্ম-বিশোধিত করিয়া আহ্বান করে, (বলিতে থাকে) তুমি যদি আমা-দিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর, অবশ্য আমরা ধন্যবাদকারী হইব। পরে যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, দেখ তাহারা পৃথিবীতে অধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে; হে লোক সকল! তোমাদের অধর্ম্মাচরণ তোমাদের আত্মার উপর অপকার ভিন্ন আর কিছু নয়, কেবল পার্থিব জীবনের সুখভোগ করিতে থাক; তোমরা শীঘ্রই আমার দিকে আগ-মন করিবে এবং তোমরা যাহা করিয়াছ, আমি তাহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিব। নিশ্চয়, পার্থিব জীবন জলবৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে, যাহা আমি আকাশ হইতে অবতারণ করি এবং যাহা দ্বারা ভূমি উর্ব্বরা হইয়া বৃক্ষ লতা ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়, যাহা মনুষ্য ও চতুষ্পদ জন্তুগণ ভক্ষণ করে, পৃথিবীর সেই সকল উদ্ভিদ তাহার (জলের) সঙ্গে মিশ্রিত হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভূমি আপন সৌন্দর্য্য আনায়ন করে ও সজ্জিত হয় এবং তন্নিবাসীগণ মনে করে যে, তাহারা তাহার উপর ক্ষমতাশালী; কিন্তু আমার আজ্ঞা তৎপ্রতি দিবারাত্র উপস্থিত হয়,

এবং আমি তাহাকে ছিন্নমূলক্ষেত্র করি, তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহা পূর্ব্ব দিবস (উর্ব্বরা) ক্ষেত্র ছিল না। যাহারা আমার বিষয় চিন্তা করে আমি তাহাদের জন্য এইরূপ নিদর্শন সকল বর্ণনা করিয়া থাকি; এবং খোদাতালা শান্তিনিকেতনের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা হয়, ধর্ম্মপথের দিকে আলোক দান করিয়া থাকেন। যাহারা সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদিগেরই কল্যাণ ও উন্নতি; কালিমা ও দুর্গতি তাহাদের আননকে অধিকার করে না। ঐ সকলই স্বর্গের অধিবাসী ইহারা তথাকার নিত্যনিবাসী। কিন্তু যাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে এবং দুঃখজনক বিষয় ও দুর্গতি তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। আল্লাতালা হইতে তাহাদিগকে আশ্রয় দানকারী কেহই নাই। যেন তাহাদের মুখ তিমিরাবৃত রজনীতে আচ্ছাদিত হইয়াছে।"

নিম্নলিখিত আয়েতটীতে অতি মহদ্ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, "যাহারা খোদাতালার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে এবং তাহা ভঙ্গ করে না, এবং আল্লাহতালা আজ্ঞা করিয়াছেন যে, আপন প্রতিপালকের প্রতি যোগ স্থাপন কর, তাহা যাহারা করে, এবং প্রভুকে ভয় করে, এবং যাহারা খোদাতালাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অহরহঃ বিচারের কাঠিন্যকে ভয় করে এবং নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং আমি তাহাদিগকে যে উপজীবিকা দিয়াছি, তাহা যাহারা প্রকাশ্যে ও গোপনে ভিক্ষার্থে ব্যয় করে এবং সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে দূর করে, তাহাদের কার্য্যের পারিতোষিকস্বরূপ সেই পারলৌকিক আলয়, তথায় তাহারা নিত্য স্বর্গোদ্যানসমূহে ঐ সকল লোকের সহিত প্রবেশ করিবে, যাহারা স্বীয় পিতৃগণের, ভার্য্যাগণের ও সন্তানগণের প্রতি সদাচরণ করে; এবং স্বর্গীয় দূতগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়; (তাহারা

বলে) "তোমরা যে, ধৈর্য্য-ধারণ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের প্রতি শান্তি; অতএব তোমাদের পুরস্কারের জন্য এই পারলৌকিক আলয়।"

পবিত্রভাবে জীবনাতিবাহিত করিলে ভবিষ্যতে সুখী হওয়া যায়, তাহার বিষয় কোরাণ শরিফে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, (মৃত্যুকালে ধর্ম্মপরায়ণ আত্মাকে বলা হইবে), "হে সুখী আত্মা! তুমি প্রসন্নতা প্রাপ্ত, আপন প্রতিপালকের দিকে প্রসন্নভাবে ফিরিয়া যাও।" কেয়ামতের দিনে বলা হইবে,—"অনন্তর আমার দাসবৃন্দের মধ্যে প্রবেশ কর এবং আমার সুখোদ্যানে প্রবেশ কর।"

ইস্‌লাম।

যদি মানবজাতি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে প্রথমে তাহাদের কয়েকটি বিষয় আয়ত্ত করা আবশ্যক। বিবেক অর্থাৎ হিতাহিত বিবেচনাশক্তি, তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান; ইহা মানবকে কুসংস্কারাদি হইতে দূরে রাখিবার একটী যবনিকা স্বরূপ। যখন বিবেকরূপ যবনিকা মানবগণের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে, তখন সেই সকল মানব কুসংস্কারজালে বিজড়িত হয়। তখন তাহাদের সমস্ত জীবন ভ্রান্তবিশ্বাস ও ভয় প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়। এমন কি, তাহারা কাক ও পেচক প্রভৃতি পক্ষীর ডাকে, শৃগাল ও সর্প প্রভৃতি জন্তুর গমনাগমনে, বায়ুর গতিতে কিম্বা কোন ব্যক্তি বা জন্তু বিশেষের নাম্ গ্রহণে অমঙ্গল উপস্থিত হইবে ভাবিয়া ভয়াকুল হয়। সেই সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানব দুষ্ট ও স্বার্থান্বেষী লোকদিগের নিকট মস্তক নত করিয়া থাকে—তাহারা কোন দৈবজ্ঞের নিকট স্বীয় স্বীয় ভাবী অমঙ্গলের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহা নিরাময় করিবার জন্য তাহাকে নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা

করে, কিম্বা পীড়িতাবস্থায় বা স্বীয় গৃহপালিত পশু পক্ষীর শুভ কামনায়, কি কোন ব্যবসায় লাভোদ্দেশ্যে সত্যস্বরূপ অদ্বিতীয় নিরাকার খোদা-তালার নিকট কৃপা ভিক্ষা না করিয়া কোন মানবের কিম্বা কল্পিত দেব-দেবীগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়া থাকে। প্রতারক মানবগণ স্বার্থ সাধনার্থে তাহাদিগকে বলিয়া থাকে যে, অমুক দেবতাকে সন্তুষ্ট না করিলে তোমার পুত্রকলত্রাদি বাঁচিবে না কিম্বা পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে না, আর তোমার শনির দশা দূর হইবে না, অতএব যদি উক্ত দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার নিকট ভোগ (বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দেবতার পূজার্থ দান) দেও, শীঘ্র সমুদয় বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। এইরূপে তাহাদের চিরজীবন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ে অতিবাহিত হয়, অথচ তাহারা স্বাধীনভাবে অদ্বিতীয় খোদাতালার প্রেমলাভে বঞ্চিত হয়। অতএব হে পাঠকবর্গ! একবার মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখুন যে, ইহা অপেক্ষা কষ্টকর জীবন আর কি হইতে পারে?

"জ্ঞানকে একেশ্বরবাদরূপ ঝামা দ্বারা পরিষ্কার করাই" ইস্লাম ধর্ম্মের মূলভিত্তি। একেশ্বরবাদ জ্ঞানকে কুসংস্কার প্রভৃতি ভ্রান্তবিশ্বাস হইতে পরিষ্কার করে এবং ইহা প্রথমে এই শিক্ষা দেয় যে, মানবগণের উচিত নয় যে, তাহারা অন্য কোন মানবকে কিম্বা পার্থিব কি নৈসর্গিক কোন অচেতন পদার্থকে সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বক্ষমতাশালী, বিনাশকারী, দাতা, জগৎপাতা ও শাস্তিদাতা প্রভৃতি বলিয়া জ্ঞান করে; কিম্বা এরূপ বিশ্বাস না করে যে, খোদাতালা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন, কি কাহার বধ সাধনার্থ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন এবং কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ পৃথিবীতে আসিয়া নানা কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ শত শত কুসংস্কার পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, যাহা জ্ঞানরূপ চক্ষুকে অন্ধ করিবার

প্রকৃত উপায়। এখানে আমরা সেই সকল বিষয়ের অধিক উল্লেখ করিলাম না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ব্যতীত প্রত্যেক ধর্ম্মেই উক্তবিধ কুসংস্কারের মধ্যে কোন না কোন একটী বিদ্যমান রহিয়াছে।

যদি মানবগণ প্রথমে কোন রূপ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহারা সম্পূর্ণ মানুষ অর্থাৎ সকল প্রকার সম্মান ও খোদাতালার প্রেমলাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহারা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার কোনরূপ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহা পাইতে পারে না এবং তজ্জন্য চেষ্টাও করে না।

যদি কোন সম্প্রদায় মনে করে যে, আমরা নীচ জাতি বা নীচ বংশোদ্ভব; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের উৎসাহ অনেক পরিমাণে হ্রাস হয় এবং তাহারা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে না। অতএব তাহারা আল্লাহতায়ালার পবিত্র প্রেমের সুফল হইতে বঞ্চিত হইয়া স্বার্থান্বেষী লোকদিগের ইন্দ্রজালে পতিত হয় এবং কুসংস্কারের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে। কিন্তু ইস্‌লাম সমুদয় মানবজাতিকে সমভাবে আলিঙ্গন করে, কাহাকেও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত করে না। ইহাতে মানবগণ প্রত্যেক কার্য্যে খোদাতালার সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাতে উচ্চ ও নীচ-বংশ বলিয়া কিছুই প্রভেদ নাই। যাঁহারা বিবেকশক্তিসম্পন্ন ও ধর্ম্মভীরু, তাঁহারাই সাধারণ মানব অপেক্ষা মান্যাস্পদ; ইহার বিষয় কোরাণ শরিফের অনেক স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে।

এক্ষণে ইস্‌লাম ধর্ম্ম কি, তাহার বিষয় লিখিত হইতেছে। ইস্‌লাম ধর্ম্মের নীতিসমূহ বিশেষরূপে বুঝিতে গেলে, আমরা প্রথমে ইস্‌লাম এই শব্দটীর যথার্থ অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহাতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রধান নীতিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। "সলম" এই ধাতু হইতে "ইস্‌লাম" শব্দটী

সম্পন্ন হইয়াছে। "সলম" অর্থে শান্তি বুঝায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শান্তিলাভার্থ খোদাতালার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহা হইতে ইস্‌লাম শব্দটীর অর্থ শান্তি, নিস্তার ও নিরাপদ বুঝায়।

ইস্‌লামধর্ম্মের যে সকল নীতি কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী নীত নিম্নে লিখিত হইল, "এই পুস্তকে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের জন্য পথপ্রদর্শক। যাহারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং তাহাদিগকে আমি যে সকল উপজীবিকা দিয়াছি, তাহা (দানার্থ) ব্যয় করে এবং তোমার (মহম্মদের) প্রতি ও তোমার পূর্ব্বে যাহা অবতারণ করিয়াছি, যাহারা সেই সকল বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে ; সেই সকল ব্যক্তি তাহাদের প্রতিপালক কর্ত্তৃক সুপথে আছে, তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য।"

নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান বিষয়ের উপর ইস্‌লামধর্ম্ম সংস্থাপিত। (১) এক খোদাতালার উপর বিশ্বাস স্থাপন ; (২) স্বর্গীয় দূতগণের (ফেরেস্তাগণের) উপর বিশ্বাস স্থাপন ; (৩) ধর্ম্মপুস্তকের উপর বিশ্বাস স্থাপন * ; (৪) ধর্ম্মপ্রচারকগণের (পয়গম্বরগণের) উপর বিশ্বাস স্থাপন ; (৫) পরকালে মানবকর্ম্মের বিচার হইবে, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন , (৬) খোদাতালা যেমন মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের শরীরস্থ সৎ অসৎ পাপ পূণ্য প্রভৃতি ও আভ্যন্তরীণ গুণ বা দোষসমূহ এবং বাহ্য কার্য্যকলাপও তাঁহার সৃষ্ট ; তিনি ভিন্ন আর কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন কার্য্য হয় না ; তিনি সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট ও অসৎকার্য্যে অসন্তুষ্ট হন ; (৭) মৃত্যুর পর সকলেই পুনর্জ্জীবিত হইবে ; (৮)

(*) কোরাণ শরিফের বিবরণে ধর্ম্মপুস্তকের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন; (৯) সমুদয় দাতব্য বিষয়ের দাতা খোদাতালার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ করণ। কোরাণ শরিফে আল্লাহতায়ালার দয়া ও ক্ষমতার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

কোরাণ শরিফের উপদেশগুলির মধ্যে নিম্নে আর একটি উপদেশ লিখিত হইল,—"তোমাদের আল্লাহ অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত আর আল্লাহ নাই, তিনি পরম দয়ালু। স্বর্গমর্ত্ত্য স্থানে ও দিবারাত্রের পরিবর্ত্তনে এবং মানবজাতির লাভোপযোগী দ্রব্যাদি চালিত সমুদ্রস্থ অর্ণবপোতে এবং বারিবর্ষণে, যাহা আল্লাহ আকাশ হইতে প্রেরণ করেন, যাহাতে পৃথিবী পুনর্জ্জীবিত হয় ও ভূমি সকল উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই সকল ভূমি নানাবিধ জীবজন্তুগণে আচ্ছন্ন করেন; বায়ুর পরিবর্ত্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘে—বুদ্ধিমান লোকদিগের জন্যই আল্লাতালার নিদর্শন সকল রহিয়াছে; তত্রাচ এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা সে আল্লাতালাকে ত্যাগ করিয়া অন্যান্য কতকগুলি মূর্ত্তিকে আল্লাতালা বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে আল্লাতালার ন্যায় প্রীতি করে।"

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি ধর্ম্মজ্ঞ লোকদিগের পক্ষে কতদূর দুঃখ প্রকাশক, তাহা সকলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—"তিনিই যিনি তোমাদিগকে ভয় ও আশার জন্য বিদ্যুৎ প্রদর্শন এবং মেঘসমূহ উত্তোলন করিয়া থাকেন। জলদ নির্দ্ঘোষে (বজ্রধ্বনিতে) যাঁহার প্রশংসা প্রকাশ পায় এবং স্বর্গীয় দূতগণ (ফেরেস্তাগণ) যাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করে * * * যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে (অন্যরূপ বলে) তিনি ইচ্ছানুযায়ী বজ্র প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের উপর উহা সঞ্চালিত করেন। * * * তাঁহার উদ্দেশ্যে উপাসনা করা সত্য এবং যাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া ঐ সকলকে (প্রতিমূর্ত্তিদিগকে) উপাসনা করে, তাহারা তদ্রূপ ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না, যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় উভয় করতল জলের

দিকে প্রসারণ করিয়া মনে করে, যেন তাহার অভিমুখে জল উপস্থিত হইতেছে কিন্তু তাহা উপস্থিত হইবার নয় (সেখানে)।" "তিনি সত্য প্রকাশার্থ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, তাহারা যাহাদিগকে (দেবতাগুলিকে) উপাস্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করে, তাহা হইতে তিনি (খোদাতালা) অতিশয় উন্নত। তিনি মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন * * * এবং দেখ সে স্পষ্ট বিরোধী হইল। তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে সৃজন করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমাদের অনেক লাভ হয়, তাহারা সন্ধ্যার সময় প্রান্তর হইতে দলে দলে তোমাদের বাড়ীতে আগমন করে এবং প্রাতঃকালে আবার ময়দানে তৃণলতাদি ভক্ষণার্থ গমন করে * * * এবং তিনিই তোমাদের জন্য দিবা ও রজনী পর্য্যায়ক্রমে আনয়ন করিতেছেন এবং চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদিকে স্ব স্ব নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়াছেন * * এবং তিনিই যিনি সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তুমি (হে মহম্মদ) দেখিতেছ, যে সকল অর্ণবপোত সমুদ্রে চলিয়া থাকে * * এবং তোমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। * * যিনি সৃজন করেন, তিনি কি, যে সৃজন করে না তাহার তুল্য? পরন্তু তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? যদি তোমরা খোদাতালার দান গণনা কর, তাহা হইলে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাশালী ও দয়ালু। তোমরা যাহা গোপন কর ও প্রকাশ কর, তিনি তাহা জানিতেছেন। যাহারা খোদাতালা ভিন্ন অন্য বস্তুকে (প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে) আহ্বান করে, যে সকল বস্তু কিছুই সৃষ্টি করে না ও তাহারা সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা মৃত, জীবিত নহে।"

ইহুদীদিগের অলীক দেবতাগণকে (যেমন হজরত ওজায়েরকে) আর খৃষ্টানগণের হজরত ঈষা ও তাঁহার জননী বিবি মরিয়মকে আরাধনার

বিষয় কোরাণ শরিফে অন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিম্নে তাহার কয়েকটি আয়েতের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে—'যাহাদিগকে গ্রন্থের স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে (ইহুদী ও খৃষ্টান), তুমি (হে মহম্মদ ; কি তাহাদিগকে দর্শন কর নাই? তাহারা মিথ্যা দেবতা ও প্রতিমূর্ত্তিসমূহকে বিশ্বাস করে। তাহারা কাফেরদিগকে বলিয়া থাকে, যাহারা সরল পথে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে (মুসলমান হইয়াছে), তাহাদের অপেক্ষা তাহারা অধিক পথদর্শী অর্থাৎ ধার্ম্মিক।" "ইহুদীগণ বলে, ওজায়ের খোদাতালার পুত্র এবং খৃষ্টানগণ বলে, ঈষা খোদাতালার পুত্র * * খোদাতালা তাহা-দিগকে বিপথগামী হইতে রক্ষা করুন, তাহারা কেমন করিয়া সত্যপথ হইতে ফিরিয়া যাইতেছে. তাহারা খোদাতালাকে ছাড়িয়া আপনাদের পুরোহিত ও তপস্বীদিগকে খোদাতালা বলিয়া গ্রহণ করে * * * তাহারা আপন মুখে আল্লার জ্যোতিঃকে নির্ব্বাণ করিতে ইচ্ছা করে।"

"ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকে যে, আমরা খোদাতালার পুত্র ও প্রিয়পাত্র।" "যাহাদিগের নিকট গ্রন্থ প্রেরিত হইয়াছে (ইহুদী ও খৃষ্টান), তাহারা তোমাদের বিশ্বাস লাভের পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, * * তোমরা নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ ও জাকাৎ দেও ; সৎকার্য্যে দ্বারা যাহা তোমাদের আত্মার জন্য পূর্ব্বে পাঠা-ইবে, তাহা খোদাতালার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে।" "তাহারা বলে যে, নিশ্চয়ই ইহুদী ও খৃষ্টানগণ ভিন্ন অন্য কেহ কখন স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না * * বল, (হে মহম্মদ) যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। নিশ্চয়, যে ব্যক্তি খোদাতালার দিকে আপন আনন স্থাপন করিয়াছে, সৎকর্ম্মশীল হইয়াছে, সে ব্যক্তি আল্লার নিকট হইতে তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে।" "হে গ্রন্থধারী লোক সকল! তোমরা স্বীয় ধর্ম্মের অতিরিক্ত কোন কার্য্য করিও না, খোদা-

তাহার সম্বন্ধে সত্য ভিন্ন অন্য কিছু বলিও না। নিশ্চয়ই বিবি মরিয়মের পুত্র ঈষা খোদাতালার প্রেরিত এবং তাঁহার বাক্য। অতএব খোদাতালাকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস কর, তিন জন খোদা বলিও না, ক্ষান্ত হও, * * * খোদাতালার ভৃত্য হইতে ঈষা কখনই ঘৃণা করে না।"

নিম্নলিখিত আয়েতগুলি পাঠে ইস্‌লাম ধর্ম্মের নীতিগুলি স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, "তাহারা (খৃষ্টানগণ বলে যে, খোদাতালা পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমরা কুৎসিত (দুঃখজনক) বিষয় উচ্চারণ করিয়াছ, এবং ইহা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার ও পর্ব্বতগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, কারণ তাহারা খোদাতালার জন্য পুত্র সমর্থন করিয়াছে। যেহেতু খোদাতালার সম্বন্ধে ইহা উচিত নয় যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন। স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন কেহই নাই যে, খোদাতালার নিকট দাস না হইয়া গমন করে। নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়াছেন।"

হজরত মহম্মদ, পাপী ও পুণ্যাত্মাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতেন। তিনি সকল স্থলেই সত্য স্বীকার করিতেন। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে "গ্রন্থধারীদিগের মধ্যে সকলে তুল্য নহে, এক দল দণ্ডায়মান অর্থাৎ খোদাতালার শাসনে, ইস্‌লামধর্ম্মে অবস্থিত, তাহারা রাত্রিকালে আল্লার নিদর্শন সকল পড়িয়া থাকে ও প্রণত হয়। তাহারা খোদাতালার উপর ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং বৈধ কার্য্যে বিধি দান, অবৈধ কার্য্যে নিষেধ করে এবং শুভকার্য্য আন্তরিক ইচ্ছার সহিত সম্পন্ন করে, তাহারাই ধর্ম্মভীরু লোক।" কোরাণ শরিফের নানা স্থানে খোদাতালার দয়ার বিষয় উল্লেখ আছে; বিস্তৃত ভয়ে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

সত্যধর্ম্মের আচারব্যবহার যাহা ইস্‌লামধর্ম্মে বিদ্যমান আছে, তাহা

অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান। (১) নামাজ, (২) রোজা (উপবাস); (৩) জাকাৎ (দান) এবং (৪) হজ্জ (তীর্থযাত্রা)।

সর্ব্বশক্তিমান আল্লাতায়ালার নিকট আমাদের দয়া ভিক্ষা ও পাপ ক্ষমার জন্য সর্ব্বদা উপাসনা করা আবশ্যক। তিনি জাগ্রত, তিনি সর্ব্বদা আমাদের কার্য্য-কলাপ দর্শন করিতেছেন; তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত, তিনি বিপন্নের বিপদুদ্ধারক ও দয়ার আধার, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপাসনাই একমাত্র উপায়। উপাসনা দ্বারা আমাদের অন্তর সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে এবং আমাদের মানসিক শক্তির উন্নতি হয়। সকল ধর্ম্মেই উপাসনা প্রথাটী বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপাসনা মানসিক উন্নতি ও পবিত্রতা লাভের একমাত্র উপায়; ইহার বিষয় কোরাণ শরিফে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমার নিকট (হে মহম্মদ) গ্রন্থের যাহা অবতারণ করা হইয়াছে তাহা পাঠ কর ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিশ্চয়ই নামাজ দুষ্ক্রিয়া ও অবৈধ কার্য্য নিবারণ করে; এবং খোদাতালাকে স্মরণ করা মহান্ কার্য্য; এবং তোমরা যাহা করিয়া থাক, খোদাতালা তাহা জানেন।" "তুমি আপন অন্তরে শঙ্কিত ও কাতরভাবে, অনুচ্চ বাক্যে প্রাতে ও সন্ধ্যায় খোদাতালাকে স্মরণ কর এবং উপেক্ষাকারী হইও না।"

হজরত মহম্মদ নিজে বিনয়পূর্ব্বক যে প্রার্থনা করিতেন, তাহা অতি সুন্দর ও নীতিপূর্ণ,—"হে খোদাতালা! আমি ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক বিনীত ও সরলভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাকে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সাহার্য্য কর এবং প্রত্যেক সদুপায়ে তোমাকে অর্চ্চনা করিতে শিক্ষা দেও। আমি পবিত্র অন্তরে বিনীতভাবে তোমার

নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার অন্তর যেন কুকার্য্যে রত না হয়; আমি ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিতেছি. সেই ধর্ম্মের জন্য, যাহা তুমি ভাল রূপ অবগত আছ। তুমি যে সকল কার্য্যকে পাপ কার্য্য বলিয়া জান, আমি প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাকে তাহা হইতে (পাপ) ক্ষমা কর এবং তুমি যে সকল কার্য্যকে দোষ মনে কর, আমাকে তাহা হইতে ক্ষমা কর। হে ত্রাণকর্ত্তা! তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে আমাকে সাহার্য্য কর এবং আমি যেন তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হই এবং আমার সমুদয় ক্ষমতার সহিত তোমাকে আরাধনা করি। হে প্রভো! আমি নিজের আত্মাকে দূষিত করিয়াছি, তুমি ভিন্ন তোমার ভৃত্যের অপরাধ কেহই মার্জ্জনা করিতে পারে না; তোমার দয়াগুণে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর; নিশ্চয়ই তুমি তোমার দোষী ভৃত্যদিগের দোষাপহারক ও অনুগ্রহদাতা।"

হজরত মহম্মদের আর একটী প্রার্থনা এই—"হে প্রভো! তোমার উপর ভালবাসা স্থাপন করিতে এবং তোমাকে যাহারা ভালবাসে, তাহাদিগকে ভালবাসিতে আমাকে শক্তি দেও। যে সকল কার্য্যে তোমার ভালবাসা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাকে সেই সকল কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেও; তোমার ভালবাসা যেন আমার নিকট আমার শরীর, পরিবার ও ঐশ্বর্য্যাদি এমন কি সুশীতল জল অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বোধ হয়।"

আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিবার বিষয় কোরাণ শরিফের অনেক স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে, "তোমরা প্রার্থনাকালে পূর্ব্বাভিমুখীন হও বা পশ্চিমাভিমুখীন হও, তাহাতে পুণ্য নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাতালার, কেয়ামতের দিনের, স্বর্গীয় দূতের (ফেরেস্তা) এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং ধনানুরাগ স্বত্বেও খোদাতালার উদ্দেশ্যে আত্মীয়, অনাথ, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদিগকে ধন দান

করিয়াছে এবং বন্দীদিগের দাসত্বমোচনে ব্যয় করিয়াছে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, জাকাৎ দিয়াছে ও যাহারা অঙ্গীকার পালন করে এবং দৈন্য ক্লেশে ও বিপদে ধৈর্য্যধারণ করে, তাহাদেরই পুণ্য, এই সকল লোক সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু।"

উপাসনা করিবার পূর্ব্বে জল দ্বারা হস্তপদাদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ধৌত করিয়া পবিত্র হইতে হয়, ইহাকে অজু করা বলে (১)। আন্তরিক পবিত্রতা ভিন্ন ধর্ম্ম সাধন হয় না, যাহারা বাহ্য পবিত্রতা সম্পন্ন করিয়া সন্তুষ্ট থাকে অথচ যাহাদের অন্তর অহঙ্কার ও প্রতারণায় পরিপূর্ণ, তাহাদের সম্বন্ধে ইমাম গাজ্জালি সাহেব নিম্নলিখিতরূপ:বর্ণনা করিয়াছেন, —"ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াছেন যে, বাস্তবিকই পবিত্রতা এই, যাহা মানব অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও মানসিক দুর্ব্বলতা দূর করে এবং পর-অপকার ও পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কুচিন্তা মানব অন্তর হইতে দূরীভূত করে এবং যে সকল চিন্তা ও মানসিক ভাব খোদাতালার বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, যাহা তাহা অন্তর হইতে দূরীভূত করে।"

রোজা (উপবাস) ইস্‌লামধর্ম্মের একটী স্তম্ভ স্বরূপ। ইঁহার উপকারিতার বিষয় কোরাণ শরিফের সুরায় বকরের ১৮৩ আয়েতে উক্ত হইয়াছে। রোজার সম্বন্ধে কোরাণ শরিফে নিম্নলিখিত রূপ উক্ত হইয়াছে, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য উপবাসব্রত লিখিত হইয়াছে, তোমরা ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারিবে; কতিপয় দিবস (রোজার জন্য) নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তবে তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত কিম্বা দেশ ভ্রমণে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহার সম্বন্ধে অন্য কয়েক দিন নিরূপিত আছে এবং যে ব্যক্তি এই উপবাস ব্রত পালনে সক্ষম হইয়া শেষে ইহা পালন করিতে চাহে না, তাহার সম্বন্ধে একজন দরিদ্রকে অন্ন বিতরণ করা

(১) "নামাজ শিক্ষা" দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তব্য, এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছানুযায়ী সৎকর্ম্ম করে, সে তাহা হইতে কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে। যদি জান, তবে রোজা পালন করাই তোমাদের শ্রেয়ঃ; যাহা সহজ হয়, খোদা তালা তাহার আকাঙ্ক্ষা করেন।"

পৃথিবীতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ভিন্ন এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যাহাতে দানের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। বিধবা, পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকবালিকা ও নিঃসহায় দরিদ্রদিগের প্রতি দানের বিষয়টী ইস্‌লাম ধর্ম্মের অন্তর্ভূত। দানের বিষয় কোরাণ শরিফের এক স্থানে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে, "তাহারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করিবে যে, কত পরিমাণে দান করিব? বলিও (হে মহম্মদ) তোমরা যাহা সহজে দিতে পার।" ইস্‌লাম ধর্ম্মানুযায়ী প্রত্যেক লোকের আপনাপন দরিদ্র প্রতিবেশীকে সাহায্য করা উচিত। প্রত্যেক জিনিস পত্র ও পশ্বাদি কিম্বা ব্যবসায়ের লাভের উপর বাৎসরিক শতকরা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান করাকে জাকাৎ বলে এবং দরিদ্রদিগকে সদুদ্দেশ্যে দান করাকে 'সদকা বলে। জাকাৎ দিবার আবশ্যকতার বিষয় কোরাণ শরিফের নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে।

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণ নিম্নলিখিত অবস্থাপন্ন লোকদিগকে দান করিতেন; (১) দরিদ্র ও নিঃসহায়; (২) যাহারা জাকাৎ সংগ্রহ করিয়া থাকেন; (৩) ক্রীত দাস, যাহারা দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে অক্ষম; (৪) পথিক ও অপরিচিত লোক।

হজ্জ (তীর্থযাত্রা) দ্বারা লোকের মনে অধিক পরিমাণে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, আর ঐ সময়ে মানবাত্মা খোদাতালার দিকে সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হয়। * ইস্‌লামধর্ম্মের যাবতীয় নিয়ম হজরত মহম্মদ স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া সাধারণকে উহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

* কিরূপ অবস্থাপন্ন লোকের ও কি কি নিয়মে হজ্জব্রত উদ্‌যাপন করা বিধি, তাহা গ্রন্থকার প্রণীত "হজবিধি" গ্রন্থে দেখুন।

'ধর্ম্মশাস্ত্র" এই শব্দটীর অর্থ জীবনের শাসন, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য পবিত্র হওন, তজ্জন্য মানবগণ সামাজিক আচারব্যবহার, ধর্ম্মের রীতিনীতি ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বশক্তিমান খোদাতালার নিকট ক্রমে ক্রমে গমন করিতে পারে। হজরত মহম্মদ সহস্র প্রকারে ভ্রাতৃভাব স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় হিতকর কার্য্য শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি সকলকে নিম্নলিখিত রূপে উপদেশ দিতেন, "যখন তোমরা খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিবে, তখন কেমন করিয়া জানিতে পারিবে যে, খোদাতালা তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তোমরা তোমাদের সন্তানগুলিকে, আত্মীয়-স্বজনগণকে, প্রতিবেশীকে এবং সমুদয় জীবজন্তুকে ভাল বাস; তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, খোদাতালা তোমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছেন। যদি তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভাল বাসিতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে তোমাদের চতুর্দ্দিকস্থ জীবজন্তুদিগকে ভালবাসিও। তৎপরে জানিতে পারিবে যে, খোদাতালা তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছেন।'

ধর্ম্মের আর এক উদ্দেশ্য এই যে, ইহা মানবজাতিকে সমসূত্রে আবদ্ধ করে; এবং প্রত্যহ মানব জীবনের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। আমরা ধর্ম্মের যথার্থ একটী ভাব সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিব। ধর্ম্ম কি মানবজীবনের উপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করে? ইহা কি মানবকে উন্নতি সোপানোপরি লইয়া যায়? ইহা কি মানবকে সৎকার্য্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যপরায়ণ করে? যদ্যপি ইহা দক্ষিণ মহাসাগরস্থ দ্বীপ-বাসীগণের—কিম্বা কাফ্রিদিগের নিকট প্রচার করা যায়, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হয়, না পতন হয়? ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের অন্তর মধ্যে স্বাভাবিকই উদয় হয়, ইহা বোধ হয়, কাহারও নিকট শিক্ষা

করিতে হয় না। ইহা মানবজাতির স্বভাবকে দূষিত করে না। ইহাকে ইস্লামরাজ্যের বহির্ভূত যে কোন স্থানে লইয়া যাও, ইহা কোন স্থানেই বিপদে পড়িবে না; ইহার উদ্দেশ্যগুলি অন্যান্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্যের ন্যায়, কিন্তু পবিত্র হইবার উপায় অতি মহৎ; ইহা সত্যস্বরূপ খোদাতালাকে পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে, আবার ইহা সত্য ধারণ করিয়া মুক্তির চেষ্টা করে।

ইস্লাম শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয়। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "যে ব্যক্তি খোদাতালার দিকে (লোকদিগকে) আহ্বান করিয়াছে ও সৎকর্ম্ম করিয়াছে * * * এবং অতীব শুভ ও অশুভ তুল্য নয়, যাহা অতীব শুভ, তদ্দ্বারা (হে মহম্মদ) অশুভকে দূর কর।"

স্বর্গের বর্ণনা কালে কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, 'যাহারা সম্পদ ও বিপদ কালে জাকাৎ দেয়, যাহারা তাহাদের রিপুসমূহকে স্বায়ত্তে রাখে এবং ক্ষমাশীল হয়, তাহারাই স্বর্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়, কারণ খোদাতালা উদারচেতা লোকদিগকে ভালবাসেন।"

কথিত আছে যে, হজরত মহম্মদের দৌহিত্র পবিত্রাত্মা এমাম হোসেন একদা ভোজনকালে আহারীয় দ্রব্যাদি উত্তমরূপে পাক করা হয় নাই বলিয়া রাগান্বিত হইয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার ভৃত্য তাঁহার নিকট কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতটী পাঠ করেন,—"যাহারা ক্রোধকে স্বায়ত্ত রাখিতে পারে, স্বর্গই তাহাদের পুরস্কার।" ইহা শুনিয়া মহাত্মা এমাম হোসেন বলেন, "আমি ক্রোধ সম্বরণ করিলাম। পরে ভৃত্য আবার বলিল, "যাহারা মনুষ্যকে ক্ষমা করে, তাহারাই স্বর্গে গমন করে।" পরে তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" অবশেষে ভৃত্য নিম্নলিখিত আয়েত পাঠ করিল, "খোদাতালা উদারচেতা

লোকদিগকে ভালবাসেন।" তখন মহাত্মা এমাম হোসেন বলিলেন, "আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম।"

নিম্নে কোরাণ শরিফের কয়েকটী আয়েত লিখিত হইতেছে,—"তাহারাই খোদাতালার দাস, যাহারা ভূতলে ধীরে ধীরে গমন করে; এবং যখন মূর্খ লোকেরা তাহাদের সঙ্গে কথা কহে, তাহারা 'সালাম' বলিয়া থাকে (তাহাদের সঙ্গে মূর্খ ও পাষণ্ড লোকেরা কলহ ও বাক্ বিতণ্ডা করিলে তাহারা তদুত্তরে বিনম্রভাবে কথা বলিয়া থাকে।) যাহারা আপন প্রতিপালকের উদ্দেশে নামাজ পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া রজনী যাপন করে—এবং যাহারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা কর; নিশ্চয়ই তাহার সমুচিত শাস্তি হইয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি হয় নাই। নিশ্চয়ই ইহা মন্দস্থান ও অবস্থান ভূমি। যাহারা দান করে, অপব্যয় করে না ও কৃপণতা করে না এবং এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়।—যাহারা খোদাতালার সঙ্গে অন্য খোদাকে আহ্বান করে না এবং খোদা যাহাকে অবৈধ করিয়াছেন, এমন ব্যক্তিকে ন্যায়ানুরোধ ব্যতীত হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করে,—কেয়ামতের (পুনর্ব্বিচারের) দিনে তাহার জন্য শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে; এবং সে তথায় চিরকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় অবস্থান করিবে—কিন্তু যে ব্যক্তি প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে (অনুতাপ করিয়াছে) ও বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহার উহা ভোগ করিতে হইবে না। অনন্তর খোদাতালা তাহার পাপ সকলকে পুণ্যেতে পরিবর্ত্তিত করিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাতালাই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যে ব্যক্তি অনুতাপ করে ও সৎকর্ম্ম করে, নিশ্চয়ই সে খোদাতালার দিকে অনুতাপিত হইয়া ফিরিয়া আসে। যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন নিরর্থক বিষয়ের

প্রতি উপস্থিত হয়, তখন মহত্ভাবে চলিয়া যায়,—যাহারা যখন আপন প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয়, তখন তৎপ্রতি বধির ও অন্ধরূপে পতিত (উপস্থিত) হয় না ; যাহারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগকে ভার্য্যা ও সন্তানবৃন্দ দান কর, যাহারা আমাদের সুখোৎপাদন করিবে এবং আমাদিগকে ধর্ম্মভীরুদিগের প্রধান কর।' ইহাদিগকে উচ্চ অট্টালিকা (স্বর্গে) পুরস্কার দেওয়া যাইবে, ইহারা তথায় বাস করিবে এবং তথায় মঙ্গল ও শান্তির আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে ;—এবং তথায় ইহারা চিরস্থায়ী হইবে, উত্তমদাস ও বিশ্রামভূমি ।"

ইস্‌লাম মানবজাতির কল্যাণ কি অকল্যাণসাধন করিয়াছে ? এবং ইহা ঈসায়ী ও মুসায়ী ধর্ম্মের উপকার না অপকার করিয়াছে ?

ইস্‌লামধর্ম্ম যে মানব সমাজের সমূহ উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা তৎসম্বন্ধে কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতামত নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। বিজ্ঞবর জন ডেভনপোর্ট বলেন, "ইস্‌লাম যে তরবারি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, ইহা বলা অন্যায়। বিজ্ঞ পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, ইহার উপাসনা ও দান প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মপদ্ধতি মানবজাতিকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিতেছে এবং ইহার মহানুভাবকতায় সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে। একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে, সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, ইস্‌লাম ঈসায়ী ধর্ম্ম অপেক্ষা মানবজাতির অশেষ কল্যাণ

সাধন করিয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র এসিয়া মহাদেশের মুসলমান ও স্পেনদেশীয় মুরগণ কর্ত্তৃক ইউরোপ মহাদেশে আনীত হইয়াছিল। ইউরোপে প্রথমে পূর্ব্বদেশ হইতে অক্ষর আনীত হয়, পরে ইস্‌লাম উহার সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইস্‌লাম ৬০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপে বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধিক আলোচনা করিয়াছিল। আমাদের সময়ে দেশ মধ্যে কেবল অজ্ঞান ও মূর্খতারই বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল এবং সাহিত্যাদি বিলুপ্তপ্রায় হইতেছিল। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দশম শতাব্দীতে ইউরোপে দর্শন, জ্যোতিষ ও অঙ্ক প্রভৃতি শাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছিল, মুসলমানগণই তাহার মূল কারণ। স্পেনদেশীয় মুসলমানগণ ইউরোপের দর্শন শাস্ত্রের জন্মদাতা। মুসলমান-দিগের সময়ে ক্রুসেদের যুদ্ধকালে ইউরোপে রাজকীয় স্বাধীনতার সূত্র-পাত হয়; এক্ষণে ইউরোপবাসিগণ উক্ত রাজকীয় স্বাধীনতার সুফল ভোগ করিয়া অহঙ্কার করিতেছেন। এই রাজকীয় স্বাধীনতার জন্য ইউরোপবাসিগণের চিরকাল মুসলমানগণের নিকট ঋণী হওয়া উচিত। প্রাচীন গ্রীক দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌দিগের বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের উন্নতি মুসলমানদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, কেননা ইস্‌লাম আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে ইউরোপবাসিগণ অজ্ঞানান্ধকারে নিদ্রা যাইতে-ছিল; এবং উক্ত হিতকর শাস্ত্রগুলি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল।”

চেম্বার্স সাহেব বলেন, “ইস্‌লামের আবির্ভাবে অন্যায় বিচার, অহঙ্কার, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, পরিহাস, অর্থলোলুপতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অবিশ্বাস প্রভৃতি দেশ মধ্য হইতে দূরীভূত হইয়াছে। ধৈর্য্যশীলতা, মহানুভাবতা, দানশীলতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, মিতব্যয়িতা ও শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি মানব অন্তরে অধিকার লাভ করিয়াছে। ইস্‌লাম, বিজ্ঞান প্রভৃতি হিতকর শাস্ত্র ইউরোপে প্রচলিত করিয়াছিল। মুসল-

মানগণ অহঙ্কারের সহিত বলিতে পারেন যে, তাঁহারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইউ-রোপকে ৯ম হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞানরূপ আলোক দ্বারা আলোকিত করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সময়ে গ্রীক ও রোমীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যশাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দর্শন, চিকিৎসা, ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ, সাহিত্য ও প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র মুসলমানগণের হস্তে নানা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়াছিল। এক্ষণে মানবগণ ঐ সকল শাস্ত্রের সুফলাদি সুখে ভোগ করিতেছে।" একজন বিজ্ঞ লেখক বলেন, 'ইস্‌লাম দেশব্যাপী শিশুহত্যা নিবারণ করিয়াছে আর সুদ গ্রহণের নিষিদ্ধতা প্রচার করাতে অনেক লোক সর্ব্বস্বান্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।"

প্রসিদ্ধ দার্শনিক কারলাইল বলিয়াছেন, "ইস্‌লাম অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করিয়া আলোক দ্বারা চতুর্দ্দিক্ সুশোভিত করিয়াছিল, আরবদেশ ইহার প্রভাবে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন আরবদেশে ইস্‌লাম জন্মগ্রহণ করিয়া এক শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রাণাডা হইতে পূর্ব্বে দিল্লীর রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানে সত্যের আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছিল।"

স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার করিবার ক্ষমতা।

ইহুদীগণ তওরয়তের প্রত্যেক বাক্যটী খোদাতালার বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং প্রত্যেকেই তাহাতে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিয়া আস্থা স্থাপন করিয়া থাকে।

খৃষ্টানদিগের মধ্যে খোদাতালার বাক্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমুদয় বাইবেলকে (ইঞ্জিলকে) খোদা-

তালার বাক্য বলিয়া গ্রহণ করে, কেহ কেহ বাইবেলের ঐতিহাসিক বিবরণ ভিন্ন কেবল শিক্ষা ও উপদেশগুলিকে খোদাতালার বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে। খৃষ্টানগণের উপরোক্ত স্বাধীন মত ভিন্ন আর দুইটি প্রধান বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। সেই দুইটী বিষয় স্বাধীনভাবে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করে। তাহার মধ্যে প্রথমটী এই, "তিনে এক, একে তিন," এইটী অতি অদ্ভুত বিশ্বাস। "তিন খোদা" শব্দটী হজরত ঈসার মৃত্যুর ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত কেহই অবগত ছিল না। কিন্তু খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে আনটিওকের (আনৃতাকিয়া) বিশপ মিওকিলাস ঐ তিন খোদাবাদ মতটী প্রথম আবিষ্কার করেন। পরে খৃঃ ৩২৫ অব্দে নাইসিয়া একটী সভা আহ্বান করিয়া আরতসের একেশ্বরবাদ মতটী খণ্ডনপূর্ব্বক উক্ত মতটী প্রচলন করেন। আবার পোরসেন প্রভৃতি বিজ্ঞ গ্রীকগণ প্রমাণ করেন যে, পূর্ব্বে বাইবেলে তিন খোদাবাদ মতটী উল্লিখিত ছিল, কিন্তু তাহা বাইবেল হইতে বিলুপ্ত করা হইয়াছে। যদি কেহ খৃষ্টীয়ধর্ম্মের উপকারিতা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার উক্ত মতটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। খৃষ্টানগণ উক্ত মত প্রচলন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন। ২য়—হজরত ঈসা মানবগণের বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ পাপ ক্ষমার জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই মতটী প্রকৃতি ও বিবেকের মূলোৎপাটনপূর্ব্বক ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। ইহাতে অতি পাপী লোকও পবিত্র লোকে পরিণত হয় এবং বোধ হয়, ইহাতে নরক শূন্য থাকিবে, কেননা পাপী লোকের উদ্ধারের জন্য হজরত ঈসা জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। উক্ত মতটী প্রচারিত হওয়াতে জগতে নানা পাপস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যে ধর্ম্মে যত অধিক গোলযোগ, সেই ধর্ম্মে যদি তত অধিক-

তর বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে খৃষ্টানদিগের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর বলিতে পারি।

কিন্তু ইস্‌লাম ধর্ম্মে "ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীন বিচার" বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহাতে ঐরূপ প্রতিবন্ধক নাই বলিয়া, বিজ্ঞ খৃষ্টানগণ ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা তওরয়ত ও ইঞ্জিলের কোন স্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ স্বাধীনভাব দেখিতে পাই না। ইস্‌লামের মূল ভিত্তি "একেশ্বরবাদ," ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কোরাণ শরিফে কাহাকেও অন্ধরূপে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয় না, কেবল প্রকৃতিস্থ পদার্থাদি প্রমাণ স্বরূপ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহা প্রথমে খোদাতালার একত্ববাদ প্রকৃতিস্থ পদার্থ দ্বারা প্রমাণিত করে; তৎপরে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লোকদিগকে আহ্বান করে। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত কর, ইহা কি খোদাতালার আলৌকিক কার্য্য নহে? যদ্যপি তোমাদের ধর্ম্মচক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থে তাঁহার নিদর্শন দেখিতে পাইবে। এই পৃথিবী—খোদাতালা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাতে তোমাদের পথ প্রদর্শন আছে। তোমরা ইহাতে বাস কর ও ইহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ কর। অনন্ত আকাশে মেঘ খণ্ড ঝুলিতে থাকে, তাহারা কোথা হইতে আসে? তাহারা সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হয়, যাহাতে নির্জ্জীব জগৎ সজীব হয়, তৃণলতাদি উৎপন্ন হয় এবং খর্জ্জুর বৃক্ষসমূহ ফলবান হয়। ইহা কি খোদাতালার নিদর্শন নয়? তোমাদের গৃহপালিত, পশুও খোদাতালা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা তোমাদের জন্য; তাহারা তৃণলতাদিকে দুগ্ধে পরিণত করে, তোমরা তাহাদের হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হও। ঐ সকল পশু সন্ধ্যার সময় গৃহে আসে, * * ইহাতে তোমাদের লাভ হয়।

প্রকাণ্ড পর্ব্বতসদৃশ অর্ণবপোতসমূহ বস্ত্ররূপ পক্ষ বিস্তার করিয়া সমুদ্রে চালিত হয়—বায়ু তাহাদিগকে চালিত করে—নচেৎ তাহারা অচলভাবে অবস্থান করিত—খোদাতালা বায়ু চালিত করেন—তাহারা গমনাগমন করিতে পারিত না; ইহা কি খোদাতালার অলৌকিক কার্য্য নয়? খোদাতালা তোমাদিগকে অল্পপরিমাণ কর্দ্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা একদা অতি ক্ষুদ্র ছিলে, ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তোমরা কিছুই ছিলে না। তোমাদের সৌন্দর্য্য, বল ও চিন্তাশক্তি আছে, আর পরস্পরের উপর দয়ার্দ্র হও। তোমাদের উপর বৃদ্ধকাল আসে এবং তোমাদের কেশরাশি শুভ্রবর্ণ হয়, তোমাদের বল হ্রাস হয় ও তোমরা মৃত্যুমুখে পতিত হও * * তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, * * খোদাতালা কি তোমাদিগকে দয়ার্দ্রচিত্ত করিয়া সৃজন করেন নাই? তবে ইহা কিরূপে হইল?" কোরাণ শরিফে এইরূপ অনেক আয়েত আছে, যাহাতে প্রকৃতিস্থ পদার্থসমূহ দর্শন করিয়া এক খোদাতালার উপাসনায় নিযুক্ত হওয়া যায়।

ইস্‌লাম কি তরবারি বলে প্রচারিত হইয়াছিল?

ইস্‌লামধর্ম্মের নীতিসমূহের প্রতি মানবগণের স্বাভাবিকই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। যে ধর্ম্মের নীতিসমূহ মানব অন্তরে স্বাভাবিকই উদয় হয়, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপর বল প্রয়োগ করিতে হয় না। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ কোরাণ-শরিফের উপরোক্ত আয়েতগুলি পাঠে স্পষ্টই ইস্‌লামধর্ম্মের শিক্ষার বিষয় বুঝিতে পারিবেন। কোরাণ-শরিফে উক্ত হইয়াছে, "ধর্ম্ম গ্রহণে কাহাকেও বল প্রদর্শন করিও না, অসত্য

হইতে সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।" "যদি খোদাতালা ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে যাহারা পৃথিবীতে আছে, তাহারা সকলে অবশ্য একযোগে বিশ্বাসী হইত ; এবং তুমি কি লোকদিগকে বিশ্বাসী হইতে বল প্রয়োগ করিবে ? খোদাতালার আদেশ ভিন্ন কেহই বিশ্বাসী হইতে পারে না এবং যাহারা জ্ঞান রাখে না, তাহাদের প্রতি দুর্গতি প্রেরণ করেন।"

হজরত মুসার আদেশ এই ছিল, "পৌত্তলিক ও কাফেরদিগকে ধ্বংস কর, কাহাকেও রক্ষা করিও না।" কিন্তু ইসলামে তাহার নাম মাত্রও নাই। ইস্‌লাম, কাফের ও জড়োপাসকদিগকে ধ্বংস কিম্বা মানবজাতিকে ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য তরবারি গ্রহণ করে নাই। কিন্তু চির সত্য ও অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লার উপাসনা সমুদয় লোকের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য ইস্‌লাম প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল।

"একমাত্র আল্লার অস্তিত্ব মানবজাতিকে শিক্ষা দেওয়া" ইস্‌লাম ধর্ম্মানুযায়ী অতি সুখ্যাতির কার্য্য। যে সকল মুসলমান কাফেরের দেশে একেশ্বরবাদ প্রচার ও তদনুযায়ী কার্য্যকরণে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য তরবারি ধারণ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, যেন তাঁহারা তথায় শান্তিস্থাপন করিয়া লোকদিগকে পবিত্র ধর্ম্মের আচারব্যবহার ও রীতিনীতি অনুসারে কার্য্যকরণে সক্ষম করিতে পারেন এবং নির্ব্বিঘ্নে তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ শিক্ষা দিতে পারেন। যখন দেশ মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তখন সকলেই অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যখন মুসলমানগণ আরবদেশে নিরাপদে বাস করিতে পারিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিলেন ; ইহার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলমানগণ ও হজরত মহম্মদ কাফেরদিগের অত্যাচারে কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা এই পুস্তকে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যদি সেই সময়ে হজরত মহম্মদ মুসলমানদিগকে আত্মরক্ষার্থ তরবারি ধারণ

করিতে না বলিতেন, তাহা হইলে সেই সময়েই মুসলমানগণ সমূলে বিনষ্ট হইতেন এবং সত্য ধর্ম্মের উপাসনা করিবার জন্য জগতে আর কেহই থাকিত না।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মানবকে স্বাধীনতা দান।

কোন কোন ইউরোপীয় ইতিবৃত্ত লেখক বলেন যে, ইস্‌লাম, ধর্ম্মসম্বন্ধে কাহাকেও স্বাধীনতা দান করে না, কিন্তু এই বিষয়টী তাঁহাদের বুঝিবার সম্পূর্ণ ভুল। যদিও কোন কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য, ফলতঃ তাহা দেখিয়া ইস্‌লামের উপর উক্তরূপ দোষারোপ করা উচিত নহে। তাঁহারা ধর্ম্মানুসারে লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন কি না, তাহার অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাঁহাদের কার্য্যসমূহ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ ধর্ম্মানুসারে জাতি ও বর্ণভেদ না করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে শাসন করিতে একান্ত উৎসুক ছিলেন এবং সকলকে ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা দান করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাস হইতে এমন শত সহস্র উদাহরণ দেখান যাইতে পারে যে, ইস্‌লাম কখন কাহাকেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, সকলকেই ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছে। আমরা নিম্নে কতকগুলি প্রধান প্রধান খৃষ্টানলেখকের মত উদ্ধৃত করিয়া এতদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিব। তাহাতে সকলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যে, মুসলমানগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে মানবগণকে কিরূপ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন।

চেম্বার্স সাহেবের স্পেনদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে লিখিত আছে,

"মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ যেরূপ সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরে কোন খৃষ্টীয় শাসনকর্ত্তা এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর কোন শাসনকর্ত্তা সেইরূপ সুপ্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই।"

গড়ফ্রেহিজিন্ লিখিয়াছেন, "ধর্ম্মবিষয়ে লোকের স্বাধীনতা দান সম্বন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা মুসলমানগণের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া থাকেন, এইটী তাঁহাদের অতি আশ্চর্য্যজনক পরনিন্দা। কাহারা মরিস্কোদিগকে স্পেনদেশ হইতে দূরীভূত করিয়াছিল? যেহেতু তাহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করে নাই। কাহারা মেক্সিকো ও পেরুর কোটী কোটী লোকদিগকে হত্যা ও দাসত্বে পরিণত করিয়াছিল? যেহেতু তাহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল না। মুসলমানগণ গ্রীকজাতির উপর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? তাহারা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমানগণের শাসনে স্বীয় সম্পত্তি, ধর্ম্ম, পুরোহিত, বিশপ ও গির্জ্জা প্রভৃতি লইয়া সুখে বাস করিয়াছিল। পরে গ্রীক-দিগের সহিত মুসলমানদিগের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না। দেমারারার নেগ্রোদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, নেগ্রোগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াও ইংরাজদিগের ন্যায় রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতির সমান অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে যাহারা ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তাহারা সকলে রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতির সুখ সমভাবে ভোগ করিতে পারিত। এমন কি, অনেক বিজ্ঞ বিধর্ম্মীও মুসলমান রাজ্যে উচ্চ রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেন। একজন বিজ্ঞ খৃষ্টীন বলিয়াছেন, "মুসলমানেরা কাহাকেও অত্যাচার করিত না, তাঁহাদের রাজ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানগণ সুখে বসবাস করিত।"

"যদিও মরিস্কোগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই বলিয়া দেশচ্যুত হইয়াছিল, তথাপিও আমাদের বিশ্বাস এই যে, খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াও শেষে যখন দেখিলেন যে, তাহারা ধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তখন ধর্ম্মযাজকগণ তাহাদিগকে দেশ হইতে বহির্গত করিয়া দিবার জন্য শাসনকর্ত্তাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন; তজ্জন্যই শাসনকর্ত্তা নিরীহ লোকগুলিকে দেশচ্যুত করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ গ্রীক, পারসিক, খৃষ্টান ও হিন্দু প্রভৃতি জাতির রাজ্য আক্রমণ কালে, তাহাদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে আর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, তাঁহাদের রাজ্যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ জিজিয়া দিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তার রাজত্বকালে এরূপ শুনা যায় নাই যে, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে প্রজাবর্গ ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই বলিয়া নিহত হইয়াছে। যদিও শেষকালে কোন কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা প্রজাদিগের উপর যৎসামান্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, তথাপিও তাঁহারা খৃষ্টান শাসনকর্ত্তৃগণ অপেক্ষা শতগুণে উত্তম। আমাদের বিশ্বাস যে, জেনিভা নগরস্থ মিষ্টার ড্রুম্মণ্ড আমাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে, আমাদের ধর্ম্মযাজকগণ যেরূপ তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; সেইরূপ যদি এই সুসভ্য সময়ে কোন মুসলমান ধর্ম্মোপদেশক লণ্ডন নগরের মধ্যস্থলে একটী মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজদিগকে কোরাণ-শরিফ শিক্ষা দেয়, তাহা হইলে বোধ হয়, আমাদের ধর্ম্মযাজকগণের পরামর্শে মহাসভার সভ্যগণ আমাদের জলযুদ্ধের সৈন্যাধ্যক্ষকে কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করিতে আদেশ দেন।"

জন ডেভনপোর্ট লিখিয়াছেন, "২০০ বৎসর কাল স্থায়ী ক্রুসেদের যুদ্ধে কোটী কোটী নির্দ্দোষ তুর্কি, খৃষ্টানগণের হস্তে নিহত হইয়াছিল।

রাইন নদীর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে ইউরোপের উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগস্থ সুধারধর্ম্মাক্রান্ত অসংখ্য লোক রোমান কাথলিক খৃষ্টানগণ দ্বারা নিহত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনেরি ও তদীয় কন্যা মেরি এবং ফ্রান্সের সেণ্টবারথলোমো বিধর্ম্মীদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। প্রথম ফ্রান্সিসের রাজত্ব কালে ৪০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কেবল বিধর্ম্মী হত্যার আজ্ঞা প্রচলিত ছিল। আর ২০ বৎসর পর্য্যন্ত পোপের সহিত পোপের, বিশপের সহিত বিশপের বিবাদ চলিয়াছিল, এই বিবাদে কতদূর অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা লেখনি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; এমন কি, পোপ প্রভৃতি ধর্ম্মযাজকগণ নিরো কিম্বা কালিগুলা অপেক্ষাও পাপজনক নিষ্ঠুর কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিল এবং ১২ জন পোপ বিষ প্রয়োগে মৃত্যুগ্রাসে পাতিত হইয়াছিল। আমেরিকার আদিমবাসিগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করাতে খৃষ্টান শাসনকর্ত্তৃগণ তাহাদের ১২ কোটী লোককে হত্যা করিয়াছিলেন, এই হত্যাকাণ্ডটী সুসভ্য সময়েই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"

অন্য আর এক জন খৃষ্টান লেখকের ইতিবৃত্তের শেষাংশটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। "ইস্‌লাম যে যে দেশে বিস্তার হইয়াছে, সেই সেই দেশের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা সকল স্থানেই লোকদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিল। ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে পালেস্‌টাইনের এক জন খৃষ্টান কবি (লামারটাইন) বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে কেবল মুসলমানেরাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকদিগকে স্বাধীনতা দান করিয়া থাকে। মুসলমানগণ ধর্ম্মসম্বন্ধে লোকদিগকে অশেষ স্বাধীনতা দান করেন বলিয়া একজন ইংরেজ ভ্রমণকারী (শ্লেড) তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন!"

ঈসায়ী ও মুসায়ীগণ ইস্‌লাম হইতে কি কি উপকার লাভ করিয়াছেন ?

এখানে মুসায়ী ও ঈসায়ীগণের বিষয় একত্রে লিখিত হইল, কেননা হজরত ঈসা, হজরত মুসার নিয়মাদি কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই। হজরত ঈসা স্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন, "আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদীদের গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি, এমন বোধ করিও না। আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি (মথি ৫ম অধ্যায় ১৭ কবিতা)।" সেই কারণে ঈসায়ীগণ ইস্‌লাম হইতে যেরূপ উপকারিতা লাভ করিয়াছে, মুসায়ীগণও ইস্‌লাম হইতে সেইরূপ উপকারিতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। নিঃসন্দেহ, মুসায়ীধর্ম্ম খোদাতালার প্রেরিত এবং ইহাতে তৎকালীন লোকদিগের মুক্তির জন্য যে পরিমাণে অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতালার উপাসনা আবশ্যক হইত, তাহাই বর্ণিত আছে। ইস্‌লাম অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতালার বিষয় বিশদরূপে শিক্ষা দেওয়াতে মুসায়ীধর্ম্ম খোদাতালার একত্ববাদ সম্বন্ধে বল প্রাপ্ত হইয়াছে।

অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতালার উপাসনা তিনটী বিষয়ের দ্বারা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; ১ম আল্লার একত্ববাদ স্বীকার করা; ২য়, খোদা বোধে অন্য কাহাকে উপাসনা করা অন্যায়; ৩য়, খোদাকে আন্তরিক ভক্তির সহিত উপাসনা করা উচিত। প্রথম দুইটী মুসায়ীধর্ম্মে অসম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল এবং তৃতীয়টী মুসায়ীগণ সম্পন্ন করিবার জন্য একেবারে স্পর্শও করে নাই। ইস্‌লাম প্রথম দুইটীকে সম্পূর্ণতায় পরিণত করিয়াছে এবং তৃতীয়টীকে উপাসনা (নামাজ) দ্বারা সম্পন্ন করিতেছে। এইরূপে ইস্‌লাম অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতালার উপাসনা সম্পূর্ণতায় পরিণত করিয়াছে। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে; "অদ্য আমি তোমার জন্য

তোমার ধর্ম্মকে পূর্ণ করিলাম, আমার অনুগ্রহ তোমার উপর শেষ করিলাম এবং আমি তোমার জন্য ইস্‌লামধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছি।”

পুনর্ব্বিচারের দিন ও মৃত্যুর পর মানবাত্মার বিষয় তওরয়তে কিছুই বর্ণিত নাই, কিম্বা পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ডের বিষয় কিছুই উল্লিখিত নাই। হজরত মুসার পর হইতে হজরত ঈসা পর্য্যন্ত যে সকল ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ পুনর্ব্বিচার ও মৃত্যুর পর মানবাত্মার অবস্থা কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইস্‌লাম ঐ সকলের বিষয় যেরূপ সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক কখন প্রচার করিয়া যান নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, উক্ত কার্য্য ইস্‌লাম দ্বারাই সম্পন্ন করা খোদাতাওলার অভিপ্রেত ছিল। ইস্‌লাম পাপপুণ্য ও স্বর্গনরকের বিষয় অতি সুন্দর রূপ বর্ণনা করিয়াছে।

ইস্‌লাম হইতে মানবজাতির কি কি উপকার সংসাধিত হইয়াছে ?

পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যাহা ঈসায়ী ধর্ম্মের সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহার উপকার করিয়াছে। ইস্‌লাম ঈসায়ীধর্ম্মের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক মুসায়ীধর্ম্মের সহিত বিশেষ তর্কবিতর্ক করিয়াছে এবং স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে যে, নিঃসন্দেহ হজরত ঈসা খোদা-তালার বাক্য (কলেমাতল্লা)। অতএব ইস্‌লাম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম ঈসায়ী-ধর্ম্মের এরূপ পক্ষাবলম্বন করে নাই। হজরত ঈসার শিষ্যগণের (হাওয়ারি) মৃত্যুর পর ঈসায়ীধর্ম্মে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে “তিন খোদাবাদ” মতটী প্রধান, ঐ মতটী চির সত্য ও হজরত ঈসার

মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইস্‌লামের প্রশংসা এই যে, ইহা একেশ্বরোপাসনা পুনঃ স্থাপন করিয়াছে এবং হজরত ঈসার প্রচারিত পবিত্র ধর্ম্মকে পুনর্জীবিত করিয়াছে। ইহা তৎকালীন ঈসায়ীদিগকে তাহাদের দোষ দেখাইয়া দিত এবং তাহাদিগকে সত্য ধর্ম্মাবলম্বন করিতে আহ্বান করিত। বিজ্ঞ ঈসায়ীগণ ইস্‌লামের পবিত্র উপদেশ শ্রবণে আপনাদের দুরবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল বিজ্ঞ ঈসায়ী আপনাদিগকে ইউনেটোরিয়ান * খৃষ্টান বলিয়া অহংকার করিয়া থাকেন।

ঈসায়ীগণের উপর পোপের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—ঈসায়ীগণ পোপকে হজরত ঈসার প্রতিনিধি বলিয়া সম্মান করিত আর পোপ স্বর্গ ও নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিতেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন, এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস ছিল। তিনি বৈধ ও অবৈধ কার্য্য সকলের উপর একাধিপত্য করিতেন, এমন কি, তিনি হজরত ঈসার ন্যায় মানবগণের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিতেন। পোপের এই সকল অত্যাচারের হস্ত হইতে ইস্‌লাম ঈসায়ীদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। পোপের ঐ সকল ক্ষমতার দোষারোপ এবং ঈসায়ীগণকে ঐ সকল কুসংস্কারাপন্ন কার্য্য ত্যাগ করিবার জন্য কোরাণ শরিফে অনেকগুলি আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছে। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "বল (হে মহম্মদ) হে গ্রন্থধারী লোক সকল! তোমরা আমাদিগের ও তোমাদিগের মধ্যে এক সরল উক্তির দিকে এস যে, খোদাতালা ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিব না, তাহার সঙ্গে অন্য বস্তুকে

* ইহারা ঈসাকে খোদাতালা বলিয়া স্বীকার করেন না, ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করেন।

অংশীরূপে স্থাপন করিব না এবং খোদাতালাকে ছাড়িয়া আমাদের কেহ আমাদের কাহাকে (প্রধান পুরোহিত ও পোপকে) খোদাতালা বলিয়া গণ্য করিব না।" কোরাণ শরিফের উপরোক্ত আয়েতটী প্রচারিত হইলে হাতেমের পুত্র আদী—যিনি ঈসায়ীধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি এক সময়ে হজরত মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে প্রেরিত পুরুষ! আমরা পোপকে খোদাতালার ন্যায় উপাসনা করিতাম না।" ইহাতে হজরত বলেন, "যাহা ধর্ম্মানুসারে অবৈধ, তাহা কি তাঁহার বৈধ বলিবার ক্ষমতা ছিল না? তুমি খোদাতালার বাক্যে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন কর, সেইরূপ কি তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস কর নাই?" তিনি বলিয়াছিলেন, "হে প্রেরিতপুরুষ! নিশ্চয়ই আমরা তাহা করিতাম।" তখন ধর্ম্মপ্রচারক বলিতে লাগিলেন, "ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, খোদাতালাকে ছাড়িয়া অন্যকে পোপকে) খোদারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।' কোরাণ শরিফের এই পবিত্র উপদেশটী কিছু কাল পর্য্যন্ত ঈসায়ীগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিত; কিন্তু সত্যের পথ কেহ কখন রোধ করিতে পারে না; কিছুদিন পরে ইহা মানব অন্তরে আধিপত্য করিতে লাগিল। পরে ক্রমে ক্রমে ইহা মার্টিন্ লুথারের অন্তরে অঙ্কিত হইল। যখন তিনি কোরাণশরিফের উক্ত আয়েতটীতে স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইতে পারিলেন, তখন প্রকাশ্যে ঐ সকল কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার বিপক্ষগণ তখন তাঁহাকে আন্তরিক মুসলমান বলিয়া প্রচার করিয়াছিল *; তথাপি তিনি তাহাতে

* যখন মার্টিন লুথার ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন জেনি ব্রাউ পোপের পক্ষাবলম্বন করিয়া জর্ম্মনীয় ধর্ম্ম সংস্কারকগণকে বিশেষতঃ লুথারকে বলিত যে, ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্টরাজ্যে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রচার করিতেছে এবং সমুদায় বিজ্ঞ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে উহাতে দীক্ষিত করিতেছে। মারাকি বলিতেন যে, লুথারের ধর্ম্ম আর ইসলামধর্ম্ম

কিছুমাত্র শঙ্কিত বা বিরত না হইয়া সত্য প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং অবশেষে তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উপদেশাবলম্বী লোকেরা শেষে "প্রোটেষ্টাণ্ট" খৃষ্টান বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহারা মানবজাতিকে কুসংস্কারাপন্ন দাসত্ব ও পুরোহিতের হস্ত হইতে খোদাতালার উপাসনায় স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য ইস্লামের নিকট ঈসায়িগণের যে চিরকাল কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সমাজ সংস্কার।

ইস্লামে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা।

হজরত মহম্মদ (দং) কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার যতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অন্য কোন সংস্কারক বা তত্ত্ববাহকদিগের দ্বারা ততদূর উন্নতি সাধিত হয় নাই। হজরত মহম্মদের (দং) আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে আরবে বহুবিবাহ ও স্ত্রীবর্জ্জন (তালাক) প্রথার বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। কাহারও শ্বশুর হইতে হইবে এই অপমানের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আরবের কোন কোন সম্প্রদায় দুগ্ধপোষ্য

প্রায়ই একরূপ, প্রতিমাপূজার বিলোপ সাধন করাই উভয় ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য। ভাইভালডাস্ বলেন, "১৩টী বিষয় দুই ধর্ম্মে একরূপ। হজরত মহম্মদ কোরাণ শরিফ শিক্ষা দিতেন, ঐ ধর্ম্মভ্রষ্টগণও তাহাই শিক্ষা দেয়। হজরত মহম্মদ কাহাকেও বাপ্টাইজ করেন নাই, কলভিন্‌গণ তাহাও ভাল বলিয়া বিবেচনা করে না, ইত্যাদি।" (কোয়াটার্লী রিভিউ, ২৫৪ সংখ্যা)।

কন্যা বধ করিত। কিন্তু যে সকল কন্যা এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইত, তাহারা তাহাদের পিতামাতার মৃত্যুর পর পৈতৃক ধনের অধিকারী হইতে পারিত না। আর কোন কোন সম্প্রদায় পিতার বিধবা স্ত্রীকে (বিমাতাকে) ও দুইটী সহোদরা ভগ্নীকে একেবারে এক সময়ে বিবাহ করিত। পিতার মৃত্যুর পর তাহারা মাতাকে গৃহ পালিত জীবজন্তুর ন্যায় মনে করিত। আর তাঁহাদের যে কোন স্বত্ব বা জীবন আছে, তাহা তাহারা একেবারে বিবেচনা করিত না। অধিকন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি কোন রূপ সম্মান প্রদর্শন করিত না, কিম্বা আহ্বান করিবার সময়ে কোন প্রকার সম্মানসূচক শব্দও ব্যবহার করিত না; সেই সকল অসভ্য আরববাসীর মধ্যে যাহারা ঘোরতর অসভ্য ছিল, তাহারা ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোকদিগকে নানা কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিত। তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের পোষাক ও অবস্থার উন্নতির বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। পিতামাতাহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণ তাহাদের অভিভাবকদিগের দ্বারায় বিশেষ অত্যাচারিত হইত; আর তাহা-দিগের সম্পত্তি পাইবার আশায় অনেকে এইরূপ বহুসংখ্যক বালিকার পাণিগ্রহণ করিত, তৎপরে তাহাদের সম্পত্তি আদি হস্তগত করিয়া তাহাদিগকে দারিদ্রতার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়া ত্যাগ করিত, তখন তাহারা নিঃসহায় অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। কোরাণ শরিফের দ্বারায় ক্রমান্বয়ে স্ত্রীলোকদিগের অধঃপতন অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, আর অসংখ্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণের পরিবর্ত্তে চারিটী পর্য্যন্ত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল; এমন কি, এই চারিটি স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়মের উপর নির্ভর করে,—সকল স্ত্রীর সহিত সমান ব্যবহার করা বিধি, সক-লের সহিত সমান ব্যবহার করিতে না পারিলে একের অধিক স্ত্রীর

পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ। অতএব ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কোরাণ শরিফের এইরূপ আদেশের দ্বারায় বহুবিবাহ একরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে।

স্ত্রীবর্জ্জন (তালাক) সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়মও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

স্ত্রীদিগের প্রতি স্বামী যাহাতে অন্যায় ব্যবহার করিতে না পারে, তজ্জন্য কোরাণ শরিফে কয়েকটী আদেশ আছে। আর দুগ্ধপোষ্য কন্যাদিগকে বধ করা মহাপাপের কার্য্য এবং ইহাতে পরলোকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে, তাহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ১৫২ আয়েতে, ১৭শ সুরার ৩৩ আয়েতে ও ৮১ সুরার ৮ম ও ৯ম আয়েতে উক্ত হইয়াছে। এইরূপে সমুদয় আরবে এমন কি, সমগ্র মুসলমান জগৎ হইতে দুগ্ধপোষ্য কন্যা বধ একেবারে চির-দিনের জন্য উঠিয়া গিয়াছে। ইস্‌লামের দ্বারায় স্ত্রীলোকদিগের উত্ত-রাধিকারিত্বের স্বত্ব প্রথমে আরবে প্রচলিত হয়; ইহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ৮ম আয়েতে উক্ত হইয়াছে। পিতার বিধবা স্ত্রীকে অর্থাৎ বিমাতাকে বিবাহ করা আর দুই সহোদরা ভগ্নীকে এক সময়ে একেবারে বিবাহ করা যে গুরুতর পাপ, তদ্বিষয় কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ২৬ আয়েতে উক্ত হইয়াছে। বিধবা নারীগণ যাহাতে তাহাদের স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ২৩ আয়েতে উক্ত হইয়াছে।

সকলের সহিত সমান ব্যবহার করা এবং কথোপকথন কালে সকলের সহিত সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত, ইহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ১৭ আয়েতে উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক-দিগের কুৎসা রটনা করা যাহাতে দমন হয় তৎপ্রতি হজরত মহম্মদ

(দং) মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় কোরাণ শরিফের ২৪ সুরার ৪, ৬, ২৩ আয়েতে উক্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির উন্নতির সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের ৩১ সুরার ৫৯ আয়েতে ও ২৪ সুরার ৩১ আয়েতে উক্ত হইয়াছে। অনাথা নারীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারের বিষয় কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ৩ ও ১২৬ আয়েতে উক্ত হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের উক্তবিধ শোচনীয় অবস্থার উন্নতিকল্পে ঐ সকল সামাজিক উপকারজনক উপায় অবলম্বিত হওয়াতে, তাহারা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পুরুষদিগের নিকট যেরূপে উৎপীড়িত হইতেছিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিল। উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের কতকগুলি আয়েতের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"হে লোক সকল! যিনি এক ব্যক্তি হইতে তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন ও তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃজন করিয়াছেন এবং এই উভয় হইতে বহু পুরুষ ও নারী বিস্তার করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের সেই খোদাতালাকে ভয় কর; এবং যাঁহার নামে পরস্পর পরস্পরের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া থাক—এবং নারীজাতিকে সম্মান করিও, সেই খোদাতালাকে ভয় কর, নিশ্চয় খোদাতালা তোমাদিগের পরিদর্শক।" (আয়েত ১)।

"এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে অন্য যে সকল স্ত্রীলোককে তোমাদের অভিরুচি হয়, তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার, পরন্তু যদি আশঙ্কা কর, তাহাদের সকলের সহিত সমান ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে কেবলমাত্র এক নারীকে (বিবাহ করিবে); কিম্বা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ

করিয়াছে, তাহাকে (পত্নীস্থলে গ্রহণ করিবে), ইহাতে ন্যায়পরতা করা তোমাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হইবে (অর্থাৎ ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্ত্তী)। তোমরা নারীদিগকে সহর্ষে তাহাদের যৌতুক দান করিবে, পরন্তু যদি তাহারা আপনা হইতে সন্তোষপূর্ব্বক তাহার কোন দ্রব্য তোমাদিগকে প্রদান করে, তবে সেই উপযুক্ত ও লাভজনক দ্রব্য তোমরা ভোগ কর।" (আয়েত ৩ ও ৪)

"যাহা পিতামাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে পুরুষের অংশ এবং যাহা পিতামাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা অল্প বা অধিক হউক, তাহা হইতে নারীব অংশ নির্দ্ধারিত।" (আয়েত ৭)

"হে বিশ্বাসিগণ, বলপূর্ব্বক স্ত্রীগণের স্বত্ব গ্রহণ করা তোমাদের জন্য অবৈধ, স্পষ্ট দুষ্ক্রিয়ায় তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে কোন দ্রব্য দান করিয়াছ, তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্বিবাহে তাহাদিগকে নিষেধ করিও না, এবং বৈধরূপে তাহাদের সঙ্গ করিবে, পরন্তু যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর, তবে হয় তো এমন এক বস্তুকে অবজ্ঞা করিলে যে, যাহাতে খোদাতালা প্রচুর কল্যাণ করিয়া থাকেন।" (আয়েত ১৯)

যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীর পরিবর্ত্তন ইচ্ছা কর, এবং তাহাদের একজনকে কেন্তার (বহুধন) দান করিয়া থাক, তবে তাহা হইতে কিছুই গ্রহণ কারবে না, তোমরা স্পষ্টই অপলাপ ও অপরাধ করিয়া কি তাহা গ্রহণ করিবে?" (আয়েত ২০)

"এবং কি প্রকারে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে? বস্তুতঃ পরস্পর তোমাদের একজন হইতে অন্য জনের প্রতি স্বত্ব হইয়াছে ও তাহারা তোমাদিগের হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছে।" (আয়েত ২১)

"যাহা নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, তদ্ব্যতীত তোমাদের পিতৃগণ যে সকল

নারীকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, নিশ্চয় ইহা দুষ্কর্ম, আক্রোশবিশিষ্ট ও কুপথ।" (আয়েত ২৬)

"যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই ক্ষমতা প্রাপ্ত না হয় (অর্থাভাব প্রযুক্ত) যে স্বাধীনা বিশ্বাসিনী কন্যাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাসিনী দাসীদিগের যাহাকে তোমাদিগের দক্ষিণ হস্ত অধিকার লাভ করিয়াছে (বিবাহ করিবে), খোদাতালা তোমাদের উত্তমরূপে জ্ঞাত। তোমরা পরস্পরের (তোমরা এক জন আর এক জন হইতে উৎপন্ন)। অতএব তাহাদের প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহাদিগকে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে ঔদ্বাহিক দান প্রদান কর, কিন্তু যাহাতে তাহারা অব্যভিচারিণী বিশুদ্ধা থাকে ও গুপ্ত বন্ধু গ্রহণ না করে, বিধিমতে তাহার চেষ্টা কর।" (আয়েত ২৯)

"পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব রাখে, খোদাতালা তাহাদের এক জনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন, তাহারা (পুরুষেরা) তাহাদের প্রতিপালনের জন্য নিজের ধন ব্যয় করে বলিয়া; পরন্তু সাধ্বী নারীগণ বাধ্যা হয়, খোদাতালা সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া তাহারা গোপনীয়ের (দাম্পত্য ধর্ম্মের) সংরক্ষিকা। তোমরা যে সকল নারীর অবাধ্যতা আশঙ্কা করিয়া থাক, তাহাদিগকে উপদেশ দান কর, ও শয়নাগারে তাহাদিগকে যাইতে বারণ কর, এবং তাহাদিগকে প্রহার কর; কিন্তু যদ্যপি তাহারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাহাদের প্রতি কোন পথ অন্বেষণ করিও না; নিশ্চয় খোদাতালা শ্রেষ্ঠ ও মহান্।" (আয়েত ৩৪।)

"যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আশঙ্কা কর, তবে পুরুষের স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী ও স্ত্রীর স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত করিবে, যদি তাহারা মীমাংসা করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, তবে

খোদাতালা উভয়ের মধ্যে পুনর্ম্মিলনে অনুকূল হইবেন; নিশ্চয় খোদাতালা জ্ঞানী ও জ্ঞাতা।" (আয়েত ৩৫।)

"আরও তাহারা নারীগণ সম্বন্ধে (হে মহম্মদ) তোমার নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসু করিতেছে; বল, তাহাদের সম্বন্ধে খোদাতালাই তোমাদিগকে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন এবং নিরাশ্রয়া নারীদিগের বিষয়ে গ্রন্থে তোমাদের প্রতি যাহা পঠিত হইয়া থাকে,—যাহাদিগকে তাহাদের জন্য যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা তোমরা প্রদান কর না, আর যাহাদিগকে তোমরা বিবাহ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর (তাহাদিগের বিষয়ে) এবং নিরাশ্রয় বালকদিগের বিষয়ে (ব্যবস্থা দিয়া থাকেন); তোমরা যে কিছু সৎকর্ম্ম করিয়া থাক, নিশ্চয় খোদাতালা তাহার জ্ঞাতা।" (আয়েত ১২৭)

"যদি কোন স্ত্রী আপন স্বামী হইতে অবাধ্যতা ও অবজ্ঞার আশঙ্কা করে, তবে উভয়ের পক্ষে দোষ নয়, যদি তাহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পর সম্মিলন স্থাপন করিতে পারে, কারণ সম্মিলন কল্যাণকর। মানব অন্তঃকরণ লোভের দিকে স্থাপিত, কিন্তু যদি তোমরা সৎকার্য্য কর ও ধর্ম্মভীরু হও, তবে নিশ্চয় যাহা কর, খোদাতালা তাহার জ্ঞাতা।" (আয়েত ১২৮)

"যদিচ তোমরা ইচ্ছা কর, তথাপি স্ত্রীগণের সম্বন্ধে ন্যায়াচরণ করিতে সক্ষম হইবে না, অনন্তর সম্পূর্ণ অনুরাগে (প্রিয়তমার প্রতি) অনুরাগ প্রকাশ করিও না; অবশেষে তাহাদিগকে শূন্যে লম্বিত স্ত্রীবৎ ছাড়িয়া দেও, এবং যদি সম্মিলন স্থাপন কর ও ধর্ম্মভীরু হও, তবে নিশ্চয় খোদাতালা দয়ালু ও ক্ষমাশীল।" (আয়েত ১২৯)।

"কিন্তু তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) বিচ্ছিন্ন হইলে খোদাতালা নিজ উদারতা গুণে প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত করিবেন, খোদাতালা উদার ও জ্ঞানী।" (আয়েত ১৩০)।

"বল, তোমরা এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি যাহা অবৈধ করিয়াছেন পাঠ কর (বলিয়াছেন যে) তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী নির্দ্ধারণ করিও না, ও পিতামাতার প্রতি সদাচার করিও এবং দারিদ্রতা প্রযুক্ত আপন সন্তানদিগকে বধ করিও না, ও আমি তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জীবিকা দান করিতেছি; যাহা প্রকাশ্য কুক্রিয়া ও যাহা গুপ্ত তাহার নিকটবর্ত্তী হইও না, খোদাতালা তাহা অবৈধ করিয়াছেন; ন্যায়ের অনুরোধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিও না; ইহাই এতদ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন; ভরসা যে, তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিবে।" (৪র্থ সুরা ১৫২ আয়েত)।

"এবং তোমরা আপন সন্তানদিগকে দারিদ্রতার ভয়ে বধ করিও না, আমি তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকি, নিশ্চয় তাহাদিগকে বধ করা গুরুতর পাপ।" (১৭শ সুরা ৩৩ আয়েত)।

"যাহারা সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দান করে, তৎপর চারি জন সাক্ষী আনয়ন করে না, অনন্তর তাহাদিগকে তোমরা অশীতি কশাঘাত করিও, এবং কখন (কোন বিষয়ে) তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না, ইহারাই তাহারা যে দুক্রিয়াশীল।"

"নিশ্চয়, যাহারা (দুষ্কর্ম্ম) অবিজ্ঞতা বিশ্বাসিনী সাধ্বী নারীদিগের প্রতি অপবাদ দেয়, যদিও তাহারা বিশ্বাসী হয়—ইহ পরলোকে তাহারা অভিশপ্ত হয়, এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি আছে।" (সুরা ২৪, আয়েত, ২৩)।

"এবং বিশ্বাসিনী নারীদিগকে বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকলকে বদ্ধ করে, ও জীতেন্দ্রিয়তা করিতে চেষ্টা করে; ও স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা হইতে ব্যক্ত হয়, তদ্ব্যতীত প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহারা আপন কণ্ঠদেশে আপন বস্ত্রাঞ্চল ঝুলাইয়া রাখে, আপন স্বামী বা আপন পিতা

বা আপন শ্বশুর বা আপন পুত্র (এবং পৌত্র) বা আপন স্বামীর পুত্র (সপত্নীজাত পুত্র) বা আপন ভ্রাতা. বা আপন ভ্রাতুস্পুত্র বা আপন ভাগিনেয় বা আপন (স্বধর্ম্মাবলম্বিনী) নারীগণ বা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের উপরে স্বত্ব লাভ করিয়াছে, সেই (দাসীগণ) বা অকাম অনুগামী পুরুষগণ, এই সকলে ও যাহারা নারীগণের লজ্জাজনক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না, সেই শিশুদিগের নিমিত্ত ভিন্ন তাহারা আপন আপন আভরণ যেন প্রকাশ না করে, এবং তাহারা যেন আপন শব্দায়মান (ভূষণযুক্ত) চরণ বিক্ষেপ না করে, তাহাতে তাহারা আপন ভূষণ যাহা গোপন করিয়া থাকে (লোকে তাহা জানিতে পাইবে) এবং হে বিশ্বাসী-গণ, তোমরা একযোগে খোদাতালার দিকে ফিরিয়া আইস, সম্ভবতঃ তোমরা মুক্ত হইবে।" (সুর ২৪, আয়েত ৩১)।

"হে সংবাদবাহক! তুমি ভার্য্যাদিগকে ও স্বীয় কন্যাদিগকে এবং বিশ্বাসীদিগের স্ত্রীগণকে বল, যেন তাহারা আপনাদের উপর চাদর সকল সংলগ্ন করে, তাহারা পরিচিত হওয়ার ইহা (এই উপায়) প্রবলতম, পরে তাহারা উৎপীড়িত হইবে না, এবং খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সুরা ৩৩, আয়েত ৫৯)।

"এবং যখন জীবিত অবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত (কন্যাদিগকে) জিজ্ঞাসা করা হইবে, কোন্ অপরাধে হত হইয়াছে।" (সুরা ৮২, আয়েত ৮ ও ৯)।

সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও আইনানুযায়ী স্বত্ব, পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয় জাতির মধ্যে সমভাবে স্থাপন করা *কোরাণ শরিফের সাধারণ মত; কেবল দৈহিক বল ও অর্থে উভয়ের স্বত্ব বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

* পুরুষদিগের যেরূপ সেই স্ত্রীগণের উপর বৈধাচারে (স্বত্ব),

স্ত্রীগণেরও তদ্রূপ, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, খোদাতালা পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞতা।" কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ২২৮।

"* পুরুষদিগের জন্য যাহা তাহারা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে স্বত্ব, নারীদিগের জন্য তাহারা যাহা লাভ করিয়াছে তাহাতে স্বত্ব, খোদাতালার নিকটে তাঁহার করুণা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় খোদাতালা সর্ব্বজ্ঞ।" কোরাণ সুরা ৪, আয়েত ৩২।

"পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব রাখে, খোদাতালা তাহাদের এক জনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন বলিয়া, তাহারা (পুরুষেরা) নিজের ধন (তাহাদের ভরণ পোষণের জন্য) ব্যয় করিবে বলিয়া * * * ।" কোরাণ সুরা ৪, আয়েত ৩৪।

"নিশ্চয় খোদাতালার উপর আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিণী নারীগণ, এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ এবং অনুগত পুরুষ ও অনুগতা নারীগণ এবং সত্যবাদী ও সত্যবাদিনীগণ, ধৈর্য্যশীল ও ধৈর্য্যশীলাগণ এবং বিনম্র ও বিনম্রাগণ, এবং ধর্ম্মার্থ দাতা ও দাত্রীগণ এবং উপবাস ব্রতধারী ও উপবাস ব্রতধারিণীগণ এবং স্বীয় ইন্দ্রিয়সংযমনকারী ও সংযমনকারিণীগণ এবং খোদাতালাকে প্রচুর স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীগণ, তাহাদের জন্য খোদাতালা ক্ষমা ও মহা পুরস্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন।" কোরাণ সুরা ৩৩, আয়েত ৩৫।

হজরত মহম্মদ (দং) স্ত্রীলোকদিগের হীনাবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াও ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি আরও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ম সকলের পরিচালন করিয়াছিলেন, এবং অনিষ্টকারক স্ত্রীবর্জ্জন প্রথার হ্রাস করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, আর তাঁহার শিষ্যবর্গের অন্তর মধ্যে নারীজাতির প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার বীজ বপন করিয়াছিলেন, নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে

পবিত্র প্রণয় স্থাপন করিয়া উভয়ে সুখসচ্ছন্দে দিনাতিবাহিত করা কর্ত্তব্য, এইরূপ উপদেশসমূহ কোরাণ শরিফে উল্লেখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নে একটী আয়েতের অনুবাদ করিয়া দিতেছি—

"এবং তাঁহার নিদর্শন সকলের মধ্যে ইহা হয় যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি হইতে ভার্য্যা সকল সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের সহিত সুখে বাস কর এবং তোমাদিগের মধ্যে স্নেহ ও প্রণয় সৃজন করিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোকদিগের নিমিত্ত নিদর্শন সকল আছে।" কোরাণ, সুরা ৩০, আয়েত ২০।

জড়োপাসক ধর্ম, মুসায়ী ধর্ম, এমন কি ঈসায়ী ধর্ম্ম অপেক্ষা ইসলাম স্ত্রীলোকদিগকে অধিকতর পরিমাণে সভ্যতার আলোক ও স্বাধীনতা দান করিয়াছে। মুসায়ী-ধর্ম্ম ইহুদী স্ত্রীলোকদিগের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধনার্থ কোনরূপ চেষ্টা করে নাই এবং ইঞ্জিলও স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির বিশেষ কোনরূপ চেষ্টাও করে নাই।

নারীগণের অবাধ্যতার জন্য যেরূপ শারীরিক শাস্তি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, যাহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৪র্থ সুরার ৩০ আয়েতে উক্ত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তৎকালে মদিনার রাজ্য শাসন সম্বন্ধে কোনরূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না, তজ্জন্য তথায় কোন রূপ বিচারপতিও নিযুক্ত ছিল না, তখন পিতাই পরিবারের মধ্যে কর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও সুনিয়মে রাজ্য শাসন কার্য্য আরম্ভ হইতে না হইতেই স্বামীর উপর যেরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়; তখন স্বামী স্ত্রী পরস্পর বিচারপতির নিকট গিয়া বিচারার্থ আবেদন করিতে সক্ষম হইত, এবং স্ত্রীকে শাস্তি বিধানের ক্ষমতা স্বামীর হস্ত হইতে একেবারে লোপ হইয়া গেল। পরবর্ত্তী আয়েতে অর্থাৎ উক্ত

সুরার ৩৫ আয়েতে স্ত্রীকে বেত্রাঘাতে শাস্তি দিবার ক্ষমতা স্বামীর হস্ত হইতে উঠিয়া গেল। সেই আয়েতটী এই—

"যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আশঙ্কা কর, তবে পুরুষের স্বগণ হইতে এক জন মীমাংসাকারী এবং স্ত্রীর স্বগণ হইতে একজন মীমাংসাকারী নিযুক্ত করিবে, যদি তাহারা মীমাংসা করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, তবে খোদাতালা উভয়ের প্রতি মিলনে অনুকূল হইবেন, নিশ্চয় খোদাতালা জ্ঞানী ও জ্ঞাতা।" কোরাণ, সুরা ৪, আয়েত ৩৯।

স্ত্রীলোকদিগকে নির্জ্জনে বাস করিতে হইবে, প্রথমে এরূপ কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। হজরত মহম্মদ (দং) স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ পরিচ্ছদের উন্নতি করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে সম্মান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকগণ রাজপথে বাহির হইলে, অসভ্য সাধারণ লোকগণ তাহাদিগকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অবমাননা করিত, তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকটী নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে—

"হে সংবাদবাহক! তুমি স্বীয় ভার্য্যাদিগকে ও স্বীয় কন্যাদিগকে এবং বিশ্বাসীদিগের স্ত্রীদিগকে বল, যেন তাহারা আপনাদের উপর আপনাদের চাদর সকল সংলগ্ন করে, তাহারা পরিচিত হওয়ার ইহা (এই উপায়) প্রবলতম, পরে তাহারা উৎপীড়িত হইবে না এবং খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" কোরাণ, সুরা ৩৩, আয়েত ৫৯।

"এবং বিশ্বাসিনী নারীদিগকে বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকলকে বন্ধ করে এবং জিতেন্দ্রিয়তার দিকে দৃষ্টি রাখে, এবং স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা হইতে ব্যক্ত হয়, তদ্ব্যতীত প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহারা আপন বস্ত্রাঞ্চল আপনার বক্ষঃস্থলে ঝুলাইয়া রাখে * *।"

কোরাণ, সুরা ২৪, আয়েত ৩১।

ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের বদন ও হস্ত অনাচ্ছাদিত রাখার সম্বন্ধে হেদায়াতে বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কারণ স্ত্রীলোকদিগের দেহের ঐ সকল অংশকে "আওরত" (আচ্ছাদনের যোগ্য) বলে না। কিন্তু স্ত্রীলোকের হস্ত ও বদন ভিন্ন শরীরের অন্যান্য অংশকে "আওরত" বলে, এবং কেহ কেহ স্ত্রীলোকদিগের পদদ্বয়কেও "আওরত" বলেন না। তজ্জন্য স্ত্রীলোকদিগের হস্ত পদ ও বদন ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অংশগুলিকে সুন্দর রূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

হজরত মহম্মদ (দং) নিজের সম্বন্ধে বহুবিবাহের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক ইউরোপীয় গ্রন্থকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কোরাণ শরিফে বহুবিবাহের সীমা নির্দ্ধারণ হইবার পর (সুরা ৪র্থ, আয়েত ৩) হজরত মহম্মদ (দং) নিজে অন্য কোন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। বহুবিবাহের সীমা নির্দ্ধারণের নিয়ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে হজরত যে সকল স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে স্বীয় ভার্য্যারূপে রাখিবার জন্য তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর অন্যান্য যে সকল মুসলমানের ৪টীর অধিক স্ত্রী ছিল, তাঁহারা নির্দ্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত স্ত্রীদিগকে বর্জ্জন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বহুবিবাহের সীমা নির্দ্ধারিত আদেশ প্রচারিত হইবার পরে তাঁহার স্ত্রীগণকে ভার্য্যারূপে রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবার কারণ এই যে, প্রেরিতপুরুষের স্ত্রী সাধারণ মুসলমানের মাতৃ তুল্য (ওম্মল মোমেনিন), অপর কাহারও পক্ষে তাঁহাদিগকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করা অবৈধ; এজন্য তিনি ৪টীর অতিরিক্ত স্ত্রীগণকে ভার্য্যারূপে রাখিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য পক্ষে সেই সকল স্ত্রীর পরিবর্ত্তে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা, বা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুর পর পুনঃ

স্ত্রী গ্রহণ অথবা কাহারও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৩৩ সুরার ৫২ আয়েতে উক্ত হইয়াছে। হজরত মহম্মদ (দং) যে পূর্ব্ব স্ত্রীগণকে রাখিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ বহুবিবাহের সীমা নির্দ্ধারণ আদেশের কিছু মাত্র লঙ্ঘন করা হয় নাই। কেবল তাঁহার প্রতি উক্ত আদেশের এইটুকু সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীগণকে রাখিতে পারিবেন, আর অন্যান্য যে সকল মুসলমানের ৪টীর অধিক স্ত্রী আছে, তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি তাঁহার বর্ত্তমান স্ত্রী জীবিত থাকা স্বত্বে বা তাঁহাদের মৃত্যুর পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন না, আর তাঁহার শিষ্যবর্গ স্বীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর বা নিয়মানুসারে স্ত্রীবর্জ্জন করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন, এই রূপ আদেশ হইয়াছিল। অতএব আমরা আশা করি, কেহ আর এতৎ সম্বন্ধে হজরতের উপর বৃথা দোষারোপ করিবেন না। কোরাণ শরিফের ৩৩ সুরার ৫২ আয়েতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"ইহার পর নারীগণ তোমার জন্য বৈধ নহে, তোমার বর্ত্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত (অন্য) স্ত্রীগণকে তাহাদের সৌন্দর্য্য তোমাকে মুগ্ধ করিলেও পরিবর্ত্তন করিবে না, এবং খোদাতালা সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিকারী।" কোরাণ, সুরা ৩৩ আয়েত ৫২।

ইস্‌লামে বহুবিবাহ।

যাঁহারা ইসলামের উপর দোষারোপ করেন, তাঁহারা বহুবিবাহ ও স্ত্রী বর্জ্জন এই দুইটী প্রথাকে লক্ষ্য করিয়া এবং এই প্রথা ইস্‌লামে কিরূপ

অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার কোনরূপ বিচার না করিয়া ইস্‌লামের উপর নানা রূপ কুৎসা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। আমরা এই দুইটী প্রথাকে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখাইব যে, ইহারা ইস্‌লামে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে; তাহা অতি সুন্দর নিয়ম ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এবং ইহাতে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে।

ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবে এরূপ বিবেচনা করা অতিশয় ভ্রান্তবিশ্বাস। কতিপয় বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মানবের একের অধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। সেইরূপ অবস্থায় ইস্‌লাম তাহাদিগকে চারিটী পর্য্যন্ত স্ত্রীর পাণিগ্রহণের অনুমতি দেয়; কিন্তু যদি একের অধিক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া মানব তাহাদের সকলের প্রতি সমান ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিতে না পারে, তাহা হইলে একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ ইসলামানুমোদিত নহে।

এক জাতির আচার ব্যবহার ও চিন্তাশক্তির সহিত অপর জাতির আচার ব্যবহার ও চিন্তাশক্তির বিরুদ্ধভাব বিদ্যমানতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্য হইতে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে বুদ্ধিমান লোকের নিকট কোন রূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না। বহুবিবাহ কথাটী খৃষ্টান-দিগের নিকট এরূপ দোষযুক্ত ও অনিষ্টকারক বলিয়া বোধ হয় যে, তাঁহারা ইহার কোন রূপ বিচার না করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বহুবিবাহে সমাজে কেবল অবিরাম ধারায় অনিষ্ট স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা ইহাকে স্থান বিশেষের জলবায়ুর পক্ষে কতদূর উপকারিতা বা অনুপকারিতা এবং স্ত্রী ও পুরুষ জাতির সংখ্যা তুলনা না করিয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ দৈহিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ইহাকে নানাবিধ অনিষ্টোৎপাদক মনে করিয়া থাকেন।

যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে যে, বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় কি? অর্থাৎ মানবকে একাধিক ভার্য্যা গ্রহণকারী, কি একমাত্র ভার্য্যা গ্রহণকারী করা তাঁহার অভিপ্রেত? এক্ষণে আমরা তাঁহার সেই অভিপ্রায় প্রকৃতির কার্য্যকলাপে পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া লইতে পারি। কারণ ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, প্রকৃতির কার্য্যকলাপসম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় বিভিন্ন প্রকার অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার উৎপন্নজাত পদার্থে ও জীবজন্তুতে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় বিভিন্ন প্রকার হয়। প্রকৃতির অভ্রান্ত কার্য্যকলাপে আমরা শিক্ষা করিতে পারি যে, সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত এক ভার্য্যা-গ্রহণকারী জীবসকল এক সময়ে এক জোড়া শাবক প্রসব করিবে, তাহার মধ্যে একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ। অন্য পক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত বহুবিবাহকারী জীবসকল এক সময়ে একটী বা ততোধিক সন্তান একেবারে প্রসব করিবে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের কোন রূপ পার্থক্যতার দিকে লক্ষ্য থাকিবে না। এই নিয়মানুসারে মানব দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত। কিন্তু মানব স্বীয় পদমর্য্যাদা, অবস্থা ও বিবেকশক্তিতে অন্যান্য জীব অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত। এই কারণ বশতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রদত্ত ক্ষমতা, স্বত্ব ও সুযোগ যাহা অন্যান্য সাধারণ জীবের ন্যায় মানব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহারা অন্যান্য জীবের ন্যায় ভোগ করিতে অধিকারী; কিন্তু মানব যাহাতে সেই সকল স্বত্ব, সুযোগ ও ক্ষমতা প্রভৃতি দৈহিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সহিত সমতা রাখিয়া এবং যে স্থানে বাস করে, তথাকার জলবায়ুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানুসারে সাবধান পূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করে, তাহাই সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত।

দ্বিতীয়তঃ—মানব স্বাভাবিকই সামাজিক জীব, তজ্জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা

যখন দেখিলেন, "মানব একাকী থাকা, তাহার পক্ষে হিতকর নহে।" তখন তিনি "তাহার জন্য সাহায্যকারী (স্ত্রীলোক)" সৃষ্টি করিলেন—যে স্ত্রীলোক পুরুষের জীবনের সুখ দুঃখ, চিন্তা ও বিপদের অংশভাগী এবং যে স্ত্রীলোকের সহানুভূতিতে পুরুষের সুখের বৃদ্ধি ও দুঃখের হ্রাস হইয়া থাকে। অবশেষে স্ত্রী পুরুষের সহবাসের প্রধান ও অবশ্যকরণীয় সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ "প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পৃথিবী পূর্ণ করা" সম্পন্ন করিতে মানব সক্ষম হয়। যাহা হউক, যদি কোন কারণবশতঃ স্ত্রীলোক প্রকৃতির নিয়মানুসারে কার্য্য করণে অক্ষম হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তা নিশ্চয়ই সেই অভাব দূরীকরণের কোনরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন—সেই উপায়ই বহুবিবাহ—অর্থাৎ মানব এক সময়ে একেবারে একটী বা ততোধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবে, না হয় পূর্ব্ব স্ত্রীটীকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় আর একটী স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। আবার যদি স্বামী সন্তানোৎপাদিকা শক্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে বিচারকের বিধি (১) অবলম্বনপূর্ব্বক স্ত্রীলোকও শেষ সুযোগটী লাভ করিতে সক্ষম অর্থাৎ পুরুষ যখন ইচ্ছানুসারে সন্তানোৎপাদনের জন্য অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে, তখন স্ত্রীলোকও স্বামীর সন্তানোৎপাদিকা শক্তির অভাবে বিচারকের আদেশ বিধি প্রাপ্ত হইয়া পত্যান্তর গ্রহণ করিতে পারে।

যে উপায়ের আবশ্যকতার বিষয় আমরা প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়মানুসারে আবশ্যকীয় বলিয়া প্রমাণ করিলাম, মানব যদি তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার না করে, তাহা হইলে তাহার দ্বারায়, সমাজ বিশেষ রূপে অনিষ্ট ভোগ করিতে থাকিবে, শেষে তাহার ফল এই হইবে যে, মানব পাপ ও দোষজনক কার্য্যে অতিশয় নিমগ্ন হইয়া পড়িবে।

(১) হেদায়া দেখ।

পুনরায় মানবকে সংসর্গের আতিশয্যতা হইতে নিবারণ জন্য—যাহা সকল সময়ে মন্দ এবং সময়ে সময়ে অনিষ্টোৎপাদক—এবং যে পরিমাণে স্ত্রী সংসর্গে সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে, সেই পরিমাণে স্ত্রী সংসর্গ করা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত আর প্রকৃত আবশ্যকতা ব্যতীত একাধিক স্ত্রীগ্রহণে বিরত থাকা সম্বন্ধে নানাপ্রকার দৃঢ় বন্ধন ও সামাজিক নিয়মসমূহ স্থাপিত হইয়াছে—যেমন স্বত্ব, সুযোগ, ভালবাসা ও প্রণয় সকল স্ত্রীর মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান থাকা বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ অধর্ম্ম(১)। বহু বিবাহের এই সকল কঠোর নিয়ম প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগকে বহুবিবাহ হইতে দূরে রাখে, কেননা তাঁহারা যখন বহুবিবাহের ফল উপভোগ করিতে অভিলাষী হন, তখনই আবার উহার কঠোর নিয়মাবলী সুন্দররূপে কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন মনে করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। বাস্তবিকই বহুবিবাহ প্রথা লম্পটদিগের বিশেষ সুখোৎপাদনকারী আর পাশববৃত্তি চরিতার্থ করাই যাহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাদের নিকট বহুবিবাহ পরম হিতকরী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু সেই পরম উপকারী বহুবিবাহ প্রথার যাহারা অসদ্ব্যবহার করে, তাহাদিগকে অবশ্যই মানব অন্তরের প্রধান অন্বেষণকারী সেই সর্ব্বজ্ঞ সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট দায়ী হইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ—যখন আমরা এই বিষয়টী ধর্ম্মসম্বন্ধে বিচার করিতে যাই, তখন দেখিতে পাই যে, মুসায়ী ও ঈসায়ী ধর্ম্মে ইহার কোনরূপ নিষেধবাণী নাই। ইস্লামধর্ম্ম ব্যতীত এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান সময়ে কেবলমাত্র এই দুইটী ধর্ম্মই খোদাতালার প্রেরিতধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত। বহুবিবাহের

(১) কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে—"যদি আশঙ্কা কর যে, অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার, পরন্তু যদি আশঙ্কা কর, সকলের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে।"

যুক্তিসিদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ তওরয়-তের যে যে স্থানে বহুবিবাহের পোষকতাসূচক আয়েত আছে, নিম্নে সেই গুলির উল্লেখ করিয়া দিতেছি; পাঠকবর্গ তওরয়ত (Old Testament) দেখিয়া তাহা ঠিক করিয়া লইবেন—

আদিপুস্তক ৪০ অধ্যায় ২২ আয়েত (Geni XXXX 22); যাত্রা পুস্তক ২১ অধ্যায় ১১ আয়েত (Exodus XXI. II); দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ১৭ অধ্যায় ১৭ আয়েত (Duet XVII. 17) ; ১ম সমুয়েল ৪র্থ অধ্যায় ১, ২, ১১, ২০ আয়েত (I Sam- IV. 1,2,II, 20) ; ১ম সমুয়েল ২৫ অধ্যায় ৪২,৪৩ আয়েত (I Sum XXV 42,43) ; দ্বিতীয় সমুয়েল ১২ অধ্যায় ৮ আয়েত (2 Sam, XII, 8) ; দ্বিতীয় সমুয়েল ৫ অধ্যায় ১২ আয়েত (2 Sam. V, 12) ; বিচারকর্ত্তৃ পুস্তক ৮ অধ্যায় ৩০ আয়েত (Judges VIII, 30) ; বিচারকর্ত্তৃ পুস্তক ১০ অধ্যায় ৪ আয়েত (Judges X, 4) ; বিচারকর্ত্তৃ পুস্তক ১২ অধ্যায় ৯, ১৪ আয়েত (Judges XII, 9, 14)।

ইস্‌লামের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে ও পরে আরবে বহু বিবাহ প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইস্‌লাম তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিল।

হজরতের মদিনায় অবস্থিতিকালে অর্থাৎ তাঁহার পরলোক গমনের ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কতিপয় নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু তিনি একমাত্র ভার্য্যার সহবাসে জীবনের অধিকাংশ সময় অর্থাৎ ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি বৃদ্ধকালে অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটী নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার উপর দোষারোপ করা অন্যায়। যেহেতু নারীদিগের সম্বন্ধে যে

সকল ধর্ম্ম কর্ম্মপদ্ধতি (মসালা) আছে, যাহা স্বামী ভিন্ন স্ত্রীদিগকে অন্য কাহারও বুঝাইয়া দিবার সুযোগ নাই, আবার ঐ সকল মসালা নারী-জাতির মধ্যে নারীজাতি বহুল পরিমাণে প্রচলনে সক্ষম, তজ্জন্য তাঁহার এতাধিক বিবাহের একটী প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার বহুভার্য্যা গ্রহণ সম্বন্ধে একজন খৃষ্টান লেখক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

"(হজরত) মহম্মদ (দং) যে সকল নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটী ব্যতীত অপর নারীগুলিকে তিনি ৫৪ বৎসর বয়ঃক্রমের পর বিবাহ করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আশ্রয়বিহীনা বিধবা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন তাঁহার শিষ্যের বিধবা স্ত্রী, যাঁহারা মক্কাবাসীদিগের উৎপীড়ন ও অত্যাচারে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্ত্রী পুত্র সহ আবিসিনিয়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর অপর দুই জনের স্বামী ইস্‌লাম রক্ষার্থ মদিনায় শত্রুর সহিত যুদ্ধে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। যাহারা কাহারও জন্য জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহাদের নিঃসহায়া ও গৃহাদি শূন্য স্ত্রীদিগকে বিবাহ করিয়া আশ্রয় দান ও রক্ষা করা আইনানুমোদিত এবং এই কার্য্যকে আরববাসিগণ উদারনৈতিক ও দয়ালুতার কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন।" Letter from Egypt P. P. 139—140

হজরত মহম্মদের (দং) প্রেরিত্ব লাভের সময়ে আরবে বহুল পরিমাণে বহু নারী গ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলাম যেরূপ মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংস্কার করিয়াছিল, তদ্রূপ এই অনিষ্টকারক প্রথাকেও ত্যাগ করে নাই; ইসলাম ইহার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিল। বহুনারীর পাণিগ্রহণ ত্যাগ করিয়া কোরাণ শরিফের আদেশানুযায়ী ৪টী পর্য্যন্ত নারীর পাণিগ্রহণ আরববাসীদের পক্ষে বড় কঠিন বলিয়া

বোধ হইল। এরূপ অবস্থায় ইস্‌লাম বহুবিবাহ প্রথার এক প্রকার বিলোপ-কারী বলিতে হইবে। যদি কেহ এরূপ বলে যে, ইস্‌লাম যখন বহুবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছিল, তখন কেন চারিটী পর্য্যন্ত নারীকে বিবাহ করিবার সুযোগ দিয়াছিল? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, সাধারণতঃ বহুনারীর পাণিগ্রহণ মানব সমাজে যেরূপ অশেষ অনিষ্টকারী, তদ্রূপ সাধারণতঃ একটীমাত্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণের আদেশ বিধিবদ্ধ হইলে কোন কোন স্থানে অবস্থানুসারে উহা ততোধিক অনিষ্টকারক হইতেও পারে। ইস্‌লাম সেই অনিষ্টপাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কঠোর নিয়মাদি সহ ৪টী পর্য্যন্ত নারীর পাণিগ্রহণে অনুমতি দিয়াছে। অতএব ইস্‌লামে বহুবিবাহ প্রথা কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা যাহারা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ইস্‌লামের উপর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, যদি তাহারা ইস্‌লামের বহুবিবাহ প্রথার নিয়মাবলী মনোনিবেশ-পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখে, তাহা হইলে ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

ইস্‌লামে স্ত্রীবর্জ্জন (তালাক)।

বহুবিবাহের বিষয় প্রকৃতি, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিয়া প্রদর্শিত হইল। কিন্তু স্ত্রীবর্জ্জন (তালাক) সম্বন্ধে প্রথমটীতে আলোচনা করিবার কোনরূপ আবশ্যক নাই, কিন্তু শেষ দুইটীর দ্বারায় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বিবাহ প্রথা মানব সমাজের কল্যাণকর, এই কল্যাণকর বন্ধন ছিন্ন হইলে সমাজের অশেষ অমঙ্গল সাধিত হয়। স্ত্রীবর্জ্জনে বিবাহের গুরুত্ব থাকে না, পুরুষের বিশ্বাস স্ত্রীর উপর থাকে না। ইহা সত্ত্বেও স্ত্রীবর্জ্জনের

উপকারিতা যে মানব সমাজে নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না কারণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরুদ্ধভাব ঘটিলে অর্থাৎ একজন অন্য জনের জীবননাশের চেষ্টা করিলে, কিম্বা পতি বা পত্নী চির রোগী বা অপ্রতিহার্য্য বাতুলতায় আক্রান্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি এরূপ অবস্থায় ত্যাগ না করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের জীবন বড় কষ্টকর হইয়া উঠে; কিন্তু যখন ইহা দ্বারা মানবের এইরূপ উপকার হয়, তখন ইহা সমাজের অনিষ্টকর নহে, যেহেতু ইহা নীতিবিরুদ্ধ সাধারণ দৃশ্য হইতে মানবকে রক্ষা করে। স্বামী স্ত্রী বিভিন্নতায় সন্তানগুলির অশেষ ক্লেশ হয়; যেহেতু পুরুষ কিছুদিন কোন স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া তাহার উপর ঘৃণা জন্মিল, অমনি তাহাকে পরিত্যাগ করিল; স্ত্রী গর্ভবতী হইল, তখন স্বামী ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য গর্ভবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিল.এদিকে স্ত্রী গর্ভের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সন্তান প্রসব করিল, তখন সে নিজের অন্নবস্ত্রের জন্য লালায়িত, আবার তাহার উপর প্রাণাধিক সন্তানের আহার কোথা হইতে যোগাইবে. সেই চিন্তায় আকুল; এই রূপ অবস্থায় মাতা ও সন্তান পথের ভিখারী হইয়া পড়ে; এ দৃশ্য দেখিলে কাহার না হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়? তথাপিও যখন স্বামী স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধভাব পরস্পরের অসহ্য হইয়া উঠে,—যাহা কোন প্রকারে উপশম হইবার উপায় থাকে না, তখন স্ত্রীবর্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমাদের ধর্ম্ম প্রচারক হজরত মহম্মদ (দং) কখনই স্ত্রীবর্জ্জন প্রথাকে উপযুক্ত বা অধিক্ মূল্যবান্ মনে করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার শিষ্যবর্গকে স্ত্রী বর্জ্জনের অপকারিতার বিষয় প্রদর্শন করিতেন; আর ইহার দ্বারায় সমাজে যে অনিষ্টপাতের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ব্যাখ্যা করাইয়া শুনাইতেন এবং শিষ্যবর্গকে সর্ব্বদা এইরূপ উপদেশ দিতেন যে, স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান ও দয়ালু ব্যবহার করিও, ধৈর্য্যাবলম্বন

পূর্ব্বক তাহাদের অত্যাচার ও জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করিবে। আর যাঁহারা অতি কষ্ট ভোগ করিয়াও স্ত্রীবর্জ্জন করেন নাই, তাঁহাদের ধৈর্য্যশীলতার বিষয় তাঁহাদিগকে বলিতেন: যাহা হউক, হজরত মহম্মদের (দং) স্ত্রীবর্জ্জন প্রথার উপর ঘৃণা স্বত্বেও তিনি ইহার আবশ্যকতার বিষয়ও ন্যায়ানুমোদিত রূপে প্রদর্শন করিতেন। যখন তিনি দেখিতেন যে, স্ত্রী বর্জ্জন ব্যতীত আর কোন উপায় নাই, কোনরূপে স্বামী স্ত্রীর মনোবাদের হ্রাস হইতেছে না, আর এরূপ অবস্থায় উভয়ের জীবনে কষ্ট, যন্ত্রণা প্রভৃতির বিষময় ফল ফলিতেছে এবং স্ত্রী বর্জ্জন ব্যতীত সমাজে অধিকতর পরিমাণে অনিষ্টোৎপাদন হইতেছে; তখন স্ত্রী বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক ও সমাজের উন্নতির মূল বিবেচনায় স্ত্রী বর্জ্জন করিতে আদেশ দিতেন। হজরত মহম্মদ (দং) স্ত্রী বর্জ্জন সম্বন্ধে কেবল কয়েকটী কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি আরও স্বামী স্ত্রী বিভিন্ন হইবার জন্য তাহাদিগকে তিনটী সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহার কারণ এই যে, যদি এই সময়ের মধ্যে উভয়ে চেষ্টা করিয়া পরস্পর পরস্পরের মনো-মালিন্য দূর করিতে পারে; এবং পরস্পর মিলিত হইয়া দাম্পত্য প্রেমে-আবদ্ধ হইতে পারে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদের মিলন না হয়, তাহা হইলে তৃতীয় অর্থাৎ শেষবারে স্ত্রীকে একেবারে বর্জ্জন করা যাইতে পারিবে।

ওয়ালিদের পুত্র মাহমুদ একটী হাদিসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, এক সময়ে প্রেরিত-পুরুষ এক ব্যক্তির বিষয় এইরূপ অবগত হন যে, সে তাহার স্ত্রীকে বর্জ্জন করিবার জন্য এক সময়ে একেবারে তিনবার বর্জ্জনের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছে, ইহাতে তিনি অতিশয় রাগান্বিত হইয়া বলেন, "এমন কি, আমার সম্মুখে তুই খোদাতালার আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইয়াছিস্?" ধর্ম্মপ্রচারককে এইরূপ উত্তেজিত ও রাগান্বিত

দেখিয়া এক ব্যক্তি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "আমি কি অপরাধীকে হত্যা করিব?" কারণ সে ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচারকের রাগ দেখিয়া ভুল ক্রমে মনে করিয়াছিল যে, ঐ ব্যক্তি এরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে, কঠিন শাস্তি পাইবার উপযুক্ত।

হজরত মহম্মদ (দঃ) বলিতেন, "যে সকল স্ত্রীলোক ন্যায়ানুগত ও অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত বর্জ্জনের আদেশ চাহে, তাহারা স্বর্গে অপরিচিত পুষ্পের ন্যায় অবস্থিতি করিবে।"

পাঠকগণ মেস্কাত শরিফের স্ত্রীবর্জ্জন অধ্যায় পাঠ করিলে ঐ রূপ হাদিস প্রচুর পরিমাণে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

এক্ষণে ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকের নিকট স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, ইস্‌লামে স্ত্রী বর্জ্জনের যেরূপ আদেশ আছে, আর যে সকল কারণে স্ত্রী বর্জ্জন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, যাহার বিষয় উপরে উল্লিখিত হইল, তাহাতে সমাজের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না এবং উহা দ্বারা সমাজের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়।

এই বিষয়টী ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, মুসায়ী ধর্ম্মে সকল অবস্থাতেই ও সকল ঘটনাতেই স্ত্রী বর্জ্জন প্রচলিত আছে। এমন কি, খৃষ্টানেরাও ব্যভিচার দোষে স্ত্রী বর্জ্জন আইন সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন। ইস্‌লামে মুসায়ী ধর্ম্মের ন্যায় সকল ঘটনায় স্ত্রী বর্জ্জনের ক্ষমতা পুরুষের হস্তে রহিয়াছে, কিন্তু বিনা কারণে স্ত্রী বর্জ্জন করাকে হজরত দোষাবহ কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।



হজরত মহম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে তওরয়ত ও ইঞ্জিলের উক্তি।

কোরাণ শরিফের উপদেশানুসারে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হইবার সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী তওরয়ত ও ইঞ্জিলে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি।

হজরত মুসার প্রার্থনা কোরাণ শরিফে নিম্নলিখিতরূপে উক্ত হইয়াছে, "তুমি আমাদের জন্য ইহলোকে কল্যাণ লিপি লেখ, নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে ফিরিয়া আসি।" আল্লাতালা বলিলেন, "আমি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিব, এবং আমার দয়া সমুদয় বস্তুকে ঘিরিয়া থাকে, এবং যাহারা ধর্ম্মভীরু, জাকাৎ দেয় ও যাহারা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আমি তাহাদের জন্য অবশ্য তাহা (দয়া) লিখিব; যাহারা অশিক্ষিত প্রেরিত পুরুষের অনুসরণ করিবে, তাহাদের নিকটে তওরয়ত ও ইঞ্জিলে তাহাকে তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ প্রাপ্ত হইবে; সে তাহাদিগকে বৈধ বিষয়ে আদেশ করিবে এবং অবৈধ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে। তাহাদের জন্য শুদ্ধ বস্তু বৈধ এবং অশুদ্ধ বস্তু অবৈধ করিবে, অপিচ তাহাদের ভার ও গলবন্ধন যাহা তাহাদের উপর আছে, সে তাহাদিগের হইতে দূর করিবে। এবং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সম্মান করিবে এবং সাহায্য করিবে এবং সেই জ্যোতিঃ অনুসরণ করিবে, যাহা তাহার সহিত প্রেরিত হইয়াছে, তাহারাই সুখী হইবে।" কোরাণ শরিফের আর এক স্থানে উক্ত হইয়াছে, "যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, 'হে বনি এস্রাইল! নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট খোদাতালার প্রেরিত', আমার পূর্ব্বে যে তওরয়ত গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল, আমি তাহার প্রমাণকারক এবং আমার

পরে যে প্রেরিতপুরুষ আসিবেন, যাঁহার নাম "আহমদ" হইবে, তাঁহার সুসংবাদদাতা' এবং যখন সে তাহাদের নিকটে বহু অলৌকিকতা সহ আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল।"

মুসলমানগণ তওরয়ত ও ইঞ্জিলে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণীসমূহ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তৎকালীন উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের দুরবস্থার বিষয় অবলোকন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, কারণ তখন মূল তওরয়ত ও ইঞ্জিল কোন স্থানে বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু যে সকল অনুবাদিত তওরয়ত ও ইঞ্জিল বিদ্যমান ছিল, তাহাদের আবার একখানির সহিত অপর খানির মিল ছিল না; ফলতঃ তৎসমুদয় মূল গ্রন্থের অনুবাদ ঠিক ছিল না। সেই সকল গ্রন্থ যে মূল গ্রন্থ হইতে পৃথক, তাহা পাঠ করিয়াই বোধ হইত। তওরয়ত ও ইঞ্জিলের যে যে স্থানে কোন পবিত্র ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা উল্লিখিত ছিল, মুসলমানগণ যখন সেই সেই স্থানে নানা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। আবার যখন তাঁহারা কোরাণ শরিফের এই আয়েতটী পাঠ করিলেন, "মুসায়ীদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন লোক আছে, যাহারা শব্দগুলিকে তাহাদের স্থান হইতে পরিবর্ত্তন করে।" তখন তাঁহারা নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, হজরত মহম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে তওরয়ত ও ইঞ্জিলে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছিল, মুসায়ী ও ঈসায়ীগণ তাহার অধিকাংশই পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

যাহা হউক, এক্ষণে তওরয়ত ও ইঞ্জিলের মধ্যে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাদের মধ্য হইতে নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মূল তওরয়ত হিব্রু ভাষায় লিখিত, আমরাও সেই হিব্রুই উদ্ধৃত করিলাম। তবে তাহা হিব্রু অক্ষরের অভাবে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত হইল।

খোদাতালা আদি পুস্তকে ইস্মাইলের বংশবৃদ্ধি ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা এই—

প্রথম।

"ওল ইশ্‌মাইল শমাত খাঁ হেম্নে বেরাখ্‌তি ওথো বে হেফরেতি ওথো বে হের্‌বিথি ওথো এমুদ মেউদ শেনিম আসাড় নেসেইম্ উইলিদ ওন সাৎতিও লেগুই গাডুল।" (Gen xvii· 20.)

অর্থ "এবং ইশ্‌মায়েল বিষয়ক তোমার প্রার্থনাও শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি এবং তাহাকে বহুপ্রজ করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে এবং আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।" (আদি পুস্তক ১৭ অধ্যায় ২০ শ্লোক)।

খোদাতালা ইস্মাইলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি ইস্মাইল বংশে সমুদয় পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রচারক হজরত মহম্মদকে প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। খৃষ্টান ও ইহুদিগণ বলিয়া থাকেন যে, ইস্মাইলের আধ্যাত্মিক মঙ্গলসাধন করা খোদাতালার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তদ্বংশে ১২ জন রাজা উদ্ভব হইবে বলায় কেবল তাঁহার পার্থিব সুখ বর্দ্ধনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞ পাঠকগণ, উপরোক্ত শ্লোকটীতে তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কথার উল্লেখ আছে, দেখিতে পাইবেন—১ম, "আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি"; ২য়, "আমি তাহাকে বহুপ্রজ করিয়া তাহার অতিশয় বংশ

বৃদ্ধি করিব" ; ৩য়, "আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।" এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, উপরোক্ত তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কথায় কি কেবল"বংশ বৃদ্ধি" এই অর্থটী বুঝাইতেছে ?

আল্লাহতালা ইস্‌হাকের নিকট নিম্নলিখিতরূপে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন "সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার পিতা এব্রাহিমের আল্লাহ, ভয় করিও না ; কেননা আমি আপন দাস এব্রাহিমের অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাকিব ও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার বংশবৃদ্ধি করিব" (আদি পুস্তক ২৬ অ, ২৪)।

ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, ইস্‌হাক সম্বন্ধে খোদাতালার প্রতিশ্রুতিটী আধ্যাত্মিক আর ইস্মাইল সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিটী পার্থিব ? আদি পুস্তকে এইরূপ অনেক শ্লোক আছে, বিস্তৃত ভয়ে আমরা তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম না।

দ্বিতীয়।

"নবি মেক্কার বেখামেয়া হিখা কামনি এয়াকায়েম্ লিখা এয়োছেওয়াহ এলোহেখা এলাও তাস্‌মা উন নবি ওকএম্ লাহিম মেক্কেরেবা আহেহিম্ ক মুখা বেনাসাতি দিবা রাআয় বেফিউ বে দেবেবর্ এলেয়াহিম্ এস কোল আস্‌রে সাওবেনো।" (Deut xviii. 15. 18,)

অর্থ "তোমার আল্লাহ সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে অর্থাৎ তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাহারই বাক্য তোমরা অবধান করিবে।" "আমি উহাদের কারণ উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব ও তাহার

মুখে আমার বাক্য দিব, তাহাতে আমি তাঁহাকে যে যে আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে কহিবেন।" (দ্বিতীয় পুস্তক ১৮ অধ্যায় ১৫, ১৮)।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাবের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ খোদাতালা সমুদয় ইস্রাইলবংশীয়ের নিকট প্রকাশ করিতেছেন যে, আমি তোমাদের ভ্রাতাগণের মধ্য হইতে এক জন ধর্ম্মপ্রচারক উৎপন্ন করিব। ইস্রাইলবংশীয়দের ভ্রাতাগণের মধ্য হইতে ধর্ম্মপ্রচারক উৎপন্ন করিব বলিলে ইস্রাইলবংশে ধর্ম্মপ্রচারক উৎপন্ন হইবে বুঝায়, কেননা ইস্রাইলের ভ্রাতা ইস্মাইল আর ইষৌ; আবার ইষৌবংশে কোন ধর্ম্মপ্রচারক উৎপন্ন হইবে না, তাহার বিষয় ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে। অতএব ইস্মাইল বংশে ধর্ম্মপ্রচারক উৎপন্ন হইবারই সম্ভব। ইস্রাইলের ভ্রাতা বলিলে, সেই বংশীয়দিগকে না বুঝাইয়া ইস্মাইল ও ইষৌবংশীয়দিগকে বুঝায়; এক্ষণে আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। ইস্মাইলবংশীয়গণ ইস্রাইলবংশীয়গণের সম্মুখে বাস করিবে, তাহার বিষয় আদি পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে এইরূপে উক্ত হইয়াছে, "আর বন গর্দ্দভ স্বরূপ হইবে, তাহার হস্ত সকলের প্রতিকূল ও সকলের হস্ত তাহার প্রতিকূল হইবে, সে নিজ সকল ভ্রাতার সম্মুখে বাস করিবে।" এখানে নিজ ভ্রাতা বলায় ইস্রাইল ও ইষৌবংশীয়দিগকে বুঝাইতেছে। এ সম্বন্ধে আদি পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে, "অপর তাহার সন্তানগণ হবিলা ও মিসরের পূর্ব্বস্থিত সূর অবধি অসুরিয়ার দিকে বসতি করিল, এইরূপ তাবৎ ভ্রাতাগণের সম্মুখস্থ বসতি স্থান পাইল।"

গণনা পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে ইস্রাইলের ভ্রাতা অর্থে ইষৌবংশীয়দিগকে বুঝাইতেছে, "পরে মূশা কাদেশ হইতে ইদোমীয় রাজার

নিকটে দুত দ্বারা বলিয়া পাঠাইল, তোমার ভ্রাতা ইস্রায়েল এই কথা কহে, আমাদের প্রতি যে সমস্ত আয়াস ঘটিয়াছে, তুমি তাহা জ্ঞাত আছ।" দ্বিতীয় পুস্তকে উক্ত হইয়াছে, "সেই বংশ আপন ভ্রাতাদের মধ্যে কোন অধিকার পাইবে না, তাহার প্রতি কথিত আপন বাক্যানুসারে সদাপ্রভুই তাহার অধিকার।" এখানে ভ্রাতা অর্থে ইষৌর ভ্রাতা বনি ইস্রাইলকে বুঝাইতেছে। অতএব ইস্রাইলের ভ্রাতাগণ বলায় যে ইস্মাইলের সন্তান-গণকে বুঝাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আবার সেই ইস্মাইলবংশের ধর্ম্ম প্রচারক, হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই নহেন।

মুসায়ী ও ঈসায়ীগণ স্বীকার করেন যে, ইস্রাইল বংশীয় ধর্ম্মপ্রচারক-গণ খোদাতালার বাক্যগুলির স্থূল মর্ম্ম নিজের ভাষায় লোকের নিকট প্রচার করিতেন ও তাহাই ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম-প্রচারক হজরত মহম্মদের নিকট খোদাতালার যে সকল বাক্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা তিনি অবিকল লোকের নিকট প্রচার করিতেন ও সেই সকল বাক্যই কোরাণ শরিফে অবিকল লিখিত আছে। ইহাতে "এবং আমি তাহার মুখে আমার বাক্য দিব" এই শ্লোকটীর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়াছে, আর ঐ শ্লোকটীতে হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইতেছে না।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, একজন ধর্ম্ম-প্রচারকের আবির্ভাবের বিষয় খোদাতালা হজরত মুসার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন,—"আমি তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক জন ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব।" কিন্তু আমরা দ্বিতীয় পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে দেখিতে পাই যে, "বেলো কাম নবি ওদ বে এসরাইল কোমুসেহ আসেরেমদ আয়ুইহাওয়: বানিমে অল বানিম" অর্থাৎ, কিন্তু মুসার তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রাইলের মধ্যে আর উৎপন্ন হইল না।" ইহাতে

আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে,ভাবী ধর্ম্মপ্রচারক অবশ্যই ইস্রাইলের ভ্রাতা ইস্মাইল বংশে উৎপন্ন হইবে। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, হজরত মহম্মদ, হজরত মুসার ন্যায় ছিলেন কি না। এই বিষয়ের আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি হজরত মুসার ন্যায় ছিলেন। হজরত মুসার নিজের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যেরূপ বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, হজরত মহম্মদও তদ্রূপ বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক স্বীয় জন্মভূমি মক্কা নগরী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং ঐ দুই জন ধর্ম্মপ্রচারক একই স্থানে অর্থাৎ মদিনা নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মদিনার আদিম নাম ইয়াথেব, ইহা ইয়াথুন নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, এই ইয়াথুনের গৃহে হজরত মুসা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত মুসা যেরূপ কাফেরদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, হজরত মহম্মদও আত্মরক্ষার্থ কাফেরদিগের বিপক্ষে সেইরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। হজরত মুসা যেমন তাঁহার প্রপীড়িত সম্প্রদায় সঙ্গে লইয়া মিসর দেশ হইতে পলায়ন করিয়া একমাত্র খোদাতালার উপাসনায় দলবদ্ধ হইয়াছিলেন, হজরত মহম্মদও সেইরূপ মক্কা হইতে প্রপীড়িত শিষ্যগণসহ মদিনায় গমন করিয়া জড়োপাসক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে এক মাত্র সত্যস্বরূপ নিরাকার আল্লাহতালার উপাসনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হজরত মুসা যেরূপ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, হজরত মহম্মদও সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত মুসার নিকট যে সকল বিধান অবতীর্ণ হইয়াছিল, তদনুসারে বনি ইস্রাইলগণ কার্য্য করিতেন; হজরত মুসার পর হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কাহারও নিকট ঐরূপ বিধান অবতীর্ণ হয় নাই। হজরত মহম্মদের নিকট যে সকল বিধান অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার উপর ইস্‌লামের মূলভিত্তি স্থাপিত। অতএব

উপরোক্ত শ্লোকে যে ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম প্রচারক নিশ্চয়ই হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই নহেন।

তৃতীয়।

ওয়াই ইউমেরই হাওয়া মেস্‌সিনাই বা ভেজারাঃ মেস্‌মে এর লামো হোভিয়া মেহরে পারাণ বে আসামের বাবোসে কোদেশ মেমিনো এশ্‌দাসেলামো।" (Deut. xxxiii. 2.)

অর্থ "এবং সে কহিল, সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন ও সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন ; তিনি পারাণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন ও অযুত অযুত পুণ্যবানের সভা হইতে আসিলেন ; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে ব্যবস্থারূপ অগ্নি উৎপন্ন হইল।" (দ্বিতীয় পুস্তক ৩৩ অধ্যায় ২ শ্লোক)।

"বলোওহা মেৎতিমান ইয়াবু বে কাদুশ মেহার পারাণ সেলাহ কেচ্ছাহ শেমাইন হুদো ওসহেল্লাহ সো মালেয়া হা আরেস্।" (Hab. iii.13)

অর্থ—খোদাতালা তৈমন্ হইতে এবং পবিত্রতম পারাণ পর্ব্বত হইতে আগমন করিয়াছেন। সেলা। গগনমণ্ডল তাঁহার প্রভাতে ব্যাপ্ত; ও পৃথিবী তাঁহার প্রশংসাতে পরিপূর্ণা।" (হব ৩ অধ্যায় ২ শ্লোক)।

পারাণ পর্ব্বত মক্কায় অবস্থিত। আমরা এই পুস্তকের প্রথমেই প্রমাণ করিয়াছি যে, পারাণ মক্কার পর্ব্বত ভিন্ন আর কোন স্থানের পর্ব্বত নহে। "তিনি পারাণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন," এই তেজঃ কি ? পবিত্র কোরাণ শরিফ ও হজরত মহম্মদের বিধান সমূহ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসের ইংলণ্ডের কোয়াটার্লি রিভিউ নামক সংবাদ পত্রের ২৯৯ পৃষ্ঠায় "ইসলাম" নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে অনুবাদিত হইল—"সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন," ইহার অর্থ হিব্রুভাষার বিধান (তওরয়ত); 'এবং সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন,' ইহার অর্থ গ্রীক ভাষার বিধান (ইঞ্জিল); 'এবং তিনি পারাণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজঃ প্রকাশ করিলেন,' ইহার অর্থ আরবী ভাষার বিধান (কোরাণ শরীফ)। * * ইহাও সত্য যে, সীনয় ও সেয়ীর পর্ব্বতদ্বয় ইস্রাইল ও ইষৌ প্রভৃতি বংশীয়-গণের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে, আর পারাণ পর্ব্বতটি স্পষ্টরূপে আরবীয়-দিগের সম্বন্ধে বুঝাইতেছে।"

চতুর্থ।

হজরত সোলেমান তাঁহার প্রিয়পাত্রের আকৃতির বিষয় নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"দুদি সাঃ ভে আদুম্ দাগুল মের্‌বাবাহ রোশো কসেমে পাজ কেসেওসাই তালতাল্লিমে শেহুরোস বা আওরেব্ এনাও বে আনিম্ আল আফিকি মাইন্ রওহাসোথ্ বেহালাব ইয়োশ বুথ আল্‌মেল্লেৎ লেহায়াও বায়ো গাথ হাব্ব্‌শিমাগ্ দেলোৎ. মেরকাহিম্ সাফতুতাও সাওসানিম্ নোৎকোৎ মোর অবের্ এদাও গেলিলে জাহাব্ মেমোলাইন্ বাৎতার্‌শিশ্ মে আদ্ ইশেথ শায়েন মে ওলে ফিথ সুপ্‌পেরিম্ শওকাও আমুদে শেষ ইয়াও মোথ থাদিম্ আল্ আদ্‌নে কায়াজ পার্‌মড়ি হোবল লেবানুন্ বাহুর বারাজিম্ হাব্ব্ মাম্ তাকিন্ ভে বেল্লো

মহাম্মদিম্ যে দুদি ভে যে রেই বেন্নুৎ এরুশায়লিম্।"
(Solomon's Song. Ch. 5. ver 10-16).

অর্থ, "আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ; তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার মস্তক নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায়, তাঁহার কেশগুচ্ছ ঝাড়াল ও দাঁড়কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার নেত্রযুগল জলপ্রণালীর ধারে স্থিত ও দুগ্ধে স্নাত ও পয়ঃপূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট কপোতদ্বয়ের ন্যায়। তাঁহার গণ্ডদেশ সুগন্ধি ঔষধির চৌকা ও আমোদকারী লতার স্তম্ভস্বরূপ। তাঁহার ওষ্ঠাধর দ্রব গন্ধরস ক্ষরণকারী শোশন পুষ্পের ন্যায়। তাঁহার হস্ত বৈদূর্য্য মণিতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীয় স্বরূপ। তাঁহার দেহ নীলকান্ত মণিতে খচিত হস্তিদন্তময় শিল্প কর্ম্মের ন্যায়। তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান শ্বেত প্রস্তরময় স্তম্ভদ্বয়ের ন্যায়। তাঁহার আভা লিবানোনের সদৃশ ও এরস বৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট। তাঁহার তালু নিতান্ত মধুর; তিনি সর্ব্বতোভাবে মহাম্মদিম্—মনোহর (মহম্মদ—প্রশংসিত)। হে জেরুশালেমের কন্যাগণ! এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।" (পরমগীত ৫ অধ্যায় ১০—১৬ শ্লোক)।

যদিও হজরত সোলেমান উপরোক্ত শ্লোকটিতে কবিকল্পনা রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহা আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের আকৃতি ও রূপের সহিত ঠিক মিলিতেছে। শ্লোকের শেষভাগে হজরত সোলেমান তাঁহার প্রিয়পাত্রের নাম "মহম্মদ" ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজি বাইবেলে হিব্রু "মহাম্মদিম্'' শব্দটী ইংরাজিতে "Lovely'' "অর্থাৎ মনোহর" শব্দ দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে; ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু "মহাম্মদিম্'' শব্দটির প্রকৃত ইংরাজী অনুবাদ "Illustrious (সুবিখ্যাত) কিম্বা "the praised (প্রশংসিত) হইবে।

হিব্রু "মহাম্মদিম্" শব্দটি "মহম্মদ" শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিব্রু ভাষার ব্যাকরণের নিয়মানুসারে কোন সংজ্ঞাবাচক সুবিখ্যাত লোকের কিম্বা যখন কোন বিশেষ্যপদকে মহৎ ও প্রধান বলিয়া উল্লেখ করা যায়, তখন বহুবচনে প্রয়োগ হয়। যেমন "এলোভা" শব্দটীর অর্থে দেবতা বুঝায়, আবার "এলোভা" শব্দটী আল্লাহতায়ালার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে গেলে, উহার বহুবচন "এলোভিম্" করিতে হয়; এবং "বায়াল" অর্থে দেবমূর্ত্তি বুঝায়, কিন্তু কোন প্রধান দেবমূর্ত্তি অর্থে প্রয়োগ কালে "বায়ালিম্" করিতে হয়। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ আছে।

পঞ্চম।

"অহির আশ্তি এয়েদ কোল হেগ্গো ইম্ আবাদু হাম্দাঃ কোল্ হেগ্গোইম্ ওমেলেতি হাবা বাইথ হাজ্জে কাবুথ আমর আদুনাই সে বাউথ।" Hag ii. 70.

অর্থ "এবং আমি সর্ব্বজাতিকে কম্পবান্ করিব, এবং সর্ব্বজাতির মনোরঞ্জক পাত্র আসিবে; এবং আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন।" (হগয় ২ অধ্যায় ৭ শ্লোক)।

উপরোক্ত শ্লোকটীতে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক সম্বন্ধে অন্য একটি প্রকাশ্য ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, খৃষ্টানগণ চাতুরী করিয়া উহা হজরত ঈসার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া গ্রহণ করেন। পরন্তু যদি ইহা তাহাই হইত, তবে সেণ্ট মথি,—যিনি হজরত ঈসার সম্বন্ধে তওরয়তে যতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সমুদয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি কখনই ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিজ্ঞ গড়ফ্রেহিজিন্ এইটী বিষয় একজন

মুসলমান ও একজন খৃষ্টানের পরস্পর কথোপকথনচ্ছলে অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।—

"হজরত মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারকের নাম তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই তওরয়তে উল্লিখিত হইয়াছিল। বিজ্ঞ পার্কহাষ্ট বলেন, "হ,ম,দ" এই ধাতু হইতে "মহম্মদ" শব্দটী উৎপন্ন হইয়াছে। সত্য এবং মিথ্যা ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহাদের বিশেষ যত্নে ও আদরে অনুষ্ঠিত সকল পবিত্র কার্য্যে এই শব্দটির প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "যেথা হাম্‌দাঃ কোল্‌হাগ্‌ গোইম্‌" অর্থাৎ সর্ব্বজাতির মনোরঞ্জক পাত্র আসিবে।" অতএব 'হ, ম, দ,' ধাতু হইতে যে ধর্ম্মপ্রচারক (হজরত) মহম্মদের নামোল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"বিজ্ঞ পার্কহাষ্টের উপরোক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া একজন মুসলমান বলিতে পারেন,—'এখানে তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের নাম তওরয়ত ও ইঞ্জিলে পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী হজরত ঈসা সম্বন্ধে যাহারা গ্রহণ করে, তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল। লুকের ২৪ অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে হজরত ঈসা স্বয়ং বলিয়াছেন, 'আর দেখ, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব, অতএব তোমরা যাবৎ ঊর্দ্ধ হইতে প্রভাবরূপ সজ্জা পরিহিত না হও, তাবৎ যেরূশালেম নগরে বসিয়া থাক'। ইহাতে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক হজরত মহম্মদ, হজরত ঈসার বিধানগুলিকে সম্পূর্ণত্বে পরিণত করিতে আসিবেন, ইহাই হজরত ঈসা বলিয়াছিলেন। কিন্তু পবিত্রাত্মা প্রভৃতি আসিবেন, তিনি এরূপ মনে করিয়া বলেন নাই। তাঁহার উক্তিতে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব স্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।"

ষষ্ঠ।

"ভে রায়াঃ রেবেব্ সেদিম্ পারাশিম্ রেখিব হামূর রেখিব গামাল বেহেক্‌শিব কেশিব্ রায়াব কাশিব।"

(Isaiah XXI. 7.)

অর্থ,—"তিনি দুই জন আরোহী দেখিয়াছিলেন, একজন গর্দ্দভারোহী, আর একজন উষ্ট্রারোহী; এবং তিনি যথাসাধ্য অবধান করতঃ কর্ণপাত করিয়াছিলেন।" (যিশায়াহ্ ২১ অধ্যায় ৭ শ্লোক)।

আমাদের মতে উপরোক্ত অনুবাদটি হিব্রুভাষার ঠিক অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজি বাইবেলে উহা নিম্নলিখিতরূপে অনুবাদিত হইয়াছে,—"এবং তিনি দুইজন অশ্বারোহীযুক্ত রথ, একটি অশ্বের রথ এবং একটি উষ্ট্রের রথ দেখিয়াছিলেন, এবং তিনি যথাসাধ্য অবধানকরত কর্ণপাত করিয়াছিলেন।" অন্য এক ব্যক্তি উক্ত শ্লোকটি নিম্নলিখিতরূপে অনুবাদ করিয়াছেন, "তিনি দুইজন অশ্বারোহীযুক্ত একখানি রথ দেখিয়াছিলেন, একজন গর্দ্দভারোহী, একজন উষ্ট্রারোহী এবং তিনি যথাসাধ্য অবধানকরত কর্ণপাত করিয়াছিলেন"। ফলতঃ উক্ত অনুবাদগুলিতে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাবের বিষয় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অপরন্তু ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই যে, হজরত যিশায়হ যে দুই জন আরোহীর কথা বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা দুইজনই অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতালার উপাসনার পুনরুদ্ধারকারী। যিনি গর্দ্দভারোহী, তিনি হজরত ঈসা, কারণ হজরত ঈসা গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যেরুশালেমে প্রবেশ করিয়াছিলেন; এবং যিনি উষ্ট্রারোহী, তিনি হজরত মহম্মদ, কারণ হজরত মহম্মদ উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিয়া মদিনায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং উষ্ট্রই আরববাসিগণের একমাত্র বাহন।

সপ্তম।

These things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter (parakletos), which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. (John xiv. 25. 26.)

"তোমাদের নিকটে থাকিবার সময়ে আমি এই সকল কথা কহিলাম। কিন্তু ঐ শান্তিকর্ত্তা (comforter) নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করিবেন, তিনি যাবতীয় বিষয় তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইবেন।" (যোহন ১৪ অধ্যায় ২৫, ২৬ শ্লোক)।

"Nevertheless I tell you the truth ; It is expedient for you that I go away : for if I go not away, the Comforter will not come unto you : but if I depart, I will send him unto you" (John xvi. 7).

"তথাপি আমি সত্য কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার হয়, যেহেতু আমি না গেলে শান্তিকর্ত্তা তোমাদের নিকটে আসিবেন না ; কিন্তু যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।" (যোহন ১৬ অধ্যায় ৭ শ্লোক)।

গ্রীক বাইবেলের "পারাক্লেতস" শব্দটি ইংরাজী বাইবেলে "comforter (শান্তিকর্ত্তা) শব্দ দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু হজরত ঈসা যে শব্দটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ গ্রীক ভাষায়

"পেরিক্লিতস" শব্দ দ্বারা অনুবাদিত হইলে ঠিক হইত। "পেরিক্লিতস" শব্দটীর অর্থ ইংরাজিতে Illustrious—সুবিখ্যাত কিংবা renowned—প্রশংসিত, আর আরবীভাষায় সর্ব্বতোভাবে "আহমদ" হয়। এই শব্দটী সম্বন্ধে বিজ্ঞ লোকেরা নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। ইহার সম্বন্ধে সার উইলিয়ম মুর যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

"প্রাচীন আরবীভাষায় অনুবাদিত বাইবেলে সেণ্ট যোহনের উপদেশ গুলির মধ্যে 'পারাক্লেতস" শব্দটীর অনুবাদ না হইয়া "পেরিক্লিতস" শব্দটির অনুবাদ করা হইয়াছে; যাহার অর্থ আরবী ভাষায় "আহমদ"। বোধ হয়, হজরত মহম্মদের সমকালে কোন মূর্খ বা স্বার্থান্বেষী খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বাইবেলে 'পারাক্লেতস' শব্দটির পরিবর্ত্তে "পেরিক্লিতস" শব্দটী লিখিয়া রাখিয়াছিল। তজ্জন্য ঐ শব্দটীর দ্বারা (হজরত) মহম্মদের আবির্ভাব হইবার বিষয় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে।' সার উইলিয়ম মুর বলিয়াছেন, "কোন মূর্খ ও স্বার্থান্বেষী খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বাইবেলে 'পারাক্লেতস' শব্দটীর পরিবর্ত্তে 'পেরিক্লিতস' শব্দটী প্রয়োগ করিয়া বাইবেলের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। যদি আমরা ইহা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাইবেল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং মূল বাইবেল কুত্রাপি নাই। এতদ্বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞ গড়্ফে হিজিনের মত নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

"ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, হজরত ঈসার স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি কোন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক জনকে পাঠাইয়া দিবেন অর্থাৎ তাঁহার পর একজন আসিবেন। ইহা আমাদের গ্রীক বাইবেলে 'পারাক্লেতস' শব্দ দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে, যাহার অর্থ comforter (শান্তিকর্ত্তা)।

"মুসলমানেরা বলেন যে, হজরত ঈসা যাঁহার আসিবার বিষয় বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই (হজরত) মহম্মদ। এইরূপ য়িশায়াহ, সাইরাসের আসিবার বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। হজরত ঈসা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা গ্রীক ভাষায় 'পেরিক্লিতস' শব্দে অনুবাদিত না হইয়া 'পারাক্লেতস' শব্দে অনুবাদিত হইয়াছে। যে 'পেরিক্লিতস' শব্দটী আরবী ভাষায় 'মহম্মদ' শব্দে অনুবাদিত হইয়া থাকে, খৃষ্টানেরা সত্য গোপন করিবার জন্য সেই 'পেরিক্লিতস' শব্দটীর পরিবর্ত্তে বাইবেলে 'পারাক্লেতস' লিখিয়াছে। খৃষ্টানগণ ইহাও অস্বীকার করেন না যে, বাইবেলের অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মুসলমানগণ বলেন, 'তাঁহারা (খৃষ্টানগণ) সত্য গোপন করিবার জন্য মূলগ্রন্থ ধ্বংস করিয়াছেন। মূলগ্রন্থ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া খৃষ্টানগণ মুসলমানগণের কথার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। আবার ৬০০ শতাব্দীতে মূল বাইবেল কুত্রাপি বিদ্যমান ছিল না।

ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, তারতুলিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের লিখিত বাইবেল (হজরত) মহম্মদের পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু যখন মূলগ্রন্থ ধ্বংস করা হইয়াছে, তখন অবশ্যই কোন স্বার্থসিদ্ধার্থ সে কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল। সেণ্ট যোহন হিব্রুভাষাজ্ঞ ছিলেন, তিনি যাহা গ্রীকভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, সেই অনুবাদিত বাইবেলের 'ক্লিতস' শব্দটী কেহ "ক্লেতস" কেহ 'ক্লিতস' শব্দ দ্বারা লিখিয়াছেন। যাহা হউক, সেণ্টযোহনের লিখিত বাইবেল যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"মুসলমানেরা বলেন, "যদি খৃষ্টানগণ বাইবেলকে আদি অবস্থায় রাখা শ্রেয়ঃ মনে করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেরূপে যন-দি-ব্যাপ্টিষ্ট, বিবি মরিয়ম, পেটার ও পল প্রভৃতি মহাত্মাগণের অস্থি ইতালিতে রক্ষা করিতেছেন, মূল বাইবেলও সেইরূপ ভাবে রক্ষা করিতে পারিতেন।"

"মুসলমানেরা খৃষ্টানদিগকে বলেন যে, খৃষ্টানেরা ঐ মিথ্যা অনুবাদের জন্ত মূল বাইবেল ধ্বংস করিয়াছেন। যদি তাঁহারা ঐ কারণে মূল বাইবেল ধ্বংস করিয়া না থাকেন, তবে কি কারণে ধ্বংস করিলেন? ইহাতে খৃষ্টানগণ কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। কেন না, মূল বাইবেল যে এখন বর্ত্তমান নাই, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। হজরত ঈসা comforter (শান্তিকর্ত্তা) আসিবে বলায় যে তাঁহার শিষ্যগণের নিকট পবিত্র আত্মা আসিবে, তাহা নয়। সেই comforter (শান্তিকর্ত্তা), হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই নহেন, কারণ হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই comforter এর (শান্তিকর্ত্তা) ন্যায় কার্য্য করেন নাই।

"পেণ্টে কস্টের ভোজে ১২ জন শিষ্যের নিকট যে comforter কিম্বা "পারাক্লেতস" আসায় তাঁহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা পবিত্র আত্মার যোগে সম্পন্ন হইয়াছিল। হজরত ঈসার স্বর্গারোহণের অচিরকাল পূর্ব্বে একবার তাঁহারা পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। যখন একবার তাঁহাদের নিকট পবিত্রাত্মা আসিয়া অভিলষিত কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, তখন আবার কেনই বা তিনি বলিবেন যে, তোমাদের নিকট পবিত্রাত্মা আসিবেন? যদি তিনি পবিত্রাত্মাই আসিবেন মনে করিয়া বলিতেন, তাহা হইলে শিষ্যগণকে নিশ্চিতই এইরূপ বলিতেন,—'আবার তোমাদের নিকট পবিত্রাত্মা আসিবেন।'. কিন্তু পবিত্রাত্মার আগমনের কথাই তিনি বলেন নাই। সেল সাহেব তদীয় অনুবাদিত কোরাণ-শরিফের বিজ্ঞাপনে বার্ণাবাসের বাইবেল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লিখিয়াছেন,—"মুসলমানগণ দ্বারা প্রথমে এই পুস্তকের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, যখন তাহাদের অভিলাষ সাধনের আবশ্যক হইয়াছিল, তখন তাহারা অনেক স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

বিশেষতঃ 'পারাক্লেতস' শব্দটীর পরিবর্ত্তে 'পেরিক্লিতস' শব্দটী লিখাইয়া লইয়াছিল। কেন না, 'পারাক্লেতস'' শব্দে শান্তিকর্ত্তা (comforter) এবং 'পেরিক্লিতস' শব্দে আরবী ভাষায় ''মহম্মদ'' বুঝায়।'' * * সেলের লিখিত এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত ঈসা (হজরত) মহম্মদের আবির্ভাবের বিষয় স্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের মতে ''পারাক্লেতস' শব্দটি খৃষ্টানগণের বলিবার যেরূপ অধিকার, মুসলমানগণের ''পেরিক্লিতস শব্দটিও'' বলিবার সেইরূপ অধিকার আছে, বরং খৃষ্টানগণ অপেক্ষা মুসলমানগণের যুক্তি অধিক পরিমাণে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ইত্যাদি।

"মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন যে, নিম্নলিখিত শ্লোকটী খৃষ্টানগণ ধ্বংস করিয়াছে এবং যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, 'হে বনি এস্রাইল! নিশ্চয়, আমি তোমাদের নিকট খোদাতালার প্রেরিত, আর আমার পূর্ব্বে যে তওরয়ত গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল, আমি তাহার প্রমাণকারক এবং আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ আসিবেন, যাঁহার নাম 'আহমদ' হইবে, তাহার 'সুসংবাদদাতা'।"

আমরা বিস্তৃত ভয়ে গড়ফে্ হিজিনের যুক্তিসঙ্গত সমস্ত মত অনুবাদ করিতে পারিলাম না। ফলতঃ যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, হজরত ঈসা আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকের আবির্ভাবের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

অষ্টম।

"And behold., I send the promise of my Father upon you; but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high" (Luke xxiv. 49).

অর্থ—'এবং দেখ, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব, অতএব তোমরা যাবৎ ঊর্দ্ধ হইতে প্রভাবরূপে সজ্জা পরিহিত না হও. তাবৎ জেরুশালেম্ নগরে বসিয়া থাক'। (লুক ২৪ অধ্যায় ৪৯ শ্লোক)

হজরত ঈসা তাঁহার শিষ্যগণের নিকটে পবিত্রাত্মা পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, উপরোক্ত শ্লোকটীর এই অর্থ বুঝিলে সম্পূর্ণ ভুল হয়। যেহেতু শিষ্যগণের জেরুশালেমে বাসের উপর পবিত্রাত্মা আসিবার কোন সম্বন্ধ নির্ভর করে না, অধিকন্তু পরস্পরের উপর পরস্পরের কোন সম্বন্ধই নাই। যদি শিষ্যগণ জেরুশালেম হইতে অন্যত্র গমন করিতেন, তাহা হইলে পবিত্রাত্মা তাঁহার নিকট সেইরূপই স্বাধীনভাবে অবতীর্ণ হইতেন, যেরূপ জেরুশালেমে অবস্থানকালে আসিতে পারিতেন। "তোমরা জেরুশালেমে অপেক্ষা কর," ইহার অর্থ ইহা নয় যে, জেরুশালেম নগরের সীমার বাহিরে যাইও না কিম্বা তোমরা ক্রমাগত জেরুশালেমে বাস কর। যেহেতু তাঁহাদের জেরুশালেমের মধ্যে ও বাহিরে বাস করা সম্বন্ধে পবিত্রাত্মার আগমনের কোন সম্বন্ধ নাই।

উপরোক্ত শ্লোকটীতে হজরত ঈসার মনের ভাব এই ছিল যে, তাঁহারা যেন পূর্ব্বের ন্যায় জেরুশালেমকে সম্মান করেন এবং তদভিমুখে নামাজ পড়েন, যত দিন পর্য্যন্ত "আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহা আমি তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব, এবং যাবৎ তোমরা ঊর্দ্ধ হইতে প্রভাবরূপ সজ্জা পরিহিত না হও"।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের ধর্ম্মপ্রচারক হজরত মহম্মদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। কারণ তাঁহার আগমনে জেরুশালেমের সম্মান কাবায় অর্পিত হইয়াছে।

নবম।

"And he confessed, and denied not; but confessed. I am not the Christ. And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No. Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself? He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias. And they which were sent were of the Pharisees. And they asked him, and said unto him, why baptizest thou then, if thou be not that Christ nor Elias, neither that prophet?" (John. i 20-25.)

অর্থ—"এবং সে তৎকালে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করিল, কিন্তু স্বীকার করিল, আমি ঈসা নহি। এবং তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে আপনি কে? কি এলিয়াস? সে কহিল, না। তবে আপনি কি সেই ভাববাদী? সে উত্তর করিল, না। তখন তাহারা কহিল, তবে আপনি কে? যাহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছে, তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? আপনার বিষয় আপনি কি বলেন? সে কহিল, যিশায়াহ ভাববাদী যেমন কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি 'প্রান্তরে এই বাক্য প্রচারক এক জনের বাণী, তোমরা প্রভুর পথ সোজা কর।' যাহারা প্রেরিত, তাহারা ফরীশি লোক। তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি ঈসা নন, এবং এলিয়াস নন, এবং সেই ভাববাদীও নন, তবে ব্যাপ্টাইজ করিতেছেন কেন?" (যোহন ১ অধ্যায় ২০-২৫)।

উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে তিন জন ধর্ম্মপ্রচারকের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, যথা এলিয়াস, ঈসা ও "সেই ভাববাদী"। মুসায়ীগণের বিশ্বাস

যে, হজরত এলিয়াসের মৃত্যু হয় নাই, তিনি কেবল মানবদৃষ্টির বহির্ভূত রহিয়াছেন; এবং হজরত ঈসার সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আসিবেন। তাহা হইলে উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহারা হজরত ঈসা ভিন্ন আর একজন ধর্ম্মপ্রচারকের অপেক্ষা করিত, সেই ধর্ম্মপ্রচারক এত বিখ্যাত ছিলেন যে, কেবল "সেই ভাববাদী" বলিলেই যথেষ্ট হইত, তাঁহার আর নামোল্লেখের আবশ্যক হইত না। যে সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকের আগমনের সম্বন্ধে খোদাতালা হজরত মুসাকে বলিয়াছিলেন, "আমি উহাদের কারণ উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব"; যাঁহার সম্বন্ধে হজরত সোলেমান বলিয়াছিলেন, "আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ, * * তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর (the praised—মহম্মদ); এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা"; যাঁহার সম্বন্ধে হজরত হগয় বলিয়াছেন, "সর্ব্বজাতির মনোরঞ্জকপাত্র (the praise—আহমদ) আসিবে।" অতএব এক্ষণে নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইল যে, সেই সুবিখ্যাত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও মহীয়ান্ এবং শেষ ধর্ম্মপ্রচারকই আমাদের প্রভু হজরত মহম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহো আলায়হে ওসাল্লাম। আমিন্।



সমাপ্ত।

অশুদ্ধি সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১৪	২	ইহা শুনিয়া আসেম বলিলেন, "হজরতও এই সংবাদ জেব্রিলের নিকট অবগত হইয়াছেন।"	ইহা শুনিয়া আসেম এই বলিয়া খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে দয়াময়! আমাদের এই দুরবস্থার বিষয় হজরতকে অবগত করান।"
৪৮২	৯	এক্ষণে হজরত	এবনে

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের পয়গম্বর সাহেবের নাম উচ্চারণ করার পরই দরূদ শরিফ পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই অনুরোধ যে, এই গ্রন্থের যে যে স্থানে তাঁহার নাম লিখিত হইয়াছে, সেই সেই স্থান পাঠ কালে তাঁহার নাম উচ্চারণ করার পরই প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতা দরূদ শরিফ পাঠ করিবেন।

গ্রন্থকার।

অয়কিয়া—ওজন বিশেষ।

মেস্‌কাল—ওজন বিশেষ।

দেরহাম—আমাদের দেশের প্রায় আট আনার সমান।

